রামায়ণ

যুদ্ধকাণ্ড।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভঞ্জ মহাশয়ের
অনুমত্যনুসারে
শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভঞ্জ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

বাল্মীকি যন্ত্র।

শকাব্দা ১৮০৫

সূচীপত্র।

যুদ্ধকাণ্ড।

সর্গ		পৃষ্ঠা হইতে	পৃষ্ঠা
১০।	বিভীষণের রাবণের প্রাসাদে গমন, লঙ্কায় অমঙ্গলের আবির্ভাব বর্ণন ও রাবণকে জানকী প্রত্যর্পণের অনুরোধ	২৫	২৭
১১।	রাবণের রাজ সভায় গমন, রাবণের সভাবর্ণন, রাক্ষস গণের রাজসভায় আগমন, বিভীষণের সভাপ্রবেশ	২৭	৩০
১২।	প্রহস্তের প্রতি রাবণের নগর রক্ষার আদেশ, রাবণ কর্ত্তৃক জানকীর রূপ বর্ণন, কুম্ভকর্ণের রাবণকে ভর্ৎসনা ও আশ্বাস প্রদান	৩০	৩৩
১৩।	জানকীর প্রতি বলপ্রয়োগ করিবার নিমিত্ত রাবণকে মহাপার্শ্বের উৎসাহ প্রদান, রাবণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মার শাপ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন	৩৩	৩৫
১৪।	বিভীষণের রাবণকে ভয়প্রদর্শন, রাক্ষসগণকে ভর্ৎসনা ও হিতোপদেশ প্রদান	৩৫	৩৭
১৫।	ইন্দ্রজিৎ বিভীষণ সংবাদ	৩৭	৩৯
১৬।	রাবণের বিভীষণকে ভর্ৎসনা, রাবণের প্রতি বিভীষণের হিতোপদেশ ও সভা পরিত্যাগ ...	৩৯	৪১
১৭।	বিভীষণের রামের সমীপে গমন, আত্মপরিচয় প্রদান ও রামের শরণ গ্রহণ, বিভীষণ সম্বন্ধে রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব প্রভৃতির মন্ত্রণা ...	৪১	৪৭
১৮।	রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সংবাদ	৪৭	৫১
১৯।	রামের বিভীষণের নিকট হইতে রাক্ষসগণের বলাবল জ্ঞাত হওন, রামকর্ত্তৃক বিভীষণকে রাক্ষস রাজ্যে অভিষেক, বিভীষণ কর্ত্তৃক রামকে সমুদ্রের শরণাপন্ন হইবার মন্ত্রণা প্রদান	৫১	৫৪

সর্গ		পৃষ্ঠা হইতে	পৃষ্ঠা
৬৬।	কুম্ভকর্ণ দর্শনে বানরগণের ভয় ও অঙ্গদ কর্ত্তৃক বানরগণকে উৎসাহ প্রদান … …	২২০	২২৩
	কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ বর্ণন, রাম কর্ত্তৃক কুম্ভকর্ণ বধ …	২২৩	২৩৭
৬৮।	কুম্ভকর্ণের মৃত্যু সংবাদে রাবণের বিলাপ …	২৩৮	২৪০
৬৯।	ত্রিশিরার রাবণকে সান্ত্বনা, ত্রিশিরার যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধবর্ণন, নরান্তক, দেবান্তক, মহোদর ত্রিশিরা ও মত্ত বধ … … …	২৪০	২৫৩
৭০।	অতিকায়ের যুদ্ধবর্ণন, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক অতিকায় বধ	২৫৩	২৬১
৭১।	রাক্ষসগণের প্রতি রাবণের আদেশ …	২৬১	২৬২
৭২।	ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রা নিকুম্ভিলার হোমের অনুষ্ঠান, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ বানরগণের পরাভব ও ইন্দ্রজিতের পিতৃ সমীপে গমন … …	২৬২	২৬৮
৭৩।	হনুমান ও বিভীষণের যদ্ধক্ষেত্র অন্বেষণ ; জাম্বুবান ও বিভীষণের কথোপকথন, হনুমান কর্ত্তৃক ঔষধি পর্ব্বত আনয়ন ও রাম, লক্ষ্মণ এবং সেনাগণের অবকাশ লাভ … …	২৬৮	২৭৫
৭৪।	উল্কাহস্তে বানরগণের লঙ্কাদ্বার আক্রমণ, বানরগণের লঙ্কায় অগ্নি প্রদান, কুম্ভ ও নিকুম্ভের যুদ্ধযাত্রা … … …	২৭৫	২৮০
৭৫।	যুদ্ধবর্ণন, প্রজঙ্ঘ, যূপাক্ষ ও কুম্ভ বধ …	২৮০	২৮৭
৭৬।	নিকুম্ভের যুদ্ধ, হনুমান কর্ত্তৃক নিকুম্ভ বধ …	২৮৭	২৮৯
৭৭।	মকরাক্ষের যুদ্ধযাত্রা … …	২৮৯	২৯০
৭৮।	রাম ও মকরাক্ষের যুদ্ধ, মকরাক্ষ বধ …	২৯১	২৯৩
৭৯।	রাবণের ইন্দ্রজিতের প্রতি যুদ্ধযাত্রার আদেশ, ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ ও যুদ্ধযাত্রা, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ …	২৯৩	২৯৭

সর্গ		পৃষ্ঠা হইতে	পৃষ্ঠা
৯২।	ইন্দ্রজিত বধে রাবণের বিলাপ ও ক্রোধ, সৈন্য গণের প্রতি উত্তেজনা, জানকী বধ সঙ্কল্প ও অশোকবনে গমন, জানকীর বিলাপ, রাবণের প্রতি সুপার্শ্বের উপদেশ ও রাবণের প্রতিগমন ...	৩৩৩	৩৩৮
৯৩।	রাম ও রাক্ষসগণের যুদ্ধ, রাক্ষসগণের পলায়ন	৩৩৯	৩৪১
৯৪।	পতি পুত্রহীনা রাক্ষসীগণের বিলাপ ও আর্ত্তনাদ	৩৪২	৩৪৫
৯৫।	রাবণের ক্রোধ ও যুদ্ধসজ্জা, রাবণের যুদ্ধ যাত্রা...	৩৪৫	৩৪৮
৯৬।	যুদ্ধ বর্ণন, বিরূপাক্ষ বধ	৩৪৯	৩৫১
৯৭।	সুগ্রীব ও মহোদরের যুদ্ধ, মহোদর বধ ...	৩৫১	৩৫৪
৯৮।	অঙ্গদ ও মহাপার্শ্বের যুদ্ধ, মহাপার্শ্ব বধ ...	৩৫৪	৩৫৬
৯৯।	রাম ও রাবণের যুদ্ধ বর্ণন, ...	৩৫৬	৩৫৯
১০০।	রাবণের সহিত রাম, লক্ষ্মণ ও বিভীষণের যুদ্ধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল	৩৫৯	৩৬৩
১০১।	রামের বিলাপ, হনুমানের ঔষধি পর্ব্বত আনয়ন, সুষেণের চিকিৎসা ও লক্ষ্মণের আরোগ্য লাভ...	৩৬৩	৩৬৭
১০২।	ইন্দ্রের রামকে রথ ও অস্ত্র প্রেরণ, রাম ও রাবণের যুদ্ধ বর্ণন	৩৬৮	৩৭২
১০৩।	রাবণের প্রতি রামের ভর্ৎসনা, যুদ্ধ বর্ণন, রাবণের সারথি কর্ত্তৃক রণস্থল হইতে রাবণের রথ অপসারণ	৩৭২	৩৭৫
১০৪।	সারথির প্রতি রাবণের ভর্ৎসনা, রাবণের প্রতি সারথির বাক্য, ও রথ লইয়া রামসমীপে গমন	৩৭৫	৩৭৭
১০৫।	মহর্ষি অগস্ত্য কর্ত্তৃক রামকে আদিত্যহৃদয়নামক স্তোত্র শ্রবণ করাওন	৩৭৭	৩৭৯
১০৬।	রাবণের রথ বর্ণন, মাতলীর প্রতি রামের উপদেশ, রাবণের চতুর্দ্দিকে উৎপাতের প্রাদুর্ভাব ...	৩৭৯	৩৮১

যুদ্ধকাণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত

রামায়ণ।

যুদ্ধকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

মহাত্মা রাম হনুমানের নিকট জানকীর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে কহিলেন, এই পৃথিবীতে অন্য ব্যক্তি মনেও যে কার্য্যসাধনে সাহস করিতে পারে না, হনুমান সেই দুষ্কর কার্য্য অক্লেশে সম্পন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে বিহগরাজ গরুড়, বায়ু এবং এই মহাবীর ব্যতীত সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে এমন আর কাহাকেই দেখি না। লঙ্কাপুরী রাবণরক্ষিত এবং দেবদানবেরও দুর্গম, কোন্ বীর স্ববিক্রমে তন্মধ্যে গিয়া জীবনসত্ত্বে বহির্গত হইতে পারে? যে ব্যক্তি হনুমানের তুল্য বীর্য্যবান নয়, এই বিষয়ে কদাচই তাহার সাহস হইতে পারে না। ইনি এক্ষণে দুস্করসাধন পূর্ব্বক কপিরাজ সুগ্রীবের ভৃত্যোচিত কার্য্য করিয়াছেন। যিনি কষ্টসাধ্য ভর্ত্তৃনিয়োগ পালন করিয়া, অনুরাগের সহিত

অবান্তর কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করেন, তিনি উত্তম পুরুষ। যিনি ভর্তৃনিয়োগ পালন পূর্ব্বক সাধ্য পক্ষেও প্রীতিকর অবান্তর কোন কার্য্য করেন না, তিনি মধ্যম পুরুষ। আর যিনি ক্ষমতা সত্ত্বেও নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন, তিনি অধম পুরুষ। এই মহাবীর ভর্তৃনিয়োগ পালন করিয়াছেন, বিজয়ী হইয়াছেন এবং সুগ্রীবকেও পরিতুষ্ট করিয়াছেন। আজ ইনি জানকীর সংবাদ আনয়ন পূর্ব্বক আমাকে, লক্ষ্মণকে, অধিক কি, রঘুবংশকেও ধর্ম্মত রক্ষা করিলেন। কিন্তু আমি ইহাঁর এই কার্য্যের অনুরূপ প্রীতি দান করিতে পারিলাম না, এই জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি। এক্ষণে আলিঙ্গনই আমার যথাসর্ব্বস্ব, অতঃপর আমি এই মহাত্মাকে প্রীতিভরে তাহাই দান করিব।

এই বলিয়া রাম রোমাঞ্চিত কলেবরে হনুমানকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া, সুগ্রীবের সমক্ষে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে জানকীর ত অনুসন্ধান হইল, কিন্তু সমুদ্রের কথা স্মরণ হইলে মন উদাস হইয়া উঠে। অগাধ সমুদ্র দুর্লঙ্ঘ্য, জানি না, বানরগণ কিরূপে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। হনুমন্! তুমি ত জানকীর উদ্দেশ আনিলে, এক্ষণে বল, সমুদ্র লঙ্ঘনের উপায় কি? মহাত্মা রাম এই বলিয়া শোকাকুল চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব রামকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, বীর! তুমি সামান্য লোকের ন্যায় কেন শোকাকুল হইতেছ? কৃতঘ্ন যেমন বন্ধুতা ত্যাগ করে সেইরূপ তুমি শোকসন্তাপ পরিত্যাগ কর। এক্ষণে দেবী জানকীর উদ্দেশ লাভ হইয়াছে, শত্রুপুরী লঙ্কারও অনুসন্ধান হইয়াছে, অতঃপর তোমার এইরূপ শোক করিবার আর কারণ কি? তুমি বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত, এক্ষণে এইরূপ বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য দূর কর। আমরা নিশ্চয়ই নক্রকুম্ভীরপূর্ণ মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, লঙ্কাপ্রবেশ ও শত্রুসংহার করিব। বীর! যে ব্যক্তি শোক-বলে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হয় তাহার কার্য্যক্ষতি হইয়া থাকে এবং তাহার পক্ষে বিপদও দুর্নিবার হইয়া উঠে। এই সমস্ত যুথপতি বানর মহাবল পরাক্রান্ত; ইহারা তোমার প্রিয়সাধনের জন্য অগ্নিপ্রবেশও স্বীকার করিতে পারে। ইহাদিগের হর্ষ দৃষ্টে অনুমান হয় এবং আমারও দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমরা শত্রুনাশ করিয়া, দেবী জানকীরে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিব। বীর! অতঃপর তুমি ইহার উপায় অবধারণ কর। যেরূপে সমুদ্রে সেতুবন্ধন হইতে পারে, যেরূপে লঙ্কানগরীতে সুখসঞ্চার লাভ হইতে পারে, তুমি তাহারই উপায় অবধারণ কর। সমুদ্রবক্ষে সেতু প্রস্তুত না করিলে সুরাসুরও লঙ্কা আক্রমণে সাহসী হন না। লঙ্কার সম্মুখ পর্য্যন্ত সেতুবন্ধন আবশ্যক, বানরসৈন্য সমুদ্র লঙ্ঘন করিলে, আমরা নিশ্চয়ই

জয়শ্রী অধিকার করিব। বলিতে কি, এই সমস্ত বীরের উৎসাহ দেখিয়া এই বিষয়ে আমার এইরূপ হৃৎপ্রত্যয় হইতেছে। এক্ষণে তুমি এই সর্ব্বনাশক অবসাদ পরিত্যাগ কর, শোকের অবসাদই পুরুষের বলবীর্য্য বিফল করিয়া দেয়। তুমি পৌরুষ প্রকাশ কর, পুরুষকারই অলঙ্কার। প্রিয় পদার্থ নষ্ট বা অনুদ্দিষ্ট হউক, বীরের পক্ষে শোকতাপ কার্য্যের ব্যাঘাতক হইয়া থাকে। তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, এক্ষণে মাদৃশ সমরসহায় সচিবদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া শত্রুজয়ের উদ্যোগ কর। তুমি যখন যুদ্ধার্থ শরাসনহস্তে দণ্ডায়মান হও, তখন তোমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে, ত্রিলোকে এমন আর কাহাকেই দেখিতে পাই না। এই সমস্ত বানরের উপর যাবদীয় কার্য্যভার, ইহাদিগের প্রতি নির্ভর করিলে কিছুতেই হতাশ হইতে হয় না। এক্ষণে তুমি ক্রোধ আশ্রয় কর, শান্তশীল ক্ষত্রিয়ই উৎসাহশূন্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। আরও দেখ, যে ব্যক্তি উগ্রস্বভাব, তাহাকে ভয় করে না এমন লোক অত্যন্ত বিরল। যাহাই হউক, অতঃপর তুমি আমাদিগের সহিত সমুদ্রলঙ্ঘনের উপায় কর। এই উপায় স্থিরীকৃত হইলে নিশ্চয় জয় লাভ হইবে। এই সমস্ত বানর মহাবল পরাক্রান্ত, ইহারা বৃক্ষশিলা বৃষ্টি করিয়া, অনায়াসেই তোমার শত্রুসংহার করিবে। আমি নানারূপ সুলক্ষণ এবং আপনার মনের হর্ষে অনুমান করিতেছি, যে, জয়শ্রী অচিরাৎ তোমার হস্তগামিনী হইবেন।

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর রাম সুগ্রীবের এই যুক্তিসঙ্গত বাক্যে অঙ্গীকার পূর্ব্বক হনূমানকে কহিলেন, বীর! তপোবল, সেতুবন্ধ বা শোষণ, যে কোন উপায়েই হউক, আমি সমুদ্রলঙ্ঘন করিতে পারিব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, লঙ্কাপুরীর কতগুলি দুর্গ? সৈন্যসংখ্যা কিরূপ? দ্বারদেশ দুষ্প্রবেশ কি না? রক্ষাবিধান কিরূপ? এবং গৃহসন্নিবেশই বা কি প্রকার? তুমি স্বচক্ষে যেরূপ দেখিয়াছ, বল, আমি এক্ষণে এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষবৎ জানিতে ইচ্ছা করি।

তখন হনূমান কহিলেন, রাম! যে বিধানে লঙ্কা দুর্গম, উহা যেরূপে সুরক্ষিত, রাক্ষসেরা যেরূপ রাজভক্ত, যেরূপ সৈন্যবিভাগ, যেরূপ বাহনসমাবেশ এই সমস্ত এবং রাবণের প্রভাববর্দ্ধিত উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি ও মহাসাগরের ভীম ভাবও কীর্ত্তন কবিতেছি শ্রবণ কব। লঙ্কাপুরী হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ, উহার কপাট দৃঢ়বদ্ধ ও অর্গলযুক্ত; উহার চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড চারিটি দ্বার আছে। ঐ দ্বারে বৃহৎ প্রস্তর, শর ও যন্ত্র সকল সংগৃহীত রহিয়াছে। প্রতিপক্ষীয় সৈন্য উপস্থিত হইবামাত্র তদ্দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। ঐ দ্বারে যন্ত্র-সজ্জিত লৌহময় সুতীক্ষ্ণ শত শত শতঘ্নী আছে। লঙ্কার চতুর্দ্দিকে স্বর্ণপ্রাচীর, উহা মণিরত্নখচিত ও দুর্লঙ্ঘ্য। উহার পরই একটী ভয়ঙ্কর পরিখা আছে। উহা অগাধ নক্রকুম্ভীর-পূর্ণ ও মৎস্যসমাকীর্ণ। প্রত্যেক দ্বারে এক একটী বিস্তীর্ণ

সেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা যন্ত্রলম্বিত, প্রতিপক্ষীয় সৈন্য উপস্থিত হইলে ঐ যন্ত্র দ্বারা সেতু রক্ষিত হয় এবং শত্রুসৈন্য ঐ যন্ত্রবলেই পরিখায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। সমস্ত সেতুর মধ্যে একটী সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ়, উহা বহুসংখ্য স্বর্ণস্তম্ভ ও বেদি দ্বারা সুশোভিত আছে। দেখিলাম, রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধার্থী, কিন্তু অত্যন্ত ধীরস্বভাব ও সাবধান। তিনি স্বয়ংই সতত সৈন্যপর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নগরী গিরিশৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত, নিরবলম্ব হইয়া তথায় আরোহণ করিতে হয়। উহা দেবনির্ম্মিত দুর্গের ন্যায় অত্যন্ত ভীষণ। উহাতে নদীদুর্গ, পর্ব্বতদুর্গ ও চতুর্ব্বিধ কৃত্রিম দুর্গ আছে। ঐ পুরী দূরপ্রসারিত সমুদ্রের পারে নির্ম্মিত। সমুদ্রে নৌকার পথ নাই, উহার চতুর্দিক নিরুদ্দেশ। অযুত রাক্ষস লঙ্কার পূর্ব্বদ্বার, নিযুত রাক্ষস দক্ষিণ দ্বার, প্রযুত রাক্ষস পশ্চিম দ্বার, এবং ন্যর্ব্বুদ রাক্ষস উত্তর দ্বার নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। উহারা সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ও দুর্দ্ধর্ষ; উহারা খড়্গাচর্ম্ম ও শূল ধারণ করিয়া আছে; উহাদের সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্য। বহুসংখ্য রথী ও অশ্বারোহী লঙ্কার মধ্য-স্কন্ধাবার রক্ষা করিতেছে। উহারা বীরবংশীয় ও রাবণের কিঙ্কর। রাম! আমি লঙ্কার সেতু ভগ্ন ও পরিখা পূর্ণ করিয়াছি। সমস্ত পুরী ভস্মসাৎ ও প্রাকার ভূমিসাৎ করিয়াছি। এক্ষণে আইস, যে কোন উপায়ে হউক সমুদ্র পার হই। বানরবীরেরা নিশ্চয়ই লঙ্কা জয় করিবে। সকলের কথা কি, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিধ, জাম্ব-বান, পনস, নল ও সেনাপতি নীল ইহাঁরাই কার্য্য সাধনে সমর্থ হইবেন। ইহাঁরা সেই শৈলকাননশোভিত প্রাকারবেষ্টিত

তোরণমণ্ডিত রাক্ষসপুরী চূর্ণ করিবেন। এক্ষণে যদি সমস্ত বানরসৈন্যের সহিত সমুদ্র পার হওয়াই অভিপ্রেত হয়, তবে শীঘ্র সমুচিত মুহূর্ত্তে যুদ্ধযাত্রা করা আবশ্যক হইতেছে।

চতুর্থ সর্গ।

রাম মহাবীর হনুমানের মুখে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেখ, তুমি যে রাক্ষসপুরী লঙ্কা চূর্ণ করিতে পার, তোমার পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। এক্ষণে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এখন ত মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, এই বিজয়প্রদ মুহূর্ত্ত উপেক্ষা করা শ্রেয়স্কর হইতেছে না। অতএব আইস আমরা যুদ্ধযাত্রা করি। দুরাত্মা রাবণ জানকীরে হরণ করিয়াছে, কিন্তু সে প্রাণসত্ত্বে আর কোথায় গিয়া পরিত্রাণ পাইবে। আসন্ন কালে স্বাস্থ্যকর ঔষধ ও অমৃত পান করিলে রোগী যেমন আশ্বস্ত হয়, সেইরূপ জানকী আমার এই যুদ্ধযাত্রার সংবাদে নিশ্চয়ই আশায় জীবন ধারণ করিবেন। অদ্য উত্তর ফাল্গুনী, কল্য হস্তা নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইবে। সুগ্রীব! চল, আমরা এই মুহূর্ত্তেই সসৈন্যে যুদ্ধার্থ নির্গত হই। দেখ, চতুর্দ্দিকেই শুভ লক্ষণ, আমার চক্ষের ঊর্দ্ধভাগ বারংবার স্পন্দিত হইতেছে, এক্ষণে আমি নিশ্চয়ই বিজয়ী হইব; আমি নিশ্চয়ই রাবণকে বধ করিয়া জানকীরে উদ্ধার করিব।

তখন মহাবীর লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব রামের এই উৎসাহকর বাক্যে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর রাম পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে মহাবীর নীল পথপরীক্ষার্থ শতসহস্র বানর লইয়া সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে যাত্রা করুন। নীল! যথায় ফলমূল সুলভ, পানীয় জল স্বচ্ছ ও শীতল এবং মধুও প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি সেই পথে সৈন্যসকল লইয়া চল। বিপক্ষেরা বিষসংযোগ দ্বারা গন্তব্যপথের ফল-মূল দূষিত করিতে পারে, সুতরাং তুমি সৈন্যরক্ষার্থ সতত সাবধান হইয়া থাক। বানরগণ নিবিড় অরণ্যে গিয়া বিপ-ক্ষের গুপ্ত সৈন্য অনুসন্ধান করুক। যে সকল বানরের অন্তঃ-সার নাই, তাহারা এই স্থানে থাকুক। দেখ, উপস্থিত কার্য্য বলবীর্য্যসাধ্য, ইহাতে বীরসৈন্যের সমাবেশ আবশ্যক হই-তেছে; অতএব বানরবীরগণ সাগরবক্ষবৎ-প্রসারিত সৈন্য-সকল লইয়া প্রস্থান করুন। পর্ব্বতাকার গজ, মহাবল গবয়, ও গবাক্ষ গর্ব্বিত বৃষভের ন্যায় সর্ব্বাগ্রে গমন করুন। ঋষভ সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব এবং গন্ধগজবৎ দুদ্ধর্ষ গন্ধমাদন উহার বাম পার্শ্ব রক্ষা করুন। আমি সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যস্থলে হনূ-মানের স্কন্ধে আরোহণ করিব এবং কৃতান্তদর্শন মহাবীর লক্ষ্মণও অঙ্গদের স্কন্ধে আরোহণ করিবেন। আমরা সৈন্য-গণের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক গজারূঢ় ইন্দ্র এবং কুবেরের ন্যায় গমন করিব। এবং মহাবীর জাম্বমান, সুষেণ ও বেগদর্শী এই তিন জন সৈন্যের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া যাইবেন।

তখন সেনাপতি সুগ্রীব বানরগণকে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য আদেশ দিলেন। বানরেরা পর্ব্বতের গহ্বর ও শিখর

হইতে সত্বর নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল। রাম সৈন্যগণ সমভি-ব্যাহারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। মাতঙ্গতুল্য বানরবীর সকল তাঁহাকে গিয়া বেষ্টন করিল। মহাবল কপিবল তাঁহার অনুগমন.করিতে লাগিল। সেনাপতি সুগ্রীব উহাদের রক্ষা-ভার গ্রহণ করিলেন। সকলেই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট; কেহ গর্জ্জন আরম্ভ করিল; কেহ সিংহনাদ করিতে লাগিল; কেহ পথের বিঘ্ন দূর করিবার জন্য অগ্রে অগ্রে চলিল; কেহ সুগন্ধী মধু পান ও ফলমূল ভক্ষণ করিতে লাগিল; কেহ মঞ্জরীপুঞ্জ-শোভিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ ধারণ করিল; কেহ সগর্ব্বে এক জনকে বহন এবং কেহ বা অন্যকে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আমরা বলবীর্য্যে রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিব, এই বলিয়া সক-লেই রামের সমক্ষে গর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর ঋষভ, নীল ও কুমুদ পতিবিঘ্ন পরিহারের জন্য বানরগণের সহিত অগ্রে অগ্রে চলিলেন। মহাবল শতবলি দশ কোটি বানর লইয়া সৈন্যমণ্ডলীর চতুর্দিক রক্ষা করিতে লাগি-লেন। কেশরী, পনস, গজ ও অর্ক শত কোটি বানর সম-ভিব্যাহারে সৈন্যগণের পার্শ্বরক্ষা এবং সুষেণ ও জাম্ববান বহুসংখ্য ভল্লুকের সহিত উহাদের পৃষ্ঠরক্ষায় নিযুক্ত হই-লেন। সেনাপতি নীল নানারূপ উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত সৈন্যগণকে বেষ্টন করিয়া চলিলেন এবং বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ, জম্ভ ও রভস ইহাঁরা সকলকে দ্রুতগমনের জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ গতিপ্রসঙ্গে শতশৈলসঙ্কুল সহ্য পর্ব্বত, প্রফুল্লসরোজ সরোবর, ও উৎকৃষ্ট তড়াগ সকল দৃষ্ট হইল। বানরসৈন্য

সমুদ্রবক্ষবৎ দূরপ্রসারিত, উহারা প্রচণ্ডক্রোধ রামের উগ্র শাসনে গ্রাম, নগর ও জনপদ সকল পরিহার পূর্ব্বক তুমুল রবে যাইতেছে। মহাবীর রামের পার্শ্ববর্ত্তী বানরগণ কষাহত অশ্বের ন্যায় দ্রুতবেগে চলিয়াছে। মহাত্মা রাম হনূমানের স্কন্ধে এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে আরূঢ়, উহাঁরা রাহু ও কেতুর করাল কবলে অৰ্দ্ধগ্রস্ত সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সকলেই হর্ষে উন্মত্ত; ইত্যবসরে লক্ষ্মণ চতুর্দ্দিকে সমস্ত সুলক্ষণ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মধুর বচনে রামকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি অচিরেই রাবণকে সংহার ও জানকীরে উদ্ধার করিয়া সমৃদ্ধিমতী অযোধ্যায় প্রতিগমন করিবেন। আমি ভূলোক ও অন্তরীক্ষে নানারূপ সুলক্ষণ দেখিতেছি। বায়ু একান্ত সুগন্ধী ও সুখস্পর্শ, উহা মৃদুমন্দ গমনে সৈন্যের অনুকূলে বহিতেছে; মৃগপক্ষিগণ নিরবচ্ছিন্ন মধুর স্বরে কলরব করিতেছে; চতুর্দ্দিক সুপ্রসন্ন, সূর্য্য নির্ম্মল; শুক্র উজ্জ্বল, ধ্রুব পূর্ণপ্রভায় শোভা পাইতেছেন। সপ্তর্ষি-মণ্ডল দীপ্ত জ্যোতিতে উহাঁকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ঐ দেখুন অগ্রে আমাদের পূর্ব্বপিতামহ রাজর্ষি ত্রিশঙ্কু পুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত বিরাজিত আছেন। বিশাখা আমাদিগেরই কুলনক্ষত্র, এক্ষণে উহা উপদ্রবশূন্য হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। নির্ঋতিদৈবত মূল নক্ষত্র নিরন্তর দণ্ডাকার ধূমকেতু দ্বারা স্পৃষ্ট ও সন্তপ্ত হইতেছে। উহাই রাক্ষসগণের কুলনক্ষত্র, বলিতে কি, এই সমস্ত ঘটনা রাক্ষসগণেরই বংশনাশের জন্য উপস্থিত হইয়াছে; লোকের আসন্ন কালে কুলনক্ষত্র গ্রহ-পীড়িত হইয়া থাকে। এক্ষণে জল নির্ম্মল ও সুরস, এবং

বৃক্ষ সকল নানারূপ সাময়িক ফলপুষ্পে পূর্ণ রহিয়াছে। সুরসৈন্যে তারকাসুরসংহারক সংগ্রামে যেমন শোভা পাইয়াছিল, সেইরূপ এই বিপুল বানরবল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। আর্য্য! অধিক আর কি, এক্ষণে আপনি এই সমস্ত দেখিয়া প্রীত ও প্রসন্ন হউন।

অনন্তর বানরগণের করচরণসমুত্থিত ভয়ঙ্কর ধূলিজাল চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিল; সূর্য্যপ্রভা তিরোহিত হইয়া গেল; সমস্তই যেন অন্ধকারময়; জলদজাল যেমন গগনতলে চলিয়া যায়, তদ্রূপ উহারা পর্ব্বত বন ও আকাশের সহিত দক্ষিণ দিক আবৃত করিয়া চলিল। উহাদের গতিপ্রভাবে নদী সকল যেন প্রতিস্রোতে যাইতেছে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। উহারা স্থানে স্থানে নির্ম্মল জলাশয়, বৃক্ষবহুল পর্ব্বত, সমতল ভূতল ও ফলপূর্ণ বনে বিশ্রাম করিতে লাগিল। সকলের মুখ হর্ষে প্রফুল্ল এবং সকলেরই গতিবেগ বায়ুর অনুরূপ। উহারা রামের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মনে মনে বিক্রমপ্রদর্শনের কল্পনা করিতে লাগিল। সকলেই যৌবনমদে উন্মত্ত, কেহ দ্রুতপদে যাইতেছে, কেহ লম্ফ প্রদান করিতেছে, কেহ কিলকিলা রব, কেহ পুচ্ছ আস্ফালন, এবং কেহ বা ভূতলে পদাঘাত করিতেছে। কেহ বাহু বিক্ষেপ পূর্ব্বক বৃক্ষ সকল চূর্ণ কেহ বা গিরিশৃঙ্গ ভগ্ন করিল। কেহ উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে আরোহণ করিয়াছে এবং কেহ বা সিংহনাদে দিগন্তপ্রতিধ্বনিত করিতেছে। কেহ বেগে লতাজাল ছিন্ন ভিন্ন করিল এবং কেহ বা বৃক্ষশিলা লইয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে ঐ বানরসৈন্য দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত যাইতে

লাগিল। জানকীর উদ্ধারই উহাদের মুখ্য সংকল্প, তৎকালে আর কাহারই মনে বিশ্রামবাসনা রহিল না।

অদূরে সহ্য ও মলয় পর্ব্বত দৃষ্ট হইল। বানরেরা প্রফুল্ল মনে তদুপরি আরোহণ করিতে লাগিল। মহাবীর রাম ঐ দুই পর্ব্বতের বিচিত্র বন, নদী ও প্রস্রবণ সকল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। বানরগণ গতিপ্রসঙ্গে চম্পক, তিলক, আম্র, প্রসেক, সিন্দুবার, তিনিশ ও করবীর বৃক্ষে উত্থিত হইল; কেহ কেহ অশোক, করঞ্জ, বট, জম্বু ও আমলক বৃক্ষে গিয়া আরোহণ করিল; অনেকে সুরম্য শিলাতলে উপবিষ্ট হইল এবং বৃক্ষের পুষ্প সকল বায়ুবেগে স্খলিত ও উহাদের মস্তকে পতিত হইতে লাগিল। চন্দনশীতল সুখস্পর্শ সমীরণ বহিতেছে, মধুগন্ধী বনমধ্যে ভ্রমরেরা ঝঙ্কার দিতেছে। ক্রমশঃ সহ্য পর্ব্বতের ধাতুস্তূপ হইতে রেণুকণা উত্থিত ও বায়ুসংযোগে ঘনীভূত হইয়া সৈন্য সকল আচ্ছন্ন করিল। তথায় নানা জাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত আছে। কেতকী, সিন্দুবার, বাসন্তী, কুন্দ, চিরবিল্ব, মধূক, বঞ্জুল, বকুল, রঞ্জক, তিলক, নাগ, চূত, পাটলিক, কোবিদার, মুচুলিন্দ, অর্জ্জুন, শিংশপা, কুটজ, হিন্তাল, তিনিশ, চূর্ণক, কদম্ব, নীল, অশোক, সরল, অঙ্কোল ও পদ্মক এই সকল বৃক্ষের পুষ্প বিকসিত হইয়াছে। বানরেরা পুষ্প দর্শনে যার পর নাই প্রীত হইয়া বৃক্ষ সকল আকুল করিয়া তুলিল। ঐ পর্ব্বত রমণীয় সরোবর ও পল্বলে সুশোভিত। তন্মধ্যে চক্রবাক, হংস ও ক্রৌঞ্চগণ সঞ্চরণ করিতেছে এবং বরাহ ও মৃগযূথ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে ব্যাঘ্র

ভল্লূক ও ভীষণ সিংহ; উহা সৌরভপূর্ণ বিকচ পদ্ম, কুমুদ ও অন্যান্য জলজ পুষ্পে সুশোভিত আছে। গিরিশিখর সুরম্য ও সুদৃশ্য, তথায় বিহঙ্গগণ নিরবচ্ছিন্ন মধুর স্বরে কূজন করিতেছে।

বানরগণ ঐ সমস্ত সরোবরে স্নান ও জলপান পূর্ব্বক ক্রীড়া আরম্ভ করিল। অনেকে মদমত্ত হইয়া বৃক্ষের অমৃতাস্বাদ ফলমূল ও পুষ্প ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল, এবং সুস্থ মনে দ্রোণপ্রমাণ লম্বিত মধুফল ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তন্মধ্যে কেহ বৃক্ষ ভগ্ন কেহ বা লতাজাল আকর্ষণ করিতে লাগিল, কেহ মদগর্ব্বে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ প্রদান করিল। ক্রমশঃ সহ্যগিরি উহাদের পদশব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ভূমিখণ্ড যেমন সুপক্ক ধান্যে, উহা সেইরূপ ঐ সমস্ত পিঙ্গলবর্ণ বানরে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর পদ্মপলাশলোচন রাম মহেন্দ্রশিখরে আরোহণ করিলেন। তিনি তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক কূর্ম্মমীনসঙ্কুল তরঙ্গক্ষুভিত মহাসমুদ্র দেখিতে পাইলেন, এবং তথা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কপিরাজ সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত বেলাবনে প্রবেশ করিলেন। সমুদ্রের তীরস্থ প্রস্তরতল নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গের আস্ফালনে ক্ষালিত হইতেছে। রাম তথায় উপনীত হইয়া কহিলেন, সুগ্রীব! এই ত আমরা মহাসমুদ্রে উপস্থিত হইলাম। এক্ষণে মনোমধ্যে কোন অভূতপূর্ব্ব চিন্তার আবির্ভাব হইতেছে। এই ভীষণ সমুদ্রের পরপার অদৃশ্য, উপায় ব্যতীত ইহা উত্তীর্ণ হওয়া সুকঠিন; এক্ষণে এইস্থানে সেনাসন্নিবেশ কর। দেখ, রাক্ষসেরা মায়াবী, প্রতিপদেই

অতর্কিতপূর্ব্ব বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব যূথপতিগণ সৈন্যরক্ষার্থ গমন করুন। স্বীয় স্বীয় সৈন্যবিভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেহই যেন কোথাও না যান।

অনন্তর সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র সমুদ্রতীরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। বানরসৈন্য বর্ণসাদৃশ্যে দ্বিতীয় সমুদ্রবৎ শোভা ধারণ করিল। তৎকালে উহাদের তুমুল পদসঞ্চারশব্দ সাগরের গম্ভীর রব তিরোহিত করিয়া শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল। উহারা তিন ভাগে বিভক্ত; সকলেই রামের কার্য্যসিদ্ধির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। উহাদের সম্মুখে বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুর্দ্দিক অবাধে প্রসারিত হইয়া আছে। উহা ঘোর জলজন্তুগণে পূর্ণ; প্রদোষকালে অনবরত ফেন উদ্গার পূর্ব্বক যেন হাস্য করিতেছে এবং তরঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন পূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতেছে। তৎকালে চন্দ্র উদিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিম্বিত চন্দ্র উহার বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে। সমুদ্র পাতালের ন্যায় ঘোর ও গভীরদর্শন; উহার ইতস্ততঃ তিমি তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলজন্তুসকল প্রচণ্ড-বেগে সঞ্চরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল; উহা অতলস্পর্শ; ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে। উহাদের দেহ জ্যোতির্ম্ময়; সাগরবক্ষে যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রের জলরাশি নিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্র আকাশতুল্য এবং আকাশ সমুদ্রতুল্য; উভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; আকাশে তারকাবলী এবং সমুদ্রে মুক্তাস্তবক;

আকাশে ঘনরাজি এবং সমুদ্রে তরঙ্গজাল ; আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ মিশিয়াছে। প্রবল তরঙ্গের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ নিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীম রব শ্রুত হইতেছে। সমুদ্র যেন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ ; উহা রোষভরে যেন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এবং উহার ভীম গম্ভীর রব বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে। বানরগণ বিস্মিত হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে মহাসমুদ্র দেখিতে লাগিল।

পঞ্চম সর্গ।

সেনাপতি নীল সমুদ্রতটে সুপ্রণালী পূর্ব্বক স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছেন এবং মৈন্দ ও দ্বিবিদ সৈন্যরক্ষার্থ উহার চতুর্দিকে বিচরণ করিতেছেন। এই অবসরে রাম লক্ষ্মণকে পার্শ্ববর্ত্তী দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস! শোক কালপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যায় সত্য, কিন্তু যদবধি প্রেয়সী আমার চক্ষের অন্তরাল হইয়াছেন, তদবধি আমার শোক দিন দিনই বর্দ্ধিত হইতেছে। জানকী দূরে আছেন, আমি তজ্জন্য দুঃখিত নহি, রাক্ষস তাঁহাকে অপহরণ করিয়াছে, আমি তজ্জন্যও দুঃখিত নহি, কিন্তু তাঁহার জীবনকাল সংক্ষিপ্ত হইতেছে, এই আমার দুঃখ। বায়ু! যথায় জানকী তুমি সেই স্থানে বহমান হও এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ পূর্ব্বক আমাকেও স্পর্শ কর ; দেখ তোমাতে জানকীর স্পর্শ এবং একমাত্র চন্দ্রে উভয়ের দৃষ্টিসমাগম আমার অ[illegible]র শান্তিপ্রদ হইবে

সন্দেহ নাই। হা! জানকী হরণকালে হা নাথ! হা নাথ! বলিয়া কতই চীৎকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই চিন্তা বিষবৎ আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিতেছে। বিরহ যাহার কাষ্ঠ, প্রিয়চিন্তা যাহার নির্ম্মল শিখা, সেই কামানল দিবারাত্রি আমাকে সন্তপ্ত করিতেছে। বৎস! আমি আজ একাকী সমুদ্রজলে প্রবেশ করিব, তাহা হইলে জ্বলন্ত কাম আর আমার প্রতি বাম হইতে পারিবে না। দেখ, আমি জানকীর সহিত এক পৃথিবীতে আছি, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট; আমি এই প্রবোধেই প্রাণধারণ করিয়া আছি। শুষ্ক ভূমিখণ্ড যেমন সজল ক্ষেত্রের উপস্নেহে আর্দ্র হইয়া থাকে, সেইরূপ আমি জানকী জীবিত আছেন এই সংবাদেই প্রাণ ধারণ করিয়া আছি। হা! কবে আমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া, সেই পদ্মপলাশ-লোচনা জানকীরে ঋদ্ধিমতী রাজশ্রীর ন্যায় দেখিতে পাইব। কবে আমি তাঁহার রক্তোষ্ঠ চারুদশন মুখকমল কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া উৎফুল্লমনে চুম্বন করিব। কবেই বা তিনি তালফলবৎ বর্ত্তুল স্তনযুগল হাস্যভরে ঈষৎ কম্পিত করিয়া, আমাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিবেন। হা! আমি যাঁহার নাথ, এক্ষণে তিনি কোথায় অনাথার ন্যায় কাল যাপন করিতেছেন। জানকী রাজা জনকের দুহিতা, মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ এবং আমার প্রেয়সী; এক্ষণে তিনি কিরূপে রাক্ষসীগণের মধ্যে কালক্ষেপ করিতেছেন। শরৎকালে চন্দ্রকলা যেমন সুনীল জলদপটল ভেদ করিয়া উদিত হন, সেইরূপ জানকী আমার ভুজবলে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসকে দূর করিয়া দৃষ্ট হইবেন। তিনি একেই ত ক্ষীণাঙ্গী, তাহাতে আবার দেশকাল-

বৈপরীত্যে শোক ও অনশনে আরও কৃশ হইয়াছেন। কবে আমি রাবণের বক্ষে শরবিদ্ধ করিয়া, হৃষ্টমনে তাঁহার শোক দূর করিব। কবে সেই সাধ্বী আমার কণ্ঠ আলিঙ্গন পূর্ব্বক অজস্র আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন। এবং কবেই বা আমি এই ঘোর বিরহশোক মলিন বস্ত্রের ন্যায় এককালে পরিত্যাগ করিব।

ইত্যবসরে সূর্য্যদেব অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। রাম নিরন্তর জানকীচিন্তায় নিমগ্ন; তিনি লক্ষ্মণের প্রবোধ বাক্যে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সন্ধ্যাবন্দনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ষষ্ঠ সর্গ।

এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণ যার পর নাই চিন্তিত। তিনি মহাবীর হনুমানের ঘোরতর কার্য্য দর্শন পূর্ব্বক লজ্জাবনত বদনে রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, এই লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করা সহজ নহে; কিন্তু সেই একমাত্র বানর ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জানকীরে দেখিতে পাইল; চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করিল; বীর রাক্ষসগণকে বিনষ্ট এবং লঙ্কাকেও আকুল করিয়া গেল। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, এবং তোমাদেরই বা কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ কর? যাহা আমার যোগ্য ও শ্লাঘ্য হইতে পারে, তোমরা এইরূপ কোন পরামর্শ স্থির কর। বীরেরা কহেন, জয়শ্রী লাভ মন্ত্রণাসাপেক্ষ, আইস, সকলে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত

হই। দেখ, এই জনসমাজে ত্রিবিধ পুরুষ দৃষ্ট হইয়া থাকে, উত্তম, মধ্যম ও অধম ; লক্ষণজ্ঞান ব্যতীত ইহাদিগকে নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে না। এক্ষণে আমি এই তিন প্রকার পুরুষেরই গুণদোষ উল্লেখ করিতেছি শুন। মিত্র, বন্ধু ও এককার্য্যার্থী এই ত্রিবিধ লোক লইয়া মন্ত্রণা করিবে ; কর্ত্তব্যবোধে অতিরিক্ত ব্যক্তিকেও মন্ত্রিমধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যিনি এই সমস্ত অন্তরঙ্গ লোকের পরামর্শ লইয়া কর্ম্ম করেন এবং যাঁহার দৈবদৃষ্টি আছে, তিনিই উত্তম পুরুষ। যিনি একাকী কার্য্যবিচার করিয়া থাকেন, একাকী দৈবের মুখাপেক্ষী হন এবং একাকীই সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি মধ্যম পুরুষ। আর যে ব্যক্তি দোষ-গুণদর্শী নয়, দৈবকে উপেক্ষা করে এবং কার্য্যেও উদাসীন হইয়া থাকে, সেই অধম পুরুষ। কার্য্যভেদে যেমন পুরুষভেদ হইতেছে, মন্ত্রণাও এইরূপ ত্রিবিধ হইয়া থাকে। সকলে যে মন্ত্রণায় ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক নীতিশাস্ত্রানুসারে প্রবৃত্ত হন, তাহা উত্তম মন্ত্র। সকলে যে মন্ত্রণায় মতদ্বৈধ আশ্রয় পূর্ব্বক পুনর্ব্বার একমত হইয়া থাকেন, তাহা মধ্যম মন্ত্র। আর, সকলে যে মন্ত্রণায় বিভিন্ন বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হইয়া বিচার করেন এবং কথঞ্চিত ঐকমত্য ঘটিলেও শ্রেয়োলাভ হয় না, তাহাই অধম মন্ত্র। তোমরা বুদ্ধিমান, এক্ষণে যাহা শ্রেয়, একমত আশ্রয় পূর্ব্বক তাহাই নির্ণয় কর। দেখ, রাম আক্রমণের উদ্দেশে অসংখ্য বানরের সহিত লঙ্কাপুরীর অভিমুখে আসিতেছে। তপোবল, বাহুবল বা দিব্যাস্ত্রবলেই হউক, সসৈন্যে সমুদ্র লঙ্ঘন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। সে

সমুদ্রশোষণ বা সেতুবন্ধনও করিতে পারে। মন্ত্রিগণ! এই ত ঘটনা উপস্থিত, এক্ষণে যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন শ্রেয়োলাভ হয়, তোমরা তাহাই স্থির কর।

সপ্তম সর্গ।

রাক্ষসগণ দুর্নীতিদর্শী ও নির্ব্বোধ; উহারা শত্রুপক্ষের বলাবল কিছুই বিচার না করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! আমাদের অস্ত্রবল ও সৈন্যবল যথেষ্ট আছে, সুতরাং এক্ষণে এইরূপ বিষাদের কারণ ত কিছু দেখিতে পাই না। আপনি ভোগবতীতে গিয়া উরগগণকে পরাজয় করিয়াছেন। কৈলাসবাসী যক্ষেশ্বর কুবের ভগবান ব্যোমকেশের সহিত সখ্যতানিবন্ধন গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তিনি লোকপাল ও মহাবল, আপনি ক্রোধভরে তাঁহাকে এবং যক্ষগণকে পরাস্ত করিয়া, কৈলাসশিখর হইতে এই পুষ্পক রথ আহরণ করিয়াছেন। দানবরাজ ময় সন্ধি-বন্ধনের উদ্দেশে স্বদুহিতা মন্দোদরীকে আপনার হস্তে সম্প্র-দান করেন। তিনি বলগর্ব্বিত ও দুর্দ্ধর্ষ, আপনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছেন। রসাতলে নাগরাজ বাসুকী, তক্ষক, শঙ্খ, ও জটীকে বশীভূত করিয়াছেন। কাল-কেয় নামক দানবগণ বরলাভগর্ব্বিত ও দুর্জ্জয়, আপনি সংবৎসরকাল যুদ্ধ করিয়া উহাদিগকে পরাজয় করেন এবং

উঁহাদেরই সংশ্রবে মায়াবিদ্যা অধিকার করিয়াছেন। নীরাধিপতি বরুণের পুত্রগণ মহাবল পরাক্রান্ত, তাঁহারা চতুরঙ্গ সৈন্যসমভিব্যাহারে আপনার নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হন। যমের অধিকার মহাসমুদ্রতুল্য; যমদণ্ড উহার নক্রকুম্ভীর, কালপাশ খর তরঙ্গ, যমকিঙ্কর ভীষণ ভুজঙ্গ, মহাজ্বর ভীমভাব এবং শাল্মলী দ্বীপবৃক্ষ; আপনি সেই ভয়ঙ্কর সমুদ্রে অবগাহন পূর্ব্বক জয়সিদ্ধি ও মৃত্যুরোধ করিয়াছেন। সকল লোক এবং সকল রাক্ষসই আপনার যুদ্ধদর্শনে পরিতুষ্ট হয়। এই বসুমতী যেমন বৃক্ষসমূহে পূর্ণ আছে সেইরূপ পূর্ব্বে বহুসংখ্য ক্ষত্রিয়বীরে পরিপূর্ণ ছিল; রাম বল ও উৎসাহে কদাচই তাঁহাদের তুল্যকক্ষ হইবেন না; আপনি সেই সমস্ত দুর্জ্জয় ক্ষত্রিয়বীরকেও বাহুবলে পরাজয় করিয়াছেন। রাজন্! এক্ষণে আপনারই বা এইরূপ শ্রমস্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? আপনি নিশ্চিন্ত হউন; এই একমাত্র মহাবীর ইন্দ্রজিৎই বানরসৈন্য বিনষ্ট করিতে পারিবেন। ইনি এক উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আহরণ পূর্ব্বক দেবাদিদেব রুদ্রের নিকট দুর্লভ বরলাভ করিয়াছেন। একদা ইহাঁরই বলবীর্য্যে সুরসৈন্য ক্ষুভিত হইয়াছিল; শক্তি ও তোমার ঐ সৈন্যসমুদ্রের বৃহৎ মৎস্য, বিকীর্ণ অস্ত্ররাশি শৈবল, মাতঙ্গেরা কচ্ছপ, অশ্বগণ মণ্ডূক, আদিত্য ও রুদ্র নক্র কুম্ভীর, মরুৎ এবং বসু ভীম অজগর, হস্ত্যশ্বরথ অগাধ জল এবং পদাতিই তীরদেশ; এই মহাবীর সেই সৈন্যসাগর মন্থন পূর্ব্বক সুররাজ ইন্দ্রকে বন্দীভাবে লঙ্কায় আনয়ন করিয়াছিলেন। পরিশেষে ইন্দ্র সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিদেশে বিমুক্ত হইয়া সুরলোকে প্রস্থান করেন। রাজন্! এক্ষণে

আপনি এই ইন্দ্রজিৎকেই নিয়োগ করুন; এই মহাবীর কার্য্য সাধনে সমর্থ হইবেন। এই বিপদ ত সামান্য লোক হইতে উপস্থিত, ইহার জন্য আপনার বিশেষ চিন্তা কি? রাম নিশ্চয়ই আপনার হস্তে মৃত্যু দর্শন করিবে।

অষ্টম সর্গ।

অনন্তর জলদকায় সেনাপতি প্রহস্ত কৃতাঞ্জলিপুটে রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! মনুষ্য ত সামান্য কথা, আমি স্বয়ং সুরাসুরগন্ধর্ব্বকেও পরাজয় করিতে পারি। যে সময় আমরা বিশ্বস্তমনে সুখসম্ভোগে আসক্ত ছিলাম তখনই হনুমান পুরপ্রবেশ পূর্ব্বক আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া যায়। এক্ষণে সেই দুর্ব্বৃত্ত আমার প্রাণসত্তে কিছুতেই নিস্তার পাইবে না। আপনি আজ্ঞা করুন, আমি এই শৈলকাননপূর্ণা পৃথিবীকে বানরশূন্য করিব। আমিই বানরভয় হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিব। আপনি নিশ্চিন্ত হউন, সীতাহরণদোষে আপনার কোন বিপদই উপস্থিত হইবে না।

পরে মহাবীর দুর্ম্মুখ শান্তভাবে কহিল, রাজন্! বানরকৃত পরাভব সহ্য করা কোনক্রমেই উচিত হইতেছে না। আজ আমি একাকীই বানরগণের বধসাধন পূর্ব্বক আপনার দুঃখ দূর করিব। এক্ষণে তাহারা সাগরগর্ভে প্রবেশ করুক, আকাশ বা পাতালেই প্রস্থান করুক, আজ আমার হস্তে তাহাদের কিছুতেই নিস্তার নাই।
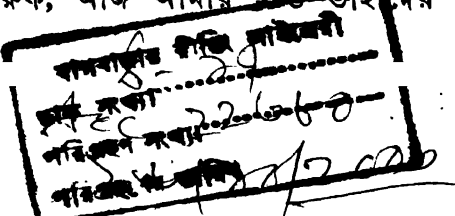
অনন্তর মহাবল বজ্রদংষ্ট্র নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, রক্ত-মাংসদূষিত পরিঘ গ্রহণপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, রাজন্! রাম, লক্ষ্মণ, ও সুগ্রীব এই তিন জন থাকিতে কেবল দীন হনুমানকে বধ করিয়া কি ফল দর্শিতে পারে? বলিতে কি, আজ আমি একাকীই এই পরিঘের আঘাতে বানরসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ঐ তিন দুরাচারকে সংহার করিব। রাজন্! আমার আর একটী কথা আছে, শুনুন। যিনি উপায়কুশল ও উদ্যোগী, তাঁহারই জয়লাভ হইয়া থাকে। আমি এক্ষণে সেই উপায়ই নির্দ্দেশ করিতেছি। দেখুন, রাক্ষসগণ মায়াবী ও মহাবীর; তাহারা সুস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হউক এবং তাহাকে গিয়া শান্তভাবে এই কথা বলুক, রাজকুমার! ভরত আমাদিগকে যুদ্ধসাহায্য করিবার উদ্দেশে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। রাম এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সসৈন্যে লঙ্কায় আগমন করিবে। তখন আমরাও শূল শক্তি ও গদা গ্রহণ পূর্ব্বক উহাকে মধ্যপথে আক্রমণ করিব, এবং দলে দলে নভোমণ্ডলে থাকিয়া অস্ত্র ও প্রস্তর দ্বারা উহাকে নিপাত করিব।

পরে কুম্ভকর্ণতনয় নিকুম্ভ রোষকষায়িত লোচনে কহিল, রাক্ষসগণ! তোমরা মহারাজের সহিত নিশ্চিন্ত হইয়া থাক, আমি স্বয়ংই বানরগণের সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিব।

অনন্তর পর্ব্বতাকার বজ্রহনু ক্রোধভরে সৃক্কণী লেহন পূর্ব্বক কহিল, দেখ, তোমরা আলস্য দূর করিয়া শীঘ্রই কার্য্যসিদ্ধি-বিষয়ে উদ্যোগী হও। আমি একাকীই সমস্ত বানরকে ভক্ষণ

করিব। অথবা তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া মদ্যপান কর। আমিই আজ বানরগণকে সংহার করিব।

নবম সর্গ।

পরে মহাবীর নিকুম্ভ, রভস, সূর্য্যশত্রু, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অগ্নিকেতু, দুর্দ্ধর্ষ, রশ্মিকেতু, ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, ধূম্রাক্ষ, নিকুম্ভ, ও দুর্ম্মুখ, ইহারা পরিঘ, পট্টিশ, শূল, প্রাস, শক্তি, পরশু, শর শরাসন, ও স্বচ্ছ খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধবেগে সহসা গাত্রোত্থান করিল, এবং তেজে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! আজ আমরা রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে নিশ্চয় বিনাশ করিয়া আসিব এবং যে দুরাত্মা এই লঙ্কা দগ্ধ করিয়া যায় তাহারেও খণ্ড খণ্ড করিব।

তখন বিভীষণ উহাদিগকে নিবারণ পূর্ব্বক প্রত্যুপবেশনে অনুরোধ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণকে কহিলেন, মহারাজ! সাম, দান ও ভেদ এই ত্রিবিধ উপায়ে যে কার্য্য সুসিদ্ধ না হয় তৎপক্ষেই যুদ্ধব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রমত্ত, পীড়িত, বা অবরুদ্ধ হয়, বিশেষ কারণ উপলব্ধি করিয়া তাহাকেই আক্রমণ করিবে। কিন্তু রাম প্রমাদী নহেন; তিনি দৈবদর্শী সুধীর ও মহাবীর, তোমরা কি বলিয়া তাঁহাকে আক্রমণের ইচ্ছা করিতেছ। দেখ, বীর হনুমান ভীষণ সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক এই স্থানে আগমন করিবে, অগ্রে ইহা কে জানিত

এবং কেই বা অনুমান করিয়াছিল ? রাক্ষসগণ ! বিপক্ষের বল অপরিচ্ছিন্ন, না বুঝিয়া তদ্বিষয়ে সহসা অবজ্ঞা প্রদর্শন শ্রেয়স্কর হইতেছে না। বল দেখি, রাম এই রাক্ষসপতির কি অপকার করিয়াছিলেন ? ইনিই বা কি কারণে জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়া আনিলেন ? নিশাচর খর আপনার সীমা লঙ্ঘন পূর্ব্বক অগ্রে গিয়া উৎপাত করে ; তজ্জন্যই রাম তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন ; কারণ প্রাণীর পক্ষে প্রাণরক্ষা করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। এক্ষণে এই খরবধ অপরাধেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ সম্ভবত রামের জানকীরে হরণ করিয়াছেন ; কিন্তু এই কার্য্য যার পর নাই গর্হিত ; ইহাঁর এই দোষেই আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আমি বারংবার কহিতেছি, এক্ষণে জানকীরে পরিত্যাগ করাই শ্রেয় ; অন্যের সহিত অকারণ বিবাদে কোন্ ফল দর্শিতে পারে ? রাম সাধুদর্শী ও মহাবীর ; তাঁহার সহিত নিরর্থক বৈরপ্রসঙ্গ উচিত হইতেছে না। রাজন্ ! এক্ষণে তোমায় অনুরোধ করি, তুমি তাঁহার জানকী তাঁহাকেই অর্পণ কর। যাবৎ তিনি এই অশ্বরথপূর্ণা সমৃদ্ধিমতী লঙ্কাকে শরনিকরে ধ্বংস না করেন তাবৎ তাঁহার জানকী তাঁহাকেই অর্পণ কর। যাবৎ বানরেরা আগমন পূর্ব্বক লঙ্কাপুরী অবরোধ না করিতেছে তাবৎ তাঁহার জানকী তাঁহাকেই অর্পণ কর। আমি তোমার ভ্রাতা, এই জন্য বারংবার তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। তুমি আমার এই হিতকর অনুরোধ রক্ষা কর। রাম যাবৎ তোমাকে বধ করিবার জন্য শারদীয় সূর্য্যবৎ প্রখর দীপ্তপুঙ্খ দীপ্তফলক অমোঘ সুদৃঢ় শর সকল পরিত্যাগ না করিতেছেন তাবৎ তাঁহার

জানকী তাঁহাকেই অর্পণ কর। রাজন্! ক্রোধরিপু সুখ ও ধর্ম্মনাশের কারণ, তুমি এখনই তাহা পরিত্যাগ কর; ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লোকানুরাগ ও কীর্ত্তির নিদান, তুমি এখনই তাহা রক্ষা কর; প্রসন্ন হও, ইহাতে আমরাও স্ত্রীপুত্র লইয়া সুখী হইব।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ বিভীষণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও সকলকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দশম সর্গ।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণ প্রত্যুষকালে রাক্ষসরাজ রাবণের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। ঐ প্রাসাদ নিবিড় সন্নিবেশে নির্ম্মিত এবং শৈলশিখরের ন্যায় উচ্চ; উহার বিস্তীর্ণ কক্ষ-সমুদায় সুপ্রণালীক্রমে বিভক্ত; পরিমিত ও বিশ্বস্ত প্রহরী সকল নিরন্তর উহার চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছে। উহা অনুরক্ত ও ধীমান মহাজনে অধিষ্ঠিত; মত্ত মাতঙ্গগণের নিশ্বাসবেগে তথাকার বায়ু চপলভাবে বিচরণ করিতেছে। উহার কোথাও শঙ্খধ্বনি, কোথাও বা তূর্য্যরব; বরস্ত্রীসকল ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতেছে। প্রাসাদের দ্বার স্বর্ণনির্ম্মিত; উহার সন্নিহিত সুপ্রশস্ত রাজপথে বহুসংখ্য লোক দলবদ্ধ হইয়া নানারূপ জল্পনা করিতেছে। উহা যেন দেবতা ও গন্ধর্ব্বের নিকেতন, যেন ভুজঙ্গের বাসভবন; বিভীষণ উজ্জ্বল বেশে সূর্য্য যেমন জলদে তদ্রূপ ঐ সুসজ্জিত প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশকালে বেদবিৎ বিপ্রগণের মুখে রাবণের

বিজয়সংক্রান্ত পুণ্যাহ-ঘোষ শুনিতে লাগিলেন। দেখিলেন, মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা পুষ্প, অক্ষত, ঘৃত ও দধিপাত্র দ্বারা অর্চ্চিত হইয়াছেন।

পরে তিনি গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক তেজঃপ্রদীপ্ত সিংহাসনস্থ রাবণকে প্রণাম করিলেন এবং সমুচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজসঙ্কেতলব্ধ স্বর্ণমণ্ডিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। গৃহ নির্জ্জন, কেবল কএকটীমাত্র মন্ত্রী দৃষ্ট হইতেছে। এই অবসরে বহুদর্শী বিভীষণ রাবণকে সান্ত্ববাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক দেশকালোচিত হিতকর বাক্যে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! যদবধি জানকী লঙ্কায় পদার্পণ করিয়াছেন সেই পর্য্যন্তই নানা রূপ অমঙ্গল নিরীক্ষিত হইতেছে। অগ্নি সমন্ত্র আহুতি লাভে সম্যক বর্দ্ধিত হয় না। উহা জ্বলিবার মুখে ধূমাকুল, পরে স্ফুলিঙ্গযুক্ত, ও ধূমজড়িত। রন্ধনশালা, হোমগৃহ ও ব্রহ্মস্থলীতে সরীসৃপগণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হোমদ্রব্যে পিপীলিকা, ধেনু সকল দুগ্ধহীন এবং মাতঙ্গেরা মদস্রাবশূন্য। অশ্বগণ বুভুক্ষিত হইয়া দীনভাবে হ্রেসারব করিতেছে। খর, উষ্ট্র ও অশ্বতরগণ কণ্টকিত দেহে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে; এক্ষণে চিকিৎসা দ্বারাও উহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করা যায় না। বায়সগণ প্রাসাদোপরি দলে দলে উপবিষ্ট; উহারা সর্ব্বত্র একত্র হইয়া রুক্ষস্বরে ডাকিতেছে। গৃধ্রগণ অত্যন্ত আর্ত্ত, উহারা প্রাসাদের উপর নিরবচ্ছিন্ন বসিয়া আছে। শিবাগণ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সন্নিহিত হইয়া অশুভ চীৎকার করিয়া থাকে এবং পুরদ্বারে মৃগ ও হিংস্রজন্তুগণের বজ্রধ্বনি-সদৃশ ভীম রব নিয়তই শ্রুত হওয়া যায়। রাজন্! এক্ষণে এই আপদশান্তির

জন্য রামকে জানকী অর্পণ করাই শ্রেয়। আমি যদিও লোভ ও মোহক্রমে কোনরূপ বিরুদ্ধ বলিয়া থাকি, তদ্বিষয়ে আমার দোষ গ্রহণ করিও না। এই সীতাহরণ অপরাধের ফল রাক্ষস ও রাক্ষসীগণকে অচিরাৎই ভোগ করিতে হইবে। যদিও মন্ত্রিমধ্যে কেহ তোমাকে আমার ন্যায় সৎপরামর্শ দেন নাই, তথাচ আমি যেরূপ দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি অবশ্যই তোমাকে বলিব। এক্ষণে অনুরোধ করি, তুমি আমার হিতকর বাক্য রক্ষা কর।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ বিভীষণের এই যুক্তিসঙ্গত কথা শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিলেন, আমি কুত্রাপি কিছুমাত্র ভয়ের কারণ দেখিতেছি না; রামকে জানকী অর্পণ করা আমার অভিপ্রেত নয়। বলিতে কি, সে যদিও দেবগণের সহিত রণস্থলে উপস্থিত হয় তথাচ আমার অগ্রে কদাচ তিষ্ঠিতে পারিবে না।

একাদশ সর্গ।

রাবণ জানকীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত, এবং তাঁহার চিন্তাতেই আসক্ত। তিনি পাপের গ্লানি এবং স্বজনের নিকট মানহানি এই দুই কারণে ক্রমশই ক্লিষ্ট হইতে লাগি-লেন। তৎকালে যদিও যুদ্ধপ্রসঙ্গ বিহিত হইতেছে না তথাচ তিনি মন্ত্রী ও মিত্রগণের পরামর্শক্রমে তাহাই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন।

অনন্তর রথ সুসজ্জিত ও আনীত হইল, উহা স্বর্ণজাল-জড়িত মুক্তামণিশোভিত ও সুশিক্ষিত অশ্বে যোজিত। তিনি উজ্জ্বল বেশে ঐ উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ পূর্ব্বক মেঘগম্ভীর রবে রাজসভায় যাত্রা করিলেন। রাক্ষসবীরগণ বিবিধ আয়ুধ ধারণ করিয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিল। বিকৃতবেশ রাক্ষসেরা তাঁহার পার্শ্বদেশ ও পশ্চাৎভাগ আশ্রয় পূর্ব্বক যাইতে লাগিল। অতিরথ সকল সশস্ত্রে রথ, মত্ত হস্তী ও ক্রীড়াপটু অশ্বে তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। তুমুল শঙ্খ-ধ্বনি ও ভেরীরব হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজ রাবণের মস্তকে পূর্ণচন্দ্রাকার শ্বেতচ্ছত্র; দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে স্ফটিকধবল স্বর্ণমঞ্জরীপূর্ণ চামরযুগল আন্দোলিত হইতেছে। পথপ্রান্তে বহুসংখ্য রাক্ষস কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ছিল। তাহারা রাবণকে প্রণাম করিয়া জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। অদূরেই সভামণ্ডপ; দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা প্রযত্নের সহিত উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার কুট্টিমতল স্বর্ণ ও রজতে গ্রথিত; মধ্যভাগে শুদ্ধ স্ফটিক, ও স্বর্ণখচিত উত্তরচ্ছদ; ছয় শত পিশাচ নিরন্তর ঐ গৃহ রক্ষা করিতেছে। রাবণ রথের ঘর্ঘর রবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপবেশনার্থ মরকত-ময় উৎকৃষ্ট আসন আস্তীর্ণ ছিল; উহা কোমল মৃগচর্ম্মে মণ্ডিত ও উপধানযুক্ত; রাবণ রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ঐ আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং সম্মুখীন দূতগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দূতগণ! এক্ষণে যুদ্ধসংক্রান্ত কোন কার্য্য উপস্থিত, তোমরা শীঘ্রই এই স্থানে রাক্ষসগণকে আনয়ন কর।

অনন্তর দূতেরা রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র লঙ্কামধ্যে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং প্রতিগৃহে গিয়া বিহারশয্যা ও উদ্যানে ভোগপ্রসক্ত রাক্ষসগণকে নির্ভয়চিত্তে আহ্বান করিতে লাগিল। তখন রাক্ষসদিগের মধ্যে কেহ রথে কেহ অশ্বে কেহ হস্তিপৃষ্ঠে এবং কেহ বা পাদচারে বহির্গত হইল। গগনমণ্ডল যেমন বিহঙ্গে পূর্ণ হয়, সেইরূপ ঐ লঙ্কাপুরী হস্তী অশ্ব ও রথে অবিলম্বেই পূর্ণ হইয়া গেল।

পরে উহারা গিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে প্রণাম করিল। রাবণও উহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন। উহাদের মধ্যে কেহ পীঠে, কেহ কুশাসনে ও কেহ বা ভূতলে উপবিষ্ট হইল। মন্ত্রী সকল অর্থনিশ্চয় কার্য্যে সুপণ্ডিত, তাঁহারা মর্য্যাদানুসারে উপবেশন করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ ধীমান অমাত্য-গণ আসিয়া বসিতে লাগিল এবং অন্যান্য বহুসংখ্য লোক কার্য্য-সৌকর্য্যের জন্য তথায় উপস্থিত হইল।

ইত্যবসরে বিভীষণ এক স্বর্ণখচিত অশ্বশোভিত সুপ্রশস্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সভাপ্রবেশ করিলেন এবং আপনার নাম গ্রহণ করিয়া জ্যেষ্ঠ রাবণকে প্রণাম করিলেন। শুক ও প্রহস্ত সমাগত সমস্ত ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক আসন প্রদান করিতে লাগিল। সকলেই স্বর্ণমণিশোভিত ও দিব্যাম্বর-ধারী, উৎকৃষ্ট অগুরু চন্দন ও মাল্যের গন্ধ বায়ুভরে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতে লাগিল। সকলেই নীরব, কাহারও মুখে কিছুমাত্র বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। সকলেই রাবণের মুখে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। উহারা শস্ত্রধারী ও মহাবল; তখন রাক্ষসরাজ রাবণ বসুগণের মধ্যে বজ্রধারী

ইন্দ্রের ন্যায় সভাস্থলে উঁহাদিগের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ সর্গ।

অনন্তর রাবণ সমগ্র পারিষদগণকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সেনাপতি প্রহস্তকে কহিলেন, বীর! আমার চতুরঙ্গ সৈন্য, যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত, এক্ষণে তাহারা যাহাতে সাবধান হইয়া নগর রক্ষা করে, তুমি তাহাদিগকে এইরূপ আদেশ কর। তখন সেনাপতি প্রহস্ত রাজাজ্ঞা সম্পাদন করিবার জন্য লঙ্কাপুরীর অন্তর্বাহ্যে সৈন্য-সংস্থাপন করিল এবং পুনর্ব্বার রাবণের সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক কহিল, রাজন্! আমি আপনার আজ্ঞাক্রমে নগরের অন্তর্বাহ্যে সৈন্য রক্ষা করিয়াছি; এক্ষণে আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া যেরূপ অভিপ্রায় হয় করুন।

তখন রাবণ রাজ্যহিতৈষী প্রহস্তের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সুহৃদগণকে কহিলেন, দেখ, সঙ্কটকালে প্রিয় অপ্রিয়, সুখ দুঃখ, ক্ষতি লাভ এবং হিতাহিত এই সমস্ত অবগত হওয়া তোমাদের কার্য্য। তোমরা পরস্পর পরামর্শ পূর্ব্বক যে সমস্ত অনুষ্ঠান কর তাহা কদাচ বিফল হয় না। বলিতে কি, আমি তোমাদিগের সাহায্যেই নির্ব্বিঘ্নে রাজশ্রী ভোগ করিতেছি। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ছয় মাসকাল নিদ্রিত ছিলেন; এই জন্য আমি তাঁহাকে কিছুই বলি নাই; এক্ষণে তিনি জাগরিত হইয়াছেন। আমি জনস্থান হইতে রামের প্রিয় মহিষী

জানকীরে আনিয়াছি। সেই অলসগামিনী আমার প্রতি কিছু-তেই অনুরক্ত হইতেছেন না। ত্রিলোকমধ্যে জানকীর তুল্য রূপবতী আর নাই। তাঁহার কটিদেশ সূক্ষ্ম, নিতম্ব স্থূল ও মুখ শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর। তিনি হেমময়ী প্রতিমার ন্যায় মনোহারিণী এবং ময়নির্ম্মিত মায়ার ন্যায় চমৎকারিণী। তাঁহার চরণতল আরক্ত ও কোমল এবং নখর তাম্রবর্ণ; তাঁহাকে দেখিয়া অবধি আমার মন অত্যন্ত অধীর হইয়াছে। তিনি হুত হুতাশনশিখার ন্যায় দীপ্তিমতী এবং সূর্য্যপ্রভার ন্যায় জ্যোতিষ্মতী। তাঁহার নাসিকা উচ্চ, নেত্রযুগল আয়ত এবং মুখ সুচারু। আমি তাঁহাকে দেখিয়া অবধি অত্যন্ত অধীর হইয়াছি। অনঙ্গ আমার ক্রোধ ও হর্ষ অতিক্রম করিয়া নিরন্তর অন্তরে জাগিতেছে, লাবণ্য মলিন করিতেছে এবং মনোমধ্যে শোক ও সন্তাপ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছে। জানকী রামের প্রতীক্ষায় আমাকে সংবৎসর অপেক্ষা করিতে বলেন, আমিও তাহাতে সম্মত হইয়াছি। আমি পথশ্রান্ত অশ্বের ন্যায় কামবশে যার পর নাই ক্লান্ত। আরও দেখ, সমুদ্র নক্রকুম্ভীরপূর্ণ, জানি না রাম ও লক্ষ্মণ বানরগণ সমভি-ব্যাহারে কিরূপে উহা উত্তীর্ণ হইবেন। অথবা যখন একটী-মাত্র বানর তাদৃশ কাণ্ড বাঁধাইয়া যায় তখন কার্য্যগতি বুঝিয়া উঠা নিতান্ত সুকঠিন। যদিও আমাদের পক্ষে মনুষ্য-ভয় অমূলক হইতেছে, তথাচ তোমরা স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হও। পূর্ব্বে আমি দেবাসুরযুদ্ধে তোমাদিগেরই সহায়তায় জয়শ্রী লাভ করিয়াছিলাম, এক্ষণেও তোমরা এই বিষয়ে আমায় আনুকুল্য কর। আমি শুনিয়াছি, রাজকুমার

রাম ও লক্ষ্মণ দূতমুখে জানকীর উদ্দেশ পাইয়া, সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত সমুদ্রের পূর্ব্বপারে উপস্থিত। এক্ষণে জানকীরে প্রত্যর্পণ করিতে না হয় এবং তাহাদিগকেও বধ করিতে পারা যায়, তোমরা এইরূপ কোন একটী পরামর্শ কর। এক জন মনুষ্য বানরসৈন্যের সহিত সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক আমাকে যে পরাজয় করিবে আমি সে আশঙ্কা কিছুমাত্র করি না। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, জগতে কোন্ ব্যক্তির এই বিষয়ে সাহস হয়? এক্ষণে নিঃসন্দেহ আমারই জয় হইবে।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ রাবণের বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাজন্! যমুনা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার কালেই আপনার হ্রদ পরিপূর্ণ করিয়াছিল, কিন্তু সমুদ্র-সঙ্গমের পর আর কিরূপে তদ্বিষয়ে সমর্থ হইবে। তুমি যখন দর্শন মাত্র মোহিত হইয়া জানকীরে হরণ করিয়াছ তখন ত বিচার-কাল অতীত হইয়াছে। ফলত বলপূর্ব্বক পরস্ত্রীকে আনয়ন করা তোমার পক্ষে অত্যন্ত বিসদৃশ হইয়াছে। যদি তুমি ইহাতে প্রবৃত্তি বিধানের পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইতে, তবে অবশ্যই ইহার একটা প্রতিকার হইত। যে রাজা মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ন্যায়সঙ্গত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অনুতাপ তাঁহাকে কদাচই স্পর্শ করিতে পারে না। যদি পরামর্শ ব্যতীত কোন অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, অপবিত্র যজ্ঞে আহুত হবির ন্যায় তাহা কেবল কষ্টেরই কারণ হইয়া উঠে। যে মহীপাল কার্য্যের পৌর্ব্বাপৌর্য্য বুঝেন না, তাঁহার নীতিজ্ঞান যৎসামান্য। ফলতঃ যিনি এইরূপ চপলস্বভাব, অধিকবল হইলেও বিপক্ষেরা তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। রাজন্!

তুমি পরিণাম না বুঝিয়া এই কার্য্য করিয়াছ, মহাবীর রাম বিষাক্ত অন্নবৎ প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে যে এখনও নষ্ট করেন নাই, ইহা কেবল তোমারই ভাগ্যবল! অতঃপর আমি তোমার শত্রুবিনাশে সহায়তা করিব। ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, কুবের ও বরুণ, যিনিই হউন না, আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। আমার দেহ পর্ব্বতপ্রমাণ ও দন্ত সুতীক্ষ্ণ; আমি যখন প্রকাণ্ড অর্গলহস্তে সিংহনাদ করিতে থাকিব, তখন সাক্ষাৎ পুরন্দরও ভয়ে বিহ্বল হইবেন। তুমি আশ্বস্ত হও, রাম একটী শরের পর দ্বিতীয়টী পরিত্যাগ না করিতেই আমি তাহার শোণিত পান করিব। আমি তাহার বধসাধন পূর্ব্বক সুখকরী জয়শ্রী তোমাকে দিব, এবং বানর-বীরগণকে ভক্ষণ করিব। রাজন্! তুমি উৎকৃষ্ট মদ্যপান কর এবং নির্ভয়ে হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। রাম আমার হস্তে বিনষ্ট হইলে জানকী তোমারই হইবেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

অনন্তর মহাবীর মহাপার্শ্ব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রাক্ষস-রাজ রাবণকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, রাজন্! যে ব্যক্তি হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অযত্নসুলভ মধু পান না করে, সে নিতান্ত মূর্খ সন্দেহ নাই। প্রভুরও কি প্রভু থাকা সম্ভব? আপনি স্বচ্ছন্দে রামের মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক জানকীর সহিত কালহরণ করুন। আপনি কুক্কুটবৎ

বলপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত হউন এবং জানকীরে গিয়া পুনঃপুনঃ আক্রমণ করুন। ইচ্ছা পূর্ণ হইলে আর কিসের ভয়? যদিও ভয়ের কোন কারণ উপস্থিত হয়, আপনি অনায়াসে প্রতিবিধান করিতে পারিবেন। কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিৎ এই দুই মহাবীর ইন্দ্রকেও দমন করিতে পারেন। দেখুন, নীতি-নিপুণ ব্যক্তিরা কার্য্যসিদ্ধির চারিটি উপায় নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন—সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। তন্মধ্যে আমরা পূর্ব্বোক্ত তিনটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডকেই শ্রেষ্ঠ উপায় বোধ করিয়া থাকি। এক্ষণে অধিক আর কি, বিপক্ষেরা নিশ্চয়ই আমা-দিগের শস্ত্রবলে পরাজিত হইবে।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ মহাপার্শ্বের বাক্যে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, বীর! এস্থলে একটী পূর্ব্বঘটনার উল্লেখ করিতেছি শুন। আমি একদা দেখিলাম, পুঞ্জিক-স্থলা নাম্নী কোন এক অপ্সরা আকাশপথে লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিতেছিল। সে অগ্নিজ্বালার ন্যায় উজ্জ্বল। সে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র ভয়ে যেন আকাশে মিশিয়া যাইতে লাগিল। পরে আমি তাহাকে গ্রহণ করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ বিবসনা করিয়া ফেলি-লাম। অনন্তর সে দলিত নলিনীর ন্যায় ব্রহ্মার নিকট উপ-স্থিত হইল। ব্রহ্মা উহার মুখে আমার দুর্ব্যবহারের পরিচয় পাইয়া ক্রোধভরে আমায় এইরূপ অভিশাপ দেন, দুষ্ট! আজ অবধি যদি তুই কোন স্ত্রীর প্রতি বলপ্রকাশ করিস্, তবে নিশ্চয়ই তোর মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে। বীর! সেই পর্য্যন্ত আমি ব্রহ্মার শাপভয়ে ভীত হইয়া আছি এবং এই কারণেই

জানকীর প্রতি বলপ্রকাশ করিতেছি না। আমি বেগে সমুদ্রের ন্যায় এবং গতিবশে বায়ুর ন্যায়। রাম আমার বলবিক্রম কিছুই জানে না, তজ্জন্য সে লঙ্কার অভিমুখে আসিতেছে। যে সিংহ ক্রোধাবিষ্ট কৃতান্তের ন্যায় গিরি-গহ্বরে শয়ান আছে, কে তাহাকে প্রবোধিত করিতে সাহসী হয়? রাম আমার শরাসনচ্যুত দ্বিজিহ্ব সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর শর সকল দেখে নাই, তজ্জ্যন্যই সে আমার নিকট আসি-তেছে। যেমন উল্কা দ্বারা হস্তীকে দগ্ধ করা যায় সেইরূপ আমি বজ্রসদৃশ শরে রামকে দগ্ধ করিব। যেমন সূর্য্যদেব উদিত হইয়া নক্ষত্রগণের প্রভা লোপ করেন সেইরূপ আমি সসৈন্যে গিয়া তাহাকে বলশূন্য করিব। সহস্রচক্ষু ইন্দ্র এবং বরুণও আমাকে পরাজয় করিতে পারে না। এই পুরী পূর্ব্বে ধনাধিপতি কুবেরের ছিল, আমি স্বীয় ভুজবলে ইহা অধিকার করিয়াছি।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর মহাত্মা বিভীষণ রাবণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! জানকী একটী ভীষণ সর্পবিশেষ; তাঁহার বক্ষঃস্থলে ঐ ভুজ-ঙ্গের দেহ, চিন্তা বিষ, হাস্য তীক্ষ্ণ দন্ত, এবং হস্তের অঙ্গুলি-দল পাঁচটী মস্তক; তুমি সেই কালসর্পকে কেন কণ্ঠে বন্ধন করিয়াছ? এক্ষণে তীক্ষ্ণদশন খরনখর পর্ব্বতাকার বানরেরা যাবৎ লঙ্কা অবরোধ না করিতেছ, তাবৎ তুমি রামের

জানকী রামকেই অর্পণ কর। যাবৎ মহাবীর রামের বজ্র-সার শর-সকল বায়ুবেগে রাক্ষসগণের মস্তক ছেদন না করিতেছে, তাবৎ তুমি রামের জানকী রামকেই অর্পণ কর। কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, নিকুম্ভ, কুম্ভ ও অতিকায় ইহারা রণস্থলে রামের সম্মুখে কদাচই তিষ্ঠিতে পারিবে না। তুমি এক্ষণে সূর্য্য ও বায়ুকেই প্রসন্ন কর, ইন্দ্র ও যমেরই ক্রোড় আশ্রয় কর, আকাশ বা পাতালেই প্রবিষ্ট হও, প্রাণ-সত্ত্বে কখনই রামের হস্তে পরিত্রাণ পাইবে না।

তখন প্রহস্ত বিভীষণকে কহিল, বীর! আমরা যুদ্ধে দেব ও দানবকে ভয় করি না। আমরা যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও পক্ষীকেও ভয় করি না; অতএব এক্ষণে মনুষ্য রাম হইতে আমাদের ভয়সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে?

তখন ধর্ম্মশীল বিভীষণ রাবণের শুভোদ্দেশ্যে পুনর্ব্বার কহিলেন, প্রহস্ত! মহোদর, কুম্ভকর্ণ, তুমি ও মহারাজ, তোমরা রামের উদ্দেশে যেরূপ কহিতেছ, অধার্ম্মিকের পক্ষে স্বর্গসুখলাভের ন্যায় তাহা কদাচই সফল হইবার নহে। প্রহস্ত! আমাদের মধ্যে যে কেহ হউক না, কে রামকে বধ করিতে পারিবে? ভেলাযোগে সমুদ্র অতিক্রম করা কি সহজ ব্যাপার? রাম ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধর্ম্মশীল ও কার্য্যকুশল, দেবতারাও তাঁহার সম্মুখে হতবুদ্ধি হইয়া যান। প্রহস্ত! রামের সুতীক্ষ্ণ শর এখনও তোমার মর্ম্মভেদ করে নাই, তজ্জন্য তুমি এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছ। রামের শর প্রাণান্তকর এবং বজ্রতুল্য, তাহা এখনও তোমার দেহভেদ করিয়া তূণীরে প্রবিষ্ট হয় নাই তজ্জন্য তুমি এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছ।

রাক্ষসরাজ রাবণ, মহাবল ত্রিশীর্ষ, নিকুম্ভ, ইন্দ্রজিৎ ও তুমি তোমাদের মধ্যে রামের বিক্রম সহিতে পারে এমন কে আছে ? দেবান্তক, নরান্তক, অতিকায় ও অকম্পন, ইহারাও রামের অগ্রে তিষ্ঠিতে পারিবে না। বলিতে কি, তোমরা রাবণের মিত্ররূপী শত্রু, ইনি তোমাদেরই প্রভাবে দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়াছেন। তোমরা রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবার জন্যই ইহাঁর অনুবৃত্তি করিতেছ। ইনি অসমীক্ষ্যকারী ও উগ্রস্বভাব। যাহার দৈহিক বল অপরিচ্ছিন্ন, মস্তক সহস্র, সেই ভীম ভুজঙ্গ রাবণকে বল পূর্ব্বক বেষ্টন করিয়াছে, এক্ষণে তোমরা সেই নাগপাশ হইতে ইহাঁকে বিমুক্ত কর। ইনি রামস্বরূপ সমুদ্র-জলে নিমগ্ন, ইনি রামস্বরূপ পাতালমুখে নিপতিত, তোমরা সমবেত হইয়া কেশ গ্রহণ পূর্ব্বক ইহাঁকে উদ্ধার কর। আমি অকপটে স্বমত ব্যক্ত করিয়া কহিতেছি, এখনই রাজকুমার রামকে জানকী অর্পণ কর, ইহাতে এই রাক্ষসপুরীর মঙ্গল এবং সবান্ধব মহারাজেরও মঙ্গল হইবে। যিনি স্বপক্ষ ও পর-পক্ষের বলবীর্য্য ও ক্ষতিলাভ বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচার করিয়া প্রভুকে হিতোপদেশ দেন, তিনিই যথার্থ মন্ত্রী।

পঞ্চদশ সর্গ।

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ সুরাচার্য্যকল্প বিভীষণের বাক্য কথঞ্চিৎ শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, কনিষ্ঠ তাত! আপনি ভয়-শীলের ন্যায় অকারণ কি কহিতেছেন ? যে ব্যক্তি রাক্ষসকুলে

জন্মে নাই সেও এইরূপ বাক্য বলিতে এবং এইরূপ কার্য্য করিতে পারে না। আমাদের বংশে বল ও বীর্য্য, তেজ ও ধৈর্য্য কেবল আপনারই নাই। ভীরু! রাক্ষসকুলের কোন এক সামান্য বীরও সেই দুই রাজকুমারকে বধ করিতে পারে, তবে আপনি কি জন্য আমাদিগকে এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। সুররাজ ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি, আমি তাঁহাকে বন্দী করিয়া পৃথিবীতে আনিয়াছি। দেবগণ আমার এই লোমহর্ষণ কার্য্য দেখিয়া ভীত মনে চতুর্দিকে পলায়ন করেন। আমি গম্ভীরগর্জ্জনশীল সুরগজ ঐরাবতকে স্বর্গচ্যুত করিয়া তাহার দুইটি দন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলি। আমি দেবগণের দর্পনাশক এবং দানবগণের শোককারক, আমায়ও কি আবার সেই সামান্য দুইটি মনুষ্যকে ভয় করিতে হইবে?

তখন মহাবীর বিভীষণ তেজস্বী ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, বৎস! তুমি বালক, আজিও তোমার কিছুমাত্র বুদ্ধির পরিণতি হয় নাই এবং তোমার কার্য্যাকার্য্য-বোধও যৎসামান্য, তজ্জন্যই তুমি আত্মনাশার্থ এইরূপ অসম্বদ্ধ কথা কহিতেছ। তুমি যখন রাবণের ঈদৃশ বিপদের কথা শুনিয়াও মোহবশে ইহাঁকে নিবারণ করিতেছ না, তখন তুমি ত ইহাঁর নামত পুত্র; বলিতে কি, তুমি ইহাঁর মিত্ররূপী শত্রু। তোমার দুর্বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তুমি সাহসিক ও বালক, আজ যে ব্যক্তি তোমাকে মন্ত্রিমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছে, সে ও তুমি উভয়েই রামের হস্তে নিহত হইবে। দুরাত্মন্! তুমি মূর্খ অবিনয়ী ও উগ্রপ্রকৃতি, তুমি বালস্বভাব বশতই এইরূপ কহিতেছ।

রামের শর ব্রহ্মদণ্ডবৎ উগ্র ও উজ্জ্বল এবং উহা প্রলয়-বহ্নির ন্যায় অতিমাত্র করাল, সেই যমদণ্ডতুল্য শরদণ্ড উন্মুক্ত হইলে কে তাহা সহ্য করিতে পারিবে? রাক্ষসরাজ! অধিক আর কি; তুমি গিয়া এক্ষণে রামকে ধন-রত্ন ও বসন-ভূষণের সহিত সীতা সমর্পণ কর, তাহা হইলেই আমরা এই লঙ্কা-পুরীতে নির্ভয়ে বাস করিতে পারিব।

ষোড়শ সর্গ।

অনন্তর দুর্ম্মতি রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিভীষণকে কঠোর বাক্যে কহিলেন, বরং শত্রু ও রুষ্ট সর্পের সহিত বাস করিবে কিন্তু মিত্ররূপী শত্রুর সহিত সহবাস কদাচই উচিত নহে। দেখ, জ্ঞাতিস্বভাব আমার অবিদিত নাই; একটী জ্ঞাতি আর একটী জ্ঞাতির বিপদে সততই হৃষ্ট হয়। জ্ঞাতির মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রধান, রাজ্যরক্ষার নিদান, এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মে অলঙ্কৃত, জ্ঞাতিরা তাহার অবমাননা করে এবং সে যদি এক জন বীর পুরুষ হয় তবে সুযোগ পাইয়া তাহাকে পরাভব করিয়া থাকে। এই সমস্ত আততায়ীর হৃদয় কপটতাপূর্ণ, এবং ইহারা ভয়ানক পদার্থ। পূর্ব্বে পদ্মবনে কএকটী হস্তী পাশহস্ত মনুষ্যকে দেখিয়া যাহা কহিয়াছিল এস্থলে আমি সেই কথার উল্লেখ করিতেছি শুন। হস্তীরা কহিল দেখ, আমরা অস্ত্র অগ্নি ও পাশকেও তাদৃশ ভয় করি না, স্বার্থান্ধ জ্ঞাতিবর্গই আমাদের একমাত্র ভয়ের কারণ। তাহারাই

আমাদিগের গ্রহণকৌশল অন্যের নিকট উদ্ভাবন করিয়া দেয়। অতএব জ্ঞাতিভয় সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর। ধেনুতে গব্য, জ্ঞাতিতে ভয়, স্ত্রীজাতিতে চাপল্য এবং ব্রাহ্মণে তপস্যা অবশ্যই থাকে। বিভীষণ! আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, শত্রুবিজয়ী ও ত্রিলোকপূজিত, বোধ হয় তোমার চক্ষে ইহা সহ্য হইতেছে না। অনার্য্যের সহিত সৌহার্দ্য পদ্মপত্রে পতিত জলবিন্দুর ন্যায় তরল; উহা শারদীয় মেঘবৎ কেবল গর্জ্জন ও বর্ষণ করে কিন্তু জলক্লেদ কোনক্রমে করিতে পারে না। ভৃঙ্গ যেমন ইচ্ছানুরূপ পুষ্পরস পান পূর্ব্বক পলায়ন করে, অনার্য্যের সৌহার্দ্য সেইরূপ অস্থির হইয়া থাকে। ভৃঙ্গ যেমন ইচ্ছানুরূপ কাশ পুষ্প চর্ব্বণ পুর্ব্বক রসলাভে বঞ্চিত হয় সেইরূপ অনার্য্যের সহিত সৌহার্দ্য কদাচই ফলপ্রদ হয় না। হস্তী যেমন স্নানের পর শুণ্ড দ্বারা ধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গ দূষিত করে সেইরূপ অনার্য্য ব্যক্তি পুর্ব্বসঞ্চিত স্নেহ পরে স্বয়ংই উচ্ছেদ করিয়া-ফেলে। রে কুলকলঙ্ক! তোরে ধিক্, যদি আমাকে অন্য কেহ এইরূপ কহিত, তবে দেখিতিস্ তদ্দণ্ডেই তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিতাম।

তখন যথার্থবাদী বিভীষণ জ্যেষ্ঠের এইরূপ কঠোর কথা শ্রবণ পুর্ব্বক গদাহস্তে চারি জন রাক্ষসের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন এবং অন্তরীক্ষে আরোহণ পুর্ব্বক ক্রোধভরে রাবণকে কহিতে লাগিলেন রাজন্! তুমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পিতৃতুল্য ও মাননীয়, কিন্তু তোমার কিছুমাত্র ধর্ম্মদৃষ্টি নাই। তুমি অতিশয় ভ্রান্ত; এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় বল, কিন্তু আমি এই সমস্ত কঠোর কথা কিছুতেই সহ্য করিতেছি না। আমি

হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া তোমাকে হিতই কহিতে ছিলাম, আসন্ন-মৃত্যু অধীর ব্যক্তিই আমার এইরূপ কথায় বিরক্ত হইয়া থাকে। রাজন্! প্রিয়বাদী হওয়াই সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর-বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। তুমি সর্ব্ব-ভূতাপহারী কালপাশে বদ্ধ হইয়াছ, এক্ষণে আমি প্রদীপ্ত গৃহের ন্যায় তোমার মহাবিনাশ কিরূপে উপেক্ষা করিব। রামের শর শাণিত, স্বর্ণখচিত ও প্রদীপ্ত, তুমি সেই শরে নিহত হইবে আমি ইহা স্বচক্ষে কিরূপে দেখিব। যে ব্যক্তি মহাবল মহাবীর ও কৃতাস্ত্র সেও কালপাশে জড়িত হইয়া বালুকা-রচিত সেতুর ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। তুমি আমার গুরু, আমি তোমার শুভসঙ্কল্পে যেরূপ কহিলাম, তুমি তাহা ক্ষমা কর এবং আত্মরক্ষায় যত্নবান হও। আমি চলিলাম, তুমি আমা ব্যতীত সুখে থাক। রাজন্! আমি শুভোদ্দেশেই তোমাকে নিষেধ করিতেছি, কিন্তু আমার এই সমস্ত কথা কিছুতেই তোমার প্রীতিকর হইল না। যাহার আয়ুঃশেষ হইয়া আইসে, সুহৃদের হিতকর বাক্য তাহার অপ্রীতিকর হইয়া উঠে।

সপ্তদশ সর্গ।

মহাত্মা বিভীষণ রাবণকে কঠোর বাক্যে এইরূপ কহিয়া, যথায় রাম ও লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বয়ং সুমেরুশিখরবৎ উজ্জ্বল এবং বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীপ্ত। বানরবীরগণ অন্তরীক্ষে সহসা

তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিল। বিভীষণের সঙ্গে চারিটি অনুচর, উঁহারা মহাবল ও মহাবীর, উঁহাদের অঙ্গে বর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট ভূষণ, হস্তে নানারূপ অস্ত্র শস্ত্র। সুগ্রীব দূর হইতে ঐ পাঁচ জন রাক্ষসকে দেখিয়া বানরগণের সহিত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং হনুমান প্রভৃতি বীরগণকে কহিলেন, দেখ, ঐ একটী সর্ব্বাস্ত্রধারী রাক্ষস অপর চারিটি রাক্ষসের সহিত আমাদিগের বিনাশার্থই আসিতেছে সন্দেহ নাই।

বানরগণ সুগ্রীবের এই কথা শুনিবামাত্র শাল ও শৈল উৎপাটন পূর্ব্বক কহিল, রাজন্! তুমি অনুজ্ঞা কর আমরা অবিলম্বেই ঐ সমস্ত দুরাত্মাকে বধ করিব। উহারা অল্পপ্রাণ, আমাদের এই শাল ও শিলার আঘাতে নিশ্চয়ই নিহত হইবে।

অনন্তর বিভীষণ ক্রমশঃ সমুদ্রের উত্তর তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি নির্ভয় ও নিরাকুল, অদূরেই সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি উঁহাদিগকে দেখিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, লঙ্কা দ্বীপে রাবণ নামে কোন এক দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস আছে। সে রাক্ষসগণের রাজা, আমি তাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাম বিভীষণ। সে বিহগরাজ জটায়ুকে বধ করিয়া জনস্থান হইতে জানকীরে লইয়া আইসে। এক্ষণে সেই দীনা অশরণা তাহারই অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ, বহুসংখ্য রাক্ষসী নিরন্তর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। আমি রাবণকে সুসঙ্গত বাক্যে পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলাম, রাজন্! তুমি গিয়া রামের হস্তে জানকী অর্পণ কর। কিন্তু তাহার মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী, মুমূর্ষুর পক্ষে ঔষধবৎ আমার হিতকর

বাক্য তাহার প্রীতিকর হয় নাই। সে আমাকে নানারূপ কটু কথা কহিল এবং দাস নির্ব্বিশেষে অবমাননা করিল। এক্ষণে আমি স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামের শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা রাম সকলের আশ্রয়, তোমরা শীঘ্রই তাঁহাকে গিয়া বল যে বিভীষণ আসিয়াছে।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব ত্বরিত পদে রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, বীর! শত্রুপক্ষীয় কোন এক ব্যক্তি অতর্কিত ভাবে আমাদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সে সুযোগ পাইয়া উলূক যেমন বায়সগণকে বধ করিয়াছিল সেই রূপ বানরগণকে বধ করিবে। এক্ষণে স্বপক্ষ ও পরপক্ষীয় কার্য্য, মন্ত্রণা, সেনানিবেশ ও দূত এই কএকটিতে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। রাক্ষসেরা কামরূপী ও বীর; উহারা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কূট উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অন্যের অপকার করে, সুতরাং উহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন উচিত হইতেছে না। আগন্তুক ব্যক্তি নিশ্চয় রাবণেরই চর, সে একবার প্রবেশে অধিকার পাইলে আমাদের পরস্পরকে ভেদ করিতে পারে। অথবা আমরা বিশ্বাস-ভরে অসাবধান থাকিব, সেই সুযোগে ঐ বুদ্ধিমান নিশ্চয়ই আমাদিগকে বিনাশ করিবে। দেখ, কেবল শত্রুপক্ষ ব্যতীত মিত্র, আরণ্যক, আপ্ত বন্ধু ও ভৃত্য ইহাদিগকে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। উপস্থিত ব্যক্তির নাম বিভীষণ, সে বিপক্ষ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমাদিগেরই শত্রু, সুতরাং তাহাকে কিরূপে বিশ্বাস করিব। ঐ ব্যক্তি রাবণের নিয়োগে চারি জন সহচরের সহিত তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে তাহাকে বধ

করাই শ্রেয়। তুমি বিশ্বাসপ্রবণ ও নিশ্চিন্ত থাকিবে, এই সুযোগে সে মায়াবলে প্রচ্ছন্ন হইয়া তোমাকে বিনাশ করিতে পারে। সুতরাং তাহাকে তীব্র প্রহারে সংহার করাই কর্ত্তব্য। সেনাপতি সুগ্রীব ক্রোধভরে রামের নিকট এইরূপে স্বমত ব্যক্ত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর মহামতি রাম হনুমান প্রভৃতি বানরগণকে কহিলেন, দেখ, কপিরাজ সুগ্রীব বিভীষণকে লক্ষ্য করিয়া যে সমস্ত যুক্তিসঙ্গত কথা কহিলেন তাহা ত শ্রবণ করিলে? যিনি অবিনশ্বর সম্পদ চান, যিনি সুযোগ্য ও বুদ্ধিমান, সন্দেহস্থলে সুহৃদকে উপদেশ দেওয়া তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে উপস্থিত বিষয়ে তোমাদেরই বা কিরূপ অভিপ্রায়, আমি তাহা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি।

তখন হিতার্থী বানরগণ উপচার বাক্যে রামকে কহিল, বীর! ত্রিলোকমধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই নাই, এক্ষণে তুমি কেবল সুহৃদ্ভাবে আমাদিগের সম্মান বর্দ্ধনের জন্যই এইরূপ কহিতেছ। তুমি সত্যব্রত বীর ও ধর্ম্মপরায়ণ, সুহৃদ্দের প্রতি তোমার বিশ্বাস অটল এবং তুমি বিবেচক। এক্ষণে তোমার নিকট ধীমান সুদক্ষ সচিবগণ স্ব স্ব মত প্রকাশ করুন।

তখন অঙ্গদ কহিলেন, বীর! বিভীষণ শত্রুপক্ষ হইতে উপস্থিত সুতরাং সে বিশেষ আশঙ্কার স্থল; তাহাকে বিশ্বাস করা কদাচই উচিত নয়। দেখ, শঠেরা প্রচ্ছন্ন হইয়া বিচরণ করে এবং সুযোগ অন্বেষণ পূর্ব্বক প্রহার করিয়া থাকে। এইরূপ অনর্থ অতি ভয়ানক। হিতাহিত বুঝিয়া

কার্য্য করা আবশ্যক ; গুণদৃষ্টে সংগ্রহ ও দোষদৃষ্টে পরিত্যাগই কর্ত্তব্য। এক্ষণে যদি বিভীষণের কোন মহৎ দোষ থাকে তবে তুমি নির্ব্বিচারে তাহাকে পরিত্যাগ কর এবং যদি তাহার-বিশেষ গুণ থাকে তবে তাহাকে সংগ্রহ কর।

পরে মহাবীর শরভ যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, বীর! তুমি বিভীষণের পরীক্ষার্থ শীঘ্রই চর নিয়োগ কর। অগ্রে সূক্ষ্মবুদ্ধি চরের দ্বারা তাহাকে যথাবৎ পরীক্ষা করিয়া পরে গ্রহণ করিও।

অনন্তর বিচক্ষণ জাম্বুবান শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত উদ্ভাবন পূর্ব্বক কহিলেন, রাম! রাবণ আমাদিগের পরম শত্রু, পাপস্বভাব বিভীষণ তাহারই নিয়োগে অসময়ে ও অস্থানে উপস্থিত, সুতরাং সে অবশ্যই আশঙ্কার পাত্র।

পরে বিচক্ষণ মৈন্দ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, রাম! বিভীষণ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অগ্রে তাঁহাকে শান্ত বাক্যে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা কর। সে দুষ্টস্বভাব কি না অগ্রে তাহাও পরীক্ষা কর। পরে বুদ্ধি-বলে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া যেরূপ হয় করিও।

অনন্তর শাস্ত্রবিৎ মন্ত্রিপ্রধান হনুমান মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাম! তুমি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও বক্তা, সুরগুরু বৃহস্পতিও বাক্-বৈভবে তোমা অপেক্ষা অধিক নহেন। এক্ষণে আমি বাক্‌পটুতা, পরস্পর-স্পর্দ্ধা, অধিক-বুদ্ধিমত্তা, ও ইচ্ছা দ্বারা প্রবর্ত্তিত না হইয়া কেবল কার্য্যানুরোধে কিছু কহিতেছি শুন। তোমার মন্ত্রিবর্গ বিভীষণের গুণদোষ পরীক্ষার জন্য যাহা কহিলেন আমার তাহা সঙ্গত বোধ হইল না। কারণ এ

স্থলে পরীক্ষাই ত একপ্রকার অসম্ভব। নিয়োগ ব্যতীত পরীক্ষা সম্ভবে না, এবং সহসা সেই নিয়োগও অসঙ্গত। চর-প্রেরণের কথা যাহা হইল তাহাতেও বক্তব্য এই যে, প্রত্যক্ষ বিষয়ে চরনিয়োগ নিষ্পল। আর দেশকাল সম্পর্কে যে কথা হইল তদ্বিষয়েও আমার যথাজ্ঞান কিছু বলিবার আছে শুন। বিভীষণ প্রকৃত দেশ ও প্রকৃত কালেই উপস্থিত হইয়াছেন। রাবণ পাপস্বভাব তুমি ধার্ম্মিক, সে দোষী তুমি নির্দোষ, সে দুরাত্মা তুমি মহাবীর; বিভীষণ এই সমস্ত নিশ্চয় করিয়া যে এই স্থানে আসিয়াছেন ইহা তাঁহার উচিতই হইয়াছে। আরও গুপ্ত চর নিয়োগ পূর্ব্বক বিভীষণকে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য, এইটি মৈন্দের অভিপ্রায়, এই বিষয়েও আমার কিছু বলিবার আছে। দেখ, কোন বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে বুদ্ধিমানের মনে সহসা আশঙ্কার উদয় হইয়া থাকে। যদিও ইহা দ্বারা প্রকৃত বৃত্তান্ত কিয়ৎ পরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে, কিন্তু আগন্তুক ব্যক্তি যদি মিত্র হয় এবং যদি সুখলাভে তাহার ইচ্ছা থাকে তবে এইরূপ বৃথা অনুসন্ধানে তাহার মন কলুষিত হইবে। আরও দেখ, প্রশ্নমাত্রেই যে শত্রুর ভাবগতি পরীক্ষা করা যায় ইহা অতি অমূলক কথা, এক্ষণে তুমি স্বয়ংই তাহার সহিত কথাপ্রসঙ্গ কর এবং কণ্ঠস্বরে তাহার আন্তরিক ভাব বুঝিয়া লও। বলিতে কি, বিভীষণ আসিয়া যখন আত্মপরিচয় দেয়, তখন তাহার দুষ্টতা কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় নাই এবং তাহার মুখপ্রসাদও লক্ষিত হইয়াছিল, সুতরাং আমি তাহাকে কিরূপে সংশয় করিব। যে ব্যক্তি শঠ হয়, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া অশঙ্কিত মনে আইসে না। বিভীষণের

বাক্য কুটার্থপূর্ণ নহে, সুতরাং আমি তাহাকে কিরূপে সংশয় করিব। দেখ, আন্তরিক ভাব প্রচ্ছন্ন রাখা কোন মতে সহজ হয় না, তাহা বলপূর্ব্বক বিবৃত হইয়া পড়ে। বীর! বিভীষণের এই কার্য্য দেশকালের বিরোধী নহে। ইহা অনুষ্ঠিত হইলে শীঘ্রই তাহার উপকার দর্শিতে পারিবে। বিভীষণ তোমার যুদ্ধচেষ্টা, রাবণের বৃথা বলগর্ব্ব, বালিবধ ও সুগ্রীবের অভিষেক এই সমস্ত আলোচনা করিয়া রাজ্যকামনায় বুদ্ধিপূর্ব্বকই এই স্থানে আসিয়াছেন। এই সমস্ত বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহাকে সংগ্রহ করাই উচিত বোধ হয়। রাম! তুমি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, আমি বিভীষণের আন্তরিক অকপট ভাব লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কহিলাম, এক্ষণে তোমার যাহা শ্রেয়স্কর বোধ হয় তাহাই কর।

অষ্টাদশ সর্গ।

অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞ রাম হনুমানের এই কথা শুনিয়া প্রসন্ন মনে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা আমার হিতার্থী, এক্ষণে আমিও বিভীষণের উদ্দেশে কিছু কহিব শুন। দেখ, বিভীষণ মিত্রভাবে উপস্থিত, এক্ষণে যদিও তাঁহার কোনরূপ দোষ দেখা যায় তথাচ আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না; দোষস্পৃষ্ট হইলেও শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া সাধুর অযশস্কর কার্য্য নহে।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন,

যে ব্যক্তি বিপদ উপস্থিত দেখিয়া ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করে, সে দোষী বা নির্দ্দোষ হউক, তাহাকে সংগ্রহ করা কখনও উচিত নয়। সে যে সঙ্কটকালে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে না তাহারই বা বিশেষ প্রমাণ কি?

অনন্তর রাম বানরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! প্রিয়সুহৃৎ সুগ্রীব যাহা কহিলেন, সবিশেষ শাস্ত্রজ্ঞান ও বৃদ্ধসেবা ব্যতীত এরূপ কথা বলা সহজ নয়। কিন্তু আমি জানি, রাজগণের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ বিষয়ে প্রত্যক্ষ লৌকিক এই দুই প্রকার সূক্ষ্মতর যুক্তি আছে, এক্ষণে আমি তোমাদের নিকট তাহার উল্লেখ করিতেছি শুন। শত্রু দ্বিবিধ, জ্ঞাতি ও আসন্ন-দেশবর্ত্তী। এই দুই প্রকার শত্রু কোনরূপ সুযোগ পাইলে স্ববিরোধী জ্ঞাতির যথোচিত অপকার করিয়া থাকে। বিভীষণ এই অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াই এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। যে সমস্ত জ্ঞাতি পরস্পরের হিতার্থী হয়, পরস্পরের কল্যাণ-কামনাই তাহাদের উদ্দেশ্য, এই ত লোক-ব্যবহার, কিন্তু রাজগণ হিতাকাঙ্ক্ষী জ্ঞাতিকেও শঙ্কা করিয়া থাকেন। সখে! শত্রুপক্ষকে সংগ্রহ করিবার বিষয়ে তুমি যে সমস্ত দোষ প্রদর্শন করিলে তাহারও সঙ্গত উত্তর আছে, শুন। আমরা বিভীষণের জ্ঞাতি নহি, জ্ঞাতিত্ব সূত্রে আমাদের সহিত তাঁহার শত্রুতাও কিছুমাত্র নাই। তিনি স্বয়ং রাজ্য-লাভার্থী, স্বার্থরক্ষার জন্য আমাদের সহিত সদ্ভাব স্থাপনই তাঁহার উদ্দেশ্য। দেখ, রাক্ষসদিগেরও কার্য্যাকার্য্য বিচারের শক্তি আছে। সুতরাং বিভীষণকে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

যদি ভ্রাতৃগণ নিরাকুল ও সন্তুষ্ট থাকে, তবেই তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব নচেৎ অসদ্ভাব, পরে যুদ্ধ-কোলাহল ও ভীতি। এক্ষণে বিভীষণের ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তন্নিবন্ধনই তাঁহার এই স্থানে আগমন; সুতরাং তাঁহাকে সংগ্রহ করা সঙ্গত হই-তেছে। সখে! সকলেই কিছু ভরতের ন্যায় ভ্রাতা নহে, সকলেই কিছু আমার ন্যায় পুত্র নহে এবং সকলেই কিছু তোমার ন্যায় মিত্র হইতে পারে না।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, বীর! বিভীষণ রাবণের প্রেরিত, সুতরাং আমার বোধ হয় তাহাকে নিগ্রহ করাই আবশ্যক। তুমি, আমি ও লক্ষ্মণ আমরা তিনি জন বিশ্বস্তমনে উদাসীন থাকিব, ইত্যব-সরে সে কূট বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবে। বলিতে কি, তাহার এ স্থানে আসিবার উদ্দেশ্যই এই। সে ক্রূর প্রকৃতি রাবণের ভ্রাতা, সুতরাং এক্ষণে সচিবগণের সহিত তাহাকে বিনাশ করাই কর্ত্তব্য হইতেছে।

তখন রাম কহিলেন, সখে! বিভীষণ দোষী বা নির্দ্দোষই হউক, সে আমার অল্পমাত্রও অপকার করিতে পারিবে না। আমি মনে করিলে পিশাচ, দানব, যক্ষ, ও পৃথিবীস্থ সমস্ত রাক্ষসকে অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা বিনাশ করিতে পারি। শুনিয়াছি, একদা কোন ব্যাধ বৃক্ষতলে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। ঐ বৃক্ষে একটী কপোত বাস করিত। ব্যাধ তাহার ভার্য্যাকে বিনষ্ট করে। কিন্তু কপোত তাহাকে শরণাপন্ন দেখিয়া যথোচিত আদর পূর্ব্বক স্বীয় মাংসে তাহার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল। যখন শত্রুর প্রতি পক্ষীরও এইরূপ ব্যবহার তখন মাদৃশ লোক

কিরূপে তাহার ব্যতিক্রম করিবে। পূর্ব্বে মহর্ষি কণ্বের পুত্র সত্যবাদী কণ্ডু যে গাথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন আমি তাহার উল্লেখ করিতেছি শুন। তিনি কহেন, যদি শত্রুও কৃতাঞ্জলি-পুটে শরণাপন্ন হয় তবে ধর্ম্মরক্ষার্থ তাহাকে অভয় দান করিবে। শত্রু ভীত বা গর্ব্বিতই হউক, যদি অপর কোন ব্যক্তির নিপীড়নে শরণাপন্ন হয়, তাহাকে প্রাণপণে রক্ষা করা ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য। যদি কেহ ভয়, মোহ, বা ইচ্ছা-ক্রমে শরণাগতকে স্বশক্তি অনুসারে রক্ষা না করে, তবে সে তজ্জন্য পাপভাগী হয় এবং তাহার অযশও সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া থাকে। যদি শরণাপন্ন ব্যক্তি রক্ষকের সম্মুখে বিনষ্ট হয় তবে তাহার সমগ্র পাপ রক্ষকে সংক্রমিত হইয়া থাকে। বানরগণ! শরণাগতকে প্রত্যাখ্যান করিলে এই সমস্ত দোষ জন্মে; ইহা অযশস্কর ও বলবীর্য্যনাশক এবং এই জন্যই লোকের সদ্গতি হয় না। অতঃপর আমি কণ্ডুর মতানুসারে কার্য্য করিব। যদি কেহ একবার উপস্থিত হইয়া বলে "আমি তোমার" তাহাকে অভয় দান করাই আমার ব্রত। সুগ্রীব! এক্ষণে বিভীষণ বা রাবণ যেই কেন উপস্থিত হউন না, তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আমার নিকট আনয়ন কর, আমি অভয় দান করিব।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব রামের এই কথা শুনিয়া সুহৃৎ-স্নেহে কহিলেন, রাম! তুমি ধার্ম্মিক সত্ত্বপ্রধান ও সৎপথাব-লম্বী, তুমি যে এই রূপ কল্যাণকর কথা কহিবে ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের নহে। হনূমান সবিশেষ অনুমান পূর্ব্বক বিভী-ষণকে সর্ব্বাঙ্গীন পরীক্ষা করিয়াছেন এবং আমারও অন্তরাত্মা

তাঁহাকে শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়াই বুঝিতেছে। ধার্ম্মিক বিভীষণ সুবিজ্ঞ, এক্ষণে তিনি শীঘ্র আমাদের ভুল্যাধিকারী হউন এবং আমাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করুন।

একোনবিংশ সর্গ।

অনন্তর ভক্তিমান বিভীষণ রামের অভয়প্রদানে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া, ভূতলে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং চারিজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত গগনতল হইতে অবতীর্ণ হইয়া রামকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার অনুচরেরাও অনুক্রমে প্রণিপাত করিল। পরে তিনি রামকে ধর্ম্মানুগত প্রীতিকর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি রাক্ষসরাজ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি যার পর নাই আমার অবমাননা করিয়াছেন। তুমি সকলের শরণ্য, আমি এই জন্য তোমার শরণাপন্ন হইলাম। আমি লঙ্কাপুরী, ধন, সম্পদ ও মিত্র সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে আমার জীবন ও সুখ তোমারই আয়ত্ত।

তখন রাম বিভীষণকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বিভীষণ! রাক্ষসগণের বলাবল কিরূপ, তুমি আমার নিকট যথার্থত তৎসমুদায় উল্লেখ কর।

বিভীষণ কহিলেন, রাজকুমার! রাক্ষসরাজ রাবণ প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে সর্ব্বভূতের অবধ্য হইয়া আছেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার নাম কুম্ভকর্ণ। আমি সর্ব্বকনিষ্ঠ। কুম্ভকর্ণ রণস্থলে সুররাজ ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন। প্রহস্ত

রাবণের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি। তিনি কৈলাস পর্ব্বতে মণিভদ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাবণের পুত্র। তিনি গোধাচর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ, অচ্ছেদ্য বর্ম্ম ও শরাসন ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইত্যবসরে সহসা অদৃশ্য হইয়া থাকেন। ঐ মহাবীর সৈন্যসঙ্কুল তুমুল সংগ্রামে ভগবান্ পাবকের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া প্রতিপক্ষগণকে বধ করেন। মহোদর, মহাপার্শ্ব ও অকম্পন ইহারা রাবণের উপ-সেনাপতি। ইহাদের বলবীর্য্য লোকপালগণেরই অনুরূপ। রাবণের প্রধান সেনা দশসহস্র কোটি হইবে। তাহারা লঙ্কানিবাসী ও রক্তমাংসাশী। রাবণ ঐ সমস্ত সেনা লইয়া লোকপালগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে লোকপালেরা রাবণের বিক্রম অসহ্য বোধ করিয়া দেবগণের সহিত পলায়ন করেন।

অনন্তর রাম বিভীষণের মুখে রাবণের বলাবল শ্রবণ করিয়া মনে মনে সমস্ত আন্দোলন পূর্ব্বক কহিলেন, বিভীষণ! তুমি রাবণের যেরূপ বলবীর্য্যের পরিচয় দিলে আমি তাহা বুঝিলাম। এক্ষণে সত্যই কহিতেছি, আমি রাবণকে পুত্র ও সেনাপতির সহিত সংহার করিয়া তোমায় রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক করিব। অতঃপর রাবণ ভূগর্ভে বা পাতালেই প্রবেশ করুক, অথবা পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হউক, সে প্রাণসত্ত্বে আমার হস্তে কদাচই পরিত্রাণ পাইবে না। আমি ভ্রাতৃত্রয়ের উল্লেখ পূর্ব্বক শপথ করিতেছি, তাহাকে সগণে বিনাশ না করিয়া কখনই অযোধ্যায় যাইব না।

তখন ধর্ম্মশীল বিভীষণ রামকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন,

আমি রাক্ষসবধ ও লঙ্কাপরাজয় বিষয়ে যথাশক্তি তোমার সাহায্য করিব এবং রাবণেরও প্রতিদ্বন্দ্বী হইব।

অনন্তর রাম বিভীষণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রীতমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি সমুদ্র হইতে জল আহরণ কর। আমি বিভীষণের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি ইঁহাকে অচিরাৎ রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক কর।

তখন সুশীল লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাক্রমে সমুদ্র হইতে জল আনয়ন পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রধান বানরগণের সমক্ষে বিভীষণকে রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক করিলেন। বানরগণ বিভীষণের প্রতি রামের এইরূপ অনুগ্রহ দেখিয়া, সাধুবাদ সহকারে কিলকিলারব করিতে লাগিল। অনন্তর সুগ্রীব ও হনুমান বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমরা এই সমস্ত বানর-সৈন্য লইয়া কিরূপে এই অক্ষোভ্য মহাসমুদ্র পার হইব, তুমি আমাদিগকে তাহার উপায় বলিয়া দেও।

তখন ধর্ম্মশীল বিভীষণ কহিলেন, বানরগণ! এক্ষণে মহাত্মা রাম সমুদ্রের শরণাপন্ন হউন। মহারাজ সগরের পুত্রগণ এই অপ্রমেয় সাগর খনন করিয়াছেন। সেই সম্পর্কে রাম ইঁহার জ্ঞাতি, সুতরাং সমুদ্র ইঁহার কার্য্যে কদাচ ঔদাস্য করিবেন না।

অনন্তর সুগ্রীব রামের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, রাম! বিভীষণের অভিপ্রায়, তুমি সমুদ্রলঙ্ঘনের জন্য সমুদ্রেরই শরণাপন্ন হও। তখন ধর্ম্মশীল রাম তাঁহার এই সৎ পরামর্শ শুনিয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং হাস্যমুখে কার্য্যনিপুণ লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে তাঁহার সবিশেষ পূজার আদেশ করিয়া

কহিলেন, লক্ষ্মণ! বিভীষণের এই পরামর্শ আমার অত্যন্ত প্রীতিকর হইল। সুগ্রীব সুপণ্ডিত এবং তুমিও বিচক্ষণ, এক্ষণে তোমরা একটী মন্ত্রণা করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর হয় কর।

তখন সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ উপচার বাক্যে রামকে কহিলেন, আর্য্য! ধর্ম্মশীল বিভীষণ এসময়ে যে শ্রুতিসুখকর কথা কহিয়াছেন তাহা অবশ্যই আমাদের প্রীতিপ্রদ। এই ভীষণ সমুদ্রে সেতুবন্ধন ব্যতীত ইন্দ্রাদি দেবগণও লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। সুতরাং মহাবীর বিভীষণের কথাপ্রমাণ অনুষ্ঠান আবশ্যক হইতেছে। কালবিলম্ব অকর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি গিয়া সমুদ্রের নিকট প্রার্থনা কর।

অনন্তর রাম সমুদ্রতটে কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া বেদিমধ্যস্থ অগ্নির ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন।

বিংশ সর্গ।

এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণের শার্দ্দূল নামে এক চর ছিল। সে প্রভুর আদেশে সমুদ্রের অপর পারে উপস্থিত হইয়া, সুগ্রীব-রক্ষিত বানরসৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিল এবং পুনর্ব্বার মহাবেগে লঙ্কায় প্রতিগমন করিয়া রাবণকে কহিল, মহারাজ! বানর ও ভল্লূকসৈন্য মহাসমুদ্রের ন্যায় অগাধ ও অপ্রমেয়। এক্ষণে তাহারা লঙ্কার অভিমুখে আসিতেছে। রাজা দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ অত্যন্ত সুরূপ। তাঁহারা জানকীর উদ্ধার-কামনায় সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়াছেন। দেখিলাম

বানরসৈন্য চতুর্দ্দিকে দশযোজন স্থান অধিকার করিয়া আছে। উহাদের সংখ্যা কিরূপ, শীঘ্র তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। আপনি দূত নিয়োগ করুন এবং সাম দান প্রভৃতি উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হউন।

অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ তৎকালোচিত কর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক ব্যগ্রভাবে শুককে কহিলেন, শুক! তুমি শীঘ্র সুগ্রীবের নিকট যাও এবং আমার বাক্যক্রমে শান্ত ও মধুর বচনে বল, সুগ্রীব! রাজকুলে তোমার জন্ম, তুমি ঋক্ষরজার পুত্র ও মহাবীর। রামের সহকারিতায় তোমার অর্থানর্থ কিছুই নাই। যদিও কিছু স্বার্থসম্পর্ক থাকে, কিন্তু দেখ, আমিও তোমার ভ্রাতৃতুল্য। আমি যদিও রামের ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছি, তাহাতে তোমার কি আইসে যায়। তুমি কিষ্কিন্ধায় প্রতিগমন কর। নরবানরের কথা কি, দেবগন্ধর্ব্বও রাক্ষসপুরী লঙ্কায় আসিতে পারে না।

অনন্তর শুক রাবণের আদেশে পক্ষিরূপ ধারণ পূর্ব্বক শীঘ্র গগনতলে উত্থিত হইল এবং সমুদ্রের উপর দিয়া বহুদূর অতিক্রম পূর্ব্বক সুগ্রীবের নিকটস্থ হইল। পরে সে ভূতলে অবতীর্ণ না হইয়া ঊর্দ্ধ হইতে সুগ্রীবকে রাবণের আদিষ্ট সমস্ত কথা অনুক্রমে কহিতে লাগিল। ইত্যবসরে বানরগণ সহসা তাহাকে ঐরূপ সমস্ত কহিতে দেখিয়া, শীঘ্র লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহার পক্ষ ছেদন বা মুষ্টি প্রহারে হনন করিবার মানসে তাহাকে গিয়া ধরিল এবং তৎক্ষণাৎ ভূতলে আনয়ন করিল। তখন শুক বানরগণের পীড়নে নিতান্ত কাতর হইয়া

উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, রাম! দূতকে বধ করা কর্ত্তব্য নহে; এক্ষণে তুমি বানরগণকে নিবারণ কর। যে দূত প্রভুর মত পরিত্যাগ করিয়া স্বমত প্রচার করে সে অনুক্তবাদী, তাহাকেই বধ করা কর্ত্তব্য।

তখন ধর্ম্মশীল রাম শুকের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে একান্ত কৃপাপরতন্ত্র হইয়া বানরগণকে নিবারণ করিলেন। বানরেরাও শুককে অভয় দান করিল। অনন্তর শুক পক্ষ-বলে শীঘ্র অন্তরীক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিল, কপিরাজ! রাবণ ক্রূরস্বভাব, বল, আমি গিয়া তাঁহাকে কি বলিব।

মহাবীর সুগ্রীব অদীন স্বরে কহিতে লাগিলেন, দূত! তুমি গিয়া রাবণকে আমার কথায় এইরূপ কহিও, রাক্ষস-রাজ! তুমি আমার মিত্র ও প্রিয়পাত্র নও। তোমাকে দয়া করিবার কোন কারণ নাই। তুমি আমার উপকারকও নও। তুমি রামের শত্রু, রাম তোমাকে জ্ঞাতি বন্ধুর সহিত বিনাশ করিবেন। পামর! আমরা তোরে সগণে সংহার করিয়া রাক্ষসপুরী লঙ্কা ছারখার করিব। এক্ষণে তুই আকাশ বা পাতালে প্রবেশ কর্, ভগবান ব্যোমকেশের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ কর্, বা সুরগণেরই শরণাপন্ন হইয়া থাক্, মহাবীর রামের হস্তে আর কিছুতেই তোর নিস্তার নাই। কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর তোকে পরিত্রাণ করিতে পারে আমি এই ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কাহাকেই দেখি না। তুই জরাজীর্ণ বিহগরাজ জটায়ুকে বধ করিয়াছিস্ এই ত তোর বলবীর্য্যের পরিচয়? যদি তোর

সামর্থ্যই থাকিবে তবে রাম ও লক্ষ্মণের অসমক্ষে জানকীরে কেন হরণ করিলি? রাম মহাবল এবং সুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ। তিনি যে তোরে সংহার করিবেন ইহা তুই এখনও বুঝিতে পারিস্ নাই।

অনন্তর কুমার অঙ্গদ রামকে কহিলেন, ধীমন! ঐ দুরাচার দূত নয়, বোধ হয় গুপ্ত চর হইবে। এক্ষণে তোমার সৈন্যসংখ্যা বুঝিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, উহাকে ধর, ঐ দুষ্ট আর যেন লঙ্কায় ফিরিয়া না যায়। আমার ত এই মত।

তখন বানরেরা কুমার অঙ্গদের আজ্ঞামাত্র লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক শুককে গ্রহণ ও বন্ধন করিল। শুক অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিল। প্রচণ্ড বানরেরাও তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিল। তখন শুক প্রহারবেগে যার পর নাই পীড়িত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রামকে কহিল, রাম! বানরেরা আমার পক্ষ ছিন্ন ভিন্ন ও চক্ষু বিদীর্ণ করিতেছে। আমি যে রাত্রিতে জন্মিয়াছি এবং যে রাত্রিতে মরিব, ইহার মধ্যে যা কিছু পাপ করিয়াছি, যদি আমার প্রাণ যায় সেই পাপ তোমার।

তখন রাম বানরগণকে নিবারণ পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ দূত উপস্থিত, উহাকে এখনই ছাড়িয়া দেও।

একবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম সমুদ্রতটে পূর্ব্বাস্য হইয়া সমুদ্রের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে কুশাসনে শয়ন করিলেন। তৎকালে ভুজগাকার ভুজদণ্ডই তাঁহার উপধান হইল। পূর্ব্বে ঐ হস্ত শ্বেত ও তরুণসূর্য্যসঙ্কাশ রক্তচন্দনে চর্চ্চিত এবং নানারূপ স্বর্ণালঙ্কারে শোভিত থাকিত, ধাত্রীগণের মুক্তামণিখচিত করপল্লবে বারংবার স্পৃষ্ট হইত, এবং শয়নকালে জানকীর মস্তকে যার পর নাই শোভা পাইত। ঐ হস্ত যেন জাহ্নবীজলশায়ী ভুজগরাজ তক্ষকের দেহ। উহা সংগ্রামে শত্রুবর্গের শোকবর্দ্ধন এবং মিত্রগণের হর্ষোৎপাদন করিয়া থাকে। উহা সসাগরা পৃথিবীর একমাত্র আশ্রয়। পুনঃ পুনঃ জ্যাগুণঘর্ষণে উহার ত্বক একান্ত কঠিন হইয়া আছে। উহা আজানুলম্বিত ও অর্গলতুল্য, এবং উহাই অসংখ্য গোদান করিয়া থাকে। মহাবীর রাম সমুদ্রতটে সেই দক্ষিণ হস্ত উপধান করিলেন এবং আজ হয় কার্য্যসাধন নয় সমুদ্রশোষণ মনে মনে এই রূপ অবধারণ পূর্ব্বক মৌনভাবে শয়ন করিলেন। তিনি নিয়মনিবন্ধন অপ্রমাদে সেই কুশশয্যায় শয়ান থাকিলেন। তিন রাত্রি অতীত হইল। ধর্ম্মবৎসল রাম এই কাল যাবৎ সমুদ্রের আরাধনা করিলেন, তথাচ নির্ব্বোধ সমুদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না। তখন রামের অতিমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হইল, নেত্রপ্রান্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি সন্নিহিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, দেখ, সমুদ্র আমার সহিত এখনও সাক্ষাৎ

করিল না, উহার কি গর্ব্ব! শান্তভাব, ক্ষমা, সরল ব্যবহার ও প্রিয়বাদিতা সাধুর এই সমস্ত সদ্গুণ ধৃষ্ট দাম্ভিকের নিকট অযোগ্যতামূলক বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গর্ব্বিত দুশ্চরিত্র ও অধর্ম্মী, সর্ব্বত্র স্বগুণ প্রখ্যাপনই যাহার কার্য্য, যে দুরাত্মা দোষগুণবিচারে বিমুখ হইয়া দণ্ডবিধান করে, লোকসমাজে তাহারই সমাদর। লক্ষ্মণ! শান্ত ভাবে কীর্ত্তি, শান্তভাবে যশ, এবং শান্ত ভাবে জয় লাভ হয় না। এক্ষণে সমুদ্রের প্রতি বিক্রম প্রকাশ আবশ্যক। আজ আমার শরনিকরে মৎস্যগণ বিনষ্ট হইবে এবং ভাসমান মৎস্যদেহে সমুদ্রজল রুদ্ধ হইয়া যাইবে। আজ আমার শরজালে ভুজঙ্গগণ ছিন্ন ভিন্ন হইবে। আজ আমি জল-হস্তীদিগের শুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব এবং শঙ্খ ও শুক্তি-কাদির সহিত সমুদ্রকে শোষণ করিব। দেখ, ক্ষমাশীল বলিয়াই সমুদ্র আমাকে অসমর্থ জ্ঞান করিতেছে, ফলত ঈদৃশ ব্যক্তির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন অবশ্যই দোষাবহ। বৎস! তুমি শীঘ্র আমার শরাসন ও সর্পাকার শর আনয়ন কর। আমি এখনই সমুদ্রশোষণ করিব। বানরসৈন্য এই দণ্ডেই পাদচারে ইহা পার হইবে। সমুদ্র তীরদেশে আবদ্ধ এবং তরঙ্গমালাসঙ্কুল, আজ আমি ইহার সীমা ভেদ করিব। সমুদ্র দানবগণের নিবাসস্থল, আজ আমি ইহাকে নিশ্চয়ই বিচলিত করিব।

মহাবীর রাম এই বলিয়া ধনুর্গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল রোষে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রজ্বলিত যুগান্তবহ্নির ন্যায় অতিমাত্র দুর্দ্ধর্ষ হইলেন এবং ভীষণ শরাসন

আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক সমস্ত জগৎ কম্পিত করিয়া, বজ্ররবে শর ত্যাগ করিলেন। শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র স্বতেজে প্রজ্ব-লিত হইয়া মহাবেগে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল। জলবেগ ভয়ঙ্কর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, শরসঙ্ঘর্ষজনিত বায়ুর ঘোর রব শ্রুতিগোচর হইল, তরঙ্গজাল শঙ্খ মকর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া প্রচণ্ড বেগে উত্থিত হইতে লাগিল, ধূমরাশি দৃষ্ট হইল, দীপ্তমুখ দীপ্তলোচন ভুজঙ্গগণ ব্যথিত এবং পাতালতলবাসী দানবেরা অস্থির হইয়া উঠিল; তরঙ্গ সকল নক্র মকরের সহিত বিন্ধ্য ও মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে আস্ফালিত হইতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণা, নক্র কুম্ভীরগণ পুনঃ পুনঃ আব-র্ত্তিত হইতেছে, উরগ ও রাক্ষসেরা ভয়ে ব্যস্ত সমস্ত এবং সর্ব্ব-ত্রই তুমুল রব।

ইত্যবসরে লক্ষ্মণ সহসা উত্থিত হইয়া রোষকম্পিত রামকে নিবারণ ও তাঁহার ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! সমুদ্রকে এই রূপ ক্ষুভিত করা ব্যতীত আপনার কার্য্য সাধন হইতে পারে। ভবাদৃশ লোক কদাচই ক্রোধের বশীভূত হন না। এক্ষণে আপনি কার্য্যসিদ্ধির কোন উৎকৃষ্ট উপায় অন্বেষণ করুন। তৎকালে দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণও অন্তরীক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মুক্তকণ্ঠে রামকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ।

অনন্তর মহাবীর রাম সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া দারুণ বাক্যে কহিলেন, আজ আমি পাতালের সহিত এই সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া ফেলিব। সমুদ্র! আমার শরে তোর জলশোষ হইবে, জলজন্তু সকল বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং গর্ভ হইতে ধূলিরাশি উড্ডীন হইতে থাকিবে। আমার শরপ্রভাবে বানরগণ এখনই পাদচারে পর পারে উত্তীর্ণ হইবে। তোর অতি বুদ্ধি, তজ্জন্যই তুই আমার পৌরুষ ও বিক্রম জানিতেছিস্ না। এক্ষণে এই অতিবুদ্ধি বশত যার পর নাই তোর অনুতাপ উপস্থিত হইবে।

মহাবীর রাম সমুদ্রকে এই বলিয়া ব্রহ্মদণ্ডসদৃশ শরদণ্ড ব্রাহ্ম মন্ত্রে পূত এবং শরাসনে যোজিত করিলেন। সেই শরাসন সহসা আকৃষ্ট হইবামাত্র ভূলোক ও দ্যুলোক যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল, পর্ব্বত কম্পিত হইয়া উঠিল, চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আবৃত, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, নদ নদী ও সরোবর আলোড়িত হইতে লাগিল, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত বিপরীত দিকে চলিল; গগনতল সূর্য্যকিরণে প্রদীপ্ত, অথচ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত, অনবরত উল্কাপাত এবং ভীমরবে বজ্রাঘাত হইতে লাগিল; বায়ু প্রবলবেগে বৃক্ষসকল ভগ্ন ও জলদজাল উড্ডীন করিয়া, ভীমরবে ঘনীভূত হইতে লাগিল। বজ্র হইতে বৈদ্যুতাগ্নি অনবরত নিঃসৃত হইতে দৃষ্ট হইল, দৃশ্য জীবসকল বজ্রসম স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, অদৃশ্য জীবসকল

ভীম রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল ; অনেকে ভয়ে অভিভূত হইয়া কম্পিত দেহে শয়ন করিল, সকলেই ব্যথিত, সকলেই নিস্পন্দ। মহাসমুদ্র মহাপ্রলয় ব্যতীতও গর্ভস্থ জলজন্তুগণের সহিত বেলাভূমি লঙ্ঘন পূর্ব্বক ভীমবেগে যোজন অতিক্রম করিল। তৎকালে রাম সমুদ্রের এইরূপ অবস্থা দেখিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

ইত্যবসরে উদয় পর্ব্বত হইতে সূর্য্য যেমন উদিত হন সেইরূপ সমুদ্রমধ্য হইতে মূর্ত্তিমান সমুদ্র উত্থিত হইলেন। তাঁহার বর্ণ স্নিগ্ধ মরকত মণির ন্যায় শ্যামল, সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণা-লঙ্কার, কণ্ঠে রত্নহার, নেত্র পদ্মপলাসের ন্যায় আয়ত, এবং মস্তকে উৎকৃষ্ট মাল্য। তিনি ধাতুমণ্ডিত হিমাচলের ন্যায় আত্মজাত বিবিধ রত্নে শোভিত আছেন। তাঁহার তরঙ্গ অনবরত ঘূর্ণিত হইতেছে, তিনি মেঘবায়ুতে আকুল, তাঁহার সঙ্গে গঙ্গা সিন্ধু প্রভৃতি নদ নদী এবং বহুসংখ্য দীপ্তমুখ ভুজঙ্গ। তিনি রামের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভা-ষণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, রাম! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি এই সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মসৃষ্ট পথ আশ্রয় পূর্ব্বক স্বভাবেই অবস্থিতি করিয়া থাকে। আমার অগাধতা ও দুস্তরতাই স্বভাব ; ইহার বিপরীতই বিকার। এক্ষণে আমি অনুরাগ, ইচ্ছা, লোভ, বা ভয়ক্রমে এই নক্রকুম্ভীরসঙ্কুল জলরাশি কদাচ স্তম্ভিত করিতে পারি না। অতঃপর তুমি যেরূপে আমায় পার হইয়া যাইবে আমি তাহা কহিব, এবং সহিয়াও থাকিব। যতক্ষণ বানরসৈন্য আমাকে অতিক্রম করিবে, তাবৎ জলজন্তুগণ তাহাদের প্রতি কোনরূপ উপদ্রব

করিবে না। আমি সকলের সুখসঞ্চারের জন্য স্বয়ং স্থলের ন্যায় হইয়া থাকিব।

রাম কহিলেন, সমুদ্র! আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘ, বল এক্ষণে ইহা তোমার কোন্ স্থানে প্রয়োগ করিব।

তখন সমুদ্র ব্রহ্মাস্ত্র দর্শন পূর্ব্বক রামকে কহিলেন, রাম! আমার অব্যবহিত উত্তরে দ্রুমকুল্য নামে একটী স্থান আছে। উহা তোমারই ন্যায় প্রসিদ্ধ ও পবিত্র। তথায় আভীর প্রভৃতি উগ্রদর্শন পাপস্বভাব দস্যুগণ আমার জলপান করিয়া থাকে। উহারা যে আমাকে স্পর্শ করে, আমি সেই পাপ সহ্য করিতে পারি না। রাম! এক্ষণে তুমি সেই স্থানেই এই ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ কর।

তখন রাম মহাবেগে প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ বজ্রকল্প শর যেস্থানে গিয়া পড়িল তাহা পৃথিবীতে মরু-কান্তার নামে প্রসিদ্ধ হইল। শর পতিত হইবামাত্র বসুমতী যার পর নাই পীড়িত ও কম্পিত হইয়া উঠিল এবং ঐ ব্রহ্মাস্ত্র-কৃত দ্বার দিয়া পাতাল হইতে অনবরত জল উত্থিত হইতে লাগিল। তদবধি ঐ দ্বার ব্রণকূপ নামে প্রসিদ্ধ হইল। ব্রণ-কূপে সমুদ্রেরই ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন জল উত্থিত হইতেছে। তৎ-কালে একটী দারুণ ভূমি-বিদারণ-শব্দ শ্রুত হইল। ঐ ভীষণ শব্দ ও শরপাত এই উভয় কারণে তথায় পূর্ব্বসঞ্চিত যে জল ছিল, তাহা শুষ্ক হইয়া গেল। তখন সুরবিক্রম রাম মরুকান্তা-রকে এই রূপ বর দান করিলেন, এক্ষণে এই স্থান স্বাস্থ্যকর ও পশুগণের হিতকর হইবে, এই স্থানে ফল মূল প্রচুর পরিমাণে জন্মিবে, এবং তৈল ক্ষীর সুগন্ধি দ্রব্য ও বিবিধ ঔষধি যথেষ্টই

দৃষ্ট হইবে। ফলত রামের বরপ্রভাবে মরুকান্তার অতি উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

অনন্তর সমুদ্র সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ রামকে কহিলেন, সৌম্য! এই শ্রীমান্ নল্ বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। ইনি পিতার বরে নির্ম্মাণদক্ষতা লাভ করিয়াছেন। তোমার প্রতি ইহাঁর যথেষ্টই প্রীতি। এক্ষণে ইনি উৎসাহের সহিত আমার উপর সেতু নির্ম্মাণ করুন, আমি তাহা অক্লেশে ধারণ করিব। সুরশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় ইহাঁরও নিপুনতা আছে। সমুদ্র রামকে এই বলিয়া তথায় অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর মহাবীর নল গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রামকে কহিলেন, বীর! সমুদ্র যথার্থই কহিয়াছেন; পিতা বিশ্বকর্ম্মা আমায় বরদান করিয়াছিলেন, আমি সেই বর প্রভাবে এই বিস্তীর্ণ সমুদ্রের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিব। এক্ষণে বোধ হয়, কার্য্যসিদ্ধিকল্পে দণ্ডই উৎকৃষ্ট; অকৃতজ্ঞের প্রতি ক্ষমা সাধুতা বা দান শ্রেয়স্কর নহে। দেখ, এই ভীষণ সমুদ্র কেবল দণ্ডভয়েই তলস্পর্শী হইল। পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা মন্দর পর্ব্বতে আমার জননীকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, দেবী! তোমার পুত্র সর্ব্বাংশে আমার অনুরূপ হইবে। আমি সেই বিশ্বকর্ম্মার ঔরস পুত্র, এবং গুণে তাঁহারই সমকক্ষ। আমি পৃষ্ঠ না হওয়াতে এতাবৎ কাল তোমাদের নিকট কোন কথার প্রসঙ্গ করি নাই। অতঃপর আমি সমুদ্রে সেতু প্রস্তুত করিব। বানরগণ আজই এই কার্য্যে আমায় সাহায্য করুন।

তখন রাম বানরগণকে মহাবীর নলের সাহায্যে নিয়োগ করিলেন। পর্ব্বতাকার বানরেরা হৃষ্ট হইয়া অরণ্য প্রবেশ

করিল এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল উৎপাটন পূর্ব্বক সমুদ্র-তটে আকর্ষণ করিয়া আনিতে লাগিল। ক্রমশঃ শাল, অশ্বকর্ণ, ধব, বংশ, কুটজ, অর্জ্জুন, তাল, তিলক, তিনিশ, বিল্ব, সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, চূত, ও অশোক বৃক্ষে সমুদ্রতীর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বানরেরা বৃক্ষ সকল সমূল ও নির্ম্মূলে উৎপাটন ও ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় উত্তোলন পূর্ব্বক আনয়ন করিতে লাগিল। দাড়িমগুল্ম, নারিকেল, বিভীতক, করীর বকুল, ও নিম্ব বহু পরিমাণে আনীত হইল। মহাবল বানরগণ হস্তিপ্রমাণ পাষাণ ও পর্ব্বত সকল উৎপাটন পূর্ব্বক যন্ত্রযোগে বহন করিতে লাগিল। এই সমস্ত পাষাণ ও পর্ব্বত বেগে যেমন প্রক্ষিপ্ত হইতেছে সমুদ্রের জল অমনি উচ্ছ্সিত হইয়া উঠিতেছে এবং ঊর্দ্ধ হইতে আবার তৎক্ষণাৎ নিম্নদিকে নামিতেছে। ফলত তৎকালে মহা সমুদ্র প্রক্ষিপ্ত বৃক্ষ ও পর্ব্বতে অত্যন্ত আলো-ড়িত হইতে লাগিল। মহাবীর নল বানরগণের সাহায্যে শত যোজন দীর্ঘ সেতু নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ ঐ সুদীর্ঘ সেতুর অবক্রভাব রক্ষা করিবার জন্য সূত্র এবং কেহ বা মান-দণ্ড গ্রহণ করিল। অনেকে কেবল বৃক্ষশিলা বাহিতে লাগিল। বানরগণের মধ্যে কেহ মেঘবৎ শ্যামল, কেহ বা শৈলের ন্যায় কৃষ্ণ। উহারা সমবেত হইয়া তৃণ কাষ্ঠ ও মঞ্জরীপুঞ্জশোভিত বৃক্ষ দ্বারা সেতুবন্ধনে প্রবৃত্ত হইল। তৎ-কালে সকলেরই যারপর নাই উৎসাহ। দানবাকার বানর-গণ বিপুল শিলাখণ্ড ও প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইতেছে, চতুর্দ্দিকে কেবল ইহাই দৃষ্ট হইতে লাগিল। সমুদ্রে নিরবচ্ছিন্ন শৈল ও শিলাপাতের তুমুল শব্দ। সকলেই দক্ষতা

ও ক্ষিপ্রতা প্রদর্শনে অতিমাত্র ব্যগ্র। ক্রমশঃ প্রথম দিনে চতুর্দশ যোজন, দ্বিতীয় দিনে বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিনে এক বিংশতি যোজন, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি যোজন, এবং পঞ্চম দিনে ত্রয়োবিংশ যোজন সেতু প্রস্তুত হইল। মহাবীর নল বানরগণের সাহায্যে পিতা বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় নিপুণতার সহিত সমুদ্রের পর পার পর্য্যন্ত সেতু প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে ঐ সুদীর্ঘ সেতু অন্তরীক্ষে ছায়াপথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

তখন দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও ঋষিগণ ঐ অদ্ভুত সেতু নিরীক্ষণ করিবার জন্য অন্তরীক্ষে আরোহণ করিলেন। নলনির্ম্মিত সেতু দশ যোজন বিস্তীর্ণ এবং শত যোজন দীর্ঘ। সকলে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে উহা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। বানরেরা মহা হর্ষে গর্জ্জন পূর্ব্বক লম্ফ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। ঐ অপূর্ব্ব সেতু অচিন্তনীয় অদ্ভুকর লোমহর্ষণ ও অদ্ভুত; উহা সুবিস্তীর্ণ ও সুকৃত; তৎকালে উহা মহাসাগরে সীমন্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর বিভীষণ বিপক্ষের প্রতিরোধ নিবারণার্থ গদাধারণ পূর্ব্বক সমুদ্রের দক্ষিণ পারে গিয়া চারি জন অমাত্যের সহিত অবস্থান করিলেন। তখন সুগ্রীব রামকে কহিলেন, বীর! তুমি হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ করে এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে উত্থিত হউন। সমুদ্র অতি বিস্তীর্ণ; এই দুই গগনচর বানর তোমাদিগকে পর পারে লইয়া যাইবে।

পরে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ সর্ব্বাগ্রে সুগ্রীবের সহিত চলিলেন। অনেকে মধ্যে মধ্যে এবং অনেকে পার্শ্বে পার্শ্বে

চলিল। কেহ সমুদ্রজলে পড়িতেছে, কেহ সেতুপথে যাই-তেছে এবং কেহ বা আকাশচর পক্ষীর ন্যায় উড্ডীন হই-তেছে। গতিপ্রসঙ্গে তুমুল কলরব উত্থিত হইল। তৎকালে ঐ গগনস্পর্শী শব্দে সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জনও আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

ক্রমশঃ সকলে সমুদ্রতীরে উত্তীর্ণ হইল। কপিরাজ সুগ্রীব ঐ ফলমূলবহুল প্রদেশে সেনানিবেশ সংস্থাপন করি-লেন। তখন সুর সিদ্ধ ও চারণগণ রামের এই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটস্থ হইলেন, এবং মহর্ষিগণের সহিত একত্র হইয়া পবিত্র জলে তাঁহার অভিষেক সম্পাদন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তোমার জয় হউক, তুমি চিরকাল এই সসাগরা পৃথিবীকে পালন কর। এই বলিয়া সকলে সেই রাজগণরাজ রামের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

অনন্তর মহাবীর রাম চতুর্দ্দিকে সমস্ত দুর্লক্ষণ প্রাদুর্ভূত দেখিয়া লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আইস, এক্ষণে আমরা শীতল জল ও ফলপূর্ণ বনের নিকট এই সমস্ত সৈন্য বিভাগ ও ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করি। দেখ, চারি দিকে লোকক্ষয়কর ভয়ের ভীষণ কারণ উপস্থিত। বায়ু ধূলিজাল লইয়া বহিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প; শৈল-শিখর কম্পিত ও বৃক্ষ সকল পতিত হইতেছে। মেঘ ধূসরবর্ণ

ও রুক্ষ, উহা ঘোর ও কঠোর গর্জ্জন পূর্ব্বক রক্তবৃষ্টি করিতেছে। সন্ধ্যা রক্তচন্দনবৎ অরুণ ও ভীষণ। জ্বলন্ত সূর্য্য হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে। ক্রূর মৃগপক্ষিগণ ভয় সঞ্চার পূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখে দীনস্বরে চীৎকার করিতেছে। রাত্রিতে চন্দ্রের আর তাদৃশ প্রকাশ নাই। উহার কিরণ উষ্ণ এবং পরিবেষ কৃষ্ণ ও রক্ত। চন্দ্র যেন লোকক্ষয় করিবার জন্য উদিত হইয়াছেন। সূর্য্য অতিমাত্র প্রখর। উহাঁর পরিবেষ সূক্ষ্ম রুক্ষ ও রক্ত। উহাঁর গাত্রে একটী নীল চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। নক্ষত্রমণ্ডল ধূলিপটলে আচ্ছন্ন। এক্ষণে যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ, কাক, স্যেন ও নিকৃষ্ট গৃধ্রগণ চতুর্দ্দিকে উড্ডীন। শৃগালেরা ভয়ঙ্কর অশুভ চীৎকার করিতেছে। লক্ষ্মণ! এক্ষণে বানর ও রাক্ষসের শেল শূল ও খড়্গে পৃথিবী মাংস-শোণিত-পঙ্কে আচ্ছন্ন হইবে। চল, আজি আমরা বানরসৈন্যের সহিত মহাবেগে রাবণের লঙ্কা পুরীতে প্রবেশ করি।

মহাবীর রাম এই বলিয়া শরাসন ধারণ পূর্ব্বক লঙ্কার অভিমুখে সর্ব্বাগ্রে চলিলেন। বিভীষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বীরেরা সিংহনাদ সহকারে যাইতে লাগিলেন। বানরগণ শত্রুসংহারে কৃতসংকল্প। তৎকালে রাম উহাদিগের ধৈর্য্য ও কার্য্যে যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

অনন্তর মহাবীর রাম ব্যূহরচনা করিলেন। তখন নক্ষত্র-খচিত শারদীয় রজনী যেমন পূর্ণ চন্দ্রে শোভা পায় সেইরূপ ঐ বীরসমাগম রামের অধিষ্ঠানে অতিমাত্র শোভা পাইতে লাগিল। বসুমতী সমুদ্রবৎ প্রসারিত বানরসৈন্যে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল। তৎকালে লঙ্কায় তুমুল কোলাহল এবং ভেরীরব ও মৃদঙ্গধ্বনি হইতেছিল। বানরগণ তাহা শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইল এবং অসহ্য বোধে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ঐ ভীষণ রব মেঘগর্জ্জনবৎ ঘোর ও গভীর, রাক্ষসেরাও দূর হইতে উহা শুনিতে লাগিল।

অনন্তর রাম ধ্বজদণ্ডমণ্ডিত পতাকাশোভিত লঙ্কাপুরী নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সন্তপ্ত মনে ভাবিলেন, হা! এই স্থানে সেই মৃগলোচনা জানকী গ্রহাভিভূত রোহিণীর ন্যায় অবরুদ্ধ হইয়া আছেন। পরে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! দেখ, এই লঙ্কাপুরী গগনস্পর্শী, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা পর্ব্বতোপরি যেন কল্পনায় ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই পুরীর সর্ব্বত্র সপ্ততল গৃহ, ইহা শুভ্রমেঘাবৃত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহার ইতস্ততঃ ফলপুষ্পপূর্ণ রমণীয় কানন। এই সমস্ত কাননে মধুমত্ত বিহঙ্গগণ কোলাহল করিতেছে। বৃক্ষের পল্লব বায়ুভরে আন্দোলিত, পুষ্পে ভৃঙ্গ বিলীন এবং কোকিলেরা কুহুরবে সমস্ত মুখরিত করিতেছে।

অনন্তর রাম শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রণালীক্রমে সৈন্যবিভাগ পূর্ব্বক কহিলেন, মহাবীর অঙ্গদ ও নীল স্বস্ব সৈন্য লইয়া মধ্যস্থলে থাকিবেন। মহাবীর ঋষভ সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব এবং গন্ধ-গজবৎ দুর্দ্ধর্ষ গন্ধমাদন উহার বাম পার্শ্ব আশ্রয় করিবেন। আমি সবিশেষ সাবধানে লক্ষ্মণের সহিত সকলের সম্মুখে থাকিব। জাম্বুবান, সুষেণ ও বেগদর্শী এই কএকটী বীর সৈন্যের অভ্যন্তর রক্ষা করুন এবং কপিবর সুগ্রীব সূর্য্য যেমন পৃথিবীর পশ্চিম পার্শ্ব রক্ষা করেন সেইরূপ উহার পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষা করুন। তৎকালে রামের এইরূপ সুব্যবস্থায় বানরসৈন্য ব্যূহবিভাগে রক্ষিত হইল এবং উহা মেঘাবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বানরগণ লঙ্কাপুরী চূর্ণ করিবার সংকল্পে গিরিশৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে যাইতে লাগিল।

অনন্তর রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! আমাদিগের সৈন্য প্রণালীক্রমে বিভক্ত হইয়াছে, অতঃপর তুমি এই শুককে ছাড়িয়া দেও।

তখন সুগ্রীব রামের আজ্ঞাক্রমে শুকের বন্ধন মোচন করিলেন। শুক মুক্ত হইবামাত্র যার পর নাই ভীত হইয়া রাক্ষসাধিপতি রাবণের নিকট উপস্থিত হইল। তখন রাবণ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিলেন, শুক! তোমার দুইটী পক্ষ কি বদ্ধ? বোধ হয় যেন ছিন্ন হইয়াছে। তুমি কি চপলচিত্ত বানরের হস্তে পড়িয়াছিলে?

তখন শুক ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া কহিতে লাগিল, রাজন্! আমি সমুদ্রের উত্তর তীরে গিয়া সুগ্রীবকে মধুর

বাক্যে সান্ত্বনা পূর্ব্বক আপনার কথা সম্যক্ কহিয়া ছিলাম। কিন্তু তৎকালে বানরগণ আমায় দর্শন করিবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং আমার পক্ষ ছেদন ও আমাকে মুষ্টি প্রহারে হনন করিবার সঙ্কল্পে এক লম্ফে আসিয়া ধরিল। রাজন্! বানরেরা অত্যন্ত উগ্র ও স্বভাবত রুষ্ট, পরাজয় দূরে থাক্, তাহাদিগের সহিত কথাপ্রসঙ্গ করাই দুষ্কর। যিনি মহাবীর বিরাধ, কবন্ধ ও খরকে সংহার করেন, এক্ষণে সেই রাম জানকীর অন্বেষণক্রমে সুগ্রীবের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি সেতুনির্ম্মাণ পূর্ব্বক সমুদ্র পার হইয়াছেন এবং রাক্ষসগণকে তৃণবৎ বোধ করিয়া বীরভাবে কালক্ষেপ করিতেছেন। এক্ষণে বসুমতী মেঘবর্ণ বানর ও পর্ব্বতাকার ভল্লূকসৈন্যে আচ্ছন্ন। সুরাসুরের ন্যায় বানর ও রাক্ষসের সন্ধি একান্ত অসম্ভব। ঐ সমস্ত সৈন্য প্রাচীরের নিকট শীঘ্রই পৌঁছিল। অতঃপর আপনি সত্বর হইয়া হয় যুদ্ধ নয় সীতা সমর্পণ যা হয় একটা করুন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ রোষারুণ লোচনে যেন সমস্ত দগ্ধ করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেখ, যদি সুরাসুর ও গন্ধর্ব্বেরাও আমার প্রতিপক্ষ হন, যদি লঙ্কার রাক্ষসেরাও আমার যুদ্ধ-সাহায্যে ভীত হন, তথাচ আমি রামকে সীতা সমর্পণ করিব না। এক্ষণে উন্মত্ত ভ্রমরেরা যেমন বসন্তকালে পুষ্পিত বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয় তদ্রূপ কবে আমার শরজাল রামকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইবে। কবে আমি শোণিতলিপ্ত রামকে শরাসনচ্যুত প্রদীপ্ত শরে উল্কাযোগে কুঞ্জরবৎ দগ্ধ করিয়া ফেলিব। সূর্য্য যেমন উদিত হইবামাত্র

জ্যোতির্ম্মণ্ডলের প্রভা আচ্ছন্ন করেন, তদ্রূপ কবে আমি রাক্ষসসৈন্যের সহিত উদ্যত হইয়া রামকে নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিব। আমার বেগ মহাসমুদ্রের ন্যায় এবং বল বায়ুর ন্যায়, রাম ইহার কিছুই অবগত নয়, সে তজ্জন্যই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। রাম আমার বিষাক্ত সর্পাকার তূণীরস্থ শরনিকর আজিও নিরীক্ষণ করে নাই সে তজ্জন্যই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। আমি সৈন্যরূপ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া, এই শরাসন রূপ বীণা বাদন করিব। শরের অগ্রভাগ ইহার বাদন-দণ্ড, টঙ্কার তুমুল শব্দ, হাহাকার গীতি এবং নারাচ ও তলশব্দই অনুরণন। আমার বিক্রমের কথা অধিক আর কি কহিব। সুররাজ ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবেরও আমাকে পরাজয় করিতে পারে না।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

অনন্তর লঙ্কাপতি রাবণ শুক ও সারণ নামে দুই জন অমাত্যকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, সমুদ্রে সেতুবন্ধন এবং বানরসৈন্যের সমুদ্রলঙ্ঘন উভয়ই অসম্ভব। সমুদ্র অতি বিস্তীর্ণ, তাহাতে সেতুবন্ধন কিরূপে বিশ্বাস করিব। যাহাই হউক, প্রতিপক্ষের সৈন্যসংখ্যা জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। এক্ষণে তোমরা উভয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে যাও এবং সৈন্যসংখ্যা ও সৈন্যের বলবীর্য্য বুঝিয়া আইস। বানরগণের কে কে প্রধান? রাম ও সুগ্রীবের কে কে মন্ত্রী? বীরগণের মধ্যে কে কে

অগ্রসর এবং কে কেই বা বীর? তোমরা এই সমস্ত জানিয়া আইস। স্কন্ধাবার কিরূপ? রাম ও লক্ষ্মণের বলবীর্য্য ও অস্ত্র শস্ত্র কি প্রকার, এবং সেনাপতিই বা কে? তোমরা এই সমস্ত শীঘ্র জানিয়া আইস।

তখন শুক ও সারণ রক্ষসরাজ রাবণের আদেশক্রমে বানররূপ ধারণ পূর্ব্বক রামের সেনানিবেশে প্রবেশ করিল। বানরসৈন্য অসংখ্য ও ভীষণ, উহারা কিছুতেই তাহার সংখ্যা করিতে পারিল না। তৎকালে ঐ সমস্ত সৈন্য গিরিশিখর গুহা ও প্রস্রবণ আশ্রয় করিয়া আছে। অনেকে আসিয়াছে, অনেকে আসিতেছে এবং অনেকে আসিবে। অনেকে বসিয়া আছে অনেকে বসিতেছে এবং অনেকে বসিবে। চতুর্দ্দিকে তুমুল কোলাহল। শুক ও সারণ ছদ্ম ভাবে থাকিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে বিভীষণ সহসা ঐ প্রচ্ছন্নচারী চরকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহাদিগকে ধারণ পূর্ব্বক রামের নিকটে গিয়া কহিলেন, রাম! এই দুই ব্যক্তি রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী, নাম শুক ও সারণ। ইহারা লঙ্কা হইতে ছদ্মবেশে আসিয়াছে। ইহারা গুপ্তচর।

তখন শুক ও সারণ রামকে দেখিয়া যার পর নাই ভীত হইল এবং প্রাণরক্ষায় একান্ত হতাশ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিল, বীর! আমরা দুই জন রাক্ষসরাজ রাবণের নিয়োগে সৈন্যসংখ্যা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।

তখন লোকহিতার্থী রাম উহাদিগের এইরূপ কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, যদি তোমরা সমস্ত সৈন্য দেখিয়া থাক,

যদি আমাদিগের যথাযথ সমস্ত পরিচয় পাইয়া থাক, যদি প্রভুর নিয়োগ সম্যক রক্ষা হইয়া থাকে, তবে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও। আর যদি কিছু দেখিবার অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা পুনর্ব্বার দেখ। কিম্বা যদি বল ত বিভীষণই তোমাদিগকে সমস্ত দর্শাইতে পারেন। তোমরা গৃহীত হইয়াছ বলিয়া প্রাণের কিছুমাত্র আশঙ্কা করিও না। তোমরা একে ত নিরস্ত্র, তাহাতে আবার গৃহীত হইয়াছ, বিশেষত তোমরা দূত, তোমাদিগকে বধ করা কর্ত্তব্য নহে। বিভীষণ! এই দুইটী রাক্ষস যদিও গূঢ় চর, যদিও ইহারা আমাদের পরস্পরকে বিচ্ছেদ করাইতে আসিয়াছে, তথাচ তুমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেও। চর! তোমরা লঙ্কায় গিয়া আমার কথায় সেই রাক্ষসরাজকে বলিও, তুমি যে শক্তি আশ্রয় করিয়া আমার জানকী অপহরণ করিয়াছ অতঃপর সেই শক্তি সসৈন্যে ও সবান্ধবে যেমন ইচ্ছা হয় আমাকে দেখাও। আমি কল্য প্রাতেই প্রাকার ও তোরণের সহিত সমস্ত লঙ্কাপুরী এবং রাক্ষসসৈন্য শরজালে ছিন্ন ভিন্ন করিব। আমি কল্য প্রাতেই ইন্দ্র যেমন দানবগণের প্রতি বজ্র পরিত্যাগ করেন সেইরূপ তোমার প্রতি ভীষণ ক্রোধ পরিত্যাগ করিব।

তখন শুক ও সারণ জয় জয় রবে ধর্ম্মবৎসল রামকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লঙ্কায় আগমন পূর্ব্বক রাবণকে কহিল, রাক্ষসরাজ! বিভীষণ আমাদিগকে বধ করিবার জন্য গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মশীল রাম আমাদিগকে ছাড়াইয়া দেন। রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব এই চারি জন লোকপালসদৃশ মহাবীর যখন এক স্থানে মিলিয়াছেন তখন বানরগণ দূরে থাক,

তাঁহারাই সমস্ত লঙ্কাপুরী উৎপাটন পূর্ব্বক আবার স্বস্থানে রাখিতে পারেন। রামের যে প্রকার রূপ এবং যে প্রকার অস্ত্র শস্ত্র, অন্য তিন জনের কথা কি, তিনি একাকীই লঙ্কা উৎসন্ন করিতে পারেন। যে সৈন্য রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের ন্যায় বীরগণের বাহুবলে রক্ষিত, দেবাসুরও তাহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ নহেন। রাজন্! যুদ্ধার্থী প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধারা হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট, এক্ষণে বিরোধ করা আপনার উচিত নহে, আপনি এখনই গিয়া রামের হস্তে জানকী অর্পণ পূর্ব্বক সন্ধি করুন।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

তখন রাবণ সারণের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, যদি দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও দানবেরা আমায় আক্রমণ করে; যদি চরাচর জগতের সমস্ত লোক হইতেও ভয় উপস্থিত হয়, তথাচ আমি সীতাকে প্রতিপ্রদান করিব না। তুমি অত্যন্ত ভীত এবং বানরগণের প্রহারে নিতান্ত কাতর হইয়াছ তজ্জন্য অদ্যই রামকে সীতা সমর্পণ করা শ্রেয়স্কর বোধ করিতেছ। কিন্তু বল দেখি, কোন্ শত্রু আমাকে পরাজয় করিতে পারে?

রাবণ ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে এইরূপ কহিয়া বানর-সৈন্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য শুক ও সারণের সহিত তুষার-ধবল অত্যুচ্চ প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন। সম্মুখে

সমুদ্র, পর্ব্বত ও নিবিড় কানন, অদূরে বানরসৈন্য, উহা ভূবিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া আছে। রাবণ ঐ অসংখ্য ও দুর্ব্বিষহ সৈন্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সারণকে জিজ্ঞাসিলেন, সারণ! ঐ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কে কে প্রধান, কে কে বীর, এবং কে কেই বা সকল বিষয়ে উৎসাহী ও অগ্রসর? যূথপতির মধ্যে কে কে সর্ব্বপ্রধান? সুগ্রীব কোন্ কোন্ বীরের মতানুবর্ত্তী হইয়া চলেন এবং উহাদের প্রভাবই বা কিরূপ? এক্ষণে তুমি সবিস্তরে এই সমস্ত কীর্ত্তন কর।

সারণ কহিল, রাজন্! যে বীর ঘন ঘন সিংহনাদ পুর্ব্বক লঙ্কার অভিমুখে অবস্থান করিতেছেন, শতসহস্র যূথপতি যাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে, যাঁহার বীরনাদে শৈল কানন ও প্রাচীর তোরণের সহিত লঙ্কাপুরী কম্পিত হইতেছে, উনি সুগ্রীবের সেনাপতি, নাম নীল। যিনি বাহুদ্বয় লম্বিত করিয়া পদযুগে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছেন, যিনি গিরিশিখরের ন্যায় উচ্চ এবং পদ্মপরাগের ন্যায় পিঙ্গল, যিনি লঙ্কার সম্মুখীন হইয়া ক্রোধভরে ঘন ঘন জৃম্ভা পরিত্যাগ করিতেছেন, যাঁহার লাঙ্গুলের আস্ফোটন-শব্দে দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে, উহাঁর নাম অঙ্গদ। কপিরাজ সুগ্রীব ঐ মহাবীরকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। উনি বালির অনুরূপ পুত্র এবং সুগ্রীবের প্রিয় পাত্র। বরুণ যেমন ইন্দ্রের জন্য যুদ্ধ করিয়া ছিলেন সেইরূপ ঐ মহাবীর রামের জন্য বলবীর্য্য প্রদর্শন করিবেন। দেখুন, উনি যুদ্ধার্থ আপনাকে আহ্বান করিতেছেন। রামের হিতৈষী বেগবান হনূমান যে জানকীর সংবাদ লইয়া যান তাহা কেবল উহাঁরই বুদ্ধিবলে।

উনি আপনাকে আক্রমণ করিবার জন্য বহুসংখ্য বানরের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। উহাঁর পশ্চাতে সৈন্যপরিবৃত্ত মহাবীর নল। ঐ নলই সমুদ্রে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

রাজন্! অদূরে যে রজতবর্ণ চপলস্বভাব মহাবীরকে দেখিতেছেন, উনি শ্বেত। উহাঁর ইচ্ছা যে উনি একাকীই স্বীয় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া লঙ্কা ছারখার করেন। যে সমস্ত চন্দনবাসী বীর সর্ব্বাঙ্গ স্তম্ভিত করিয়া ঘন ঘন সিংহনাদ করিতেছে, উহারা শ্বেতের অনুচর। উনি বুদ্ধিমান ও সুবিখ্যাত। ঐ দেখুন, উনি ব্যূহ বিভাগ পূর্ব্বক সৈন্যগণকে পুলকিত করিয়া সুগ্রীবের নিকট দ্রুতপদে গমনাগমন করিতেছেন।

এই দিকে যূথপতি কুমুদ। গোমতীতীরে সংরোচন নামে যে বৃক্ষপূর্ণ পর্ব্বত আছে উনি তথায় রাজ্য শাসন করেন। যাঁহার সুদীর্ঘ লাঙ্গূলে বিচিত্র বর্ণের সুদীর্ঘ কেশ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, যাঁহার সঙ্গে অসংখ্য বানর, উনি মহাবীর চণ্ড। উহাঁর অভিপ্রায় যে উনি একাকীই লঙ্কা উৎসন্ন করেন।

যিনি সিংহপ্রতাপ কপিলবর্ণ ও দীর্ঘ-কেসর-যুক্ত, যিনি নিভৃতে জ্বলন্ত চক্ষে লঙ্কা নিরীক্ষণ করিতেছেন, যিনি বিন্ধ্য, কৃষ্ণ, সহ্য ও সুদর্শন পর্ব্বতে সতত বাস করিয়া থাকেন, ঐ সেই যূথপতি সংরম্ভ। ঐ দেখুন, ত্রিংশৎ কোটি প্রচণ্ডবিক্রম ভীষণ বানর বল পূর্ব্বক লঙ্কা বিমর্দ্দিত করিবার জন্য উহাঁর অনুসরণ করিতেছে। আর ঐ যিনি কর্ণযুগল বিস্তার পূর্ব্বক ঘন ঘন জৃম্ভা ত্যাগ করিতেছেন, মৃত্যুতে যাঁহার ভয় নাই, যিনি স্বসৈন্যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, যিনি রোষে কম্পিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বক্রদৃষ্টি করিতেছেন, উনি মহাবীর শরভ। দেখুন

উহাঁর কিরূপ লাঙ্গুল আস্ফালন! উনি তেজস্বী ও নির্ভয়, উনি সুরম্য সালেয় পর্ব্বতে রাজত্ব করিয়া থাকেন। বিহার নামক চত্বারিংশৎ লক্ষ যূথপতি এই মহাবীরের আজ্ঞাধীন।

ঐ যে উন্নতকায় বীর মেঘ যেমন গগনতল আবৃত করে সেইরূপ দিঙ্মণ্ডল আবৃত করিয়া সুরসমাজে ইন্দ্রের ন্যায় বানরগণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহার বীরনাদ ভেরীরবের ন্যায় শ্রুত হইতেছে, উহাঁর নাম পনস। পারিযাত্র পর্ব্বত উহাঁর বাসস্থান। পঞ্চাশৎ লক্ষ যূথপতি স্ব স্ব যূথ লইয়া উহাঁকে বেষ্টন করিয়া আছে। যিনি ঐ সাগরতীরস্থ কলরবপূর্ণ ভীষণ বানরসৈন্য শোভিত করিয়া দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, উনি দর্দ্দুর পর্ব্বতবৎ দীর্ঘাকার যূথপতি বিনত। ঐ বীর সরিদ্বরা বেণার জলপান পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন। উহাঁর সৈন্যসংখ্যা ষষ্টি লক্ষ।

ঐ দিকে মহাবীর ক্রথন। উনি আপনাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছেন। উহাঁর যূথপতিগণ মহাবল ও মহাবীর। উহাদের আবার প্রত্যেকেরই যূথ আছে। ঐ যে গৈরিকবর্ণ বানরকে দেখিতেছেন, যিনি বলগর্ব্বে অন্যান্য বীরকে লক্ষ্যই করিতেছেন না, উহাঁর নাম গবয়। উনি ক্রোধভরে আপনার অভিমুখে আগমন করিতেছেন। সপ্ততি লক্ষ যূথপতি উহাঁর আজ্ঞাধীন। উহাঁর ইচ্ছা যে, উনিই স্বীয় সৈন্য লইয়া লঙ্কা উৎসন্ন করেন। রাক্ষসরাজ! এই সমস্ত যূথপতির সংখ্যা নাই। ইহাঁরা মহাবল ও মহাবীর্য্য।

সপ্তবিংশ সর্গ।

রাজন্! যে সমস্ত যূথপতি রামের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রাণপণে বিক্রম প্রদর্শনে প্রস্তুত, আমি তাহাদের বিষয় উল্লেখ করিব। ঐ যে মহাবীরের দীর্ঘ লাঙ্গুলে নানাবর্ণের সুবিস্তীর্ণ চিক্কণ লোম উৎক্ষিপ্ত হইয়া সূর্য্যরশ্মির ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং যাহা এক এক বার ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া যাইতেছে, উহাঁর নাম বীরবর হর। লক্ষ যূথপতি বৃক্ষ উদ্যত করিয়া লঙ্কায় আরোহণার্থ উহাঁর অনুসরণে প্রবৃত্ত আছে। ঐ যে সকল বীরকে নীল নীরদের ন্যায় দেখিতেছেন উহারা ভীষণ ভল্লুক। উহারা সমুদ্রের রেণুকণার ন্যায় অসংখ্য ও অনির্দ্দেশ্য। উহাদের বল বীর্য্য বলিবার নহে। উহারা জনপদ, পর্ব্বত ও নদী আশ্রয় করিয়া বাস করিয়া থাকে। জাম্ববান উহাদের অধিনায়ক। ঐ মহাবীর ভীমচক্ষু ও ভীমদর্শন, পর্জ্জন্য যেমন মেঘে সেইরূপ উনি ভল্লুকসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া আছেন। জাম্ববান ঋক্ষবান পর্ব্বতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক নর্ম্মদার জল পান করিয়া থাকেন। উহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ধুম্র। উনি রূপে তাঁহার অনুরূপ এবং বলবীর্য্যে তাঁহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। উনি শান্তস্বভাব গুরুসেবাপর ও বীর। ঐ ধীমান দেবাসুরযুদ্ধে ইন্দ্রকে বিলক্ষণ সাহায্য করেন এবং দেবপ্রসাদে অভীষ্ট বর লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর সৈন্য বহুসংখ্য। তাহারা গিরিশৃঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক মেঘাকার প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত

সৈন্য মৃত্যুভয়শূন্য। উহারা নিষ্ঠুরতায় রাক্ষস ও পিশাচ; উহাদের সর্ব্বাঙ্গ লোমে আবৃত। যে বীর কখন লম্ফ প্রদান করিতেছেন, কখন বা উপবিষ্ট, বানরেরা যাঁহাকে ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতেছে, উহাঁর নাম রম্ভ। উনি সর্ব্বদা সুররাজ ইন্দ্রের সন্নিহিত থাকেন। উহাঁর সৈন্য বহুসংখ্য। এই মহাবীরের নাম সন্নাদন। উনি বানরগণের পিতামহ। উনি গমনকালে যোজনস্থিত পর্ব্বতকে দেহপার্শ্বে স্পর্শ করেন এবং দণ্ডায়মান হইলে যোজনপ্রমাণ দীর্ঘ হন। চতুষ্পদের মধ্যে ইহাঁর তুল্য রূপ আর কাহারই নাই। পূর্ব্বে একবার সুর-রাজের সহিত ইহাঁর ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, কিন্তু ঐ যুদ্ধে ইনি পরাজিত হন নাই।

ঐ দেখুন মহাবীর ক্রথন। উনি দেবাসুরযুদ্ধে দেবগণের সাহায্যার্থ অগ্নির ঔরসে কোন এক গন্ধর্ব্বকন্যার গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করেন্। উহাঁর বিক্রম ইন্দ্রের অনুরূপ, যথায় যক্ষাধিপতি কুবের জম্বু ফল ভক্ষণ করিয়া থাকেন, যে পর্ব্বত কিন্নরসেবিত পর্ব্বতগণের রাজা, উনি সেই কৈলাসে বাস করিয়া থাকেন। উনি আপনার ভ্রাতা কুবেরের পরিচারক। উনি কার্য্যে স্বীয় বলবীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। উনি কোটি সহস্র বানরের অধিনায়ক। উহাঁর অভিপ্রায় এই যে উনি একাকীই লঙ্কা উৎসন্ন করেন। ঐ দিকে মহাবীর প্রমাথী। উনি হস্তী ও বানরের পূর্ব্ববৈর স্মরণ এবং গজযূথপতিগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক গঙ্গার উপকূলে পর্য্যটন করেন। উনি গিরিগহ্বরশায়ী ও বানরগণের নেতা। উনি বৃক্ষ সকল চূর্ণ করিয়া, বন্য মাতঙ্গগণকে অবরোধ করিয়া থাকেম। ঐ মহাবীর গঙ্গার

উপকূলস্থ উশীরবীজ নামক মন্দর পর্ব্বতের এক শাখা আশ্রয় পূর্ব্বক সুরলোকে ইন্দ্রের ন্যায় অবস্থিতি করেন। সহস্র লক্ষ বানর উহাঁর অনুগামী। উনি বিপক্ষের অজেয়।

ঐ যে মহাবীর বাতাহত জলদের ন্যায় স্ফীত হইয়া আছেন, যাহাঁর সৈন্য ক্রোধাবিষ্ট, যাহাঁর নিকট রক্তবর্ণ ধূলিজাল উড্ডীন ও বায়ুবেগে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, উনিই প্রমাথী। এই দিকে মহাবীর গবাক্ষ। ইনি গোলাঙ্গুলের রাজা। ইনিই সেতুবন্ধনে বিস্তর সহায়তা করেন। ঐ সমস্ত শুভ্রমুখ ভীষণ মহাবল গোলাঙ্গুলগণ লঙ্কা নির্ম্মূল করিবার আশয়ে উহাঁকে বেষ্টন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতেছে। ঐ মহাবীর কেশরী। যথায় বৃক্ষশ্রেণী সর্ব্বদা ফলপুষ্পে শোভিত আছে; ভ্রমরেরা নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে, সূর্য্য যাহাকে সতত প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, যাহার অরুণ বর্ণে মৃগপক্ষিগণ রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে, মহর্ষিরা যাহার উচ্চ শিখর পরিত্যাগ করেন না, যথায় উৎকৃষ্ট মধু বিলক্ষণ সুলভ, সেই সুরম্য সুমেরু পর্ব্বতে এই বানরবীর বাস করিয়া থাকেন।

ঐ মহাবল শতবলী। ষষ্টি সহস্র স্বর্ণ শৈলের মধ্যে সাবর্নি-মেরু নামে যে পর্ব্বত আছে উনি তথায় বাস করিয়া থাকেন। উহাঁর সহিত বহুসংখ্য শ্বেত ও পিঙ্গলবর্ণ বানর উপস্থিত হই-য়াছে। তাহাদের মুখ রক্তবর্ণ, নখ ও দন্ত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সিংহের ন্যায় তাহাদের দন্ত চারিটি এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহারা অতিমাত্র দুর্দ্ধর্ষ। ঐ সমস্ত বানর হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী এবং ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণ। উহাদের লাঙ্গুল

অতিমাত্র দীর্ঘ এবং দেহ পর্ব্বতপ্রমাণ। উহারা মত্ত হস্তীর ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকে। উহাদের কণ্ঠস্বর মেঘবৎ গম্ভীর, নেত্র বর্ত্তুলাকার ও পিঙ্গল। উহারা দৃষ্টিপাতে যেন লঙ্কা ছারখার করিতেছে। শতবলী ঐ সমস্ত বানরের অধিনায়ক। ঐ বীর জয়লাভার্থ নিয়ত সূর্য্যোপস্থান করিয়া থাকেন। উনি মহাবল ও মহাবীর্য্য। উনি স্বীয় পৌরুষে কৃতনিশ্চয় হইয়া আছেন। রাজন্! একমাত্র ঐ বীরই স্বসৈন্যে লঙ্কা উৎসন্ন করিতে পারেন। উনি রামের প্রিয়সাধনে প্রাণপণ করিয়াছেন। এই সমস্ত বীর ভিন্ন গজ, গবাক্ষ, গবয়, নল ও নীল প্রভৃতি বানর আছে। তাহারা প্রত্যেকেই দশ কোটি সৈন্যে পরিবৃত। এতদ্ব্যতীতও বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী অনেকানেক বীর উপস্থিত আছে, বহুত্ব নিবন্ধন তাহাদের সংখ্যা করাই দুষ্কর। রাজন্! ঐ সমস্ত বীর পর্ব্বতাকার ও মহাপ্রভাব। তাহারা ক্ষণমাত্রে পৃথিবীর পর্ব্বত সকল বিপর্য্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত করিতে পারে।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

অনন্তর শুক কহিতে লাগিল, রাজন্! ঐ অগ্রে যে সমস্ত বীর উপবিষ্ট, যাঁহাদিগকে মত্ত হস্তীর ন্যায়, গঙ্গাতটস্থ বটের ন্যায় এবং হিমাচলের শাল বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘাকার দেখিতেছেন, উহাঁরা কপিরাজ সুগ্রীবের সচিব। উহাঁদের নিবাসস্থান কিষ্কিন্ধ্যা। ঐ সমস্ত বানর দুঃসহবীর্য্য দৈত্যদানবতুল্য

ও কামরূপী। উহাঁরা যুদ্ধে দেববিক্রমে অবতীর্ণ হন। উহাঁ-দের সংখ্যা সহস্র কোটি, সহস্র শঙ্কু ও শত বৃন্দ। উহাঁরা দেবতা ও গন্ধর্ব্বের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছেন। আর ঐ যে দেবরূপী দুইটি বানরকে উপবিষ্ট দেখিতেছেন, উহাঁদের নাম মৈন্দ ও দ্বিবিদ। বলবীর্য্যে উহাঁদিগের তুল্যকক্ষ আর কেহই নাই। উহাঁরা ব্রহ্মার আদেশে অমৃত ভোজন করিয়া ছিলেন। উহাঁদের ইচ্ছা যে কেবল উহাঁরাই লঙ্কা ছারখার করেন। ঐ অদূরে যে মহাবীর মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন, উনি পবনকুমার হনুমান। উনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলপুর্ব্বক সমু-দ্রকেও বিচলিত করিতে পারেন। উনি জানকীর উদ্দেশ পাই-বার জন্য লঙ্কামধ্যে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া ছিলেন, এক্ষণে সেই বীরই আবার আসিয়াছেন। উনি কেশরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, সমুদ্রলঙ্ঘন উহাঁরই কার্য্য। উনি মহাবল কামরূপী ও সুরূপ। উহাঁর গতি বায়ুর ন্যায় অপ্রতিহত। উনি যখন বালক ছিলেন তখন একদা উদীয়মান সূর্য্যকে দেখিয়া ভক্ষ-ণার্থ উদ্যত হন। আমি তিন সহস্র যোজন লঙ্ঘন পূর্ব্বক সূর্য্যকে আহরণ করিব, পৃথিবীর ফলে আমার ক্ষুধাশান্তি হই-তেছে না, উনি এইরূপ সংকল্প করিয়া বলগর্ব্বে লম্ফ প্রদান করিলেন। সূর্য্য দেবর্ষি ও রাক্ষসেরও অধৃষ্য, এই বীর তাঁহাকে না পাইয়াই উদয় পর্ব্বতে পতিত হন। ইহাঁর হনু-দেশ সুদৃঢ়, কিন্তু ঐরূপ উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইবামাত্র শিলাতলে তাহার একটি ভগ্ন হইয়া যায়, তদবধি ইহাঁর নাম হনুমান হইয়াছে। আমি ইহাঁকে জানি এবং ইহাঁর পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্তই জ্ঞাত আছি। ইহাঁর বলবীর্য্য রূপ ও প্রভাব কীর্ত্তন

করা যায় না। যিনি জ্বলন্ত অগ্নি লঙ্কায় নিক্ষেপ করেন, রাজন্! আজ কেন তাঁহাকে বিস্মৃত হইতেছেন। এই বীর একাকীই স্বতেজে লঙ্কা উৎসন্ন করিতে পারেন।

ঐ হনুমানের পরেই যে শ্যামকান্তি পদ্মপলাশলোচন বীর উপবিষ্ট উনি রাম। উনি ইক্ষ্বাকুদিগের মধ্যে অতিরথ। উহাঁর পৌরুষের কথা সর্ব্বত্র প্রথিত। উহাঁতে ধর্ম্ম স্খলিত হয় না এবং উনিও ধর্ম্মকে অতিক্রম করেন না। উনি বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য। ব্রাহ্ম অস্ত্র উহাঁর অধিকৃত আছে। ঐ মহাবীরের শর স্বর্গ মর্ত্ত্য পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারে। কৃতান্তের ন্যায় উহাঁর ক্রোধ এবং ইন্দ্রের ন্যায় উহাঁর বল বিক্রম। আপনি জনস্থান হইতে যাঁহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া আনেন এক্ষণে তিনিই যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। আর উহাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে যে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ বীর পুরুষ উপবিষ্ট আছেন, যাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, লোচন আরক্ত এবং কেশ সুনীল ও কুঞ্চিত, উনিই লক্ষ্মণ। উনি জ্যেষ্ঠের প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে নিয়তই নিযুক্ত আছেন। উনি নীতিনিপুণ ও যুদ্ধকুশল। উনি বীরগণের অগ্রণী অসহিষ্ণু দুর্জ্জয় ও জয়শীল। উনি রামের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ এবং বহিশ্চর প্রাণ। উনি রামের জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন। একমাত্র এই বীরই রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিতে পারেন। যিনি ঐ রামের বাম পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছেন, কএকটী রাক্ষস যাঁহার সহচর, উনি রাজা বিভীষণ। রাজাধিরাজ রাম উহাঁকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। উনি ক্রোধনিবন্ধন আপনার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। আর যে মহাবীরকে মধ্যস্থলে

অচল পর্ব্বতের ন্যায় দেখিতেছেন উনি বানরগণের অধিপতি সুগ্রীব। উনি তেজ যশ বুদ্ধিবল ও আভিজাত্যে গিরিবর হিমাচলের ন্যায় সমস্ত বানর অপেক্ষা উচ্চ। গহন দুর্গম কিষ্কিন্ধা উহাঁর বাসস্থান। ঐ গিরিসঙ্কটে উনি প্রধান যূথপতিগণের সহিত বাস করিয়া থাকেন। উহাঁর গলে শতপদ্মশোভিত স্বর্ণহার লম্বিত। ঐ হার দেব মনুষ্যের স্পৃহনীয় এবং উহাতে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত আছে। রাম বালিবধ করিয়া সুগ্রীবকে ঐ হার, তারা ও কপিরাজ্য অর্পণ করিয়াছেন। রাজন্! শত লক্ষ এক কোটি, লক্ষ কোটি এক শঙ্কু, লক্ষ শঙ্কু এক মহাশঙ্কু, লক্ষ মহাশঙ্কু এক বৃন্দ, লক্ষ বৃন্দ এক মহাবৃন্দ, লক্ষ মহাবৃন্দ এক পদ্ম, লক্ষ পদ্ম এক মহাপদ্ম, লক্ষ মহাপদ্ম এক খর্ব্ব, লক্ষ খর্ব্ব এক সমুদ্র, লক্ষ সমুদ্র এক মহৌঘ। মহাবীর সুগ্রীব সহস্র কোটি, শত শঙ্কু, সহস্র মহাশঙ্কু, শত বৃন্দ, সহস্র মহাবৃন্দ, শত পদ্ম, সহস্র মহাপদ্ম, শত খর্ব্ব, শত সমুদ্র ও শত মহৌঘ বানর, বীর বিভীষণ ও সচিবগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। রাজন্! এই বানরসৈন্য জ্বলন্ত গ্রহতুল্য, আপনি ইহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া যুদ্ধার্থ যত্নবান হউন এবং যাহাতে জয় লাভ হয় তদ্বিষয়ে সাবধান হউন।

একোনত্রিংশ সর্গ।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ শুকের নির্দ্দেশক্রমে যূথপতি বানরগণ, মহাবল লক্ষ্মণ, রামের সন্নিহিত বিভীষণ, ভীমবল

সুগ্রীব, বালিতনয় অঙ্গদ, মহাবীর হনুমান, দুর্জ্জয় জাম্ববান্, সুষেণ, কুমুদ, নীল, নল, গজ, গবাক্ষ, শরভ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ প্রভৃতি বীরগণকে স্বচক্ষে দেখিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহার মনে বিলক্ষণ ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি শুক ও সারণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শুক ও সারণ সভয়ে তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক অধোমুখে দণ্ডায়মান রহিল। তখন রাবণ ক্রোধগদ্গদ স্বরে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, প্রভুর ভয় বিপদে কোন রূপ অপ্রিয় বলা অনুজীবি ভৃত্যের অত্যন্ত অনুচিত। যাহারা যুদ্ধার্থ সম্মুখে উপস্থিত আছে সেই সমস্ত শত্রুর অপ্রসঙ্গত উৎকর্ষের কথা বলা ভৃত্যের কর্ত্তব্য হইতেছে না। তোমরা যখন রাজনীতির সার গ্রহণ কর নাই তখন আচার্য্য, গুরু ও বৃদ্ধগণকে বৃথা সেবা করিয়াছ। হয়ত এক সময় নীতিশাস্ত্রের সার গ্রহণ করিয়া ছিলে এক্ষণে বিস্মৃত হইয়াছ। তোমরা কেবল অজ্ঞানেরই বোঝা বহিতেছ। আমি যে এইরূপ মূর্খ মন্ত্রিগণে বেষ্টিত হইয়া রাজ্যরক্ষা করিতেছি তাহা কেবল আমার ভাগ্যবল। আমি স্বয়ং শাসনকর্ত্তা, আমার মুখেই অন্যের শুভাশুভ; তোরা যে আমায় এইরূপ নিদারুণ কথা কহিতেছিস্ তোদের কি মৃত্যু-ভয় নাই? বনের বৃক্ষ দাবানলস্পর্শে দগ্ধ না হইয়াও থাকিতে পারে কিন্তু রাজার ক্রোধে অপরাধীর কিছুতেই নিস্তার নাই। তোরা শত্রুর স্তুতিবাদক ও পাপিষ্ঠ, এক্ষণে পূর্ব্বোপকার স্মরণে যদি আমার ক্রোধ মন্দীভূত না হয় তবে এখনই তোদের শিরচ্ছেদন করিব। রে দুর্বৃত্ত! তোরা মর্, আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যা। তোরা বিস্তর উপকার করিয়াছিস্

তজ্জন্যই তোদের ক্ষমা করিলাম। তোরা কৃতঘ্ন ও নিঃস্নেহ তোদের আর মরিবার অবশিষ্ট কি আছে।

তখন শুক ও সারণ অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া রাবণকে জয় শব্দে অভিনন্দন পুর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইল।

অনন্তর রাবণ সন্নিহিত মহোদরকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র কএক জন বিশ্বস্ত চরকে আনয়ন কর। মহোদর রাক্ষস-রাজ রাবণের আদেশমাত্র চর সকলকে আহ্বান করিল। চরেরা ব্যস্তসমস্ত ভাবে উপস্থিত হইয়া রাবণকে জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পুর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। উঁহারা বিশ্বস্ত বীর সুধীর ও নির্ভয়। রাবণ উঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা গিয়া রামের সমস্ত কার্য্য পরীক্ষা কর। যাহারা রামের অন্তরঙ্গ মন্ত্রী, যাহারা প্রীতিনিবন্ধন তাহার সহিত সমবেত হইয়া আছে তাহাদেরও পরিচয় লইয়া আইস। রাম কি প্রকারে নিদ্রা যায়, কিরূপে জাগরিত থাকে, আজই বা কোন্ কাজ করিবে, তোমরা নিপুণতার সহিত এই সমস্ত জ্ঞাত হও। যিনি গুপ্ত চরের সাহায্যে শত্রুর গূঢ় বৃত্তান্ত অবগত হন সেই সুপণ্ডিত রাজা অনায়াসেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন।

তখন ঐ সমস্ত চর রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইল এবং শার্দ্দূলকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া হৃষ্টমনে রাবণকে প্রদক্ষিণ পুর্ব্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। পরে প্রচ্ছন্নভাবে গিয়া দেখিল, রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও বিভীষণকে লইয়া সুবেল পর্ব্বতের পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছেন। বানরসৈন্য অসংখ্য, চরেরা ঐ সমস্ত সৈন্য দেখিবামাত্র ভয়ে অতিমাত্র বিহ্বল হইল।

ইত্যবসরে ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণ উহাদিগকে দেখিতে পাইলেন এবং গিয়া অবলীলাক্রমে ধরিলেন। শার্দ্দূল অত্যন্ত দুরাত্মা ও পাপস্বভাব, বিভীষণ কেবল তাহাকেই রামের হস্তে অর্পণ করিলেন। বানরেরা উহাকে প্রহার করিতে লাগিল। ধর্ম্মশীল রাম একান্ত কৃপাপরতন্ত্র, তিনি উহাকে মুক্ত করিলেন। অপর দুই জনও উন্মুক্ত হইল। চরেরা প্রহারপীড়িত ও হতজ্ঞান, ঘন ঘন হাঁপাইতে হাঁপাইতে লঙ্কায় পুনঃপ্রবেশ করিল এবং রাবণের নিকটে গিয়া আনুপুর্ব্বিক সমস্ত কহিতে লাগিল।

ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর রাবণ রাম উপস্থিত শুনিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন। কহিলেন, শার্দূল! তোমার মুখশ্রী বিবর্ণ ও দীন হইয়াছে, বল, তুমি কি শত্রুর ক্রোধে পড়িয়াছিলে?

তখন ভয়বিহ্বল শার্দ্দূল মৃদু বচনে কহিতে লাগিল, রাজন্! বানরগণ মহাবল পরাক্রান্ত, স্বয়ং রাম তাহাদিগের রক্ষক, সুতরাং চরের সাহায্যে তাহাদের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। বলিতে কি, উহাদের সহিত কথাপ্রসঙ্গ করিবারই যো নাই, সে স্থলে প্রশ্ন কি রূপে সম্ভবিতে পারে? ঐ সমস্ত পর্ব্বতাকার বানর চতুর্দ্দিকে পথরক্ষা করিতেছে। আমি সৈন্যমধ্যে গিয়া গূঢ় বৃত্তান্ত জানিবার উপক্রম করিয়াছি ইত্যবসরে রাক্ষসগণ আমায় চিনিতে পারিল এবং আমাকে বল

পূর্ব্বক ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। কেহ আমাকে পদাঘাত কেহ বা মুষ্টিপ্রহারে প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ চপেটা-ঘাত ও কেহ বা পুনঃপুনঃ দংশন করিতে লাগিল। ক্ষমা করে উঁহাদের মধ্যে এমন কেহই নাই। উঁহারা আমায় সদর্পে সৈন্যমধ্যে লইয়া চলিল এবং আমাকে ইতস্ততঃ প্রচার পূর্ব্বক রামের সমক্ষে উপস্থিত হইল। আমার সর্ব্বাঙ্গে রুধির-ধারা, আমি ভয়বিহ্বল ও ব্যাকুল, তৎকালে বানরেরা আমায় বিলক্ষণ প্রহার করিতেছিল, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাদিগকে কাকুতি মিনতি করিতে ছিলাম, ইত্যবসরে রামকে হঠাৎ দেখিতে পাইলাম। তিনিও 'হাঁ হাঁ কর কি' বলিয়া বানর-গণকে নিবারণ পূর্ব্বক আমায় রক্ষা করিলেন। এই মহা-বীরই শিলাশৈলে সমুদ্র পূর্ণ করিয়া সশস্ত্রে লঙ্কার দ্বাররোধ করিয়া আছেন। তিনি গরুড় ব্যূহ আশ্রয় পূর্ব্বক লঙ্কার দিকেই আসিতেছেন। তিনি শীঘ্রই প্রাকারের নিকটস্থ হইবেন, এক্ষণে আপনি হয় সীতা প্রদান করুন, নয় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ এই বাক্য শ্রবণে মনে মনে নানা-রূপ আন্দোলন পূর্ব্বক শার্দ্দূলকে কহিলেন, দেখ, তুমি স্বচক্ষে বানরসৈন্য নিরীক্ষণ করিয়াছ, এক্ষণে বল, তন্মধ্যে কে কে বীর এবং তাহারা কাহারই বা পুত্র পৌত্র? আমি তাহাদের বলাবল বুঝিয়া কার্য্যনির্ণয় করিব। যাহারা যুদ্ধার্থী এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করা তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

তখন শার্দ্দূল কহিল, রাজন্! সুগ্রীব ঋক্ষরজার পুত্র, জাম্ববান গদ্গদের পুত্র, গদ্গদের অপর পুত্রের নাম ধূম্র।

কেসরী বৃহস্পতির পুত্র, হনুমান এই কেসরীর ক্ষেত্রজ এবং বায়ুর ঔরস পুত্র। এই একমাত্র বীরই এই লঙ্কাপুরীতে রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া যান। সুষেণ ধর্ম্মের পুত্র, দধিমুখ সোমের পুত্র, সুমুখ দুর্ম্মুখ ও বেগদর্শী ব্রহ্মার পুত্র, ইহাঁরা বানররূপী স্বয়ং কৃতান্ত। সেনাপতি নীল অগ্নির পুত্র, মহাবল যুবা অঙ্গদ ইন্দ্রের পৌত্র, মৈন্দ ও দ্বিবিদ অশ্বিপুত্র, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন এই পাঁচ জন যমের পুত্র। অপর দশ কোটি যুদ্ধার্থী বানর দেবগণের পুত্র, অবশিষ্ট বানরের পরিচয় দেওয়া সহজ নহে। যিনি খর দূষণ ও ত্রিশিরাকে বিনাশ করিয়াছেন সেই রাম দশরথের পুত্র। পৃথিবীতে ইহার তুল্য বীর আর নাই। ইনিই কৃতান্ততুল্য বিরাধ ও কবন্ধকে বিনাশ করিয়াছেন। ইহাঁর গুণ অশেষ। ইনিই বাহুবলে জনস্থানের সমস্ত রাক্ষসকে সংহার করেন। দেখিলাম, লক্ষ্মণ হস্তিমধ্যে যুথপতির ন্যায় অবস্থান করিতেছেন; ইহাঁর শরে ইন্দ্রেরও নিস্তার নাই। শ্বেত ও জ্যোতির্ম্মুখ সূর্য্যের পুত্র, হেমকূট বরুণের পুত্র, নল বিশ্বকর্ম্মার পুত্র এবং দুর্ধর বসুর পুত্র। আপনার সহোদর বিভীষণ রাক্ষসগণের শ্রেষ্ঠ। তিনি লঙ্কাপুরী আক্রমণ পূর্ব্বক রামের হিতানুষ্ঠানে তৎপর আছেন। রাজন্! আমি আপনাকে বানরসৈন্যের কথা সমস্তই কহিলাম, ইহারা সুবেল পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে যাহা কার্য্যাবশেষ তদ্বিষয়ে আপনিই প্রভু।

একত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর রাবণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উপমন্ত্রিগণকে কহিলেন, এক্ষণে মন্ত্রিগণ শীঘ্র আগমন করুন, অতঃপর আমাদিগের মন্ত্রকাল উপস্থিত। তখন মন্ত্রিগণ রাক্ষসরাজের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র সত্বর তথায় উপনীত হইলেন। মন্ত্রণা আরম্ভ হইল। রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত ইতিকর্ত্তব্য অবধারণ এবং তাঁহাদিগকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক গৃহপ্রবেশ করিলেন। পরে বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক এক মায়াবী রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তুমি মায়াবলে রামের মস্তক এবং প্রকাণ্ড ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত করিয়া আন। এক্ষণে আমি জানকীরে রাক্ষসী মায়ায় মোহিত করিব।

তখন বিদ্যুজ্জিহ্ব রাবণের আদেশ পাইবামাত্র মায়ামুণ্ড প্রস্তুত করিয়া আনিল। রাবণ ঐ মায়ামুণ্ড দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং বিদ্যুজ্জিহ্বকে বহুমূল্য অলঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক জানকীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অশোক বনে চলিলেন। গিয়া দেখিলেন; জানকী দীনা ও শোকপরায়ণা। তিনি অবনতমুখে ভূতলে উপবিষ্ট, নিরন্তর রামকে চিন্তা করিতেছেন। অদূরে ভীষণ রাক্ষসীগণ তাঁহাকে নানারূপ প্রবোধ দিতেছে। ইত্যবসরে রাবণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক গর্ব্বিত বাক্যে কহিলেন, জানকি! আমি নানারূপে তোমায় সান্ত্বনা করিতেছি, কিন্তু তুমি যাহার বলে আমাকে অবমাননা করিতেছ, তোমার সেই বীর স্বামী যুদ্ধে

নিহত হইয়াছে। আমি তোমার মূলোচ্ছেদ করিলাম, তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিলাম, এক্ষণে তুমি গত্যন্তর অভাবে আমার ভার্য্যা হও। মূঢ়ে! রামের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ কর, সে ত মরিয়াছে, তাহার চিন্তায় আর কি হইবে। অতঃপর তুমি আমার পত্নীগণের অধীশ্বরী হইয়া থাক। তুমি নিতান্ত অল্পপুণ্য, তুমি আপনাকে বুদ্ধিমতী বলিয়া বৃথা অভিমান কর, তুমি হতাশ। এক্ষণে ঘোর বৃত্রাসুর-বধের ন্যায় তোমার ভর্তৃবধের বৃত্তান্তটি শুন।

রাম আমার বধসংকল্পে সুগ্রীবসংগৃহীত বানরসৈন্য লইয়া সমুদ্রপ্রান্তে উপস্থিত হন। তিনি সূর্য্যাস্তের পর সমুদ্রের উত্তর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া সেনানিবেশ স্থাপন করেন। তখন সকলেই পথশ্রান্ত ও সুখে নিদ্রিত, রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, ইত্যবসরে সর্ব্বপ্রথমে ঐ সৈন্যমধ্যে আমার কএকটী চর প্রবেশ করে। পরে প্রহস্তরক্ষিত রাক্ষসসৈন্য গিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত সৈন্যগণকে বিনাশ করে। উহারা পট্টিশ, পরিঘ, চক্র, ঋষ্টি, দণ্ড, কুটমুদ্গার, যষ্টি, তোমর, প্রাস, চক্র ও মুষল উদ্যত করিয়া উহাদিগকে বধ করে। তৎকালে রাম ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, মহাবীর প্রহস্ত, ক্ষিপ্রহস্তে অসিপ্রহার পূর্ব্বক তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াছে। বিভীষণ যদৃচ্ছাক্রমে পলায়ন করিতেছিল ইত্যবসরে বলপূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছে। লক্ষ্মণ বানরসৈন্যের সহিত অনুদ্দিষ্ট; সুগ্রীবের গ্রীবাদেশ ভগ্ন হইয়াছে। হনুমানের হনু চূর্ণ এবং সে রাক্ষসহস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। জাম্ববান জানুদ্বয়ে উত্থিত হইতেছিল, ইত্যবসরে পট্টিশ দ্বারা বৃক্ষবৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া

যায়। মৈন্দ ও দ্বিবিদ শোণিতলিপ্ত দেহে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া রোদন করিতেছিল ইত্যবসরে খড়্গাঘাতে নিহত হয়। পনস পনসবৎ নিরবচ্ছিন্ন ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। দধিমুখ নারাচচ্ছিন্ন হইয়া গুহায় শয়ন করিয়া আছে। কুমুদ শরাহত হইয়া নীরবে পতিত এবং অঙ্গদ শরচ্ছিন্ন হইয়া রুধির উদ্গার পূর্ব্বক ধরাশায়ী হইয়াছে। বানরসৈন্য হস্তীর পদ ও রথচক্রে দলিত হইয়া বায়ুবেগচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ পলায়িত, কেহ ভীত, কেহ বা হন্যমান। সিংহেরা যেমন হস্তিযূথের অনুসরণ করে সেইরূপ রাক্ষসেরা অনেকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়। তৎকালে কেহ সমুদ্রে পতিত কেহ বা আকাশে লুক্কায়িত হইল; ভল্লূকগণ বানরের সহিত বৃক্ষে আরোহণ করিল। রাক্ষসেরা সমুদ্রতীর পর্ব্বত ও কাননে যত বানর ছিল, সমস্ত বিনাশ করিয়াছে। তোমার স্বামী রাম সসৈন্যে আমার সৈন্যের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। দেখ, তাহার শোণিতলিপ্ত ধূলিধূসর মস্তক আনিয়াছি।

এই বলিয়া দুর্দ্ধর্ষ রাবণ এক রাক্ষসীকে কহিলেন, ভদ্রে, তুমি ক্রূরকর্ম্মা বিদ্যুজ্জিহ্বকে আহ্বান কর। সেই বীরই রণস্থল হইতে রামের মস্তক আনয়ন করে।

তখন বিদ্যুজ্জিহ্ব মায়ামুণ্ড ও শরাসন লইয়া উপস্থিত হইল এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন রাবণ কহিলেন, বিদ্যুজ্জিহ্ব। তুমি রামের মুণ্ড জানকীর সম্মুখে রাখ, ইনি স্বামীর এই দীন দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন।

বিদ্যুজ্জিহ্ব রামের প্রিয়দর্শন মুণ্ড জানকীর সম্মুখে নিক্ষেপ পূর্ব্বক শীঘ্র তথা হইতে অন্তর্ধান করিল। রাবণও ত্রিলোকপ্রথিত ভাস্বর শরাসন "ইহা রামের" বলিয়া তথায় নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, মহাবীর প্রহস্ত রাত্রিকালে তোমার সেই মনুষ্য রামকে বিনাশ করিয়া এই শরাসন আনিয়াছে। রাবণ এই বলিয়া জানকীরে কহিলেন, দেখ, তুমি এক্ষণে আমার ভার্য্যা হও।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

জানকী রামের ছিন্ন মুণ্ড ও কোদণ্ড স্বচক্ষে দেখিলেন; কপিরাজ সুগ্রীব যে যুদ্ধসম্পর্কে রামের সহিত মিলিয়াছেন, হনুমানের একথাও স্মরণ করিলেন। সেই নেত্র, সেই বর্ণ, সেই মুখ, সেই কেশ, সেই ললাট ও সেই চূড়ামণি; তিনি এই সমস্ত লক্ষণে ঐ ছিন্ন মস্তক সর্ব্বাংশে পরীক্ষা করিলেন এবং কাতরা কুররীর ন্যায় যার পর নাই দুঃখিত হইয়া উদ্দেশে কৈকেয়ীকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, কৈকেয়ি! এত দিনে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল, কুলপুত্র রাম বিনষ্ট হইয়াছেন, তুমি কলহস্বভাব, তৎপ্রভাবেই কুল উৎসন্ন হইল। তুমি চীর বস্ত্র দিয়া আমার সহিত রামকে বনবাসী কর, বল, তিনি তোমার কি অপকার করিয়াছিলেন।

অনন্তর জানকী কম্পিত দেহে মূর্চ্ছিত হইয়া, ছিন্ন কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে সংজ্ঞা লাভ

করিয়া ছিন্ন মুণ্ড সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, হা! আমি মরিলাম! বীর! তোমার বিনাশে শেষে আমার এই দশা ঘটিল? আমি বিধবা হইলাম! বৈধব্য অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দুরদৃষ্ট আর কি আছে, আমার তাহাই ঘটিল! তুমি সুশীল আমি পতিব্রতা, কিন্তু আমার অগ্রে তোমারই মৃত্যু হইল। আমি শোকসাগরে নিমগ্ন, আমার দুঃখ ক্লেশের আর অবধি নাই, যিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন, আজ তিনিই বিনষ্ট হইলেন! আর্য্যা কৌশল্যা একান্ত পুত্রবৎসলা, এক্ষণে বৎসলা ধেনুর ন্যায় তাঁহাকে বিবৎসা করিল! হা নাথ! দৈবজ্ঞেরা কহিতেন তোমার পরমায়ু অধিক কিন্তু তাঁদের এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বুঝিলাম তুমি নিতান্ত অল্পায়ু। তুমি বুদ্ধিমান, তোমারও কি বুদ্ধিলোপ হইয়াছিল? অথবা কাল উৎপত্তির কারণ, এবং কালই কর্ম্মের ফলদাতা, তন্নিবন্ধন এইরূপ বিপৎপাত হইল। দেখ তুমি নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিপদ নিবারণের উপায় এবং তাহার অনুষ্ঠান উভয়ই জ্ঞাত আছ, জানি না তথাচ কেন তোমার এইরূপ অসম্ভাবিত মৃত্যু ঘটিল? আমি সাক্ষাৎ করাল কালরাত্রি, আমিই তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া বল পূর্ব্বক আনিয়াছিলাম, বুঝি তাহাতেই তুমি নষ্ট হইলে। বীর! আমি একান্ত নিরপরাধ, তুমি আমায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রিয়তমার ন্যায় পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া এই স্থানে শয়ান আছ। আমি তোমার এই স্বর্ণখচিত শরাসন অতি যত্নে গন্ধমাল্য দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছি, এক্ষণে ইহার পরিণাম কি এই হইল! নাথ! তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গে পিতা দশরথ প্রভৃতি পিতৃপুরুষের সহিত

মিলিত হইয়াছ। পিতৃসত্য পালন তোমার অতি মহৎ কার্য্য, তুমি তৎপ্রভাবে নিশ্চয়ই অন্তরীক্ষে নক্ষত্র হইয়াছ। তুমি অত্যন্ত পুণ্যবান, কিন্তু স্বীয় পবিত্র রাজর্ষিবংশকে উপেক্ষা করা তোমার কি উচিত হইতেছে? রাজন্! আমি তোমার সহচারিণী ভার্য্যা, তুমি কি নিমিত্ত আমায় দর্শন এবং কি জন্যই বা আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না? তুমি পাণিগ্রহণকালে আমার সহিত ধর্ম্মাচরণ করিবে অঙ্গীকার করিয়াছিলে এক্ষণে তাহা স্মরণ কর এবং এই দুঃখভাগিনীকে সঙ্গিনী করিয়া লও। জানি না তুমি কোন্ অপরাধে আমায় ফেলিয়া লোকান্তরে যাত্রা করিয়াছ। হা! আমি তোমার যে মঙ্গল-দ্রব্য-চর্চ্চিত অঙ্গ আলিঙ্গন করিতাম আজ শৃগাল কুক্কুরেরা নিশ্চয়ই তাহা ছিন্নভিন্ন করিতেছে। তুমি সমারোহে অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ আহরণ করিয়াছিলে কিন্তু যজ্ঞীয় অগ্নিতে কেন তোমার দেহসংস্কার হইল না? এক্ষণে শোকাতুরা দেবী কৌশল্যা নির্ব্বাসিত তিন জনের মধ্যে একমাত্র লক্ষ্মণকেই উপস্থিত দেখিবেন। তিনি জিজ্ঞাসিলে লক্ষ্মণ নিশাকালে তোমার এবং সমস্ত বানরসৈন্যের রাক্ষসহস্তে বিনাশের কথা সমস্তই কহিবেন। হা! তোমার বিনাশ এবং আমার রাক্ষসগৃহবাস এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহার হৃদয় নিশ্চয়ই বিদীর্ণ হইবে। আমি অতি অনার্য্যা, আজ আমারই জন্য নিষ্পাপ মহাবীর রাম সাগর উত্তীর্ণ হইয়া গোষ্পদে নিহত হইলেন। তিনি মোহবশে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি কুলের কলঙ্ক, আমি তাঁহার ভার্য্যারূপী মৃত্যু। বোধ হয় আমি পূর্ব্বজন্মে কাহাকে

কিছু দান করি নাই তজ্জন্য আজ অতিথিপ্রিয় রামের পত্নী হইয়াও শোক করিতেছি। রাবণ! তুমি শীঘ্র আমাকে রামের মৃত দেহের উপর লইয়া গিয়া বধ কর, ভর্ত্তার সহিত পত্নীকে একত্র করিয়া দেও এবং কল্যাণের কার্য্য কর। আজ তাঁহার মস্তকের সহিত আমার মস্তক এবং তাঁহার দেহের সহিত আমার এই দেহ মিলিত হউক, আমি তাঁহার অনুগমন করিব।

আয়তলোচনা জানকী রামের ছিন্ন মুণ্ড ও শরাসন দর্শন পূর্ব্বক কাতর মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক দ্বাররক্ষক, রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া কহিল, মহারাজ! সেনাপতি প্রহস্ত অমাত্যগণের সহিত আপনার দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছেন। আমি তাঁহারই প্রেরিত। আমি যদিও অসময়ে উপস্থিত হইলাম কিন্তু আপনি রাজভাবে আমায় ক্ষমা করুন। এক্ষণে কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধ আছে, আপনি গিয়া উহাঁদিগকে একবার দর্শন দিন।

অনন্তর রাবণ দ্বাররক্ষকের এই কথা শুনিয়া অশোক বন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্ত্রিগণের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বে সভা প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সমস্ত কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অশোক বন হইতে প্রস্থান করিবার পরই ঐ মায়ামুণ্ড ও শরাসন অন্তর্হিত হইল। পরে ঐ বীর, মন্ত্রিগণের সহিত রামসংক্রান্ত কার্য্যের মন্ত্রণা শেষ করিয়া অদূরবর্ত্তী হিতৈষী সেনাপতিদিগকে

কহিলেন, দেখ তোমরা ভেরীরবে শীঘ্র সৈন্যগণকে আহ্বান কর, কিন্তু উহাদিগের নিকট আহ্বানের কারণ কিছুমাত্র ব্যক্ত করিও না।

তখন দূতগণ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে আনয়ন করিল এবং যুদ্ধার্থী রাবণকে গিয়া উহাদের আগমন সংবাদ নিবেদন করিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

রাক্ষসী সরমা জানকীর প্রিয়সখী ছিলেন। তিনি রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশে তাঁহারে রক্ষা করিতেন। জানকী ভর্ত্তৃশোকে হতচেতন; বড়বা যেমন শ্রান্তি ও ক্লান্তি নিবন্ধন ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া উত্থিত হয় সরমা তাঁহারে সেইরূপই দেখিলেন। জানকী রাক্ষসী মায়ায় মোহিত; স্নেহবতী সরমা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া সখিস্নেহে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, জানকি! আমি এতক্ষণ তোমার জন্য জনশূন্য নিবিড় বনে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছিলাম। আমি রাক্ষসরাজ রাবণকে ভয় করি না। তিনি যে কারণে শশব্যস্তে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, আমি বহির্গত হইয়া তাহাও জানিলাম। দেখ, রামের নিদ্রা ও আলস্য-দোষ কিছুমাত্র নাই; সৌপ্তিক যুদ্ধের কথা সমস্তই অলীক, বলিতে কি, রামের বধ সম্ভবপর হইতেছে না। সুরগণ যেমন সুররাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক

রক্ষিত হন তদ্রূপ বানরেরা রামের বাহুবলে রক্ষিত হইতেছে, বৃক্ষ প্রস্তর তাহাদের অস্ত্র, তাহাদিগকে সংহার করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। মহাবীর রামের ভুজযুগল দীর্ঘ ও সুগোল, বক্ষঃস্থল বিশাল, হস্তে শর ও শরাসন এবং অঙ্গে দুর্ভেদ্য বর্ম্ম। তিনি স্ব পর সকলেরই রক্ষক, তিনি ধর্ম্মশীল ও সুবিখ্যাত, তাঁহার বলবীর্য্য অচিন্তনীয়, তিনি সদ্বংশীয় ও নীতিকুশল; জানকি! সেই বিজয়ী বীর বিনষ্ট হন নাই। উগ্রপ্রকৃতি রাবণ কুমতি ও কুকার্য্যকারী, সে সর্ব্বভূতবিরোধী। ঐ মায়াবী তোমাকে মায়া প্রভাবে মোহিত করিয়াছে। এক্ষণে তোমার সমস্ত শোক অপনীত এবং শুভ উপস্থিত, ভাগ্যলক্ষ্মী নিশ্চয়ই তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। দেবি! আমি তোমাকে একটী শুভ সম্বাদ দিতেছি, শুন; দেখিলাম মহাবীর রাম লক্ষ্মণের সহিত সসৈন্যে সমুদ্রপার হইয়া সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি পূর্ণকাম এবং স্বমহিমায় রক্ষিত; বানরসৈন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। রাবণ এইমাত্র রাক্ষসগণকে তথায় পাঠাইয়াছিল। তাহারা রামের সমুদ্রপার হইবার সংবাদ আনিয়াছে। এক্ষণে রাবণ ঐ সংবাদ শুনিয়া মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছে।

ইত্যবসরে জলদগম্ভীর ভেরীরবের সহিত সৈন্যগণের ভীষণ সিংহনাদ উত্থিত হইল। তখন সরমা মধুর বাক্যে জানকীরে কহিতে লাগিলেন, সখি! ঐ শুন, ভীষণ ভেরী মেঘগর্জ্জনসদৃশ ভীম রবে রণসজ্জার সঙ্কেত করিতেছে। এক্ষণে যুদ্ধের উদ্যোগ। মত্ত মাতঙ্গগণ সুসজ্জিত এবং অশ্ব

সকল রথে যোজিত হইতেছে। ঐ দেখ, অশ্বারূঢ় বহুসংখ্য বীর যুদ্ধসজ্জা করিয়া প্রাশহস্তে ইতস্তত ধাবমান; বেগবাহী জলস্রোত যেমন ভীম রবে সাগর পূর্ণ করে, সেইরূপ অদ্ভুত-দৃশ্য রাক্ষসসৈন্যে রাজপথ পূর্ণ হইতেছে। ঐ দেখ, গ্রীষ্মকালে অরণ্য-দাহ-প্রবৃত্ত অগ্নির যাদৃশ নানারূপ রূপ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সুশাণিত শস্ত্র, চর্ম্ম ও বর্ম্মের নানাবর্ণসমুত্থিত প্রভা দৃষ্ট হইতেছে। সমরগামী চতুরঙ্গ সৈন্য যার পর নাই ব্যস্ত সমস্ত। ঐ শুন ঘণ্টানিনাদ, ঐ রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ, ঐ অশ্বের হ্রেষা-ধ্বনি, ঐ তূর্য্যরব এবং ঐ অস্ত্রধারী সৈন্যগণের তুমুল কলরব। জানকি! এক্ষণে তোমার প্রতি শোকনাশিনী ভাগ্যশ্রী সুপ্রসন্ন হইয়াছেন; কিন্তু রাক্ষসগণের বিলক্ষণ ভয় উপস্থিত। পদ্মপলাশলোচন রামের বলবীর্য্য বলিবার নয়। ইন্দ্র যেমন দৈত্যগণকে জয় করিয়াছিলেন; তিনি সেইরূপ রাবণকে জয় করিয়া তোমায় উদ্ধার করিবেন। বিজয়ী ইন্দ্র যেমন উপেন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন; সেইরূপ তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া বিক্রম প্রদর্শন করিবেন। তিনি যখন শত্রুবিনাশ পূর্ব্বক এই স্থানে আসিবেন; তখন দেখিব তুমি পূর্ণমনোরথ হইয়া তাঁহার অঙ্কে উপবিষ্ট হইয়াছ এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার বিশাল বক্ষে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছ। তুমি এই যে জঘনস্পর্শী একমাত্র বেণী বহুদিন যাবৎ ধারণ করিয়া আছ, সেই মহাবল শীঘ্রই ইহা মোচন করিবেন। তাঁহার মুখশ্রী উদিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, তুমি অচিরে তাহা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক স্থূলধারে শোকাশ্রু পরিত্যাগ করিবে। সখি! রাম শীঘ্রই তোমার সমাগমে সুখী

হইবেন এবং তুমিও সুবর্ষাপ্রভাবে শস্যপূর্ণা পৃথিবীর ন্যায় রামের সমাদরে সুখী হইবে। দেবি! যিনি গিরিবর সুমেরুকে অশ্ববৎ মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিতেছেন, এক্ষণে তুমি সেই সূর্য্যদেবের শরণাপন্ন হও, তিনিই প্রজাগণের দুঃখনাশের একমাত্র কারণ।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

মেঘ যেমন উত্তাপদগ্ধ পৃথিবীকে জলধারায় পুলকিত করে, সেইরূপ সরমা শোকসন্তপ্তা জানকীরে এইরূপ বাক্যে পুলকিত করিলেন এবং প্রকৃত অবসরে তাঁহার শুভ সংসাধন করিবার অভিপ্রায়ে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি! আমি রামকে গিয়া তোমার কুশল-বার্ত্তা নিবেদন পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে পুনরায় আসিতে পারি। আমি যখন নিরালম্ব আকাশ অতিক্রম করিব, তখন বিহগরাজ গরুড় ও বায়ুও আমার অনুসরণ করিতে পারিবেন না।

তখন জানকী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সরমাকে মধুর কোমল বাক্যে কহিলেন, সখি! তুমি অবশ্যই আকাশ ও পাতাল পর্য্যটন করিতে পার, কিন্তু আমার পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য আমি তাহা কহিতেছি, শুন; যদি তুমি আমার কোনরূপ প্রিয় কার্য্য করিতে চাও, যদি তোমার চিত্তচাঞ্চল্য না থাকে, তবে রাবণ কি করিতেছে, তুমি ইহা জ্ঞাত হইয়া আইস। সেই দুষ্ট অত্যন্ত ক্রূর ও মায়াবী; তাহার মায়া পীত মদিরার

ন্যায় সদ্যই আমায় মোহিত করিয়াছে। এই সমস্ত ঘোর-রূপা রাক্ষসী নিরবচ্ছিন্ন আমাকে তর্জ্জন গর্জ্জন ও ভৎর্সনা করিতেছে। আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত এবং আমার মন নিতান্ত অসুস্থ। এক্ষণে রাবণ আমার মুক্তিসংকল্পে কোন কথা বলে কি না, তুমি ইহার তথ্য জানিয়া আইস। সখি! ইহাই আমার প্রতি একান্ত অনুগ্রহ। এই বলিয়া জানকী রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন সরমা বস্ত্রাঞ্চলে জানকীর অশ্রুজল মুছাইয়া মৃদু-বাক্যে কহিলেন, সখি! এই যদি তোমার সংকল্প হয় তবে আমি শীঘ্রই যাইতেছি এবং রাবণের অভিপ্রায় জানিয়া পুন-রায় আসিতেছি।

অনন্তর সরমা প্রচ্ছন্নভাবে রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ঐ দুরাত্মা মন্ত্রিগণের সহিত যেরূপ কথোপকথন করিতেছিল সমস্তই শুনিলেন। তিনি উহার নিশ্চিত অভিপ্রায় অবগত হইয়া পুনরায় অশোকবনে প্রতি-গমন করিলেন। দেখিলেন, জানকী ভ্রষ্টপদ্মা লক্ষ্মীর ন্যায় উপবিষ্ট। তিনি তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন।

তখন জানকী সরমাকে পুনরায় উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্বয়ং বসিবার আসন আনিয়া দিলেন এবং কম্পিতদেহে কহিলেন, সখি! তুমি এই স্থানে বইস, এবং সেই নিষ্ঠুর রাবণের কিরূপ সংকল্প সমস্তই বল।

তখন সরমা কহিলেন, সখি! দেখিলাম, রাজমাতা এবং স্নেহবান মন্ত্রিবৃদ্ধ তোমাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য রাক্ষসরাজ

রাবণকে নানারূপ বুঝাইতেছেন। তাঁহারা কহিতেছেন, বৎস! তুমি মহাবীর রামকে সম্মান পূর্ব্বক সীতা সমর্পণ কর। তিনি জনস্থানে যেরূপ অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছেন, তোমার পক্ষে সেই নিদর্শনই যথেষ্ট। হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন, সীতা-দর্শন ও রাক্ষসবধ যার পর নাই বিস্ময়কর; নর বা বানরই হউক, বল, এ কার্য্য কে করিতে পারে? সখি! রাজমাতা ও মন্ত্রিবৃদ্ধ প্রবোধ বাক্যে এইরূপ অনেক বুঝাইতে ছিলেন; কিন্তু কৃপণ যেমন অর্থত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ রাবণ তোমাকে ত্যাগ করিতে চাহে না। সে যুদ্ধে না মরিলে কখনই তোমায় পরিত্যাগ করিবে না। সেই নিষ্ঠুরের ইহাই স্থির সংকল্প; ফলত তাহার এই বুদ্ধি মৃত্যুলোভেই ঘটিয়াছে। সে সবংশে ধ্বংস না হইলে, কেবলমাত্র ভয়ে তোমায় ছাড়িবে না। সখি! অতঃপর মহাবীর রাম যুদ্ধে উহাকে বধ করিয়া নিশ্চয়ই তোমায় অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন।

সরমা ও জানকী এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে সৈন্যগণের ভেরীশঙ্খসমাকুল তুমুল কোলাহল ধরণীতল কম্পিত করিয়া শ্রুত হইতে লাগিল। রাবণের ভৃত্যগণ বানরসৈন্যের ঐ সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত নিস্তেজ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া গেল। তৎকালে উহারা রাজার ব্যতিক্রমে আর কোন দিকে কিছুমাত্র শ্রেয় দেখিতে পাইল না।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

এ দিকে মহাবীর রাম শঙ্খ ও ভেরীরবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ক্রমশঃ লঙ্কার অভিমুখে আগমন করিতেছিলেন। বিশ্বপীড়ক ক্রূর রাবণ ঐ শঙ্খ ও ভেরীরব শ্রবণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া সচিবগণকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং উহাঁদিগকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক রামের সমুদ্র অতিক্রম ও বলবিক্রমের যথোচিত নিন্দা করিয়া, সভাভবন প্রতিধ্বনিত করত কহিলেন, দেখ, তোমরা রামের বিষয় যাহা বলিতেছিলে, সমস্তই শুনিলাম। কিন্তু আমি জানি, তোমরা মহাবীর, তোমরা রামের বলবীর্য্যের কথা শুনিয়া তূষ্ণীংভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কেন যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ বুঝিলাম না।

তখন তদীয় মাতামহ সুবিজ্ঞ মাল্যবান কহিতে লাগিলেন, রাজন্! যে রাজা চতুর্দ্দশ বিদ্যায় পারদর্শী, যিনি নীতিসম্মত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি চিরকাল ঐশ্বর্য্যশালী থাকেন এবং শত্রুগণ তাঁহার বশীভূত হয়। যিনি প্রকৃত অবসরে শত্রুর সহিত সন্ধি বা যুদ্ধ করেন, স্বপক্ষীয়ের বৃদ্ধিকল্পে যাঁহার দৃষ্টি, তিনি ঐশ্বর্য্যশালী হন। রাজা যদি শত্রু অপেক্ষা হীনবল বা তাহার সহিত তুল্যবল হন তবে সন্ধি করা আবশ্যক, আর যদি শত্রু অপেক্ষা অধিক বল হন তবে যুদ্ধ করা উচিত; ফলত শত্রুকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। রাজন্। তুমি গিয়া রামের সহিত সন্ধি কর; তিনি যে নিমিত্ত তোমায়

আক্রমণ করিয়াছেন তুমি তাঁহার হস্তে সেই জানকীরে অর্পণ কর। দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বেরাও তাঁহার জয়শ্রী আকাঙ্ক্ষা করেন, তুমি অবিরোধে তাঁহার সহিত সন্ধি কর। দেখ, ভগবান সর্ব্ব-লোক-পিতামহ দেবাসুরের জন্য বিধিনিষেধরূপ দুইটি পক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইহাঁর বিষয়ীভূত। ধর্ম্ম মহাত্মা দেবগণের পক্ষ, অধর্ম্ম অসুরগণের পক্ষ। যখন সত্যযুগ উপস্থিত হয় তখন ধর্ম্ম অধর্ম্মকে গ্রাস করে, যখন কলিযুগ উপস্থিত হয়, তখন অধর্ম্ম ধর্ম্মকে গ্রাস করিয়া থাকে। রাজন্! তুমি ত্রিলোক-পর্য্যটন-কালে ধর্ম্মকে বিনাশ করিয়াছ তজ্জন্যই শত্রুপক্ষ আমাদের অপেক্ষা প্রবল। এক্ষণে অধর্ম্মরূপ ভীষণ ভুজঙ্গ তোমার প্রমাদে বর্দ্ধিত হইয়া রাক্ষসগণকে গ্রাস করিতেছে এবং সুর-সুরক্ষিত ধর্ম্ম তাহাদের পক্ষবৃদ্ধি করিতেছে। তুমি ঘোর বিষয়াসক্ত ও উচ্ছৃঙ্খল, তুমি এক সময় তেজস্বী ঋষিগণকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন করিয়াছিলে। তাঁহারা ধর্ম্মশীল ও তপঃপরায়ণ; তাঁহাদের প্রভাব প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় দুঃসহ। তাঁহারা যে বেদোচ্চারণ, বিধিবৎ অগ্নিতে হোম এবং একান্ত মনে ধ্যান ধারণা করেন, রাক্ষসেরা তদ্দ্বারা অভিভূত হইয়া, গ্রীষ্মকালীন মেঘের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়া থাকে। ঐ সকল অগ্নিকল্প ঋষির অগ্নিহোত্রসমুত্থিত ধূম রাক্ষসগণের তেজ আচ্ছন্ন করিয়া দিগন্তে প্রসারিত হয়। তাঁহারা ব্রতনিষ্ঠ হইয়া সেই সমস্ত প্রসিদ্ধ পবিত্র স্থানে যে কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাহাই রাক্ষসদিগকে সন্তপ্ত করিতেছে। রাজন! তুমি ব্রহ্মার বরপ্রভাবে সুরাসুর ও যক্ষের অবধ্য হইয়া আছ সত্য,

কিন্তু মনুষ্য, বানর ও গোলাঙ্গুলগণ স্বতন্ত্র জাতীয়। তাহারাই লঙ্কায় আসিয়া সিংহনাদ করিতেছে। দেখ, এক্ষণে চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর উৎপাত। ঘোর ঘনঘটা কঠোর গর্জ্জন পূর্ব্বক উষ্ণ রক্তবৃষ্টি করিতেছে; দিঙ্মণ্ডল ধূলিজালে আচ্ছন্ন ও বিবর্ণ; উহার আর পূর্ব্ববৎ শোভা নাই। বাহনগণ নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুপাত করিতেছে। হিংস্রজন্তু, শৃগাল ও গৃধ্রগণ ভীমরবে চীৎকার করিতেছে, এবং লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক উদ্যানে যূথবদ্ধ হইতেছে। স্বপ্নযোগে মহাকালিকাগণ সম্মুখে দণ্ডায়মান; উহারা গৃহের দ্রব্যজাত অপহরণ পূর্ব্বক প্রতিকূল কহিতেছে এবং পাণ্ডুর দন্ত বিস্তার পূর্ব্বক বিকট হাস্য হাসিতেছে। কুক্কুরেরা দেবপূজার উপকরণ স্পর্শ করিতেছে। গর্দ্দভ গোগর্ভে এবং মূষিক নকুলের উদরে জন্মিতেছে। মার্জ্জার ব্যাঘ্রে, কুক্কুরে শূকরে এবং কিন্নরগণ রাক্ষস ও মনুষ্যে প্রসক্ত হইতেছে। পাণ্ডুবর্ণ রক্তপাদ কপোতগণ কালের নিয়োগে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। গৃহের শারিকা অপর কোন কলহপ্রিয় পক্ষী দ্বারা পরাজিত ও বিদ্ধ হইয়া অস্ফুট শব্দ পূর্ব্বক পিঞ্জর হইতে পড়িয়া যাইতেছে। মৃগ পক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখী হইয়া রুক্ষ স্বরে রোদন করিতেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণপিঙ্গল মুণ্ডিত বিকটাকার কালপুরুষ প্রত্যেকের গৃহ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। রাজন্! এক্ষণে এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত উপস্থিত, মহাবীর রাম সামান্য মনুষ্য নন, বোধ হয় তিনি মনুষ্যরূপী বিষ্ণু। যিনি মহাসমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন তিনি একটী পরম অদ্ভুত পদার্থ। তুমি গিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি কর এবং তাঁহার

কার্য্য পরীক্ষা করিয়া পরিণামে যাহা শ্রেয়স্কর এইরূপ অনুষ্ঠান কর।

উৎকৃষ্টপৌরুষ মাল্যবান এই বলিয়া রাবণকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাঁহার মন পরীক্ষা করিয়া মৌনী হইলেন।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

তখন মাল্যবানের এই হিতকর বাক্য আসন্নমৃত্যু রাবণের সহ্য হইল না। তিনি ক্রোধভরে ভ্রুকুটী বিস্তার পূর্ব্বক বিঘূর্ণিত নেত্রে কহিতে লাগিলেন, তুমি শত্রুপক্ষকে অধিক বল স্বীকার করিয়া হিতবোধে আমায় রুক্ষভাবে যে অহিতকর কথা কহিলে আমি এরূপ আর কখনও স্বকর্ণে শুনি নাই। যে ব্যক্তি মনুষ্য ও দীন, যে পিতার ত্যজ্য পুত্র, যে বনবাসী, কেবলমাত্র বনের বানর যাহার আশ্রয়, তুমি তাহাকে কিজন্য এত প্রবল জ্ঞান করিতেছ? আর যে ব্যক্তি সমস্ত রাক্ষসের অধীশ্বর, দেবগণের ভয়ঙ্কর, তুমি তাহাকেই বা কিজন্য এত দুর্ব্বল জ্ঞান করিতেছ? আমি মহাবীর, হয় ত এই কারণে আমার প্রতি তোমার বিদ্বেষবুদ্ধি আছে, হয় ত তুমি বিপক্ষের পক্ষপাতী, হয় ত আমার যুদ্ধোৎসাহ বৃদ্ধি করাই তোমার ইচ্ছা; তুমি কোন নিগূঢ় কারণে আমাকে এইরূপ কঠোর কহিতেছ। কিন্তু কোন্ সুপণ্ডিত যুদ্ধে উত্তেজিত করা ব্যতীত সুযোগ্যও পদস্থ প্রভুকে এইরূপ কহিতে পারে? যাহাই হউক, জানকী সাক্ষাৎ পদ্মহীনা লক্ষ্মী, আমি তাঁহাকে অরণ্য হইতে

আনিয়াছি, এক্ষণে কিজন্য রামের ভয়ে তাঁহাকে প্রতিদান করিব। দেখ, রাম দিন কয়েকের মধ্যেই সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত সসৈন্যে বিনষ্ট হইবে। দেবগণ যাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারে না, সেই মহাবীরের আবার কিসের ভয়? এক্ষণে আমি বরং দ্বিখণ্ডে ভগ্ন হইব তথাচ নত হইব না, এই আমার স্বাভাবিক দোষ, স্বভাব অতিক্রম করাও সহজ নয়। যদিচ রাম সমুদ্রবন্ধন করিয়াথাকে তহা ত দৈবাধীন, তদ্বিষয়ে আর বিশেষ বিস্ময় প্রকাশের কি আছে? রাম সসৈন্যে লঙ্কায় উপস্থিত, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি সে প্রাণসত্তে কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইবে না।

তখন মাতামহ মাল্যবান রাবণকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তিনি আর কিছুই উত্তর করিলেন না এবং তাঁহাকে জয়াশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত ইতিকর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক নগররক্ষায় প্রস্তুত হইলেন। তিনি মহাবীর প্রহস্তকে লঙ্কার পূর্ব্ব দ্বারে, মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে দক্ষিণ দ্বারে, এবং মায়াবী ইন্দ্রজিৎকে পশ্চিম দ্বারে নিযুক্ত করিলেন। পরে শুক ও সারণকে উত্তর দ্বার রক্ষায় আদেশ করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন, না, আমিই এই উত্তর দ্বার রক্ষা করিব। পরে তিনি মহাবল বিরূপাক্ষকে কহিলেন, তুমি বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত পুরের মধ্যগুল্ম রক্ষা কর। তৎকালে আসন্নমৃত্যু রাবণ লঙ্কার এইরূপ গুপ্তিবিধান পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন।

অনন্তর মন্ত্রিগণ তাঁহাকে জয়াশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। তিনিও সকলকে বিদায় দিয়া সুসমৃদ্ধ সুপ্রশস্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

এদিকে, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, বিভীষণ, অঙ্গদ, লক্ষ্মণ, শরভ, সবন্ধু সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, কুমুদ, নল, পনস, প্রভৃতি বীরগণ প্রতিপক্ষের অধিকার মধ্যে উপস্থিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণ যাহার রক্ষক ঐ সেই লঙ্কা পুরী দৃষ্ট হইতেছে; অসুর, উরগ ও গন্ধর্ব্বেরাও উহা আক্রমণ করিতে পারে না। যে স্থানে স্বয়ং রাবণ অধিবাস করিতেছেন ঐ সেই লঙ্কা। এক্ষণে আইস, আমরা কার্য্যসিদ্ধি সংকল্প করিয়া পরস্পর মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হই।

তখন বিভীষণ অপশব্দশূন্য সুসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বীরগণ! ইতিপূর্ব্বে আমি অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতি এই চারিটি অমাত্যকে লঙ্কায় প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাঁহারা পক্ষিরূপ প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং শত্রুপক্ষ নগররক্ষায় যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া পুনর্ব্বার আসিয়াছেন। রাম! আমি তাঁহাদের মুখে দুরাত্মা রাবণের যে প্রকার উদ্যোগের কথা শুনিয়াছি এক্ষণে তাহা যথাযথ কহিতেছি শুন। প্রহস্ত

বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া লঙ্কার পূর্ব্ব দ্বার রক্ষা করিতেছে। মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণ দ্বার এবং ইন্দ্রজিৎ পশ্চিম দ্বার রক্ষা করিতেছে। উহার সহিত বহুসংখ্য বীর পট্টিশ, অসি, শরাসন, শূল ও মুদ্গার প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আছে। রাবণ স্বয়ংই উদ্বিগ্ন মনে উত্তর দ্বার রক্ষায় দণ্ডায়মান; বহুসংখ্য রাক্ষস অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সমভিব্যাহারে রহিয়াছে। বিরূপাক্ষ শূলমুদ্গারধারী রাক্ষসসৈন্যে পরিবৃত হইয়া মধ্যম গুল্ম রক্ষা করিতেছে। আমার সচিবগণ স্বচক্ষে এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া পুনরায় উপস্থিত হইয়াছেন। দশ সহস্র হস্ত্যারোহী, অযুত রথী, দুই অযুত অশ্বারোহী এবং কোটি অপেক্ষা অধিক পদাতি প্রতিপক্ষের যুথপতি। তাহারা অত্যন্ত বলবান ও পরাক্রান্ত। রাক্ষসরাজ রাবণ ইহাদিগকে নিয়ত প্রীতিদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রত্যেক রাক্ষসবীর লক্ষ লক্ষ রাক্ষসে বেষ্টিত হন। এই বলিয়া বিভীষণ মন্ত্রিচতুষ্টয়কে দেখাইয়া দিলেন।

অনন্তর তিনি রামের শুভাভিলাষে পুনরায় কহিলেন, রাম! যখন দুরাত্মা রাবণ কুবেরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তখন ষষ্টি লক্ষ রাক্ষস তাহার সহিত নির্গত হইয়াছিল। উহারা তেজ শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য ও দর্পে রাবণেরই অনুরূপ। রাম! ইহাতে তুমি বিষণ্ণ হইও না, আমি রাবণের এইরূপ পরিচয় দিয়া তোমায় কুপিত করিতেছি, ভয় প্রদর্শন করিতেছি না। তুমি স্বশক্তিতে সুরগণকেও নিগ্রহ করিতে পার, এক্ষণে এই সমস্ত সৈন্য লইয়া উৎকৃষ্ট ব্যূহ রচনা কর, রাবণ নিশ্চয়ই তোমার হস্তে বিনষ্ট হইবে।

তখন রাম শত্রুবিনাশে কৃতসংকল্প হইয়া কহিলেন, মহাবীর নীল বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া, লঙ্কার পূর্ব্ব দ্বারে প্রহস্তের প্রতিদ্বন্দ্বী হউন। বালিতনয় অঙ্গদ দক্ষিণ দ্বারে গিয়া মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে আক্রমণ করুন এবং হনুমান পশ্চিম দ্বার নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হউন। আর যে দুরাত্মা দৈত্য, দানব ও ঋষিগণের অপকারক, যে পামর, প্রজাগণের অনিষ্টাচরণ পূর্ব্বক বরদর্পে পর্য্যটন করিয়া থাকে, আমি স্বয়ংই সেই রাবণকে বধ করিবার জন্য প্রস্তুত আছি, অতএব আমি সে যথায় সসৈন্যে অবস্থান করিতেছে, লক্ষ্মণের সহিত সেই উত্তর দ্বার অবরোধ করিব। এবং কপিরাজ সুগ্রীব, জাম্ববান ও বিভীষণ এই তিন জন মধ্য গুল্ম আক্রমণ করুন। এক্ষণে আমাদের পরস্পর এই একটী সঙ্কেত রহিল যে, বানরগণ স্বচিহ্ন ব্যতীত মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিবে না। আর আমরা দুই ভ্রাতা, মিত্র বিভীষণ এবং তাঁহার চারি জন অমাত্য এই সাত জন মনুষ্যরূপেই থাকিব।

ধীমান রাম সিদ্ধিসংকল্পে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, সুবেল শৈলের সুরম্য শিখরে আরোহণার্থ উদ্যত হইলেন এবং বিস্তীর্ণ বানরসৈন্যে সমস্ত ভুবিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া হৃষ্টমনে লঙ্কার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ ।

পরে রাম কপিরাজ সুগ্রীবকে এবং বিধিবিধানবিৎ অনুরাগী ভক্ত বিভীষণকে কহিলেন, আইস, আমরা এই ধাতুশোভিত সুবেল শৈলে আরোহণ করি। আজ এই স্থানে আমাদিগকে রাত্রিবাস করিতে হইবে। যে দুরাচার কেবল মরিবার জন্য আমার পত্নীকে অপহরণ করিয়াছে, যে ব্যক্তি ধর্ম্ম সদাচার ও কুলের কিছুমাত্র অনুরোধ রক্ষা করে না, যে দুষ্ট, নীচ রাক্ষসী বুদ্ধিপ্রভাবে ঐরূপ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, এক্ষণে আইস আমরা এই স্থান হইতে সেই রাবণের বাসভূমি লঙ্কা নিরীক্ষণ করি ।

রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উদ্দেশে রাবণকে এইরূপ কহিতে কহিতে সুবেল পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। মহাবল লক্ষ্মণ সুগ্রীব এবং অমাত্যসহ বিভীষণ শর ও শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সাবধানে উহাঁর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ঐ সমস্ত গিরিচারী বীর, বায়ুবেগে শীঘ্র সুবেল পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক দেখিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণের লঙ্কাপুরী যেন অন্তরীক্ষে নির্ম্মিত, উহার দ্বার সকল প্রকাণ্ড, চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট প্রাচীর, কৃষ্ণকায় রাক্ষসগণ ঐ প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান আছে, বোধ হইতেছে যেন প্রাচীরের উপর অপর একটী প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। তৎকালে বানরগণ ঐ সমস্ত যুদ্ধার্থী রাক্ষসকে দেখিয়া মহা আহ্লাদে সিংহনাদ করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে দিবাকর সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। রজনী উপস্থিত হইল, নভোমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন বিভীষণ রাজাধিরাজ রামকে সাদরে অভিনন্দন করিলেন। রামও লক্ষ্মণের সহিত যূথপতিগণে বেষ্টিত হইয়া সুবেল শৈলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

পর দিন যূথপতিগণ লঙ্কার বন ও উপবন সকল দেখিতে লাগিল। ঐ সমস্ত স্থান সমতল উপদ্রবশূন্য সুরম্য ও বিস্তীর্ণ; বানরগণ তদ্দৃষ্টে যার পর নাই বিস্মিত হইল। উহার কোথাও চম্পক, অশোক, বকুল, শাল ও তমাল। কোথাও বা হিন্তাল, পনস, নাগবীথি, অর্জ্জুন, কদম্ব, সপ্তবর্ণ, তিলক, কর্ণিকার ও পাটল। এই সমস্ত বৃক্ষ বিকসিত পুষ্প, রমণীয় লতাজাল এবং রক্ত ও কোমল পল্লবে শোভিত হইতেছে। বনশ্রেণী সুনীল, প্রত্যেক বৃক্ষ সুগন্ধী ও সুদৃশ্য ফল পুষ্পে অলঙ্কৃত মনুষ্যের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। বন চৈত্ররথ ও নন্দনের অনুরূপ। উহাতে সমস্ত ঋতুশ্রী বিরাজ করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে সুরম্য নির্ঝর। দাত্যূহ, কোযষ্টি, বক, নৃত্যমান ময়ূর ও কোকিলগণের সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। বিহঙ্গেরা উন্মত্ত, ভৃঙ্গেরা গুণ গুণ রবে গান করিতেছে। সমস্ত বৃক্ষ কোকিলে আকুল,

কুররগণ কলকণ্ঠে সকলকে মোহিত করিতেছে। কামরূপী বানরবীরগণ হৃষ্টমনে ঐ সমস্ত বন ও উপবনে প্রবেশ করিল। তৎকালে পুষ্পগন্ধী প্রাণসম বায়ু মৃদুমন্দ বেগে বহিতে লাগিল।

অনন্তর বহুসংখ্য যূথপতি স্ব স্ব যূথ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং কপিরাজ সুগ্রীবের অনুজ্ঞাক্রমে পতাকামণ্ডিত লঙ্কায় প্রবেশ করিতে লাগিল। উহাদের সিংহনাদে লঙ্কার ভূবিভাগ কম্পিত হইয়া উঠিল। পক্ষিগণ ভীত ও মৃগসকল অবসন্ন হইয়া পড়িল। বীরগণের গতিবেগে পৃথিবী যার পর নাই পীড়িত এবং ধূলিপটলে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সিংহ, ভল্লুক, মহিষ, হস্তী, মৃগ ও পক্ষিগণ উহাদের পদশব্দে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ত্রিকূটশৃঙ্গ অত্যুচ্চ অখণ্ডিত ও গগনস্পর্শী; উহা স্বর্ণকান্তি কুসুমাচ্ছন্ন ও চারুদর্শন এবং বিস্তারে শত যোজন, পক্ষীরাও উহার শিখর স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। উহা কার্য্যত দূরে থাক্, মনেরও দুরারোহ। ঐ শিখর অত্যন্ত রমণীয়; রাবণ-রক্ষিত লঙ্কাপুরী তদুপরি নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও বিশ যোজন দীর্ঘ। উহার ধবল-মেঘাকার অত্যুচ্চ পুরদ্বার এবং স্বর্ণরজতনির্ম্মিত প্রাচীর সুরচিত ও সুন্দর। বর্ষাগমে নভোমণ্ডল যেমন মেঘে শোভা পায় তদ্রূপ উহা বিমান ও প্রাসাদে শোভিত হইতেছে। যে প্রাসাদ কৈলাস শিখরাকার ও অত্যুচ্চ, যাহাতে সহস্র সহস্র স্তম্ভ বিরাজিত আছে উহা চৈত্য। উহা পুরের অলঙ্কার-স্বরূপ, বহুসংখ্য রাক্ষস সতত উহা রক্ষা করিতেছে।

লঙ্কা স্বর্ণখচিত ও মনোহর, উহা পর্ব্বতশোভিত ও নানা ধাতু-যুক্ত। মহাবীর রাম ঐ সুসমৃদ্ধ স্বর্গোপম পুরী নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন।

চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম যোজনদ্বয়বিস্তীর্ণ সুবেল পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন এবং তথায় মুহূর্ত্ত কাল অবস্থান পূর্ব্বক ইতস্তত দৃষ্টি-পাত করিবামাত্র সুরম্য ত্রিকুটশৃঙ্গে বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত সুরচিত লঙ্কা পুরী নিরীক্ষণ করিলেন। লঙ্কার পুরদ্বারে স্বয়ং রাক্ষস-রাজ রাবণ দণ্ডায়মান। তাঁহার উভয় পার্শ্বে রাজচিহ্ন শ্বেত চামর, মস্তকে শ্বেতছত্র, সর্ব্বাঙ্গে রক্ত চন্দন, ও রক্ত আভরণ এবং বক্ষঃস্থল ঐরাবতের দণ্ডাঘাতে অঙ্কিত। তিনি নীল নীরদের ন্যায় কৃষ্ণকায়। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র স্বর্ণখচিত, উত্তরীয় শশশোণিতবৎ উজ্জ্বল। তিনি নভোমণ্ডলে সন্ধ্যা-রাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন।

ইত্যবসরে মহাবীর সুগ্রীব রাবণকে দেখিবামাত্র ক্রোধ-বেগে সহসা গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার বল ও উৎসাহ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি পর্ব্বতশিখর হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক লঙ্কার উত্তর দ্বারে লম্ফ প্রদান করিলেন এবং মুহূর্ত্তকাল অবস্থান ও নির্ভয়ে রাক্ষসরাজ রাবণকে নিরী-ক্ষণ পূর্ব্বক অনাদরে কঠোর বাক্যে কহিলেন, রাক্ষস! আমি

সর্ব্বাধিপতি রামের সখা ও দাস, আমি তাঁহার তেজে অনু-গৃহীত, বলিতে কি, আজ আমার হস্তে আর কিছুতেই তোর নিস্তার নাই।

এই বলিয়া সুগ্রীব পুরদ্বার হইতে এক লম্ফে রাবণের উপর পড়িলেন, এবং তাঁহার মস্তক হইতে বিচিত্র কিরীট আকর্ষণ পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। পরে স্বয়ং অব-তীর্ণ হইয়া তাঁহার দিকে ধাবমান হইলেন। তদ্দৃষ্টে রাবণ কহিলেন, দেখ্, তুই আমার পরোক্ষে সুগ্রীব ছিলি, সমক্ষে এখনই ছিন্নগ্রীব হইবি।

এই বলিয়া রাবণ ক্রোধভরে গাত্রোত্থান করিলেন এবং সুগ্রীবকে বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। সুগ্রীব ক্রীড়া-কন্দুকবৎ তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইলেন এবং রাবণকে গ্রহণ পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। উভয়েই গলৎ-ঘর্ম্মকলেবর, উভয়েরই সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা বহিতে লাগিল, উভয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট, উভয়েই শাল্মলী ও কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। কখন মুষ্টি-প্রহার, কখন চপেটাঘাত, পরস্পরের দুর্ব্বিষহরূপ বাহুযুদ্ধ হইতে লাগিল। উহাঁদের বেগ উগ্র, দেহ পুনঃপুনঃ উৎ-ক্ষিপ্ত ও অবনত হইতেছে। ক্রমশঃ পদবিক্ষেপ-ক্রমে উভ-য়েই ভূতলে পতিত হইলেন। পরে আবার উঠিলেন এবং পরস্পরকে পীড়ন পূর্ব্বক প্রাকার ও পরিখার মধ্যে পড়িলেন। শ্রান্তিবশত উভয়েরই ঘনঘন নিশ্বাস বহিতেছে। উভয়ে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া আবার উঠিলেন। উহাঁরা কখন বাহুপাশে পরস্পরকে বেষ্টন করিতেছেন এবং

কখন বা ক্রোধ, বল ও শিক্ষাগুণে প্রমোদিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন। উহাঁরা উদ্ভিন্নদন্ত শার্দ্দূল, সিংহ এবং করি-শাবকের ন্যায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত, উহারা পরস্পর পরস্পরকে বাহুদ্বয়ে আকর্ষণ ও বিক্ষেপ পূর্ব্বক এককালে ভূতলে পতিত হইলেন। পরে পুনর্ব্বার উত্থিত হইলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে ভৎর্সনা করত ব্যায়াম, শিক্ষা ও বলবীর্য্যের উৎসাহে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে উহাঁদের কিছুতেই আর শ্রান্তি বা ক্লান্তি নাই। ঐ দুই মত্ত-মাতঙ্গ-সদৃশ মহাবীর করিশুণ্ডাকার ভুজদণ্ডে পরস্পরকে নিবারণ পূর্ব্বক মণ্ডলগতিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরস্পরের বিনাশসাধনই উহাঁদের লক্ষ্য, দুইটী মার্জ্জার যেমন ভক্ষ্য দ্রব্য লাভার্থ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উপবিষ্ট থাকে উহাঁ-রাও তদ্রূপ। কখন বিচিত্র মণ্ডল,(১) কখন বিবিধ স্থান,(২) কখন গোমূত্রক(৩) গতি, কখন গত প্রত্যাগত, কখন তির্য্যক গতি, কখন বক্রগতি, কখন প্রহারের পরি-মোক্ষ বা ব্যর্থীকরণ, কখন বর্জ্জন, কখন পরিধাবন, কখন

১। মণ্ডল চার প্রকার—চারি, করণ, খণ্ড ও মহামণ্ডল। এক পদে গতির নাম চারি মণ্ডল। দ্বিপদে গতির নাম করণ মণ্ডল, করণ সহ-যোগে খণ্ড মণ্ডল হইবে এবং তিন বা চার খণ্ডে মহামণ্ডল হইবে।

২। পদদ্বয়ের পূর্ব্বাপর বিক্ষেপ ও তির্য্যক বিক্ষেপাদি বিন্যাস বিশে-ষের নাম স্থান। ইহা ছয় প্রকার—বৈষ্ণব, সম্পাদ, বৈশাখ, মণ্ডল, প্রত্যালীঢ় ও অনালীঢ়।

৩। গোমূত্র-রেখাকার কুটিলগতি।

অভিদ্রবণ,(১) কখন আপ্লাবন,(২) কখন সবিগ্রহ অবস্থান,(৩) কখন পরাবৃত্ত,(৪) কখন অপাবৃত্ত,(৫) কখন অপদ্রুত,(৬) কখন অবপ্লুত,(৭) কখন উপন্যাস,(৮) এবং কখন বা অপন্যাস(৯) উহাঁরা এই সমস্ত যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন পুর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মায়াবল প্রয়োগের উপক্রম করিলেন। তখন জিতক্লম সুগ্রীব উহাঁর অভিসন্ধি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া লম্ফ প্রদান পুর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইলেন। রাবণ তাঁহার গতি অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। সুগ্রীবের জয়শ্রী লাভ হইল। তিনি রাবণকে যুদ্ধশ্রমে কাতর করিয়া বায়ুবেগে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামের সমরোৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তৎকালে বৃক্ষ ও মৃগপক্ষিগণও সুগ্রীবকে সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল।

১। অভিদ্রবণ—অভিমুখে শীঘ্র গমন।

২। আপ্লাবন—অল্পে অল্পে গমন।

৩। সবিগ্রহ অবস্থান—যুদ্ধ বাঁধাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকা।

৪। পরাবৃত্ত—পরাঙ্মুখ গমন।

৫। অপাবৃত্ত—পার্শ্ব হইতে সরিয়া যাওয়া।

৬। অপদ্রুত—জানুগ্রহণের নিমিত্ত অবনত দেহে ধাবন।

৭। অবপ্লুত—প্রতিযোদ্ধাকে পাদপ্রহার করিবার জন্য গমন।

৮। উপন্যাস—শত্রু আসিয়া বাহুগ্রহণ না করিতে পারে এ জন্য বুক চিতায়ে থাকা।

৯। অপন্যাস—শত্রুর বাহু গ্রহণ করিবার জন্য স্ববাহু প্রসারণ।

একচত্বারিংশ সর্গ

তখন রাম কপিরাজ সুগ্রীবের সর্ব্বাঙ্গে সুস্পষ্ট যুদ্ধচিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! তুমি আমার সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়াই এইরূপ সাহস করিয়াছিলে কিন্তু এইরূপ সাহসের কার্য্য করা রাজগণের সমুচিত নহে। বীর! তুমি এই সমস্ত সৈন্যকে, বিভীষণকে এবং আমাকে, যার পর নাই ব্যাকুল করিয়া স্বয়ং ক্লেশ ও সাহস স্বীকার করিয়াছিলে। তুমি অতঃপর আর এইরূপ করিও না। দেখ, যদি দৈবাৎ তোমার কোন রূপ ভালমন্দ ঘটে তবে আমার জানকীরে লইয়া কি হইবে। ভরত, কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, অধিক কি, নিজের শরীর লইয়াই বা কি হইবে? বীর! আমি যদিচ তোমার বলবীর্য্য সম্যক জানি, তথাচ তোমার অনুপস্থিতিকালে নিজের মৃত্যুই স্থির করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি রাবণকে পুত্র মিত্রাদির সহিত বিনাশ, বিভীষণকে লঙ্কা রাজ্যে অভিষেক এবং ভরতকে অযোধ্যায় স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং দেহত্যাগ করিব।

তখন সুগ্রীব কহিলেন, সখে! আমি নিজের বলবীর্য্য জ্ঞাত আছি, সুতরাং তোমার ভার্য্যাপহারক দুরাত্মা রাবণকে দেখিয়া বল কিরূপে সহ্য করিয়া থাকি।

অনন্তর রাম সুগ্রীবকে অভিনন্দন পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! আইস, আমরা ফলমূলবহুল বন ও সুশীতল জল আশ্রয় পূর্ব্বক সৈন্য বিভাগ ও ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান

করি। এক্ষণে আমি চতুর্দ্দিকে লোকক্ষয়কর ভীষণ ভয়ের কারণ উপস্থিত দেখিতেছি। অতঃপর বানর, ভল্লূক ও রাক্ষস বিস্তর ক্ষয় হইবে। দেখ, বায়ু উগ্রভাবে বহমান হইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প, পর্ব্বত সশব্দে কম্পিত, ভয়ঙ্কর মেঘ কঠোর গর্জ্জন পূর্ব্বক রক্তবৃষ্টি করিতেছে, সন্ধ্যা রক্তবর্ণ ও ভীষণ, সূর্য্যমণ্ডল হইতে জ্বলন্ত অগ্নি নিঃসৃত হইতেছে, অশুভ মৃগপক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখী হইয়া ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক দীনস্বরে চীৎকার করিতেছে, রজনীর চন্দ্র একান্ত হীনপ্রভ এবং প্রলয়কালের ন্যায় উঁহার একটী কৃষ্ণ ও রক্ত পরিবেষ দৃষ্ট হয়, সূর্য্যমণ্ডলে নীল চিহ্ন এবং উঁহারও একটী হ্রস্ব রুক্ষ প্রশস্ত ও রক্ত পরিবেষ দৃষ্ট হয়; নক্ষত্রগণের গতি আর পূর্ব্ববৎ নাই। বৎস! এক্ষণে এইরূপ দুর্লক্ষণ যেন মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বসূচনা করিতেছে। কাক, শ্যেন ও গৃধ্রগণ নিম্নে নিপতিত হইতেছে। ঐ শৃগালগণের অশুভ তার স্বর। অতঃপর রণভূমি বানর ও রাক্ষসের শেল, শূল ও খড়্গে আবৃত হইয়া রক্ত মাংসময় কর্দ্দমে পূর্ণ হইবে। চল, আজ আমরা বানর-গণের সহিত দুষ্প্রবেশ লঙ্কায় শীঘ্রই গমন করি।

মহাবীর রাম লক্ষ্মণকে এই বলিয়া সত্বর শৈলশিখর হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দুর্দ্ধর্ষ কপিসৈন্য নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাহাদিগকে সুসজ্জিত করিয়া শুভক্ষণে শুভলগ্নে যুদ্ধ-যাত্রায় আদেশ দিলেন। অনন্তর তিনি স্বয়ং শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কার দিকে চলিলেন। সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান, জাম্ববান, নীল ও লক্ষ্মণ তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বশেষে কপিসৈন্য লঙ্কার ভূবিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া চলিল।

ঐ সমস্ত বীর কুঞ্জরাকার; উহাদের হস্তে গিরিশৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড বৃক্ষ। সকলে অনতিবিলম্বে লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। লঙ্কাপুরী পতাকামণ্ডিত প্রাকারশোভিত ও তোরণসজ্জিত; উহা অত্যুচ্চ ও দুরারোহ; উহা সুরগণেরও অধৃষ্য। বানরগণ রামের নিদেশে ঐ পুরী আক্রমণ করিল। নীরাধিপতি বরুণ যেমন সাগরে তদ্রূপ রাবণ উহার উত্তর দ্বারে অবস্থিত আছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সেই শৈলশৃঙ্গবৎ অত্যুচ্চ পুরদ্বার অবরোধ করিলেন। রাম ব্যতীত উহা রক্ষা করা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। দানবগণ যেমন পাতাল পুরী রক্ষা করে, তদ্রূপ অস্ত্রধারী ভীষণ রাক্ষসেরা উহার চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছে। উহা নির্বীর্য্যের ত্রাসজনন। তথায় বীরগণের অস্ত্র ও বর্ম্ম সঞ্চিত রহিয়াছে।

সেনাপতি নীল মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত পূর্ব্বদ্বারে উপস্থিত হইলেন। মহাবল অঙ্গদ, ঋষভ গজ গবয় ও গবাক্ষের সহিত দক্ষিণ দ্বারে গমন করিলেন। মহাবীর হনুমান পশ্চিম দ্বার এবং কপিরাজ সুগ্রীব, প্রজঙ্ঘ তরস ও অন্যান্য বীরের সহিত মধ্যগুল্ম অবরোধ করিলেন। উহাদের গতিবেগ গরুড় ও বায়ুর অনুরূপ। যথায় কপিরাজ সুগ্রীব সেই স্থানে ষট্‌ত্রিংশৎ কোটি বানর গিয়া সমবেত হইল। মহাত্মা বিভীষণ ও লক্ষ্মণ রামের আদেশক্রমে প্রত্যেক দ্বারে কোটি কোটি বানরকে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। সুষেণ ও জাম্ববান অদূরে রামের পশ্চাদ্ভাগে মধ্য গুল্মে অবস্থান করিলেন। বানরগণ দংষ্ট্রাকরাল শার্দ্দূলের ন্যায় ভীষণ, তাহারা বৃক্ষ ও শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিল। উহাদের

নখ ও দন্তই অস্ত্র, মুখ বিকৃত, লাঙ্গূল ক্রোধবশে স্ফীত হইয়া আছে। উহাদের মধ্যে কাহারও বল দশ হস্তীর, কাহারও শত হস্তীর, কাহারও সহস্র হস্তীর, এবং কাহারও বা অসংখ্য হস্তীর অনুরূপ। অনেকেরই বলবীর্য্যের পরিমাণ হয় না। উঁহাদের সমাগম বিচিত্র ও অদ্ভুত। উহাদিগকে দেখিলে উৎপাত কালীন শলভ সমাগমের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। তৎকালে অনেকে আসিতেছে এবং অনেকেই উপস্থিত; বোধ হইল যেন বানরসৈন্য আকাশ আচ্ছন্ন ও পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বানর ও ভল্লুক চতুর্দ্দিক হইতে লঙ্কাদ্বারে আসিতে লাগিল। ত্রিকুট পর্ব্বত সমাগত সমস্ত সৈন্যে সমাবৃত; বানরেরা লঙ্কার চতুর্দ্দিক পর্য্যটন করিতে লাগিল। লঙ্কাপুরী বায়ুর অগম্য, তথাচ উহারা বৃক্ষশিলাহস্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

রাক্ষসগণ ঐ সমস্ত ইন্দ্রবিক্রম মেঘাকার বানরে উৎপীড়িত হইয়া যার পর নাই বিস্মিত হইল। সমুদ্রের সেতু ভেদ হইলে যেমন জলরাশির ভয়ঙ্কর শব্দ হয় তদ্রূপ ঐ সর্ব্বব্যাপী বানরসৈন্যের একটা তুমুল কলরব হইতে লাগিল। লঙ্কাপুরী শৈল কাননের সহিত বিচলিত হইল। বানরসৈন্য রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবের বাহুবলে রক্ষিত হইতেছে উহা সুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর রাম মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং পুনঃপুনঃ কার্য্যনির্ণয় করিতে লাগিলেন। সামাদি চারিটি উপায়ের ক্রমপ্রয়োগ, তৎসাধ্য অর্থ ও তৎপ্রয়োজন তাঁহার অবিদিত নাই। তিনি মনে করিলেন দণ্ডব্যতীত

কার্য্যসিদ্ধি করা রাজধর্ম্ম। পরে বিভীষণের অভিপ্রায় অনুসারে তৎসাধনে উদ্যত হইয়া কুমার অঙ্গদকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সৌম্য! তুমি রাবণের নিকট যাও এবং আমার বাক্যে তাহাকে গিয়া বল, রাক্ষসরাজ! আমরা সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক নির্ভয়ে ও নিরুপদ্রবে লঙ্কা অবরোধ করিয়াছি; তুই হতশ্রী নষ্টৈশ্বর্য্য ও মৃত্যুমোহে উপহত; তোরে বলি, তুই এতকাল মোহ ও গর্ব্বপ্রভাবে ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, নাগ, যক্ষ ও রাজগণকে যে উৎপীড়ন করিয়াছিস্ আজ তোর সেই ব্রহ্মার বরদর্প নিশ্চয়ই চূর্ণ হইল। এক্ষণে আমি ভর্য্যাপহরণ-দুঃখে তোর পক্ষে সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ হইয়া দ্বাররোধ করিয়া আছি। যদি তুই আমার সহিত যুদ্ধ করিস্ তবে নিশ্চয়ই দেবতা, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণের গতিলাভ করিবি। তুই যে বলবীর্য্যে আমাকে অতিক্রম পূর্ব্বক মায়াবলে জানকীরে হরণ করিয়াছিস্ এক্ষণে তাহা প্রদর্শন কর্। রাক্ষস! যদি তুই জানকীরে প্রতিদান পূর্ব্বক আমার শরণাপন্ন না হো'স্ তবে নিশ্চয়ই আমি শাণিত শরে ত্রিলোক রাক্ষসশূন্য করিব। ধর্ম্মশীল বিভীষণ আমার অনুগত, অতঃপর তিনি নিষ্কণ্টকে লঙ্কায় ঐশ্বর্য্য অধিকার করুন। তুই পাপী অনাত্মজ্ঞ, মূর্খেরাই তোর কার্য্যসহায়, তুই অধর্ম্মবলে ক্ষণমাত্রও ঐশ্বর্য্যভোগ করিতে পাইবি না। তুই শৌর্য্য ও ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ কর্, আমার শরে বিনষ্ট হইলে তোর আজন্মসঞ্চিত পাপ ক্ষালন হইয়া যাইবে। বলিতে কি, যদি তুই পক্ষিরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক ত্রিলোক পর্য্যটন করিস্ তথাচ আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে পারিবি না। এক্ষণে

আমি তোরে হিতই কহিতেছি; তুই আপনার ঔর্দ্ধদেহিক দানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান কর্। তোর জীবন আমারই আয়ত্ত। অতঃপর তুই লঙ্কাপুরী আর দেখিতে পাইবি না, এক্ষণে ইচ্ছানুরূপ দেখিয়া ল।

মহাবীর অঙ্গদ এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র সাক্ষাৎ হুতাশনের স্থায় দীপ্ততেজে গগনমার্গে যাত্রা করিলেন। তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া স্থিরভাবে দেখিলেন, রাবণ সচিবগণের সহিত উপবিষ্ট আছেন। তখন অঙ্গদ উহাঁর অদূরে আকাশ হইতে পতিত হইয়া জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহাকে আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে রামের কথা যথাযথ কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি অযোধ্যাধিপতি রামের দূত, কপিরাজ বালির পুত্র, নাম অঙ্গদ; বোধ হয় আমি তোমার অপরিচিত নহি। এক্ষণে মহাবীর রাম তোমাকে কহিয়াছেন, নিষ্ঠুর! তুই বহির্গত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর্ এবং পুরুষ হ। আমি তোরে পুত্র মিত্রের সহিত বিনষ্ট করিয়া ত্রিলোক নিরুদ্বিগ্ন করিব। তুই ঋষিগণের কণ্টক এবং দেব দানব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব ও উরগগণের শত্রু, আজ আমি তোকে উৎসন্নে দিব। তুই যদি আমাকে প্রণিপাত করিয়া জানকী প্রত্যর্পণ না করিস্ তবে নিশ্চয় লঙ্কার ঐশ্বর্য্য বিভীষণেরই হইবে।

অঙ্গদ এইরূপ শ্রুতিকঠোর কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে রাবণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সচিবগণকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, সচিবগণ! তোমরা এখনই ঐ নির্ব্বোধকে ধর এবং উহাকে বধ কর।

তখন চারিজন ভীষণ রাক্ষস রাবণের আদেশমাত্র জ্বলন্ত-অঙ্গারকল্প অঙ্গদকে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিল। মহাবীর অঙ্গদও রাক্ষসগণের সমক্ষে আপনার বলবীর্য্য প্রদর্শনের জন্য গ্রহণের কোনরূপ বিঘ্নাচরণ করিলেন না এবং ঐ পতঙ্গবৎ বাহুসংলগ্ন চারিটি রাক্ষসকে লইয়া অত্যুচ্চ প্রাসাদোপরি লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার উৎপতন-বেগে উহারাও স্খলিত হইয়া রাবণের নিকট পড়িয়া গেল।

অনন্তর অঙ্গদ প্রাসাদ-শিখর শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত দেখিয়া পদভরে আক্রমণ করিলেন। পূর্ব্বে হিমাচল-শৃঙ্গ ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে যেমন চূর্ণ হইয়া ছিল তদ্রূপ ঐ প্রাসাদ-শিখর উহাঁর পদভরে চূর্ণ হইয়া গেল। অঙ্গদ পুনঃপুনঃ স্বনাম কীর্ত্তন ও সিংহনাদ পুর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিলেন এবং রাক্ষস-গণকে ব্যথিত ও বানরদিগকে পুলকিত করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। বানরেরা তাঁহার এই অদ্ভুত বীরকার্য্যে অত্যন্ত প্রীত হইল এবং ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল।

তখন প্রাসাদশিখর চূর্ণ হওয়াতে রাক্ষসরাজ রাবণের যৎপরোনাস্তি ক্রোধ জন্মিল এবং তিনি আপনার মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে জয়ার্থী রাম যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। গিরিকূট-প্রমাণ সুষেণ সুগ্রীবের আদেশে সর্ব্ববৃত্তান্ত সংগ্রহের জন্য কামরূপী বানরে বেষ্টিত হইয়া, চন্দ্র যেমন প্রতি নক্ষত্রে সংক্রমণ করিয়া থাকেন তদ্রূপ লঙ্কার দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বানরসৈন্য লঙ্কায় পরিপুর্ণ এবং উহা আসমুদ্র বিস্তীর্ণ; রাক্ষসেরা এই শত শত অক্ষৌহিণী সেনা নিরীক্ষণ

পূর্ব্বক অতিমাত্র বিস্মিত, অনেকে ভীত হইল এবং অনেকে যুদ্ধহর্ষে পুলকিত হইয়া উঠিল। লঙ্কার প্রাকারোপরি অসংখ্য বানরসৈন্য; রাক্ষসেরা দেখিল উহা যেন বানররূপ উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে। তখন সকলে ভীত হইয়া দীন মনে হাহা-কার করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে তুমুল কোলাহল উপস্থিত; বীর রাক্ষসগণ সুসজ্জিত সৈন্য লইয়া যুগান্ত বায়ুর ন্যায় ইত-স্ততঃ বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসগণ সর্ব্বাধিপতি রাবণের গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল, মহারাজ! রাম সসৈন্যে আসিয়া লঙ্কা অব-রোধ করিয়াছেন। রাবণ এই সংবাদ পাইবামাত্র যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং দ্বিগুণ বিধানে দ্বাররক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে শুনিয়া প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। দেখিলেন, যুদ্ধার্থী অসংখ্য বানরসৈন্যে লঙ্কাপুরী পরিপূর্ণ, বানরগণের ঘনসন্নিবেশে লঙ্কা পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে রাবণ অতি-মাত্র চিন্তিত হইলেন এবং কিরূপে শত্রুবিনাশ করিবেন মনে মনে তাহাই আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বহুক্ষণ ধৈর্য্যের সহিত এই সমস্ত চিন্তা করিয়া রাম ও বানরগণকে দেখিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাম সসৈন্যে ক্রমশঃ প্রাকারের সন্নিহিত হইয়া-ছেন। তিনি দেখিলেন, পুরীর চতুর্দ্দিক রাক্ষসে পরিবৃত ও

সুরক্ষিত। ঐ বীর ধ্বজপতাকাশোভিত লঙ্কা নিরীক্ষণ পুর্ব্বক জানকীর উদ্দেশে দীন মনে কহিলেন, হা! এই স্থানে সেই মৃগলোচনা আমারই জন্য দুঃখ সহিতেছেন। জানকী শোকাকুল এবং অনাহারে কৃশ; ভূমিশয্যাই তাঁহার আশ্রয়। রাম এই ভাবিয়া অতিমাত্র কাতর হইলেন এবং বিলম্ব না করিয়া শত্রুবধে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

অনন্তর বানরগণ যুদ্ধের আদেশ পাইবামাত্র সিংহনাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। প্রত্যেকে মনে করিল, সর্ব্বাগ্রে আমিই যুদ্ধ করিব—আমিই গিরিশৃঙ্গ দ্বারা লঙ্কা চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং আমিই মুষ্টিপ্রহারে সমস্ত নিষ্পিষ্ট করিয়া দিব। এই ভাবিয়া বানরগণ প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ উত্তোলন ও বিবিধ বৃক্ষ উৎপাটন পুর্ব্বক রণক্ষেত্রে দাঁড়াইল। ঐ সময় রাক্ষসরাজ রাবণ প্রাসাদে আরোহণ পুর্ব্বক সৈন্যগণের ব্যূহবিভাগ নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, বানরেরা তাঁহাকে তৃণজ্ঞান করিয়া রামের প্রিয়োদ্দেশে দলে দলে লঙ্কায় প্রবেশ করিতে লাগিল। ঐ সকল স্বর্ণকান্তি বানরের মুখ অরুণবর্ণ, উহারা প্রাণপণে রামের কার্য্যসাধনে উদ্যত। সকলে বৃক্ষশিলা গ্রহণ পুর্ব্বক লঙ্কার অভিমুখে যাইতে লাগিল; মুষ্টি প্রহার ও শিলাঘাতে উহার প্রাচীর ও তোরণ চূর্ণ করিতে লাগিল এবং প্রস্তর তৃণ কাষ্ঠ ও ধূলি দ্বারা স্বচ্ছ-সলিলবাহী পরিখা সকল পুর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোন বীর সহস্র যূথের অধিপতি, কেহ কোটি যূথের এবং কেহ বা শত কোটি যূথের অধিনায়ক। ঐ সমস্ত মাতঙ্গাকার মহাবীরের মধ্যে কেহ কেহ কৈলাসশৃঙ্গতুল্য পুরদ্বার ভগ্ন করিতে উদ্যত, কেহ

কেহ বা প্রাকারাভিমুখে মহাবেগে যাইতেছে, কেহ কেহ ইতস্ততঃ ধাবমান, এবং কেহ কেহ বা বীরনাদে দিগন্ত প্রতি-ধ্বনিত করিতেছে। মহাবীর রামের জয়, লক্ষ্মণের জয়, রাজা সুগ্রীবের জয়; চতুর্দ্দিকে কেবলই এই জয়ধ্বনি। বানরগণ জয় জয় রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রাচীরের দিকে চলিল, বীরবাহু, সুবাহু, অনল ও পনস, ইহারা বহিঃ-প্রাকার ভগ্ন করিয়া তথায় উপনিবিষ্ট হইল।

পরে বানরগণ স্কন্ধাবার স্থাপন করিল। মহাবল কুমুদ দশকোটি সৈন্য লইয়া পূর্ব্বদ্বার অবরোধ করিলেন। বীর প্রসভ ও পনস বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত তাঁহারই সাহায্যে প্রস্তুত রহিল। মহাবীর শতবলি বিংশতি কোটি সৈন্য লইয়া দক্ষিণ দ্বার, তারাপিতা সুষেণ কোটি কোটি সৈন্য লইয়া পশ্চিম দ্বার এবং মহাবীর রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব উত্তর দ্বার অবরোধ করিলেন। মহাকায় গোলাঙ্গুল ও ভীমদর্শন গবাক্ষ কোটি সৈন্যের সহিত রামের পার্শ্ববর্ত্তী হইল। শত্রু-ঘাতী ধূম্র ভীমকোপ কোটি ভল্লুকে পরিবৃত হইয়া রামের অপর পার্শ্ব আশ্রয় করিল। মহাবীর্য্য বিভীষণ গদাহস্তে চারি জন সচিবের সহিত রামের সন্নিহিত হইলেন এবং গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন এই কয়েকটী বীর সমস্ত বানরসৈন্য রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে মহাবেগে ধাবমান হইতে লাগিল।

অনন্তর রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং সৈন্যগণকে শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য অনুজ্ঞা দিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহার এই আদেশ পাইবামাত্র সহসা তুমুল কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত

হইল। চন্দ্রবৎ-পাণ্ডুর-মুখ ভেরী সর্ব্বত্র স্বর্ণদণ্ডযোগে আহত হইতে লাগিল। অসংখ্য শঙ্খ ভীম রাক্ষসগণের মুখমারুতে পূর্ণ হইয়া ঘোর রবে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রাক্ষসেরা শুকপক্ষিবৎ নীল-কলেবর, উহারা মুখসংলগ্ন শঙ্খে বক-পংক্তিযুক্ত জলদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং মহাপ্রলয়ের উচ্ছলিত সমুদ্রের ন্যায় মহাবেগে হৃষ্টমনে নির্গত হইল।

বানরসৈন্য ঘন ঘন সিংহনাদ করিতেছে। উহাদের ভীম রবে মলয় পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত হইল। শঙ্খধ্বনি, দুন্দুভিরব ও সিংহনাদে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সমুদ্র নিনাদিত হইতে লাগিল। হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেসা, রথের ঘর্ঘর রব এবং রাক্ষসগণের পদশব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। রাক্ষসগণ স্ব স্ব বলবীর্য্যের গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত গদা এবং সুতীক্ষ্ণ শূল শক্তি ও পরশু দ্বারা বানরদিগকে প্রহার আরম্ভ করিল। বৃহৎকায় বানরেরাও উহাদিগকে গিরিশৃঙ্গ বৃক্ষ নখ ও দন্ত দ্বারা মহাবেগে আঘাত করিতে লাগিল। বানরগণের মধ্যে কেবল সুগ্রীবের জয় এবং রাক্ষসগণের মধ্যে কেবল রাবণের জয়, চতুর্দ্দিকে কেবলই এই জয় জয় শব্দ। উভয় পক্ষে যোদ্ধারা স্বনাম উল্লেখ পূর্ব্বক স্ব স্ব বীরখ্যাতি প্রচার করিতে লাগিল। ভীম রাক্ষসগণ প্রাকারের উপর এবং বানরগণ নিম্নে ভূপৃষ্ঠে, রাক্ষসেরা বানরদিগকে ভিন্দিপাল ও শূল প্রহার করিতে লাগিল এবং বানরেরাও ক্রোধভরে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উহাদিগকে বাহুবলে নিম্নে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত, রণস্থল রক্ত মাংসের কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়া গেল।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর দুই পক্ষে সৈন্যদর্শনজাত দারুণ ক্রোধ জন্মিল। বীর রাক্ষসেরা স্বর্ণমণ্ডিত অশ্ব, অগ্নিশিখার ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হস্তী ও সূর্য্যসঙ্কাশ রথ লইয়া দশ দিক প্রতিধ্বনিত করত নির্গত হইল। উহাদের সর্ব্বাঙ্গে রুচির বর্ম্ম এবং উহাদের কর্ম্মও লোমহর্ষণ। উহারা প্রত্যেকেই রাবণের জয়শ্রী কামনা করিতেছে। বানরসৈন্য জয়লাভার্থ উহাদিগের অভিমুখে মহাবেগে চলিল। দুই পক্ষে তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত। অন্ধকাসুর যেমন ভগবান ব্যোমকেশের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল সেইরূপ মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্দ্ধর্ষ সম্পাতি প্রজঙ্ঘের সহিত এবং হনুমান জম্বুমালির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। প্রচণ্ডকোপ বিভীষণ বেগবান শত্রুঘ্নের সহিত, মহাবীর গজ তপনের সহিত, তেজস্বী নীল নিকুম্ভের সহিত, সুগ্রীব প্রঘসের সহিত এবং লক্ষ্মণ বিরূপাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, মিত্রঘ্ন ও যজ্ঞকোপ ইহারা রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বজ্রমুষ্টি মৈন্দের সহিত, অশনিপ্রভ দ্বিবিদের সহিত, ভীষণ প্রতপন নলের সহিত, এবং বলবান সুষেণ বিদ্যুন্মালীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে দুই পক্ষে

তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত। রাক্ষস ও বানরগণের দেহ হইতে শোণিত-নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। কেশজাল ঐ নদীর শাদ্বল এবং দেহ কাষ্ঠরাশি। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্র যেমন বজ্রপ্রহার করেন সেইরূপ অঙ্গদকে লক্ষ্য করিয়া এক গদা প্রহার করিলেন। অঙ্গদও তৎক্ষণাৎ তন্নিক্ষিপ্ত গদা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার স্বর্ণখচিত রথ অশ্ব ও সারথি চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। প্রজঙ্ঘ সম্পাতিকে তিন শরে বিদ্ধ করিল। মহাবীর অশ্বকর্ণ প্রজঙ্ঘকে বিনাশ করিলেন। রথারূঢ় জম্বুমালী ক্রোধভরে হনুমানের বক্ষে শক্তি নিক্ষেপ করিল। মহাবীর হনুমান তাঁহার রথে লম্ফপ্রদান পুর্ব্বক চপেটাঘাতে রথ চূর্ণ এবং তাহাকেও বিনষ্ট করিলেন। প্রতপন সিংহনাদ পুর্ব্বক নলের অভিমুখে ধাবমান হইল, এবং তাঁহাকে ক্ষিপ্রহস্তে শরবিদ্ধ করিতে লাগিল। নলও তৎক্ষণাৎ তাহার চক্ষু উৎপাটন পুর্ব্বক তাহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিলেন। তৎকালে মহাবীর প্রঘস যেন রণস্থলে বানরগণকে গ্রাস করিতেছিল, সুগ্রীব তাহাকে মহাবেগে সপ্তপর্ণ বৃক্ষ প্রহার পুর্ব্বক বিনাশ করিলেন। লক্ষ্মণ ভীমদর্শন বিরূপাক্ষকে শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া পরিশেষে একমাত্র শরে সমরশায়ী করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, মিত্রঘ্ন ও যজ্ঞকোপ রামকে অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিতেছিল, রাম প্রদীপ্ত শরনিকরে ঐ চারিটি রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিলেন। বজ্রমুষ্টি মৈন্দের মুষ্টিপ্রহারে নিহত হইয়া তৎক্ষণাৎ সুরবিমানের ন্যায় অশ্ব ও রথের সহিত ভূতলে পতিত হইল। সূর্য্য যেমন রশ্মিদ্বারা জলদজাল ভেদ করেন সেইরূপ

নিকুম্ভ নীলাঞ্জনতুল্য নীলকে সুতীক্ষ্ণ শরে ভেদ করিতেছিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে নীলের প্রতি শত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক হাস্য করিতে লাগিল। নীল রথচক্র দ্বারা সারথির সহিত তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। বজ্রমুষ্টি দ্বিবিদ রাক্ষসগণের সমক্ষে অশনিপ্রভকে লক্ষ্য করিয়া এক গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিল। অশনিপ্রভও ঐ বানরকে বজ্রসঙ্কাশ শরে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিল। তখন দ্বিবিদ শরবিদ্ধ হইয়া অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং শাল বৃক্ষ দ্বারা তাহাকে রথ ও অশ্বের সহিত চূর্ণ করিয়া ফেলিল। বিদ্যুন্মালী স্বর্ণখচিত শর দ্বারা সুষেণকে প্রহার পূর্ব্বক বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিল। সুষেণ এক প্রকাণ্ড শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার রথ চূর্ণ করিলেন। রথ চূর্ণ হইবামাত্র বিদ্যুন্মালী তৎক্ষণাৎ গদাহস্তে ভূতলে অবতীর্ণ হইল। সুষেণও অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক উহাকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। ইত্যবসরে বিদ্যুন্মালী উহাঁর বক্ষে গদা প্রহার করিল। সুষেণ ঐ ভীষণ গদাঘাত তুচ্ছ করিয়া নিঃশব্দে উহার বক্ষঃস্থলে শিলা নিক্ষেপ করিলেন। তখন বিদ্যুন্মালী শিলাখণ্ড দ্বারা আহত হইয়া চূর্ণহৃদয়ে সমরাঙ্গনে শয়ন করিল। এইরূপে রাক্ষসেরা দেবগণের হস্তে দৈত্যের ন্যায় ঐ সমস্ত বানরবীর দ্বারা দ্বন্দ্বযুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। রণস্থল ভল্ল, গদা, শক্তি, তোমর, শর, বিপর্য্যস্ত রথ, সাংগ্রামিক অশ্ব, নিহত হস্তী, ভগ্ন বিক্ষিপ্ত চক্র, অক্ষ, যুগ, দণ্ড এবং বানর ও রাক্ষসের খণ্ডিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিল।

চতুর্দ্দিকে শৃগাল ও কুক্কুর সকল ধাবমান; বানর ও রাক্ষসগণের কবন্ধ উত্থিত হইতে লাগিল। তখন রাক্ষসগণ শোণিতগন্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া পুনর্ব্বার ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং তৎকালে কেবল রাত্রিকাল অপেক্ষা করিতে লাগিল।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ

অনন্তর সূর্য্যাস্ত হইল; প্রাণহারিণী রাত্রি উপস্থিত। জাতবৈর জয়ার্থী বানর ও রাক্ষসের নিশাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিকে ঘোরতর অন্ধকার, তুই বানর, তুই রাক্ষস, এই বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। মার্, বিদীর্ণ কর্, আয়্, পলাস্ কেন, সৈন্যমধ্যে কেবলই এইরূপ তুমুল শব্দ। একে গাঢ় অন্ধকার, তাহাতে রাক্ষসেরা কৃষ্ণবর্ণ ও স্বর্ণকবচধারী; সুতরাং উহারা প্রদীপ্ত-ওষধি-যুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল।

অনন্তর উহারা ক্রোধে অধীর হইয়া বানরগণকে ভক্ষণ পূর্ব্বক মহাবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। বানরেরাও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক স্বর্ণসজ্জিত অশ্ব ও ভুজঙ্গাকার ধ্বজদণ্ড তীক্ষ্ণ দন্তে খণ্ড খণ্ড করিতে আরম্ভ করিল; হস্তী, হস্ত্যারোহী ও ধ্বজপতাকামণ্ডিত রথ আকর্ষণ ও দংশন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং ক্ষণমধ্যে ঐ সমস্ত রাক্ষসকে ক্ষুভিত করিয়া তুলিল। রাম ও লক্ষ্মণ ভুজঙ্গাকার শরে দৃশ্য ও অদৃশ্য রাক্ষসকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অশ্বক্ষুরোদ্ধৃত

রথচক্রসমুত্থিত ধূলি যোদ্ধাদিগের নেত্র ও কর্ণ রোধ করিয়া ফেলিল। ভয়ঙ্কর শোণিতনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব ও শঙ্খের ধ্বনি, রথচক্রের ঘর্ঘর রব, অশ্বের হ্রেষা, নিক্ষিপ্ত শস্ত্রের শন শন শব্দ এবং বানর ও রাক্ষসের কলরবে সর্ব্বত্র একটা তুমুল হইয়া উঠিল। রণস্থলে কোথাও নিহত বানর, কোথাও পতিত পর্ব্বতপ্রমাণ রাক্ষস এবং কোথাও বা শক্তি শূল ও পরশু; উহার সর্ব্বত্র রক্তের কর্দ্দম, উহা নিতান্ত দুর্জ্জেয় ও একান্ত দুর্নিবেশ। ফলত ঐ বীরঘাতিনী ঘোরা রাত্রি তৎকালে কালরাত্রির ন্যায় একান্ত দুরতিক্রমণীয় হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে রাক্ষসেরা অনবরত শর বর্ষণ পূর্ব্বক হৃষ্ট মনে রামের অভিমুখে চলিল। উহারা ক্রোধভরে পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিল। উহাদের ঘোর নিনাদ প্রলয়কালীন সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় বোধ হইল। রাম যজ্ঞশত্রু, মহাপার্শ্ব, মহোদর, বজ্রদংষ্ট্র, শুক ও সারণ এই ছয় জন রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া নিমেষমাত্রে প্রদীপ্ত ছয়টি শর নিক্ষেপ করিলেন। উহারা রামের শরে বিদ্ধমর্ম্ম হইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। উহাদের কেবল প্রাণমাত্র অবশিষ্ট। মহারথ রাম জ্বলন্ত অগ্নিকল্প শরজালে তৎক্ষণাৎ দিক বিদিক নির্ম্মল করিয়া দিলেন। যে সমস্ত রাক্ষস তাঁহার সম্মুখে ছিল তাহারা বহ্নিমুখপ্রবিষ্ট পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে চতুর্দ্দিকে প্রক্ষিপ্ত স্বর্ণপুঙ্খ শরে ঐ রাত্রি খদ্যোত-চিহ্নিত শারদীয় রজনীর ন্যায় অনুমিত হইল। যুদ্ধরাত্রি একেই ত ঘোর, তাহাতে রাক্ষসগণের সিংহনাদ ও ভেরীরবে

আরও ঘোর হইয়া উঠিল। যুদ্ধের কোলাহল চতুর্দ্দিকে বর্দ্ধিত হইতেছে, তদ্দ্বারা গহ্বরবহুল ত্রিকুট পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন বাক্যালাপ আরম্ভ করিল। দীর্ঘাকার কৃষ্ণকায় গোলাঙ্গূলগণ বাহুবেষ্টনে রাক্ষসগণকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিতে লাগিল।

এদিকে অঙ্গদ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হইল, তিনি রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহা কষ্টে তথায় অন্তর্ধান করিলেন। তখন দেবতা ও ঋষিগণ অঙ্গদের এই অদ্ভুত বীরকার্য্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণের আর হর্ষের পরিসীমা রহিল না। ইন্দ্রজিতের যুদ্ধপ্রভাব সকলেই জানিত, তাঁহার পরাজয়ে সকলেই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল। বিভীষণ, সুগ্রীব ও অন্যান্য বানর-বীরগণ অঙ্গদকে বারংবার সাধুবাদ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পাপস্বভাব ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদের হস্তে পরাস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল। সে ব্রহ্মার বরে গর্ব্বিত এবং মায়াপ্রভাবে অদৃশ্য, তৎকালে বজ্রকল্প সুশাণিত শর অনবরত নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং রাম ও লক্ষ্মণকে ঘোর নাগাস্ত্রে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে কূটযোধী, সে ঐ দুই ভ্রাতাকে ক্ষণকাল মধ্যে বিমোহিত করিয়া ফেলিল। সম্মুখযুদ্ধে উহাঁদিগকে পরাভূত করা নিতান্ত দুষ্কর; ইন্দ্রজিৎ মায়াবল প্রয়োগ পূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে উহাঁদিগকে অবসন্ন করিতে লাগিল।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম ইন্দ্রজিতকে অনুসন্ধান করিবার জন্য সুষেণের দুই দায়াদ, নীল, অঙ্গদ, শরভ, দ্বিবিদ, হনুমান, সানুপ্রস্থ, ঋষভ ও ঋষভস্কন্ধ এই দশ জন যূথপতিকে আদেশ করিলেন। যূথপতিগণ রামের এই আদেশ পাইবামাত্র অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং ভীষণ বৃক্ষ উত্তোলন পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের অনুসন্ধানার্থ আকাশের চতুর্দ্দিকে মহাবেগে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রজিৎও দিব্যাস্ত্রজালে ঐ সমস্ত বানরের গতিবেগ নিবারণ করিতে লাগিলেন। যূথপতিগণ তন্নিক্ষিপ্ত নারাচাস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিলেন। ইন্দ্রজিৎ মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় গাঢ় তিমিরে অদৃশ্য; তাঁহারা উহাঁকে কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না।

তখন ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণকে নাগাস্ত্রে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ দুই বীরের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল এবং ব্রণমুখ হইতে অনর্গল রুধিরধারা বহিতে লাগিল। উহাঁরা কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন। ইত্যবসরে কজ্জলবৎ-কৃষ্ণকায় রক্তপ্রান্ত-নেত্র ইন্দ্রজিৎ প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে কহিলেন, দেখ তোমাদের কথা দূরে থাক, আমি যুদ্ধকালে যখন মায়াবলে তিরোহিত হই তখন সুররাজ ইন্দ্রও আমাকে দেখিতে পান না; প্রাপ্ত হওয়া ত স্বতন্ত্র। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে কঙ্কপত্রশোভিত শরে অতিমাত্র বিদ্ধ করিয়াছি, অতঃপর রোষভরে এখনই যমালয়ে প্রেরণ করিব।

এই বলিয়া মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে শরবিদ্ধ করিয়া মহাহর্ষে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরে প্রকাণ্ড শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভীষণ শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং উহাঁদের মর্ম্মভেদ করিয়া পুনঃপুনঃ সিংহ-নাদ করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছেন, উহাঁরা নিমেষমধ্যে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না উহাঁদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। উহাঁরা রজ্জুমুক্ত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় কম্পিত কলেবরে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। উহাঁদের দেহ হইতে বিলক্ষণ রক্তস্রাব হইতেছে, উহাঁরা নাগপাশে নিতান্ত পীড়িত, বলিতে কি, তৎকালে উহাঁদের দেহে এক অঙ্গুলি স্থানও শরবিদ্ধ হইতে অবশিষ্ট নাই। সর্ব্বপ্রথমে রাম শরনিকরে বিদ্ধমর্ম্ম হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ইন্দ্রজিতের শর রুক্মপুঙ্খযুক্ত ও স্বচ্ছমুখ; উহা যখন যায় তখন নভোমণ্ডলে উড্ডীন ধূলিজালবৎ সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন করিয়া যায়। রাম নারাচ, অর্দ্ধনারাচ, ভল্ল, অঞ্জলিক, বৎসদন্ত, সিংহদংষ্ট্র ও ক্ষুর দ্বারা আহত হইয়া জ্যাশূন্য কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীর-শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার মুষ্টি গ্রহণের আর সামর্থ্য রহিল না। তদ্দৃষ্টে লক্ষ্মণ প্রাণরক্ষায় সম্পূর্ণ হতাশ হইলেন। কমললোচন রাম অন্যের শরণ্য, লক্ষ্মণ তাঁহাকে ধরাতলে শয়ান দেখিয়া যার পর নাই শোকাকুল হইলেন। বানরেরাও অতিমাত্র সন্তপ্ত হইল, এবং রামকে বেষ্টন পূর্ব্বক জলধারাকুল লোচনে রোদন করিতে লাগিল।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

বানরগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া আকাশ ও পৃথিবী নিরীক্ষণ করিতেছিল, রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ, ইত্যবসরে সুগ্রীব ও বিভীষণ তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে নীল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, সুষেণ, কুমুদ, অঙ্গদ ও হনুমান ইহাঁরাও শীঘ্র তথায় আগমন করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ শরবিদ্ধ ও নিশ্চেষ্ট, তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ শোণিতে লিপ্ত, নিশ্বাস মন্দ মন্দ বহিতেছে, তাঁহারা শরশয্যায় স্তব্ধভাবে শয়ান, হীনবিক্রম ভুজঙ্গের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া মৃদু মৃদু নিশ্বাস ফেলিতেছেন। ঐ দুই মহাবীর রক্তাক্ত দেহে হেমময় ধ্বজদণ্ডের ন্যায় পড়িয়া আছেন, যূথপতিগণ জলধারাকুল লোচনে উহাঁদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে। তদ্দৃষ্টে বিভীষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বীরগণ অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন। তৎকালে বানরেরা ইন্দ্রজিতের অনুসন্ধান পাইবার প্রত্যাশায় মুহুর্মুহু চতুর্দ্দিক ও আকাশ নিরীক্ষণ করিতেছিল, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে প্রচ্ছন্ন, বানরেরা কিছুতেই তাহাকে দেখিতে পাইল না। মহাবীর বিভীষণ মায়াবিদ্যা জানিতেন। তিনিই কেবল মায়াপ্রভাবে তাঁহাকে সম্মুখস্থ দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রজিতের বীরকার্য্য তুলনারহিত এবং যুদ্ধে কেহই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না। বিভীষণই কেবল অন্বেষণপ্রসঙ্গে তাঁহার দর্শন পাইলেন।

অনন্তর তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে শরশয্যায় শয়ান দেখিয়া স্বীয় বীর-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলেন এবং

প্রীতমনে রাক্ষসগণকে পুলকিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেখ, যাহারা খর ও দূষণকে বিনাশ করিয়াছে এক্ষণে সেই দুই ব্যক্তি আমার শরে বিনষ্ট হইল। ইহারা এই নাগপাশ-বন্ধন কিছুতেই ছেদন করিতে পারিবে না। সমস্ত ঋষি ও সুরাসুর সমবেত হইলেও আজ ইহাদের এই নাগপাশ হইতে মুক্তি নাই। আমার পিতা যে ভয়ে শোক ও চিন্তায় কাতর ছিলেন, তিনি যে ভয়ে শয্যা স্পর্শ না করিয়াই রাত্রিযাপন করিতেন, যে ভয়ে লঙ্কার সমস্ত লোক বর্ষানদীর ন্যায় অত্যন্ত আকুল ছিল, আজ আমি সেই মূলহর অনর্থ এক-কালে নষ্ট করিলাম। এখন শত্রুগণের বলবিক্রম শরৎকালীন মেঘের ন্যায় নিষ্ফল হইল।

এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ যূথপতি বানরদিগকে লক্ষ্য করিয়া শর প্রহার করিতে লাগিলেন। তিনি নীলের প্রতি নয় শর এবং মৈন্দ ও দ্বিবিদের প্রতি তিন তিন শর নিক্ষেপ করি-লেন। পরে এক শরে জাম্ববানের বক্ষ বিদ্ধ করিয়া হনুমানের প্রতি দশ শর প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর গবাক্ষ ও শরভকে দুই দুই শরে বিদ্ধ করিয়া মহাবেগে গোলাঙ্গূলেশ্বর ও অঙ্গদের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ বীর অগ্নিশিখা-কার শরে বানরবীরগণকে এইরূপে ভেদ করিয়া ঘন ঘন সিংহনাদ আরম্ভ করিলেন এবং বানরগণকে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক অট্ট হাস্যে রাক্ষসদিগকে কহিলেন, বীরগণ! ঐ দেখ, আমি রাম ও লক্ষ্মণকে ঘোর নাগপাশে বন্ধন করিয়াছি। এখন উহারা হতচেতন ও নিশ্চেষ্ট।

তখন কূটযোধী রাক্ষসেরা ইন্দ্রজিতের এই অদ্ভুত কার্য্য

দর্শনে বিস্মিত ও হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ নিস্পন্দ ও নিরুচ্ছ্বাস হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা উহাঁদিগকে বিনষ্ট বোধ করিল এবং ইন্দ্রজিৎকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিল। পরে ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণকে পুলকিত করিয়া মহা হর্ষে পুরপ্রবেশ করিলেন।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ শরবিদ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার নেত্রযুগল আকুল এবং মুখ অশ্রুজলে সিক্ত। তদ্দৃষ্টে বিভীষণ তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, সুগ্রীব! ভীত হইও না, বাষ্পবেগ সম্বরণ কর, যুদ্ধ প্রায়ই এই প্রণালীতে হইয়া থাকে, জয়লাভ কদাচই নিত্য ও নিয়ত হয় না। এক্ষণে যদি আমাদের অদৃষ্টবল থাকে ত এই দুই বীর এখনই মোহমুক্ত হইবেন। তুমি আশ্বস্ত হও, আমি অনাথ, আমাকেও আশ্বাস দাও।

বিভীষণ এই বলিয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নেত্রযুগল জলার্দ্র হস্তে মার্জ্জিত করিয়া দিলেন। পরে এক গণ্ডূষ জল বিদ্যাবলে মন্ত্রপূত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার দুইটী নেত্র প্রক্ষালন করিলেন এবং স্বহস্তে তাঁহার মুখমার্জ্জন পূর্ব্বক প্রকৃত অবসরে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন, কপিরাজ! এখন শোকবেগ সংবরণ কর। এই সঙ্কটকালে অতিস্নেহও মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। তুমি এই কার্য্যনাশক চিত্তবৈকল্য দূর কর। রামের সম্মুখস্থ এই সমস্ত সৈন্য ভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়াছে, ইহাদের শুভচিন্তা করা তোমার আবশ্যক। অথবা যতক্ষণ রাম এইরূপ বিচেতন থাকিবেন তাবৎ তুমি উহাঁকে

রক্ষা কর। ইনি ও লক্ষ্মণ উভয়ে সংজ্ঞা লাভ করিলে আমরা নিশ্চিন্ত হইব। দেখ, এইরূপ অবস্থা ত রামের পক্ষে কিছুই নয়, লক্ষণ দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হয় ইনি কদাচ মরিবেন না; যে শ্রী মৃত লোকের দুর্লভ, ইহাঁর সর্ব্বশরীরে তাহা কিছুই পরিহীন হয় নাই। সুগ্রীব! শান্ত হও, এবং স্বীয় সৈন্য-গণকে আশ্বস্ত কর। আমিও সমস্ত সৈন্যকে পুনরায় সুস্থির করিতেছি। ঐ দেখ, বানরগণ ভয়বিস্ফারিত নেত্রে পরস্পর কর্ণে কর্ণে কি বলাবলি করিতেছে। এক্ষণে ইহারা ভুক্ত-পুর্ব্ব মাল্যের ন্যায় ভয় দূর করিয়া ফেলুক। বিভীষণ সুগ্রী-বকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া ছিন্ন ভিন্ন পলায়মান সৈন্যগণকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

এদিকে মায়াবী ইন্দ্রজিৎ সসৈন্যে লঙ্কা প্রবেশ করিলেন এবং রাক্ষসরাজ রাবণের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত পুর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! রাম ও লক্ষ্মণ বিনষ্ট হইয়াছে।

রাবণ এই প্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র গাত্রোত্থান পুর্ব্বক হৃষ্টমনে ইন্দ্রজিৎকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আনুপুর্ব্বিক সমস্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন।

তখন ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া যেরূপ নিষ্প্রভ ও নিশ্চেষ্ট করিয়াছেন রাবণকে তাহা জ্ঞাপন করিলেন। রাবণ যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। রামের ভয় তাঁহার বিদূরিত হইয়া গেল। তিনি হৃষ্টবাক্যে বারংবার ইন্দ্রজিৎকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

বানরগণ রামকে বেষ্টন পূর্ব্বক রক্ষা করিতেছে। মহাবীর হনুমান, অঙ্গদ, নীল, কুমুদ, সুষেণ, নল, গজ, গবাক্ষ, পনস, সানুপ্রস্থ, জাম্ববান, ঋষভ, সুন্দ, রম্ভ, শতবলি ও পৃথু, ইহাঁরা যত্নের সহিত রামকে রক্ষা করিতেছেন। বহুসংখ্য সৈন্য বৃক্ষ উত্তোলন পূর্ব্বক তথায় দণ্ডায়মান আছে। উহারা চতুর্দ্দিক ও আকাশ ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতেছে এবং একটী মাত্র তৃণ নড়িলেও রাক্ষস বলিয়া অনুমান করিতেছে।

এদিকে রাবণ ইন্দ্রজিৎকে বিদায় করিয়া, হৃষ্টমনে সীতা-রক্ষক রাক্ষসীগণকে আহ্বান করিলেন। ত্রিজটা প্রভৃতি রাক্ষসীরা তাঁহার আদেশে শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইল। রাবণ পুলকিত মনে উহাদিগকে কহিলেন, রাক্ষসীগণ! তোমরা এক্ষণে জানকীরে গিয়া বল, মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়াছেন। আর তাহারে একবার পুষ্পক রথে লইয়া রণস্থলে ঐ দুই জনকে দেখাইয়া আন। জানকী যাহার আশ্রয়গর্ব্বে আমার প্রতি এতদিন বিমুখ হইয়া আছে, তাহার সেই ভর্ত্তা রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। এখন রামের আশা তাহার আর নাই এবং রামের শঙ্কাও তাহার আর নাই, এখন সে নিরুদ্বেগে সুবেশে আমার হইবে; আজ সে অগত্যা আমারই হইবে।

তখন রাক্ষসীগণ পুষ্পক রথ লইয়া অশোক বনবাসিনী সীতার নিকট গমন করিল। সীতা ভর্ত্তৃশোকে পরাজিত;

রাক্ষসীগণ তাঁহাকে লইয়া পুষ্পকে আরোহণ পূর্ব্বক ধ্বজ-পতাকাশোভিত লঙ্কায় বিচরণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যেই রাম ও লক্ষ্মণের মৃত্যুসংবাদ লঙ্কার দ্বারে দ্বারে প্রচার হইয়া উঠিল।

অনন্তর জানকী ত্রিজটার সহিত রণস্থলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বানরসৈন্য বিনষ্ট এবং রাক্ষসেরা একান্ত হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া আছে। দেখিলেন, বানরবীরেরা দুঃখে কাতর হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের পার্শ্বে উপবিষ্ট এবং রাম ও লক্ষ্মণ অচৈ-তন্য হইয়া শরশয্যায় পতিত আছেন। তাঁহাদের বর্ম্ম ছিন্ন-ভিন্ন; শরাসন বিক্ষিপ্ত এবং সর্ব্বাঙ্গ শরবিদ্ধ। তৎকালে তাঁহারা যেন কেবল শরময় হইয়া আছেন। জানকী ঐ দুই পুণ্ডরীকলোচন বীরকে কুমারের ন্যায় বীরশয্যায় শয়ান দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং উহাঁদিগকে ধূলিতে লুণ্ঠিত দেখিয়া জলধারাকুললোচনে করুণ কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর জানকী শোকাকুল হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা! দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা আমায় কহিতেন তুমি অবিধবা ও পুত্রবতী হইবে, আজ রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত জ্ঞানীর কথা মিথ্যা হইল। তাঁহারা আমায় কহিতেন তুমি যজ্ঞশীল রাজার মহিষী হইবে, আজ রাম বিনষ্ট হওয়াতে

সেই সমস্ত জ্ঞানীর কথা মিথ্যা হইল। তাঁহারা আমায় কহিতেন তুমি বীর রাজগণের পত্নীমধ্যে অগ্রগণ্য হইয়া থাকিবে, আজ রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত জ্ঞানীর কথা মিথ্যা হইল। কুলস্ত্রীরা যে লক্ষণে রাজ্যেশ্বর স্বামীর সহিত অধিরাজ্যে অভিষিক্ত হন, আমার করচরণে সেই পদ্মচিহ্ন বিদ্যমান। দুর্ভাগা স্ত্রী যে সমস্ত দুর্লক্ষণে বিধবা হয়, বলিতে কি, আমার তাহা কিছুই নাই; কিন্তু সুলক্ষণ সত্ত্বেও আজ আমার সকলই মিথ্যা হইল। সামুদ্রিক শাস্ত্রে কহে, যদি স্ত্রীলোকের করচরণে পদ্মচিহ্ন থাকে তবে তাহার ফল অব্যর্থ, কিন্তু রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত শাস্ত্র ও লক্ষণ মিথ্যা হইল! আমার কেশপাশ সূক্ষ্ম, সম ও নীল; ভ্রূযুগল পরস্পরবিশ্লিষ্ট; জঙ্ঘা রোমশূন্য ও গোলাকার; দন্তপংক্তি ঘন ও সংশ্লিষ্ট; ললাট ঈষৎ উচ্চ; নেত্র, হস্ত পদ, গুল্ফ ও উরু সমপ্রমাণ; অঙ্গুলিদল স্নিগ্ধ সমমধ্য ও যবরেখায় অঙ্কিত; নখর গোলাকার, স্তনদ্বয় নিবিড় ও কঠিন, চুচুক নিমগ্ন; নাভি মধ্যে নিম্ন ও পার্শ্বে উন্নত; বক্ষ উচ্চ; বর্ণ মণিবৎ উজ্জ্বল; গাত্রলোম কোমল; এবং হাস্য মৃদুমন্দ; এই সমস্ত চিহ্ন স্ত্রীলক্ষণজ্ঞেরা আমায় সুলক্ষণা বলিত। জ্যোতিঃশাস্ত্রনিপুণ ব্রাহ্মণগণও কহিতেন, আমি রাজরাজেশ্বরের সহিত রাজ্যে অভিষিক্ত হইব, এখন সে সমস্তই মিথ্যা হইল। হা! এই দুই ভ্রাতা জনস্থানের কণ্টক দূর করিলেন, আমার বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিলেন এবং মহাসমুদ্র পার হইলেন; এই সমস্ত দুষ্করসাধন করিয়া পরিশেষে কি গোষ্পদে বিনষ্ট হইলেন! এই দুই বীর বারুণ, আগ্নেয়, ঐন্দ্র ও ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র

অধিকার করিয়াছেন; ইহাঁরা সঙ্কটকালে সেই সকল অস্ত্র কেন স্মরণ করিলেন না। এই দুই বীর এই অনাথার নাথ, হা! ইন্দ্রজিৎ কেবল মায়াবলে অদৃশ্য হইয়াই ইহাঁদিগকে বিনাশ করিয়াছে। শত্রু যদি মনোবৎ বেগগামী হয় তথাচ রামের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ লইয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না। কালের পক্ষে অতিভার কিছুই নাই, কৃতান্ত একান্ত দুর্নিবার, নচেৎ রাম ও লক্ষ্মণ কদাচ বিনষ্ট হইতেন না। এক্ষণে আমি ইহাঁদের জন্য শোকাকুল নহি, জননীর জন্যও শোক করি না, কেবল শ্বশ্রূর জন্যই আমার দুঃখ। তিনি কেবলই ভাবিতেছেন, হা! কবে আমি জানকীর সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত দেখিতে পাইব।

তখন রাক্ষসী ত্রিজটা জানকীরে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া কহিতে লাগিল, দেবি! তুমি বিষণ্ণ হইও না, তোমার ভর্ত্তা রাম জীবিত আছেন, আমি যে জন্য এইরূপ কহিতেছি তাহার উপযুক্ত কারণ শুন। ঐ দেখ, যোদ্ধাদিগের মুখ কোপাকুলিত ও হর্ষে একান্ত উৎসুক। যদি অধিনায়ক রাম বিনষ্ট হইতেন তাহা হইলে উহাদের ঐরূপ ভাব কদাচই দৃষ্ট হইত না এবং এই দিব্যবিমান পুষ্পকও তোমাকে ধারণ করিত না। আমি প্রীতিপূর্ব্বক তোমাকে কহিতেছি, রাম বিনষ্ট হইলে বানরসৈন্য এইরূপ নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিত না। ইহারা এতক্ষণে কর্ণধারশূন্য নৌকার ন্যায় নিরুৎসাহে ভ্রমণ করিত। অতএব তুমি আশ্বস্ত হও; আমি সুখকর অনুমানে বুঝিতেছি, রাম ও লক্ষ্মণ বিনষ্ট হন নাই। দেবি! তুমি চরিত্র-গুণে আমার প্রীতিকর এবং স্বভাবগুণে আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট

হইয়াছ। আমি পূর্ব্বে তোমায় কখন মিথ্যা প্রবোধ দেই নাই, এখনও দিতেছি না; বলিতে কি, সুরাসুর ইন্দ্রও ঐ দুই বীরকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ নহেন। আমি তাঁহাদের তাদৃশ আকার দৃষ্টেই তোমায় এইরূপ কহিলাম। জানকি! এইটিই আশ্চর্য্য যে ইহাঁরা নাগপাশে হতচৈতন্য হইয়া নিপতিত আছেন কিন্তু ইহাঁদিগের শ্রীসৌন্দর্য্য কিছুমাত্র পরিহীন হয় নাই। যাহার প্রাণ নষ্ট হয় তাহার মুখ নিশ্চয়ই বিকৃত হইবে। এক্ষণে তুমি ইহাঁদিগের জন্য আর শোক করিও না এবং দুঃখ ও মোহ পরিত্যাগ কর।

তখন সুরকন্যারূপিণী জানকী ত্রিজটার এইরূপ কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, সখি! তুমি যেরূপ কহিতেছ এক্ষণে তাহাই সত্য হউক।

অনন্তর জানকী মনোবৎ বেগগামী বিমান প্রতিনিবৃত্ত করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক ত্রিজটার সহিত তাহা হইতে অবতরণ করিলেন। রাক্ষসীরা তাঁহাকে অশোক বনে লইয়া গেল। জানকী ঐ বৃক্ষবহুল রাক্ষসরাজের বিহার-ভূমি অশোক বনে প্রবেশ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের চিন্তায় অতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

রাম ও লক্ষ্মণ ঘোর নাগপাশে বদ্ধ; উহাঁরা শোণিতলিপ্ত দেহে শয়ান হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন

এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ শোকাকুল মনে ঐ দুই ভ্রাতাকে বেষ্টন করিয়া আছেন ; ইত্যবসরে মহাবীর রাম যদিও নাগ-পাশে দৃঢ়তর বদ্ধ, তথাচ দৈহিক দৃঢ়তা ও বলের আতিশয্য হেতু শীঘ্রই সচেতন হইলেন এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দীন বদনে শয়ান দেখিয়া করুণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হা ! আজ যখন বীর লক্ষ্মণকে পরাজিত ও ভূতলে পতিত দেখিলাম তখন আমার জানকীলাভে কাজ কি এবং জীবনেই বা প্রয়োজন কি ? আমি এই মর্ত্ত্যলোক অনুসন্ধান করিলে জানকীর তুল্য নারী অবশ্যই পাইতে পারি কিন্তু লক্ষ্মণের তুল্য ভ্রাতা সহায় ও যোদ্ধা আর পাইব না। এক্ষণে যদি ইনি প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন তবে আমিও সর্ব্বসমক্ষে দেহপাত করিব। হা! আমি কৌশল্যা, কেকয়ী ও পুত্রদর্শনার্থিনী সুমিত্রাকে কি বলিব। আমি যদি লক্ষ্মণ ব্যতীত অযোধ্যায় যাই তবে সেই বিবৎসা শোকে কুররীবৎ কম্পমানা সুমিত্রাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব এবং ভ্রাতা ভরত ও শত্রুঘ্নকেই বা কিরূপে এই কথা বলিব লক্ষ্মণ অরণ্যবাসে আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন এক্ষণে আমি তদ্ব্যতীত গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। বলিতে কি, সুমিত্রা যখন এই উপলক্ষে আমায় ভৎসনা করিবেন আমি তাহা কদাচ সহ্য করিতে পারিব না ; অতএব এই স্থানে দেহপাত করাই আমার শ্রেয়ঃকল্প। হা ! আজ কেবল আমারই জন্য বীর লক্ষ্মণ শরশয্যায় মৃতবৎ পতিত আছেন, আমি অত্যন্ত কুকর্ম্মান্বিত ও নীচ, আমাকে ধিক্। ভাই লক্ষ্মণ ! তুমি শোক দুঃখের সময় আমাকে প্রবোধ দিতে, কিন্তু আজ আমি কাতর হইয়াছি, তুমি মৃতকল্প ও পতিত

আছ বলিয়া আমাকে সম্ভাষণ করিতে পারিতেছ না। বীর! যথায় তুমি স্বহস্তে বহুসংখ্য রাক্ষসকে বিনষ্ট করিলে আজ স্বয়ংই সেই স্থানে শয়ন করিয়া আছ? তোমার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত, তুমি শরাচ্ছন্ন ও শরশয্যায় শয়ান, এই জন্য অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছ! তুমি মর্ম্মে মর্ম্মে শরবিদ্ধ, তন্নিবন্ধন নীরব হইয়া আছ, কিন্তু তোমার দৃষ্টি ও মুখরাগে প্রহারপীড়া ব্যক্ত হইতেছে। তুমি অরণ্যবাসে আমার অনুগামী হইয়াছিলে আজ আমিও যমালয়ে তোমার অনুসরণ করিব! তুমি স্বজনবৎসল এবং আমারই নিত্য অনুগত; এক্ষণে কেবল এই অনার্য্য নীচেরই দুর্নীতিনিবন্ধন তোমায় এই দশা সহিতে হইল। বীর! তুমি অতিক্রোধেও যে আমায় কখন কটূক্তি করিয়াছ ইহা মনে হয় না। তোমার বিক্রম অসাধারণ; তুমি এক বেগে পাঁচশত বাণ পরিত্যাগ করিয়া থাক সুতরাং কার্ত্তবীর্য্য অপেক্ষাও তোমার বলবীর্য্য অধিক। হা! যিনি শরজালে সুররাজেরও শরবেগ বারণ করিতে পারেন সেই উৎকৃষ্ট-শয্যাশায়ী আজ মৃতকল্প হইয়া ভূতলে শয়ান আছেন। আমি যে বিভীষণকে রাক্ষসগণের অধিরাজ করিতে পারিলাম না এক্ষণে এই মিথ্যা-প্রলাপ নিশ্চয়ই আমায় দগ্ধ করিবে। সুগ্রীব! আমি শোকাকুল বলিয়া তুমি দুর্ব্বলপক্ষ হইয়াছ, এক্ষণে রাবণের হস্তে নিশ্চয় পরাভূত হইবে অতএব এই মুহূর্ত্তেই প্রতিগমন কর। সুগ্রীব! তুমি অঙ্গদ নীল নল এবং সোপকরণ সমস্ত সৈন্য লইয়া সাগর পার হইয়া যাও। তুমি অতি দুষ্করসাধন করিয়াছ। ঋক্ষ-রাজ, গোলাঙ্গূলেশ্বর, অঙ্গদ, মৈন্দ, ও দ্বিবিদ ইহাঁরা অতি

বিচিত্র ও অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন। মহাবীর কেশরী, সম্পাতি, গবয়, গবাক্ষ, শরভ, গজ ও অন্যান্য বানরও প্রাণপণে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছেন। এই সমস্ত কার্য্য অবশ্যই আমার পরিতোষের হইয়াছে কিন্তু মনুষ্য কখন দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না। তুমি আমার মিত্র ও ধর্ম্মভীরু, এক্ষণে তোমার যতদূর সাধ্য তুমি তাহা করিলে কিন্তু তাহা আমারই ভাগ্যদোষে বিফল হইল। বানরগণ! তোমরা মিত্রকার্য্য করিয়াছ এক্ষণে আমি কহিতেছি যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর।

তখন বানরগণ রামের এই কাতরোক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক অশ্রুপাত করিতে লাগিল। ঐ সময় বিভীষণ সৈন্যগণকে সুস্থির করিয়া গদাহস্তে শীঘ্র রামের নিকট আসিতে ছিলেন। বানরগণ ঐ কৃষ্ণকায় মহাবীরকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎবোধে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

পঞ্চাশ সর্গ।

তখন সুগ্রীব কহিলেন, দেখ, প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইলে নৌকা যেমন অস্থির হইয়া থাকে সেইরূপ এই সৈন্য সহসা কি জন্য আকুল হইয়া উঠিল।

অঙ্গদ কহিলেন, তুমি কি দেখিতেছ না, রাম ও লক্ষ্মণ শরবিদ্ধ ও শোণিতলিপ্ত হইয়া শয়ান আছেন।

সুগ্রীব কহিলেন, না, অপর কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবে,

বোধ হয় ভয়ই কারণ। ঐ দেখ, সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়-বিস্ফারিত লোচনে বিষণ্ণ বদনে পলায়ন করিতেছে। উহারা এই ভীরুজনোচিত কার্য্যে কিছুতেই লজ্জিত নহে, কেহই পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে না, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে এবং সকলে পতিত ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে।

ইত্যবসরে বিভীষণ আগমন পূর্ব্বক সুগ্রীব ও রামকে জয়াশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন কপিরাজ সুগ্রীব বানরভীষণ বিভীষণকে নিরীক্ষণ করিয়া জাম্ববানকে কহিলেন, মহাত্মা বিভীষণ উপস্থিত, বানরেরা ইহাঁকে দেখিয়াই ইন্দ্রজিৎ আশঙ্কা করিয়াছিল এবং সেই জন্যই সভয়ে মহাবেগে পলায়ণ করিতেছে। এক্ষণে তুমি উহাদিগকে সুস্থির কর, বল, ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ উপস্থিত।

তখন জাম্ববান আশ্বাস বাক্যে বানরগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। বানরেরা বিভীষণকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইল। পরে বিভীষণ রাম ও লক্ষ্মণকে তদবস্থ দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং জলার্দ্র হস্তে উহাঁদের নেত্রযুগল মার্জ্জনা করিয়া শোকাকুল মনে সজল নয়নে কহিতে লাগিলেন, হা! এই দুই বীর মহাবল ও যুদ্ধপ্রিয়, রাক্ষসেরা কেবল কুট যুদ্ধে ইহাঁদিগকে এইরূপ শোচনীয় দশায় ফেলিয়াছে। ইহাঁরা ধর্ম্মযুদ্ধে রত, কিন্তু আমার ভ্রাতৃপুত্র দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ অতি কুসন্তান। সে কুটিল রাক্ষসী বুদ্ধি প্রভাবে ইহাঁদিগকে বঞ্চনা করিয়াছে। ইহাঁরা শরবিদ্ধ ও শোণিতলিপ্ত, এক্ষণে ধরাতলে শয়ন পূর্ব্বক কণ্টকাকীর্ণ শল্লকীর ন্যায়

দৃষ্ট হইতেছেন। আমি যাঁহাদের বাহুবলে রাজ্যপদ কামনা করিয়া ছিলাম এক্ষণে তাঁহারাই মৃত্যুর জন্য শয়ান। বলিতে কি আজ আমার জীবন্মৃত্যু, রাজ্যকামনা দূর হইল এবং পরম শত্রু রাবণেরও জানকীর অপরিহার-সঙ্কল্প পূর্ণ হইল।

তখন সুগ্রীব বিভীষণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মশীল! তুমি নিশ্চয়ই লঙ্কা অধিকার করিবে। সপুত্র রাবণ কদাচই পূর্ণকাম হইবে না। এই দুই ভ্রাতা গড়ুরের উপাসক, ইহাঁরা অবিলম্বেই বীতমোহ হইবেন এবং রাবণকে সগণে সংহার করিবেন।

সুগ্রীব বিভীষণকে এইরূপে সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক পার্শ্বস্থ শ্বশুর সুষেণকে কহিলেন, আর্য্য! যাবৎ রাম ও লক্ষ্মণ অচেতন থাকেন তাবৎ তুমি ইহাঁদিগকে লইয়া অন্যান্য বানরের সহিত কিষ্কিন্ধায় গমন কর। এই অবসরে আমি স্বয়ংই রাবণকে পুত্রমিত্রের সহিত বিনাশ করিব এবং ইন্দ্র যেমন পরহস্তগত দেবশ্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন সেই-রূপ জানকীরে উদ্ধার করিব।

তখন সুষেণ কহিলেন, বৎস! আমি পূর্ব্বকালে দেবাসুর সংগ্রাম দেখিয়াছি। ঐ যুদ্ধে শস্ত্রবিশারদ দানবেরা মহাবীর সুরগণকে দানবী মায়ায় মোহিত করিয়া বিনাশ করে। সুর-গুরু বৃহস্পতি মন্ত্রাত্মক বিদ্যা ও ঔষধিপ্রভাবে ঐ সমস্ত পীড়িত হতজ্ঞান ও বিনষ্ট দেবতাকে চিকিৎসা করিতেন। এক্ষণে সম্পাতি ও পনস প্রভৃতি বানরগণ সেই ঔষধির জন্য মহাবেগে ক্ষীরোদ সাগরে যাত্রা করুন। ঐ ঔষধির নাম বিশল্যকরণী সঞ্জীবনী, উহা দেবনির্ম্মিত ও পার্ব্বত্য, উহা

বানরগণের অপরিচিত নহে। যে স্থানে অমৃতমন্থন হইয়াছিল সেই ক্ষীরোদ সমুদ্রে চন্দ্র ও দ্রোণ নামে দেবনির্ম্মিত দুইটী পর্ব্বত আছে। তথায় ঐ ঔষধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে এই পবননন্দন হনুমানই সেই স্থানে যাত্রা করুন।

ইত্যবসরে সহসা নভোমণ্ডলে মেঘ উত্থিত হইল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ হইতে লাগিল এবং বায়ু প্রবলবেগে সমুদ্রকে ক্ষুভিত ও পর্ব্বত সকল কম্পিত করিয়া তুলিল। দ্বীপসমূহের অতি প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল প্রবল পক্ষপাতে চূর্ণ হইয়া সমুদ্রে পতিত হইতে লাগিল। মলয়বাসী মহাকায় অজগরগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া উঠিল এবং সমস্ত জলজন্তু সাগরগর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরগণ মুহূর্ত্তমধ্যে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য মহাবল গরুড়কে দেখিতে পাইল। বিহগরাজ গরুড় উপস্থিত হইবামাত্র যে সমস্ত ভীমবল সর্প শররূপী হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে বন্ধন করে তৎসমুদায় পলায়ন করিল। তখন গরুড় ঐ দুই মহাবীরকে অভিনন্দন পূর্ব্বক উহাঁদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া উহাঁদের মুখচন্দ্র করতলে মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। তাঁহার করস্পর্শ মাত্র উহাঁদের ব্রণমুখ শুষ্ক হইয়া গেল, দেহ শীঘ্র শ্রীলাবণ্যে শোভিত ও স্নিগ্ধ হইল এবং তেজ বলবীর্য্য, কান্তি, উৎসাহ, বুদ্ধি, স্মৃতি ও জ্ঞান দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর গরুড় ঐ দুই ইন্দ্রতুল্য মহাবীরকে উত্থাপন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। তখন রাম হৃষ্টমনে তাঁহাকে কহিলেন, বীর! আমরা তোমার প্রসাদে ঘোর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম এবং শীঘ্রই পূর্ব্ববৎ বল পাইলাম। পিতা দশরথ ও

পিতামহ অজকে দেখিলে যেরূপ হয় আজ সেইরূপ তোমাকে পাইয়া আমাদের মন প্রসন্ন হইতেছে। তুমি সুরূপ, তোমার সর্ব্বাঙ্গে অনুলেপন, গলে উৎকৃষ্ট মাল্য ; তুমি দিব্য আভরণ ও নির্ম্মল বস্ত্রে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছ। এক্ষণে বল তুমি কে ?

তখন গরুড় হর্ষোৎফুল্ললোচনে রামকে প্রীতমনে কহিলেন, রাম! আমি তোমার সখা ও বহিশ্চর প্রিয়তর প্রাণ। আমার নাম গরুড়। আমি এই সঙ্কটে তোমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য এই স্থানে আসিয়াছি। ইন্দ্রজিৎ মায়াপ্রভাবে তোমাদিগকে যে দারুণ শরে বন্ধন করিয়াছে মহাবীর্য্য অসুর, বানর অথবা ইন্দ্রাদি দেবগন্ধর্ব্ব, যে কেহ হউন না, ইহা হইতে মুক্ত করা কাহারই সাধ্য নয়। এই সমস্ত নাগ তীক্ষ্ণদশন ও মহাবিষ। ইহারা ইন্দ্রজিতের একান্ত আশ্রিত এবং তাহারই মায়ায় শররূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। রাম! তুমি ও সমরবিজয়ী লক্ষ্মণ তোমাদের বিলক্ষণ ভাগ্যবল। আমি এই বন্ধন সংবাদ পাইবামাত্র স্নেহসূত্রে শীঘ্রই তোমাদের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং স্নেহনিবন্ধনই তোমাদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলাম। অতঃপর তোমরা নিরন্তর সাবধানে থাকিও। রাক্ষসেরা স্বভাবতই কুটযোদ্ধা, আর অকুটিল ভাবই তোমাদের বল, তোমরা যার পর নাই অমায়িক। অতএব রণস্থলে রাক্ষসগণকে কিছুতেই বিশ্বাস করিও না। উহারা যে অত্যন্ত কুটিল, এক এই ইন্দ্রজিতের দৃষ্টান্তে তাহা অনুমান করিয়া লও।

মহাবল গরুড় এই বলিয়া রামকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সস্নেহে পুনর্ব্বার কহিলেন, রাম! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, শত্রুর প্রতিও তোমার

বাৎসল্য, এক্ষণে অনুমতি কর আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। আমার সহিত যে কি সূত্রে তোমার সখ্যতা তুমি তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য কিছুমাত্র উৎসুক হইও না। যখন লঙ্কাসমর জয় করিয়া প্রতিগমন করিবে তখনই ইহা সম্যক জানিতে পারিবে। বীর! অতঃপর তোমার শরে এই লঙ্কায় বালক ও বৃদ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে এবং তুমি অবিলম্বে রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীরে উদ্ধার করিবে।

বিহগরাজ গরুড় এই বলিয়া রামকে প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক বায়ুবেগে আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। তখন যূথপতি বানরেরা রাম ও লক্ষ্মণকে নীরোগ দেখিয়া ঘন ঘন লাঙ্গুল কম্পন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। ভেরীনাদ উত্থিত হইল, মৃদঙ্গ বাদিত হইতে লাগিল এবং অনেকে হৃষ্টমনে শঙ্খধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর বানরগণ বাহ্বাস্ফোটন ও বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক দলে দলে দাঁড়াইল এবং অনেকে ঘোরতর গর্জ্জন সহকারে রাক্ষসগণকে চকিত ও ভীত করিয়া সংগ্রামার্থ লঙ্কাদ্বারে চলিল। বর্ষা-রজনীতে মেঘগর্জ্জন যেমন গম্ভীর ও ভীষণ হয় তৎকালে বানরগণের সিংহনাদ তদ্রূপই বোধ হইতে লাগিল।

একপঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে রাবণ বানরগণের স্নিগ্ধগম্ভীর গর্জনধ্বনি শুনিয়া সর্ব্বসমক্ষে কহিলেন, যখন বানরগণের মেঘগর্জনবৎ বীরনাদ

শুনা যাইতেছে তখন ইহাদের নিশ্চয়ই হর্ষ উপস্থিত। দেখ, ইহাদেরই এই সিংহনাদে সমুদ্র অতিমাত্র ক্ষুভিত হইতেছে। রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে দৃঢ়তর বদ্ধ আছে তথাচ বানরগণের ঘন ঘন সিংহনাদ, ইহাতে বস্তুতই আমার মনে নানারূপ আশঙ্কা জন্মিতেছে।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ সমীপবর্ত্তী রাক্ষসগণকে কহিলেন, তোমরা শীঘ্র গিয়া জান, সঙ্কটকালে বানরেরা কি জন্য হর্ষ প্রকাশ করিতেছে।

তখন রাক্ষসেরা রাবণের আজ্ঞামাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া নির্গত হইল এবং প্রাকারে আরোহণ পূর্ব্বক দেখিল, কপিরাজ সুগ্রীব বানরসৈন্য-রক্ষায় নিযুক্ত এবং রাম ও লক্ষ্মণ ভীষণ নাগপাশ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত ও উত্থিত। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা যার পর নাই বিষণ্ণ হইল, উহাদের মুখকান্তি মলিন ও দীন হইয়া গেল। অনন্তর উহারা ভীতমনে প্রাকার হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক রাবণের নিকট গিয়া কহিল, মহারাজ! মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট ও অসাড় করিয়া দেন, কিন্তু এক্ষণে গিয়া দেখিলাম সেই দুই গজেন্দ্রবিক্রম বীর হস্তী যেমন বন্ধনমুক্ত হয় সেই রূপ সর্ব্বতোভাবে বন্ধনমুক্ত হইয়াছে।

রাবণ এই সংবাদ শ্রবণে চিন্তিত হইলেন। তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হইল এবং মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, ইন্দ্রজিৎ দুষ্কর তপশ্চর্য্যা দ্বারা যে শর অধিকার করেন তাহা সর্পসদৃশ সূর্য্যসঙ্কাশ ও অমোঘ। তিনি সেই শরে আমার দুই শত্রুকে বন্ধন করিয়া আইসেন। এক্ষণে

যদি বস্তুতই তাহারা সেই শরবন্ধন মুক্ত হইয়া থাকে তবে ত দেখিতেছি আমার সমস্ত সৈন্যেরই সংশয়-দশা উপস্থিত। যে শর অমোঘ তাহাও কি নিষ্ফল হইয়া গেল।

রাক্ষসরাজ রাবণ এই বলিয়া ক্রোধভরে ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন এবং ধূম্রাক্ষকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! তুমি বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া রাম ও বানরগণকে বিনাশ করিবার জন্য শীঘ্রই নির্গত হও।

অনন্তর মহাবীর ধূম্রাক্ষ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং প্রাসাদের দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া সেনাপতিকে কহিলেন, আমি যুদ্ধযাত্রা করিব, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, তুমি শীঘ্র সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিয়া আন।

তখন সেনাপতি, মহাবীর ধূম্রাক্ষের আদেশে এবং রাক্ষস-রাজ রাবণের নিদেশে শীঘ্রই সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিয়া আনিল। ঘোররূপ রাক্ষসেরা হৃষ্টমনে সিংহনাদ পূর্ব্বক ধূম্রাক্ষকে বেষ্টন করিল। উহারা মহাবল পরাক্রান্ত, উহাদের কটিতটে ঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছে, হস্তে বিবিধ আয়ুধ। ঐ সমস্ত বীরসৈন্য শূল, মুদ্গার, গদা, পট্টিশ, লৌহদণ্ড, মুসল, পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভল্ল, পাশ ও পরশু ধারণ পূর্ব্বক জলদের ন্যায় গভীর গর্জ্জন সহকারে নির্গত হইল। কেহ বর্ম্মধারণ পূর্ব্বক ধ্বজদণ্ডশোভিত মুক্তামণিখচিত রথে আরোহণ করিল, কেহ স্বর্ণজালমণ্ডিত বিবিধমুখ গর্দভে উঠিল, কেহ বেগগামী অশ্বে কেহবা মদমত্ত হস্তিপৃষ্ঠে চলিল। এইরূপে রাক্ষসসৈন্য-গণ দুর্দ্ধর্ষ ব্যাঘ্রের ন্যায় দলে দলে নির্গত হইতে লাগিল। মহাবীর ধূম্রাক্ষ সুসজ্জিত এবং সিংহ ও ব্যাঘ্রমুখ গর্দ্দভে

যোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক ঘর্ঘর রবে নির্গত হইলেন এবং যে স্থানে হনুমান হাস্যমুখে দণ্ডায়মান আছেন সেই পশ্চিম দ্বারে মহাবেগে চলিলেন। তৎকালে অন্তরীক্ষচর পক্ষিগণ ঐ ভীমদর্শন রাক্ষসকে নির্গত দেখিয়া নিবারণ করিতে লাগিল এবং উহাঁর রথচূড়ায় একটী ভীষণ গৃধ্র নিপতিত হইল। পরে অন্যান্য শবভোজী পক্ষী রথের ধ্বজাগ্রে পতিত ও গ্রথিত হইতে লাগিল। শ্বেতবর্ণ প্রকাণ্ড কবন্ধ রুধিরে লিপ্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িল। পর্জ্জন্য রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, পৃথিবী কম্পিত হইল, বায়ু বজ্রবেগে প্রতিস্রোতে বহিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার। তখন ধূম্রাক্ষ এই সমস্ত ভীষণ উৎপাত দর্শন করিয়া অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন। তাঁহার অগ্রবর্ত্তী বীরেরাও বিমোহিত হইল।

অনন্তর ঐ মহাবীর সংগ্রামস্পৃহায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন, বানরসৈন্য রামের বাহুবলে রক্ষিত হইয়া প্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছে।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

তখন বানরগণ ভীমবিক্রম ধূম্রাক্ষকে নির্গত দেখিয়া যুদ্ধার্থ হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত; পরস্পর পরস্পরকে বৃক্ষ এবং শূল ও মুদ্গার প্রহার আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরা বানরগণকে ইতস্ততঃ ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল এবং বানরেরাও রাক্ষসগণকে বৃক্ষাঘাতে

সমভূম করিয়া ফেলিল। তখন রাক্ষসেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সরলগামী শাণিত শরে বানরগণকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। কেহ ভীষণ গদা, কেহ পট্টিশ, কেহ কূটমুদ্গার, কেহ ঘোর পরিঘ এবং কেহবা বিচিত্র ত্রিশূল প্রহার আরম্ভ করিল। মহাবল বানরেরা ক্রোধে সমধিক উৎসাহিত হইয়া উঠিল, এবং নির্ভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। উহাদের সর্ব্বাঙ্গ শূল ও শরে ছিন্ন ভিন্ন, উহারা বৃক্ষ ও শিলা লইয়া ভীমবেগে লম্ফ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল এবং স্ব স্ব নাম গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে মন্থন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ রণস্থল অতিশয় তুমুল হইয়া উঠিল। নির্ভীক বানরেরা প্রকাণ্ড শিলা ও শাখাবহুল বৃক্ষ দ্বারা রাক্ষসগণকে প্রহার আরম্ভ করিল। শোণিতপায়ী রাক্ষসেরা অনবরত রক্তবমন করিতে লাগিল। কাহারও পার্শ্ব ছিন্ন, কেহ দন্তাঘাতে খণ্ডিত, কেহ শিলাপ্রহারে চূর্ণ এবং অনেকে বৃক্ষ দ্বারা নিহত ও রাশীকৃত হইল। কেহ ভগ্ন ধ্বজদণ্ড, কেহ হস্তস্খলিত খড়্গ এবং রথ দ্বারা বিনষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমশঃ রণস্থল মৃত পর্ব্বতাকার হস্তী, বানরনিক্ষিপ্ত শৈলশৃঙ্গ, ছিন্নভিন্ন অশ্ব ও অশ্বারোহিগণে পূর্ণ হইয়া গেল। ভীমবিক্রম বানরেরা মহাবেগে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক রাক্ষসগণের মুখ ধরিয়া সুতীক্ষ্ণ নখে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। রাক্ষসদিগের মুখ বিষন্ন, কেশ বিকীর্ণ। উহারা শোণিতগন্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে বহুসংখ্য রাক্ষস ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, বানরগণকে বজ্রবৎবেগে চপেটাঘাত করিবার জন্য ধাবমান হইল। বানরেরাও উহাদিগকে মহাবেগে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল

এবং মুষ্টিপ্রহার পদাঘাত, দংশন ও বৃক্ষ দ্বারা উহাদিগকে বিনষ্ট করিল।

তখন মহাবীর ধূম্রাক্ষ রাক্ষসদিগকে পলাইতে দেখিয়া মহাক্রোধে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কোন কোন বানর প্রাস অস্ত্রে আহত ও রুধিরধারায় সিক্ত হইল। কেহ মুদ্গারপ্রহারে ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিল। কেহ পরিঘ, কেহ ভিন্দিপাল ও কেহবা পট্টিশ দ্বারা বিবশ ও বিনষ্ট হইল। অনেকে রোষাবিষ্ট রাক্ষসদিগের ভয়ে দ্রুতপদে পলাইতে আরম্ভ করিল। কাহারও হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন হইয়াছে সে এক পার্শ্বে শয়ান, কেহ ত্রিশূল দ্বারা বিদীর্ণ হইয়াছে, কাহারও অন্ত্রনাড়ী নির্গত। এইরূপে ঐ কপিরাক্ষসসঙ্কুল ভীষণ সংগ্রাম অত্যন্ত শোভা ধারণ করিল। তৎকালে রণস্থলে যুদ্ধরূপ সঙ্গীতবিদ্যার অনুশীলন হইতে লাগিল; শরাসনের জ্যা ঐ সঙ্গীতের মধুর বীণা, হন্যমান সৈন্যগণের কণ্ঠনলী-নিঃসৃত হিক্কা তাল, এবং মন্দ নামক মাতঙ্গগণের বৃংহিত রবই সঙ্গীত। মহাবীর ধূম্রাক্ষ অবলীলাক্রমে বানরগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর হনুমান ধূম্রাক্ষের শরজালে বানরগণকে নিপীড়িত ও ব্যথিত দেখিয়া এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে উহাঁর সন্নিহিত হইলেন। তাঁহার লোচনযুগল রোষে অধিকতর আরক্ত। তিনি বিক্রমে পবনেরই অনুরূপ। ঐ মহাবীর উদ্যত শিলাখণ্ড ধূম্রাক্ষকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ধূম্রাক্ষ শিলাখণ্ড মহাবেগে আসিতে দেখিয়া, সত্বর রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গদা উদ্যত করিয়া

ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রকাণ্ড শিলা উহাঁর চক্র, কুবর, ধ্বজ ও কোদণ্ডের সহিত রথ চূর্ণ করিয়া নিপতিত হইল। পরে হনুমান শাখাবহুল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক রাক্ষস-গণকে বিলক্ষণ প্রহার আরম্ভ করিলেন। রাক্ষসেরা চূর্ণ-মস্তক ও রক্তাক্ত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবীর হনুমান এক শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক ধূম্রা-ক্ষকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। ধূম্রাক্ষও সহসা সিংহ-নাদ পূর্ব্বক গদাহস্তে উহাঁর অভিমুখে গমন করিলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাঁর মস্তকে ঐ কণ্টকাকীর্ণ গদা মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। গদা ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন হনুমান শৈলশৃঙ্গ দ্বারা ধূম্রাক্ষের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধূম্রাক্ষ সর্ব্বাঙ্গ প্রসারিত করিয়া বিক্ষিপ্ত পর্ব্বতবৎ সহসা ভূতলে পতিত হইল। তদ্দৃষ্টে হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা অতি-মাত্র ভীত হইয়া মহাবেগে লঙ্কায় প্রবেশ করিল।

এইরূপে মহাবীর হনুমান শত্রুসংহার ও রক্ত-নদী বিস্তার পূর্ব্বক অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং যুদ্ধশ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। বানরেরাও তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবীর ধূম্রাক্ষের বধসংবাদে যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তিনি ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন

ঘন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবল পরাক্রান্ত বজ্রদংষ্ট্রকে কহিলেন, বীর! তুমি রাক্ষসসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া শীঘ্রই যুদ্ধার্থ নির্গত হও এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত পরম শত্রু রামের বিনাশসাধন করিয়া আইস।

মায়াবী বজ্রদংষ্ট্র রাবণের নিদেশে অবিলম্বেই নির্গত হইলেন। উহাঁর সমভিব্যাহারে ধ্বজপতাকাশোভিত অসংখ্য হস্তী অশ্ব উষ্ট্র ও গর্দ্দভ চলিল। বীর বজ্রদংষ্ট্র বিচিত্র কেয়ূর ও কিরীটে অলঙ্কৃত; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট বর্ম্ম। তিনি পতাকাশোভিত তপ্তকাঞ্চনখচিত রথ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক শরাসনহস্তে আরোহণ করিলেন। পদাতিগণ ঋষ্টি, তোমর, চিক্কণ মুসল, ভিন্দিপাল, ধনু, শক্তি, পট্টিশ, খড়্গ, চক্র, গদা ও শাণিত পরশু গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সমভিব্যাহারে নির্গত হইল। রাক্ষসগণ বিচিত্র বস্ত্রধারী ও উজ্জ্বলবেশ; মদমত্ত মাতঙ্গেরা গমনকালে জঙ্গম পর্ব্বতবৎ শোভা ধারণ করিল। ঐ সমস্ত হস্তীর পৃষ্ঠে সমরনিপুণ তোমর ও অঙ্কুশধারী মহাবীর চলিয়াছে। সুলক্ষণাক্রান্ত মহাবল অশ্বে বহুসংখ্য বীর যুদ্ধবেশে যাইতেছে। তখন ঐ রাক্ষসসৈন্য বর্ষাকালে বিদ্যুদ্দামশোভিত গর্জ্জনশীল জলদের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যেস্থানে মহাবীর অঙ্গদ দণ্ডায়মান রাক্ষসেরা সেই দক্ষিণ দ্বারে যাইতে লাগিল। উহাদের যাত্রাকালে পথিমধ্যে নানারূপ অশুভ উপস্থিত। মেঘশূন্য রুক্ষ অন্তরীক্ষ হইতে উল্কাপাত হইতে লাগিল। ভীষণ শিবাগণ অগ্নিশিখা উদ্গার পূর্ব্বক চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভয়ঙ্কর মৃগেরা রাক্ষসনিধন অভিব্যক্ত করিতে লাগিল।

যোদ্ধৃগণস্খলিত পদে নিদারুণরূপে পতিত হইল। মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র এই সমস্ত উৎপাত-চিহ্ন স্বচক্ষে নিরীক্ষণ ও যুদ্ধোৎসাহে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। বানরেরাও রাক্ষসদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করত সিংহনাদ আরম্ভ করিল।

অনন্তর ভীমরূপী বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পর সংহারার্থী হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সমরোৎসাহী বীরেরা রুধির-ধারায় স্নাত হইয়া ছিন্ন দেহে ছিন্ন মস্তকে রণস্থলে পতিত হইতে লাগিল। অর্গলবৎ ভুজদণ্ড-যুক্ত যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ কোন কোন বীর প্রতিপক্ষীয় বীরগণের প্রতি বিবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রণস্থলে কেবলই বৃক্ষ শিলা ও শস্ত্রের হৃদয়বিদারক ঘোরতর শব্দ, রথের ঘর্ঘর রব, কার্ম্মুকের টঙ্কার এবং শঙ্খ ভেরী ও মৃদঙ্গ ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। কোন কোন বীর অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনেকে চপেটাঘাত পদাঘাত মুষ্টিপ্রহার বৃক্ষপ্রহার ও জানুতাড়ন দ্বারা চূর্ণ ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। বহুসংখ্য রাক্ষস সমর-মদ-মত্ত বানরগণের শিলাঘাতে পিষ্টপেশিত হইয়া গেল।

তদ্দৃষ্টে মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক লোকসংহারপ্রবৃত্ত পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাবল রাক্ষসেরা ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল, এবং সুতীক্ষ্ণ শরে বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। তখন ধৃষ্ট হনুমান সংবর্ত্তক বহ্নির ন্যায় দ্বিগুণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রাক্ষসবধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর অঙ্গদ রোষে

আরক্তলোচন হইয়া বৃক্ষ উত্তোলন পূর্ব্বক সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগদিগকে বিনাশ করে সেইরূপ রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। ভীমবল রাক্ষসসৈন্য চূর্ণমস্তক হইয়া ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিতে লাগিল। তখন রণ-ভূমি রথ, বিচিত্র ধ্বজ, অশ্ব ও উভয় পক্ষীয় সৈন্যের মৃত দেহে এবং রুধিরপ্রবাহে অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। উহার ইতস্ততঃ হার কেয়ূর বস্ত্র ও ছত্র নিপতিত, তৎকালে উহা শারদীয় রাত্রির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ক্রমশঃ রাক্ষসেরা অঙ্গদের বাহুবেগে পবনকম্পিত মেঘের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিল।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

তখন মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র রাক্ষসসৈন্যের বিনাশ ও অঙ্গদের বল প্রকাশ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং বজ্রকল্প শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক বানরগণের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রথারূঢ় প্রধান প্রধান রাক্ষসবীরেরাও অনবরত শর বর্ষণ পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। বীর বানরগণ চতুর্দ্দিকে দলবদ্ধ হইয়া শিলাহস্তে উহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল, মত্তমাতঙ্গতুল্য বানরেরাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা ও বৃক্ষ মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তৎকালে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। কাহারও

মস্তক অভগ্ন কিন্তু হস্ত পদ ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, কাহারও সর্ব্বাঙ্গ শরপীড়িত ও শোণিতে সিক্ত। দুই পক্ষে বহুসংখ্য বীর রণশায়ী হইতে লাগিল। কাক কঙ্ক গৃধ্র ও শৃগালেরা আসিয়া উহাদের মৃতদেহোপরি নিপতিত হইল এবং ভীরুজনের ভয়জনক কবন্ধগণ অনবরত উত্থিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসেরা বৃক্ষ ও শিলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে মহাপ্রতাপ বজ্রদংষ্ট্র রোষারুণ নেত্রে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বানরসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কঙ্কপত্রখচিত সরলগামী একমাত্র শরে এককালে বহুসংখ্য বানরবীরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বানরগণ বজ্রদংষ্ট্রের শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট যেমন প্রজারা ধাবমান হয় সেইরূপ অঙ্গদের নিকট সভয়ে মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন অঙ্গদ বানরগণকে ভীত ও সমরে পারাঙ্মুখ দেখিয়া ক্রোধভরে বজ্রদংষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। বজ্রদংষ্ট্রও তাঁহাকে ঘনঘন রুক্ষ নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর ঐ দুই মহাবীরের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। উহাঁরা রণস্থলে মত্ত মাতঙ্গবৎ বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বজ্রদংষ্ট্র অগ্নিশিখাকার শরে অঙ্গদের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিল। অঙ্গদের সর্ব্বাঙ্গ শোণিতে সিক্ত হইয়া গেল, তিনি বজ্রদংষ্ট্রকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রদংষ্ট্রও অবলীলাক্রমে ঐ বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তখন অঙ্গদ বজ্রদংষ্ট্রের এই বীরকার্য্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ করিলেন এবং উহাঁর প্রতি মহাবেগে নিক্ষেপ পূর্ব্বক

সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বজ্রদংষ্ট্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া রথ হইতে অবতরণ ও গদাগ্রহণ পূর্ব্বক স্থিরভাবে দাঁড়াইল। অঙ্গদনিক্ষিপ্ত শিলাও অশ্ব চক্র ও কুবরের সহিত রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। পরে মহাবীর অঙ্গদ অন্য এক বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক বজ্রদংষ্ট্রের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রদংষ্ট্র ঐ বৃক্ষপ্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, উহার মুখ দিয়া অনবরত রক্তবমন হইতে লাগিল। সে গদা আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিমোহিত হইয়া ঘনঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। পরে ঐ মহাবীর সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক ক্রোধভরে অঙ্গদের বক্ষঃস্থলে এক গদাঘাত করিল।

অনন্তর উভয়ের মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উহাঁরা পরস্পরের মুষ্টিপ্রহারে অনবরত রক্তবমন করিতে লাগিলেন। উভয়েরই প্রহারজনিত বিলক্ষণ শ্রান্তি উপস্থিত। উহাঁরা রণস্থলে শুক্র ও বুধের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। পরে ঐ দুই মহাবীর ঋষভচর্ম্মনির্ম্মিত ফলক এবং কিঙ্কিণীজালজড়িত নিষ্কোষিত অসি গ্রহণ পূর্ব্বক বিবিধ গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং জয়লাভার্থী হইয়া সিংহনাদ পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ খড়্গাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। উহাঁরা ব্রণমুখনির্গত রুধিরে পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন এবং উভয়েই জানুসঙ্কোচ পূর্ব্বক বীরাসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর নিমেষমাত্রে অঙ্গদ দণ্ডাহত উরগের ন্যায় জ্বলন্ত নেত্রে উত্থিত হইলেন এবং সুশাণিত খড়্গ দ্বারা বজ্রদংষ্ট্রের

মস্তক ছেদন করিলেন। বজ্রদংষ্ট্রের সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইল, মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল এবং নেত্র উদ্বর্ত্তিত হইয়া গেল।

তখন রাক্ষসেরা বজ্রদংষ্ট্রের বিনাশে অত্যন্ত ভীত হইল এবং বানরগণ কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া লজ্জাবনত মুখে দীন ভাবে লঙ্কার দিকে ধাবমান হইল।

মহাবীর অঙ্গদ শত্রুবিনাশ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং সুররাজ যেমন সুরগণে পরিবৃত হন সেইরূপ তিনি বানরগণে বেষ্টিত ও পূজিত হইতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ বজ্রদংষ্ট্রের বিনাশসংবাদে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান সৈন্যাধ্যক্ষ প্রহস্তকে কহিলেন, প্রহস্ত! এক্ষণে ভীমবল রাক্ষসগণ সর্ব্বাস্ত্রবিৎ অকম্পনকে লইয়া শীঘ্রই যুদ্ধার্থ নির্গত হউক। এই অকম্পন শত্রুদমনে সুনিপুণ; ইনি স্বপক্ষের রক্ষক এবং যুদ্ধের অধিনায়ক। যে কার্য্যে আমার শুভসাধন হয় ইনি প্রাণপণে তাহাই ইচ্ছা করেন। যুদ্ধে ইহাঁর অত্যন্ত উৎসাহ; এক্ষণে এই মহাবীরই রাম লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিয়া আসিবেন।

অনন্তর প্রহস্ত রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশক্রমে সৈন্য-গণকে সুসজ্জিত করিলেন। ভীমদর্শন ভীমলোচন সৈন্যগণ

অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক নির্গত হইল। মহাবীর অকম্পন জলদ-কায়, তাঁহার কণ্ঠস্বর জলদগম্ভীর; সুরগণও তাঁহাকে সংগ্রামে বিচলিত করিতে পারেন না। ঐ মহাবীর তপ্তকাঞ্চনখচিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক রাক্ষসসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া ক্রোধভরে নির্গত হইলেন। ঐ সময় সহসা নানারূপ দুর্লক্ষণ উপস্থিত; অকম্পনের অশ্ব সকল অকস্মাৎ হীনবল হইয়া পড়িল, বাম নেত্র মুহুর্মুহু স্পন্দিত হইতে লাগিল, মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত হইল। সুদিনে দুর্দ্দিন উপস্থিত; বায়ু রুক্ষভাবে বহমান হইল এবং ভয়ঙ্কর মৃগপক্ষিগণ ক্রূরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু সেই সিংহস্কন্ধ শার্দ্দূলবিক্রম মহাবীর ঐ সমস্ত দুর্লক্ষণ লক্ষ্য না করিয়াই নির্গত হইলেন। উহাঁর নির্গমনকালে রাক্ষসেরা সমুদ্রকে ক্ষুভিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। এদিকে বানরসৈন্য বৃক্ষশিলা হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত; তৎকালে উহারা রাক্ষসগণের সিংহনাদে অত্যন্ত ভীত হইল।

অনন্তর দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। দুই পক্ষই রাম ও রাবণের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। উহা-দের মধ্যে সকলেই পর্ব্বতাকার ও মহাবলপরাক্রান্ত। উহারা পরস্পর সংহারার্থী হইয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং ক্রোধভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। তৎকালে কেবলই সিংহনাদের গভীর শব্দ। বীরগণের চরণসমুত্থিত ধূম্রবর্ণ ধূলিজাল দশ দিক আবৃত করিল। কেহই আর কোন ব্যক্তিকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল না; সমস্তই অন্ধকারময়; ধ্বজদণ্ড, পতাকা, চর্ম্ম, অস্ত্র, অশ্ব ও রথ কিছুই নিরীক্ষিত

হইল না। কেবলই দ্রুতগামী বীরগণের পদশব্দ ও সিংহ-নাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বানরেরা বানরগণকে এবং রাক্ষসেরা রাক্ষসগণকে ক্রোধভরে বিনাশ করিতে লাগিল। অন্ধকারে স্বপর পক্ষ আর কিছুমাত্র বিচার করিবার সামর্থ্য রহিল না। ক্রমশঃ রণস্থল শোণিতপ্রবাহে পঙ্কিল হইয়া উঠিল, ধূলিজাল অপনীত হইল এবং বীরগণের মৃতদেহে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর উভয় পক্ষই বৃক্ষ, শক্তি, গদা, প্রাস, শিলা, পরিঘ ও তোমর দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রবলবেগে প্রহার করিতে লাগিল। বানরেরা পর্ব্বতপ্রমাণ [illegible] মুষ্টি-প্রহারে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসেরাও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণ প্রাস ও তোমর দ্বারা বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। অধিনায়ক অকম্পন ক্রোধভরে ভীমবল রাক্ষসগণকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বানরগণ সহসা রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্র আচ্ছিন্ন করিয়া লইল এবং বৃক্ষ শিলা দ্বারা উহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর কুমুদ নল ও মৈন্দ ক্রোধভরে তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উহাঁরা বৃক্ষ শিলা নিক্ষেপ পূর্ব্বক অবলীলা-ক্রমে বহুসংখ্য রাক্ষসকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

তখন অকম্পন বানরগণের এই বীর কার্য্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং শরাসনে টঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক সারথিকে কহিলেন, দেখ, ঐ সমস্ত মহাবল বানর বহুসংখ্য রাক্ষসসৈন্য বিনাশ করিতেছে; উহারা বৃক্ষ শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড ক্রোধে ঐ অদূরে দণ্ডায়মান আছে; তুমি শীঘ্রই ঐ স্থানে আমার রথ লইয়া যাও। উহারা সমরস্পর্দ্ধী, আমি উহাদিগকে এই দণ্ডেই বিনাশ করিব; দেখিতেছি, উহারাই সমস্ত রাক্ষসকে সংহার করিল।

তখন সারথি মহাবীর অকম্পনের আজ্ঞাক্রমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রথ লইয়া চলিল। অকম্পন দূর হইতে শরবর্ষণ পূর্ব্বক বানরগণের নিকটস্থ হইতে লাগিলেন। তখন বানরেরা যুদ্ধ ত দূরের কথা, ঐ মহাবীরের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না! উহারা রণে পরাঙ্মুখ হইয়া পলাইতে লাগিল। তখন মহাবল হনুমান বানরগণকে ছিন্নভিন্ন হইতে দেখিয়া উহাদের সন্নিহিত হইলেন। বানরেরাও সমবেত হইয়া উহাঁকে বেষ্টন করিল এবং ঐ বলবানের আশ্রয়ে সমধিক সবল হইয়া উঠিল।

অনন্তর অকম্পন হনুমানের প্রতি বৃষ্টিপাতের ন্যায় অনবরত শরপাত করিতে লাগিল। হনুমান তন্নিক্ষিপ্ত শর লক্ষ্য না করিয়াই উহাকে বধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং মেদিনীকে কম্পিত করিয়া অট্টহাস্যে তদভিমুখে

চলিলেন। তিনি স্বতেজে প্রদীপ্ত হইয়া ঘনঘন সিংহনাদ করিতেছেন। উহাঁর মূর্ত্তি জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় একান্ত দুর্দ্ধর্ষ; তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং আপনাকে নিরস্ত্র দেখিয়া মহাবেগে পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া লইলেন। ঐ মহাবীর এক হস্তে পর্ব্বত গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহনাদ সহকারে উহা ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন এবং পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র যেমন বজ্রহস্তে নমুচির প্রতি ধাবমান হইয়া ছিলেন সেইরূপ তিনি উহার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন অকম্পন ঐ শৈলশৃঙ্গ উদ্যত দেখিয়া দূর হইতে অর্দ্ধচন্দ্র বাণে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তদ্দৃষ্টে হনুমানের অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি সগর্ব্বে শীঘ্র শৈলশিখরবৎ উচ্চ অশ্বকর্ণ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া লইলেন এবং পরম প্রীতির সহিত উহা ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। পরে সেই বৃক্ষ গ্রহণ ও পদক্ষেপে পৃথিবী বিদারণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। তাঁহার গতিবেগে বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। তিনি হস্তী হস্ত্যারোহী রথ রথী ও পদাতি রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরাও সেই কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট মহাবীরকে দেখিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইল।

তখন অকম্পন ঐ ভীমদর্শন হনুমানকে আগমন করিতে দেখিয়া শশব্যস্তে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক দেহবিদারণ সুতীক্ষ্ণ চতুর্দ্দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। মহাবীর হনুমান তন্নিক্ষিপ্ত নারাচ ও শাণিত শক্তিতে বিদ্ধকলেবর হইয়া বৃক্ষবহুল গিরিশৃঙ্গবৎ নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন এবং তিনি বিধূম পাবক ও পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় অতিমাত্র শোভা

ধারণ করিলেন। পরে ঐ মহাকায় মহাবল একটী বৃক্ষ উৎপাটন এবং সমুচিত বেগ প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্রোধভরে তদ্দ্বারা অকম্পনের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অকম্পনও তৎ-ক্ষণাৎ বিনষ্ট ও ভূতলে পতিত হইল।

তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা ভূমিকম্পকালীন বৃক্ষের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিল এবং অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সভয়ে লঙ্কার অভিমুখে ধাবমান হইল। বানরগণও দ্রুতপদে উহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিল। রাক্ষসসৈন্য পরাজিত এবং অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত, ভয়প্রভাবে উহাদের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত এবং কেশপাশ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। উহারা পশ্চাদ্ভাগে ঘন ঘন দৃষ্টি-পাত পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে মর্দ্দন করিয়া লঙ্কার দ্বার-দেশে প্রবেশ করিতে লাগিল।

এইরূপে অকম্পন নিহত হইলে বানরেরা মহাবীর হনু-মানকে সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। হনুমানও সবিশেষ সম্মানিত হইয়া উহাদিগকে অনুরাগের সহিত সমুচিত বিনয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন বানরেরা হর্ষভরে সিংহ-নাদ আরম্ভ করিল এবং অবশিষ্ট রাক্ষসকে সংহার করিবার জন্য পুনর্ব্বার তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বিষ্ণু যেমন মহাসুর মধুকৈটভকে বধ করিয়া বীরশোভা ধারণ করিয়াছিলেন সেইরূপ হনুমান রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া বীরশোভা অধিকার করিলেন। তৎকালে দেবগণ, স্বয়ং রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীবাদি বানর ও বিভীষণ মহাবীর হনুমানের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ অকম্পনের বধসংবাদ পাইয়া দীনমুখে সচিবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং মুহূর্ত্ত-কাল চিন্তা ও উহাঁদের সহিত ইতিকর্ত্তব্য অবধারণ পুর্ব্বক ব্যূহ নিরীক্ষণ করিবার জন্য পূর্ব্বাহ্নে নগরমধ্যে নির্গত হইলেন। দেখিলেন, ধ্বজপতাকাশোভিত লঙ্কাপুরী বহু ব্যূহে বেষ্টিত ও রাক্ষসগণে রক্ষিত হইতেছে। পরে তিনি যুদ্ধবিশারদ সেনাপতি প্রহস্তকে আহ্বান পুর্ব্বক আত্মহিতো-দ্দেশে কহিলেন, বীর! এই লঙ্কাপুরী বিপক্ষসৈন্যে অবরুদ্ধ, এবং ইহা বলপুর্ব্বক নিপীড়িত হইতেছে, এক্ষণে যুদ্ধব্যতীত ইহার উদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু আমি, কুম্ভকর্ণ, তুমি, ইন্দ্রজিৎ অথবা নিকুম্ভ এই কএক জন ব্যতীত এই কার্য্যভার আর কে বহন করিবে। অতএব তুমিই জয়লাভের উদ্দেশে প্রভূত সৈন্য লইয়া শীঘ্র নির্গত হও। বানরগণ তোমায় দর্শনমাত্র নিশ্চয় প্রস্থান করিবে। উহারা তোমার সমভিব্যাহারী বীরগণের সিংহনাদ শুনিবামাত্র ভীত মনে নিশ্চয়ই পলাইবে। বানরেরা চপল ও দুর্ব্বিনীত, সিংহের গর্জন যেমন হস্তীর পক্ষে দুঃসহ তদ্রূপ উহারা তোমার বীরনাদ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। দেখ, এইরূপে উহারা যুদ্ধে বিমুখ হইলে রাম ও লক্ষ্মণ নিরাশ্রয় ও বিবশ হইয়া আমাদেরই বশীভূত হইবে। বীর! যুদ্ধে তোমার মৃত্যু অনিশ্চিত, কিন্তু জয়লাভ নিশ্চিত, সুতরাং

তোমার সংগ্রামে প্রবৃত্তিবিধান আবশ্যক। অথবা তুমিই বল, আমি যাহা কহিলাম তাহার অনুকূল বা প্রতিকূল কোন্ পক্ষ শ্রেয় ?

তখন শুক্রাচার্য্য যেমন অসুররাজকে কহিয়া থাকেন, সেইরূপ সেনাপতি প্রহস্ত রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিল, রাজন্! পূর্ব্বে আমরা সুনিপুণ মন্ত্রিগণের সহিত এই প্রসঙ্গে তুমুল আন্দোলন করিয়া ছিলাম। তখন আমাদিগের মতঘটিত পরস্পর বিরোধ জন্মে। সীতাপ্রদানে শ্রেয়, অপ্রদানে যুদ্ধ, বিচারে ইহাই ত নির্ণীত হইয়াছিল। এখন সেই যুদ্ধ উপস্থিত। আপনি অর্থদান সম্মান ও শান্তবাদে সততই আমায় বাধিত করিয়াছেন, এক্ষণে আমি এই বিপদকালে আপনার হিতকর কার্য্যে অবশ্যই সাহায্য করিব। আমি নিজের প্রাণ চাহি না এবং স্ত্রীপুত্র ও অর্থও চাহি না; দেখুন আমি আপনারই জন্য এই জীবন যুদ্ধে আহুতি প্রদান করিব।

অনন্তর প্রহস্ত সম্মুখস্থিত সেনাপতিগণকে কহিল, তোমরা শীঘ্রই সমস্ত সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া আন; আজ আমার শরবেগবিনষ্ট প্রতিপক্ষীয় বীরগণের রক্তমাংসে বনের মাংসাশী পশুপক্ষিরা তৃপ্তিলাভ করুক।

তখন সেনাপতিগণ প্রহস্তের আদেশমাত্র সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত করিয়া আনিল। মুহূর্ত্তমধ্যে অস্ত্রধারী ভীষণ বীরগণে লঙ্কাপুরী আকুল হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে তুমুল কোলাহল উপস্থিত; কেহ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছে, এবং কেহ বা ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিতেছে। তৎকালে

বায়ু আহুতিধূম গ্রহণ পূর্ব্বক বহমান হইতে লাগিল; সৈন্যগণ বর্ম্ম ধারণ করিয়া সুরচিত মাল্যে সুশোভিত হইল; এবং হৃষ্টমনে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

অনন্তর উহারা হস্ত্যশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক রাক্ষসরাজ রাবণকে দর্শন করিয়া শরাসনহস্তে মহাবীর প্রহস্তকে গিয়া বেষ্টন করিল। তখন প্রহস্ত রাবণকে আমন্ত্রণ ও ভীম ভেরী বাদন পূর্ব্বক দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূর্ণ, বেগবান অশ্বে যোজিত ও চন্দ্রসূর্য্যবৎ উজ্জ্বল। উহার গমনশব্দ জলদগম্ভীর এবং সারথি সুপটু। উহা বরূথ ও উপস্করে শোভিত হইতেছে। ঐ সর্পধ্বজ রথ স্বর্ণজালে জড়িত হইয়া শ্রীসমৃদ্ধিতে হাস্য করিতে লাগিল। সেনাপতি প্রহস্ত তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক সসৈন্যে নির্গত হইলেন। প্রলয়ের মেঘগর্জনবৎ গম্ভীর দুন্দুভিরব হইতে লাগিল; অন্যান্য বাদ্যের তুমুল শব্দে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং অনবরত শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা সিংহনাদ পূর্ব্বক সেনাপতি প্রহস্তের অগ্রে অগ্রে চলিল। নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত এই চারি জন রাক্ষস প্রহস্তের সচিব। ইহাঁরা ভীমকায় ও ভীমরূপ। এই সকল যোদ্ধা সেনাপতি প্রহস্তকে বেষ্টন পূর্ব্বক যাইতে লাগিল। কৃতান্তের ন্যায় করালমূর্ত্তি মহাবীর প্রহস্ত সাগরবৎ বিস্তীর্ণ গজযূথতুল্য ভীষণ সৈন্য লইয়া পূর্ব্ব দ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক ক্রোধভরে চলিলেন। উহাঁর নির্গমনশব্দ ও বীরগণের সিংহ-নাদে লঙ্কার জীবগণ বিকৃত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তৎকালে নানারূপ দুর্লক্ষণ উপস্থিত; রক্তমাংসপ্রিয় পক্ষিগণ

নির্ম্মল নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া রথের চতুর্দ্দিকে দক্ষিণাবর্ত্তে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; ভীষণ শিবাগণ অগ্নিশিখা উদ্গার পূর্ব্বক চীৎকার আরম্ভ করিল; অন্তরীক্ষে অনবরত উল্কাপাত হইতে লাগিল; বায়ু নিরন্তর রুক্ষভাবে বহমান হইতে লাগিল; গ্রহগণ পরস্পর কুপিত হইয়া নিষ্প্রভ হইয়া গেল; মেঘ গভীর গর্জ্জন সহকারে প্রহস্তের রথ ও সৈন্যগণের উপর রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল; গৃধ্র ধ্বজদণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া দক্ষিণাভিমুখে চীৎকার ও উভয় পার্শ্ব কণ্ডূয়ন পূর্ব্বক প্রহস্তের মুখশ্রী মলিন করিয়া দিল। সমরে অপরাঙ্মুখ সারথি ও অশ্বশিক্ষকের হস্ত হইতে বারংবার অশ্বতাড়নী প্রতোদ স্খলিত হইয়া পড়িল। যে নির্গমনশ্রী ভাস্বর ও দুর্লভ, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাও বিনষ্ট হইল এবং সমতল ভূতলেও অশ্বেরা স্খলিত পদে পতিত হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে বানরগণ প্রখ্যাতপৌরুষ প্রহস্তকে নির্গত দেখিয়া বৃক্ষশিলাহস্তে উহার সম্মুখীন হইল। কোন বানর প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন এবং কেহ বা বিপুল শিলা গ্রহণ করিল। তৎকালে এই যুদ্ধসম্ভ্রমে উহাদিগের মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত। বীর বানর ও রাক্ষসেরা যুদ্ধহর্ষে উন্মত্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং সংহারার্থী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে দুর্ম্মতি প্রহস্ত মুমূর্ষু পতঙ্গ যেমন বহ্নিমুখে প্রবেশ করে সেইরূপ ঐ বানরসৈন্যে মহাবেগে প্রবেশ করিল।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ।

অনন্তর রাম প্রহস্তকে নিরীক্ষণ করিয়া হাস্যমুখে বিভী-ষণকে জিজ্ঞাসিলেন, রাক্ষসরাজ ! ঐ যে মহাবীর বহুসংখ্য সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া মহাবেগে আসিতেছেন, উনি কে ? এবং উহাঁর বলবীর্য্যই বা কিরূপ ?

বিভীষণ কহিলেন, রাম ! ঐ বীর রাক্ষসরাজ রাবণের সেনাপতি, উহাঁর নাম প্রহস্ত। লঙ্কার মধ্যে যে পরিমাণ সৈন্য সঞ্চিত আছে তাহার তৃতীয় ভাগ ইহাঁরই সহিত আসিতেছে। ইনি অস্ত্রজ্ঞ ও বীর, ইহাঁর বলবিক্রম সর্ব্বত্রই প্রথিত আছে।

অনন্তর বানরেরা প্রহস্তকে দেখিতে পাইল। প্রহস্ত ভীমবল ও ভীমমূর্ত্তি। ঐ বীর, রাক্ষসে পরিবেষ্টিত হইয়া মুহুর্মুহু গর্জ্জন করিতেছেন। তখন বানরগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত; উহারা প্রহস্তের সম্মুখীন হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। রাক্ষসদিগের হস্তে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র; কেহ খড়্গ, কেহ শক্তি, কেহ ঋষ্টি, কেহ শূল, কেহ বাণ, কেহ মুশল, কেহ গদা, কেহ পরিঘ, কেহ প্রাস, কেহ পরশু ও কেহ বা ধনু গ্রহণ করিয়াছে। তৎকালে উহারা বানরগণকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে চলিল। বানরেরাও পুষ্পিত বৃক্ষ ও প্রকাণ্ড শিলা লইয়া ধাবমান হইল। উভয় পক্ষীয় বীর একত্র হইবামাত্র ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। বানরেরা বৃক্ষশিলা নিক্ষেপ এবং রাক্ষসেরা শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরা

বহুসংখ্য রাক্ষসকে এবং রাক্ষসেরা বহুসংখ্য বানরকে বিনাশ করিতে লাগিল। উহারা পরস্পর পরস্পরকে শূল চক্র পরিঘ ও পরশু দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। অনেক বীর প্রহার-বেগে নিরুচ্ছ্বাস হইয়া ভূতলে পড়িল, অনেকে খণ্ডিত হৃদয়ে ধরাশায়ী হইল, এবং অনেকেই খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। বীর রাক্ষসেরা পার্শ্বদেশ হইতে বানরগণকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল, এবং বানরেরাও সরোষে প্রস্তর ও বৃক্ষ-প্রহার পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে পিষ্টপেষিত করিয়া দিল। কেহ কেহ বজ্রস্পর্শ মুষ্টিপ্রহার ও চপেটাঘাতে রক্ত বমন করিতে লাগিল এবং অনেকেরই মুখ চক্ষু শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া গেল। ক্রমশঃ রণস্থলে আর্ত্তস্বর ও সিংহনাদের তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। উভয় পক্ষীয় যোদ্ধারা বীরাচরিত পথের অনুবর্ত্তী। উহারা ক্রোধবেগে নির্ভয় হইয়া বক্রগ্রীবায় যুদ্ধ করিতে লাগিল। নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত এই চারিজন প্রহস্তের সচিব; তৎকালে ইহাদের হস্তে অনেক বানর বিনষ্ট হইল।

অনন্তর মহাবীর দ্বিবিদ প্রস্তরাঘাতে নরান্তককে, দুর্ম্মুখ উত্থিত হইয়া বৃক্ষাঘাত পূর্ব্বক ক্ষিপ্রহস্ত সমুন্নতকে, বীর জাম্ববান ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রকাণ্ড শিলাপাতে মহানাদকে এবং কপিপ্রবীর তার বৃক্ষাঘাতে কুম্ভহনুকে বধ করিলেন। তখন সেনাপতি প্রহস্ত বানরগণের এই সমস্ত বীরকার্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। সৈন্য-গণের নিরবচ্ছিন্ন পরিভ্রমণহেতু রণস্থলে যেন একটী ঘোর আবর্ত্ত দৃষ্ট হইল এবং তথায় তরঙ্গবহুল অসীম সমুদ্রবৎ

গভীর শব্দ হইতে লাগিল। যুদ্ধদুর্ম্মদ প্রহস্ত শরনিকরে বানরগণকে অতিমাত্র কাতর করিয়া তুলিল। ক্রমশঃ সৈন্যগণের মৃতদেহে রণভূমি পূর্ণ হইয়া গেল এবং উহা যেন ভীষণ পর্ব্বতে আকীর্ণ বোধ হইতে লাগিল। রক্তনদী প্রবাহিত হইল। বসন্তকালে কুসুমিত বৃক্ষ দ্বারা বনস্থলী যেমন শোভিত হয়, রণস্থল সেইরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। তৎকালে যুদ্ধভূমি একটী দুস্তর নদীর ন্যায় দৃষ্ট হইল। নিহত বীরগণ উহার তট, খণ্ডিত অস্ত্র শস্ত্র বৃক্ষ, রক্তপ্রবাহ জলরাশি, যকৃৎ ও প্লীহা ঘনীভূত পঙ্ক, বিক্ষিপ্ত অন্ত্ররাশি শৈবল, ছিন্ন মস্তক সকল মৎস্য, অঙ্গবিশেষ শাদ্বল-প্রদেশ, রক্তমাংসাশী গৃধ্রেরা হংস, মেদরাশি ফেন এবং বীরনাদ আবর্ত্তশব্দ। ঐ যমসাগরগামিনী নদী কাপুরুষের পক্ষে অত্যন্ত দুস্তর। করিযূথ যেমন পদ্মরেণুপূর্ণ সরোবর পার হয় বীরগণ সেইরূপ উহা অনায়াসে পার হইতে লাগিল।

অনন্তর সেনাপতি নীল বায়ু যেমন প্রকাণ্ড মেঘের অভি-মুখে প্রবাহিত হয় সেইরূপ তিনি প্রহস্তের দিকে মহাবেগে চলিলেন। তদ্দৃষ্টে প্রহস্ত শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নীলের প্রতি ধাবমান হইল এবং উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। প্রহস্তের শরজাল নীলকে বিদ্ধ করিয়া রুষ্ট সর্পের ন্যায় বেগে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পরে নীল এক বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক প্রহস্তকে প্রহার করিলেন। প্রহস্তও ক্রোধভরে সিংহনাদ পূর্ব্বক উহার প্রতি শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। তখন নীল ঐ দুরাত্মাকে নিরস্ত করিতে না

পারিয়া, বৃষ যেমন শরৎকালে ঝটিতি আগত বৃষ্টিপাত নিমীলিত নেত্রে সহ্য করে, সেইরূপ তিনি উঁহার শরপাত নিমীলিত নেত্রে সহ্য করিতে লাগিলেন। পরে সেই মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক শাল বৃক্ষের আঘাতে প্রহস্তের অশ্ব সকল বিনষ্ট করিলেন এবং বলপূর্ব্বক উহার শরাসন দ্বিখণ্ড করিয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরে প্রহস্ত রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক এক ভীষণ মুসল লইয়া উঁহার সম্মুখীন হইল। ঐ দুই জাতবৈর মহাবীর প্রতিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, রক্তাক্ত দেহে মদস্রাবী মাতঙ্গবৎ নিরীক্ষিত হইলেন এবং সুতীক্ষ্ণ দশনে পরস্পর পরস্পরকে দংশন করিতে লাগিলেন। উঁহারা দুই জনই সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীমমূর্ত্তি, এবং দুই জনই সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র; দুই জন জয়শ্রী প্রায় তুল্যাংশে অধিকার করিয়াছেন এবং দুই জনই ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় যশ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। ইত্যবসরে সেনাপতি প্রহস্ত বহু আয়াসে নীলের ললাটে এক মুসলাঘাত করিল। মুসলপ্রহার মাত্র তাঁহার ললাটপট্ট ভেদ করিয়া রক্তধারা বহিতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং এক বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রহস্তের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। প্রহস্তও ঐ বৃক্ষপ্রহার লক্ষ্য না করিয়া মুসল গ্রহণ পূর্ব্বক নীলের প্রতি ধাবমান হইল। নীলও এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ করিলেন এবং উঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। প্রহস্তের মস্তক শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। সে হতশ্রী হতবল হতজীবন ও নিরিন্দ্রিয় হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের

ন্যায় সহসা ভূতলে পড়িল এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে প্রস্র-বণের ন্যায় রক্তপ্রবাহ ছুটিতে লাগিল।

প্রহস্ত বিনষ্ট হইলে রাক্ষসসৈন্য অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া লঙ্কার দিকে পলাইতে লাগিল। সেতুভঙ্গ হইলে জল যেমন আর রুদ্ধ থাকিতে পারে না, সেইরূপ উহারা সেনা-পতির বিনাশে রণস্থলে আর তিষ্ঠিতে পারিল না। সকলে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিল এবং চিন্তায় মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক নিবিড়তর শোকে যেন বিচেতন হইয়া পড়িল।

এদিকে মহাবীর নীল জয়লাভ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত হইলেন। তৎকালে সকলেই তাঁহার এই বীরকার্য্যে তাঁহাকে যার পর নাই প্রশংসা করিতে লাগিল।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর সৈন্যগণ রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রহস্তের বধবৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তখন রাবণ উহাদের নিকট এই সংবাদ শুনিবামাত্র অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন; তাঁহার মন শোকে অভিভূত হইল; তিনি উহা-দিগকে কহিলেন, রাক্ষসগণ! যাহারা আমার সেনাপতি সুরসৈন্যনিহন্তা প্রহস্তকে সসৈন্যে বিনাশ করিল, এক্ষণে সেই সমস্ত শত্রুকে উপেক্ষা করা কোনক্রমে উচিত হইতেছে না।

অতএব আমি স্বয়ংই তাহাদের বধসাধনের জন্য অশঙ্কুচিত মনে সেই অদ্ভুত যুদ্ধভূমিতে যাত্রা করিব। দীপ্ত হুতাশন যেমন বনস্থল দগ্ধ করে সেইরূপ আজ আমি নিশ্চয়ই রাম লক্ষ্মণ ও বানরগণকে দগ্ধ করিব।

এই বলিয়া ইন্দ্রশত্রু রাবণ সদশ্বযোজিত অঙ্গারকল্প রথে আরোহণ করিলেন। শঙ্খ, ভেরী ও পণব বাদিত হইতে লাগিল। বীরগণের মধ্যে কেহ বাহ্বাস্ফোটন কেহ সিংহ-নাদ এবং কেহ বা স্ব স্ব বলবীর্য্যের আস্ফালন করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজ রাবণ পুণ্যস্তবে পূজিত হইয়া সত্বর বহির্গত হইলেন এবং পর্ব্বতপ্রমাণ দীপ্তমূর্ত্তি জ্বলন্তনেত্র রাক্ষস-গণে বেষ্টিত হইয়া ভূতপরিবৃত রুদ্র দেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর নির্গত হইবা মাত্র দেখিলেন, বানরসৈন্য বৃক্ষ পর্ব্বত উদ্যত করিয়া, মেঘবৎ গভীর ও সমুদ্র-বৎ ঘোরতর গর্জ্জন করিতেছে।

তখন ভুজগরাজবৎ প্রকাণ্ড দোর্দ্দণ্ডশালী রাম অতি প্রচণ্ড রাক্ষসসৈন্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐ যে সমস্ত সৈন্য পতাকা ধ্বজ ও ছত্রে শোভিত হইতেছে; যাহাদের হস্তে প্রাস অসি শূল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র; যাহারা অতিমাত্র সাহসী এবং মহেন্দ্র-পর্ব্বততুল্য হস্তিসমূহে পরিপূর্ণ; ঐ অক্ষোভ্য সৈন্য কোন্ মহাবীরের?

মহামতি বিভীষণ কহিলেন, রাজন! ঐ যে বীর হস্তি-পৃষ্ঠে অধিরূঢ়, যাঁহার মুখ তরুণ সূর্য্যবৎ রক্তবর্ণ, যিনি শরীর-ভারে স্ববাহন হস্তীর মস্তক কম্পিত করিয়া আসিতেছেন,

উহাঁর নাম অকম্পন। ঐ যিনি রথারোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রধনু-তুল্য শরাসন বারংবার আস্ফালন করিতেছেন, সিংহ যাঁহার কেতু, যিনি করালদশন হস্তীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন, উনি রাক্ষসপ্রধান ইন্দ্রজিৎ। যিনি বিন্ধ্য, অস্ত ও মহেন্দ্র পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ, যিনি অতিরথ ও মহাবীর, যিনি বিশাল ধনু মুহুর্মুহু আকর্ষণ করিতেছেন, উনি অতিকায়। ঐ যাঁহার নেত্রদ্বয় প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ, যিনি ঘণ্টানিনাদী মাতঙ্গের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক মুহুর্মুহু গর্জ্জন করিতেছেন উনি মহাবীর মহোদর। ঐ যিনি সন্ধ্যামেঘবৎ রক্তবর্ণ, যিনি স্বর্ণালঙ্কারখচিত অশ্বের উপর উজ্জ্বল প্রাস উদ্যত করিয়া আছেন, উনি বজ্রবেগ পিশাচ। যিনি ঐ বিদ্যুৎকান্তি সুতীক্ষ্ণ শূল গ্রহণ পূর্ব্বক প্রিয়দর্শন বৃষবাহনে মহাবেগে আসিতেছেন উনি যশস্বী ত্রিশিরা। ঐ যে মহাবীর কৃষ্ণকায়, যাঁহার বক্ষঃস্থল স্থূল ও বিশাল, সর্প যাঁহার কেতু, যিনি শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক আসিতেছেন উনি কুম্ভ। যিনি ঐ মণিমুক্তাখচিত দীপ্ত পরিঘ লইয়া আগমন করিতেছেন, যাহার বীরকার্য্য অত্যাশ্চর্য্য উনি রাক্ষসসৈন্যকেতু মহাবীর নিকুম্ভ। ঐ যে শিখরধারী বীর অস্ত্রপূর্ণ পতাকাশোভিত উজ্জ্বল রথে বিরাজমান আছেন, উনি নরান্তক। আর যিনি ঐ দেবগণেরও দর্পহারী; যিনি হস্ত্যশ্ব ব্যাঘ্র উষ্ট্র ও মৃগের ন্যায় বিকৃতমুখ বিবৃত্তচক্ষু ঘোররূপ ভূতগণে বেষ্টিত হইয়া ভগবান রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন; যথায় সূক্ষ্মশলাকা-শোভিত চন্দ্রাকার শ্বেতছত্র দৃষ্ট হইতেছে, উনি রাক্ষসরাজ রাবণ। ঐ দেখ উহাঁর মস্তকে শোভন কিরীট এবং কর্ণে

রত্নকুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে। উহাঁর দেহ হিমালয় ও বিন্ধ্যের ন্যায় ভীষণ; উনি ইন্দ্র ও যমেরও দর্পনাশ করিয়াছেন; এবং উনি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী।

তখন রাম কহিলেন, অহো, রাক্ষসরাজ রাবণ কি তেজস্বী। ঐ বীর স্বীয় প্রভাজালে সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া আছেন। বলিতে কি, উহাঁর সর্ব্বাঙ্গ তেজঃপুঞ্জে আচ্ছন্ন বলিয়া আমি উহাঁর রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম না। উহাঁর যেমন দেহভাগ্য, দেব ও দানবেরও এইরূপ নহে। ইহাঁর অনুগামী বীরগণ দীর্ঘাকার পর্ব্বতযোধী ও তীক্ষ্ণাস্ত্রধারী। রাবণ ঐ সমস্ত বীরে বেষ্টিত হইয়া ভীমদর্শন ভূতগণে পরিবৃত কৃতান্তবৎ শোভিত হইতেছেন। বলিতে কি, আজ ভাগ্যক্রমেই পাপিষ্ঠ আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে। আজ আমি সীতাহরণজনিত ক্রোধ উহার উপর ঝাড়িব। রাম এই বলিয়া শরাসন গ্রহণ ও তূণীর হইতে শর উত্তোলন পূর্ব্বক দাঁড়াইলেন।

এদিকে রাবণ মহাবল রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, তোমরা গিয়া লঙ্কার চারিটি পুরদ্বার, রাজপথ ও গৃহে শঙ্কাশূন্য হইয়া সুখে অবস্থান কর। তোমরা সকলেই আমার সহিত যুদ্ধস্থলে আসিয়াছ; বানরেরা এই ছিদ্র পাইলে নিশ্চয়ই শূন্য পুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক নানারূপ উপদ্রব করিবে।

সচিবগণ রাবণের আদেশ মাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল। তখন বৃহৎ মৎস্য যেমন পূর্ণ সমুদ্রের প্রবাহ ভেদ করে সেইরূপ রাবণ ঐ বানরসৈন্যের মধ্যে সহসা প্রবেশ

করিলেন। কপিরাজ সুগ্রীব রাবণকে শরশরাসন হস্তে আগমন করিতে দেখিয়া বৃক্ষবহুল গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক তদভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর রাবণ স্বর্ণপুঙ্খ শরে সুগ্রীবনিক্ষিপ্ত শৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং অতিমাত্র রুষ্ট হইয়া অজগরভীষণ কৃতান্তদর্শন এক শর গ্রহণ করিলেন। ঐ শর বিস্ফুলিঙ্গাক্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল এবং উহার গতিবেগ বায়ু ও বজ্রের অনুরূপ। রাবণ সুগ্রীবকে বধ করিবার জন্য মহাবেগে শরপ্রয়োগ করিলেন। তখন কুমারনিক্ষিপ্ত শক্তি যেমন ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিল সেইরূপ ঐ শর বজ্রদেহ সুগ্রীবকে অক্লেশে ভেদ করিল। সুগ্রীবও আর্ত্তরবে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরাও হৃষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, ঋষভ, জ্যোতির্মুখ ও নল গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক রাবণের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। রাবণ শাণিত শরে বানরনিক্ষিপ্ত বৃক্ষ শিলা ব্যর্থ করিয়া অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন ভীমকায় বানরগণের মধ্যে অনেকে রাবণের শরে ছিন্ন ভিন্ন হইল, অনেকে আহত ও অনেকে ভূতলে পতিত হইল এবং অনেকেই ভীত হইয়া কাতর স্বরে শরণাগতরক্ষক রামের আশ্রয় লইল। তখন মহাবীর রাম বানরগণের এইরূপ অবস্থা দৃষ্টে আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি ধনুর্ব্বাণ হস্তে উত্থিত হইলেন। ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্য!

দুরাত্মা রাবণের সংহারকল্পে একমাত্র আমিই পর্য্যাপ্ত। এক্ষণে আপনি আদেশ করুন, আমিই গিয়া উহাকে বিনাশ করিয়া আসি।

তখন তেজস্বী রাম কহিলেন, বৎস! তবে যাও, রাবণের সহিত সাবধানে যুদ্ধ করিও। সে মহাবল ও মহাবীর্য্য; তাহার পরাক্রম অদ্ভুত; সে ক্রোধাবিষ্ট হইলে ত্রিলোকেরও দুঃসহ হইয়া উঠে। তুমি যুদ্ধকালে সততই তাহার ছিদ্রানুসন্ধান করিবে এবং স্বছিদ্রের প্রতিও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। বৎস! অধিক আর কি, চক্ষু ও ধনু দ্বারা সর্ব্বদাই আত্মরক্ষা করিও।

তখন বীর লক্ষ্মণ রামকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। অদূরে ভীমবাহু রাবণ ভীষণ ধনু আকর্ষণ ও শর বর্ষণ পূর্ব্বক বানরসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিলেন। তদ্দৃষ্টে হনুমান তাঁহার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে উহাঁর রথের নিকটস্থ হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন ও উহাঁকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, দুর্বৃত্ত! ব্রহ্মার বরে তুই দেব দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও রাক্ষসের অবধ্য হইয়া আছিস্, কেবল বানর হইতেই তোর ভয়। এক্ষণে, এই আমি পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়াছি, আজ ইহাই তোর দেহ হইতে বহুদিনের প্রাণ কাড়িয়া লইবে।

তখন ভীমবল রাবণ রোষারুণ নেত্রে কহিলেন, বানর! তুই নির্ভয়ে শীঘ্রই আমায় প্রহার কর্; ইহার বলে তোর স্থির কীর্ত্তি লাভ হোক্। আজ আমি অগ্রে তোর বলবীর্য্য পরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ তোরে বধ করিব।

হনুমান কহিলেন, রাক্ষস! ভাবিয়া দেখ্, আমি তোর পুত্র অক্ষকে অগ্রে বধ করিয়াছি

রাবণ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং হনুমানের বক্ষে এক চপেটাঘাত করিলেন। হনুমান প্রহারবেগে অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং ধৈর্য্যবলে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সুস্থির হইয়া ক্রোধভরে উহাঁকে এক চপেটাঘাত করিলেন। রাবণ ভূমিকম্পকালীন পর্ব্বতবৎ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ঋষি সিদ্ধ সুরাসুর ও বানরেরাও এই ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া হৃষ্টমনে কোলাহল করিতে লাগিল।

পরে রাবণ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, বানর! সাধু সাধু, তোমার বিলক্ষণ বলবীর্য্য আছে, তুমিই আমার শ্লাঘনীয় শত্রু।

হনুমান কহিলেন, রাক্ষস! তুই যে আমার এই চপেটাঘাতে এখনও জীবিত আছিস্ ইহাতেই আমার বলবীর্য্যে ধিক্। নির্ব্বোধ! বৃথা কি আস্ফালন করিতেছিস, তুই একবার আমায় মারিয়া দেখ্। পরে আমি এক মুষ্টিতে তোরে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

রাবণের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি আরক্ত লোচনে হনুমানের বিশাল বক্ষে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। মুষ্টি বেগে বজ্রকল্প; হনুমান তৎপ্রভাবে পুনঃ পুনঃ বিমোহিত হইতে লাগিলেন। তখন রাবণ উহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া নীলের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মর্ম্মবিদারণ ভুজগভীষণ শরে উহাঁকে বিদ্ধ করিলেন। সেনাপতি নীল

তন্নিক্ষিপ্ত শরে ক্লিষ্ট হইয়া এক হস্তেই তাঁহার প্রতি এক শৈল-শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন।

ঐ সময় তেজস্বী হনুমান আশ্বস্ত হইয়া যুদ্ধার্থ পুনর্ব্বার প্রস্তুত হইলেন এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে নীলের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া সরোষে কহিলেন, রাবণ! তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছ, এ সময় তোমাকে আক্রমণ করা সঙ্গত হইতেছে না।

অনন্তর রাবণ নীলনিক্ষিপ্ত শৈলশৃঙ্গ সাতটী সুতীক্ষ্ণ শরে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে সেনাপতি নীল ক্রোধে প্রলয়াগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার প্রতি অশ্বকর্ণ, শাল, মুকুলিত আম্র ও অন্যান্য বৃক্ষ মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও ঐ সমস্ত বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া নীলের প্রতি ঘোরতর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে মহাবীর নীল খর্ব্বাকার হইয়া সহসা তাঁহার ধ্বজদণ্ডের উপর আরোহণ করিলেন। রাবণ উহাঁর এই দুঃসাহসের কার্য্য দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তৎকালে নীলও কখন তাঁহার ধ্বজদণ্ডের অগ্রভাগ, কখন ধনুর অগ্রভাগ এবং কখন বা কিরীটের অগ্রভাগে উপবিষ্ট হইতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণ ও হনুমান মহাবীর নীলের এই অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রাবণও নীলের এই ক্ষিপ্রকারিতায় স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্য প্রদীপ্ত আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তৎকালে বানরেরা রাক্ষসরাজকে অত্যন্ত ব্যস্ত-সমস্ত দেখিয়া হৃষ্টমনে কোলাহল করিতে লাগিল। রাবণ বানরগণের এই হর্ষনাদে যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন

এবং ব্যস্ততানিবন্ধন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তাহার হস্তে আগ্নেয় অস্ত্র, তিনি ধ্বজাগ্রস্থিত নীলকে ঘন ঘন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, বানর! তুই বঞ্চনাবলে ক্ষিপ্রকারী হইয়াছিস্, এক্ষণে যদি পারিস্‌ত আপনার প্রাণরক্ষা কর্। তুই পুনঃ পুনঃ নানারূপ রূপ ধারণ করিতেছিস্, এবং আপনার প্রাণরক্ষায় তৎপর হইয়াছিস্, এক্ষণে আমি এই আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করি, আজ ইহা নিশ্চয়ই তোর প্রাণ নষ্ট করিবে।

এই বলিয়া রাবণ নীলের বক্ষে আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। নীল ঐ অস্ত্রে আহত হইবামাত্র অগ্নিতে দহ্যমান হইয়া সহসা ভূতলে পড়িলেন। তিনি পিতৃমাহাত্ম্য ও স্বতেজে জানুর উপর ভর দিয়া ভূতলে পতিত হইলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহার প্রাণ নষ্ট হইল না। তখন রাবণ মহাবীর নীলকে বিচেতন দেখিয়া মেঘগম্ভীরনির্ঘোষ রথে লক্ষ্মণের দিকে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া বানরগণকে নিবারণ ও স্বতেজে অবস্থান পূর্ব্বক মুহুর্মুহু ধনু আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি আজ আমার সহিত যুদ্ধ কর, বানরগণের সহিত যুদ্ধ তোমার ন্যায় বীরের কর্ত্তব্য নহে। এই বলিয়া তিনি ধনুকে টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

রাবণ মহাবীর লক্ষ্মণের এই বাক্য ও কঠোর জ্যাশব্দ শ্রবণ করিয়া সক্রোধে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুই ভাগ্যবলেই আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিস্, আজ তোর কিছুতেই নিস্তার নাই; তুই নির্ব্বোধ; আজ তোরে এখনই আমার শরে মৃত্যুমুখ দর্শন করিতে হইবে।

তখন লক্ষ্মণ দংষ্ট্রাকরাল রাবণকে নির্ভয়ে কহিলেন, রাজন্! মহাপ্রভাব বীরেরা কদাচই বৃথা আস্ফালন করেন না, রে পাপিষ্ঠ! তুই কেন নিরর্থক আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্। আমি তোর বলবিক্রম জানি, তোর প্রভাব ও প্রতাপও অবগত আছি; এক্ষণে বৃথাগর্ব্বে কি প্রয়োজন, আয়, এই আমি ধনুর্ব্বাণ হস্তে দাঁড়াইয়া আছি।

অনন্তর রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি সাতটি সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণও সুশাণিত শরে তৎসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাবণ স্বনিক্ষিপ্ত বাণ ছিন্নদেহ উরগের ন্যায় সহসা খণ্ডখণ্ড হইতে দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ক্ষুর অর্দ্ধচন্দ্র কর্ণ ও ভল্লাস্ত্র দ্বারা তন্নিক্ষিপ্ত শর খণ্ডখণ্ড করিলেন এবং স্বস্থানে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। তখন রাবণ লক্ষ্মণের ক্ষিপ্রহস্ততা হেতু আপনার উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকল ব্যর্থ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার উহাঁর প্রতি সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রবিক্রম লক্ষ্মণও তাঁহাকে বধ করিবার জন্য অগ্নিকল্প শর ভীমবেগে নিক্ষেপ করিলেন। রাবণও তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রদত্ত প্রলয়াগ্নিতুল্য শরদ্বারা উহাঁর ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। লক্ষ্মণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া লোল শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। পরে পুনর্ব্বার অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক উহাঁর শরাসন দ্বিখণ্ড করিয়া, তিন শরে উহাঁকে বিদ্ধ করিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণও প্রহারব্যথায় বিমোহিত হইয়া

পড়িলেন এবং পুনর্ব্বার অতিকষ্টে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শোণিতধারায় সিক্ত ও বসায় আর্দ্র। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মদত্ত শক্তি গ্রহণ করিলেন। ঐ শক্তি বানরগণের পক্ষে অতিমাত্র ভীষণ এবং সধূম বহ্নির ন্যায় উগ্রদর্শন। রাবণ লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া তাহা নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণ ঐ শক্তি মহাবেগে আসিতে দেখিয়া হুতাগ্নিকল্প শর দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন, তথাপি উহা বেগে আসিয়া তাঁহার বিশাল বক্ষে প্রবেশ করিল। তিনি মহাবল কিন্তু শক্তিপ্রহারে মূর্চ্ছিত হইলেন। রাক্ষসরাজ রাবণও বিহ্বল অবস্থায় তাঁহাকে গিয়া সহসা বলপূর্ব্বক ভুজপঞ্জরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যে মহাবীর হিমালয় মন্দর সুমেরু এবং দেবগণের সহিত ত্রিলোক উৎপাটন করিতে সমর্থ, তিনি লক্ষ্মণকে কোনক্রমেই উত্তোলন করিতে পারিলেন না। ঐ সময় দানবদর্পহারী লক্ষ্মণ স্বয়ং যে বিষ্ণুর অপরিচ্ছিন্ন অংশ তাহা স্মরণ করিলেন। ফলত তৎকালে রাবণ বাহুবেষ্টনে পীড়ন পুর্ব্বক তাঁহাকে কিছুতেই সঞ্চালন করিতে পারিলেন না।

অনন্তর হনুমান ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রুতবেগে গিয়া রাবণের বক্ষে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। রাবণ ঐ মুষ্টিপ্রহারে রথোপরি বিচেতন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ চক্ষু ও কর্ণ দিয়া অনবরত রক্ত নির্গত হইতে লাগিল; সর্ব্বাঙ্গ ঘুরিতে লাগিল; তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল বিকল, তিনি যে তখন কোথায় আছেন তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ঐ সময়

সের শ্রেষ্ঠ; তিনিই রাম লক্ষ্মণ ও বানরগণকে শীঘ্রই বিনাশ করিবেন। যুদ্ধে তাঁহার বলবিক্রম সুপ্রসিদ্ধ, তিনি সুখাসক্ত হইয়া সর্ব্বদাই শয়ান আছেন। আমি এই ঘোরতর সংগ্রামে রামের হস্তে পরাস্ত হইয়াছি। এক্ষণে তাঁহাকে জাগরিত করিলে আমার এই পরাজয়দুঃখ কদাচই থাকিবে না। দেখ, যদি এই বিপদে তিনি আমার কোন রূপ সাহায্য না করেন তবে তাঁহাকে লইয়া কি প্রয়োজন?

তখন রক্তমাংসাসী রাক্ষসেরা রাবণের আজ্ঞা পাইবামাত্র বিবিধ ভক্ষ্যভোজ্য ও গন্ধমাল্য লইয়া শশব্যস্তে কুম্ভকর্ণের আলয়ে চলিল। কুম্ভকর্ণের গুহা অতি রমণীয় এবং চতুর্দ্দিকে এক যোজন বিস্তৃত। উহার দ্বার প্রকাণ্ড এবং অভ্যন্তর পুষ্পগন্ধে পরিপূর্ণ। মহাবল রাক্ষসেরা প্রবেশকালে কুম্ভকর্ণের নিশ্বাসবায়ুতে প্রতিহত হইয়া দূরে পড়িল এবং অতিকষ্টে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ গুহার কুট্টিমতল কাঞ্চনময়; রাক্ষসেরা তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিল মহাবীর কুম্ভকর্ণ বিকৃতভাবে প্রসারিত পর্ব্বতের ন্যায় শয়ান ও নিদ্রিত আছেন।

অনন্তর রাক্ষসেরা সমবেত হইয়া উহাঁকে জাগরিত করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণের শরীরলোম ঊর্দ্ধে উত্থিত; তিনি ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। ঐ নিশ্বাসবায়ুতে লোক সকল ঘূর্ণমান। তাঁহার নাশাপুট অতিভীষণ এবং আস্যকুহর পাতালের ন্যায় প্রশস্ত; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মেদ ও শোণিতের গন্ধ নির্গত হইতেছে। তিনি স্বর্ণাঙ্গদধারী এবং উজ্জ্বল কিরীটে সূর্য্যজ্যোতি বিস্তার করিতেছেন।

অনন্তর রাক্ষসগণ ঐ মহাবীরের নিকট তৃপ্তিকর জীবজন্তু পর্ব্বতপ্রমাণ সঞ্চয় করিতে লাগিল। মৃগ মহিষ ও বরাহ প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য স্তূপাকার করিয়া রাখিল এবং রক্তকলশ ও বিবিধ মাংস আহরণ করিল। পরে উহারা তাঁহার দেহে উৎকৃষ্ট চন্দন লেপন পূর্ব্বক তাঁহাকে মাল্য ও চন্দনের সুবাস আঘ্রাণ করাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে ধূপগন্ধ বিস্তৃত, তৎকালে অনেকে উহাঁর স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইল, অনেকে জলদবৎ গভীর গর্জ্জন এবং অনেকে শশাঙ্কশুভ্র শঙ্খ বাদন করিতে লাগিল, অনেকে সমস্বরে চীৎকার পূর্ব্বক বাহ্বাস্ফোটন এবং তাঁহার অঙ্গচালন আরম্ভ করিল। তখন নভোমণ্ডলে উড্ডীন বিহঙ্গগণ শঙ্খ ভেরী ও পণবের শব্দ, বাহ্বাস্ফোটন ও সিংহনাদে ব্যথিত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘোর নিদ্রা কিছুতেই ভঙ্গ হইল না। তখন রাক্ষসগণ ভুশুণ্ডী গিরিশৃঙ্গ মুষল ও গদা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার বক্ষে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনেকে মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু তৎকালে ঐ সকল বীর কুম্ভকর্ণের নিশ্বাসবেগে কিছুতেই তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না। উহাদের সংখ্যা দশ সহস্র, উহারা বদ্ধপরিকর হইয়া ঐ অঞ্জনপুঞ্জনীল কুম্ভকর্ণকে বেষ্টন পূর্ব্বক প্রবোধিত করিতে লাগিল, কিন্তু তদ্বিষয়ে অকৃতকার্য্য হওয়াতে অপেক্ষাকৃত দারুণ যত্ন ও চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। উহারা ঐ বীরের দেহোপরি সঞ্চরণ করিবার জন্য অশ্ব উষ্ট্র হস্তী ও গর্দ্দভকে পুনঃ পুনঃ অঙ্কুশাঘাত করিতে লাগিল, সবলে শঙ্খ ভেরী পণব কুম্ভ ও মৃদঙ্গ বাদন এবং সমস্ত প্রাণের সহিত মহাকাষ্ঠ মুসল ও মুদ্গর

প্রহার আরম্ভ করিল। তৎকালে ঐ তুমুল প্রহারশব্দে বন-পর্ব্বতের সহিত লঙ্কা পূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু সুখসুপ্ত কুম্ভকর্ণ কিছুতেই জাগরিত হইলেন না।

অনন্তর রাক্ষসগণ ঐ শাপাভিভূত মহাবীরের নিদ্রাভঙ্গ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল। কেহ' কেহ উহাঁকে সচেতন করিবার জন্য বল প্রকাশ, কেহ কেহ ভেরী-বাদন ও কেহ কেহ সিংহনাদ করিতে লাগিল। কেহ কেহ উহাঁর কেশ ছেদন, কেহ কেহ উহাঁর কর্ণ দংশন এবং কেহ কেহ বা উহাঁর কর্ণে জলসেক করিতে লাগিল, কিন্তু কুম্ভকর্ণ ঘোর নিদ্রায় নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। পরে অনেকে তাঁহার মস্তক বক্ষ ও সমস্ত গাত্রে কূটমুদ্গরাঘাতে প্রবৃত্ত হইল, অনেকে রজ্জুবদ্ধ শতঘ্নী প্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু কুম্ভ-কর্ণের কিছুতেই নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

অনন্তর সহস্র হস্তী তাঁহার দেহোপরি বেগে বিচরণ করিতে লাগিল। এই হস্তিগণের সঞ্চারে তিনি স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া জাগরিত হইলেন, এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জৃম্ভা ত্যাগ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন। ঐ বীর ভুজগদেহতুল্য গিরিশিখরাকার বজ্রসার বাহুযুগল প্রসা-রণ এবং বড়বামুখসদৃশ মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক বিকৃতাকারে জৃম্ভাত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আস্যকুহর পাতাল-বৎ গভীর; মুখমণ্ডল সুমেরুশৃঙ্গে উদিত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় নিরী-ক্ষিত হইতে লাগিল, নিশ্বাস পর্ব্বতনিঃসৃত বায়ুবৎ বেগে বহিতে লাগিল। তিনি গাত্রোত্থান করিলেন; তাঁহার রূপ বিশ্বদাহোদ্যত যুগান্তকালীন করাল কালের ন্যায় বোধ হইতে

লাগিল। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য, তাহা হইতে বিদ্যুতবৎ জ্যোতি নির্গত হইতেছে, তৎকালে ঐ দুই নেত্র প্রদীপ্ত মহাগ্রহের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে সম্মুখস্থ সুপ্রচুর ভক্ষ্য ভোজ্য দেখাইয়া দিল। তিনি বরাহ ও মহিষ আহার করিতে লাগিলেন এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রাশি রাশি মাংস ভক্ষণ এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া শোণিত, বহু কলশ বসা ও মদ্য পান করিতে লাগিলেন।

তখন রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত বুঝিয়া ক্রমশঃ নিকটস্থ হইতে লাগিল এবং তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। কুম্ভকর্ণের নেত্র নিদ্রাবশে ঈষৎ উন্মীলিত ও কলুষিত; তিনি একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি প্রসারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে দেখিলেন, এবং এইরূপ জাগরণে বিস্মিত হইয়া সান্ত্ববাদ সহকারে কহিলেন, রাক্ষসগণ! তোমরা কি জন্য আমাকে এইরূপ আদর পূর্ব্বক প্রবোধিত করিলে? মহারাজ রাবণের কুশল ত? এখন ত কোন ভয় নাই? অথবা বোধ হইতেছে কোন শত্রুভয় উপস্থিত; তোমরা তজ্জন্যই আমাকে সত্বর জাগরিত করিলে। যাহা হউক, আজ আমি রাক্ষসরাজের শঙ্কা দূর করিব, মহেন্দ্র পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব, এবং অগ্নিকে শীতল করিয়া দিব। আমি নিদ্রিত ছিলাম, তিনি অল্প কারণে আমাকে প্রবোধিত করেন নাই। এক্ষণে যথার্থতই বল তোমরা কি জন্য আমায় জাগরিত করিলে?

তখন সচিব যূপাক্ষ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিতে

লাগিল, বীর! কোন রূপ দৈবভয় আমাদের কদাচ ঘটে নাই, এক্ষণে দারুণ মনুষ্যভয়ই আমাদিগকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। এই মনুষ্যভয় যেরূপ উপস্থিত, দেব দানব হইতেও আমরা কখন এ প্রকার দেখি নাই। এক্ষণে পর্ব্বতপ্রমাণ বানরগণ এই লঙ্কাপুরীর চতুর্দ্দিক অবরোধ করিয়াছে। রাম সীতাহরণে যার পর নাই সন্তপ্ত; আমরা কেবল তাঁহারই প্রতাপে ভীত হইতেছি। ইতিপূর্ব্বে একটীমাত্র বানর উপস্থিত হইয়া সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ করিয়া যায়। কুমার অক্ষ তাহারই হস্তে বলবাহনের সহিত বিনষ্ট; রাম দেবকুলকণ্টক স্বয়ং রাক্ষসাধিপতিকেও যুদ্ধে অপহেলা করিয়া অব্যাহতি দিয়াছেন। দেবতা ও দৈত্য দানব হইতেও যাহা কখন হয় নাই আজ এক রাম হইতে মহারাজের তাহাই হইল। তিনি উহাঁকে প্রাণসঙ্কট হইতে মুক্তি দিয়াছেন।

তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা রাবণের এইরূপ পরাভবের কথা শুনিয়া ঘুর্ণিতলোচনে যুপাক্ষকে কহিলেন, সচিব! আমি অদ্যই বানরগণের সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে পরাজয় করিয়া, পশ্চাৎ রাক্ষসরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আজ আমি বানরগণের রক্তমাংসে রাক্ষসদিগকে পরিতৃপ্ত করিব, এবং স্বয়ংও রাম ও লক্ষ্মণের শোণিত পান করিব।

অনন্তর বীরপ্রধান মহোদর ক্রোধাবিষ্ট গর্ব্বিত কুম্ভকর্ণকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, বীর! আপনি অগ্রে রাক্ষসরাজের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক গুণ দোষ সমস্ত বিচার করিয়া পশ্চাৎ শত্রুজয় করিবেন।

এদিকে রাক্ষসেরা সর্ব্বাগ্রে রাবণের গৃহে দ্রুতপদে

উপস্থিত হইল। রাবণ উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট; রাক্ষসেরা তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, রাজন্! আপনার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি কি তথা হইতেই যুদ্ধ যাত্রা করিবেন, না আপনি এই স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করেন।

রাবণ হৃষ্টমনে কহিলেন, রাক্ষসগণ! আমি তাঁহাকে এই স্থানেই দেখিতে অভিলাষ করি। তোমরা তাঁহাকে পরম সমাদরে আনয়ন কর।

তখন রাক্ষসেরা রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কুম্ভকর্ণের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাকে কহিল, মহারাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, এক্ষণে চলুন এবং তাহাকে গিয়া আনন্দিত করুন।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। পরে হৃষ্টমনে মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক কৃতস্নান হইয়া মদ্যপানে অভিলাষী হইলেন এবং বলবৃদ্ধিকর মদ্য আনিবার জন্য রাক্ষসগণকে আদেশ করিলেন। রাক্ষসেরা মদ্য ও বিবিধ ভক্ষ্য শীঘ্র আনিয়া দিল। কুম্ভকর্ণ দুই সহস্র কলশ মদ্য পান করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। তিনি পানপ্রভাবে ঈষৎ উষ্ণ ও মত্ত, তাঁহার তেজ ও বল অতিমাত্র স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং রাক্ষসসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া ভ্রাতা রাবণের গৃহে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। সূর্য্য যেমন করজালে ভূমণ্ডল উদ্ভাসিত করেন সেইরূপ তিনি দেহশ্রীতে রাজপথ উজ্জ্বল করিয়া চলিলেন।

তাঁহার উভয় পার্শ্বে রাক্ষসেরা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান; বোধ হইল যেন সুররাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার আলয়ে গমন করিতেছেন। ঐ সময় বহিঃস্থ বানরেরা রাজপথে সহসা ঐ গিরিশিখরাকার মহাবীরকে দেখিয়া ভীত হইল। উহাদের মধ্যে কেহ আশ্রিতবৎসল রামের শরণ লইবার জন্য চলিল, কেহ দিগদিগন্তে পলাইতে লাগিল এবং কেহ বা ভয়ার্ত্ত হইয়া ভূতলে শয়ন করিল। মহাবীর কুম্ভকর্ণ কিরীটধারী; তিনি স্বতেজে যেন সূর্য্যকেও স্পর্শ করিতেছেন। বানরেরা ঐ প্রকাণ্ড ও অদ্ভুতদর্শন রাক্ষসকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

একষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর রাম শরাসন হস্তে লইয়া মহাকায় কুম্ভকর্ণকে দেখিতে লাগিলেন। ঐ দীর্ঘাকার মহাবীর ত্রিপাদনিক্ষেপে প্রবৃত্ত ভগবান নারায়ণের ন্যায় যেন আকাশে চলিয়াছেন। তিনি সজল জলদবৎ কৃষ্ণকায়; তাঁহার বাহুদ্বয়ে স্বর্ণাঙ্গদ। বানরগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র সভয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন রাম যার পর নাই বিস্মিত হইয়া বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন, বিভীষণ! ঐ পর্ব্বতাকার পিঙ্গলনেত্র মহাবীর কে? উহাঁর মস্তকে স্বর্ণকিরীট, উনি লঙ্কামধ্যে বিদ্যুৎশোভিত জলদের ন্যায় নিরীক্ষিত। ঐ মহান্ একমাত্র বীর পৃথিবীর কেতুস্বরূপ দৃষ্ট হইতেছেন। বানরেরা উহাঁকে দেখিয়াই

ইতস্তত পলায়ন করিতেছে। ফলত আমি এইরূপ জীব কখন দেখি নাই, এক্ষণে বল উনি কে? উনি রাক্ষস না অসুর?

তখন বিজ্ঞ বিভীষণ কহিলেন; রাম! উনি বিশ্রবার পুত্র, মহাপ্রতাপ কুম্ভকর্ণ; দেহপ্রমাণে অন্য কোন রাক্ষস ইহাঁর তুল্যকক্ষ নহে। উনি যুদ্ধে ইন্দ্র ও যমকেও পরাজয় করিয়াছেন। উনি বহুসংখ্য দেব দানব যক্ষ ভুজঙ্গ রাক্ষস গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরকেও পরাস্ত করেন। দেবগণ ঐ শূলপাণি বিরূপনেত্র মহাবলকে সাক্ষাৎ কৃতান্তবোধে মোহিত হইয়া বিনাশ করিতে পারেন নাই। কুম্ভকর্ণ স্বভাবত তেজস্বী; অন্য রাক্ষসের বলবিক্রম বরলব্ধ, ইহাঁর সেরূপ নহে। ইনি জাতমাত্র অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, অসংখ্য অসংখ্য প্রজা ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হন। তদ্দৃষ্টে প্রজাগণ প্রাণভয়ে যার পর নাই ভীত হইল এবং সুররাজ ইন্দ্রের শরণাগত হইয়া ভয়ের সমস্ত কারণ নিবেদন করিল। তখন ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এই মহাবীরকে বজ্রাঘাত কবেন। ইনি প্রহারবেদনায় অধীর হইয়া মহাক্রোধে চীৎকার করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ ঐ শ্রবণভৈরব রবে আরও ভীত হইল। অনন্তর কুম্ভকর্ণ ক্রোধভরে ঐরাবতের দন্ত উৎপাটন পূর্ব্বক ইন্দ্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। ইন্দ্র এই দন্তপ্রহারে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা বহিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে দেব দানব ও ব্রহ্মর্ষিগণ সহসা বিষণ্ণ হইলেন। তখন ইন্দ্র প্রজাগণের সহিত প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণকৃত আশ্রমধ্বংস ও পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি উপদ্রব জ্ঞাপন করিলেন, এবং কহিলেন, ভগবন্! যদি ঐ মহাবীর এইরূপে

প্রজাগণকে ভক্ষণ করে তবে অচিরাৎ ত্রিলোক লোকশূন্য হইয়া যাইবে।

অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে আবাহন করিলেন এবং তন্মধ্যে কুম্ভকর্ণকে দেখিতে পাইলেন। উহাঁর বিকট মূর্ত্তি দেখিবামাত্র তাঁহার যৎপরোনাস্তি ভয় উপস্থিত হইল। পরে তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উহাঁকে কহিলেন, রাক্ষস! বিশ্রবা নিশ্চয়ই লোকক্ষয়ের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তুমি আজ অবধি মৃতকল্প হইয়া শয়ান থাকিবে। তখন কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মশাপে অভিভুত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহারই সম্মুখে পতিত হইলেন।

অনন্তর রাবণ উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, ভগবন্! কাঞ্চন বৃক্ষ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, আপনি ফলপ্রাপ্তিকালে কেন তাহা ছেদন করিতেছেন! কুম্ভকর্ণ আপনার পৌত্র, ইহাকে এইরূপ অভিসম্পাত করা আপনার উচিত হইতেছে না। দেব! আপনার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, সুতরাং ইনি নিশ্চয় নিদ্রিতই থাকিবেন, কিন্তু ইহাঁর নিদ্রা ও জাগরণের একটী কাল অবধারণ করিয়া দেন।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, রাবণ! এই কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রিত থাকিবে এবং এক দিন মাত্র জাগরিত হইবে। এই বীর ঐ একটী দিন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন ও দীপ্ত হুতাশনের ন্যায় মুখব্যাদান পূর্ব্বক লোক সকল ভক্ষণ করিবে। রাম! এক্ষণে রাবণ তোমার বিক্রমে ভীত ও বিপদস্থ হইয়া সেই কুম্ভকর্ণকে জাগাইয়াছেন। সেই বীর

স্বগৃহ হইতে নির্গত হইয়া ক্রোধভরে বানরগণকে ভক্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইয়াছেন। আজ বানরেরা তাঁহাকে দেখিয়াই ইতস্তত পলায়ন করিতেছে। ফলত উহাঁকে নিবারণ করা উহাদের অসাধ্য। এক্ষণে বানরসৈন্যমধ্যে এইটী প্রচার করা আবশ্যক যে উহা কোন জীব নহে একটী যন্ত্র উচ্ছ্রিত হইয়াছে; বানরগণ এইরূপ বুঝিতে পারিলে নিশ্চয় নির্ভয় হইবে।

রাম বিভীষণের এই হেতুগর্ভ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সেনাপতি নীলকে কহিলেন, নীল! তুমি যাও, গিয়া সৈন্যগণকে ব্যূহিত করিয়া অবস্থান কর, এবং গিরিশৃঙ্গ বৃক্ষ ও শিলা সংগ্রহ করিয়া লঙ্কার পুরদ্বার রাজপথ ও সংক্রম অবরোধ করিয়া থাক।

তখন নীল রামের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র বানরগণকে কহিলেন, সৈন্যগণ! রাক্ষসেরা আমাদিগকে ভয় প্রদর্শনের জন্য ঐ একটী যন্ত্র উচ্ছ্রিত করিয়াছে, অতএব তোমরা ভীত হইও না।

অনন্তর মহাবীর গবাক্ষ, শরভ, হনুমান ও অঙ্গদ গিরিশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বানরসৈন্যগণও সেনাপতি নীলের বাক্যে নির্ভয় হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। উহারা যখন বৃক্ষ শিলা লইয়া লঙ্কার নিকটস্থ হইল তখন উহাদিগকে পর্ব্বতসন্নিহিত জলদের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

এদিকে নিদ্রামদবিহ্বল মহাবীর কুম্ভকর্ণ সুশোভন রাজ-পথে যাইতেছেন। রাক্ষসেরা তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। তিনি বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত গমন করিতেছেন। নিকটেই রাক্ষসরাজ রাবণের আলয়; উহা স্বর্ণজালজড়িত ও উজ্জ্বল এবং বিস্তীর্ণ ও রমণীয়। মেঘমধ্যে সূর্য্য যেমন প্রবেশ করে সেইরূপ কুম্ভকর্ণ ঐ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অদূরে রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিতে পাইলেন। গৃহ-প্রবেশকালে তাঁহার পদভরে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি গৃহদ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক দেখিলেন, রাবণ পুষ্পক বিমানে নিষণ্ণ ও অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া আছেন।

অনন্তর রাবণ কুম্ভকর্ণকে নিরীক্ষণ ও সত্বর আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হৃষ্টমনে তাঁহাকে আনয়ন করিলেন। পরে তিনি উপবেশন করিলে কুম্ভকর্ণ তাঁহার পাদবন্দন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! কোন্ কার্য্য উপস্থিত? তখন রাবণ পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া পুলকিত মনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কুম্ভকর্ণও যথাবৎ অভিনন্দিত হইয়া উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া রাবণকে কহিলেন, রাজন্! আপনি কি জন্য আমায় আদর পূর্ব্বক জাগরিত করিলেন? বলুন আপনার কিসের ভয় উপস্থিত; এক্ষণে কেই বা বিনষ্ট হইবে?

রাবণ কহিলেন, বীর! বহুকাল হইল তুমি নিদ্রিত আছ,

তজ্জন্যই উপস্থিত ভয়ের বিষয় জানিতে পার নাই। দশরথ-তনয় রাম সুগ্রীবের সহিত মহাসমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছে। সে সেতুযোগে পরম সুখে আসিয়া বন ও উপবন সকল বানরের একার্ণব করিয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে প্রধান প্রধান রাক্ষসেরা রণস্থলে প্রতিপক্ষের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রতিপক্ষের তাদৃশ ক্ষয় কদাচই দেখিতেছি না। ক্ষয়ের কথা দূরে থাক্, রাক্ষসগণ একবারও উহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিল না। বীর! এক্ষণে এই সঙ্কট উপ-স্থিত; তুমি ইহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর; তুমি আজ শত্রুনাশ করিয়া আইস; আমি এই জন্যই তোমাকে প্রবো-ধিত করিয়াছি। আমার কোষাগার শূন্যপ্রায় হইয়াছে, এক্ষণে এই লঙ্কায় কেবল বালক ও বৃদ্ধমাত্র অবশিষ্ট; তুমি আমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া ইহাকে রক্ষা কর। তুমি ভ্রাতৃদুঃখ দূর করিবার জন্য এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। বীর! আমি কখন তোমায় এইরূপ অনুরোধ করি নাই; তোমাতেই আমার স্নেহ এবং তোমাতেই আমার সম্পূর্ণ জয়সিদ্ধির সম্ভাবনা। পূর্ব্বে সুরাসুরযুদ্ধে তুমিই প্রতিযোদ্ধা হইয়া সুরগণকে পরাস্ত করিয়াছিলে। জীবগণের মধ্যে তোমার সদৃশ কেহ বলবান নাই, তুমি সমস্ত বল আশ্রয় পূর্ব্বক আমার এই কার্য্যসাধন কর। বান্ধবপ্রিয়! উত্থিত বায়ু যেমন শারদীয় মেঘকে ছিন্নভিন্ন করে, সেইরূপ তুমি শত্রুসৈন্যকে স্বতেজে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেল। এক্ষণে এই কার্য্যই আমার প্রীতিকর এবং এই কার্য্যই আমার হিতজনক।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ রাবণের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে বিভীষণের সহিত মন্ত্রণাকালে আমরা যে দোষ আশঙ্কা করিয়াছিলাম আপনি হিতবাক্যে অনাদর করিয়া তাহাই অধিকার করিয়াছেন। ফলত কুকর্ম্মী যেমন শীঘ্রই নিরয়গামী হয় সেইরূপ পরস্ত্রীহরণরূপ পাপকার্য্যের ফল শীঘ্রই আপনাকে ভোগ করিতে হইয়াছে। অগ্রে আপনি বীর্য্যমদে এই গর্হিত কার্য্য এবং ইহার ফল লক্ষ্য করেন নাই; তজ্জন্যই এই বিপদ উপস্থিত। দেখুন, যে রাজা প্রভুত্ব লাভ করিয়া পূর্ব্বকার্য্য পশ্চাতে এবং পরকার্য্য পূর্ব্বাহ্নে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তিনি নীতিজ্ঞানশূন্য। যিনি দেশকালের কোন অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহার কার্য্য অসংস্কৃত অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ঘৃতের ন্যায় নিস্ফল হয়। যে রাজা মন্ত্রিগণের সহিত পাঁচটি অবস্থা * বিচার করিয়া সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তিনিই প্রকৃত পথে অবস্থান করিয়া থাকেন। ফলত যিনি সচিবের সাহায্য ও স্ববুদ্ধিবলে সমস্ত কার্য্য বুঝিয়া থাকেন, যিনি শত্রুমিত্র সম্যক পরীক্ষা করেন; যিনি যথাকালে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনটি বা ধর্ম্ম ও কাম এই দুইটির সেবা

* কর্ম্মের আরম্ভোপায় পুরুষদ্রব্যসম্পৎ দেশকালবিভাগ বিপত্তিপ্রতিকার ও কার্য্যসিদ্ধি এই পাঁচ অবস্থা।

করেন তাঁহারই সিদ্ধি। কিন্তু যে রাজা বা যুবরাজ ধর্ম্ম অর্থ ও কামের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা বিশ্বস্তমুখে শুনিয়াও বুঝিতে পারেন না তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান সমস্তই পণ্ড। যিনি সাম দান ভেদ ও বিক্রম, ইহার পাঁচ প্রকার প্রয়োগসাধন, নীতি ও অনীতি এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কামের বিষয় মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করেন এবং যিনি ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সমর্থ, তাঁহাকে কদাচই বিপদস্থ হইতে হয় না। যিনি বুদ্ধিজীবি অর্থতত্ত্বজ্ঞ মন্ত্রিগণের সহিত আপনার শুভ পরিণাম আলোচনা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তাঁহার ভাগ্যশ্রী অচলা হয়। দেখুন, অনেক পশুবুদ্ধি পুরুষ মন্ত্রিগণের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া শাস্ত্রার্থ না জানিয়াও কেবল প্রগল্‌ভতা হেতু বাক্‌জাল বিস্তারের ইচ্ছা করেন। ফলত যে সকল লোক অর্থশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, অথচ অর্থলোলুপ, যাঁহারা ধৃষ্টতাদোষে হিতকল্প অহিত উপদেশ দেন মন্ত্রিমধ্যে সেই সমস্ত কার্য্যদূষক ব্যক্তিকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। কোন কোন দুর্মন্ত্রি প্রভুকে উৎসন্ন দিবার জন্য বিপরীত কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকে এবং কেহ কেহ বা প্রভুর সর্ব্বনাশ আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বজ্ঞ শত্রুর সহিত সমাগত হয়; রাজা সেই সমস্ত প্রতিপক্ষের বশীভূত মিত্রকল্প শত্রুকে মন্ত্রনির্ণয় করিবার সময় ব্যবহারে বুঝিয়া লইবেন। যে রাজা চপলস্বভাব, যিনি সহসা সমস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, পক্ষী যেমন ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের রন্ধ্র পাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ ছিদ্রান্বেষী বিপক্ষেরা ঐ সুযোগে তাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। যিনি শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া স্বয়ং আত্মরক্ষায় অসাবধান হন তাঁহার ভাগ্যেই বিপদ এবং তিনি অচিরাৎ

পদভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। রাজন্! রাজ্ঞী মন্দোদরী ও অনুজ বিভীষণ পূর্ব্বে এই বিষয়ে যেরূপ কহিয়াছিলেন এক্ষণে সেই কথাই ত আমার হিতকর বোধ হয়; অতঃপর আপনার যেরূপ ইচ্ছা আপনি তদনুসারে কার্য্য করুন।

তখন রাবণ কুম্ভকর্ণের বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভ্রুকুটি বিস্তার পূর্ব্বক কহিলেন, কুম্ভকর্ণ! আমি তোমার গুরু ও আচার্য্যবৎ পূজ্য; তুমি কিনা আমাকে উপদেশ দিতেছ? তোমার এইরূপ বাক্যব্যয়ের আবশ্যকতা কি? এক্ষণে আমি যাহা কহিলাম তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। আমি চিত্ত-বিভ্রম বা বীর্য্যগর্ব্বেই হউক অগ্রে যাহা স্বীকার করি নাই এখন সে কথার পুনরুল্লেখ করা নিরর্থক। অতঃপর যাহা উচিত তুমি তাহারই উপায় চিন্তা কর। দেখ, যদি তোমার ভ্রাতৃস্নেহ থাকে, যদি তোমার দেহে বলবীর্য্য থাকে, এবং যদি এই কার্য্য তোমার একটী প্রধান কার্য্য বলিয়া বোধ হয় তবে আমার দুর্নীতিনিবন্ধন দুঃখ স্ববিক্রমে উপশম করিয়া দেও। যিনি বিপন্ন দীনকে কৃপা করেন তিনিই সুহৃৎ, এবং যিনি বিপথগামীকে সাহায্য করেন তিনিই বন্ধু।

তখন কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা রাবণকে ক্ষুব্ধ বোধ করিয়া প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন এবং ধীর ও দারুণ বচনে তাঁহাকে হৃষ্টজ্ঞান করিয়া মৃদুমধুরভাবে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আপনি আমার কথায় একবার মনোযোগ দিন, এবং দুঃখ ও ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হউন। আপনি আমার জীবদ্দশায় এইরূপ দীনতা মনেই আনিবেন না। এক্ষণে যাহার জন্য আপনার সবিশেষ ক্লেশ উপস্থিত আমি আজ

নিশ্চয়ই তাহাকে বধ করিব। কিন্তু আপনি সুখে বা দুঃখেই থাকুন আপনাকে হিত কথা বলা আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য; এই জন্য ভ্রাতৃস্নেহ ও বন্ধুভাবে আমি আপনাকে এইরূপ কহিতে সাহসী হইয়াছিলাম। অতঃপর সঙ্কটকালে এক জন স্নেহপরবশ বন্ধুর যে কার্য্য করা আবশ্যক আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি। বলিতে কি, আজ বানরসৈন্য রাম ও লক্ষ্মণকে বিনষ্ট দেখিয়া আপনাদিগকে নিরাশ্রয় জ্ঞানে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিবে। আজ আপনি আমার হস্তে রামের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া সুখানুভব করিবেন এবং জানকী যার পর নাই দুঃখিত হইবেন। লঙ্কার যে সমস্ত রাক্ষস যুদ্ধে বন্ধুবান্ধব হারাইয়াছে আজ তাহারা স্বচক্ষে প্রীতিকর রামনিধন নিরীক্ষণ করুক। আজ আমি শত্রুনাশ করিয়া স্বয়ং স্বহস্তে তাহাদের শোকাশ্রু মুছাইয়া দিব। আজ কপিরাজ সুগ্রীবের পর্ব্বতাকার দেহ রণস্থলে সসূর্য্য জলদের ন্যায় প্রসারিত হইবে। রাজন্! আমি ও অন্যান্য রাক্ষস আমরা শত্রুসংহারার্থ পুনঃপুনঃ আপনাকে সান্ত্বনা করিতেছি তথাচ কিজন্য আপনার দুঃখ উপশম হইতেছে না। রাম একজন সামান্য মনুষ্য; সে অগ্রে আমাকে বধ করিবে, পশ্চাৎ ত আপনাকে? কিন্তু আমারই মনুষ্যহস্তে বিনাশের আশঙ্কা কিছুমাত্র নাই। এক্ষণে আপনি আমাকে বলুন, আমিই যুদ্ধযাত্রা করিব, এই অনুরোধে শত্রুপক্ষের সহিত রণস্থলে সাক্ষাৎ করা আপনার কি আবশ্যক। শত্রু মহাবল হইলেও আমিই তাহাকে সংহার করিব। যদি ইন্দ্র, বায়ু, যম, কুবের, অগ্নি ও বরুণ পর্য্যন্ত আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হন আমি

তাঁহাদিগকে বধ করিব। রাজন্! এই দীর্ঘাকার তীক্ষ্ণদশন মহাবীর যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সুশাণিত শূল ধারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিবে তখন ইহাকে দেখিয়া স্বয়ং ইন্দ্রও ভীত হইবেন। অথবা আমি যখন নিরস্ত্র হইয়া কেবল ভুজবলে প্রতিপক্ষকে মর্দ্দন করিতে থাকিব তখন জানি না কেই বা প্রাণের আশঙ্কা না রাখিয়া আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে। আমি অস্ত্র শস্ত্র চাহি না, আজ এই ভুজবলে ইন্দ্রকেও নিপাত করিব। বলিতে কি, রাম যদি আজ এই মুষ্টিবেগ সহিয়া থাকিতে পারে তবে শীঘ্রই আমার শর তাহার শোণিত পান করিবে। রাজন্! আমি বিদ্যমানে আপনি কেন এইরূপ চিন্তিত হইতেছেন। আপনি রামের ভয় পরিত্যাগ করুন, আমিই তাহাকে বিনাশ করিতে চলিলাম। আমি রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব এবং সেই লঙ্কাদাহী রাক্ষসনিহন্তা হনুমানকেও বধ করিয়া আসিব। আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যুদ্ধে বানরগণকে এককালে ভক্ষণ করিব। যদি ইন্দ্র অথবা স্বয়ং ব্রহ্মা আপনার ভয়ের কারণ হন তথাচ আমি জয়শ্রী অধিকার করিয়া আপনাকে অসাধারণ যশঃপ্রদান করিব। আমার ক্রোধে সুরগণকেও ভূমিশায়ী হইতে হইবে। আমি যমরাজকে পরাস্ত করিব, অগ্নিকে ভক্ষণ করিব, নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত সূর্য্যকে ভূতলে পাড়িব, ইন্দ্রকে মারিব, সমুদ্র পান করিব, পর্ব্বত চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া দিব। জীবগণ আজ এই চিরনিদ্রিত কুম্ভকর্ণের বলবিক্রম প্রত্যক্ষ করুক। আমার জঠরজ্বালা শান্তি করিতে স্বর্গও পর্য্যাপ্ত হয় না। রাজন্! এক্ষণে আমি শত্রুনাশ পূর্ব্বক উত্তরোত্তর সুখাবহ

সুখ আহরণার্থ চলিলাম। আপনি স্ত্রীসম্ভোগ ও মদ্যপান করুন এবং সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়া স্বকার্য্যে দৃষ্টি রাখুন। আজ রাম বিনষ্ট হইলে জানকী চিরকালের জন্য আপনার বশবর্ত্তিনী হইবেন।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ

অনন্তর মহোদর মহাবল কুম্ভকর্ণকে কহিতে লাগিল, কুম্ভ-কর্ণ! তোমার সৎকুলে জন্ম সত্য, কিন্তু তুমি অত্যন্ত গর্ব্বিত, তোমার আকার অতি কদর্য্য, তুমি সকল স্থলে সকল কথা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপ বুঝিতে পার না। রাক্ষসরাজের যে কার্য্যা-কার্য্য বোধ নাই ইহা নিতান্ত অসম্ভব, কিন্তু তুমি বাল্যাবধি প্রগল্‌ভ, তজ্জন্যই কেবল অনর্থক বাক্যব্যয়ের ইচ্ছা করিয়া থাক। রাক্ষসরাজ দেশকালের বিধিব্যবস্থা বিলক্ষণ জানেন। ইনি স্বপক্ষে উন্নতি ও পরপক্ষে অবনতি বুঝিতে পারেন এবং এই স্বপরপক্ষে ক্ষয়বৃদ্ধির অসদ্ভাবে যে কিরূপে অবস্থান করিতে হয় তাহাও জানেন। কিন্তু যে ব্যক্তি বিজ্ঞ বৃদ্ধের উপাসক নহে, যাহার বুদ্ধি সামান্য, কেবল বলই যাহার সর্ব্বস্ব, সেও যে বিষয়ে ইতস্তত করে কোন্ সুপণ্ডিত রাজা তাহার অনুষ্ঠান করিবেন? আর তুমি যে বিরোধী ধর্ম্ম অর্থ ও কামের কথা উল্লেখ করিলে সেই সকল যথার্থত বুঝিতে তোমার কিছুমাত্র শক্তি নাই। দেখ, কর্ম্মই ধর্ম্ম অর্থ ও কামের কারণ; নিষ্ক্রিয় লোকের কোন রূপ পুরুষার্থ নাই, সুতরাং

যে ব্যক্তি অনুষ্ঠাতা তাহারই শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। ধর্ম্ম ও অর্থের ফল মুক্তি, সংকল্পবিশেষের বলে তদ্দ্বারা স্বর্গ ও অভ্যুদয়ও হইতে পারে। এই ধর্ম্ম ও অর্থের অনুষ্ঠান না করিলে লোক নিশ্চয় প্রত্যবায়ভাগী হয় কিন্তু কাম উপেক্ষিত হইলেও কোনরূপ প্রত্যবায় নাই। ধর্ম্ম ও অর্থের ফল ইহলোক বা পরলোকে হয় কিন্তু কামের শুভ ফল তদ্দণ্ডেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং কামের অনুষ্ঠান নৃপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। আর আমরাও মহারাজকে এই বিষয়ে হৃদ-য়ের সহিত অনুমোদন করিয়াছিলাম, ফলত এক জন বলবান যে শত্রুর প্রতি সাহস প্রদর্শন করিবে তাহাতে ক্ষতি কি? কুম্ভকর্ণ! তুমি যে একাকী যুদ্ধযাত্রা করিবার হেতু দেখাইতেছ তদ্বিষয়ে যাহা অসাধু ও অসঙ্গত তাহাও নির্দ্দেশ করিতেছি শুন। যে ব্যক্তি জনস্থানে বহুসংখ্য মহাবল রাক্ষসকে সংহার করিয়াছে তুমি গিয়া একাকী কিরূপে তাহাকে জয় করিবার ইচ্ছা কর। পূর্ব্বে যে সমস্ত রাক্ষস জনস্থানে পরাজিত হই-য়াছিল আজ কি তুমি এখানে তাহাদিগকে অতিমাত্র ভীত দেখিতেছ না? তুমি মহাবীর রামকে কুপিত সিংহ ও প্রসুপ্ত ভুজঙ্গবৎ জানিয়াও প্রবোধিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। রাম স্বতেজে প্রদীপ্ত এবং ক্রোধে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, কোন্ মূর্খ সেই মৃত্যুবৎ দুর্ব্বিষহ মহাবীরের নিকটস্থ হইতে ইচ্ছা করে। আমার বোধ হয় তাঁহার প্রতিমুখে থাকিলে এই সমস্ত সৈন্য সংকটাপন্ন হইবে, সুতরাং এইরূপ অবস্থায় তোমার একাকী গমন আমি কিছুতেই অনুমোদন করি না। যাহার দলবল বিলক্ষণ পুষ্ট, যাহার প্রাণের মমতা নাই, কোন্ নির্ব্বোধ

অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়া সেই বিপক্ষকে সামান্যজ্ঞানে বশী-ভূত করিতে চায়। কুম্ভকর্ণ! মনুষ্যজাতিতে যাহার তুল্য-কক্ষ আর কেহই নাই সেই ইন্দ্রপ্রভাব তেজস্বী মহাবীরের সহিত তুমি কোন্ সাহসে যুদ্ধ করিতে চাও।

মহোদর কুম্ভকর্ণকে এই কথা বলিয়া রাবণকে কহিল, রাজন্! আপনি জানকীরে হস্তগত করিয়াও কি কারণে বিলম্ব করিতেছেন, যদি ইচ্ছা করেন, ত জানকী এখনই আপ-নার বশবর্ত্তিনী হন। আমি এই বিষয়ে একটী উপায় স্থির করিয়াছি এক্ষণে আপনি তাহা শুনুন এবং সবিশেষ পর্য্যা-লোচনা করিয়া দেখুন, যদি প্রীতিকর হয় ত তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন। আমার প্রস্তাব এই যে দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী, কুম্ভ-কর্ণ, বিতর্দ্দন ও আমি এই পাঁচ জন রামবধার্থে নির্গত হই-তেছি আপনি অগ্রে এই কথা সর্ব্বত্র রটনা করিয়া দিন। এই অবসরে আমরাও গিয়া রামের সহিত যত্ন সহকারে যুদ্ধ করি। যদি তাঁহাকে জয় করিতে পারি তবে জানকীরে বশীভূত করিবার উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজন নাই; আর যদি আমরা তাঁহাকে জয় করিতে না পারি, এবং যদি নিজে নিজে জীবিত থাকি তবে আমি যাহা কহিতেছি তাহাই করা আবশ্যক। মহারাজ! আমরা রামনামাঙ্কিত শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত দেহে রণস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিব। আসিয়া বলিব যে আমরা রাম ও লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়া আইলাম। পরে আপনার চরণে ধরিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিব। ইত্যবসরে আপনিও গজস্কন্ধ নামক চর দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণের এই বধবার্ত্তা সর্ব্বত্র রটনা করিয়া

দিবেন। পরে আপনি সবিশেষ প্রীত হইয়াই যেন ভৃত্যগণকে খাদ্য দ্রব্য, দাস দাসী ও ধন বিতরণ করাইবেন, বীরগণকে বস্ত্র ও গন্ধ মাল্য দান করিবেন; এবং স্বয়ংও হৃষ্ট হইয়া মদ্যপান করিতে থাকিবেন। এইরূপে রামের বধবার্ত্তা সর্ব্বত্র উদ্ঘোষিত হইলে, আপনি অশোক বনে যাইবেন তবং সীতাকে নির্জ্জনে সান্ত্বনা করিয়া ধনধান্যে প্রলোভিত করিতে থাকিবেন। মহারাজ!' জানকী এইরূপ শোকোদ্দীপক প্রতারণায় বঞ্চিত হইলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনার বশবর্ত্তিনী হইবেন। তিনি রমণীয় স্বামীকে বিনষ্ট জানিয়া নৈরাশ্য ও স্ত্রীসুলভ লঘুতা হেতু আপনার বশ্যতা স্বীকার করিবেন। পূর্ব্বে তিনি পরম সুখে প্রতিপালিত হইয়া ছিলেন এক্ষণে দুঃখে ক্লিষ্ট, সুতরাং সুখ আপনার আয়ত্ত বুঝিয়া তিনি নিশ্চয়ই আপনার বশবর্ত্তিনী হইবেন। রাজন্! আমার বুদ্ধিতে ত ইহাই সুখ সাধনের উপায় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু রামের দর্শনমাত্রেই অনর্থ উপস্থিত হইবে, সুতরাং সংগ্রামার্থ উৎসুক হওয়া আপনার উচিত হইতেছে না; আপনি এই স্থানে থাকিয়া যে সুখ লাভ করিতে পারিবেন যুদ্ধে তাহা কদাচ সম্ভবপর হইতেছে না। রাজন্! সৈন্যক্ষয় ও প্রাণসংশয় না করিয়া বিনা যুদ্ধে শত্রু জয় করুন, ইহাতে যশ পুণ্য শ্রী ও চিরকীর্ত্তি ভোগ করিতে পারিবেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ ।

অনন্তর মহাবীর কুম্ভকর্ণ রাবণকে কহিলেন, মহারাজ! আমি আজ দুরাত্মা রামকে বধ করিয়া আপনার ভয় দূর করিব; আজ আপনি বৈরশুদ্ধি পূর্ব্বক সুখী হউন। বীরগণ শরৎকালীন মেঘের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করেন না; আমি আজ রণস্থলে এই গর্জ্জন কার্য্যে প্রদর্শন করিব।

পরে মহাবীর কুম্ভকর্ণ মহোদরকে কহিলেন, ভীরু! তুমি যেরূপ কহিতেছ ইহা পণ্ডিতাভিমানী নির্ব্বোধ ও অক্ষম রাজারই প্রীতিকর হইতে পারে। তোমরা যুদ্ধভীরু, চাটু বাক্যে কেবল মহারাজের অনুবৃত্তি করাই তোমাদের ব্যবসায়, ফলত তোমরাই ইহাঁর সমস্ত কার্য্য বিপর্য্যস্ত করিয়া দিলে। এক্ষণে এই লঙ্কার কি দুরবস্থা, এখন ইহাতে কেবল রাজামাত্র অবশিষ্ট, সৈন্য সকল বিনষ্ট এবং কোষাগার শূন্য; বলিতে কি, তোমরা ইহাঁকে আশ্রয় করিয়া মিত্রব্যপদেশে যথার্থতই শত্রুর কার্য্য করিয়াছ। অতঃপর এই আমি তোমাদের দুর্নীতিকৃত অনর্থ ক্ষালন করিবার জন্য এখনই যুদ্ধে চলিলাম।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হাস্য করিয়া কুম্ভকর্ণকে কহিলেন, এই মহোদর রামের বিক্রমে অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, এই জন্যই যুদ্ধ ইহার তাদৃশ প্রীতিকর হইতেছে না। বীর! সৌহার্দ ও বলে তোমার তুল্য আর আমার কেহই নাই; এক্ষণে তুমি জয় লাভার্থে নির্গত হও। দেখ, আমি কেবল

শত্রুবিনাশ করিবার জন্য তোমার নিদ্রাভঙ্গ করাইয়াছি, ফলত এইটী রাক্ষসগণের একটি সঙ্কটকাল। এক্ষণে তুমি শূলধারণ পূর্ব্বক পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় নির্গত হও এবং সসৈন্যে রাম ও লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়া আইস। বানরগণ তোমার এই ভীমমূর্ত্তি দেখিবামাত্র চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিবে এবং রাম ও লক্ষ্মণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। এই বলিয়া রাবণ জয়লাভের বিশ্বাসে অনুমান করিলেন যেন দুঃখের জীবন অবসান হইয়া তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইল। তিনি কুম্ভকর্ণের বল ও বিক্রম জানিতেন। তন্নিবন্ধন হর্ষে তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণ শশাঙ্কের ন্যায় নির্ম্মল বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর কুম্ভকর্ণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। তিনি স্বর্ণখচিত লৌহময় শাণিত শূল গ্রহণ করিলেন। ঐ রক্ত-মাল্যসুশোভিত শূল দৃশ্য ও গুরুত্বে বজ্রের অনুরূপ; উহা অনবরত অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। কুম্ভকর্ণ সেই সুরাসুর-হন্তা শত্রুশোণিতরঞ্জিত প্রকাণ্ড শূল বেগে গ্রহণ পূর্ব্বক কহি-লেন, রাজন্! সৈন্যে আমার কি প্রয়োজন, আমি একাকীই যুদ্ধে যাইব এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বানরগণকে ভক্ষণ করিয়া আসিব।

তখন রাবণ কহিলেন, বীর! বানরগণ বলবান ও সমর-নিপুণ; উহারা তোমায় একাকী বা প্রমত্ত দেখিলে দন্তাঘাতে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তুমি শূলমুদ্গরধারী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা কর এবং নিশাচরগণের অহিতকর শত্রুপক্ষ ক্ষয় করিয়া আইস।

অনন্তর রাবণ সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণকে মধ্যমণিশোভিত শশাঙ্কোজ্জ্বল স্বর্ণহার পরাইয়া দিলেন। পরে অঙ্গদ অঙ্গুলিত্রাণ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট আভরণ যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া, কর্ণযুগলে কুণ্ডল এবং কণ্ঠে দিব্য সুগন্ধী মাল্য প্রদান করিলেন। তৎকালে ঐ বৃহৎকর্ণ মহাবীর এইরূপ সুসজ্জিত হইয়া হুত হুতাশনের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার কটিতটে কৃষ্ণশ্যামল শ্রোণীসূত্র, বোধ হইল যেন অমৃতমন্থনের সময় মন্দর গিরি উরগবেষ্টনে দৃঢ়তর বদ্ধ হইয়াছেন। পরে ঐ বীর স্বর্ণময় বিদ্যুৎপ্রভ বর্ম্ম ধারণ করিলেন। উহা জ্যোতিতে প্রদীপ্ত ভারসহ ও দুর্ভেদ্য; ঐ বর্ম্ম দ্বারা তাঁহার সন্ধ্যামেঘরঞ্জিত হিমাচলের ন্যায় অপূর্ব্ব এক শোভা হইল। তিনি যখন এইরূপে যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া শূলহস্তে দণ্ডায়-মান হইলেন তখন তাঁহাকে ত্রিপদে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আক্র-মণে উদ্যত নারায়ণের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর ঐ মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণকে আলিঙ্গন প্রদ-ক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাবণ তাঁহাকে মাঙ্গলিক আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎকালে অনবরত শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল। হস্তী অশ্ব মেঘনির্ঘোষ রথ রথী ও সশস্ত্র সৈন্য তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। রাক্ষ-সেরা সর্প উষ্ট্র গর্দ্দভ সিংহ হস্তী মৃগ ও পক্ষীতে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। কুম্ভকর্ণের মস্তকে উৎকৃষ্ট ছত্র; যুদ্ধ যাত্রাকালে সকলে তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। ঐ ভীমমূর্ত্তি মহাবীর শোণিতগন্ধে উন্মত্ত হইয়া নির্গত হইলেন। বহুসংখ্য পদাতি উঁহার অনুসরণ

করিতে লাগিল। উহারা বিকটদর্শন ভীমনেত্র মহাসার ও মহাবল; উহাদের দেহ বহুব্যাম দীর্ঘ ও অঞ্জনপুঞ্জবৎ নীল, এবং নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ। উহাদের হস্তে শূল, শাণিত খড়্গ, পরশু, ভিন্দিপাল, পরিঘ ও গদা; অনেকে মুষল, তালস্কন্ধ ও ক্ষেপণীয় গ্রহণ করিয়াছে। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঐ সমস্ত পদাতি-সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া করাল মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক নির্গত হইলেন। তাঁহার দেহ প্রস্থে শত ধনু, দৈর্ঘে ছয় শত ধনু; এবং নেত্রদ্বয় শকটচক্রের অনুরূপ। ঐ দগ্ধশৈলসঙ্কাশ মহাবক্র বীর ব্যূহ রচনা করিয়া সৈন্যগণকে অট্টহাস্যে কহিলেন, দেখ, অগ্নি যেমন পতঙ্গগণকে দগ্ধ করে সেইরূপ আজ আমি রোষা-নলে প্রধান প্রধান বানরকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব। অথবা ঐ সমস্ত বনচারী জীবজন্তুর অপরাধ কি, সেই জাতি ত মদ্বিধ লোকের উদ্যানের অলঙ্কার। রামই লঙ্কা অবরোধের হেতু, তাহার বিনাশেই সকলের বিনাশ, অতএব আজ তাহাকেই অগ্রে বধ করিব।

তখন রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণের এই আশ্বাসকর বাক্যে সমুদ্রকে কম্পিত করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল। তৎ-কালে চতুর্দ্দিকে ভীষণ দুর্নিমিত্ত সকল উপস্থিত। মেঘ গর্দ্দ-ভের ন্যায় ধূম্রবর্ণ হইয়া উঠিল, অনবরত জ্বলন্ত উল্কাপাত ও ভীমরবে বজ্রাঘাত হইতে লাগিল, সমুদ্র ও বনের সহিত সমস্ত পৃথিবী কম্পিত, ভীষণ শিবাগণ জ্বালাকরাল মুখ ব্যাদন পূর্ব্বক চীৎকার আরম্ভ করিল, বিহঙ্গেরা বাম ভাগে মণ্ডলগতিতে বিচরণ করিতে লাগিল, একটী গৃধ্র কুম্ভকর্ণের গমনপথে শূলো-পরি পতিত হইল, ঐ বীরের বামনেত্র স্পন্দিত ও বাম বাহু

কম্পিত হইতে লাগিল। সূর্য্য নিষ্প্রভ এবং সুখস্পর্শ বায়ু নিস্পন্দ হইলেন। কুম্ভকর্ণ কালমোহে মুগ্ধ; তিনি এই সমস্ত রোমহর্ষণ উৎপাত লক্ষ্য না করিয়াই গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ পর্ব্বতাকার বীর পদক্ষেপে প্রাকার লঙ্ঘন পূর্ব্বক মেঘাকার অদ্ভুত বানরসৈন্য দেখিতে পাইলেন। বানরেরাও উঁহাকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র অত্যন্ত ভীত হইয়া বাতাহত মেঘের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। তদ্দৃষ্টে কুম্ভকর্ণ হর্ষভরে মেঘগম্ভীর রবে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বানরেরা আরও ভীত হইয়া ছিন্নমূল শাল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কুম্ভকর্ণের হস্তে প্রকাণ্ড অর্গল; তিনি শত্রুসংহারার্থ রণস্থলে উপস্থিত হইয়া যুগান্তে কালদণ্ডধারী রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্ঠিতম সর্গ।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ সিংহনাদ আরম্ভ করিলেন। ঐ ঘোরতর শব্দে সমুদ্র নিনাদিত পর্ব্বত কম্পিত ও বজ্রধ্বনি পরাজিত হইতে লাগিল, বানরগণ ঐ ইন্দ্র বরুণ ও যমের অবধ্য ভীমনেত্র রাক্ষসকে দেখিবামাত্র চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। তখন কুমার অঙ্গদ বানরগণকে ভীত মনে করিয়া মহাবল নল নীল গবাক্ষ ও কুমুদকে কহিলেন, বীরগণ! তোমরা স্ব স্ব আভিজাত্য ও অনন্যসুলভ বলবিক্রম বিস্মৃত হইয়া সামান্য বানরের ন্যায় সভয়ে কোথায় পলায়ন করিতেছ?

এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হও, প্রাণরক্ষা করিয়া কি হইবে? ঐ যাহা দেখিতেছ উহা মহতী বিভীষিকা মাত্র। আমরা স্ববিক্রমে ঐ উত্থিত বিভীষিকা নষ্ট করিব। তোমরা প্রতি-নিবৃত্ত হও।

তখন বানরগণ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত হইয়া বৃক্ষ শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। এবং মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কুম্ভকর্ণকে প্রহার করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ বানরগণের গিরিশৃঙ্গ শিলা ও বৃক্ষপ্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা তাঁহার দেহে চূর্ণ হইতে লাগিল, পুষ্পিত বৃক্ষ স্পর্শমাত্র ভগ্ন হইয়া ভূতলে পড়িল। তখন দীপ্ত দাবানল যেমন অরণ্য দগ্ধ করে তদ্রূপ ঐ মহাবীর ক্রোধে অধীর হইয়া বানরগণকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। অনেক বানর রক্তাক্ত হইয়া কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইল, অনেকে সমুদ্রে গিয়া পড়িল, অনেকে বনপ্রবেশ করিল এবং অনেকে সেতুপথে সমুদ্রের উপর ধাবমান হইল। তৎকালে কাহারই আর অগ্র পশ্চাৎ দৃষ্টি করিবার অবসর নাই, সকলেরই মুখবর্ণ ভয়-প্রভাবে মলিন, ভল্লুকগণ বৃক্ষ ও পর্ব্বতে লুক্কায়িত হইল, কেহ কেহ মৃতবৎ ভূতলে শয়ন করিল, এবং কেহ কেহ বা দ্রুতবেগে পলাইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে মহাবীর অঙ্গদ কহিলেন বানর-গণ! স্থির হও, অতঃপর আমরা যুদ্ধ করিব। তোমরা যদিও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলাইতেছ কিন্তু আমি সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াও তোমাদের থাকিবার স্থান কুত্রাপি দেখিতে পাই না! এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হও, প্রাণরক্ষায় এত

যত্ন কেন? তোমরা নিরস্ত্র হইয়া পলায়ন করিলে পত্নীগণ তোমাদিগকে উপহাস করিবে, সেইরূপ উপহাস সুজীবিদিগের মৃত্যু অপেক্ষাও ক্লেশকর। তোমরা বৃহৎ ও মহৎ কুলে জন্মিয়াছ, এক্ষণে সামান্য বানরের ন্যায় ভীত হইয়া কোথায় যাও। যখন সকলে বীর্য্য প্রদর্শন না করিয়া সভয়ে পলায়ন করিতেছ তখন তোমরা নিশ্চয়ই নীচ। তোমরা যে স্বস্ব মহত্ত্ব প্রখ্যাপন পূর্ব্বক প্রভুর হিতসাধন করি বলিয়া জনসমাজে শ্লাঘা করিতে এক্ষণে তাহা কোথায় গেল? যে ব্যক্তি ধিক্কার সহ্য করিয়া জীবিত থাকে সেই ভীরু কাপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ কথা রটনা হয়। অতএব তোমরা নির্ভয় হও এবং সৎপুরুষের পথ আশ্রয় কর। আমরা হয় প্রাণত্যাগ করিব, ভীরু কাপুরুষের দুর্লভ ব্রহ্মলোক লাভ করিব, বীরলোকের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিব, না হয় শত্রুনাশ পূর্ব্বক ইহলোকে একটী স্থির কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া যাইব। দেখ, ঐ কুম্ভকর্ণ রামের হস্তে আজ বহ্নিমুখে পতিত পতঙ্গের ন্যায় কিছুতেই নিস্তার পাইবে না। আমরা বীরগণের গণনীয়, আমরা যদি পলাইয়া আত্মরক্ষা করি তাহা হইলে এক ব্যক্তির বিক্রমে ভীত হইয়া বহুসংখ্য লোক যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছে আমাদের এই অপকলঙ্ক সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতে থাকিবে।

তখন বানরগণ পলায়নকালেই বীরবিগর্হিত বাক্যে কহিল, যুবরাজ! কুম্ভকর্ণ ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে, এখন রণস্থলে তিষ্ঠিয়া থাকি এরূপ সময় নহে; চলিলাম, আমাদের প্রাণ অতিমাত্র প্রীতিকর। এই বলিয়া সকলে চতুর্দ্দিকে দ্রুতপদে

পলাইতে লাগিল; কিন্তু অঙ্গদ উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা ও জয়ের আশা প্রদর্শন পুর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর মহাবীর বানরগণ স্থির বুদ্ধি আশ্রয় পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। উহারা অঙ্গদের বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল এবং প্রাণনিরপেক্ষ হইয়া কুম্ভকর্ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনেকে বৃক্ষ ও গিরিশৃঙ্গ উদ্যত করিয়া মহাবেগে তদভিমুখে চলিল। মহাকায় কুম্ভকর্ণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদিগের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষণকাল মধ্যে অসংখ্য বানর বিনষ্ট হইয়া দেহপ্রসারণ পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিল। বিহগরাজ গরুড় যেমন উরগগণকে ভক্ষণ করেন সেইরূপ কুম্ভকর্ণ বানরগণকে আকর্ষণ ও ভক্ষণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দ্বিবিদ এক গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি বিস্তীর্ণ মেঘখণ্ডের ন্যায় ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত শৃঙ্গ কুম্ভকর্ণকে না পাইয়া সৈন্যমধ্যে পতিত হইল। বহুসংখ্য হস্তী অশ্ব ও রথ চূর্ণ হইয়া গেল। পরে দ্বিবিদ অপরাপর রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া আর একটী গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শৃঙ্গপ্রহারে বহুসংখ্য অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হইয়া গেল, রণস্থলে রক্তনদী প্রবাহিত হইল। তখন রথস্থ মহাবীর রাক্ষসগণ ভীষণ গর্জ্জন

পূর্ব্বক কালকল্প শরে বানরদিগকে সংহার করিতে লাগিল। বানরেরাও বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক হস্ত্যশ্ব রথের সহিত উহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে মহাবীর হনুমান আকাশে আরোহণ পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের মস্তকে গিরিশৃঙ্গ শিলা ও বৃক্ষ বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। কুম্ভকর্ণও শূল দ্বারা তন্নিক্ষিপ্ত শৃঙ্গ ছেদ ও বৃক্ষ সকল ভেদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সুশাণিত শূল হস্তে লইয়া বানরগণের অভিমুখে চলিলেন। তদ্দৃষ্টে হনুমান এক শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক উহাঁর প্রতিমুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাঁকে শৃঙ্গাঘাত করিলেন। কুম্ভকর্ণের সর্ব্বাঙ্গ মেদ ও রক্তে আর্দ্র হইয়া গেল, তিনি প্রহারবেগে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পরে ঐ দীপ্তশিখরধারী গিরিবৎ দীর্ঘাকার মহাবীর বিদ্যুতভাস্বর শূল বিঘূর্ণিত করিয়া কুমার যেমন কঠোর শক্তি অস্ত্রে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন সেইরূপ তদ্দ্বারা হনুমানের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। হনুমান প্রহারব্যথায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মুখ দিয়া রক্ত বমন হইতে লাগিল, তিনি যুগান্ত কালীন মেঘের ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং বানরগণ ব্যথিত ও ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল নীল সৈন্যগণকে সুস্থির করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি এক শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। উহা কুম্ভকর্ণের মুষ্টিপ্রহারে চূর্ণ এবং বিস্ফুলিঙ্গ ও জ্বালাব্যাপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ইত্যবসরে ঋষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ ও গন্ধমাদন

এই পাঁচজন মহাবীর বৃক্ষ শিলা উদ্যত করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং কেহ তাঁহাকে বারংবার পদাঘাত কেহ চপেটাঘাত ও কেহ বা মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই গুরুতর প্রহারে কুম্ভকর্ণ কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না, প্রত্যুত তাঁহার অপূর্ব্ব স্পর্শসুখ অনুভব হইতে লাগিল। পরে তিনি বেগে গিয়া ভুজপঞ্জরে ঋষভকে গ্রহণ করিলেন। ঋষভ তাঁহার বাহুবেষ্টনে আরক্তমুখ ও নিপীড়িত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তখন কুম্ভকর্ণ শরভকে মুষ্টিপ্রহার পূর্ব্বক নীল ও গবাক্ষকে পদাঘাত ও চপেটাঘাত করিলেন। উহাঁদের সর্ব্বাঙ্গে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। উহাঁরা তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নমূল কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় পতিত হইলেন। তখন সহস্র সহস্র বানর মহাবেগে কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইল এবং লম্ফ দিয়া পর্ব্বতবৎ তাঁহার উপর আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দংশন এবং তাঁহাকে নখদন্তে ক্ষত বিক্ষত করিয়া মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিল। তখন সহজাত বৃক্ষে পর্ব্বত যেমন শোভিত হয় সেইরূপ ঐ সমস্ত দেহোপরি আরূঢ় বানরে কুম্ভকর্ণ অপূর্ব্ব শোভা পাইলেন। পরে গরুড় যেমন সর্পগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন সেইরূপ তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ সমস্ত বানরকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। বানরগণ তাঁহার পাতালতুল্য আস্যকুহরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কর্ণ ও নাসারন্ধ্র দিয়া নির্গত হইতে লাগিল। তখন কুম্ভকর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অনতিকাল মধ্যে রণস্থল মাংসশোণিতে কর্দ্দমময় হইয়া উঠিল। কুম্ভকর্ণ ক্রোধে

মূর্চ্ছিত হইয়া যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় বানরসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায়, পাশধারী কৃতান্তের ন্যায় শূলহস্তে সুশোভিত হইলেন এবং বহ্নি যেমন গ্রীষ্মকালে শুষ্ক অরণ্যকে দগ্ধ করে সেইরূপ বানরসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বানরেরা ভীত হইয়া বিকৃত স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ভগ্নমনে রামের শরণাপন্ন হইল। ইত্যবসরে মহাবীর অঙ্গদ শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ঘনঘন সিংহনাদ ও অনুবর্ত্তী রাক্ষসগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। কুম্ভকর্ণের ক্রোধানল অতিমাত্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি সিংহনাদে বানরগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক অঙ্গদের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে শূল নিক্ষেপ করিলেন। তখন সমরপটু মহাবল অঙ্গদ ঝটিতি স্বস্থান হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন, কুম্ভকর্ণের শূলও ব্যর্থ হইয়া গেল। পরে অঙ্গদ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের বক্ষে মহাবেগে এক চপেটাঘাত করিলেন। কুম্ভকর্ণের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। পরে ঐ মহাবীর সুস্থ হইয়া বিদ্রূপ সহকারে অঙ্গদকে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। অঙ্গদ প্রহারবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে মহাবীর কুম্ভকর্ণ শূল গ্রহণ পূর্ব্বক সুগ্রীবকে লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। সুগ্রীবও তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া এক লম্ফ প্রদান করিলেন এবং শৈলশিখর গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন মহবীর

কুম্ভকর্ণ উহাঁকে বীরদর্পে আসিতে দেখিয়া হস্ত পদ প্রসা-রণ পূর্ব্বক উহাঁর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কুম্ভকর্ণের সর্ব্বাঙ্গ বানর-রক্তে সিক্ত, তিনি অনবরত বানর ভক্ষণ করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে কপিরাজ সুগ্রীব উহাঁকে কহিলেন, রাক্ষস! আজ অনেক বীর তোমার হস্তে বিনষ্ট হইল, তুমি অতি দুস্কর কার্য্য সাধন করিয়াছ এবং অনেক বানরকে ভক্ষণ করিয়াছ, এই বীরকার্য্যে তোমার যশ অবশ্যই বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু এক্ষণে তুমি এই বানরসৈন্য ছাড়িয়া দেও, ক্ষুদ্রকে লইয়া বিশেষ কি ফল। আমি এই শৈলশিখর নিক্ষেপ করিতেছি তুমি আজ একবার ইহা সহ্য কর।

তখন কুম্ভকর্ণ কহিলেন বানর! তুমি প্রজাপতির পৌত্র এবং ঋক্ষরজার পুত্র তোমার ধৈর্য্য ও বীর্য্য উভয়ই আছে এই জন্যই তুমি এই রূপ আস্ফালন করিতেছ।

অনন্তর সুগ্রীব সেই বজ্রসার শৈলশৃঙ্গ বিঘূর্ণিত করিয়া সহসা কুম্ভকর্ণের বক্ষে আঘাত করিলেন। উহা কুম্ভকর্ণের বিশাল বক্ষ স্পর্শ করিবামাত্র চূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দৃষ্টে বানরেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল এবং রাক্ষসেরা মহা হর্ষে কোলা-হল করিতে লাগিল। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঐ শিখরাঘাতে অতিশয় কুপিত হইলেন এবং মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া সুগ্রীবকে সংহার করিবার জন্য বিদ্যুৎপ্রকাশ শূল নিক্ষেপ করিলেন। ইত্যবসরে হনুমান শীঘ্র লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঐ স্বর্ণশৃঙ্খলনিবদ্ধ সুশাণিত শূল দুই হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তিনি হৃষ্টমনে ঐ কৃষ্ণায়সনির্ম্মিত গুরুভার শূল জানুদ্বয়ে আরোপণ পূর্ব্বক ভগ্ন করিলেন।

বানরসৈন্য পুলকিত হইল। উহারা দম্ভভরে চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়া সিংহনাদ এবং হনুমানকে বারংবার সাধুবাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা ভীত হইয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া গেল। তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং মলয় গিরির শৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক সুগ্রীবকে প্রহার করিলেন। সুগ্রীব প্রহারব্যথায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে প্রচণ্ড বায়ু যেমন মেঘকে লইয়া যায় সেইরূপ কুম্ভকর্ণ মহাবীর সুগ্রীবকে লইয়া অপসৃত হইলেন। তাঁহার দেহ মেঘাকার; তিনি সুগ্রীবকে গ্রহণ করিয়া অত্যুঙ্গশৃঙ্গধারী সুমেরুর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা পাইলেন। সুরগণ এই ব্যাপারে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুম্ভকর্ণ রাক্ষসগণের স্তুতিবাদ ও সুরগণের তুমুল নিনাদ শ্রবণ পূর্ব্বক গমন করিতে গাগিলেন। বানরগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া রণস্থল হইতে পলাইতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ এইরূপে সুগ্রীবকে হরণ করিয়া স্থির করিলেন অতঃপর ইহার বিনাশেই রামের সহিত সমস্ত বিনষ্ট হইবে।

তখন ধীমান হনুমান স্বচক্ষে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কপিরাজ সুগ্রীব ত গৃহীত হইয়াছেন, এক্ষণে আমার কি করা কর্ত্তব্য। অতঃপর যাহা ন্যায্য আমি নিশ্চয় তাহাই করিব। আমি পর্ব্বতাকার কুম্ভকর্ণকে গিয়া বিনাশ করি। কুম্ভকর্ণ আমার মুষ্টিপ্রহারে বিনষ্ট এবং কপিরাজ সুগ্রীব বিমুক্ত হইলে সমস্ত বানর অতিমাত্র হৃষ্ট হইবে। অথবা আমারই এইরূপ করিবার প্রয়োজন,

কি? যদি সুগ্রীব সুরাসুর ও উরগগণের হস্তেও পতিত হন তবে স্বীয় পৌরুষেই সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে পারেন। বোধ হয় এক্ষণে তিনি প্রহারব্যথায় বিহ্বল হইয়া আছেন এই জন্য নিজের অবস্থা সম্যক জানিতে পারেন নাই। তিনি অচিরাৎ সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক আপনার ও বানরগণের পক্ষে যাহা হিতকর তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু আমি যদি তাঁহাকে বিমুক্ত করিয়া আনি ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন না এবং এতন্নিবন্ধন তাঁহার একটী কলঙ্কও চিরকাল রহিয়া যাইবে। অতএব আমি কিয়ৎক্ষণ প্রতীক্ষা করি, তিনি স্বয়ংই কুম্ভকর্ণের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া বীরত্ব প্রদর্শন করিবেন। এক্ষণে এই সমস্ত বানরসৈন্য চতুর্দ্দিকে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে; আমি প্রবোধবাক্যে ইহাদিগকে সান্ত্বনা করি। হনুমান এইরূপ চিন্তা করিয়া বানরগণকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুম্ভকর্ণ স্পন্দনশীল সুগ্রীবকে লইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। বিমান রথ্যাগৃহ ও পুরদ্বারস্থ সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার মস্তকে উৎকৃষ্ট পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন কপিরাজ সুগ্রীব রাজমার্গের শীতল বায়ু এবং লাজগন্ধ ও জলসেকে অল্পে অল্পে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি মহাবল কুম্ভকর্ণের ভুজবেষ্টনে বদ্ধ, তিনি অতি কষ্টে সচেতন হইয়া লঙ্কার রাজপথ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি ত প্রতিপক্ষের হস্তে সম্পূর্ণ গৃহীত হইয়াছি, এক্ষণে ইহার কোনরূপ প্রতিকার আবশ্যক? এমন কোন অনুষ্ঠান করা চাই যাহা বানরগণের সম্পূর্ণ হিতকর ও

প্রীতিকর হইতে পারে। মহাবীর সুগ্রীব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ঝটিতি নখাঘাতে কুম্ভকর্ণের কর্ণদ্বয় ও তীক্ষ্ণ দশনে নাসা ছেদন পূর্ব্বক পাদপ্রহারে উহাঁর দুই পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। কুম্ভকর্ণের দেহ অজস্রক্ষরিত রক্তধারায় আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সুগ্রীবকে ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহাকে বিলক্ষণ প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে সুগ্রীবও কন্দুকবৎ বেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রামের সহিত পুনর্ব্বার সমাগত হইলেন।

কুম্ভকর্ণের নাসাবর্ণ ছিন্ন ভিন্ন, পর্ব্বত যেমন প্রস্রবণে শোভিত হয় তিনি সেইরূপ অজস্রক্ষরিত রক্তে শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং অঞ্জনস্তূপের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রক্তধারা, তৎকালে তিনি সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ ভীমাকার মহাবীরের পুনর্ব্বার যুদ্ধেচ্ছা উপস্থিত হইল। তিনি আপনাকে নিরস্ত্র দেখিয়া এক ঘোর মুদ্গর লইলেন এবং ক্রোধভরে আবার রণস্থলে চলিলেন। তিনি পুরী হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইয়াই মহাপ্রলয়ের প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় ভীষণ বানরসৈন্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষুধা অতিমাত্র প্রবল, তিনি অত্যন্ত রক্তমাংসলোলুপ। ঐ মহাবীর বানরসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ অজ্ঞানতে নির্ব্বিশেষে পিশাচ রাক্ষস বানর ও ভল্লূকগণকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এককালে দুই তিনটি বানর ও রাক্ষসকে এক হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক মুখে নিক্ষেপ

করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন যুগান্তকালে কৃতান্ত লোকক্ষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কুম্ভকর্ণের সৃক্কণীদ্বয় হইতে রক্ত ও মেদ নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মেদ বসা ও রক্তে লিপ্ত, কর্ণে অন্ত্রনাড়ির মাল্য, দন্ত সুতীক্ষ্ণ, তিনি মহাপ্রলয়ে বর্দ্ধিত করাল কালমূর্ত্তির ন্যায় বানরগণকে শূল প্রহার পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। তখন বানরেরাও অতিমাত্র ভীত হইয়া দ্রুতপদে রামের শরণাপন্ন হইল।

ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে সাত শরে কুম্ভকর্ণকে বিদ্ধ করিয়া পরে আবার অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিলেন। কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণের শরজালে নিপীড়িত হইয়া স্ববিক্রমে তৎ সমস্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে লক্ষ্মণের ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি উহাঁর স্বর্ণময় উৎকৃষ্ট বর্ম্ম শরনিকরে আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন। নীলকলেবর কুম্ভকর্ণ ঐ সমস্ত শরে নিপীড়িত হইয়া করজালমণ্ডিত সূর্য্য যেমন জলদপটলে শোভিত হন সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মেঘগম্ভীর স্বরে অবজ্ঞা সহকারে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বীর! আমি অবলীলাক্রমে কৃতান্তকেও পরাস্ত করিয়াছি, এক্ষণে তুমি যখন নির্ভয়ে আমার সহিত এইরূপ যুদ্ধ করিতেছ তখন তোমার বীরকীর্ত্তি অবশ্যই ঘোষিত হইবে। আমি রণস্থলে অস্ত্রধারী কালান্তক যমের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছি; যুদ্ধের কথা কি, তুমি যখন আমার সম্মুখে এই যাবৎ তিষ্ঠিয়া আছ ইহাতেই তোমার গৌরব। পূর্ব্বে সুরগণপরিবৃত ঐরাবতাধিরূঢ় ইন্দ্রও কদাচ এইরূপ পারেন নাই।

লক্ষ্মণ! তুমি বালক, আমি তোমার বিক্রম দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তুমি আমায় অনুজ্ঞা দেও আমি রামের নিকট সংগ্রামার্থ প্রস্থান করি। দেখ, রামকে বিনাশ করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, তাহার বিনাশে আর আর সমস্তই বিনষ্ট হইবে। রামের পর যে সকল বীর অবশিষ্ট থাকিবে আমি সর্ব্বসংহারক বলবীর্য্যে তাহাদিগকে বধ করিব।

কুম্ভকর্ণ প্রশংসা বাক্যে এইরূপ কহিলে মহাবীর লক্ষ্মণ হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাক্ষস! তোমার বলবিক্রম যে ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অসহ্য তাহা অলীক নহে, আমিও তাহা সম্যক বুঝিতে পারিলাম। ঐ দেখ, মহাবীর রাম অচল পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণের বাক্যে অনাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া পদভরে মেদিনী কম্পিত করত রামের দিকে ধাবমান হইলেন। তখন রাম ভীষণ শাণিত শর দ্বারা হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। রোষাবিষ্ট কুম্ভকর্ণের মুখ হইতে অঙ্গারমিশ্রিত অগ্নিশিখা উদ্গার হইতে লাগিল। তিনি রামের শরে বিদ্ধহৃদয় হইয়া ঘোরতর চিৎকার পূর্ব্বক ক্রোধ-ভরে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে তাঁহার গদা করভ্রষ্ট হইয়া গেল, অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। যখন তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হইলেন তখন কেবল মুষ্টিপ্রহার ও চপেটাঘাতে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি রামশরে ক্ষতবিক্ষত, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে প্রস্রবণের ন্যায় অজস্রধারে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি তীব্র ক্রোধে মূর্চ্ছিত ও শোণিতগন্ধে অন্ধপ্রায় হইয়া বানর রাক্ষস

ও ভল্লূকগণকে ভক্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন এবং এক শৈল-শৃঙ্গ মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিয়া রামের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাম স্বর্ণখচিত সরলগামী সাত শরে ঐ শৈলশৃঙ্গ অর্দ্ধ পথেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। শৃঙ্গ দুই শত বানরকে চূর্ণ করিয়া তদ্দণ্ডে ভূতলে পতিত হইল। এই অবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণকে বধ করিবার জন্য বহুবিধ উপায় চিন্তা করিয়া রামকে কহিলেন, আর্য্য! এই বীর শোণিতগন্ধে উন্মত্ত হইয়া বানরও বুঝে না, রাক্ষসও বুঝে না আত্মপর সকলকেই নির্ব্বিশেষে ভক্ষণ করিতেছে। ভাল, এক্ষণে বানরেরা উহার উপর গিয়া আরোহণ করুক, যূথ-পতিগণ স্বস্ব মর্য্যাদা অনুসারে অগ্রগামী হইয়া উহার চতুর্দ্দিকে উত্থিত হউক। আজ ঐ দুর্ম্মতি গুরুভারে নিপীড়িত হইলে বিচরণ করিবার কালে আর কাহাকেই ভক্ষণ করিতে পারিবে না।

অনন্তর মহাবল বানরগণ লক্ষ্মণের বাক্যে হৃষ্ট হইয়া কুম্ভকর্ণের উপর গিয়া আরোহণ করিল। কুম্ভকর্ণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দুষ্ট হস্তী যেমন হস্তিপককে ফেলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ দেহ কম্পিত করে সেইরূপ তিনি উহাদিগকে মহাবেগে কম্পিত করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে রাম কুম্ভকর্ণকে ক্রুদ্ধ বিবেচনা করিলেন, এবং তিনি ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক রোষকষায়িত দৃষ্টিপাতে উহাঁকে দগ্ধ করিয়াই যেন উহাঁর অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন কুম্ভকর্ণনিপীড়িত বানরগণ অত্যন্ত পুলকিত হইতে লাগিল। মহাবীর রামের হস্তে স্বর্ণখচিত সর্পাকার শরাসন, স্কন্ধে শরপূর্ণ তূণীর, তিনি

বানরগণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। দুর্জ্জয় বানরগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিল এবং লক্ষ্মণ তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, কিরীট-শোভিত শোণিতলিপ্তদেহ রক্তচক্ষু মহাবীর কুম্ভকর্ণ রুষ্ট দিকহস্তীর ন্যায় সকলের প্রতি ধাবমান হইয়াছেন। তিনি রাক্ষসগণে বেষ্টিত, তাঁহার দীর্ঘ দেহ বিন্ধ্য ও মন্দরাকার, তিনি স্বর্ণাঙ্গদে শোভিত হইতেছেন এবং মেঘ হইতে জল-ধারার ন্যায় তাঁহার আস্যদেশ হইতে অজস্রধারে শোণিত ক্ষরণ হইতেছে। তিনি শোণিতসিক্ত সৃক্কণীদ্বয় জিহ্বা দ্বারা পুনঃ পুনঃ লেহন করিতেছেন, তাঁহার জ্যোতি দীপ্ত বহ্নির ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য। রাম ঐ কৃতান্তের ন্যায় করালমূর্ত্তি মহা-বীরকে দেখিয়া শরাসনে টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। কুম্ভকর্ণ ঐ শব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে রামের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দৃষ্টে ভুজগদেহবৎ দীর্ঘবাহু রাম উহাঁকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! এই আমি শরাসনহস্তে দাঁড়াইয়া আছি, তুমি আইস, বিষণ্ণ হইও না, জানিও আমিই রাক্ষসকুলনাশক রাম, তুমি আমার হস্তে মুহূর্ত্ত মধ্যেই বিনষ্ট হইবে। তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ রামের পরিচয় পাইয়া বিকৃত স্বরে হাস্য করিলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বানর-গণকে বিদ্রাবণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে ঐ মহাবীর বানরগণের হৃদয় বিদারণ পূর্ব্বক মেঘগর্জ্জনবৎ ভীম ও গম্ভীর স্বরে বিকৃতরূপ হাস্য করিয়া কহিতে লাগি-লেন, রাম! আমি বিরাধ নহি, খর ও কবন্ধ নহি এবং বালী ও মারীচও নহি, আমি স্বয়ং কুম্ভকর্ণ উপস্থিত। তুমি এই

আমার লৌহময় প্রকাণ্ড মুদ্গার দেখ, আমি পূর্ব্বে ইহারই দ্বারা দেবাসুরকে পরাজয় করিয়াছি। আমার নাসাকর্ণ যদিও ছিন্ন তথাচ তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিও না, এই নাসাকর্ণ ছিন্ন হওয়াতে আমার বিশেষ কি কষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমাকে স্বদেহের বলবীর্য্য প্রদর্শন কর, আমি অগ্রে তোমার বীরত্বের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া পশ্চাৎ তোমাকে ভক্ষণ করিব।

তখন মহাবীর রাম কুম্ভকর্ণের এইরূপ সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণে অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন। কুম্ভকর্ণ ঐ বজ্রবেগ শরে আহত হইয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিচলিত হইলেন না। যে শর সপ্ত শাল বিদীর্ণ করিয়াছিল এবং যদ্দ্বারা বালীর ন্যায় মহাবীর নিহত হন সেই বজ্রতুল্য শর কুম্ভকর্ণকে ব্যথিত বা বিচলিত করিতে পারিল না। ঐ রক্তাক্তদেহ সুরসৈন্যের দৃষ্টিভীষণ মহাবীর বৃষ্টিপাতের ন্যায় রামের ঐ শরপাত অক্লেশে সহ্য করিলেন। পরে তিনি মহাবেগে মুদ্গার বিঘূর্ণিত করিয়া তন্নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাস পূর্ব্বক বানরসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর রাম শরাসনে এক বায়ব্য অস্ত্র যোজনা করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কুম্ভকর্ণের মুদ্গার সহিত হস্ত অপহৃত হইয়া গেল, তিনি ভীমরবে চিৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ গিরিশৃঙ্গাকার ভুজদণ্ড ভূতলে পড়িবামাত্র বহুসংখ্য বানরসৈন্য বিনষ্ট হইল। তখন হতাবশিষ্ট বানরগণ অতিশয় বিষণ্ন হইয়া এক পার্শ্বে অবস্থান পূর্ব্বক রাম ও কুম্ভকর্ণের ভীষণ যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিতে

লাগিল। হস্ত ছিন্ন হওয়াতে কুম্ভকর্ণ শিখরশূন্য পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। ইত্যবসরে তিনি অপর হস্তে এক তাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক দ্রুতবেগে রামের প্রতি ধাবমান হইলেন। রাম ঐ উরগাকার উদ্যত হস্ত সুশাণিত ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্ন হস্ত ভূতলে বিচেষ্টমান হইতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা বৃক্ষ পর্ব্বত শিলা বানর ও রাক্ষসগণ চূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ ঘোর চিৎকার পূর্ব্বক রামের প্রতি দ্রুতপদে ধাবমান হইলেন। তখন রাম দুই সুশাণিত অর্দ্ধচন্দ্র অস্ত্র দ্বারা উহাঁর পদদ্বয় ছেদন করিলেন। পদদ্বয় তদ্দণ্ডে দিক্ বিদিক গিরিগুহা মহাসমুদ্র ও লঙ্কা প্রতিধ্বনিত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। কুম্ভকর্ণের হস্ত পদ খণ্ডিত, তিনি বড়বামুখাকার মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক গভীর গর্জ্জন সহকারে অন্তরীক্ষে রাহু যেমন চন্দ্রের প্রতি ধাবমান হয় সেইরূপ সহসা রামের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন। মহাবীর রাম তীক্ষ্ণ শরনিকরে উহাঁর মুখকুহর পূর্ণ করিয়া দিলেন। কুম্ভকর্ণের বাক্‌রোধ হইয়া গেল। তিনি অতিকষ্টে অস্ফুট শব্দ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন রাম ভাস্করবৎ প্রখরজ্যোতি ব্রহ্মদণ্ডতুল্য কৃতান্তসদৃশ ঐন্দ্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং ঐ সুশাণিত বায়ুবেগগামী অস্ত্র কুম্ভকর্ণের প্রতি বজ্রবৎ মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঐন্দ্রাস্ত্র বিধূম বহ্নির ন্যায় অতিমাত্র করালদর্শন, উহা নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র স্বতেজে দিকমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া ভীম বিক্রমে চলিল এবং কুম্ভকর্ণের কুণ্ডলসমলংকৃত গিরিশৃঙ্গতুল্য দংষ্ট্রাকরাল মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া

ফেলিল। ঐ বীরমুণ্ড পতিত হইবার কালে রথ্যাগৃহ, পুরদ্বার ও উচ্চ প্রাকার সমস্ত ভগ্ন করিল। কুম্ভকর্ণের প্রকাণ্ড দেহ বেগে সমুদ্র জলে গিয়া পড়িল এবং নক্র কুম্ভীর মৎস্য ও উরগগণকে মর্দ্দন পূর্ব্বক ক্রমশঃ তলস্পর্শ করিল। ঐ দেব-ব্রাহ্মণবৈরী মহাবীর এইরূপে নিহত হইলে পর্ব্বত সহিত পৃথিবী সহসা কাঁপিয়া উঠিল সুরগণ হর্ষভরে কোলাহল করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি মহর্ষি পন্নগ পক্ষী গুহ্যক যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলে রামের পরাক্রমে যারপর নাই হৃষ্ট হইয়া নভোমণ্ডলে আরোহণ পূর্ব্বক এই বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণবধে অত্যন্ত ভীত হইল এবং মাতঙ্গেরা যেমন সিংহকে দেখিয়াই ব্যথিত হয় সেইরূপ উহারা রামকে দেখিয়া আর্ত্তরবে চিৎকার করিতে লাগিল। সূর্য্য যেমন অন্তরীক্ষে রাহুগ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্ধকার নিরাস পূর্ব্বক শোভিত হন সেইরূপ রাম কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করিয়া বানরগণের মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে বানরগণের মুখ হর্ষে বিকসিত পদ্মের ন্যায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং উহারা বারংবার রামকে পূজা করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ তুমুল যুদ্ধে কদাচ পরাজিত হন নাই, তিনি সুরসৈন্যসংহারক, সুররাজ যেমন বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন রাম সেইরূপ উহাঁকে বিনাশ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণকে নিহত দেখিয়া রাবণের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! কৃতান্ততুল্য মহাবীর কুম্ভকর্ণ বানরগণকে বিদ্রাবণ ও ভক্ষণ পূর্ব্বক স্বয়ং বিনষ্ট হইয়াছেন। তিনি মুহূর্ত্তকাল উহাদিগকে অতিশয় সন্তপ্ত করিয়া রামের তেজে প্রশান্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার কবন্ধমূর্ত্তি ভীমদর্শন সমুদ্রে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট, তাঁহার নাশাকর্ণ ছিন্ন, সর্ব্বশরীর শোণিতলিপ্ত, তিনি এইরূপ বিকৃত দেহে লঙ্কাদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া ছিলেন, তাঁহার হস্তপদ কিছুই ছিল না, তিনি অনাবৃত দেহে দাবদগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবল কুম্ভকর্ণের বধসংবাদে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইলেন। দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায় পিতৃব্যবধে যার পর নাই আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহোদর ও মহাপার্শ্ব এই দুই মহাবীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতার বধবার্ত্তায় কাতর হইয়া অশ্রুপাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর রাক্ষসরাজ অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণকে উদ্দেশ করিয়া আকুলমনে দীনভাবে কহিতে লাগিলেন, হা কুম্ভকর্ণ! হা শত্রুদর্পহারী মহাবীর! তুমি সহসা আমায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পণ করিলে? তুমি আমার ও বান্ধবগণের হৃদয়শল্য উদ্ধার না করিয়া আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকী কোথায় গেলে? আমি যাহার অভয় আশ্রয়ে সুরাসুরকেও

কিছুমাত্র ভয় করিতাম না আমার সেই দক্ষিণ হস্ত এত দিনে স্খলিত হইয়া পড়িল, এক্ষণে আমি আর জীবিত নহি। যিনি দেবদানবের দর্প চূর্ণ করিতেন, যিনি স্বতেজেপ্রলয়কালীন হুতাশনের অনুরূপ ছিলেন, হা! রাম সেই বীরকে কি রূপে বিনাশ করিল! বজ্রাঘাতও যাঁহার দেহে দুঃখ উৎপাদন করিতে পারিত না সেই তুমি রামের শরে নিপীড়িত হইয়া ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলে। আজ ঐ সমস্ত দেবতা ও ঋষি তোমার নিধন দর্শনে অন্তরীক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক হর্ষভরে কোলাহল করিতেছে। অতঃপর বানরেরা প্রকৃত অবসর বুঝিয়া চতুর্দ্দিক হইতে হৃষ্টমনে লঙ্কার দুর্গম দ্বারে আরোহণ করিবে। আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, জানকীরে লইয়াই বা আর কি হইবে, যখন কুম্ভকর্ণ বিনষ্ট হইলেন তখন আমার জীবনেই বা কাজ কি? যদি আমি ভ্রাতৃহন্তা রামকে বধ করিতে না পারি তবে আমার মৃত্যুই শ্রেয়! এক্ষণে যথায় কুম্ভকর্ণ গমন করিয়াছেন অদ্যই আমি সেই স্থানে যাইব, আমি ভ্রাতৃগণ ব্যতীত ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে চাহি না। আমি দেবগণের পূর্ব্বাপকারী, এক্ষণে তাঁহারা আমাকে দেখিতে পাইলে নিশ্চয়ই উপহাস করিবেন। হা কুম্ভকর্ণ! তুমি ত বিনষ্ট হইলে অতঃপর আমি তোমার সাহায্য ব্যতীত আর কিরূপে ইন্দ্রকে পরাজয় করিব। আমি পূর্ব্বে মোহবশত বিভীষণের কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম এক্ষণে তাহারই ফল সম্পূর্ণই আমাতে ফলিল। যাবৎ কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্তের এই নিদারুণ বধসংবাদ পাইয়াছি তদবধি বিভীষণের বাক্য আমায় লজ্জিত করিতেছে। আমি

সেই ধার্ম্মিককে যে প্রত্যাখ্যান করিয়া ছিলাম এক্ষণে সেই কর্ম্মের এই শোকজনক পরিণাম উপস্থিত হইল।

তৎকালে রাজা রাবণ আকুল মনে দীনভাবে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং অনুজ কুম্ভকর্ণকে ইন্দ্রেরও নিয়ন্তা জানিয়া সকাতরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর ত্রিশিরা রাক্ষসরাজ রাবণকে এইরূপ শোকার্ত্ত দেখিয়া কহিলেন, রাজন্! আমাদিগের মহাবীর্য্য মধ্যম তাত বিনষ্ট হইয়াছেন কিন্তু আপনার ন্যায় বীরপুরুষেরা কদাচ এইরূপ বিলাপ করেন না। আপনার বিক্রম বিশ্ব-বিজয়ে সমর্থ তবে আপনি প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় কেন শোকাকুল হইতেছেন? আপনার ব্রহ্মদত্ত শক্তি আছে, অভেদ্য বর্ম্ম শর ও শরাসন আছে এবং সহস্রগর্দ্দভযুক্ত মেঘগম্ভীরনিঃস্বন রথও আছে। আপনি শস্ত্রবলে সুরাসুরকেও পুনঃপুনঃ সংহার করিয়াছেন, এক্ষণে রামকে শাসন করা আপনার আবশ্যক। রাজন্! অথবা আপনি থাকুন আমিই যুদ্ধে যাইতেছি; বিহগরাজ গরুড় যেমন সর্পকে বিনাশ করেন আমিই সেইরূপ আপনার শত্রুকে বিনাশ করিয়া আসিব। যেমন ইন্দ্রের হস্তে শম্বরাসুর! এবং বিষ্ণুর হস্তে নরকাসুর বিনষ্ট হইয়াছিল আজ সেইরূপ রাম আমার হস্তে বিনষ্ট হইয়া রণশায়ী হইবে।

তখন আসন্নমৃত্যু রাবণ ত্রিশিরার এইরূপ বাক্যে যেন পুনর্জ্জন্ম লাভের আনন্দ অনুভব করিলেন। দেবান্তক নরান্তক ও অতিকায় ইহাঁরা যুদ্ধহর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং অগ্রে আমি, অগ্রে আমি এই বলিয়া যুদ্ধোৎসুক্যে সকলে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উহাঁরা অন্তরীক্ষচর ও মায়াপটু, উহাঁরা সুরগণেরও দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, উহাঁরা মহাবীর ও যুদ্ধোন্মত্ত, এবং উহাঁদের বীরকীর্ত্তি সর্ব্বত্র সুপ্রচার আছে। দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও উরগগণের নিকট উহাঁদিগের পরাজয়ের কথা কদাচই শ্রুত হওয়া যায় না; উহাঁরা সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ও সমরনিপুণ, উহাঁদের বিজ্ঞানবল প্রবল এবং উহাঁরা বরগর্ব্বিত। সুররাজ ইন্দ্র যেমন দানবদর্পহারী সুরগণে বেষ্টিত হইয়া শোভা পান, সেইরূপ রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ সমস্ত উজ্জ্বলমূর্ত্তি শত্রুনাশন পুত্রে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি উহাঁদিগকে বারংবার স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন এবং উহাঁদিগের রক্ষাবিধানের জন্য মহোদর ও মহাপার্শ্বকে নিয়োগ করিয়া শুভ আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর ঐ সমস্ত মহাবল রাক্ষস বীরবেশে সজ্জিত হইয়া রাবণকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পুর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মহোদর সর্ব্বাস্ত্রপুর্ণ তূণীর গ্রহণ এবং এক ঐরাবতকুলোৎপন্ন নীরদশ্যামল সুদর্শন হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ পুর্ব্বক অস্তগামী সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। রাজকুমার ত্রিশিরা সদশ্বযোজিত অস্ত্রশস্ত্রপুর্ণ রথে আরোহণ পুর্ব্বক সুরধনুলাঞ্ছিত বিদ্যুৎশোভিত উল্কাভীষণ জ্বালাকরাল জলদের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। তিনটি স্বণপর্ব্বতে হিমাচল যেমন

শোভিত হন সেইরূপ তিনি তিন কিরীটে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। মহাবীর অতিকায় রাক্ষসরাজ রাবণের অন্যতর পুত্র। তিনি যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া এক উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথের চক্র ও অক্ষ সুগঠিত, উহা অনুকর্ষ ও কুবর নামক অঙ্গবিশেষ দ্বারা শোভিত আছে, এবং উহাতে যুদ্ধোপকরণ শর শরাসন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রহিয়াছে। মহাবীর অতিকায়ের সুশোভন মস্তকে কনককিরীট এবং সর্ব্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার। তিনি তৎকালে প্রভাভাস্বর সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেম। তাঁহার চতুর্দ্দিকে বীর রাক্ষস, তিনি সুরগণ-পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

অনন্তর নরান্তক উচ্চৈঃশ্রবাসদৃশ স্বর্ণোজ্জ্বল মনোমারুত-গামী বৃহৎ এক অশ্বে উঠিলেন। উল্কাবৎ প্রদীপ্ত একমাত্র প্রাসই তাঁহার অস্ত্র। ময়ূরোপরি কার্ত্তিকেয় যেমন শক্তি-হস্তে শোভা পান তিনি সেইরূপ ঐ প্রাসহস্তে শোভা ধারণ করিলেন। মহাবীর দেবান্তক কনকখচিত বৃহৎ পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত মন্দরধারী ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় এবং মহাপার্শ্ব এক ভীষণ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক গদাধারী কুবেরের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ঐ সমস্ত মহাবীর সুরপুরী অমরাবতী হইতে সুরগণের ন্যায় লঙ্কাপুরী হইতে বহির্গত হইলেন। বহুসংখ্য রাক্ষস হস্ত্যশ্ব রথে আরোহণ পূর্ব্বক উহাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ সমস্ত উজ্জ্বলমূর্ত্তি রাজকুমার অন্তরীক্ষে প্রদীপ্ত গ্রহগণের ন্যায় দৃষ্ট হইতে

লাগিলেন। উহাঁদের উদ্যত অস্ত্রশস্ত্র আকাশে উড্ডীন শারদ-মেঘধবল হংসশ্রেণীর ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। উহাঁরা হয় মৃত্যু না হয় শত্রুজয় ইহার অন্যতর লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে নির্গত হইলেন। উহাঁদের মধ্যে কেহ গর্জন কেহ সিংহনাদ ও কেহবা বিপক্ষের প্রতি আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উহাঁদের তুমুল গর্জন ও বাহ্বাস্ফোটনে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল এবং সিংহনাদে অন্তরীক্ষ যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

রাক্ষসেরা নির্গত হইয়াই দেখিল বানরগণ বৃক্ষশিলা-হস্তে দণ্ডায়মান আছে। বানরেরাও দেখিল রাক্ষসসৈন্য যুদ্ধে আগমন করিতেছে। ঐ সৈন্য মেঘশ্যামল হস্ত্যশ্বসঙ্কুল ও কিঙ্কিনীনাদিত, তন্মধ্যে প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় উজ্জ্বল ও সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য বীরগণ অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া আছে। বানরেরা উহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া শৈল গ্রহণ পূর্ব্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাক্ষ-সেরা উহাদের হর্ষ-কোলাহল সহ্য করিতে না পারিয়া ভীম-রবে তর্জ্জন গর্জন আরম্ভ করিল।

অনন্তর বানরবীরগণ বৃক্ষশিলা গ্রহণ পূর্ব্বক শিখরধারী পর্ব্বতের ন্যায় রাক্ষসসৈন্যে প্রবিষ্ট হইল। কেহ কেহ রাক্ষসগণের উপর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আকাশে কেহ কেহ বা রণস্থলে পর্য্যটন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। বানরগণ রাক্ষসদিগের উপর বৃক্ষ-শিলা বৃষ্টি করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা শরনিকরে তৎসমুদয় নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। উভয় পক্ষীয় বীরগণের

ভীষণ সিংহনাদ সকলকে চমকিত করিয়া তুলিল। বানরেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণকে বৃক্ষশিলাপ্রহারে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। কোন রাক্ষসের মস্তক শৈলশৃঙ্গে চূর্ণ কাহারও বা দুই চক্ষু মুষ্ট্যাঘাতে বহির্গত হইয়া পড়িল। উহারা এইরূপ দুর্ব্বিসহ প্রহারব্যথায় কাতর হইয়া আর্ত্তরব করিতে লাগিল।

অনন্তর ঐ সমস্ত রাক্ষসবীর শূল মুদ্গার খড়্গ প্রাস ও সুতীক্ষ্ণ শক্তি দ্বারা বানরগণকে খণ্ড খণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হইল। উভয় পক্ষীয় সৈন্য জিগীষাপরবশ হইয়া পরস্পরকে রণশায়ী করিতে লাগিল। উহাদের সর্ব্বাঙ্গ শত্রুশোণিতে সিক্ত, রণভূমি নিপতিত বানর রাক্ষস শৈল ও খড়্গ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গেল; রক্তনদী প্রবাহিত হইল; যুদ্ধমদমত্ত চূর্ণীকৃত পর্ব্বতাকার রাক্ষসে বসুমতী পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসগণ বানর দ্বারা বানরকে এবং বানরগণ রাক্ষস দ্বারা রাক্ষসকে চূর্ণ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা বানরগণের হস্ত হইতে বৃক্ষশিলা এবং বানরেরা রাক্ষসগণের হস্ত হইতে অস্ত্র শস্ত্র বল পূর্ব্বক লইয়া প্রহার আরম্ভ করিল। রাক্ষসগণের বর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, বৃক্ষ হইতে যেমন নির্যাস নিঃসৃত হয় সেইরূপ উহাদের সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইতে লাগিল। বানরগণ রথ দ্বারা রথ, হস্তী দ্বারা হস্তী ও অশ্ব দ্বারা অশ্ব চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসগণ ক্ষুরপ্র অর্দ্ধচন্দ্র ভল্ল ও শাণিত শর দ্বারা বানরগণের বৃক্ষশিলা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। বিক্ষিপ্ত পর্ব্বত, ছিন্ন বৃক্ষ ও নিহত রাক্ষস ও বানরে রণভূমি নিবিড় হইয়া উঠিল। বানরেরা

বলগর্ব্বিত, উহাদের যুদ্ধেচ্ছা বিলক্ষণ প্রবল; উহারা নির্ভয় হইয়া নখ দন্ত ও বৃক্ষ শিলা দ্বারা রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ যুদ্ধ অতিশয় লোমহর্ষণ হইয়া উঠিল, বানরেরা হৃষ্ট ও রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইতে লাগিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মহর্ষি ও সুরগণ কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই অবসরে অশ্বারূঢ় মহাবীর নরান্তক মৎস্য যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে সেইরূপ বায়ুবেগে বানরসৈন্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার হস্তে সুশাণিত শক্তি। ঐ মহাবীর তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই একাকী সাত শত বানরকে প্রাস দ্বারা ক্ষণমাত্রে বিনাশ করিলেন। বিদ্যাধর ও মহর্ষিগণ অশ্বারোহী নরান্তকের ঘোরতর যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। অনতিকালমধ্যে তাঁহার বিচরণপথ মাংস ও [illegible] কর্দমময় হইয়া উঠিল এবং পতিত পর্ব্বতাকার বানরগণে পূর্ণ হইয়া গেল। বানরেরা যে সময় বিক্রম প্রদর্শনের ইচ্ছা করিতেছে মহাবীর নরান্তক সেই ক্ষণেই তাহাদিগকে শক্তি দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতেছেন। বহ্নি যেমন সমস্ত বন দগ্ধ করিয়া ফেলে, তিনি সেইরূপ বানরগণকে নির্ম্মূল করিতে লাগিলেন। বানরেরা যাবৎ বৃক্ষ ও শৈল উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাবৎকালমধ্যে প্রাসচ্ছিন্ন হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় রণশায়ী হইতেছে। নরান্তক প্রদীপ্ত প্রাস উদ্যত করিয়া চতুর্দ্দিক পর্য্যটন পূর্ব্বক বর্ষাকালীন প্রবল বায়ুর ন্যায় সমস্ত মর্দন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধচেষ্টা ত দূরের কথা তৎকালে বানরেরা

তাঁহার বিক্রম দেখিয়া রণস্থলে তিষ্ঠিয়া থাকিতে এবং বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতেও সমর্থ হইল না। নরান্তক কি যান কি অবস্থান কি উত্থান যে যে অবস্থায় আছে তাহাকে সেই অবস্থায় দীপ্ত প্রাস দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। ঐ প্রাস অস্ত্রের কোন একটী লক্ষ্যে নিপাত বজ্রপাতের ন্যায় অতিমাত্র ভীষণ, বানরেরা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তুমুল আর্ত্ত-রব করিতে লাগিল এবং বজ্রচ্ছিন্নশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হইল। এই অবসরে, পূর্ব্বে যে সমস্ত বানর কুম্ভকর্ণের বলবীর্য্যে নিপীড়িত হইয়াছিল তাহারা সুস্থ হইয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করিল। সুগ্রীব দেখিলেন বানরসৈন্য নরান্তকের ভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়াছে, এবং মহাবীর নরান্তক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ ও প্রাস ধারণ পূর্ব্বক আগমন করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে সুগ্রীব ইন্দ্রবিক্রম কুমার অঙ্গদকে কহিলেন, বৎস! ঐ যে বীর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক বানরগণকে ভক্ষণ করিতেছে তুমি গিয়া উহাকে শীঘ্র বিনাশ কর।

তখন অঙ্গদ কপিরাজের আদেশে সূর্য্যের ন্যায় মেঘসদৃশ স্বসৈন্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মহাবীর অঙ্গদ নিবিড় শৈলের ন্যায় কৃষ্ণকায়, তাঁহার হস্তে স্বর্ণাঙ্গদ, তিনি ধাতু-রঞ্জিত পর্ব্বতবৎ সুশোভিত হইলেন। তিনি নিরস্ত্র, নখ ও দশনই তাঁহার অস্ত্র, তিনি সহসা নরান্তকের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, বীর! এই সমস্ত সামান্য বানরের সহিত যুদ্ধ করিয়া কি ফল। এক্ষণে তুমি আমার এই বক্ষঃস্থলে বজ্রস্পর্শ প্রাস নিক্ষেপ কর।

তখন মহাবীর নরান্তক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও উরগের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অঙ্গদের সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সহসা প্রদীপ্ত প্রাস পরিত্যাগ করিলেন। প্রাস তৎক্ষণাৎ অঙ্গদের বজ্র-কল্প বক্ষে চূর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন অঙ্গদ প্রাসাস্ত্র গরুড়চ্ছিন্ন সর্পের বলবীর্য্যের ন্যায় নিস্ফল দেখিয়া নরান্তকের বাহন অশ্বের মস্তকে এক চপেটাঘাত করিলেন। চপেটাঘাত করিবামাত্র ঐ পর্ব্বতাকার অশ্বের পদ ভূতলে প্রবিষ্ট হইল, চক্ষের তারকা স্খলিত হইয়া পড়িল, জিহ্বা নির্গত হইল এবং মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল; অশ্ব মৃত ও ভূতলে পতিত হইল।

তখন নরান্তক অশ্ব বিনষ্ট ও ভূতলে পতিত দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং অঙ্গদের মস্তকে এক মুষ্টি-প্রহার করিলেন। অঙ্গদের মস্তক অতিমাত্র ব্যথিত হইল তাঁহার মুখ দিয়া উষ্ণ শোণিত নির্গত হইতে লাগিল, তিনি নিপীড়িত ও বিমোহিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক বিস্মিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি গিরিশিখর-তুল্য এক মুষ্টি মৃত্যুবেগে নরান্তকের বক্ষঃস্থলে প্রহার করি-লেন। নরান্তকের বক্ষ নিমগ্ন ও ভগ্ন হইয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত, মুখ দিয়া অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল, তিনি বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

অঙ্গদ নরান্তককে বধ করিবামাত্র অন্তরীক্ষে দেবগণ এবং রণস্থলে বানরগণ অত্যন্ত কোলাহল করিতে লাগিলেন। অঙ্গদ এই তুষ্টিকর ও দুস্কর কার্য্য সাধন করিলে রাম অত্যন্ত

বিস্মিত হইলেন এবং যুদ্ধ করিবার জন্য পুনর্ব্বার প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

তখন মহাবীর দেবান্তক, ত্রিমূর্দ্ধা ও মহোদর এই তিন রাক্ষস নরান্তককে ধরাশায়ী দেখিয়া ঘোরতর গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। মহোদর মেঘাকার হস্তীর পৃষ্ঠে আরূঢ়; তিনি দ্রুতবেগে অঙ্গদের প্রতি ধাবমান হইলেন। দেবান্তক ভ্রাতৃ-বধে যার পর নাই ক্ষুব্ধ, তিনি ভীষণ পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। ত্রিশিরা অশ্বশোভিত সূর্য্য-সঙ্কাশ রথে প্রতিষ্ঠিত, তিনিও ক্রোধভরে ধাবমান হইলেন। অঙ্গদ ঐ সমস্ত দেবদর্পহারী রাক্ষসকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া এক শাখাবহুল বৃক্ষ উৎপাটন করিলেন এবং দেবান্তককে লক্ষ্য করিয়া প্রদীপ্ত বজ্রের ন্যায় বেগে উহা নিক্ষেপ করিলেন। তখন ত্রিশিরা সর্পাকার শরে ঐ বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে মহাবীর অঙ্গদ উত্থিত হইয়া উহাঁর প্রতি পুনরায় বৃক্ষশিলা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ত্রিশিরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিত শরে এবং মহোদরও পরিঘপ্রহারে তৎসমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ত্রিশিরা শর বর্ষণ পূর্ব্বক অঙ্গদের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহোদর বেগে গিয়া ক্রোধভরে অঙ্গদের বক্ষে এক বজ্রসার তোমর প্রহার করিলেন। দেবান্তকও অঙ্গদের সন্নিহিত হইয়া মহা ক্রোধে এক পরিঘ আঘাত পূর্ব্বক শীঘ্র তথা হইতে অপসৃত হইলেন। কিন্তু মহাপ্রতাপ অঙ্গদ এই তিন ভীষণ রাক্ষসে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়াও

কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিচলিত হইলেন না। পরে ঐ দুর্জ্জয় মহাবীর বেগে গিয়া মহোদরের হস্তীকে এক চপেটাঘাত করিলেন। চপেটাঘাতে হস্তীর দুই নেত্র স্খলিত হইয়া পড়িল এবং সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর অঙ্গদ উহার বিশাল দন্ত উৎপাটন পূর্ব্বক বেগে গিয়া দেবান্তককে প্রহার করিলেন। দেবান্তক তদ্দণ্ডে বাতকম্পিত বৃক্ষবৎ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; তাঁহার দেহ হইতে লাক্ষারসতুল্য শোণিত প্রবল বেগে ছুটিতে লাগিল। পরে তিনি অতিকষ্টে সুস্থ হইয়া এক ঘোর পরিঘ বিঘূর্ণিত করিয়া মহাবেগে অঙ্গদকে প্রহার করিলেন। অঙ্গদ ঐ আঘাতে ব্যথিত এবং জানুযুগল সঙ্কোচ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে অবিলম্বেই সুস্থ হইয়া আবার গাত্রোত্থান করিলেন। উত্থানকালে ত্রিশিরা তিন শরে তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিয়া ঘোর রবে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর হনুমান ও নীল অঙ্গদকে রাক্ষসে বেষ্টিত দেখিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। নীল ত্রিশিরাকে লক্ষ্য করিয়া এক শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। ত্রিশিরাও তিন শরে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। গিরিশৃঙ্গ জ্বালা ও স্ফুলিঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া তদ্দণ্ডে ভূতলে পড়িল। তখন মহাবল দেবান্তক পরিঘহস্তে হনুমানের প্রতি ধাবমান হইলেন। হনুমানও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঘোর রবে রাক্ষসগণকে ভীত করিয়া উহার মস্তকে বজ্রবেগে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। দেবান্তকের দন্ত ও চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল, জিহ্বা লম্বমান হইতে লাগিল, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

অনন্তর ত্রিশিরা অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নীলের বক্ষে শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহোদর পর্ব্বতাকার হস্তীর উপর পুনর্ব্বার আরোহণ এবং মন্দর-গিরি-প্রতিষ্ঠিত সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতি বিস্তার পূর্ব্বক ক্রোধভরে নীলের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, সুরধনুলাঞ্ছিত মেঘ পুনঃপুনঃ গর্জ্জন ও পর্ব্বতোপরি অনবরত বর্ষণ করিতেছে। সেনাপতি নীল উহাঁর শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলেন। তিনি নিশ্চেষ্ট, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল। পরে ঐ মহাবীর সুস্থ হইয়া বৃক্ষবহুল পর্ব্বত উৎপাটন পূর্ব্বক বেগে মহোদরের মস্তকে আঘাত করিলেন। মহোদর ঐ আঘাতে চূর্ণ হইয়া মৃত ও বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার হস্তীও তাঁহার সহিত বিনষ্ট ও ধরাশায়ী হইল।

অনন্তর মহাবীর ত্রিশিরা পিতৃব্যকে নীলের হস্তে নিহত দেখিয়া, শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে শাণিত শরে হনূমানকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হনূমান ক্রুদ্ধ হইয়া উহার প্রতি গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। ত্রিশিরাও সুশাণিত শরে তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন হনূমান গিরিশৃঙ্গ ব্যর্থ হইল দেখিয়া, মহাবেগে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। ত্রিশিরা শূন্যমার্গে তাহা ছেদন করিয়া ভীম রবে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন মৃগরাজ সিংহ যেমন হস্তীকে বিদীর্ণ করে, সেইরূপ হনূমান ক্রোধভরে নখর-প্রহারে উহার অশ্বকে বিদীর্ণ করিলেন। মহাবীর ত্রিশিরা কালরাত্রিবৎ করাল শক্তি লইয়া মহাবেগে হনূমানের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। হনূমান আকাশচ্যুত উল্কার ন্যায়

ত্রিশিরার ঐ অপ্রতিহতগতি শক্তি দুই হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বিখণ্ড করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বানরগণ ঘোরদর্শন শক্তি ভগ্ন হইল দেখিয়া হৃষ্ট মনে মেঘবৎ গর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন ত্রিশিরা ক্রোধভরে খড়্গ উদ্যত করিয়া হনুমানের বক্ষে আঘাত করিলেন। হনুমানও উহাঁর বক্ষে এক চপেটাঘাত করিলেন। ত্রিশিরা তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। ইত্যবসরে হনুমান উহাঁর হস্ত হইতে খড়্গ আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া রাক্ষসগণের মনে ভয়-সঞ্চার পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ঐ গর্জ্জন তৎকালে ত্রিশিরার আর কিছুতেই সহ্য হইল না, তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হনুমানকে মহাবেগে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। হনু-মানের ক্রোধানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ত্রিশিরার কেশমুষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্র যেমন বিশ্বকর্ম্মপুত্র বিশ্বরূপের শির-শ্ছেদন করিয়াছিলেন সেইরূপ উহার কিরীটশোভিত কুণ্ডলা-লঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ঐ দীর্ঘনাসাযুক্ত দীর্ঘকর্ণ দীপ্তচক্ষু রাক্ষসমুণ্ড আকাশচ্যুত গ্রহনক্ষত্রের ন্যায় ভূতলে পড়িল। তদ্দৃষ্টে বানরগণ সিংহনাদ করিতে লাগিল, পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল এবং রাক্ষসেরা যার পর নাই ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর মত্ত দেবান্তক প্রভৃতি বীরগণকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে এক গদা গ্রহণ করিল। ঐ লৌহময় গদা জ্বালাকরাল স্বর্ণপট্টশোভিত মাংসলিপ্ত রক্তফেনযুক্ত শত্রু-শোণিততৃপ্ত ও রক্তমাল্যবেষ্টিত; উহার অগ্রভাগ হইতে নিরন্তর প্রখর তেজ নির্গত হইতেছে এবং উহা দেখিলে

ঐরাবত, মহাপদ্ম ও সার্ব্বভৌম প্রভৃতি দিগ্‌গজগণও কম্পিত হয়। বীর মত্ত ঐ ভীষণ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক যুগান্তবহ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বানরগণের প্রতি বেগে ধাবমান হইল। ইত্যবসরে কপিপ্রবর ঋষভ রাক্ষসসৈন্যের নিকটস্থ হইয়া মত্তের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। মত্ত উহার বক্ষে ঐ বজ্রকল্প গদা বেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঋষভের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল, সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল এবং রক্তস্রোত অনর্গল বহিতে লাগিল। ঋষভ বহুক্ষণের পর সচেতন হইয়া ক্রোধস্পন্দিত ওষ্ঠে ঘন ঘন মত্তকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরে ঐ বীর বেগে মত্তের নিকটস্থ হইয়া উহার বক্ষে প্রবল বেগে এক মুষ্টিপ্রহার করিল। মত্তের সর্ব্বশরীর রুধিরে আর্দ্র হইয়া গেল, সে তৎক্ষণাৎ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে ঋষভ সহসা উহাঁর হস্ত হইতে ঐ যমদণ্ডতুল্য ভীষণ গদা লইয়া তুমুল গর্জ্জন আরম্ভ করিল। মহাবীর মত্ত সন্ধ্যামেঘবৎ রক্তবর্ণ; সে মুহূর্ত্ত কাল প্রহার-ব্যথায় মৃতপ্রায় হইয়াছিল, পরে সহসা সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক ঋষভকে প্রহার করিতে লাগিল। ঋষভ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, এবং অবিলম্বে সংজ্ঞালাভ এবং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঐ পর্ব্বতা-কার গদা বিঘূর্ণিত করিয়া মত্তকে প্রহার করিল। ভীষণ-গদা-প্রহারে ঐ বিপ্রবৈরী যজ্ঞশত্রু রাক্ষসের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং পর্ব্বত হইতে ধাতুধারার ন্যায় অজস্র ধারে উহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্ত বহিতে লাগিল। ইত্যবসরে ঋষভ ঐ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং গদা পুনঃপুনঃ বিঘূর্ণিত করিয়া উহাদিগকে সংহার

করিতে লাগিল। মত্তের সর্ব্বশরীর গদাঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল, উহার দন্ত ও চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল। সে বিনষ্ট হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন রাক্ষসসৈন্য অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল প্রাণভয়ে বাত্যাহত সমুদ্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

সপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর দেবদানবদর্পহারী অতিকায় ইন্দ্রবিক্রম ভ্রাতৃগণ পিতৃব্য মহোদর ও মত্তকে নিহত এবং রাক্ষসসৈন্যকে ব্যথিত দেখিয়া অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তিনি সমবেত সহস্র সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর রথে আরোহণ পূর্ব্বক মহাবেগে বানরগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, হস্তে বিস্ফারিত শরাসন; তিনি মুহুর্মুহু স্বনাম প্রখ্যাপন পূর্ব্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর ভীম রবে গর্জ্জন ও কোদণ্ড আস্ফালন পূর্ব্বক বানরদিগকে যার পর নাই শঙ্কিত করিয়া তুলিলেন। বানরেরা উঁহার প্রকাণ্ড দেহ দর্শনে উঁহাকে কুম্ভকর্ণ বোধ করিয়া সভয়ে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় লইতে লাগিল। অতিকায়ের মূর্ত্তি স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল আক্রমণে প্রবৃত্ত ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় ভীষণ; বানরেরা উঁহাকে দেখিবামাত্র সভয়ে ইতস্তত পলাইতে লাগিল। উহারা ঐ ভীম রাক্ষসদর্শনে বিমোহিত হইয়া আশ্রিতপালক রামের আশ্রয় লইল। রাম

উঁহাদিগকে অভয় প্রদানে আশ্বস্ত করিয়া দূর হইতে দেখি-লেন, পর্ব্বতপ্রমাণ মহাবীর অতিকায় এক উৎকৃষ্ট রথের উপর কৃষ্ণমেঘের ন্যায় ঘন ঘন গর্জ্জন করিতেছেন। তিনি উঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন, রাক্ষসরাজ! যিনি ঐ সূর্য্যসঙ্কাশ সহস্রঅশ্বযুক্ত প্রকাণ্ড রথে রণস্থল উজ্জ্বল করিয়া আগমন করিতেছেন, যাঁহার দৃষ্টি সিংহদৃষ্টিবৎ স্থির ও গম্ভীর, যাঁহার দেহ পর্ব্বত-প্রমাণ, যাঁহার হস্তে বিশাল শরাসন; যিনি সুতীক্ষ্ণ শূল প্রাস ও তোমর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যগত হইয়া ভূতপরিবৃত ভগবান রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন; যিনি কালজিহ্বাকরাল শক্তি অস্ত্রে বিদ্যুৎমণ্ডিত মেঘের ন্যায় বিরাজমান; যাঁহার স্বর্ণখচিত শরাসন ইন্দ্রধনু যেমন অন্ত-রীক্ষকে সুরঞ্জিত করে সেইরূপ রথকে সুশোভিত করিতেছে; যাঁহার ধ্বজদণ্ডে রাজচিহ্ন; যাঁহার ধনুঃখণ্ড সুসজ্জিত মেঘ-গম্ভীরবারী স্থানত্রয়ে সন্নত, এবং শত সুরধনুর ন্যায় সুরম্য; যাঁহার রথ ধ্বজপতাকামণ্ডিত, ও অনুকর্ষযুক্ত, যে রথ চারিটি সারথি দ্বারা মেঘগম্ভীর রবে চালিত হইতেছে, যাহাতে অষ্ট-ত্রিংশ শরাসন, তূণীর ও স্বর্ণবর্ণ ভীষণ জ্যা আছে; এবং চতু-র্হস্ত মুষ্টিবিশিষ্ট, দশহস্তদীর্ঘ প্রদীপ্ত দুই খড়্গ দৃষ্ট হইতেছে, ঐ রথে ঐ মহাবীর কে? যাঁহার কণ্ঠে রক্তমাল্য, যাঁহার মুখ মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ, যিনি কৃষ্ণবর্ণ, যিনি মেঘান্তরিত সূর্য্যের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিতেছেন, যিনি স্বর্ণাঙ্গদধারী ভুজযুগলে শৃঙ্গদ্বয়শোভিত হিমাচলের ন্যায় শোভমান, যাঁহার ভীষণ মুখ কুণ্ডলযুগলে অলঙ্কৃত হইয়া পুনর্ব্বসুর মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়

দৃষ্ট হইতেছে; যাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র বানরগণ সভয়ে পলাইতেছে, ঐ মহাবীর কে?

বিভীষণ কহিলেন, রাম! ইনি রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র, এবং বলবীর্য্যে তাঁহারই অনুরূপ, ইহাঁর নাম অতিকায়, ইনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, ও বৃদ্ধমতানুবর্ত্তী, ইনি হস্তী ও অশ্বারোহণে সুপটু, অসিচর্য্যা ও ধনুর্গ্রহণে সুদক্ষ, সাম দান ও সন্ধিবিগ্রহে ইহাঁর নৈপুণ্য আছে; বলিতে কি, ইহাঁরই বাহুবল আশ্রয় করিয়া লঙ্কাপুরী সম্পূর্ণ নির্ভয় রহিয়াছে। রাজমহিষী ধান্যমালিনী এই মহাবীরের জননী; ইনি তপোবলে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সুপ্রসন্ন করিয়াছেন, এবং তাঁহারই প্রসাদলব্ধ অস্ত্রপ্রভাবে ইনি বিজয়ী ও দেবাসুরের অবধ্য। ইনি তপোবলে দিব্য কবচ ও উজ্জ্বল রথ অধিকার করিয়াছেন। বহুসংখ্য দেবদানব ইহাঁর নিকট পরাস্ত, ইনি রাক্ষসগণকে রক্ষা ও যক্ষদিগকে সংহার করিয়াছেন। একদা ইনিই অস্ত্রবলে ইন্দ্রের বজ্রকে স্তম্ভিত করিয়া দেন এবং বরুণের পাশ পরাহত করেন। তুমি শীঘ্রই এই মহাবীরকে বিনাশ করিতে যত্নবান হও, ইনি অচিরাৎ বানরগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিবেন।

অনন্তর মহাবল অতিকায় বানরগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, নীল ও শরভ এই কএক জন বীর ঐ ভীমমূর্ত্তি রাক্ষসকে নিরীক্ষণ ও বৃক্ষ শিলা বর্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। অতিকায় শরনিকরে ঐ সমস্ত বৃক্ষশিলা খণ্ড খণ্ড করিয়া উহাঁদিগকে লৌহময় শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। উহাঁরা অতিকায়ের শরে বিদ্ধদেহ ও

পরাজিত হইলেন, উহাঁদের প্রতিকার-শক্তি আর কিছুমাত্র দৃষ্ট হইল না। তখন যৌবনগর্ব্বিত রুষ্ট সিংহ যেমন মৃগযূথকে ভীত করে সেইরূপ অতিকায় বানরসৈন্যকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু যে ব্যক্তি যুদ্ধে বিমুখ তিনি প্রতিপক্ষের মধ্যে এমন আর কাহাকেই প্রহার করিলেন না। পরে ঐ মহাবীর রামের নিকটস্থ হইয়া সগর্ব্ব বাক্যে কহিলেন, দেখ, আমি শরশরাসন হস্তে রথারোহণ করিয়া আছি; স্বল্পপ্রাণ সামান্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা আমার অভীষ্ট নহে, যাহার শক্তি আছে এবং যে ব্যক্তি বিশেষ উৎসাহী আজ সেইই আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক।

তখন লক্ষ্মণ অতিকায়ের এই গর্ব্বিত বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং অসহিষ্ণু হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হাস্যমুখে ধনু গ্রহণ করিলেন। পরে তূণীর হইতে শর উদ্ধার পূর্ব্বক উহাঁর সম্মুখে মুহুর্মুহু ধনু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের ঐ আকর্ষণ শব্দে সমস্ত পৃথিবী, আকাশ, দশ দিক ও সমুদ্র পূর্ণ হইয়া গেল এবং রাক্ষসেরাও অত্যন্ত ভীত হইতে লাগিল।

মহাবল অতিকায় ঐ ভীষণ জ্যাশব্দে যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে যুদ্ধার্থ উত্থিত দেখিয়া সুশাণিত শর গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি বালক, বীরত্বের কিছুই জান না; যাও, এই কালকল্প মহাবীরের সহিত কি জন্য যুদ্ধইচ্ছা করিতেছ? হিমালয়, ভূলোক ও অন্তরীক্ষও আমার এই শরবেগ সহিতে পারে না। তুমি কি জন্য সুখসুপ্ত প্রলয়বহ্নিকে প্রবোধিত করিবার ইচ্ছা কর? এক্ষণে

ধনুঃখণ্ড রাখিয়া আস্তে আস্তে ফিরিয়া যাও, আমার হস্তে প্রাণটি হারাইও না। অথবা দেখিতেছি তুমি একটি উদ্ধত-স্বভাব, তোমার ফিরিতে ইচ্ছা নাই, ভালই তবে তুমি এখনই যমালয়ে যাও। আমার এই সমস্ত শাণিত শর দেবাদিদেব রুদ্রের ত্রিশূলসদৃশ ও শক্রর দর্পহারী, তুমি এখনই ইহার বেগ প্রত্যক্ষ কর। রুষ্ট সিংহ যেমন হস্তীর রক্ত পান করে সেইরূপ এই সর্পাকার শর অচিরাৎ তোমার রক্তপান করিবে। এই বলিয়া ঐ মহাবীর রোষভরে কার্ম্মুকে শর সন্ধান করিলেন।

অনন্তর মহাবল লক্ষ্মণ অতিকায়ের এইরূপ সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, রাক্ষস! তুমি কেবল কথামাত্রে প্রধান হইতে পার না, লোকে আত্মশ্লাঘা করিয়া কদাচ সৎপুরুষ হইতে পারে না। এই আমি ধনুর্ব্বাণ হস্তে দাঁড়াইয়া রহিলাম, রে দুরাত্মন্! তুই স্বীয় বলবীর্য্যের পরিচয় দে। তুই আর বৃথা আত্মগর্ব্ব প্রকাশ করিস্ না, এক্ষণে কর্ম্ম দ্বারা আপনাকে প্রদর্শন কর্। যাঁহার পৌরুষ আছে তিনিই বীর-পুরুষ। তুই সর্ব্বাস্ত্রসম্পন্ন ও রথস্থ, এক্ষণে অস্ত্র বা শস্ত্র যদ্দ্বারাই হউক স্ববিক্রম প্রদর্শন কর্। পশ্চাৎ আমি বায়ু যেমন সুপক্ক তালফল বৃন্ত হইতে প্রচ্যুত করে সেইরূপ এই সমস্ত শরে তোর মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিব। আজ আমার এই শর তোর ক্ষতমুখোত্থিত রক্ত সুখে পান করিবে। তুই আমাকে সামান্য বালক-বোধে অবজ্ঞা করিস্ না; আমি বালক বা বৃদ্ধই হই, তুই আমাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুজ্ঞান কর্। দেখ্ বিষ্ণু বামনরূপী হইয়াও ত্রিপদে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন।

ঐ দুই মহাবীর এইরূপ বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছেন ইত্যবসরে

বিদ্যাধর, ভুত, দেব, দৈত্য, মহর্ষি ও গুহ্যকগণ এই অদ্ভুত যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অতিকায় লক্ষ্মণের বাক্যে অতিমাত্র কুপিত হইলেন এবং শরাসনে শরযোজনা করিয়া বেগে পরিত্যাগ করিলেন। শর প্রবল গতিবেগে আকাশে যেন সংক্ষিপ্ত হইয়া চলিল। তখন লক্ষ্মণ ঐ সর্পাকার শর অর্দ্ধচন্দ্রাস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে অতিকায় স্বনিক্ষিপ্ত শর ছিন্ন সর্পের ন্যায় নিস্ফল দেখিয়া, ক্রোধভরে পুনরায় পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণও অর্দ্ধ পথে তৎসমুদায় দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া স্বতেজঃপ্রজ্বলিত শর মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সন্নতপর্ব্ব শরে অতিকায়ের ললাট বিদ্ধ হইল এবং উহা তাঁহার ললাটে প্রোথিত ও রক্তাক্ত হইয়া পর্ব্বতসংলগ্ন সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন অতিকায় প্রহারব্যথায় ক্লিষ্ট হইয়া রুদ্রশরে ত্রিপুরাসুরের পুরদ্বারবৎ কম্পিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি অব্যর্থ শর পরিত্যাগ করিয়াছ, তুমিই আমার প্রশংসনীয় শত্রু; অতিকায় মুক্তকণ্ঠে এইরূপ কহিয়া হস্তদ্বয় স্ববশে স্থাপন ও রথের উপস্থ স্থানে উপবেশন পুর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর এককালে এক, তিন, পাঁচ ও সাত শর গ্রহণ, সন্ধান, আকর্ষণ ও পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সমস্ত কালকল্প সূর্য্যবৎ দুর্নিরীক্ষ্য শর নিক্ষিপ্ত হইয়া নভোমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া চলিল। লক্ষ্মণ ব্যস্ত সমস্ত না হইয়া তৎসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। অনন্তর অতিকায় স্বনিক্ষিপ্ত শর

বিফল হইল দেখিয়া ক্রোধভরে পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণ শর পরিত্যাগ করিলেন! ঐ শর মহাবেগে লক্ষ্মণের বক্ষ ভেদ করিল এবং মত্ত হস্তীর কুম্ভদেশ হইতে যেমন মদক্ষরণ হয় সেইরূপ উহাঁর বক্ষ হইতে খরধারে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া এক আগ্নেয়াস্ত্র মন্ত্রপূত করিলেন। উহাঁর শর ও শরাসন সহসা তেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর অতিকায় এক সর্পাকার ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধান করিলেন। লক্ষ্মণও কালদণ্ডের ন্যায় ঐ প্রজ্জ্বলিত ঘোর আগ্নেয়াস্ত্র অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অতিকায়ও ঐ সূর্য্যাস্ত্রযোজিত আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। দুইটি অস্ত্র তেজঃপুঞ্জ প্রদীপ্ত ও ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ভীষণ, উহারা আকাশ-পথে পরস্পর পরস্পরকে দগ্ধ করিয়া ভূতলে পড়িল। ঐ দুই অস্ত্র যদিও প্রদীপ্ত কিন্তু পরস্পরের প্রতিঘাতে সম্পূর্ণ নিস্প্রভ হইল, এবং ক্রমশঃ ভস্মীভূত ও জ্বালাশূন্য হইয়া পড়িল।

অনন্তর অতিকায় লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে ত্বষ্টৃ-দৈবত ঐষীকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন অতিকায় ঐষীকাস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া ক্রোধভরে যাম্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণও বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মেঘ যেমন বারিবর্ষণ করে অতি-কায়ের উপর সেইরূপ শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত শর উহাঁর হীরকখচিত বর্ম্মে স্পর্শ হইবামাত্র ভগ্নমুখ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ স্বনি-ক্ষিপ্ত সমস্ত শর বিফল হইল দেখিয়া পুনর্ব্বার শরবৃষ্টি আরম্ভ

করিলেন। অতিকায়ের সর্ব্বাঙ্গ দুর্ভেদ্য বর্ম্মে আবৃত, ঐ সমস্ত শর তৎকালে কিছুতেই তাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারিল না।

এই অবসরে বায়ু লক্ষ্মণের নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, বীর! এই অতিকায় ব্রহ্মার বরলব্ধ অভেদ্য বর্ম্মে আবৃত আছেন, অতএব তুমি ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ইহাঁকে বিদ্ধ কর, তদ্ব্যতীত ইহাঁকে বধ করিবার উপায়ান্তর নাই। এই মহাবল বর্ম্মে আবৃত থাকিলে কোনও অস্ত্র ইহাঁর বধসাধনে কৃতকার্য্য হইবে না।

তখন ইন্দ্রবিক্রম মহাবীর লক্ষ্মণ বায়ুর এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক শরাসনে উগ্রবেগ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন। তিনি ঐ শাণিত শর সন্ধান করিলে দিঙ্মণ্ডল, চন্দ্রসূর্য্যাদি মহাগ্রহ, ও অন্তরীক্ষ বিত্রস্ত হইয়া উঠিল, এবং ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ ঐ যমদূতকল্প বজ্রবেগ ব্রহ্মাস্ত্র শরাসনে সন্ধান পূর্ব্বক অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের পুঙ্খ হীরকখচিত, উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহার বেগ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, এবং উহা গগনমার্গে বায়ুবেগে চলিল। তখন অতিকায় ব্রহ্মাস্ত্র আগমন করিতে দেখিয়া সুশাণিত শরনিকরে উহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা পাইলেন কিন্তু অস্ত্র গরুড়বেগে ক্রমশঃ উহাঁর সন্নিহিত হইতে লাগিল। অতিকায় ঐ প্রদীপ্ত কালকল্প ব্রহ্মাস্ত্র বিহিত করিবার জন্য সমস্ত প্রাণের সহিত শক্তি ঋষ্টি গদা কুঠার ও শূল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু উহা তৎসমুদায় বিফল করিয়া তাঁহার কিরীটশোভিত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। অতিকায়ের মুণ্ড হিমাচলশৃঙ্গের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল; তাঁহার বসন স্খলিত, ভূষণ বিক্ষিপ্ত;

হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ ঐ মহাবীরকে রণশায়ী দেখিয়া যার পর নাই ব্যথিত হইল। সকলে প্রহার-শ্রমে ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ ও দীন; উহারা বিকৃতস্বরে তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং ভীত হইয়া লঙ্কাপুরীর অভিমুখে ধাবমান হইল। বানরগণের মুখ হর্ষভরে পদ্মের ন্যায় উৎফুল্ল; ভীমবল অতিকায় নিহত হইলে উহারা বিজয়ী লক্ষ্মণের যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিল।

একসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবীর অতিকায়ের বধসংবাদ পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, কহিলেন, রাক্ষসগণ! ধূম্রাক্ষ, প্রহস্ত ও কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি বীরগণ শত্রুহস্তে কখন পরাজিত হয় না। ইঁহারা মহাকায় অস্ত্রবিশারদ ও বিজয়ী। রাম ইঁহাদিগকে ও অন্যান্য রাক্ষসবীরকে সসৈন্যে বিনাশ করিয়াছে। সে দিবস প্রখ্যাতবীর্য্য ইন্দ্রজিৎ বরলব্ধ অস্ত্রবলে রাম ও লক্ষ্মণকে বন্ধন করিয়াছিলেন। সুরাসুর যক্ষ গন্ধর্ব্ব ও উরগেরাও সেই ঘোর বন্ধন উন্মোচন করিতে পারে না, কিন্তু জানি না, ঐ দুই বীর স্বপ্রভাব, মায়া বা মোহিনী শক্তির বলে সেই বন্ধন ছেদন করিয়াছে। যে সকল রাক্ষস আমার আদেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল বানরেরা তাহাদিগকে বধ করিয়াছে। বলিতে কি, এখন আর এমন কোন বীরই নাই যে স্ববীর্য্যে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণকে বিনাশ করিয়া

আইসে। রামের কি বিক্রম! তাহার অস্ত্রবলই বা কি অদ্ভুত! রাক্ষসগণ তাহারই হস্তে দেহত্যাগ করিয়াছে। এক্ষণে প্রহরীরা অপ্রমাদে লঙ্কার সর্ব্বত্র রক্ষা করুক এবং যে স্থানে জানকী রাক্ষসীগণে বেষ্টিত আছে সেই অশোক বনকেও রক্ষা করুক। অতঃপর যে কোন লোকের হউক নিষ্ক্রমণ ও প্রবেশ সর্ব্বদাই জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যে যে স্থানে গুল্ম আছে তথায় গিয়া তোমরা সসৈন্যে অবস্থান কর। কি প্রদোষ, কি অর্দ্ধরাত্রি, কি প্রত্যুষ যে কোন সময়েই হউক প্রতিপক্ষের মধ্যে কে কোথায় গতিবিধি করে সেইটি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য; ইহাতে ঔদাস্য বিহিত নহে। বিপক্ষেরা উদ্যম-যুক্ত, কি আগমনশীল, কি পূর্ব্ববৎ অবস্থিত এই সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত।

তখন রাক্ষসগণ লঙ্কাধিপতি রাবণের আজ্ঞামাত্র সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। রাবণও হৃদয়ে শোকশল্য বহন পূর্ব্বক দীনমনে গৃহপ্রবেশ করিলেন। তাঁহার ক্রোধবহ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; তিনি মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুত্রবিয়োগ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা শীঘ্র রাবণের নিকটস্থ হইয়া কহিল, মহারাজ! দেবান্তক প্রভৃতি মহাবীরগণ রণস্থলে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র রাবণের

নেত্রযুগল বাষ্পজলে পরিপূর্ণ হইল, তিনি পুত্রনাশ ও ভ্রাতৃবিনাশ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত উন্মনা হইলেন। ইত্যবসরে মহারথ ইন্দ্রজিৎ মহারাজ রাবণকে দীন ও শোকার্ণবে লীন দেখিয়া কহিলেন, তাত! ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকিতে আপনি কেন এইরূপ বিমোহিত হন। যুদ্ধে আমার হস্তে জীবিত থাকিতে পারে এমন আর কেহই নাই। আজ দেখুন রাম ও লক্ষ্মণ আমার শরে ছিন্নভিন্ন ও বিদীর্ণ হইয়া রণশায়ী হইবে। আমি দৈব ও পৌরুষ আশ্রয় করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ রাম ও লক্ষ্মণকে অমোঘ শরে বিনষ্ট করিয়া আসিব। আজ ইন্দ্র, যম, বিষ্ণু, রুদ্র, সাধ্য, বৈশ্বানর, চন্দ্র ও সূর্য্য ইহাঁরা বলিযজ্ঞে বামনরূপী বিষ্ণুর ন্যায় আমারও অনুরূপ বল প্রত্যক্ষ করিবেন।

মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অদীন ভাবে রাবণকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক রথারোহণ করিলেন। তাঁহার রথ অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ গর্দ্দভবাহিত ও বায়ুবৎবেগগামী। ইন্দ্রজিৎ ঐ উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বহুসংখ্য বীর শরশরাসন হস্তে উহাঁর অনুসরণ করিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ হস্তী, কেহ অশ্ব, কেহ ব্যাঘ্র, কেহ বৃশ্চিক, কেহ মার্জ্জার, কেহ গর্দ্দভ, কেহ উষ্ট্র, কেহ সর্প, কেহ বরাহ, কেহ সিংহ, কেহ পর্ব্বতাকার শৃগাল, কেহ কাক, কেহ হংস ও কেহ বা ময়ূরপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। ঐ সকল ভীমবল বীরের হস্তে প্রাস মুদ্গার অসি পরশু ও গদা। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ উহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাবেগে নির্গত হইলেন। তুমুল শঙ্খধ্বনি ও ভেরীরব হইতে লাগিল। আকাশে যেমন পূর্ণচন্দ্র শোভা পান সেইরূপ ইন্দ্রজিতের

মস্তকে শশাঙ্কশঙ্খধবল ছত্র শোভা পাইল। উভয় পার্শ্বে স্বর্ণদণ্ডযুক্ত চামর আন্দোলিত হইতে লাগিল। গগনমণ্ডল যেমন দীপ্ত সূর্য্যে সেইরূপ লঙ্কাপুরী ঐ অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাবীরে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল।

অনন্তর তিনি যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত হইয়া রথের চতুর্দ্দিকে রাক্ষসগণকে স্থাপন করিলেন। ঐ স্থানের নাম নিকুম্ভিলা, অগ্নিবৎ তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ তথায় জয়সম্পাদক হোমের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক গন্ধমাল্য ও লাজাঞ্জলি দ্বারা অগ্নিকে বিধিবৎ পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। শস্ত্রই পরিস্তরণ-কাশ, বিভীতক বৃক্ষের শাখা সমিধ, রক্ত বস্ত্র ও কৃষ্ণলোহময় স্রুব এই সমস্ত অভিচার-কার্য্যের উপযোগী পদার্থ সংগৃহীত ছিল। ইন্দ্রজিৎ তথায় বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক শস্ত্ররূপ কাশ দ্বারা একটী জীবিত কৃষ্ণ ছাগের গলদেশ গ্রহণ করিলেন। ঐ ছাগকে আহুতি প্রদান করিবামাত্র বিধূম বহ্নি জ্বালা বিস্তার পূর্ব্বক জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নির যে সমস্ত জয়সূচক চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে ক্রমশঃ তৎসমুদায় অভিব্যক্ত হইল। তিনি তপ্তকাঞ্চনমূর্ত্তিতে স্বয়ং উত্থিত হইয়া দক্ষিণাবর্ত্ত শিখায় আহুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মার নিকট পুনর্ব্বার ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করিলেন এবং ঐ সিদ্ধ অস্ত্র দ্বারা ধনু ও রথ অভিমন্ত্রিত করিয়া লইলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের মন্ত্র-দেবতাকে আহ্বান এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবার কালে চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রের সহিত সমস্ত নভস্তল বিত্রস্ত হইয়া উঠিল। ইন্দ্রজিৎও শর শরাসন অসি শূল ও অশ্ব রথের সহিত অন্তরীক্ষে তিরোহিত হইলেন।

অনন্তর ধ্বজপতাকাধারী রাক্ষসসৈন্য সিংহনাদ সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং তোমর অঙ্কুশ ও তীব্রবেগ বিচিত্র শরে বানরগণকে প্রহার আরম্ভ করিল। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ উহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিলেন, তোমরা বানরগণকে সংহার করিবার জন্য হৃষ্টমনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তখন রাক্ষসেরা উৎসাহিত হইয়া গর্জ্জন পূর্ব্বক বানরগণকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎও উহাদের উপরিতন আকাশে থাকিয়া, নালীক নারাচ গদা ও মুসল দ্বারা বানরগণকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। বানরেরা উহাঁর প্রতি অনবরত বৃক্ষশিলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসগণের আর হর্ষের পরিসীমা রহিল না। ইন্দ্রজিতের একমাত্র শরে বহুসংখ্য বানর বিনষ্ট হইতে লাগিল। বানরেরা শরপীড়িত ও ছিন্নদেহ হইয়া যুদ্ধেচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুরনিহত অসুরগণের ন্যায় রণশায়ী হইতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ প্রদীপ্ত সূর্য্য, শরজাল উহাঁর কিরণ; বানরেরা উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে আবার ধাবমান হইল এবং অনতিবিলম্বে ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত ও বিচেতন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল।

অনন্তর সকলে রামের জন্য প্রাণপণ করিয়া বৃক্ষশিলা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল এবং ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে তৎসমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বিজয়ী ইন্দ্রজিৎ অবলীলাক্রমে বানরগণের প্রাণহর শিলাপাত প্রতিহত করিয়াদিলেন এবং অগ্নিকল্প সর্পাকার শরনিকরে

উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি অষ্টাদশ বাণে গন্ধমাদনকে বিদ্ধ করিয়া নয় শরে-দূরবর্ত্তী নলকে ভেদ করিলেন। অনন্তর মর্ম্মপীড়ক সাত শরে মৈন্দকে পাঁচ শরে গজকে, দশ শরে জাম্ববানকে, ত্রিশ শরে নীলকে বিদ্ধ করিয়া বরলব্ধ ভীষণ শরে সুগ্রীব, ঋষভ, অঙ্গদ ও দ্বিবিদকে মৃতকল্প করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি প্রলয়বহ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া অন্যান্য বানর-বীরকে শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর এইরূপে বানরগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া হৃষ্ট মনে দেখিলেন, উহারা শরপীড়িত আকুল ও রক্তাক্ত হইয়াছে। পরে তিনি ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিকে উহাদিগকে মন্থন পুর্ব্বক সহসা অদৃশ্য হইলেন এবং নীল নিবিড় জলদাবলী যেমন জল বর্ষণ করে সেইরূপ উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতাকার বানরেরা এইরূপে রাক্ষসী মায়ায় আহত হইয়া বিকৃত স্বরে চিৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পড়িতে লাগিল। তৎকালে উহারা আপনাদিগের মধ্যে কেবলই শাণিত শরনিকর নিরীক্ষণ করিল কিন্তু মায়াবলে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রজিৎকে আর দেখিতে পাইল না।

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ শাণিত শরে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং বানরগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নিকল্প শূল খড়্গ ও পরশু প্রহার এবং বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত জ্বালা-করাল অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বানরেরা ইন্দ্রজিতের শরজালে ছিন্নভিন্ন হইয়া রক্তাক্ত দেহে বিকসিত কিংশুক

বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। তৎকালে কেহ কেহ ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিতেছিল তাহাদের চক্ষু শরবিদ্ধ হইয়া গেল, অনেকে প্রাণভয়ে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল এবং অনেকে ভূতলে পড়িয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ শূল প্রাস ও মন্ত্রপূত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, জাম্বমান, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, গবাক্ষ, গবয়, কেসরী, বিদ্যুদ্দংষ্ট্র সূর্য্যানন, জ্যোতিমুখ, দধিমুখ, পাবকাক্ষ, নল ও কুমুদকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। তিনি যূথপতি বানরগণকে এইরূপে ছিন্নভিন্ন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর রাম ইন্দ্রজিতের শরপাত বৃষ্টিপাতের ন্যায় তুচ্ছ বোধ করিয়া সমস্ত পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! ইন্দ্রজিৎ মহাস্ত্রবলে আমাদের সৈন্যসংহার করিয়া এক্ষণে আমাদিগকে শরপ্রহার করিতেছেন। ঐ মহাবীর ব্রহ্মার বরে গর্ব্বিত, উহাঁর ভীম মূর্ত্তি মায়াপ্রভাবে প্রচ্ছন্ন, সুতরাং এক্ষণে উহাঁকে বধ করা সম্ভবপর হইতেছে না। যাঁহার বিভব অচিন্ত্য, যিনি চরাচর বিশ্বের সৃষ্টিসংহারক, বোধ হয় সেই ভগবান স্বয়ম্ভুরই এই মহাস্ত্র। ধীমন্! তুমি আমার সহিত তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া আজ এই ব্রহ্মাস্ত্র সহ্য কর। বীরকেশরী ইন্দ্রজিৎ শরজালে সকলকে আচ্ছন্ন করুন, এই সমস্ত বানরপ্রবীর রণশায়ী হইয়াছেন, এবং এই সমস্ত সৈন্য যার পর নাই হতশ্রী হইয়াছে; এক্ষণে আইস, আমরাও হর্ষ ও রোষ সংবরণ পূর্ব্বক হতজ্ঞান নিশ্চেষ্ট ও

ধরাশায়ী হইয়া থাকি। ইন্দ্রজিৎ আমাদিগকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া জয়শ্রী অধিকার পূর্ব্বক নিশ্চয়ই প্রস্থান করিবে।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের অস্ত্রবলে পীড়িত হইলেন। ইন্দ্রজিৎও উহাঁদিগকে বিষাদে নিক্ষেপ করিয়া হর্ষভরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক রাবণরক্ষিত লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া, হৃষ্ট মনে পিতৃসন্নিধানে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

রাম ও লক্ষ্মণ নিশ্চেষ্ট, সুগ্রীব, নীল, অঙ্গদ ও জাম্ববান নিশ্চেষ্ট, সমস্ত বানরসৈন্য নিশ্চেষ্ট; ধীমান বিভীষণ সকলকে এইরূপ বিষণ্ণ ও অচৈতন্য দেখিয়া তৎকালোচিত বাক্যে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বীরগণ! ভীত হইও না, এখন বিষাদের কারণ নাই, আর্য্যপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ ভগবান ব্রহ্মাকে সম্মান করিবার জন্য বিবশ বিষণ্ণ ও মৃতকল্প হইয়া আছেন। ইন্দ্রজিৎ তাঁহারই বরপ্রভাবে অমোঘ অস্ত্র লাভ করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সেই অস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ মৃতকল্প হইয়া আছেন, সুতরাং এখন তোমাদের বিষণ্ণ হইবার কারণ নাই।

তখন ধীমান হনুমান ব্রহ্মাস্ত্রকে সম্মান করিয়া বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! এই সমস্ত মহাবল বানর ব্রহ্মাস্ত্রে

নিহত হইয়াছে, এক্ষণে যাহারা জীবিত আছে, আইস, আমরা গিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করি।

অনন্তর ঐ দুই মহাবীর সেই ঘোর রজনীতে জ্বলন্ত উল্কা গ্রহণ পূর্ব্বক রণস্থলে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, পতিত পর্ব্বতাকার বানর এবং নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রে রণভূমি আচ্ছন্ন হইয়া আছে। বানরগণের মধ্যে কাহারও লাঙ্গূল, কাহারও হস্ত, কাহারও ঊরু, কাহারও পদ, কাহারও অঙ্গুলি এবং কাহারও বা গ্রীবাদেশ খণ্ডিত; উহাদের দেহ হইতে খরধারে রক্ত বহিতেছে, এবং কেহ কেহ বা ভয়ে মূত্রত্যাগ করিতেছে। মহাবীর সুগ্রীব, অঙ্গদ, নীল, গন্ধমাদন, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, নল, জ্যোতির্মুখ, ও দ্বিবিদ ইহাঁরা মৃতপ্রায় ও পতিত আছেন। ঐ যুদ্ধে দিবসের শেষ পঞ্চম ভাগে ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্রবলে সপ্তষষ্টি কোটি বানর বিনাশ করিয়াছিলেন। বিভীষণ ঐ সমুদ্রবক্ষবৎ বিস্তীর্ণ বানরসৈন্যকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া ঋক্ষরাজ জাম্ববানকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জাম্ববান নৈসর্গিক জরায় জীর্ণ ও বৃদ্ধ; তিনি শরবিদ্ধ হইয়া প্রশান্ত পাবকের ন্যায় শয়ান আছেন। বিভীষণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া এবং তাঁহার নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আর্য্য! আপনি কি জীবিত আছেন?

তখন জাম্ববান অতিকষ্টে বাক্য নিঃসারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বিভীষণ! আমি কেবল কণ্ঠস্বরে তোমায় চিনিলাম। আমি শরবিদ্ধ, তোমায় চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না। জিজ্ঞাসা করি, যাঁহার দ্বারা অঞ্জনা ও বায়ুর মুখ উজ্জ্বল সেই কপিপ্রবীর হনুমান ত জীবিত আছেন?

বিভীষণ কহিলেন, ঋক্ষরাজ! আপনি আর্য্যপুত্র রাম ও লক্ষ্মণের কোনও উল্লেখ না করিয়া হনুমানের কথা কেন জিজ্ঞাসিতেছেন? আপনি যেমন তাঁহার প্রতি স্নেহ দেখাইতেছেন এমন ত কপিরাজ সুগ্রীব, অঙ্গদ ও রামের প্রতি স্নেহ দেখাইলেন না?

জাম্ববান কহিলেন, বিভীষণ! আমি যে নিমিত্ত হনুমানের কথা জিজ্ঞাসিলাম শুন। ঐ মহাবীর যদি জীবিত থাকেন তবে আমাদের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইলেও জীবিত, আর যদি তিনি বিনষ্ট হন তবে আমরা জীবিত থাকিলেও বিনষ্ট। বলিতে কি, সেই বেগে বায়ুসম, বীর্য্যে অগ্নিতুল্য বীরের জীবনেই আমাদের প্রাণের আশা সম্পূর্ণ রহিয়াছে।

তখন হনুমান বৃদ্ধ জাম্ববানের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে বিনীত ভাবে প্রণিপাত করিলেন। জাম্ববান অত্যন্ত কাতর, তিনি উহাঁর বাক্য শ্রবণ মাত্র দেহে আবার যেন প্রাণ পাইলেন; কহিলেন, বৎস! আইস, তুমি বানরগণকে রক্ষা কর, তুমি ইহাদিগের পরম বন্ধু, তোমা অপেক্ষা মহাবীর আর কেহই নাই। এক্ষণে তোমার বিক্রমপ্রকাশের কাল উপস্থিত; আজ এই সঙ্কটে আমি তোমা ভিন্ন আর কাহাকেই দেখি না। তুমি বানর ও ভল্লূকগণকে প্রাণদান কর। রাম ও লক্ষ্মণ মৃতকল্প, এক্ষণে ইহাঁদিগের শল্য উদ্ধার কর। বৎস! তুমি মহাসমুদ্রের উপর দিয়া সুদূর পথ অতিক্রম পূর্ব্বক হিমাচলে যাও। পরে হিংস্রজন্তুসঙ্কুল স্বর্ণময় ঋষভগিরি; তথায় কৈলাসপর্ব্বতও দেখিতে পাইবে। ঐ দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থলে সর্ব্বৌষধিসম্পন্ন ঔষধিপর্ব্বত আছে। বীর! তুমি উহার শিখরে

বিশল্যকরণী, মৃতসঞ্জীবনী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানী এই চারি প্রকার ঔষধি দেখিতে পাইবে। ঐ সমস্ত প্রদীপ্ত ঔষধি দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া আছে। তুমি ঐ চারিটী ঔষধি লইয়া শীঘ্র আইস-এবং বানরগণকে প্রাণদান পূর্ব্বক পুলকিত কর।

তখন মহাবীর হনুমান ঋক্ষরাজ জাম্ববানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বায়ুবেগে মহাসমুদ্র যেমন স্ফীত হয় সেইরূপ বলোদ্রেকে স্ফীত হইয়া উঠিলেন। তিনি ত্রিকূট পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ ও উহা পদদ্বয়ে পীড়ন পূর্ব্বক দ্বিতীয় পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। ত্রিকূট গিরি উহাঁর পদভরে আক্রান্ত হইবামাত্র সন্নত হইয়া পড়িল, আত্মধারণে উহার আর কিছুমাত্র শক্তি রহিল না। হনূমানের উৎপতনবেগে পার্ব্বত্য বৃক্ষ সকল ভূতলে পতিত হইতে লাগিল, উহাদের পরস্পরসঙ্ঘর্ষণে অগ্নি জ্বলিত হইয়া উঠিল; শৃঙ্গ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; শিলাস্তূপ চূর্ণ হইয়া গেল এবং পর্ব্বত ঘুর্ণিত হইতে আরম্ভ করিল। তখন তত্রত্য বানরগণ তদুপরি আর তিষ্ঠিতে পারিল না। লঙ্কার গৃহ ও পুরদ্বার ভগ্ন ও কম্পিত হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন লঙ্কাপুরী নৃত্য করিতেছে। ঐ রাত্রিকালে সমস্ত জীবজন্তু ভয়ে আকুল, সসাগরা পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। মহাবীর হনূমান পদদ্বয়ে ত্রিকূটগিরিকে পীড়ন এবং বড়বামুখবৎ জাজ্বল্যমান মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক রাক্ষসগণের মনে ভয়সঞ্চার করিয়া ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ নিস্পন্দ হইয়া রহিল। হনুমান সমুদ্রকে নমস্কার পূর্ব্বক রামের কার্য্যসাধনে প্রস্তুত

হইলেন। তিনি সর্পাকার পুচ্ছ উদ্যত, পৃষ্ঠ সন্নত ও কর্ণদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক প্রচণ্ড বেগে আকাশপথে লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার উত্থানবেগে বৃক্ষ শিলা শৈল ও পর্ব্বতবাসী ক্ষুদ্র বানর সকল তাঁহার সঙ্গে উত্থিত হইল এবং তাঁহার বাহু ও ঊরুবেগে ছিন্নভিন্ন হইয়া ক্ষীণবেগে সমুদ্রজলে পড়িয়া গেল। মহাবীর হনূমান উরগাকার বাহু-দ্বয় প্রসারণ এবং উগ্রবেগে দিক সকল যেন আকর্ষণ পূর্ব্বক গরুড়বেগে হিমাচলে চলিলেন। মহাসমুদ্রের তরঙ্গ ঘূর্ণিত এবং ঐ আবর্ত্তে জলজন্তুগণ উদ্ভ্রান্ত হইতে লাগিল। হনূমান সমুদ্র দেখিতে দেখিতে বিষ্ণুর অঙ্গুলিবেগনির্ম্মুক্ত চক্রের ন্যায় মহাবেগে যাইতে লাগিলেন। গতিপথে পর্ব্বত, নানাবিধ পক্ষী, সরোবর, নদী, তড়াগ, নগর, গ্রাম ও সমৃদ্ধ জনপদ সকল দেখিতে দেখিতে চলিলেন। কিছুতেই তাঁহার শ্রান্তি-বোধ নাই, তিনি ঘোর গর্জ্জনে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া আকাশপথে যাইতেছেন এবং ঋক্ষরাজ জাম্ববানের প্রদর্শিত স্থান অনুসন্ধান করিতেছেন। দেখিলেন, অদূরে হিমগিরি, উহার প্রস্রবণ ঝরঝর শব্দে পড়িতেছে, নানাস্থানে গভীর গহ্বর, ধবলমেঘাকার অত্যুচ্চ শিখর এবং নিবিড় বৃক্ষশ্রেণী। হনূমান বায়ুবেগে হিমাচলে উত্তীর্ণ হইলেন। দেখিলেন তথায় দেবর্ষিসেবিত বহুসংখ্য পবিত্র আশ্রম আছে। উহার কোথাও ব্রহ্মকোশ, * কোথাও রজতনাভিস্থান, কোথাও রুদ্রের শর-নিক্ষেপস্থান, † কোথাও ইন্দ্রালয়, কোথাও হয়গ্রীবস্থান,

* হিরণ্যগর্ভের স্থান।

† যথায় দাঁড়াইয়া রুদ্র ত্রিপুরসংহারার্থ শরক্ষেপ করিয়াছিলেন।

কোথাও দীপ্ত ব্রহ্মশির * কোথাও যমকিঙ্কর, কোথাও বহ্নি-স্থান, কোথাও কুবেরস্থান, কোথাও দীপ্ত সূর্য্যসমাবেশস্থান, কোথাও ব্রহ্মস্থান, কোথাও পিনাকস্থান এবং কোথাও বা ভূনাভি। হনুমান তথায় গিরিবর কৈলাস, রুদ্রদেবের সমাধি-পীঠ ও মহাবৃষকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং স্বর্ণগিরি ও সর্ব্বৌষধিপ্রদীপ্ত ঔষধি পর্ব্বতও দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ অনলরাশিবৎ প্রদীপ্ত ঔষধি পর্ব্বত নিরীক্ষণ করিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং তদুপরি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঔষধি অনু-সন্ধান করিতে লাগিলেন।

হনুমান সহস্র সহস্র যোজন অতিক্রম পূর্ব্বক ঔষধি পর্ব্বতে বিচরণ করিতেছেন ইত্যবসরে ঔষধি সকল এক জন প্রার্থীকে উপস্থিত দেখিয়া সহসা অদৃশ্য হইল। তখন হনুমান ঔষধি অদৃশ্য হইয়াছে দেখিয়া অতিশয় কুপিত হইলেন, তাঁহার আবেগ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, ক্রোধে দুই চক্ষু অগ্নিসমান জ্বলিতে লাগিল; তিনি ঘোরতর গর্জ্জন পূর্ব্বক কহিলেন, পর্ব্বত! তুমি কি জন্য রামকে অনুকম্পা করিলে না, তাঁহার প্রতি এইরূপ উপেক্ষা প্রদর্শনের হেতুই বা কি? আমি এই দণ্ডেই তোমার এই দুর্ব্যবহারের প্রতিফল দিতেছি, তুমি এখনই আমার ভুজবলে অভিভূত হইয়া আপনাকে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখ।

এই বলিয়া তিনি পর্ব্বতশৃঙ্গ বেগে উৎপাটন করিয়া লই-লেন। ঐ শৃঙ্গ বৃক্ষশোভিত ও স্বর্ণাদিধাতুরঞ্জিত, উহার

* ব্রহ্মাস্ত্র দেবতার স্থান।

শীর্ষস্থান প্রজ্বলিত, শিলাস্তূপ বিক্ষিপ্ত এবং উহাতে হস্তিযূথ বিচরণ করিতেছে। হনুমান ঐ শৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবগণ ও সমস্ত লোকের মনে ভয়সঞ্চার করিয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন। গগনচর জীবগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। তিনি গরুড়-বৎ উগ্রবেগে চলিলেন। তাঁহার হস্তে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ঔষধিশৃঙ্গ, স্বয়ং সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য; তৎকালে তিনি সূর্য্যের নিকট একটি প্রতিসূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। ভগবান বিষ্ণু যেমন সহস্রধারাযুক্ত জ্বালাকরাল চক্র ধারণ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে বিরাজিত হন সেইরূপ ঐ দীর্ঘাকার মহাবীর ঐ পর্ব্বত ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। বানরগণ তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়া কোলাহল আরম্ভ করিল, তিনিও বানরদিগকে দেখিতে পাইয়া হর্ষভরে ঘন ঘন সিংহ-নাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন লঙ্কানিবাসী রাক্ষসেরাও উহাদের গর্জনধ্বনি শুনিয়া ভীমরবে গর্জন করিতে লাগিল।

অবিলম্বে হনুমান লঙ্কায় অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রধান প্রধান বানরকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিভীষণকে আলিঙ্গন করি-লেন। রাম ও লক্ষ্মণ ঐ ঔষধিগন্ধে নীরোগ হইলেন এবং বানরেরাও ক্রমে ক্রমে গাত্রোত্থান করিল। নিদ্রিত ব্যক্তিরা যেমন প্রভাতে জাগরিত হয়, উহারা সেইরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। যদবধি এই যুদ্ধ উপস্থিত, তদবধি যে সমস্ত রাক্ষস বানরহস্তে বিনষ্ট হইয়াছে, গণনা হইবার ভয়ে, তাহারা রাব-ণের আজ্ঞাক্রমে সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে; এই জন্য রাক্ষসগণের পুনর্জীবনের আর সম্ভাবনা ছিল না।

অনন্তর হনুমান ঐ ঔষধি পর্ব্বত হিমালয়ে লইয়া চলিলেন এবং তাহা যথাস্থানে রাখিয়া পুনর্ব্বার রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব একটী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক হনুমানকে কহিলেন, বীর! যখন কুম্ভকর্ণ বিনষ্ট এবং কুমারগণ নিহত হইয়াছে তখন রাক্ষসরাজ রাবণ আর কিরূপে পুররক্ষা করিবেন। অতএব আমাদের পক্ষ হইতে মহাবল ক্ষিপ্রকারী বানরগণ উল্কা গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র গিয়া লঙ্কায় পড়ুক।

সূর্য্য অস্তমিত হইল। ঐ ভীষণ প্রদোষকালে বানরেরা উল্কা গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কার অভিমুখে চলিল। যে সমস্ত বিরূপনেত্র রাক্ষস লঙ্কার দ্বাররক্ষা করিতেছিল তাহারা ঐ সকল উল্কাধারী বানরকে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরাও হৃষ্ট হইয়া পুরদ্বার, উপরিতন গৃহ, প্রশস্ত রাজপথ, অপ্রশস্ত পথ ও প্রাসাদে অগ্নি নিক্ষেপ করিল। দেখিতে দেখিতে হুতাসন চতুর্দ্দিকে করাল শিখা বিস্তার পূর্ব্বক জ্বলিয়া উঠিল। অত্যুচ্চ প্রাসাদ দগ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল। অগুরু, উৎকৃষ্ট চন্দন, মুক্তা, সুচিক্কণ মণি, হীরক ও প্রবাল দগ্ধ হইতে লাগিল। ক্ষৌম, সুদৃশ্য কৌশেয় বস্ত্র, মেষলোমজ ও ঊর্ণাতন্তুনির্ম্মিত বিবিধ বস্ত্র, স্বর্ণপাত্র, বিচিত্র অশ্বসজ্জা, পালঙ্কাদি গৃহোপকরণ, হস্তীর

গ্রীবাবন্ধন, সুরচিত রথসজ্জা যোদ্ধা ও হস্ত্যশ্বের বর্ম্ম, চর্ম্ম বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র, রোমজ কম্বল, কেশজ চামর, ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসন, কস্তুরি, স্বস্তিকাদি গৃহ ও গৃহস্থ রাক্ষসগণের গৃহ দগ্ধ হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা স্বর্ণখচিত বর্ম্ম ও অলঙ্কার ধারণ করিয়া ছিল, উহাদের গলে মাল্য এবং পরিধান উৎকৃষ্ট বস্ত্র; উহারা মধুমদে উন্মত্ত হইয়া চঞ্চল চক্ষে স্খলিত পদে চলিয়াছে, এবং প্রেয়সীগণ উহাদের বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ভীতমনে নির্গত হইতেছে। এই আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে রাক্ষসগণের ক্রোধ যার পর নাই উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল; কেহ গদা, কেহ শূল ও কেহ বা অসিহস্তে নির্গত হইতে লাগিল; কেহ ভোজন করিতেছিল, কেহ মদ্যপান করিতেছিল এবং কেহ বা রমণীয় শয্যায় প্রণয়িনীর সহিত সুখে নিদ্রিত ছিল; উহারা চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত দেখিয়া ভীতমনে শিশুসন্তানের হস্তধারণ পূর্ব্বক শীঘ্র নির্গত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে অগ্নি পুনঃ পুনঃ জ্বলিয়া উঠিতেছে। লঙ্কাব গৃহ বহুব্যয়ে নির্ম্মিত ও সারবৎ, উহা দুর্গম ও গভীর, কোনটি দেখিতে পূর্ণচন্দ্রাকার এবং কোনটি বা অর্দ্ধচন্দ্রাকার, উহার শিখরদেশে সুপ্রশস্ত শিরোগৃহ আছে, গবাক্ষ সকল বিচিত্র ও রমণীয় এবং মঞ্চ সুপ্রস্তুত। ঐ গৃহ স্বর্ণময়, মণি ও প্রবালে খচিত, ঊন্নত্যে সূর্য্যকে স্পর্শ করিতেছে, এবং ক্রৌঞ্চ ও ময়ূরের কণ্ঠস্বরে ও ভূষণের ঝন ঝন রবে নিনাদিত হইতেছে। অগ্নি ঐ সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ দগ্ধ করিতে লাগিল। প্রজ্বলিত তোরণদ্বার বর্ষাকালে বিদ্যুৎজড়িত জলদের ন্যায় এবং প্রজ্বলিত গৃহ দাবাগ্নিদীপ্ত গিরিশিখরের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। ঐ

ঘোর রজনীতে যে সকল রমণীসপ্ততল গৃহের উপর সুখে শয়ান ছিল তাহারা দহ্যমান হইয়া অঙ্গের অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। জ্বলন্ত গৃহ সকল বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় পড়িতেছে এবং দূর হইতে দাবানলস্পৃষ্ট দহ্যমান হিমাচলশৃঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হই-তেছে। হর্ম্ম্যশিখর করাল অগ্নিশিখায় প্রদীপ্ত, তৎকালে লঙ্কা কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। অধ্যক্ষেরা অগ্নিভয়ে হস্তী ও অশ্ব বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়াছে; তৎকালে লঙ্কা মহাপ্রলয়ে ঘূর্ণমান-নক্রকুম্ভীর মহাসমুদ্রের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। কোথাও হস্তী অশ্বকে উন্মুক্ত দেখিয়া সভয়ে পলাইতেছে এবং কোথাও অশ্ব ভীত হস্তীকে দেখিয়া সভয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। তৎকালে অগ্নিশিখা মহাসমুদ্রে প্রতিফলিত হওয়াতে উহার জল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং অর্দ্ধপ্রদীপ্ত গৃহের প্রতিবিম্ব রঙ্গচপল সমুদ্রের জল শোভিত করিয়া তুলিল। লঙ্কাপুরী এইরূপে প্রজ্বলিত হইয়া প্রলয়-কালে প্রদীপ্ত বসুন্ধরার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। স্ত্রীলো-কেরা উত্তাপদগ্ধ ও ধূমব্যাপ্ত হইয়া হাহাকার করিতেছে, উহা শত যোজন দূর হইতে শ্রুত হইতে লাগিল। তৎকালে যে সমস্ত রাক্ষস দগ্ধদেহে বহির্গত হইতেছিল বানরেরা যুদ্ধার্থ সহসা তাহাদিগকে গিয়া আক্রমণ করিল এবং বানর ও রাক্ষসগণের তুমুল নিনাদ দশ দিক সমুদ্র ও পৃথিবীকে প্রতি-ধ্বনিত করিয়া তুলিল।

ইত্যবসরে রাম ও লক্ষ্মণ বীতশল্য হইয়া প্রশান্ত মনে শরা-সন গ্রহণ করিলেন। রাম কার্ম্মুকে টঙ্কার প্রদান করিবামাত্র

একটী তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। কুপিত রুদ্র যেমন বেদময় ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক শোভিত হইয়াছিলেন রাম কার্ম্মুকহস্তে সেইরূপই শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসনের টঙ্কার সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করিয়া উত্থিত হইল, এবং ঐ শব্দে এবং বানর ও রাক্ষসগণের নিনাদে দশ দিক ব্যাপিয়া গেল। তাঁহার শরাসনচ্যুত শরে কৈলাসশিখরতুল্য তোরণ ভূতলে চূর্ণ হইয়া পড়িল। রাক্ষসেরা বিমান ও গৃহে রামের শর প্রবিষ্ট হইতেছে দেখিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। ঐ রাত্রি উহাদের পক্ষে করাল কালরাত্রি।

ইত্যবসরে কপিরাজ সুগ্রীব বানরগণকে কহিলেন, দেখ, যে দ্বার যাহার নিকটস্থ সে সেই দ্বার আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিবে; তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পলাইয়া যাইবে সে আমার অবাধ্য, তোমরা সেই দুষ্টকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিও।

বানরগণ উল্কাহস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান, রাক্ষসরাজ রাবণের ক্রোধানল অতিমাত্র প্রদীপ্ত হইয়াছে। তাঁহার জৃম্ভণোত্থিত মুখমারুতে দিগন্ত ব্যাপিয়া উঠিল এবং রুদ্রের মূর্ত্তিমান ক্রোধ যেন তাঁহার মুখমণ্ডলে দৃষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি কুম্ভকর্ণের পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমরা দুই বীর বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধযাত্রা কর। কুম্ভ ও নিকুম্ভ সমরবেশে নির্গত হইলেন। যূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ ও কম্পন উহাদের সমভিব্যাহারী হইল। রাবণ সিংহনাদ করিয়া সকলকে কহিলেন, রাক্ষসগণ! তোমরা এই রাত্রিতেই যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্থান কর।

রাক্ষসেরা দীপ্ত অস্ত্র শস্ত্র লইয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ পূর্ব্বক নির্গত হইল। উহাদের ভূষণ প্রভা, দেহপ্রভা এবং বানরগণের অগ্নিপ্রভায় নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রপ্রভা নক্ষত্রপ্রভা এবং উভয় পক্ষীয় বীরগণের আভরণ-প্রভা সেনাদ্বয়ের মধ্যগত আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। বানরেরা দেখিল রাক্ষসসৈন্যমধ্যে ধ্বজপতাকা, ভীষণ হস্তী, অশ্ব ও রথ; সকলের হস্তে উৎকৃষ্ট অসি, দীপ্ত শূল, গদা, খড়্গ, প্রাস, তোমর ও ধনু। উহারা পরশু ও অন্যান্য শস্ত্র অনবরত ঘূরাইতেছে, সমস্ত সৈন্য বীরপুরুষে পূর্ণ, উহাদের বিক্রম ও পৌরুষ অতি ভয়ঙ্কর; উহারা কটিতটনিবদ্ধ, কিঙ্কিণীজালে নিনাদিত হইতেছে; উহাদের শরাসন শর-যোজিত, ভুজদণ্ডে স্বর্ণজাল এবং কণ্ঠস্বর মেঘবৎ গম্ভীর; উহাদের গন্ধমাল্য ও মধুর গন্ধাধিক্যে বায়ু সুগন্ধী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। বানরেরা ঐ দুর্জ্জয় ও ভীষণ রাক্ষসসৈন্য আসিতে দেখিয়া ক্রমশ অগ্রসর হইল এবং ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা পতঙ্গ যেমন বহ্নিমুখে প্রবেশ করে সেইরূপ বেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক প্রতিপক্ষে গিয়া পড়িল। যুদ্ধার্থী বানরেরা যেন উন্মত্ত, উহারা রাক্ষসগণের উপর বৃক্ষ শিলা ও মুষ্টিপাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষ-সেরা শাণিত শরে উহাদের শিরশ্ছেদন করিতে লাগিল। কাহারও কর্ণ বানরের দণ্ডাঘাতে ছিন্ন, কাহারও মস্তক মুষ্টিপ্রহারে ভগ্ন এবং কাহারও বা সর্ব্বাঙ্গ শিলাপাতে চূর্ণ। ঘোরাকার রাক্ষসেরা সুশাণিত অসি দ্বারা বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। কেহ এক জনকে বধ করিতে

উদ্যত হইয়াছিল। তাহাকে আসিয়া অন্যে বধ করিল, কেহ অন্যকে ফেলিতেছিল তাহাকে আসিয়া অন্যে ফেলিয়া দিল, কেহ অন্যকে দংশন করিতেছিল তাহাকে আসিয়া অন্যে দংশন করিল এবং কেহ অন্যকে তিরস্কার করিতে ছিল। তাহাকে আসিয়া অন্যে তিরস্কার করিতে লাগিল। কেহ কহিতেছে যুদ্ধং দেহি, অন্যে যুদ্ধ করিতেছে, কোন বীর আসিয়া কহিল আমিই যুদ্ধ করিব, কেন ক্লেশ দেও, তিষ্ঠ, তৎকালে রণস্থলে কেবলই এই বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যুদ্ধ অতিশয় ভীষণ ও লোমহর্ষণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসেরা প্রাস, অসি, শূল ও কুন্তাস্ত্র উদ্যত করিয়া আছে, কাহারও বর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন এবং কাহারও বা ধ্বজদণ্ড স্খলিত; দেখিতে দেখিতে দুই পক্ষে অসংখ্য সৈন্য-ক্ষয় হইতে লাগিল।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

এই সর্ব্বসংহারক ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মহাবীর অঙ্গদ কম্পনের নিকটস্থ হইলেন। কম্পন যুদ্ধে আহূত হইবা মাত্র ক্রোধভরে অঙ্গদের বক্ষে গিয়া এক গদাঘাত করিল। অঙ্গদ তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অবিলম্বে সংজ্ঞা-লাভ পূর্ব্বক উহার প্রতি মহাবেগে এক গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। কম্পন প্রহারবেদনায় কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ইত্যবসরে শোণিতাক্ষ রথবেগে শীঘ্র অঙ্গদের নিকটস্থ হইল এবং শাণিত শরে উহাকে বিদ্ধ করিতে

লাগিল। উহার শর সুতীক্ষ্ণ দেহবিদারণ ও কালাগ্নিকল্প। শোণিতাক্ষ অঙ্গদের প্রতি ক্ষরধার ক্ষুরপ্র, নারাচ, বৎসদন্ত, শিলীমুখ, কর্ণী, শল্য ও বিপাঠ প্রভৃতি বিবিধ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাপ্রতাপ অঙ্গদ ঐ সমস্ত অস্ত্র শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িলেন এবং ভীম বিক্রমে উহার ভীষণ ধনু, শর ও রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শোণিতাক্ষ অসি ও চর্ম্ম গ্রহণ করিল এবং ক্রোধে একান্ত হতজ্ঞান হইয়া মহাবেগে উত্থিত হইল। অঙ্গদ এক লম্ফে উহাকে গিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং উহারই অসি লইয়া ঘোর সিংহনাদ পূর্ব্বক যজ্ঞোপবীতবৎ তির্য্যক ভাবে উহার স্কন্ধ ছেদন করিলেন। পরে তিনি সেই করাল অসি করে ধারণ ও পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন পূর্ব্বক অন্যত্র চলিলেন।

এদিকে যূপাক্ষ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রজঙ্ঘের সহিত শীঘ্র অঙ্গদের নিকট উপস্থিত হইল। শোণিতাক্ষও কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া লৌহময়ী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় আগমন করিল। অঙ্গদ শোণিতাক্ষ ও প্রজঙ্ঘের মধ্যে অবস্থিত হইয়া বিশাখা নামক দুই নক্ষত্রের মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। মৈন্দ ও দ্বিবিদ উহাঁর পার্শ্বরক্ষক, সকলে যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছে, ইত্যবসরে মহাকায় রাক্ষসগণ অসি শর ও গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে বানরগণকে গিয়া আক্রমণ করিল। অঙ্গদাদি তিন বীরের সহিত যূপাক্ষ প্রভৃতি তিন বীরের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বানরগণ উহাদের প্রতি বৃক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল; মহাবল প্রজঙ্ঘ খড়্গ দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। বানরেরা উহার

রথ চূর্ণ করিবার জন্য অনবরত বৃক্ষশিলা নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল, প্রজঙ্ঘও শরনিকরে তৎসমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। মৈন্দ ও দ্বিবিদ বহুসংখ্য বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক রাক্ষসগণের প্রতি মহাবেগে নিক্ষেপ করিল, শোণিতাক্ষ মধ্য-পথে গদাঘাতে তৎসমুদায় চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

অনন্তর প্রজঙ্ঘ মর্ম্মবিদারক প্রকাণ্ড খড়্গ উদ্যত করিয়া মহাবেগে অঙ্গদের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবল অঙ্গদ প্রজঙ্ঘকে সন্নিহিত দেখিয়া এক অশ্বকর্ণ বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন এবং উহার কৃপাণধারী হস্তে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। হস্তস্থিত খড়্গ ঐ আঘাতে তৎক্ষণাৎ ভূতলে স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন প্রজঙ্ঘ খড়্গ করভ্রষ্ট দেখিয়া অঙ্গদের ললাটে বজ্রকল্প এক মুষ্টিপ্রহার করিল। অঙ্গদ ক্ষণকাল বিহ্বল হইয়া রহিলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া এক মুষ্ট্যাঘাতে উহার মুণ্ড চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর যূপাক্ষ পিতৃব্যকে বিনষ্ট দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে রথ হইতে অবতরণ করিল। উহার তূণীরে শর নাই, সে সুশাণিত খড়্গ লইয়া ধাবমান হইল। তদ্দৃষ্টে মহাবীর দ্বিবিদ ক্রোধভরে উহার বক্ষে শিলাঘাত পূর্ব্বক উহাকে গিয়া সবলে গ্রহণ করিল। অনন্তর শোণিতাক্ষের সহিত দ্বিবিদের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত, শোণিতাক্ষ দ্বিবিদের বক্ষে এক গদাপ্রহার করিল। দ্বিবিদ প্রহারব্যথায় অস্থির, সে উহার গদা পুন-র্ব্বার উদ্যত দেখিয়া তাহা কাড়িয়া লইল।

ঐ সময় মহাবীর মৈন্দ দ্বিবিদের নিকটস্থ হইল। তখন শোণিতাক্ষ ও যূপাক্ষের সহিত উহাদের ঘোরতর যুদ্ধ

উপস্থিত। উহারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও পীড়ন করিতে লাগিল। দ্বিবিদ শোণিতাক্ষের মুখে নখাঘাত করিল, এবং তাহাকে ভূতলে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এ দিকে মৈন্দও ক্রোধভরে যূপাক্ষকে ভুজপঞ্জরে গ্রহণ ও পীড়ন পূর্ব্বক বিনষ্ট করিল। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসসৈন্য যার পর নাই ব্যথিত। উহারা ভগ্নমনে মহাবীর কুম্ভের নিকট উপস্থিত হইল। কুম্ভ উহাদিগকে আশ্বস্ত করিলেন। দেখিলেন ঐ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে প্রকৃত বীরগণ বানরহস্তে নিহত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি জাতক্রোধ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ঐ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক দেহবিদারণ উরগ-ভীষণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সশর শরা-সন বিদ্যুৎ ও ঐরাবতসম্পর্কে দীপ্যমান ইন্দ্রধনুর ন্যায় সুশো-ভিত। তিনি একটি স্বর্ণপুঙ্খ শর আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক দ্বিবিদের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। দ্বিবিদ ঐ শরে সহসা আহত হইয়া পদদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক বিহ্বল হইয়া পড়িল। তখন মৈন্দ এক প্রকাণ্ড শিলা হস্তে লইয়া কুম্ভের প্রতি ধাব-মান হইল এবং উহাকে লক্ষ্য করিয়া উহা মহাবেগে নিক্ষেপ করিল। মহাবীর কুম্ভ শাণিত পাঁচ শরে সেই শিলা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং অন্য এক সর্পাকার শর সন্ধান পূর্ব্বক মৈন্দের বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। মৈন্দও তৎক্ষণাৎ মর্ম্মাহত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল।

অনন্তর অঙ্গদ মৈন্দ ও দ্বিবিদকে বিকল ও বিহ্বল দেখিয়া মহাবেগে কুম্ভের অভিমুখে চলিলেন। কুম্ভ হস্তীকে যেমন অঙ্কুশ দ্বারা বিদ্ধ করে সেইরূপ বহুসংখ্য শরে অঙ্গদকে বিদ্ধ

করিলেন। উঁহার শর অকুণ্ঠিত শাণিত ও সুতীক্ষ্ণ। মহাবীর অঙ্গদ ঐ সমস্ত শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি উঁহার মস্তকে অনবরত বৃক্ষশিলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুম্ভের শরে তন্নিক্ষিপ্ত বৃক্ষশিলা খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল। পরে কুম্ভ উঁহাকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া উল্কা দ্বারা যেমন হস্তীকে বিদ্ধ করে সেইরূপ দুই শরে উঁহার ভ্রূযুগল বিদ্ধ করিলেন। অঙ্গদের ভ্রু হইতে অজস্রধারে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল এবং ঝটিতি নেত্রদ্বয় মুদ্রিত হইয়া গেল। তখন অঙ্গদ এক হস্তে ঐ রক্তাক্ত নেত্র আচ্ছাদন পূর্ব্বক অপর হস্তে নিকটস্থ এক শালবৃক্ষ গ্রহণ করিলেন। ঐ শাল শাখাবহুল, তিনি উহা বক্ষঃস্থলে স্থাপন এবং এক হস্তে উহার শাখা কিঞ্চিৎ অবনমন পূর্ব্বক উহাকে নিষ্পত্র করিয়া লইলেন। বৃক্ষ দেখিতে ইন্দ্রধ্বজ ও মন্দর-তুল্য। মহাবীর অঙ্গদ কুম্ভের প্রতি উহা মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। বৃক্ষ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কুম্ভের শরে খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল। পরে কুম্ভ শাণিত সাত শরে অঙ্গদকে বিদ্ধ করিলেন। অঙ্গদও যার পর নাই ব্যথিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন।

অঙ্গদ প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় ভুতলে পতিত বানরেরা শীঘ্র রামকে গিয়া এই সম্বাদ নিবেদন করিল। রাম অঙ্গদকে রক্ষা করিবার জন্য জাম্ববান প্রভৃতি বানরদিগকে নিয়োগ করিলেন। বানরবীরগণ বৃক্ষশিলা হস্তে লইয়া রোষলোহিত নেত্রে তথায় উপস্থিত হইল। জাম্ববান, সুষেণ ও বেগদর্শী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কুম্ভের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন।

তখন কুম্ভ শৈল দ্বারা যেমন জলস্রোত রুদ্ধ করে সেইরূপ শর দ্বারা উহাঁদের গতিরোধ করিলেন। উহাঁরা শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া মহাসমুদ্র যেমন তীরভূমি দেখিতে পায় না তদ্রূপ রণস্থলে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

ইত্যবসরে কপিরাজ সুগ্রীব অঙ্গদকে পশ্চাতে লইয়া গিরিচারী নাগের প্রতি সিংহের ন্যায় কুম্ভের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক কুম্ভের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত বৃক্ষে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কুম্ভও শরনিকরে তৎসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিলেন। খণ্ডিত বৃক্ষ ঘোর শতঘ্নীর ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। কিন্তু সুগ্রীব বৃক্ষ বিফল দেখিয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কুম্ভের শরনিকরে ক্ষত-বিক্ষত, তিনি ধৈর্য্য সহকারে সমস্তই সহিয়া রহিলেন। পরে উহাঁর ইন্দ্রধনুতুল্য ধনুঃখণ্ড কাড়িয়া লইয়া দ্বিখণ্ড করিলেন। কুম্ভ ভগ্নদশন হস্তীর ন্যায় শোচনীয়। ইত্যবসরে সুগ্রীব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, কুম্ভ! তোমার বলবীর্য্য ও শরবেগ অতি অদ্ভুত; তুমি বিক্রমে প্রহ্লাদ ও বলির তুল্য এবং শৌর্য্যে কুবের ও বরুণের তুল্য; রাক্ষসকুলের মধ্যে কেবল তোমার বা রাবণের বিনয় ও প্রতাপ আছে। একমাত্র তুমিই বলবান্ কুম্ভকর্ণের অনুরূপ। মানসী পীড়া যেমন জিতেন্দ্রিয়কে সেই রূপ সুরগণ শূলধারী তোমাকে আক্রমণ করিতে পারেন না। ধীমন্! এক্ষণে তুমি বিক্রম প্রদর্শন কর এবং আমারও বীরকার্য্য প্রত্যক্ষ কর। তোমার পিতৃব্য রাবণ দেববরে এবং তোমার পিতা কুম্ভকর্ণ বলপ্রভাবে

সুরাসুরকে পরাস্ত করিয়াছেন, কিন্তু তোমার বর ও বল উভয়ই আছে। তুমি ধনুর্ব্বিদ্যায় মহাবীর ইন্দ্রজিতের এবং প্রতাপে রাক্ষসরাজ রাবণের তুল্য; ফলত আজ তুমিই রাক্ষসগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আজ জগতের লোক ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় তোমার এবং আমার অদ্ভুত যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখুক। তুমি অলৌকিক কার্য্য করিয়াছ, বিলক্ষণ অস্ত্রকৌশল দেখাইয়াছ এবং এই সমস্ত ভীমবল বানরকেও বিনাশ করিয়াছ। এক্ষণে তুমি যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত, আমি এই অবস্থায় তোমাকে বধ করিলে লোকের তিরস্কারভাজন হইব কেবল এই ভয়ে ক্ষান্ত হইয়া আছি। এক্ষণে তুমি শ্রান্তি দূর করিয়া আমার বল প্রত্যক্ষ কর।

তখন সুগ্রীবের এই ব্যাজস্তুতি দ্বারা কুম্ভের তেজ হুত হুতাসনের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি গিয়া সুগ্রীবকে ভুজবেষ্টনে ধরিলেন। পরস্পর পরস্পরের গাত্রে গ্রথিত, পরস্পর পরস্পরকে ঘর্ষণ করিতেছেন এবং মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছেন। শ্রান্তিনিবন্ধন উহাঁদের মুখে সধূম অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। ভূমি পদাভিঘাতে নিমগ্ন, সমুদ্র বিচলিত ও তরঙ্গ আকুল। ইত্যবসরে সুগ্রীব কুম্ভকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। সমুদ্রের পর্ব্বতাকার জলরাশি উৎসারিত ও তলদেশ দৃষ্ট হইল। অনন্তর কুম্ভ সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া সুগ্রীবকে ভূতলে ফেলিলেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহার বক্ষে বজ্রমুষ্টিপ্রহার করিলেন। সুগ্রীবের চর্ম্ম ফুটিয়া গেল, অস্থিমণ্ডলে মুষ্টি প্রতিহত হইল এবং বেগে রক্ত ছুটিতে লাগিল। তখন বজ্রাঘাতে

সুমেরু হইতে যেমন অগ্নি উঠিয়াছিল সেইরূপ ঐ মুষ্টিপ্রহারে সুগ্রীবের তেজ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কুম্ভের বক্ষে এক বজ্রকল্প মুষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কুম্ভও বিহ্বল হইয়া জ্বালাশূন্য অগ্নির ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। বোধ হইল যেন প্রদীপ্ত ভৌমগ্রহ সহসা অন্তরীক্ষ হইতে স্খলিত হইল। মুষ্ট্যাঘাতে উহার বক্ষঃস্থল ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গেল, এবং উহাঁর রূপ রুদ্রতেজে অভিভূত সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইল। তিনি বিনষ্ট হইলেন, সমগ্র পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল এবং রাক্ষসেরাও যার পর নাই ভীত হইল।

ষট্সপ্ততিতম সর্গ।

নিকুম্ভ ভ্রাতা কুম্ভকে নিহত দেখিয়া ক্রোধজ্বলিত নেত্রে দগ্ধ করিয়াই যেন সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। উহার হস্তে ঘোর পরিঘ। পরিঘের মুষ্টিস্থান লৌহপট্টে বেষ্টিত, উহা স্বর্ণ প্রবাল ও হীরকে খচিত, মাল্যদামজড়িত, মহেন্দ্র-শিখরাকার, যমদণ্ডতুল্য ও রাক্ষসগণের ভয়নাশক। উহা দৈর্ঘ্যে আবহ প্রভৃতি সপ্ত মহাবায়ুর সন্ধিস্থল বিশ্লেষিত করিয়া দিতেছে এবং বিধূম বহ্নির ন্যায় সশব্দে প্রজ্বলিত হইতেছে। ভীমবল নিকুম্ভ মুখব্যাদান পূর্ব্বক ঐ ইন্দ্রধ্বজ ভীষণ পরিঘবিঘূর্ণিত করিতে করিতে সিংহনাদ আরম্ভ করিল। উহার বক্ষে নিষ্ক, হস্তে অঙ্গদ, কর্ণে বিচিত্র কুণ্ডল এবং গলে উৎকৃষ্ট মাল্য। ঐ মহাবীর বিদ্যুদ্দামদীপ্ত গর্জ্জমান মেঘ

যেমন ইন্দ্রধনু দ্বারা শোভা পায় সেইরূপ ঐ পরিঘাস্ত্রে শোভা ধারণ করিল। পরিঘ পুনঃ পুনঃ বিঘূর্ণিত হওয়াতে অন্তরীক্ষ তারা গ্রহ নক্ষত্র ও গন্ধর্ব্বনগরী অলকার সহিত যেন ঘুরিতে লাগিল। নিকুম্ভরূপ প্রদীপ্ত বহ্নি সাক্ষাৎ প্রলয়াগ্নির ন্যায় উত্থিত, ক্রোধ উহার কাষ্ঠ, পরিঘ ও আভরণে উহা জ্যোতিষ্মান। তৎকালে ঐ বীর সাধারণের অনভিগম্য হইয়া উঠিল এবং রাক্ষস ও বানরগণ উঁহাকে দেখিবামাত্র ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া রহিল।

এই অবসরে মহাবীর হনুমান বক্ষ প্রসারণ পূর্ব্বক নিকুম্ভের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। দীর্ঘবাহু নিকুম্ভ উহাঁর বক্ষে সূর্য্যপ্রভ পরিঘ নিক্ষেপ করিল। পরিঘ হনুমানের স্থির ও বিশাল বক্ষে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র চূর্ণ হইয়া গেল। ঐ সমস্ত চূর্ণাংশ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশে শত শত উল্কার ন্যায় দৃষ্ট হইল। ঐ পরিঘের আঘাতেও হনুমান ভূমিকম্পকালে পর্ব্বতবৎ স্থির ও নিশ্চল। পরে তিনি মহাবেগে একটি দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি নিকুম্ভের বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। মুষ্ট্যাঘাতে নিকুম্ভের বর্ম্ম ফুটিয়া গেল, তীব্রবেগে রক্ত বহিতে লাগিল এবং মেঘমধ্যে স্ফুরিত বিদ্যুতের ন্যায় বক্ষে ঝটিতি একটা জ্যোতি উঠিয়া মিলাইয়া গেল।

অনন্তর নিকুম্ভ অবিলম্বে সুস্থ হইয়া হনুমানকে গিয়া বেগে ধরিল এবং উহাঁকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া লঙ্কার অভিমুখে চলিল। তখন রাক্ষসেরা এই বিস্ময়কর ব্যাপারে অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া ভীম রবে কোলাহল করিতে লাগিল। পরে হনুমান তদবস্থায় নিকুম্ভকে এক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন এবং উহার হস্তগ্রহ

হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ভূতলে দাঁড়াইলেন। তাঁহার ক্রোধানল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি নিকুম্ভকে ফেলিয়া পিষ্টপেষিত করিতে লাগিলেন। পরে মহাবেগে উহার বক্ষে উঠিয়া দুই হস্তে উহার গ্রীবা ধরিলেন। নিকুম্ভ ভীমরবে চীৎকার করিতে লাগিল। হনুমান উহার গ্রীবা মোচ্‌ড়াইয়া মুণ্ড উৎপাটন করিলেন। বানরেরা হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল। দিগন্ত প্রতিধ্বনিত, পৃথিবী কম্পিত। আকাশ যেন খসিয়া পড়িল এবং রাক্ষসেরা যার পর নাই ভীত হইল।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণ কুম্ভ ও নিকুম্ভকে নিহত দেখিয়া রোষে অনলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ক্রোধ ও শোকে হতজ্ঞান হইয়া খরপুত্র বিশালনেত্র মকরাক্ষকে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার আদেশে সসৈন্যে নির্গত হও এবং রাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণকে সংহার করিয়া আইস।

শূরাভিমানী মকরাক্ষ হৃষ্টমনে রাবণের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইল এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইল। সম্মুখে সেনাপতি দণ্ডায়মান। মকরাক্ষ তাহাকে কহিল, বীর! তুমি শীঘ্র রথ ও সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া আন। সেনাপতি অবিলম্বেই তাহা করিল। তখন মকরাক্ষ রথ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সারথিকে কহিল, সুত! তুমি শীঘ্র যুদ্ধভূমিতে রথ লইয়া চল। পরে ঐ মহাবীর, রাক্ষসগণের

উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য কহিল, রাক্ষসগণ! তোমরা আমার সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ করিও। মহারাজ রাবণ আমায় রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য বানরগণকে বিনাশ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি আজ তাহাদিগকে বধ করিয়া আসিব। অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠকে দগ্ধ করে সেইরূপ আমি শূলপ্রহারে বানরসৈন্য ছারখার করিয়া আসিব।

রাক্ষসেরা বলবান নানাস্ত্রধারী ও সাবধান; উহাদের চক্ষু পিঙ্গল, দন্ত ভীষণ; উহারা কামরূপী ও ক্রূর; উহাদের কেশ উন্মুক্ত, আকার ভয়ঙ্কর; উহারা মাতঙ্গের ন্যায় ঘোর-রবে পুনঃপুনঃ গর্জন করিতেছে। ঐ সকল রাক্ষসবীর, খর-পুত্র মকরাক্ষকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক হৃষ্টমনে চলিল। উহাদের গতিদর্পে গগনতল আলোড়িত হইতে লাগিল। শঙ্খধ্বনি, ভেরীরব, বীরগণের বাহ্বাস্ফোটন ও সিংহনাদে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কষাযষ্টি সারথির করভ্রষ্ট হইল, ধ্বজদণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িল। রথযোজিত অশ্বের আর পূর্ব্ববৎ বিচিত্র পদবিন্যাস রহিল না। উহারা জড়িতপদে সাশ্রুনেত্রে দীনমুখে যাইতে লাগিল। বায়ু ধূলিপূর্ণ তীব্র ও দারুণ। দুর্ম্মতি মকরাক্ষের যাত্রাকালে এই সমস্ত দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হইল। মহাবীর রাক্ষসেরা তৎসমস্ত তুচ্ছ করিয়া রণ-ক্ষেত্রে চলিয়াছে। উহারা মেঘ হস্তী ও মহিষের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, উহাদের দেহে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রের ক্ষতচিহ্ন, উহারা প্রত্যেকেই রণমুখে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

বানরগণ মকরাক্ষকে নির্গত দেখিয়া সহসা লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল। দেবদানবের ন্যায় রাক্ষস-বানরের রোমহর্ষণ যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। উহারা পরস্পর বৃক্ষ শূল গদা ও পরিঘ প্রহারে পরস্পরকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা শক্তি, খড়্গ, গদা, কুন্ত, তোমর, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, পাশ, মুদ্গার, দণ্ড প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র বানরদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বানরগণ শরপীড়িত ও ভয়ার্ত্ত; উহারা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলাইতে আরম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে বিজয়ী রাক্ষসগণ সিংহবৎ সগর্ব্বে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন মহাবীর রাম উহা-দিগকে শরনিকরে নিবারণ পূর্ব্বক বানরগণকে আশ্বস্ত করি-লেন। ইত্যবসরে মকরাক্ষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাঁকে কহিল, রাম! আইস, আজ তোমার সহিত আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইবে, আজ আমি তোমায় শাণিত শরে বিনষ্ট করিব। তুমি দণ্ডকারণ্যে আমার পিতা খরকে বধ করিয়াছ, এই জন্য আজ তোমায় সম্মুখে দেখিয়া আমার রোষানল জ্বলিয়া উঠিতেছে। দুরাত্মন্! তৎকালে আমি সেই মহারণ্যে তোরে পাই নাই এই জন্যই আমার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হই-তেছে। আজ তুই ভাগ্যক্রমেই আমার দৃষ্টিপথে উপনীত হইয়াছিস। ক্ষুধার্ত্ত সিংহের পক্ষে ইতর মৃগ যেমন প্রার্থনীয় সেইরূপ তুইও আমার পক্ষে যার পর নাই প্রার্থনীয়। পূর্ব্বে

তুই যে সমস্ত বীরকে বিনাশ করিয়াছিস আজ আমার শরে বিনষ্ট হইয়া তাহাদেরই সহিত যমালয়ে বাস করিবি। এক্ষণে অধিক আর কি, আজ সকলেই এই রণস্থলে তোর এবং আমার বিক্রম প্রত্যক্ষ করুক। তুই অস্ত্র শস্ত্র বা হস্ত যা তোর অভ্যস্ত তাহার সাহায্যেই যুদ্ধ কর।

তখন রাম বহুভাষী মকরাক্ষের কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, বীর! তুমি কেন বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ, যুদ্ধ ব্যতীত কেবল বাক্যবলে কাহাকেও পরাজয় করা যায় না। আমি দণ্ডকারণ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস, খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে বিনাশ করিয়াছি। আজ তোমায় বধ করিয়া তোমার মাংসে তীক্ষ্ণতুণ্ড তীক্ষ্ণনখ গৃধ্র শৃগাল ও কাক প্রভৃতি পশু-পক্ষিদিগকে পরিতৃপ্ত করিব।

অনন্তর মকরাক্ষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামের প্রতি শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাম তন্নিক্ষিপ্ত শরসকল শর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। মকরাক্ষের স্বর্ণপুঙ্খ শরজাল ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পড়িল। তৎকালে ঐ দুই বীরের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। উহাঁদের করাকৃষ্ট শরাসনের মেঘবৎ গম্ভীর টঙ্কার ও যোদ্ধাদিগের বীরনাদ অনবরত শ্রুত হইতে লাগিল। দেব দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও উরগগণ অন্তরীক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক এই অদ্ভুত যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। ঐ দুই মহাবীর পরস্পর পরস্পরের শরনিকরে বিদ্ধ তথাচ উহাঁদের দ্বিগুণ বলবৃদ্ধি। এক জনের ক্রিয়া ও অপরের প্রতিক্রিয়া দ্বারা যুদ্ধ ক্রমশঃ ঘোরতর হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক শরজালে আচ্ছন্ন, আর কিছুই দৃষ্ট হইল না। এই অবসরে রাম

ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মকরাক্ষের ধনু দ্বিখণ্ড এবং আট নারাচে উহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। রথ চূর্ণ ও অশ্ব বিদীর্ণ হইয়া পড়িল। তখন মকরাক্ষ ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া রামকে প্রহার করিবার জন্য এক ভীষণ শূল লইল। ঐ শূল রুদ্রপ্রদত্ত, প্রলয়াগ্নিবৎ দুর্নিরীক্ষ্য এবং বিশ্বসংহারের অপর অস্ত্র। উহা স্বতেজে নিরবচ্ছিন্ন জ্বলিতেছে। দেবতারা তাহা দেখিবা মাত্র সভয়ে পলাইতে লাগিলেন। মকরাক্ষ ঐ শূল বিঘূর্ণিত করিয়া সক্রোধে রামের প্রতি নিক্ষেপ করিল। রাম চারিটি শরে তাহা খণ্ড খণ্ড করিলেন। স্বর্ণ-মণ্ডিত শূল আকাশচ্যুত উল্কার ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তদ্দৃষ্টে অন্তরীক্ষচর জীবগণ রামকে পুনঃপুনঃ সাধুবাদ করিতে লাগিল। পরে মকরাক্ষ রামকে তিষ্ঠতিষ্ঠ বলিয়া মুষ্টি প্রহারার্থ আবার ধাবমান হইল। রাম হাস্যমুখে অগ্ন্যস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মকরাক্ষ ঐ অস্ত্রে আহত হইবামাত্র ছিন্নহৃদয়ে ধরাশায়ী হইল।

পরে রাক্ষসেরা রামভয়ে ভীত ও যুদ্ধে বিমুখ হইয়া দ্রুতপদে লঙ্কার দিকে চলিল। দেবতারাও মকরাক্ষকে বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ধরাশায়ী দেখিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন।

নবসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মকরাক্ষবধে ক্রোধে অতিমাত্র জ্বলিয়া উঠিলেন এবং দন্তে দন্ত নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক কটকটা শব্দ

করিতে লাগিলেন। পরে স্থিরচিত্তে একটী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, বৎস! তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-বল, এক্ষণে দৃশ্য বা মায়াবলে অদৃশ্য থাকিয়া মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া আইস। তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্রকে জয় করিয়াছ, রাম ও লক্ষ্মণ মনুষ্য, এইজন্য অবজ্ঞা করিয়াই কি তাহাদিগকে বধ করিবে না?

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ পিতৃআজ্ঞায় যুদ্ধ করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন এবং নির্ঋতি দৈবত মন্ত্রে অগ্নির তৃপ্তিসাধন করিবার জন্য যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। তথায় কএকটি রক্তোষ্ণীষধারিণী রাক্ষসী ব্যস্ত সমস্তচিত্তে উপস্থিত। উহারা যজ্ঞে নানারূপ পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। ঐ যজ্ঞে শস্ত্ররূপ শরপত্র, বিভীতক সমিধ, রক্তবস্ত্র ও লৌহময় স্রুব আহৃত হইয়াছে। ইন্দ্রজিৎ ঐ শরপত্র দ্বারা বহ্নি আস্তীর্ণ করিয়া একটী জীবিত কৃষ্ণ ছাগের গলদেশ গ্রহণ করিলেন। বহ্নি শরহোমপ্রদীপ্ত জ্বালাকরাল ও নির্ধূম, উহা হইতে বিজয়সূচক চিহ্ন প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তপ্তকাঞ্চনবর্ণ পাবক স্বয়ং উত্থিত হইয়া দক্ষিণাবর্ত্ত শিখায় আহুতি গ্রহণ করিলেন। অভিচার হোম সম্পূর্ণ হইল। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞীয় দেবদানব ও রাক্ষসের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক অদৃশ্য রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথ স্বর্ণখচিত ও উজ্জ্বল, উহার ধ্বজদণ্ড বৈদুর্য্যচিত্রিত দীপ্তপাবকতুল্য ও স্বর্ণবলয়ে বেষ্টিত, উহাতে মৃগচন্দ্র ও অর্দ্ধচন্দ্রের প্রতিরূপ অঙ্কিত আছে এবং উহা অশ্বচতুষ্টয়ে যোজিত। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ ঐ দিব্য রথে প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে রক্ষিত হইয়া যার পর নাই অধৃষ্য হইয়া উঠিলেন। পরে

তিনি নগরের বহির্গমন পূর্ব্বক অন্তর্ধান হইয়া কহিলেন, আজ আমি সেই অকারণ প্রব্রজিত রাম ও লক্ষ্মণকে পরাজয় করিয়া পিতার হস্তে জয়শ্রী অর্পণ করিব। আজ আমি এই পৃথিবীকে বানরশূন্য করিয়া পিতার যার পর নাই প্রীতি-বর্দ্ধন করিব।

অনন্তর তীব্রস্বভাব ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ বানর-গণের মধ্যে ত্রিশিরস্ক উরগের ন্যায় ভীমমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান আছেন। ইন্দ্রজিৎ উহাঁদিগকে সুস্পষ্ট চিনিতে পারিয়া শরাসনে জ্যা আরোপণ করিলেন। তাঁহার রথ অন্তরীক্ষে প্রচ্ছন্ন, তিনি স্বয়ং অদৃশ্য হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি শর-ক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশ বৃষ্টিপাতবৎ তাঁহার শরপাতে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইল। রাম ও লক্ষ্মণও দিগন্ত আবৃত করিয়া দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উহাঁদের শর ইন্দ্রজিৎকে স্পর্শও করিতে পারিল না। ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং নীহারে অলক্ষিত, তিনি মায়াবলে ধূমান্ধকার বিস্তার করি-লেন, চতুর্দ্দিক দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার জ্যাঘাত-ধ্বনি, রথের ঘর্ঘররব ও অশ্বের পদশব্দ আর শ্রুতিগোচর হইল না। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ ঘনান্ধকারে সূর্য্যপ্রখর বরলব্ধ শরে রামকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ পর্ব্বতোপরি বৃষ্টিপাতের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে শরপাত দেখিয়া শর-ক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। উহাঁদের সুতীক্ষ্ণ শর অন্তরীক্ষে ইন্দ্রজিৎকে বিদ্ধ করিয়া রক্তাক্তদেহে ভূতলে পড়িতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ যে দিক হইতে শরক্ষেপ হইতেছে তাহা লক্ষ্য

করিয়া সেই দিকে শর প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। উহাঁদের ক্ষিপ্রহস্ততা বিস্ময়কর। ইন্দ্রজিৎ অন্তরীক্ষের চতুর্দ্দিক পর্য্যটন করিতেছেন এবং শাণিত শরে উহাদিগকে প্রহার করিতেছেন। মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ অল্পক্ষণের মধ্যেই ইন্দ্রজিতের শরে বিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইলেন। উহাঁরা শোণিতপ্রভায় কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। নভোমণ্ডল জলদপটলে আবৃত হইলে সূর্য্যের যেমন কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না সেইরূপ তৎকালে কেহই ইন্দ্রজিতের বেগগতি মূর্ত্তি ধনু ও শর কিছুই দেখিতে পাইল না। বহুসংখ্য বানর উহাঁর সুতীক্ষ্ণ শরে রণশায়ী হইতে লাগিল। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামকে কহিলেন, আর্য্য ! আজ আমি রাক্ষসজাতির উচ্ছেদ কামনায় ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিব। রাম কহিলেন বৎস ! দেখ একজনের নিমিত্ত রাক্ষসজাতিকে উচ্ছেদ করা তোমার উচিত নহে। যাহারা সংগ্রামে বিমুখ, ভয়ে লুক্কায়িত, কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাগত, পলায়মান এবং প্রমত্ত তাহাদিগকে বধ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে আইস আমরা কেবল ইন্দ্রজিতের বধোদ্দেশে যত্ন করি। ইন্দ্রজিৎ মায়াবী ও ক্ষুদ্র এবং মায়াবলে উহার রথ অদৃশ্য। এই অদৃশ্য বধ আমাদের সাধ্য, কিন্তু সে দৃষ্ট হইলে বানরেরা অনায়াসেই তাহাকে সংহার করিতে পারিবে। এক্ষণে সেই দুরাত্মা যদি ভূগর্ভে লুক্কায়িত হয়, যদি অন্তরীক্ষে বা রসাতলে প্রবেশ করে তথাপি আমার অস্ত্রে নিশ্চয়ই নিহত হইবে।

মহাবীর রাম এই বলিয়া বানরগণের সহিত সেই

ক্রূরকর্ম্মা ভীষণ ইন্দ্রজিতের বধোপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

অশীতিতম সর্গ।

জ্ঞাতিবধ ক্রোধে ইন্দ্রজিতের নেত্রদ্বয় আরক্ত। তিনি রামের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সসৈন্যে রণস্থল হইতে প্রতিগমন পূর্ব্বক পশ্চিম দ্বার দিয়া পুরপ্রবেশ করিলেন। গতিপথে দেখিলেন রাম ও লক্ষ্মণ যুদ্ধচেষ্টায় বিরত হন নাই। তদ্দৃষ্টে ঐ দেবকণ্টক মহাবীর রথোপরি এক মায়াময়ী সীতা বধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং রণস্থলে পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন বানরেরা উহাঁকে দেখিতে পাইয়া শিলাহস্তে সক্রোধে আক্রমণ করিল। হনুমান এক গিরিশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন ইন্দ্রজিতের রথে একবেণীধরা দীনা জানকী। তাঁহার মুখ উপবাসে কৃশ, মনে কিছুমাত্র হর্ষ নাই, বস্ত্র একমাত্র ও মলিন এবং সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসর। হনুমান মুহূর্ত্তকাল উহাঁকে নিরীক্ষণ এবং জানকী বলিয়া অবধারণ পূর্ব্বক অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। ভাবিলেন ইন্দ্রজিতের অভিপ্রায় কি? পরে তিনি বানরগণের সহিত তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। ইন্দ্রজিতের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অসি নিষ্কোশিত করিয়া সীতার কেশাকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে উহাকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ময়াময়ী

সীতা হা রাম হা রাম বলিয়া চিৎকার আরম্ভ করিল। হনুমান উহার তাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া দীনমনে দুঃখাশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, দুরাত্মন্! তুই যে জানকীর ঐ কেশপাশ স্পর্শ করিয়াছিস্ ইহার ফল আত্মবিনাশ। ব্রহ্মর্ষির কুলে তোর জন্ম, তথাচ তুই রাক্ষসী যোনি আশ্রয় করিয়াছিস্, তোর যখন এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত তখন তোরে ধিক্। রে নৃশংস! দুর্ব্বৃত্ত! তুই অতি পাপী ও দুরাচার, তুই কুট উপায়ে যুদ্ধ করিস্। রে নির্ঘৃণ! স্ত্রীবধে তোর কিছুমাত্র ঘৃণা নাই, তোরে ধিক্। রে নির্দ্দয়! এই জানকী গৃহচ্যুত রাজ্যচ্যুত এবং রামের হস্তচ্যুত হইয়াছেন, তুই কোন্ অপরাধে ইহাঁকে বধ করিস্? এখন ত তুই আমার হস্তগত হইয়াছিস্, সুতরাং এই কার্য্য করিলে আর অধিক ক্ষণ তোরে জীবিত থাকিতে হইবে না। লোকবধ্য দুরাত্মাদিগেরও যাহা পরিহার্য্য তুই দেহান্তে স্ত্রীঘাতকগণের সেই লোক অচিরাৎ লাভ করিবি।

এই বলিয়া মহাবীর হনুমান অস্ত্রধারী বানরগণের সহিত ক্রোধভরে ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ কহিলেন রে বানর! সুগ্রীব তুই ও রাম তোরা যার উদ্দেশে লঙ্কায় আসিয়াছিস আজ আমি তোর সমক্ষে সেই সীতাকে বধ করিব। পশ্চাৎ তোরে এবং রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও অনার্য্য বিভীষণকে মারিব। তুই এই মাত্র বলিলি যে স্ত্রীবধ করা নিষিদ্ধ, এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে যাহা শত্রুর কষ্টকর তাহাই কর্ত্তব্য হইতেছে।

ইন্দ্রজিৎ এই বলিয়া স্বহস্তে রোরুদ্যমানা মায়াময়ী সীতার দেহে খরধার খড়্গ প্রহার করিল। খড়্গ প্রহার করিবামাত্র ঐ প্রিয়দর্শনা স্থূলজঘনা যজ্ঞোপবীতবৎ তির্য্যক ভাবে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল। তখন ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে কহিল, রে বানর! এই দেখ্, আমি রামের প্রিয়মহিষী সীতাকে বধ করিলাম। এখন ত তোদের সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড। এই বলিয়া ঐ মহাবীর ব্যোমচারী রথে মুখব্যাদান পূর্ব্বক হৃষ্টমনে গর্জ্জন করিতে লাগিল। বানরগণ অদূরে দণ্ডায়মান। উহারা ঐ ভীষণ বজ্রকঠোর গর্জ্জনশব্দ শুনিতে লাগিল এবং উহাকে একান্ত হৃষ্ট দেখিয়া বিষণ্ণ মনে চকিত নেত্রে চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে পলাইতে লাগিল।

একাশীতিতম সর্গ।

অনন্তর হনূমান বানরগণকে নিবারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বীরগণ! তোমরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া বিষণ্ণ মুখে কেন পলাই-তেছ? তোমাদের বীরত্ব এখন কোথায় গেল? অতঃপর আমি যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছি, তোমরা আমারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।

তখন বানরগণ শত্রুসংহারার্থ পুনর্ব্বার ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং হৃষ্ট মনে বৃক্ষ শিলা গ্রহণ ও তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক উহাঁকে বেষ্টন করিয়া চলিল। হনূমান সাক্ষাৎ কালান্তক যম! তিনি জ্বালাকরাল বহ্নির ন্যায় রাক্ষসগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

ঐ মহাবীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও ক্রোধ ও শোকে অভিভূত হইয়া ইন্দ্রজিতের রথে এক প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করিলেন। সারথির ইঙ্গিত মাত্র বশীভূত অশ্ব সকল তৎক্ষণাৎ রথ সুদূরে লইয়া গেল। শিলাও ভ্রষ্টলক্ষ্য হইয়া বহুসংখ্য রাক্ষসকে চূর্ণ করত ভূতলে পড়িল। অনন্তর বানরগণ সিংহনাদ পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবমান হইল এবং নিরবচ্ছিন্ন বৃক্ষশিলা বৃষ্টি করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে উহাদের গর্জ্জনশব্দ; ভীম-রূপ রাক্ষসেরা বৃক্ষশিলা প্রহারে ব্যথিত হইয়া উঠিল। তদ্দৃষ্টে ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বানরগণের প্রতি সশস্ত্রে ধাবমান হইল এবং শূল বজ্র খড়্গ পট্টিশ ও মুদ্গর দ্বারা উহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে হনূমান কথঞ্চিৎ রাক্ষসগণকে নিবারণ পূর্ব্বক বানরদিগকে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হও, এই সমস্ত রাক্ষস-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা আমাদের কার্য্য নহে। আমরা যাঁহার জন্য প্রাণের মমতা ছাড়িয়া রামের প্রিয়কামনায় যুদ্ধ করিতেছি সেই দেবী জানকী বিনষ্ট হইয়াছেন। আইস, এক্ষণে আমরা রাম ও সুগ্রীবকে গিয়া এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করি। শুনিয়া তাঁহারা আমাদিগকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিবেন আমরা তাহাই করিব। এই বলিয়া তিনি সমস্ত বানরের সহিত নির্ভয়ে মৃদুপদে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর দুষ্টাশয় ইন্দ্রজিৎ হনূমানকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া হোমকামনায় নিকুম্ভিলা নামক দেবালয়ে গমন করিল।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

এদিকে রাম যুদ্ধের তুমুল কলরব শুনিতে পাইয়া জাম্ব-বানকে কহিলেন, সৌম্য! ঐ দূরে ভীষণ অস্ত্রধ্বনি শ্রুত হইতেছে, বোধ হয় হনূমান যুদ্ধে কোন দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সসৈন্যে গিয়া শীঘ্র তাঁহার সাহায্যে নিযুক্ত হও।

তখন ঋক্ষরাজ যথায় মহাবীর হনূমান, সসৈন্যে সেই পশ্চিম দ্বারে চলিলেন। দেখিলেন, তিনি প্রত্যাগমন করি-তেছেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী বানরগণ যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অনবরত শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। পথিমধ্যে হনূমানের সহিত ঐ নীলমেঘাকার ভল্লুকসৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। তিনি উহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন এবং সর্ব্বসমেত শীঘ্র রামের নিকট গিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন, রাম! আমরা যুদ্ধ করিতেছিলাম এই অবসরে ইন্দ্রজিৎ আমাদিগের সমক্ষে রোরুদ্যমানা সীতাকে বধ করিয়াছে। এক্ষণে আমি ইহা আপনার গোচর করিবার জন্য বিষণ্ণ ও উদ্ভ্রান্ত চিত্তে উপস্থিত হইলাম।

রাম এই সংবাদ পাইবামাত্র শোকে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বানরগণ ত্বরিত পদে চতুর্দ্দিক হইতে তথায় উপস্থিত হইল এবং সহসা-প্রদীপ্ত দুর্নিবারবেগ দহনশীল অগ্নিবৎ উহাঁকে উৎপলগন্ধী জলে সিক্ত করিতে লাগিল। অনন্তর লক্ষ্মণ ঐ মহাবীরকে ভুজপঞ্জরে গ্রহণ

পূর্ব্বক দুঃখিত মনে সঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! আপনি ধর্ম্মশীল এবং জিতেন্দ্রিয় কিন্তু ধর্ম্ম আপনাকে অনর্থ-পরম্পরা হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ নহে সুতরাং উহা নির-র্থক। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতের সুখটি যেমন প্রত্যক্ষ হয়, ধর্ম্ম সেরূপ হয় না, সুতরাং ধর্ম্মনামে সুখসাধন কোন একটী পদার্থ নাই। স্থাবর যেমন ধর্ম্মপ্রসক্তিশূন্য হইয়াও সুখী, জঙ্গমও সেইরূপ ; সুতরাং ধর্ম্ম সুখসাধন নহে, ইহার সুখসাধনতা থাকিলে আপনি কখনই এইরূপ বিপদস্থ হইতেন না। আর যদি বলেন, অধর্ম্ম দুঃখেরই কারণ তবে রাবণ নিরয়গামী হইত, আর আপনি ধর্ম্মপরায়ণ, আপনাকে কখন এইরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। বলিতে কি, এক্ষণে অধার্ম্মিকের সুখ ও ধার্ম্মিকের দুঃখ দেখিয়া ধর্ম্মের ফল সুখ এবং অধর্ম্মের ফল দুঃখ, ইহা সম্পূর্ণই অপ্রমাণ হইতেছে, প্রত্যুত ধর্ম্মে দুঃখ ও অধর্ম্মে সুখ দেখিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলগত বিরোধও বুঝা যাইতেছে। অথবা ধর্ম্ম দ্বারা যদি বাস্তবিক সুখই হয় এবং অধর্ম্ম দ্বারা যদি দুঃখই ঘটে তবে যে সমস্ত ব্যক্তিতে অধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত তাহারা দুঃখ ভোগ করুক এবং যাহাদের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি তাহারা সুখী হউক। কিন্তু যখন দেখিতেছি যাহারা অধর্ম্মী তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি এবং ধার্ম্মিক-দিগের ক্লেশ তখন ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নিরর্থক। বীর! যদি অধ-র্ম্মকে একটী কার্য্যমাত্র স্বীকার করা যায় তাহা হইলে পাপী অধর্ম্ম দ্বারা নষ্ট হইলে কার্য্যনাশে অধর্ম্মেরই নাশ হইতেছে, সুতরাং যে স্বয়ং নষ্ট হইল তাহার আর বিনাশসাধনতা কি রূপে থাকিতে পারে। অথবা যদি অন্যের বিহিত কর্ম্মের

অনুষ্ঠানজাত অদৃষ্ট দ্বারা কোন ব্যক্তি বিনষ্ট হয় কিংবা যদি সেই অদৃষ্টকে উপায়স্বরূপ করিয়া ঐ ব্যক্তি অন্যকে বিনাশ করে তাহা হইলে সেই অদৃষ্টই পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয় কিন্তু যে অনুষ্ঠাতা সে কিছুতেই তদ্দ্বারা লিপ্ত হয় না কারণ সে স্বয়ং হত্যার কারণ নহে। আর্য্য! ধর্ম্ম একটী অচেতন বস্তু, উহা অব্যক্ত অসৎকল্প ও স্বকর্ত্তব্য জ্ঞানে অক্ষম; তাহার বাস্তব সত্তা স্বীকার করিলেও সে কিরূপে বধ্যকে প্রাপ্ত হইবে। ফলত যদি ধর্ম্মই থাকে তাহা হইলে আপনার কিছুমাত্র দুঃখ ঘটিত না, কিন্তু আপনি যখন দুঃখ পাইতেছেন তখন ধর্ম্ম নামে কোন একটী পদার্থ নাই। ধর্ম্ম স্বয়ং অকিঞ্চিৎকর, ও কার্য্যসাধনে অসমর্থ, উহা দুর্ব্বল, কার্য্যকালে কেবল পৌরুষেরই সহায়তা লয়, উহার কিছুমাত্র সুখসাধনতা নাই, আমার মতে সেই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকা কখনও উচিত হয় না। আর দেখুন, ধর্ম্ম যদি পৌরুষেরই একটী গুণ হয় তবে সর্ব্বপ্রযত্নে ধর্ম্মের প্রাধান্য ত্যাগ করিয়া আপনি পৌরুষকে আশ্রয় করুন। বীর! আপনি যদি সত্যকেই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে মহারাজ দশরথ আপানার যৌবরাজ্যে অভিষেকের অঙ্গীকার প্রতিপালন না করাতে মিথ্যাদোষে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং তন্নিবন্ধন তাঁহার মৃত্যুও হয়, এক্ষণে আপনি তাঁহার সত্য কি জন্য রক্ষা করিতেছেন না? আরও যদি একমাত্র ধর্ম্মই কিংবা যদি একমাত্র পৌরুষই অনুষ্ঠেয় হয় তবে ইন্দ্র মহর্ষি বিশ্বরূপের বধ সাধন করিয়া কখন যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন না, কারণ যাহার প্রাধান্য তাহারই অনুষ্ঠান শ্রেয়।

ফলত শত্রুবিনাশকল্পে পুরুষকারের সহিত ধর্ম্মই সেব্য, মনুষ্য স্বকার্য্যসাধনের উদ্দেশে উভয়েরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। আমার ত এই মত, ইহাই ধর্ম্ম, কিন্তু আপনি সেই অর্থমূলক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সমূলে ধর্ম্মলোপ করিয়াছেন। যেমন পর্ব্বত হইতে নদী নিঃসৃত হইয়া থাকে সেইরূপ দিকদিগন্ত হইতে আহৃত প্রবৃদ্ধ অর্থ হইতে সমস্ত ধর্ম্মক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। অর্থহীন অল্পপ্রাণ পুরুষের সমস্ত কার্য্য গ্রীষ্মকালে স্বল্পতোয়া নদীর ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যে ব্যক্তি অর্থ ব্যতীত সুখকামনা করে সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় এবং তন্নিবন্ধন দোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ফলত অর্থই পুরুষার্থ, যাহার অর্থ তাহারই মিত্র, যাহার অর্থ তাহারই বান্ধব, যাহার অর্থ জীবলোকে সেই পুরুষ, যাহার অর্থ সেই পণ্ডিত, যাহার অর্থ সেই বলবান, যাহার অর্থ সেই বুদ্ধিমান, যাহার অর্থ সেই মহাবীর, যাহার অর্থ সেই সর্ব্বাপেক্ষা গুণী। আমি অর্থনাশের নানা দোষ কীর্ত্তন করিলাম, আপনি রাজ্য গ্রহণ না করিয়া কি কারণে যে অর্থের অবমাননা করিয়াছেন বুঝিতে পারি না। যাহার অর্থ তাহারই ধর্ম্ম কামে প্রয়োজন, তাহার সমস্তই অনুকূল, অর্থাভিলাষী নির্ধন ব্যক্তি পৌরুষ ব্যতীত অর্থলাভে কখনই সমর্থ হয় না। হর্ষ কাম দর্প ধর্ম্ম ক্রোধ শান্তি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এই সমস্তই অর্থের আয়ত্ত। যে সমস্ত ধর্ম্মচারী তাপসের অর্থাভাবে ঐহিক পুরুষার্থ নষ্ট হয় সেই অর্থ মেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে গ্রহ যেমন দৃষ্ট হয় না সেইরূপ আপনাতে দৃষ্ট হইতেছে না। বীর! আপনি পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বনবাসী হইলে আপনার প্রাণাধিকা

পত্নীকে রাক্ষসেরা অপহরণ করিয়াছে। অতএব আপনি উত্থান করুন, আজ আমি স্বীয় পৌরুষে ইন্দ্রজিৎকৃত সমস্ত কষ্ট অপনোদন করিব। এক্ষণে উত্থান করুন, আপনি স্বীয় মাহাত্ম্য কি জন্য বুঝিতেছেন না? আজ আমি দেবী জানকীর নিধনক্রোধে লঙ্কা নগরী হস্ত্যশ্ব রথ ও রাবণের সহিত এখনই চূর্ণ করিয়া ফেলিব।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ রামকে আশ্বাস প্রদান করিতেছিলেন ইত্যবসরে বিভীষণ স্বস্থানে গুল্ম স্থাপন পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন। কজ্জলস্তূপকৃষ্ণ যূথপতি-হস্তি-সদৃশ চারি জন অমাত্য সশস্ত্রে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাম লজ্জিত শোকে মোহিত ও লক্ষ্মণের ক্রোড়ে শয়ান, এবং বানরেরাও জলধারাকুললোচনে রোদন করিতেছে। তখন বিভীষণ দুঃখিত হইয়া কহিলেন, এ কি? লক্ষ্মণ বিভীষণকে বিষণ্ন দেখিয়া সজল নয়নে কহিলেন, সৌম্য! ইন্দ্রজিৎ সীতাকে বধ করিয়াছে, আর্য্য রাম হনুমানের মুখে এই সংবাদ পাইয়া হতজ্ঞান হইয়া আছেন।

তখন বিভীষণ লক্ষ্মণের বাক্যশেষ না হইতেই তাঁহাকে নিবারণ পূর্ব্বক রামকে কহিলেন, রাজন্! হনূমান আসিয়া সকাতরে যাহা কহিয়াছেন আমি সমুদ্রশোষণের ন্যায় তাহা একান্ত অসম্ভব মনে করি। সীতার প্রতি দুরাত্মা রাবণের

যেরূপ অভিপ্রায় আমি তাহা সম্পূর্ণই জানি। সেই কুঅভি-প্রায় সত্ত্বে সে কখন তাঁহাকে বধ করিবে না। আমি তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া জানকীপরিত্যাগে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম কিন্তু তৎকালে সে আমার কথা গ্রাহ্য করে নাই। জানকীরে বধ করা দূরে থাক্, সাম দান ভেদ ও যুদ্ধ ইহার অন্যতর কোনও উপায়ে কেহ তাঁহার দর্শনও পাইতে পারে না। ইন্দ্রজিৎ যাহাকে বিনাশ করিয়া বানরগণকে বিমোহিত করিয়াছে, নিশ্চয় জানিও সে মায়াময়ী সীতা। আজ ঐ দুষ্টস্বভাব রাক্ষস নিকুম্ভিলায় আভিচারিক হোমের অনুষ্ঠান করিবে, স্বয়ং অগ্নিদেব সুরগণের সহিত তথায় উপ-স্থিত হইয়াছেন। ইন্দ্রজিৎ এই কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিলে যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিবে। কার্য্যক্ষেত্রে বানরেরা কোন রূপ বিঘ্ন আচরণ করিতে না পারে এইটি তাহার অভিপ্রায়, এই জন্য সে এই মায়াপ্রয়োগ পূর্ব্বক সকলকে মোহিত করিয়াছে। এক্ষণে চল, আভিচারিক হোম সমাপন না হইতেই আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় গমন করি। রাম! তুমি অকারণ সন্তপ্ত হইও না। তোমায় এইরূপ সন্তপ্ত দেখিয়া এই সমস্ত সৈন্য যার পর নাই বিষণ্ণ হইয়া আছে। তুমি উৎসাহিত হইয়া সুস্থমনে এই স্থানে থাক। আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় যাইব, তুমি আমাদের সহিত লক্ষ্মণকে প্রেরণ কর। এই মহা-বীর ইন্দ্রজিতের যজ্ঞবিঘ্ন করিতে পারিবেন। মায়াসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিলেই সে আমাদের বধ্য হইবে। এক্ষণে লক্ষ্মণের সুশাণিত শর ক্রূরদর্শন পক্ষীর ন্যায় নিশ্চয়ই তাহার রক্তপান করিবে। অতএব সুররাজ ইন্দ্র যেমন শত্রুবধে বজ্রকে নিয়োগ

করেন তুমি তদ্রূপ সেই রাক্ষসের বধোদ্দেশে ইহাঁকে নিয়োগ কর। বীর! ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিতে আজ আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়। ঐ দুরাত্মা আভিচারিক কার্য্য সমাপন করিতে পারিলে সকলেরই অদৃশ্য হয় এবং তন্নিবন্ধন দেবগণেরও প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

চতুরশীতিতম সর্গ।

রাম বিভীষণের এই সমস্ত বাক্য শোকাবেগে সুস্পষ্ট কিছুই ধারণা করিতে পারিলেন না। পরে তিনি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক উপবিষ্ট বিভীষণকে সর্ব্বসমক্ষে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি এইমাত্র যে সমস্ত কথা কহিলে আমি পুনর্ব্বার তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, বল তোমার কি বক্তব্য আছে।

বিভীষণ কহিতে লাগিলেন, রাম! তুমি গুল্মসন্নিবেশে যেরূপ আদেশ দিয়া ছিলে আমি কালবিলম্ব না করিয়া সেইরূপই করিয়াছি। এক্ষণে বানরসৈন্য চতুর্দ্দিকে বিভক্ত এবং যূথপতি সকল সুব্যবস্থাক্রমে স্থাপিত হইয়াছে। অতঃপর আমার আরও কিছু বলিবার আছে শুন। তুমি অকারণ শোকাকুল হইয়াছ দেখিয়া, আমাদের মন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি এই বৃথা শোক পরিত্যাগ কর, শত্রুর হর্ষবর্দ্ধিনী চিন্তা দূর কর এবং উদ্যমশীল ও হৃষ্ট হও। যদি

জানকীর উদ্ধার এবং রাক্ষসসংহারে তোমার ইচ্ছা থাকে তবে আমার একটী হিতকর কথা শুন। এক্ষণে দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলায় গমন করিয়াছে। লক্ষ্মণ তথায় তাহাকে বধ করিবার জন্য আমাদের সমভিব্যাহারে চলুন। ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মশির অস্ত্র এবং কামগামী অশ্ব ইন্দ্রজিতের আয়ত্ত। এক্ষণে সে সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। যদি তাহার আভিচারিক হোম নির্ব্বিঘ্নে সমাপন হয় তবে জানিও আমরা আজ নিশ্চয়ই তাহার হস্তে বিনষ্ট হইব। সর্ব্বলোক-প্রভু ব্রহ্মা বরপ্রদানকালে তাহাকে কহিয়াছিলেন তুমি যখন দেখিবে যে যাগভূমি নিকুম্ভিলায় উপনীত হইয়া আভিচারিক হোম সমাপন করিয়া উঠিতে পার নাই এই অবস্থায় যদি কেহ তোমাকে সশস্ত্রে আক্রমণ করে তখনই তোমার মৃত্যু। রাম! ব্রহ্মা তাহার বধোপায় এই রূপই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে তুমি মহাবল লক্ষ্মণকে নিয়োগ কর। ইন্দ্রজিৎ ইহাঁর শরে বিনষ্ট হইলে জানিও রাবণ সুহৃদ্গণের সহিত বিনষ্ট হইল।

রাম কহিলেন, বিভীষণ! আমি সেই প্রচণ্ড রাক্ষসের মায়াবল বিলক্ষণ জানি। ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মশির অস্ত্র যে তাহার আয়ত্ত আছে এবং সে যে তদ্দ্বারা দেবগণকেও বিচেতন করিতে পারে আমি ইহাও জানি। আকাশে ঘোরতর মেঘা-ড়ম্বর হইলে যেমন সূর্য্যের গতি দৃষ্ট হয় না সেইরূপ ইন্দ্রজিৎ যখন রথারোহণ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে বিচরণ করে তখন তাহার গতি কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না আমি ইহাও জানি।

রাম বিভীষণকে এই বলিয়া কীর্ত্তিমান লক্ষ্মণকে কহিলেন,

বৎস! তুমি মহাবীর হনুমান, ঋক্ষপতি জাম্ববান প্রভৃতি যূথপতি ও সমস্ত বানরসৈন্যের সহিত সেই মায়াবী দুরাত্মাকে বধ করিয়া আইস। বিভীষণ মায়াবোধে সমর্থ, এক্ষণে ইনিই সচিবগণের সহিত তোমার অনুগমন করিবেন।

তখন ভীমবিক্রম লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অন্য এক উৎকৃষ্ট ধনু গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীরে বর্ম্ম, বামহস্তে ধনু, তূণীরে শর ও পৃষ্ঠে খড়্গ। তিনি রামের পাদস্পর্শ করিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন, আজ আমার শর শরাসনচ্যুত হইয়া হংসেরা যেমন পুষ্করিণীতে পড়ে সেইরূপ লঙ্কায় গিয়া পড়িবে। আজ আমার শর নিশ্চয়ই সেই প্রচণ্ড রাক্ষসের দেহ ভেদ করিতে সমর্থ হইবে।

লক্ষ্মণ এই বলিয়া রামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন। রাম জয়লাভার্থ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার জন্য শীঘ্র নিকুম্ভিলায় যাত্রা করিলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণ চারি জন অমাত্যের সহিত এবং মহাবীর হনুমান সহস্র সহস্র বানরের সহিত উহাঁর সমভিব্যাহারী হইলেন। লক্ষ্মণ যাত্রাকালে পথিমধ্যে দেখিলেন এক স্থানে ভল্লুক সৈন্য সমবেত হইয়া আছে। পরে কিয়ৎদূর গিয়া আর এক স্থলে দেখিলেন অদূরে রাক্ষসসৈন্য ব্যূহিত রহিয়াছে। ইন্দ্রজিৎ তখনও নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করে নাই। লক্ষ্মণ সেই মায়াময় বীরকে ব্রহ্মার নির্দ্দেশক্রমে জয় করিবার জন্য বিভীষণ, অঙ্গদ ও হনুমানের সহিত তথায় দাঁড়াইলেন। রাক্ষসসৈন্য বিবিধ নির্ম্মল অস্ত্র শস্ত্রে দীপ্তিশীল, রথ ও ধ্বজদণ্ডে নিতান্ত গহন, ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

লোকে যেমন গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে মহাবীর লক্ষ্মণ সেইরূপ ঐ শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

এই অবসরে রাক্ষসরাজ বিভীষণ লক্ষ্মণকে শত্রুর অহিত-কর কার্য্যসাধক বাক্যে কহিলেন, বীর! ঐ যে অদূরে মেঘ-শ্যামল রাক্ষসসৈন্য দেখিতেছ তুমি শীঘ্র বানরগণের সহিত উঁহাদের যুদ্ধপ্রবর্ত্তনা করিয়া দেও। তুমি উঁহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে যত্নবান হও। উঁহারা ছিন্ন ভিন্ন হইলে ইন্দ্রজিৎ নিশ্চয়ই দৃষ্ট হইবে। এক্ষণে অভিচার হোম যাবৎ সম্পন্ন না হইতেছে তাবৎ তুমি শরবৃষ্টি সহকারে শীঘ্র রাক্ষসসৈন্যের প্রতি ধাবমান হও। দুরাত্মা সর্ব্বলোকভয়াবহ ইন্দ্রজিৎ অধার্ম্মিক মায়াবী ও ক্রূরকর্ম্মা। বীর! তুমি তাহাকে বিনাশ কর।

অনন্তর লক্ষ্মণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বানর ও ভল্লুকেরা বৃক্ষহস্তে রাক্ষসসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল। রাক্ষসেরাও উঁহাদিগের বিনাশোদ্দেশে শাণিত শর অসি শক্তি ও তোমর লইয়া মহাবেগে চলিল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। বীরনাদে লঙ্কা নিনাদিত হইতে লাগিল বিবিধাকার শস্ত্র শাণিত শর বৃক্ষ ও উদ্যত গিরিশৃঙ্গে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বিকৃতমুখ বিকটবাহু রাক্ষসেরা বানরগণকে শরা-ঘাত পূর্ব্বক উঁহাদের মনে ভয় সঞ্চার করিতে লাগিল।

বানরেরাও ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বৃক্ষ শিলা দ্বারা উহাদিগকে সংহার আরম্ভ করিল।

ইত্যবসরে ইন্দ্রজিৎ স্বসৈন্য পীড়িত ও বিষণ্ণ শুনিয়া আভিচারিক হোমের অনুষ্ঠান না হইলেও গাত্রোত্থান করিল এবং নিকুম্ভিলা ক্ষেত্রের ঘনাভূত বৃক্ষের অন্ধকার হইতে নির্গত হইয়া ক্রোধভরে পূর্ব্বযোজিত সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিল। উহার দেহ কজ্জলরাশির ন্যায় কৃষ্ণ নেত্রদ্বয় আরক্ত এবং হস্তে ভীষণ শর ও শরাসন। তৎকালে ঐ ভীমমূর্ত্তি মহাবীর, সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ইত্যবসরে রাক্ষসগণ ইন্দ্রজিৎকে রথারূঢ় দেখিয়া লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পুনর্ব্বার উৎসাহিত হইল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। হনুমান ইন্দ্রজিৎকে বৃক্ষ প্রহার করিলেন এবং প্রলয়াগ্নিবৎ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রাক্ষসগণকে দগ্ধ ও বৃক্ষাঘাতে হতচেতন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরাও উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ আরম্ভ করিল। শূলধারী শূল, অসিধারী অসি, শক্তিধারী শক্তি ও পট্টিশধারী পট্টিশ দ্বারা উহাঁকে প্রহার করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে উহাঁর মস্তকে গদা, পরিঘ, সুদর্শন, কুন্ত, শতঘ্নী, লৌহমুদ্গার, ঘোর পরশু ও ভিন্দিপাল নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ইন্দ্রজিৎ দূর হইতে তুমুল যুদ্ধ দেখিয়া সারথিকে কহিল, সুত! যথায় হনুমান নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতেছে তুমি শীঘ্র তথায় রথ লইয়া চল। ঐ বীর উপেক্ষিত হইলে নিশ্চয় সমস্ত রাক্ষসকে ধ্বংস করিবে।

অনন্তর সারথি ইন্দ্রজিৎকে লইয়া হনুমানের নিকটস্থ

হইল। ইন্দ্রজিৎ সন্নিহিত হইয়া উহাঁকে খড়্গ পট্টিশ ও পরশু প্রহার আরম্ভ করিল। হনুমান অকাতরে তৎকৃত প্রহার সহ্য করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, রে নির্ব্বোধ! যদি তুই প্রকৃত বীর হইস তবে যুদ্ধ কর্। আজ তোরে প্রাণে প্রাণে আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না। এক্ষণে আয়, আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। তুই রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ, আজ আমার বেগ একবার সহিয়া দেখ্।

ইত্যবসরে বিভীষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বীর! যে, ইন্দ্রেরও জেতা ঐ সেই রাক্ষস রথোপরি অবস্থান পূর্ব্বক হনুমানকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি প্রাণান্তকর ভীষণ শরে উহাকে বিনাশ কর।

লক্ষ্মণ এইরূপ অভিহিত হইয়া ঐ পর্ব্বতাকার ভীমবল মহাবীরকে ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ।

অনন্তর বিভীষণ ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণকে লইয়া হৃষ্ট মনে ত্বরিতপদে চলিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া নিকুম্ভিলায় প্রবেশ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে যাগস্থান দেখাইলেন এবং নীলমেঘাকার ভীমদর্শন বটবৃক্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! ঐ স্থানে মহাবল ইন্দ্রজিৎ ভূতগণকে উপহার দিয়া পশ্চাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং এই আভিচারিক কার্য্যবলে অন্যের অদৃশ্য হইয়া, শত্রুগণকে বধ ও বন্ধন করিয়া থাকে। এখনও ঐ মহাবীর

বটমূলে যায় নাই। এই সময়ে তুমি প্রদীপ্ত শরে অশ্ব রথ ও সারথির সহিত উহাকে বধ কর।

তখন লক্ষ্মণ শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। ইন্দ্রজিৎ অগ্নিবৎ উজ্জ্বল রথে নিরীক্ষিত হইল। লক্ষ্মণ ঐ দুর্জ্জয় বীরকে দেখিয়া কহিলেন, রাক্ষস! আমি তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, তুমি এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ তথায় বিভীষণকে দেখিতে পাইয়া কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, রে নির্ব্বোধ! তুই এই স্থানে জন্মিয়া বৃদ্ধ হইয়াছিস্। তুই আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, বল্ এক্ষণে পিতৃব্য হইয়া, কিরূপে ভ্রাতৃপুত্রের অনিষ্টাচরণ করিবি। রে ধর্ম্মদ্রোহি! সৌহার্দ্দ, জাত্যভিমান, সোদরত্ব ও ধর্ম্ম তোর কার্য্যাকার্য্যের নিষামক নয়। তুই যখন আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিস্ তখন তুই অতিমাত্র শোচনীয় ও সাধুজনের নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। কোথায় স্বজনসংশ্রব আর কোথায়ই বা পরসংশ্রব; তুই নির্ব্বোধ বলিয়া এই উভয়ের কত অন্তর তাহা বুঝিতে পারিস্ না। পর যদি গুণবান হয় এবং স্বজন যদি নির্গুণও হয় তাহা হইলে ঐ নির্গুণ স্বজন পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পর যে সে পরই। যে ব্যক্তি স্বপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পর পক্ষকে আশ্রয় করে সে স্বপক্ষ ক্ষয় হইলে পশ্চাৎ পরপক্ষ দ্বারা বিনষ্ট হয়। রে রাক্ষস! তুই আমাদের আপনার জন, আমায় বধ করিতে তোর যেরূপ নির্দয়তা, আর এই কার্য্যে তোর যেরূপ যত্ন ইহা ত্বদ্ব্যতীত আর কে করিতে পারে?

তখন বিভীষণ কহিলেন, রাজকুমার! তুমি কি আমার স্বভাব জান না? বৃথা কেন এইরূপ গর্ব্ব করিতেছ? তুমি অসাধু, পিতৃব্যের গৌরবরক্ষার্থ এই রুক্ষ ভাব দূর করা তোমার কর্ত্তব্য। আমি যদিও ক্রূররাক্ষস-কুলে জন্মিয়াছি কিন্তু যাহা মনুষ্যের প্রথম গুণ সেই রাক্ষসকুলদুর্লভ সত্ত্বই আমার স্বভাব। আমি কোন দারুণ কার্য্যে হৃষ্ট হই না এবং অধর্ম্মেও আমার অভিরুচি নাই। বৎস! বল দেখি, ভ্রাতা বিষমশীল হইলেও কি ভ্রাতা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? যে ব্যক্তি অধার্ম্মিক ও পাপমতি করস্থিত সর্পের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করিলে সুখ হইতে পারে। পরস্বাপহারী ও পরস্ত্রীদূষক ব্যক্তি জ্বলন্ত গৃহবৎ সর্ব্বতোভাবেই ত্যজ্য। যে দুরাত্মা পরস্বাপহরণ ও পরস্ত্রীদূষণে রত এবং যাহার জন্য সুহৃদ্গণের সর্ব্বদাই শঙ্কা হয় সে শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে ভীষণ ঋষিহত্যা, দেবগণের সহিত বৈরিতা, অভিমান, রোগ, ও প্রতিকূলতা এই কয়েকটি দোষ আমার ভ্রাতা রাবণকে ধনে প্রাণে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। মেঘ যেমন পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে সেইরূপ এই সমস্ত দোষ তাঁহার যাবদীয় গুণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বৎস! রাবণকে ত্যাগ করিবার ইহাই প্রকৃত কারণ। এক্ষণে এই লঙ্কাপুরী, তুমি ও রাবণ তোমরা সকলে অচিরাৎ ছারখার হইয়া যাইবে। তুমি অভিমানী দুর্ব্বিনীত ও বালক, তোমার মৃত্যু আসন্ন, এক্ষণে যা তোমার ইচ্ছা আমাকে বল। তুমি পূর্ব্বে যে আমার প্রতি কটূক্তি করিয়াছিলে সেই কারণেই আজ এই স্থানে ঘোর বিপদে পড়িয়াছ। এক্ষণে বটমূলে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে

দুষ্কর। আজ তুমি লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ কর, ইহাঁর হস্তে আজ আর তোমার নিস্তার নাই। তুমি দেহান্তে যমালয়ে গিয়া দৈব কার্য্য করিবে। তুমি স্ববিক্রম দেখাইয়া সঞ্চিত সমস্ত শরই ব্যয় কর কিন্তু আজ সসৈন্যে প্রাণ লইয়া কিছুতেই ফিরিতে পারিবে না।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ বিভীষণের এই সমস্ত বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উত্থিত হইল। উহার হস্তে খড়্গ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। ঐ কালকল্প মহাবীর কৃষ্ণাশ্বযুক্ত সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিল, এবং মহাপ্রমাণ সুদৃঢ় ধনু ও ভীষণ শর গ্রহণ পূর্ব্বক দেখিল সম্মুখে লক্ষ্মণ মহাকায় হনুমানের পৃষ্ঠে উদয়গিরিশিখরস্থ সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। দেখিয়া ক্রোধভরে উহাঁ-দিগকে কহিতে লাগিল, আজ তোমরা আমার বিক্রম প্রত্যক্ষ কর। আজ তোমরা মেঘ হইতে বারিধারার ন্যায় আমার শরাসনের শরধারা সহ্য কর। অগ্নি যেমন তুলরাশিকে দগ্ধ করে সেইরূপ আমি আজ তোমাদিগকে শরানলে দগ্ধ করিব। আজ আমি তোমাদের সকলকেই শূল শক্তি ঋষ্টি ও সুতীক্ষ্ণ শরে যমালয়ে পাঠাইব। আমি যখন ক্ষিপ্রহস্তে শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইব এবং মেঘবৎ গম্ভীর রবে পুনঃপুন গর্জ্জন করিতে থাকিব তখন তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে। রে লক্ষ্মণ! পূর্ব্বে সেই

রাত্রিযুদ্ধে তোরা দুই জন আমার বজ্রকল্প শরে সমরসহায় বীরগণের সহিত বিচেতন হইয়া শয়ন করিয়াছিলি এখন কি আর তোর সে কথা মনে নাই। আমি সর্পের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট, তুই যখন আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্ তখন নিশ্চয়ই আজ যমালয়ে যাইবি।

অনন্তর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নির্ভয়ে কহিলেন, রাক্ষস! তুমি কথামাত্র যে কার্য্য সহজ বলিয়া বুঝিতেছ তাহা বস্তুতই দুস্কর। যে ব্যক্তি স্বীয় পৌরুষে কোন কার্য্যের পারগামী হন তিনিই বুদ্ধিমান। রে নির্ব্বোধ! তুই অক্ষম, যে কার্য্য নিতান্ত দুঃসাধ্য তুই কেবল কথামাত্র তদ্বিষয়ে আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করিতেছিস্। তুই তখন রণস্থলে অন্তর্হিত হইয়া যে কাজ করিয়াছিলি সেইটি তস্করের পথ, বীরের নহে। রাক্ষস! এই আমি তোর সম্মুখে দাঁড়াইলাম, তুই আজ আমায় স্বীয় বলবিক্রম প্রদর্শন কর্। বৃথা গর্ব্বে কি হইবে?

তখন মহাবল ইন্দ্রজিৎ শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণের প্রতি সুশাণিত শর পরিত্যাগ করিল। সর্পবিষবৎ দুঃসহ শর সকল পরিত্যক্ত হইবামাত্র সর্পেরা যেমন সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দংশন করে সেইরূপ লক্ষ্মণের দেহে গিয়া পড়িল। লক্ষ্মণ অতিমাত্র শরবিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইয়া বিধূম বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ আপনার এই বীরকার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া সিংহনাদ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, রে লক্ষ্মণ! আজ এই প্রাণান্তকর খরধার শর সকল তোর প্রাণ হরণ করিবে। আজ শ্যেন গৃধ্র ও শৃগালেরা তোর মৃত দেহে গিয়া পড়িবে। তুই ক্ষত্রিয়াধম ও নীচ। তুই দুর্ম্মতি রামের

ভক্ত ও অনুরক্ত ভ্রাতা। সে তোরে আজই আমার শরে বিনষ্ট দেখিবে। সে আজই তোর বর্ম্ম স্খলিত, ধনু করভ্রষ্ট ও মস্তক দ্বিখণ্ড দেখিবে।

তখন লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রে নির্ব্বোধ! তুই গর্ব্ব করিস্ না, বৃথা কি কহিতেছিস্, কার্য্যে পৌরুষ প্রদর্শন কর্। তুই কার্য্যে পৌরুষ না দেখাইয়া অকারণ কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্। এখন্ তুই এমন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান কর্ যাহাতে আমি তোর ঐ মুখভারতীতে আস্থা করিতে পারি। রাক্ষস! দেখ্, আমি কঠোর বাক্যে তোরে কিছুমাত্র তিরস্কার বা বৃথা আত্মশ্লাঘা না করিয়া এখনই তোকে বধ করিতেছি।

এই বলিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ পাঁচটি বাণ সন্ধান পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের বক্ষে মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত বাণ জ্বলন্ত সর্পের ন্যায় পতিত হইয়া উহার বক্ষে সূর্য্যরশ্মিবৎ শোভা পাইতে লাগিল! তখন ইন্দ্রজিৎ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঠিল এবং লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া সুশাণিত তিন শর প্রয়োগ করিল। উহাঁরা পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছেন। ঐ দুই বীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও দুর্জ্জয়। উহাঁরা অন্তরীক্ষগত দুইটি গ্রহের ন্যায়, ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় এবং অরণ্যের দুইটি সিংহের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

অনন্তর লক্ষ্মণ ভীষণ ভুজঙ্গবৎ ক্রোধভরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের প্রতি শর পরিত্যাগ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ উহাঁর শরাসনের টঙ্কারশব্দে অতিমাত্র ভীত হইয়া বিবর্ণ মুখে শূন্য দৃষ্টিতে উহাঁর প্রতি চাহিতে লাগিল। ইত্যবসরে বিভীষণ উহার এইরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্ত লক্ষ্মণকে কহিলেন, বীর! আমি ইন্দ্রজিতের মুখমালিন্য প্রভৃতি নানারূপ দুর্লক্ষণ দেখিতেছি। এক্ষণে উহার নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত। তুমি উহাকে বধ করিবার জন্য একটু সত্বর হও। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ উহার প্রতি তীক্ষ্ণবিষ সর্পের ন্যায় ভীষণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের ঐ বজ্রস্পর্শ শরে আহত হইবামাত্র মুহূর্ত্তকাল বিমোহিত হইয়া রহিল। উহার ইন্দ্রিয় সকল বিবশ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। পরে সে লক্ষ্মণের নিকটস্থ হইয়া রোষারুণ লোচনে কঠোর বাক্যে পুনর্ব্বার কহিল, রে নির্ব্বোধ! সেই প্রথম যুদ্ধে আমি যে বিক্রম দেখাইয়া ছিলাম তাহা কি তোর স্মরণ নাই? তৎকালে তুই ও রাম উভয়ে ঘোর নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছিলি। বল্ আজ আবার কোন্ সাহসে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস্। আমার বজ্রস্পর্শ শর তোদিগকে যে হতচেতন করিয়াছিল বোধ হয় সে কথা আর তোর স্মরণ নাই। যাই হোক্, আজ নিশ্চয় তোর মরিবার সাধ হইয়াছে। যদি তুই সেই প্রথম যুদ্ধে আমার বিক্রম

না দেখিয়া থাকিস্ তবে দাঁড়া, আমি তোরে এখনই তাহা দেখাইতেছি।

এই বলিয়া মহাবীর ইন্দ্রজিৎ সাত শরে লক্ষ্মণকে, দশ শরে হনুমানকে এবং শত শরে দ্বিগুণ ক্রোধের সহিত বিভীষণকে বিদ্ধ করিল। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের এই বিক্রম অকিঞ্চিৎকর বোধে উপেক্ষা করিলেন এবং নিতান্ত নির্ভয় হইয়া হাস্যমুখে উহার প্রতি শরনিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, রাক্ষস! তোমার শর যার পর নাই লঘু ও স্বল্পবল। উহা আমার শরীরে বিলক্ষণ সুখদ বোধ হইল। ফলত প্রকৃত বীরেরা রণস্থলে এইরূপ অপ্রখর শর কদাচ প্রয়োগ করেন না। আর তোমার ন্যায় বীরেরাও যুদ্ধার্থী হইয়া রণস্থলে কদাচই আইসেন না। এই বলিয়া মহাবল লক্ষ্মণ ক্রোধভরে উহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত শরে ইন্দ্রজিতের স্বর্ণকবচ ছিন্নভিন্ন হইয়া আকাশচ্যুত তারকারাজির ন্যায় রথগর্ভে স্খলিত হইয়া পড়িল। উহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। সে রক্তাক্ত দেহে প্রাতঃসূর্য্যবৎ নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। পরে ঐ মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। তন্নিক্ষিপ্ত শরে লক্ষ্মণের কবচ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। এক জনের প্রহার ও অপরের প্রতিপ্রহার। শ্রান্তিনিবন্ধন উভয়ের ঘনঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। ক্রমশঃ যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। দুই জনের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত এবং রক্তাক্ত। দুই জনই সমরবিশারদ। দুই জনই সুশাণিত শরে দুই জনকে বিদ্ধ করিতেছেন। ঐ দুই ভীম বিক্রম বীর জয়লাভে যত্নপর, এবং পরস্পরের শরজালে

আচ্ছন্ন। উভয়ের বর্ম্ম ও ধ্বজদণ্ড খণ্ডিত। প্রস্রবণ হইতে জল যেমন নিঃসৃত হয় সেইরূপ উহাঁদের দেহ হইতে উষ্ণ শোণিত নিঃসৃত হইতে লাগিল। আকাশে যেমন নীল নিবিড় মেঘ ভীম রবে বারিধারা বর্ষণ করে সেইরূপ উহাঁরা সিংহনাদ পূর্ব্বক অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। উহাঁদের অস্ত্রজালে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এই ঘোরতর যুদ্ধ বহুক্ষণ হইতে লাগিল কিন্তু ঐ দুই বীর কিছুতেই ক্লান্ত ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন না। উহাঁদের অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য ব্যতিক্রমশূন্য ও অদ্ভুত; উহাতে ক্ষিপ্রতা বৈচিত্র ও সৌন্দর্য্য লক্ষিত হইতে লাগিল। উহাঁদের ভীষণ সিংহনাদ ঘন ঘন শ্রুত হইতেছে; উহা দারুণ বজ্রধ্বনির ন্যায় অন্যের হৃৎকম্প জন্মাইতে লাগিল। পরস্পরের শর পরস্পরের দেহভেদ পূর্ব্বক রক্তাক্ত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। অনেক শর অন্তরীক্ষে শাণিত শস্ত্রে বিঘট্টিত, অনেক গুলি ভগ্ন ও অনেক গুলি খণ্ডিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যজ্ঞে যেমন কুশস্তূপ দৃষ্ট হয় সেইরূপ ঐ রণক্ষেত্রে ঘোর শরস্তূপ দৃষ্ট হইল এবং ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণের ক্ষতবিক্ষত দেহ অরণ্যে কুসুমিত নিষ্পত্র কিংশুক ও শাল্মলী বৃক্ষের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। উহাঁদের সর্ব্বাঙ্গে শরসকল প্রবিষ্ট, তন্নিবন্ধন উহাঁরা সঞ্জাতবৃক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন। উহাঁদের দেহ শরে-শরে আচ্ছন্ন এবং রক্তাক্ত, সুতরাং তৎকালে উহা জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

একোননবতিতম সর্গ।

মহাবীর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পরস্পর জিগীষু হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছেন ইত্যবসরে মহাবল বিভীষণ যুদ্ধদর্শনার্থী হইয়া রণস্থলে দাঁড়াইলেন এবং শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক প্রতিপক্ষের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন বজ্র যেমন পর্ব্বত সকল বিদীর্ণ করে সেইরূপ উঁহার ঐ সমস্ত অগ্নিস্পর্শ শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র রাক্ষসদেহ বিদীর্ণ করিতে লাগিল এবং উঁহার চারি জন অনুচরের শূল অসি ও পট্টিশে রাক্ষসগণ ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল। তৎকালে বিভীষণ ঐ কএকটি অনুচরে পরিবৃত হইয়া গর্ব্বিত করিশাবকের মধ্যগত হস্তীর ন্যায় অতিমাত্র শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি যুদ্ধপ্রবৃত্ত বানরগণকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক তৎকালোচিত বাক্যে কহিলেন, বীরগণ! এই একমাত্র ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসরাজ রাবণের পরম আশ্রয়, আর তাহার সৈন্যও এতাবন্মাত্র অবশিষ্ট; এই সময় তোমরা কেন নিশ্চেষ্ট হইয়া আছ। এই পাপাত্মা ইন্দ্রজিৎ বিনষ্ট হইলে রাবণ ব্যতীত সমস্ত রাক্ষসবীর নিঃশেষে নিহত হইল। দেখ, প্রহস্ত, নিকুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, জম্বুমালী, মহামালী, তীক্ষ্ণবেগ, অশনিপ্রভ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, বজ্রদংষ্ট্র, সংহ্রাদী, বিকট, অরিঘ্ন, তপন, মন্দ, প্রঘাস, প্রঘস, প্রজঙ্ঘ, জঙ্ঘ, অগ্নিকেতু, দুর্দ্ধর্ষ, রশ্মিকেতু, বিদ্যুজ্জিহ্ব, দ্বিজিহ্ব, সূর্য্যশত্রু, অকম্পন, সুপার্শ্ব, চক্রমালী, কম্পন, সত্ত্ববন্ত, এবং

দেবান্তক ও নরান্তক তোমরা এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুসংখ্য মহাবল রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছ। তোমরা বাহুদ্বয়ে মহাসাগর লঙ্ঘন করিয়াছ, এক্ষণে এই ক্ষুদ্র গোষ্পদ লঙ্ঘন কর। সম্মুখে যাহা দেখিতেছ অতঃপর কেবল এতাবন্মাত্র জয় করিতে অবশিষ্ট। ইন্দ্রজিৎ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ইহাকে বিনাশ করা আমার অনুচিত, তথাচ আমি রামের জন্য দয়া মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহাকে বধ করিব। আমি ইহার বধার্থী, কিন্তু শোকাশ্রু আমার দৃষ্টি অবরোধ করিতেছে, সুতরাং এই লক্ষ্মণই ইহাকে বধ করিবেন। বানরগণ! তোমরা সমবেত হইয়া ইন্দ্রজিতের সন্নিহিত অনুচরগণকে অগ্রে বিনাশ কর।

বানরেরা যশস্বী বিভীষণের বাক্যে যার পর নাই হৃষ্ট হইয়া ঘন ঘন লাঙ্গুল কাঁপাইতে লাগিল এবং মেঘদর্শনে ময়ূর যেমন নানারূপ রব করে সেইরূপ রব করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবীর জাম্ববান ভল্লূকসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ভল্লূকেরা নখ দন্ত ও শিলা দ্বারা রাক্ষসগণকে প্রহার আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরাও নির্ভয়ে জাম্ববানকে ভৎর্সনা করিয়া সুতীক্ষ্ণ পরশু, পট্টিশ, যষ্টি ও তোমর প্রহার করিতে লাগিল। ক্রমশঃ যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে মহাবীর হনুমান লক্ষ্মণকে পৃষ্ঠদেশ হইতে অবরোপণ এবং ক্রোধভরে এক শৈলশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় ইন্দ্রজিৎও পুনর্ব্বার লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইল। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। উঁহারা পরস্পরের শরে আচ্ছন্ন

এবং বর্ষাকালে সূর্য্য ও চন্দ্র যেমন জলদপটলে আবৃত ও অদৃশ্য হন সেইরূপ উহাঁরা শরজালে পুনঃপুনঃ আবৃত ও অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। তৎকালে উহাদের শরগ্রহণ, শর-সন্ধান, ধনুগ্রহণে হস্তপরিবর্ত্তন, শরক্ষেপ, শর আকর্ষণ, শর-বিভাগ, সুদৃঢ়মুটিযোজনা ও লক্ষ্যভেদ এই সমস্ত কার্য্য ক্ষিপ্র-হস্ততা নিবন্ধন কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পারিল না। শরে শরে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন; সমস্ত পদার্থই অদৃশ্য। স্বপক্ষ ও পর-পক্ষবোধে বিষম অব্যবস্থা ঘটিতে লাগিল। আকাশ নিবিড় শরান্ধকারে আবৃত ও নীরন্ধ্র। সমস্তই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। এদিকে সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছেন। চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারে আবৃত। অসংখ্য রক্তনদী বহিতে লাগিল। মাংসাশী দারুণ গৃধ্রাদি পক্ষী রুক্ষ স্বরে চিৎকার করিতেছে। বায়ু নিঃস্তব্ধ, অগ্নি নির্ব্বাণ প্রায়। গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ যার পর নাই সন্তপ্ত। মহর্ষিগণ এই ঘোর উৎপাত দর্শনে স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া জীবজগতের শুভ কামনা করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের কৃষ্ণকায় স্বর্ণালঙ্কৃত চারিটি অশ্ব চার শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে সারথিকে লক্ষ্য করিয়া স্বর্ণখচিত সুশাণিত বজ্রকল্প ভল্লাস্ত্র আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। ভল্ল পরিত্যক্ত হইবা-মাত্র জ্যাআকর্ষণজ তলশব্দে নিনাদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সারথির শিরশ্ছেদন করিল। তখন ইন্দ্রজিৎ স্বয়ংই সারথ্যে নিযুক্ত হইল। তৎকালে এই ব্যাপার সকলের চক্ষে অতি-মাত্র কৌতুককর হইয়া উঠিল। যখন ইন্দ্রজিৎ সারথ্যে নিযুক্ত তখন উহার প্রতি শরবৃষ্টি হইতেছে, এবং যখন

ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত তখন উহার অশ্বের উপর শর-পাত হইতেছে। ঐ সময় লক্ষ্মণ ঐ মহাবীরকে নির্ভীকবৎ বিচরণ করিতে দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে অতিমাত্র শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিতের সমরোৎসাহ নির্ব্বাণ প্রায়। সে ক্রমশঃ বিষণ্ণ হইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে যূথপতি বানরগণ হৃষ্ট মনে লক্ষ্মণের ভূয়সী প্রশংসা আরম্ভ করিল।

অনন্তর প্রমাথী, রভস, শরভ ও গন্ধমাদন এই চার জন বানর অধীর হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং ভীম বিক্রমে মহা-বেগে ইন্দ্রজিতের ঐ চারিটি অশ্বের উপর গিয়া পড়িল। অশ্ব সকল আক্রান্ত ও পীড়িত। উহাদের মুখ দিয়া রক্ত বমন হইতে লাগিল। পরে ঐ সমস্ত বানর ঐ চারিটি অশ্বকে বধ করিয়া পুনর্ব্বার লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইল। ইন্দ্র-জিতের অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট। সে রথ হইতে অবতরণ এবং লক্ষ্মণের প্রতি শর বর্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইল। লক্ষ্মণও ঐ পাদচারী বীরকে পুনঃপুনঃ শর প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নবতিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ ভূতলে দণ্ডায়মান। সে ক্রোধাবিষ্ট ও স্বতেজে প্রজ্বলিত। ঐ মহাবীর এবং লক্ষ্মণ উভয়ে বন্য হস্তীর ন্যায় জয়শ্রী লাভের জন্য সম্মুখযুদ্ধ করিতেছেন। উভয় পক্ষীয় সৈন্য ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত। উহারা স্বস্ব অধিনায়ককে

তিলার্দ্ধ পরিত্যাগ করিল না। প্রত্যুত তৎকালে সকলে ইতস্তত হইতে একত্র মিলিতে লাগিল। ইত্যবসরে ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণকে প্রশংসাবাক্যে পুলকিত করিয়া হৃষ্ট মনে কহিল, রাক্ষসগণ! এখন চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারে আবৃত, আত্মপর কিছুই বোধগম্য হইতেছে না। এই সময়ে তোমরা বানরগণকে মুগ্ধ করিবার জন্য নির্ভয়ে যুদ্ধ কর। আমিও ইতিমধ্যে রথ লইয়া প্রত্যাগত হইতেছি। বানরেরা আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, যাহাতে আমার নগরপ্রবেশে ব্যাঘাত না দেয়, তোমরা তাহাই করিও।

এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ বানরগণকে বঞ্চনা পূর্ব্বক লঙ্কা পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া এক সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিল। ঐ রথ প্রাস অসি ও শরে পরিপূর্ণ, উৎকৃষ্ট অশ্বে যোজিত এবং হিতোপদেষ্টা অশ্বশাস্ত্রজ্ঞ সারথি দ্বারা অধিষ্ঠিত। ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসবীরে পরিবৃত ও মৃত্যুমোহে আকৃষ্ট হইয়া লঙ্কা হইতে বহির্গত হইল এবং বেগগামী অশ্বের সাহায্যে শীঘ্রই রণস্থলে উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও বানরগণ ঐ ধীমানকে পুনর্ব্বার রথস্থ দেখিয়া উহার ক্ষিপ্রকারিতায় অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বানরবধে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরা উহার ভীমবেগ নারাচ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রজারা যেমন প্রজাপতির শরণাপন্ন হয় সেইরূপ লক্ষ্মণের শরণাপন্ন হইতে লাগিল। তখন লক্ষ্মণ জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের শরাসন দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

ইন্দ্রজিৎ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অন্য এক ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক উহাতে জ্যা যোজনা করিয়া লইল। লক্ষ্মণও তিন শরে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তীব্র সর্পবিষের ন্যায় দুর্ব্বিসহ পাঁচ শরে উহার বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। ঐ সমস্ত শর উহার দেহ ভেদ পূর্ব্বক রক্তবর্ণ উরগের ন্যায় ভূতলে পড়িল। ইন্দ্রজিৎ প্রহারবেগে রক্ত বমন করিতে লাগিল। পরে সে সুদৃঢ় জ্যাযুক্ত সারবত্তর অপর এক ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণের প্রতি বারিধারার ন্যায় শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। লক্ষ্মণও তন্নিক্ষিপ্ত শর সকল অবলীলাক্রমে নিবারণ করিলেন। উহাঁর এই কার্য্য অতি অদ্ভুত। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে প্রত্যেক রাক্ষসের প্রতি তিন তিন শর প্রয়োগ পূর্ব্বক ইন্দ্রজিৎকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎও উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরক্ষেপ করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ ঐ সমস্ত শর অর্দ্ধপথে খণ্ড খণ্ড করিয়া, সন্নতপর্ব্ব ভল্লাস্ত্র দ্বারা উহার সারথিকে বিনষ্ট করিলেন। উহার অশ্বসকল সারথিশূন্য হইয়া স্থির ভাবে মণ্ডলপথে বিচরণ করিতে লাগিল। তৎকালে এই ব্যাপার অতি অদ্ভুত হইয়া উঠিল। পরে লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহার অশ্বগণকে শরবিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ এই কার্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া দশ শরে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিল। ঐ সমস্ত বিষবৎ উগ্র বজ্রসার শর লক্ষ্মণের স্বর্ণপ্রভ বর্ম্ম স্পর্শ করিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। তখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের বর্ম্ম একান্ত দুর্ভেদ্য বোধ করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তিন শরে উহাঁর ললাট বিদ্ধ করিল। লক্ষ্মণ ঐ ললাটস্থ তিন শরে ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভিত হইলেন। পরে

তিনি প্রহারব্যথায় পীড়িত হইয়া পাঁচ শরে উহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মুখ বিদ্ধ করিলেন। ঐ দুই বীরের সর্ব্বাঙ্গে শোণিতধারা। উহাঁরা কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিভীষণের আস্যদেশে তিন শর নিক্ষেপ করিল এবং সমস্ত যূথপতি বানরের প্রত্যেককে শর বিদ্ধ করিতে লাগিল। বিভীষণ উহার শরাঘাতে অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গদাঘাতে উহার অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। উহার সারথিও বিনষ্ট হইল। তখন ইন্দ্রজিৎ রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বিভীষণের প্রতি এক মহাশক্তি প্রয়োগ করিল। লক্ষ্মণ বিভীষণের দিকে ঐ শক্তি মহাবেগে আসিতে দেখিয়া শাণিত শরে তাহা দশধা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে বিভীষণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিতের বক্ষে বজ্রস্পর্শ পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত শর উহার দেহ ভেদ পূর্ব্বক রক্তাক্ত হইয়া রক্তকায় সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। পিতৃব্যের উপর ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত জাতক্রোধ। সে এক যমদত্ত ঘোর শর গ্রহণ করিল। ভীমবল লক্ষ্মণও একটি প্রতিশর গ্রহণ করিলেন। ঐ শর অমিতপ্রভাব কুবের স্বয়ং স্বপ্নযোগে উহাঁকে প্রদান করেন। উহা দুর্জ্জয় ও সুরাসুরেরও দুর্ব্বিসহ। ঐ দুই মহাবীরের পরিঘাকার বাহু দ্বারা সুদৃঢ় ধনু মহাবেগে আকৃষ্ট হইবামাত্র ক্রৌঞ্চবৎ কূজন করিয়া উঠিল এবং ঐ দুই শরও শরাসনে যোজিত ও আকৃষ্ট হইবামাত্র শ্রীসৌন্দর্য্যে জ্বলিতে লাগিল। পরে শরদ্বয় শরাসনচ্যুত হইয়া অন্তরীক্ষ উদ্ভাসন

পূর্ব্বক মহাবেগে চলিল। পথিমধ্যে উভয়ের মুখে মুখে ঘোর ঘর্ষণ উপস্থিত। এই সঙ্ঘর্ষপ্রভাবে ধূমব্যাপ্ত বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত দারুণ অগ্নি উত্থিত হইল। পরে ঐ দুই মহাগ্রহতুল্য শরদণ্ড শতধা খণ্ডিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পড়িল। তদ্দৃষ্টে লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎও যার পর নাই লজ্জিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রজিৎও রৌদ্রাস্ত্র দ্বারা ঐ অদ্ভুত বারুণাস্ত্র নিবারণ করিয়া ক্রোধভরে ত্রিলোক সংহারার্থই যেন দীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিল। লক্ষ্মণ সৌর্য্যাস্ত্রে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রজিৎ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল এবং সুশাণিত আসুর শর সন্ধান করিল। ঐ আসুর শর যোজিত হইবামাত্র শরাসন হইতে প্রদীপ্ত কুট মুদ্গার, শূল, ভুশুণ্ডি, গদা, খড়্গ ও পরশু অনবরত নির্গত হইতে লাগিল। ঐ আসুর শর অতি দারুণ ও দুর্নিবার। উহা সকল অস্ত্রকেই পরাস্ত করিতে পারে। লক্ষ্মণ মাহেশ্বর অস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারণ করিলেন। ঐ দুই বীরের যুদ্ধ রোমহর্ষণ ও অদ্ভুত। এবং উহা উভয় পক্ষীয় বীরগণের ভীম রবে অতি-মাত্র ভীষণ হইয়া উঠিল। গগনচর জীবগণ লক্ষ্মণের সন্নি-হিত হইয়া সবিস্ময়ে উহা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। উহাদের অবস্থানে আকাশ শ্রীসৌন্দর্য্যে শোভিত হইল। এবং তৎ-কালে দেবতা গন্ধর্ব্ব গরুড় উরগ ঋষি ও পিতৃগণ ইন্দ্রকে অগ্র-বর্ত্তী করিয়া লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে সংহার করিবার জন্য একটি

অগ্নিস্পর্শ শর সন্ধান করিলেন। ঐ শরের পর্ব্ব ও পত্র সুশোভন, উহা অনুক্রমে গোলাকার হইয়া গিয়াছে, উহা স্বর্ণখচিত ও সুসন্নিবেষ! উহা দেহবিদারণ, উরগবৎ ঘোর-দর্শন, দুর্নিবার ও বিষম। পূর্ব্বে সুরাসুরযুদ্ধে মহাবীর্য্য দেবরাজ ঐ শরে দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন এই জন্য সুরগণ উহার পূজা করিয়া থাকেন। রাক্ষসেরা উহা দেখিবামাত্র ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ ঐ অমোঘ ঐন্দ্রাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশে কহিলেন, অস্ত্রদেব! যদি রাম অপ্রতিদ্বন্দ্বী সত্যপরায়ণ ও ধর্ম্মশীল হন, তবে তুমি ইন্দ্রজিৎকে সংহার কর। এই বলিয়া তিনি ঐ শর আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ইন্দ্রজিতের উষ্ণীষশোভিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিল। প্রকাণ্ড মস্তক স্কন্ধচ্যুত ও রক্তাক্ত হইয়া ভূতলে পড়িল। ইন্দ্রজিতের বর্ম্মাবৃত দেহ লুঠিতে লাগিল এবং শরাসন করভ্রষ্ট হইয়া গেল। তখন বৃত্রাসুরবধে দেবগণের যেমন হর্ষধ্বনি উঠিয়াছিল সেইরূপ বানরগণের আনন্দরব উত্থিত হইল। অন্তরীক্ষে ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা প্রভৃতি সকলেরই মুখে জয় জয় রব। রাক্ষসী সেনা বানর-গণের বৃক্ষশিলাঘাতে চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। উহারা ভীত ও বিমোহিত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান হইল। অনেকে প্রহারব্যথায় পীড়িত হইয়া ভীতমনে লঙ্কায় প্রবেশ করিল, অনেকে মহাসমুদ্রে গিয়া পড়িল এবং অনেকে পর্ব্বতে লুক্কাইত হইল। তৎকালে মহাবীর ইন্দ্রজিৎকে বিনষ্ট দেখিয়া কেহই রণস্থলে তিষ্ঠিতে পারিল না। সূর্য্য

অস্তমিত হইলে যেমন রশ্মিজাল অদৃশ্য হয় সেইরূপ ইন্দ্রজিৎ রণশায়ী হইলে রাক্ষসেরাও অদৃশ্য হইল। ইন্দ্রজিৎ নিষ্প্রভ সূর্য্য ও নির্ব্বাণ অগ্নির ন্যায় রণক্ষেত্রে পতিত। ত্রিলোক নিঃশত্রু নিরাপদ ও উৎফুল্ল হইল। ঐ পাপাত্মার বিনাশে ইন্দ্রদেব মহর্ষিগণের সহিত যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন। অন্তরীক্ষে দেবগণের দুন্দুভিধ্বনি উত্থিত হইল, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল নৃত্য আরম্ভ করিল, চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, ধূলিজাল অপসারিত, জল স্বচ্ছ, আকাশ নির্ম্মল, দেব ও দানবেরা হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ সর্ব্বলোকভয়াবহ দুরাত্মার বিনাশে সকলে সমবেত ও পুলকিত হইয়া কহিতে লাগিল, অতঃপর ব্রাহ্মণেরা গতজ্বর ও নিষ্কণ্টক হইয়া বিচরণ করুন।

অনন্তর বিভীষণ, হনুমান ও জাম্ববান ইন্দ্রজিতের বধে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাবীর লক্ষ্মণকে পুনঃপুনঃ অভিনন্দন ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বানরগণ ঘোর রবে গর্জ্জন ও লম্ফ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল, কেহ কেহ হর্ষ প্রকাশের অবসর পাইয়া লক্ষ্মণকে বেষ্টন পূর্ব্বক উপবেশন করিল, কেহ কেহ লাঙ্গূল আস্ফালন করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা লাঙ্গূল ঘনঘন কাঁপাইতে লাগিল। সকলেরই মুখে লক্ষ্মণের জয়জয় রব তৎকালে অনেকে পরস্পর কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক হৃষ্টমনে লক্ষ্মণসংক্রান্ত নানারূপ বীরত্বের কথা কহিতে লাগিল। দেবগণও প্রিয়সুহৃৎ লক্ষ্মণের এই দুষ্কর কার্য্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন।

একনবতিতম সর্গ।

লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত। তিনি ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং ক্ষতজনিত ব্যথায় বিভীষণ ও হনুমানের স্কন্ধে হস্তার্পণ পূর্ব্বক জাম্ববান প্রভৃতি বীরগণকে সঙ্গে লইয়া যথায় রাম ও সুগ্রীব শীঘ্র সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং রামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক উপেন্দ্র যেমন ইন্দ্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় তিনি সেইরূপ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বিভীষণের মুখপ্রসাদ অগ্রে ইন্দ্রজিতের বধসংবাদ ব্যক্ত করিল। পরে তিনি কহিলেন, রাজন্! আজ মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছেন।

তখন রাম এই সংবাদে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! আজ বড় পরিতুষ্ট হইলাম, তুমি অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছ। যখন ইন্দ্রজিৎ বিনষ্ট হইল তখন জানিও আমরাই জয়ী হইলাম। এই বলিয়া রাম স্নেহভরে বল পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে এই বীরকার্য্যের প্রসঙ্গে রামের নিকট লক্ষ্মণের অতিশয় লজ্জা উপস্থিত হইল। রাম উঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক সস্নেহ দৃষ্টিতে পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও ব্যথিত, যুদ্ধশ্রমে ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। রাম ঐ স্নেহাস্পদ ভ্রাতার মস্তকাঘ্রাণ ও পুনঃপুনঃ সর্ব্বাঙ্গে করপরামর্ষণ পূর্ব্বক আশ্বাস বাক্যে কহিলেন, বৎস!

তুমি আজ দুষ্কর ও শ্রেয়স্কর কার্য্য সাধন করিয়াছ। আজ ইন্দ্রজিতের বিনাশে বুজিতেছি স্বয়ং রাবণই বিনষ্ট হইল। আজ আমি বিজয়ী। ইন্দ্রজিৎই রাবণের একমাত্র আশ্রয় ছিল, তুমি ভাগ্যবলে ঐ নিষ্ঠুরের সেই দক্ষিণ হস্তই ছেদন করিয়াছ। হনুমান ও বিভীষণও অতি মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিন দিবসে আমার শত্রু নিপাত হইল। আজ আমি নিঃশত্রু। রাবণ পুত্রবিনাশে সন্তপ্ত হইয়া প্রবল রাক্ষসবলের সহিত নিশ্চয় নির্গত হইবে। ঐ দুর্জ্জয় বীর নির্গত হইলে আমি মহাবলে তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক বধ করিব। লক্ষ্মণ! তুমি আমার প্রভু, তোমার সহায্যে অতঃপর সীতা ও পৃথিবী আমার অসুলভ থাকিবে না।

অনন্তর রাম হৃষ্ট মনে সুষেণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুষেণ! এই মিত্রবৎসল লক্ষ্মণ যাহাতে বিশল্য ও সুস্থ হন তুমি শীঘ্র তাহারই ব্যবস্থা কর। মহাবীর ঋক্ষ ও বানরসৈন্য এবং অন্যান্য যোদ্ধাদিগের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তুমি প্রযত্ন সহকারে সকলকেই সুস্থ ও সুখী কর।

তখন সুষেণ এইরূপ আদিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণকে ঔষধ আঘ্রাণ করাইল। লক্ষ্মণ ঐ দিব্য ঔষধির আঘ্রাণ পাইবামাত্র বিশল্য হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের বেদনা দূর হইল এবং বহির্ম্মুখী প্রাণ রুদ্ধ হইয়া আসিল। পরে সুষেণ বিভীষণ প্রভৃতি সুহৃদগণ ও অন্যান্য বানরবীরগণের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ ক্ষণমাত্রে প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাঁহার শল্য অপনীত ও ক্লান্তি দূর হইল। তিনি বিজ্বর ও আনন্দিত হইলেন।

রাম সুগ্রীব বিভীষণ ও জাম্ববান ইহাঁরা তৎকালে তাহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

দ্বিনবতিতম সর্গ ।

এ দিকে রাবণের অমাত্যগণ ইন্দ্রজিতের বধসংবাদ পাইয়া সত্বর রাবণকে গিয়া কহিল, মহারাজ! বিভীষণসহায় লক্ষ্মণ আপনার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে সর্ব্বসমক্ষে যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন। ইন্দ্রজিৎ উহাঁর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া দেহান্তে বীরলোক লাভ করিয়াছেন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ পুত্রের এই দারুণ বধসংবাদে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং বহুক্ষণের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুত্রশোকে যাঁর পর নাই কাতর হইলেন। তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি দীনভাবে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা বৎস! তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়া আজ লক্ষ্মণের শরে বিনষ্ট হইলে? হা বীরপ্রধান! লক্ষ্মণের কথা ত স্বতন্ত্র, তুমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কালান্তক যমকেও শরবিদ্ধ করিতে পার এবং মন্দর পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকলও চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পার। হা মহাবীর! তোমায়ও যখন কালগ্রাসে পড়িতে হইল তখন আজ যমরাজ আমার নিকট শ্লাঘনীয় হইতেছেন। যিনি ভর্তৃকার্য্যে দেহপাত করেন তাঁহার স্বর্গলাভ হয়, দেহগণের মধ্যেও সুযোদ্ধাদিগের এই পথ। আজ তোমার নিশ্চয়ই স্বর্গে গতি হইয়াছে।

আজ সুরাসুর মহর্ষি ও লোকপালগণ ইন্দ্রজিৎকে বিনষ্ট দেখিয়া সুখে নির্ভয়ে নিদ্রা যাইবেন। আজ একমাত্র ইন্দ্রজিৎ ব্যতীত আমার চক্ষে ত্রিলোক শূন্য বোধ হইতেছে। গিরিগহ্বরে যেমন করিণীগণের নিনাদ শুনা যায় সেইরূপ আজ আমায় অন্তঃপুরে রাক্ষসনারীগণের আর্ত্তনাদ শুনিতে হইবে। হা বৎস! তুমি যৌবরাজ্য, লঙ্কা, রাক্ষসগণ, মাতা, পত্নী ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে? বীর! কোথায় আমি মরিলে তুমি আমার প্রেতকার্য্য করিবে, তা না হইয়া তোমার প্রেতকার্য্য আমায় করিতে হইল? হা! রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সকলেই জীবিত আছে এ সময় তুমি আমার হৃদয়শল্য উদ্ধার না করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় গমন করিলে?

রাক্ষসরাজ রাবণ এইরূপ বিলাপ করিতেছেন ইত্যবসরে তাঁহার পুত্রবিনাশে ভয়ানক ক্রোধ উপস্থিত হইল। একে তিনি স্বভাবতই কোপনস্বভাব তাহাতে আবার এই মনঃপীড়া, রশ্মিজাল যেমন গ্রীষ্মকালে সূর্য্যকে প্রদীপ্ত করে সেইরূপ উহা ঐ চণ্ডকোপ মহাবীরকে আরও জ্বলাইয়া তুলিল। ক্রোধভরে তাঁহার ঘন ঘন জৃম্ভা ছুটিতেছে এবং বৃত্রাসুরের মুখ হইতে যেমন অগ্নি উঠিয়াছিল সেইরূপ তাঁহার মুখ হইতে যেন জ্বলন্ত সধূম অগ্নি উঠিতেছে। তিনি পুত্রবধে যার পর নাই সন্তপ্ত ও রোষাবিষ্ট। তিনি বুদ্ধি পূর্ব্বক সমস্ত দেখিয়া জানকীরে বধ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় স্বভাবত রক্তবর্ণ, উহা রোষপ্রভাবে আরও আরক্ত ঘোর ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার মূর্ত্তি স্বভাবত ভীষণ, উহা

কুপিত রুদ্রের মূর্ত্তিবৎ ক্রোধবেগে আরও উগ্র হইয়া উঠিল। প্রদীপ্ত দীপ হইতে যেমন জ্বালার সহিত তৈলবিন্দু পড়ে সেইরূপ তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল। তিনি পুনঃপুনঃ দন্ত দংশন করিতেছেন; দানবগণ সমুদ্রমন্থন-কালে মন্দরপর্ব্বতকে সর্পরূপ রজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করিলে তাহার যেমন শব্দ হইয়াছিল উহাঁর দন্তের সেইরূপ কটকটা শব্দ হইতে লাগিল। তৎকালে রাবণ যেন চরাচর ভক্ষণে উদ্যত, সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট। তিনি চতুর্দ্দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাক্ষসেরা ভয়ে কিছুতেই তাঁহার ত্রিসীমায় যাইতে পারিল না।

অনন্তর রাবণ রাক্ষসগণের যুদ্ধপ্রবৃত্তি উদ্দীপনার্থ কহিতে লাগিলেন, আমি সহস্র সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া সময়ে সময়ে ভগবান স্বয়ম্ভুকে পরিতুষ্ট করিয়া ছিলাম; এক্ষণে তাঁহারই প্রসাদে এবং সেই সকল তপস্যার ফলে সুরাসুর সকলেরই অবধ্য হইয়াছি। স্বয়ম্ভু আমাকে এক সূর্য্যপ্রভ কবচ দান করিয়াছিলেন। সুরাসুরযুদ্ধে অসংখ্য বজ্রবৎ মুষ্টি দ্বারাও তাহা ছিন্নভিন্ন হয় নাই। আজ আমি যখন সেই কবচ ধারণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধে যাইব তখন অন্যের কথা দূরে থাক্ সাক্ষাৎ ইন্দ্রও আমার নিকটস্থ হইতে পারিবেন না। রাক্ষসগণ! ঐ সুরাসুর যুদ্ধে স্বয়ম্ভু প্রসন্ন হইয়া আমায় যে ভীষণ শর ও শরাসন দিয়াছিলেন তোমরা এখনই বাদ্যোদ্যমের সহিত তাহা উঠাইয়া আন; আজ আমি তদ্দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিব।

পরে ঐ ঘোরদর্শন মহাবীর জানকীর বধসংকল্পে রাক্ষস-

গণকে কহিলেন, দেখ, ইন্দ্রজিৎ বানরগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য মায়াবলে একটা কিছু বধ করিয়া, সীতা বধ হইল ইহাই প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। সেই সময় যাহা মিথ্যা দেখান হইয়াছিল আমি সেই প্রিয়তর কার্য্য আজ সত্যসত্যই দেখাইব। জানকী অক্ষত্রিয় রামের একান্ত অনুরাগিণী, আমি তাহাকে এই দণ্ডেই বধ করিব।

এই বলিয়া রাবণ তৎক্ষণাৎ আকাশশ্যামল খরধার খড়্গ-উদ্যত করিয়া, অশোক বনে মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তাঁহার ভার্য্যা ও সচিবগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা সিংহনাদ সহকারে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, আজ রাম ও লক্ষ্মণ এই মহাবীরকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইবে। ইনি ক্রোধবেগে লোকপাল-গণকে পরাজয় এবং অন্যান্য বহুসংখ্য শত্রুকে বধ করি-য়াছেন। বলবীর্য্যে ইহাঁর তুল্যকক্ষ পৃথিবীতে আর কেহই নাই। ইনি বাহুবলে ত্রিলোকের সমস্ত ধন রত্ন আহরণ ও উপভোগ করিয়া থাকেন।

রাবণ ক্রোধে অধীর হইয়া অশোক বনে চলিয়াছেন। সুবোধ সুহৃদ্গণ স্ত্রীহত্যা রূপ দুশ্চেষ্টা হইতে উহাঁকে পুনঃপুনঃ নিবারণ করিতেছে কিন্তু অন্তরীক্ষে গ্রহ যেমন রোহিণীর প্রতি বেগে যায় তিনি সেইরূপ জানকীর প্রতি বেগে যাইতে লাগিলেন। সীতা অশোক বনে রাক্ষসীগণে রক্ষিতা। তিনি দূর হইতে দেখিলেন, রাবণ খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক, কাহারই বারণ না মানিয়া ক্রোধভরে বেগে তাঁহারই দিকে আসিতেছে। তদ্দৃষ্টে তিনি দুঃখিত হইয়া করুণ কণ্ঠে কহিলেন, হা! যখন

এই দুর্ম্মতি খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক মহাক্রোধে আমারই দিকে আসিতেছে তখন আজ আমাকে অনাথার ন্যায় নিশ্চয় বধ করিবে। আমি পতিব্রতা, ঐ দুরাত্মা "আমার ভার্য্যা হও" বলিয়া বারংবার আমায় প্রলোভন দেখাইয়াছিল কিন্তু আমি উহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। এক্ষণে আমার সেই অস্বী-কার বাক্যে সম্পূর্ণ নিরাশ এবং ক্রোধমোহে হতজ্ঞান হইয়া নিশ্চয় আমাকেই বধ করিতে আসিতেছে। অথবা বোধ হয় এই অনার্য্য আমায় পাইবার জন্য আজ রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়াছে। কারণ ইতিপূর্ব্বেই রাক্ষসেরা হৃষ্ট হইয়া কোলাহল সহকারে জয়ঘোষণা কবিতেছিল; আমি এখান হইতে তাহাদের সেই ভীষণ নিনাদ শুনিতে পাইয়াছি। হা! আমারই জন্য রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ প্রাণ হারাইয়াছেন। কিংবা বোধ হয় এই পাপাত্মা পুত্রশোকে ঐ দুই বীরকে বিনাশ করিতে না পারিয়া আমাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছে। হা! আমি দুর্বুদ্ধিক্রমে তখন হনুমানের কথা রাখি নাই। যদি তখন ভর্ত্তৃবিজয়ের অপেক্ষা না করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতাম তাহা হইলে আজ এইরূপে আমায় শোক করিতে হইত না। আমি পতির ক্রোড়ে পরম সুখে থাকিতাম। হা! যখন সেই একপুত্রা আর্য্যা কৌশল্যা পুত্রবধের কথা শুনিবেন বোধ হয় তখন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। তিনি পুত্রের জন্ম, বাল্য, যৌবন, রূপ ও ধর্ম্ম এই সমস্তই সজল নয়নে স্মরণ করিবেন। তিনি নিরাশ মনে তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া নিশ্চয় অগ্নি বা জলে প্রবেশ করিবেন। সেই পাপীয়সী অসতী কুব্জা

মন্থরাকে ধিক্, আজ তাহারই জন্য আর্য্যা কৌশল্যা এই রূপ শোক পাইলেন।

অনন্তর বুদ্ধিমান সুশীল অমাত্য সুপার্শ্ব জানকীরে চন্দ্র-বিরহিত কুগ্রহহস্তগত রোহিণীর ন্যায় এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া স্বয়ং পুনঃপুনঃ নিবারিত হইয়াও রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! আপনি কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এক্ষণে ধর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া, জানি না কিরূপে স্ত্রীবধে উদ্যত হইয়াছেন। বীর! আপনি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ, বেদবিদ্যা সমাপন ও গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন; জানি না, স্ত্রীবধে আপনার কিরূপে ইচ্ছা হইল? জানকী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী, রামের বধকাল পর্য্যন্ত আপনি তাহার অপেক্ষা করুন এবং আমাদিগকে লইয়া যুদ্ধে সেই রামেরই প্রতি ক্রোধ উন্মুক্ত করুন। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী, আজই যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়া অমাবস্যায় সসৈন্যে জয়লাভার্থ নির্গত হউন। আপনি বুদ্ধিমান ও মহাবীর। আপনি রথারোহণ ও অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রামকে বধ করুন। পরে জানকী নিশ্চয় আপনার হস্তগত হইবে।

দুরাত্মা রাবণ সুপার্শ্বের এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে সম্মত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া পুনর্ব্বার সভাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

অনন্তর রাবণ সভাপ্রবেশ করিয়া, কুপিত সিংহের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দীন মনে উৎকৃষ্ট আসনে উপ-বিষ্ট হইলেন এবং পুত্রশোকে কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসবীরগণ! তোমরা সমস্ত হস্ত্যশ্বরথ লইয়া এখনই যুদ্ধার্থ নির্গত হও এবং চতুর্দ্দিকে সেই একমাত্র রামকে বেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ কর। বর্ষাকালে জলদজাল যেমন জলধারা বর্ষণ করে তোমরা সেইরূপ হৃষ্ট হইয়া তাহার উপর শর বর্ষণ কর। অথবা সে আজিকার যুদ্ধে তোমাদের শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া থাকিবে, কল্য গিয়া আমি সর্ব্বসমক্ষে তাহাকে বধ করিয়া আসিব।

তখন রাক্ষসগণ রাবণের আজ্ঞাক্রমে দ্রুতগামী রথ লইয়া সসৈন্যে নির্গত হইল এবং শীঘ্র রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বানরগণকে প্রাণান্তকর শর, পরিঘ, পট্টিশ ও পরশু প্রহারে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরাও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদিগের প্রতি বৃক্ষশিলা বৃষ্টি করিতে লাগিল। সূর্য্যোদয়কালে এই যুদ্ধ উপস্থিত। বানর ও রাক্ষসগণ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতেছে। রক্তনদী সৈন্যগণের পদোত্থিত ধূলিরাশি নষ্ট করিয়া প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। হস্তী ও রথ উহার কূল, শর ও মৎস্যধ্বজ তীরবৃক্ষ। ঐ নদী মৃতদেহরূপ কাষ্ঠভার সকল বেগে বহিতেছে। ঐ সময় রক্তাক্ত বানরগণ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রাক্ষসগণের ধ্বজ, বর্ম্ম, রথ, অশ্ব

ও অস্ত্রশস্ত্র ভগ্ন ও চূর্ণ করিতে লাগিল এবং উহাদের সুতীক্ষ্ণ দন্ত ও নখ দ্বারা রাক্ষসগণের কেশ, কর্ণ, ললাট ও নাসিকা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। পক্ষীরা যেমন পতিত বৃক্ষে গিয়া পড়ে সেইরূপ বানরেরা এক এক রাক্ষসের উপর শত সংখ্যায় গিয়া পড়িতে লাগিল। রাক্ষসেরাও উহাদিগকে গুরুতর গদা প্রাস খড়্গ ও পরশু দ্বারা বিনাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরেরা রাক্ষসদিগের প্রহারে অতিমাত্র কাতর হইয়া রামের শরণাপন্ন হইল। মহাবীর রাম ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসসৈন্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি যখন সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরানলে সকলকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন তখন মেঘ যেমন সূর্য্যের নিকটস্থ হইতে পারে না সেইরূপ রাক্ষসেরা উহাঁর নিকটস্থ হইতে পারিল না। তৎকালে উহারা রামের হস্তে দুষ্কর কার্য্য সকল কেবলই অনুষ্ঠিত দেখিতে লাগিল; তাহার উদ্যোগ আর কাহারই প্রত্যক্ষ হইল না। রাম কখন সৈন্যচালন কখন বা মহারথগণকে অপসারণ করিতেছেন কিন্তু অরণ্যগত বায়ুকে যেমন কেহ দেখিতে পায় না সেইরূপ এই সমস্ত কার্য্য ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তাঁহার শরে রাক্ষসসৈন্য ছিন্নভিন্ন দগ্ধ ও পীড়িত হইতেছে; তৎকালে ইহাই কেবল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল কিন্তু ঐ ক্ষিপ্রকারী মহাবীর যে কোথায় কেহই তাহার উদ্দেশ পাইল না। মনুষ্য যেমন শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কর্তৃরূপে অবস্থিত জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না তেমনি রাক্ষসেরা ঐ প্রহারপ্রবৃত্ত বীরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিল না। এই রাম গজসৈন্য বিনাশ করিতেছে, ঐ রাম

মহারথগণকে বধ করিতেছে এইরূপে রাক্ষসেরা কুপিত হইয়া রামসাদৃশ্যে রাক্ষসগণকে বধ করিতে লাগিল। সকলেই রামের গান্ধর্ব্ব অস্ত্রে মোহিত। তৎকালে কেহ কিছুতেই রামকে দেখিতে পাইল না। উহারা এক একবার রণস্থলে সহস্র সহস্র রামের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেছে আবার একমাত্র রামকেই দেখিতেছে। এক একবার তাঁহার অতিমাত্র অস্থির-অঙ্গারচক্রাকার ধনুঃকোটি দেখিতেছে কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। ঐ সময় সকলে রামচক্রকে কালচক্রের ন্যায় দেখিতে লাগিল। তাঁহার মধ্যশরীর ঐ চক্রের নাভি; বলই জ্যোতি; শর সকল অরকাষ্ঠ; শরাসন নেমিপ্রদেশ; জ্যা ও তলশব্দই ঘর্ঘর রব; প্রতাপ ও বুদ্ধিই প্রভা; এবং দিব্যাস্ত্র বৈভবই সীমা। একমাত্র রাম দিবসের অষ্টম ভাগে বহ্নিজ্বালাসদৃশ শরনিকরে দশ সহস্র বেগগামী রথ, অষ্টাদশ সহস্র হস্তী, চতুর্দ্দশ সহস্র আরোহির সহিত অশ্ব, এবং দুই লক্ষ পদাতি বিনাশ করিলেন। হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা লঙ্কা পুরীতে পলায়ন করিল। রণস্থলে কোথাও অশ্ব, কোথাও হস্তী ও কোথাও বা পদাতি পতিত। ঐ স্থান কুপিত রুদ্রের ক্রীড়াভূমির ন্যায় ভীষণ বোধ হইতে লাগিল।

তখন গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ঋষি ও দেবগণ রামকে বারংবার সাধুবাদ করিলেন। রাম সন্নিহিত সুগ্রীব, বিভীষণ, হনূমান, জাম্ববান, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে কহিলেন, দেখ, আমার বা রুদ্রের এই পর্য্যন্তই অস্ত্রবল।

চতুর্নবতিতম সর্গ।

অনন্তর লঙ্কানিবাসী রাক্ষস ও রাক্ষসীগণ হস্ত্যশ্ব রথের সহিত অসংখ্য সৈন্য রামশরে বিনষ্ট হইয়াছে ইহা দেখিয়া ও শুনিয়া যার পর নাই তটস্থ হইল এবং সকলে সমবেত হইয়া দীনমনে উপস্থিত বিপদ চিন্তা করিতে লাগিল। তৎকালে পতিপুত্রহীনা রাক্ষসীরা দুঃখাবেগে আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হা! নিম্নোদরী বিকটা রাক্ষসী শূর্পনখা অরণ্যে সাক্ষাৎ কন্দর্পসদৃশ রামের নিকট কেন গিয়াছিল! সে সর্ব্বাংশেই বধযোগ্যা। ঐ বিরূপা রাক্ষসী সর্ব্বভূতহিতৈষী সুকুমার রামকে দেখিয়া অনঙ্গের বশবর্ত্তিনী হইয়াছিল। সে গুণহীনা ও দুর্ম্মুখী; রাম গুণবান ও সুমুখ। সে রামকে দেখিয়া কেন কামার্ত্তা হইয়াছিল? রাক্ষসেরা নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাহাদিগের এবং মহাবীর খর ও দূষণের বধের জন্যই ঐ পলিতকেশা লোলদেহা বর্ষীয়সী ঘৃণিত হাস্যকর অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। রাবণ কেবল তাহারই জন্য রামের সহিত এই শত্রুতা করিয়াছেন এবং জানকীরে হরণ করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানকীরে পাইলেন না; প্রত্যুত মহাবল রামের সহিত তাঁহার দুরপণেয় শত্রুতা বদ্ধমূল হইয়াছে। যখন সেই মহাবীর রাম একাকী বিরাধ রাক্ষসকে বধ করিয়াছেন তখন তাঁহার বলবীর্য্য পরীক্ষার পক্ষে সীতাপ্রার্থী রাবণের তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ। যখন রাম জনস্থানে অগ্নিসমান শরনিকরে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস এবং খর দূষণ

ও ত্রিশিরাকে বধ করিয়াছেন তখন তাঁহার বলবীর্য্য পরীক্ষার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ। যখন রাম যোজনবাহু, ক্রোধনাদী কবন্ধ এবং মেঘবর্ণ বালীকে বধ করিয়াছেন তখন তাঁহার বলবীর্য্য পরীক্ষার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ। মহাত্মা বিভীষণ রাবণকে ধর্ম্মার্থসঙ্গত রাক্ষসগণের হিতকর বাক্যে অনেক বুঝাইয়া ছিলেন কিন্তু তৎকালে মোহপ্রভাবে সেই সমস্ত কথা তাঁহার কিছুতেই প্রীতিকর হয় নাই। হা! যদি রাবণ তাঁহার কথা শুনিতেন তবে এই লঙ্কা আজ শ্মশানতুল্য হইত না। এক্ষণে কুম্ভকর্ণ, অতিকায় ও ইন্দ্রজিৎ শত্রুহস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। এই সমস্ত কাণ্ড দেখিয়া শুনিয়াও কি রাবণের চৈতন্য হইল না! আমার পুত্র, আমার ভ্রাতা, আমার ভর্ত্তা, আমাকে ফেলিয়া কোথায় পলায়ন করিল; এখন লঙ্কার গৃহে গৃহে রাক্ষসীগণের কেবলই এই আর্ত্তনাদ শুনা যায়। মহাবীর রাম অসংখ্য রথ অশ্ব হস্তী ও পদাতি নষ্ট করিয়াছেন। বোধ হয় সাক্ষাৎ রুদ্র, বিষ্ণু, ইন্দ্র, অথবা যম রামরূপে এই লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া থাকিবেন। এখন এই পুরী বীরশূন্য; আমরাও প্রাণে হতাশ; আমাদের বিপদের অন্ত নাই, আমরা অনাথা হইয়া নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুমোচন করিতেছি। বীর রাবণ বরগর্ব্বিত; রাম হইতে এই যে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত, তিনি ইহা কিছুতেই বুঝিতেছেন না। রাম তাঁহার বিনাশে উদ্যত; তাঁহাকে পরিত্রাণ করিতে পারে, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণের মধ্যে এমন আর কেহই নাই। এখন প্রত্যেক যুদ্ধেই নানারূপ উৎপাত দৃষ্ট হয়। বিচক্ষণ বৃদ্ধেরা এই সমস্ত উৎপাত দৃষ্টে কহিয়া

থাকেন যে রামের হস্তে রাবণবধই ইহার ফল। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া বরদান পূর্ব্বক রাবণকে দেবদানবের অবধ্য করিয়াছেন কিন্তু ঐ বরগ্রহণকালে রাবণ মনুষ্যকে লক্ষ্য করেন নাই। বোধ হয় এখন তাঁহার অদৃষ্টে সেই প্রাণান্তকর ঘোর মনুষ্যভয়ই উপস্থিত। একদা সুরগণ বরলাভমোহিত রাবণের অত্যাচারে কাতর হইয়া কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়া ছিলেন। ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদের হিতোদ্দেশে এইরূপ কহেন যে, আজ অবধি সমস্ত রাক্ষস ও দানব দেবভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিবে। পরে দেবতারা দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করেন। তিনি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, দেবগণ! ভয় নাই, তোমাদের হিতোদ্দেশে রাক্ষসকুলক্ষয়করী এক নারী উৎপন্ন হইবে। হা! পূর্ব্বে দেবনিয়োগে ক্ষুধা যেমন দানবগণকে নষ্ট করিয়াছিল এক্ষণে সেইরূপ এই রাক্ষসনাশিনী জানকীই আমাদিগকে নষ্ট করিল। দুর্ব্বিনীত দুর্ম্মতি একমাত্র রাবণেরই অত্যাচারে আমাদের এই শোক ও বিনাশ উপস্থিত। রাম যুগান্তকালীন করাল কালের ন্যায় আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন; এক্ষণে আমাদিগকে আশ্রয় দেয় পৃথিবীতে এমন আর কাহাকেই দেখি না। আমরা অরণ্যে দাবাগ্নিবেষ্টিত করিণীর ন্যায় বিপন্ন; এক্ষণে আমাদিগের উদ্ধারের আর পথ নাই। মহাত্মা বিভীষণই কালোচিত কার্য্য করিয়াছেন। যাঁহা হইতে এই বিপদ তিনি তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছেন।

তৎকালে রাক্ষসীগণ পরস্পর কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক এইরূপ

বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল এবং অতিমাত্র ভীত হইয়া আর্ত্তস্বরে চিৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণ লঙ্কার গৃহে গৃহে রাক্ষসীগণের এই করুণ বিলাপ শুনিতে পাইলেন। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি দন্ত দ্বারা পুনঃপুনঃ ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি রোষবশে প্রলয় হুতাসনের ন্যায় ভীষণ হওয়াতে তিনি সকলেরই দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। অনন্তর ঐ ভীমদর্শন বীর চক্ষুঃজ্যোতিতে সন্নিহিত রাক্ষসদিগকে দগ্ধ করিয়া ক্রোধস্খলিত বাক্যে মহোদর, মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষকে কহিলেন, বীরগণ! তোমরা শীঘ্র সৈন্যগণকে বল, তাহারা আমার আদেশে এখনই যুদ্ধার্থ নির্গত হউক।

অনন্তর মহোদর প্রভৃতি রাক্ষসগণ রাজাজ্ঞায় সৈন্যদিগকে শীঘ্র প্রস্তুত হইতে বলিল। ভীমদর্শন সৈন্যেরা যুদ্ধসজ্জা করিয়া নানারূপ মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল এবং রাবণকে যথারীতি পূজা করিয়া তাঁহারই জয়শ্রী কামনায় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। রাবণ ক্রোধে অট্ট হাস্য করিয়া মহোদর, মহাপার্শ্ব, ও বিরূপাক্ষ এবং অন্যান্য সমস্ত রাক্ষসগণকে কহিলেন, বীরগণ!

আজ আমি যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রখর শর দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে বিনষ্ট করিব। আজ আমি ঐ দুই জনকে বধ করিয়া খর, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত ও ইন্দ্রজিতের বৈরশুদ্ধি করিব। আজ অন্তরীক্ষ ও সমুদ্র আমার শররূপ জলদে আবৃত ও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিবে। আজ আমি বেগগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক ধনুঃসাগর-সম্ভুত শরতরঙ্গে বানরগণকে মন্থন করিব। আজ আমি হস্তীর ন্যায় উন্মত্ত হইয়া মুখরূপ বিকসিত পদ্মযুক্ত কান্তিরূপ পদ্মকেশরশোভী বানরযুথরূপ তড়াগ সকল মন্থন করিব। আজ বানরেরা মৃণালদণ্ডসহিত পদ্মের ন্যায় সশর মস্তক দ্বারা রণভূমি অলঙ্কৃত করিবে। আজ আমি একমাত্র বাণে শত শত বৃক্ষযোধী বানরকে ভেদ করিব। যে সমস্ত রাক্ষসের ভ্রাতা ও পুত্র নিহত হইয়াছে আজ আমি শত্রুবধ পূর্ব্বক তাহাদের সকলেরই চক্ষের জল মুছাইয়া দিব। আজ শরখণ্ডিত প্রসারিত দেহে শয়ান হতচেতন বানরবীরে রণ-ভুমি অদৃশ্য করিয়া ফেলিব। আজ আমি শত্রুমাংস দ্বারা কাক, গৃধ্র ও মাংসাশী অন্যান্য পশু-পক্ষীদিগকে পরিতৃপ্ত করিব। এক্ষণে শীঘ্র আমার রথ সজ্জিত কর, শীঘ্র শরাসন আনয়ন কর, এবং এই লঙ্কায় যে সমস্ত রাক্ষস অবশিষ্ট আছে তাহারাও শীঘ্র আমার সঙ্গে চলুক।

তখন মহাপার্শ্ব সন্নিহিত সেনাপতিগণকে কহিল, তোমরা শীঘ্র সৈন্যদিগকে সত্বর হইতে বল। সেনাপতিগণ দ্রুতপদে রাক্ষসগণকে ত্বরা প্রদান পূর্ব্বক লঙ্কার গৃহে গৃহে পর্য্যটন করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে ভীমদর্শন ভীমবদন রাক্ষসগণ

নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ সহকারে নির্গত হইল। উহাদের মধ্যে কাহারও হস্তে অসি, কাহারও পট্টিশ, কাহারও গদা, কাহারও মুসল, কাহারও হল, কাহারও তীক্ষ্ণধার শক্তি, কাহারও বা কূটমুদ্গার, কাহারও যষ্টি, কাহারও চক্র, কাহারও শাণিত পরশু, কাহারও ভিন্দিপাল, ও কাহারও বা শতঘ্নী। তৎকালে সৈন্যাধ্যক্ষেরা এক নিযুত রথ, তিন নিযুত হস্তী, ষাট্ কোটি অশ্ব, ষাট্ কোটি খর ও উষ্ট্র ও অসংখ্য পদাতি রাবণের সম্মুখে আনয়ন করিল। ইত্যবসরে সারথি রথ সুসজ্জিত করিয়া আনিল। উহা দিব্যাস্ত্রপূর্ণ কিঙ্কিনীজালমণ্ডিত নানারত্নে খচিত রত্নশোভিত সহস্র স্বর্ণকলসে বিরাজিত ও আটটি বেগবান অশ্বে বাহিত। রাক্ষসেরা এই রথ দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইল। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ কোটি সূর্য্যসঙ্কাশ প্রদীপ্ত পাবকসদৃশ দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিলেন এবং বহুসংখ্য রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া বীর্য্যাতিশয্যে পৃথিবীকে বিদারণ পূর্ব্বকই যেন বেগে নির্গত হইলেন। চতুর্দ্দিকে তূর্য্যরব উত্থিত হইল এবং মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ ও কলহ বাদিত হইতে লাগিল। ঐ সীতাপহারী ব্রহ্মঘাতক দুর্বৃত্ত রাবণ ছত্রচামরে সুশোভিত হইয়া রামের সহিত যুদ্ধার্থ উপস্থিত; সর্ব্বত্র কেবলই ইত্যাকার রব শ্রুত হইতে লাগিল। পৃথিবী ঐ শব্দে কম্পিত হইল। বানরেরা ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। মহাপার্শ্ব, মহোদর এবং বিরূপাক্ষ এই তিন মহাবীর রাবণের আদেশে রথারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়াছে। উহাদের ঘোরতর সিংহনাদে পৃথিবী বিদীর্ণ হইতে লাগিল। করালকৃতান্ততুল্য রাবণ শরাসন

উদ্যত করিয়া যে দ্বারে রাম ও লক্ষ্মণ তদভিমুখে বেগগামী রথে চলিয়াছে। সূর্য্য নিষ্প্রভ, চতুর্দ্দিক নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, ইতস্তত শকুনিগণ ঘোরতর চিৎকার করিতেছে, অশ্বের গতি স্খলিত ও রক্তবৃষ্টি হইতেছে। ইত্যবসরে একটা গৃধ্র আসিয়া সহসা রাবণের ধ্বজদণ্ডে পতিত হইল। চতুর্দ্দিকে কাক গৃধ্র ও শৃগালগণের অশুভ রব। রাবণের বাম নেত্র ও বাম বাহু মুহুর্মুহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। উহার মুখ বিবর্ণ এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত। অন্তরীক্ষ হইতে বজ্ররবে উল্কাপাত হইতে লাগিল। রাবণ মৃত্যুমোহে মুগ্ধ। তৎকালে সে এই সমস্ত মৃত্যুসূচক দুর্লক্ষণ কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া রণস্থলে চলিল।

এ দিকে বানরেরাও রাক্ষসগণের রথশব্দে উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধার্থ ক্রোধভরে পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতেছে। রাবণ যুদ্ধভুমিতে উপস্থিত। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণের স্বর্ণখচিত সুতীক্ষ্ণ শরে বানরগণ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কাহারও মস্তক ছিন্ন, কাহারও বা হৃৎপিণ্ড খণ্ডিত, কেহ চক্ষুকর্ণহীন, কেহ রুদ্ধশ্বাসে পতিত, কাহারও বা পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ। রাবণ ক্রোধবিঘূর্ণিত নেত্রে যেখানে চলিল তথায় বানরেরা কিছুতেই উহার শরবেগ সহ্য করিতে পারিল না।

ষণ্ণবতিতম সর্গ

ক্রমশ রণভূমি শরচ্ছিন্ন বানরদেহে আচ্ছন্ন। প্রদীপ্ত বহ্নি যেমন পতঙ্গগণের পক্ষে দুঃসহ হয় সেইরূপ শরীরের প্রত্যেক স্থানে রাবণের শরপাত বানরগণের দুঃসহ বোধ হইতে লাগিল। উহারা অতিমাত্র কাতর হইয়া অগ্নিশিখা-বেষ্টিত দহ্যমান হস্তীর ন্যায় আর্ত্তস্বরে ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল। রাবণও মেঘের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বায়ুর ন্যায় শর-বর্ষণ করিতে করিতে উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। এবং উহাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া রামের নিকট যাইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে সুগ্রীব স্কন্ধাবারে আত্মসদৃশ বীর সুষেণকে রাখিয়া বৃক্ষহস্তে মহাবেগে চলিলেন। বহুসংখ্য বানর বৃক্ষশিলা লইয়া উহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ও পার্শ্বে পার্শ্বে যাইতে লাগিল। মহাবীর সুগ্রীব রণস্থলে উপস্থিত হইয়া সিংহনাদ-সহকারে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যুগান্তবায়ু যেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া ফেলে তিনি সেইরূপে রাক্ষসগণকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। মেঘ যেমন বনমধ্যে পক্ষিদিগের উপর শিলাবৃষ্টি করে তিনি সেই-রূপ রাক্ষসদিগের উপর শিলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। রাক্ষ-সেরা ঐ সমস্ত শিলাঘাতে বিকর্ণ ও নির্ম্মস্তক হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হইতে লাগিল। অনেকে রণে ভঙ্গ দিয়া আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। ইত্যবসরে মহাবীর বিরূ-পাক্ষ আমি অমুক, আইস, আমার সহিত যুদ্ধ কর, এইরূপে

স্বনাম শ্রবণ করাইয়া রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিল এবং গজস্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক ভীমরবে বানরগণের প্রতি ধাবমান হইল।

অনন্তর রাক্ষসেরা বিরূপাক্ষকে দেখিয়া হৃষ্ট মনে পুনর্ব্বার স্থিরভাবে দাঁড়াইল। বিরূপাক্ষ শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক সুগ্রীবের প্রতি অনবরত শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুগ্রীব উহার বিনাশসঙ্কল্পে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বৃক্ষহস্তে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উহার হস্তীকে প্রহার করিলেন। হস্তী প্রহারবেগে আর্ত্তরব করিয়া ধনুঃপ্রমাণ স্থানে গিয়া পতিত এবং তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বিরূপাক্ষ বাহনশূন্য। সে খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুত পদে সুগ্রীবের নিকটস্থ হইয়া প্রহারের উপক্রম করিল। ইত্যবসরে সুগ্রীব উহার প্রতি সহসা মেঘাকার এক প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করিলেন। বিরূপাক্ষ শিলাপাতপথ হইতে ঝটিতি কিঞ্চিৎ অপসৃত হইল এবং ভীমবিক্রমে উহাঁকে এক খড়্গাঘাত করিল। সুগ্রীব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অবিলম্বে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উহার বক্ষে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। বিরূপাক্ষ মুষ্টিপ্রহার সহ্য করিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং খড়্গাঘাতে সুগ্রীবের বর্ম্ম ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। সুগ্রীব মূর্চ্ছিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া চপেটাঘাত করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিলেন কিন্তু বিরূপাক্ষ স্বীয় নৈপুণ্যে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া প্রহারের উদ্যম সম্যক বিফল করিয়া দিল এবং সুগ্রীবের বক্ষে প্রবল বেগে মুষ্ট্যাঘাত করিল।

অনন্তর সুগ্রীব প্রহারের প্রকৃত অবসর পাইয়া উহার

ললাটে বজ্রবেগে এক চপেটাঘাত করিলেন। বিরূপাক্ষ তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। উহার মুখ দিয়া রক্তের উৎস ছুটিতে লাগিল, চক্ষু উদ্বৃত্ত ও বিকৃত, সফেন শোণিতে সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত, কখন অঙ্গস্পন্দন হইতেছে, কখন সে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন এবং কখন বা আর্ত্তনাদ করিতেছে। বিরূপাক্ষ দেহত্যাগ করিল। তখন দুইটি মহাসমুদ্র তীরভূমি ভগ্ন হইলে যেমন তুমুল শব্দে ডাকিতে থাকে সেইরূপ বানর ও রাক্ষসসৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইয়া ভীম রবে কোলাহল করিতে লাগিল এবং তৎকালে উদ্বেল গঙ্গার ন্যায় যার পর নাই ভীষণ হইয়া উঠিল।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

উভয় পক্ষীয় সৈন্য গ্রীষ্মকালীন সরোবরের ন্যায় অত্যন্ত ক্ষয় হইয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণ বিরূপাক্ষবধ ও এইরূপ সৈন্যক্ষয় দেখিয়া যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং স্বপক্ষে ঘোরতর দুর্দ্দৈব উপস্থিত দেখিয়া কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইল। ঐ সময় মহাবীর মহোদর উহার নিকটস্থ ছিল। রাবণ তাহাকে দেখিয়া কহিতে লাগিল, মহোদর! এক্ষণে একমাত্র তোমার উপরেই আমার সম্পূর্ণ জয়াশা আছে, অতএব তুমি বিক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক শত্রুবধে প্রবৃত্ত হও। আমি এতকাল তোমাকে অন্নপিণ্ড দিয়া পোষণ করিয়াছি, এখন তোমার

প্রত্যুপকার করিবার প্রকৃত সময় উপস্থিত। তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

তখন মহাবীর মহোদর ভর্তৃনিযোগ শিরোধার্য্য করিয়া বহ্নিমধ্যে পতঙ্গের ন্যায় শত্রুসৈন্যে প্রবেশ করিল এবং ভর্তৃবাক্যে উৎসাহিত হইয়া বানরবিনাশে প্রবৃত্ত হইল। মহাবল বানরগণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা লইয়া রক্ষসগণকে প্রহার করিতেছিল। মহোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বর্ণখচিত শরে উহাদের কাহারও হস্ত কাহারও পদ ও কাহারও বা উরু ছেদন করিতে লাগিল। বানরেরা অতিমাত্র ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল এবং অনেকে গিয়া সুগ্রীবের আশ্রয় লইল। তখন সুগ্রীব স্বপক্ষ ছিন্নভিন্ন দেখিয়া পর্ব্বত-বৎ প্রকাণ্ড এক শিলা লইয়া মহোদরকে বধ করিবার জন্য মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। মহোদর শিলাখণ্ড বেগে আসিতে দেখিয়া শরপ্রয়োগ পূর্ব্বক নির্ভয়ে উহা খণ্ড খণ্ড করিল। শিলাও অন্তরীক্ষ হইতে দলবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় আকুল ভাবে ভূতলে পড়িল। অনন্তর সুগ্রীব ক্রোধে অধীর হইয়া এক শাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক উহার প্রতি নিক্ষেপ করি-লেন। মহোদরও তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া শরসমূহে উহাঁকে ক্ষতবিক্ষত করিল। পরে সুগ্রীব রণভূমি হইতে এক প্রদীপ্ত পরিঘ লইয়া এবং তাহা মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিয়া তদ্দ্বারা মহোদরের অশ্ব বিনষ্ট করিলেন। মহো-দরও সহসা রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ক্রোধভরে এক গদা গ্রহণ করিল। তখন একের হস্তে প্রদীপ্ত পরিঘ এবং অন্যের হস্তে ভীষণ গদা। ঐ দুই গোবৃষাকার মহাবীর

বিদ্যুৎশোভিত মেঘের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল, এবং উহারা পরস্পর ভীমরবে গর্জ্জন করিয়া পরস্পরের সন্নিহিত হইল। মহোদর ক্রোধভরে কপিরাজ সুগ্রীবের প্রতি ঐ সূর্য্যপ্রভ গদা নিক্ষেপ করিল। সুগ্রীব রোষারুণ লোচনে পরিঘ দ্বারা ঐ ভীষণ গদা নিবারণ করিলেন। গদার প্রতিঘাতে তাঁহার পরিঘও সহসা চূর্ণ হইয়া গেল। পরে তিনি রণভূমি হইতে এক লৌহময় ভীষণ মুষল লইয়া নিক্ষেপ করিলেন। মহোদরও তাহা নিবারণ করিবার জন্য এক গদা নিক্ষেপ করিল। গদা ও মুষল পরস্পরের প্রতিঘাতে তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া গেল। তখন উভয়েই নিরস্ত্র। উভয়েই প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় তেজস্বী। উভয়েই পুনঃপুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরকে চপেটাঘাত বা মুষ্টিপ্রহার আরম্ভ করিলেন। তৎকালে ঐ দুই বীর ঘোরতর বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত। উহাঁরা কখন ভূতলে পড়িতেছেন, আবার শীঘ্রই উঠিতে-ছেন। দুই জনই দুর্জ্জয়, দুই জনই বাহুবেগে পরস্পরকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন। ক্রমশঃ দুই জনই যুদ্ধে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। পরে উভয়ে খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া, প্রহারের অবসর পাইবার জন্য পরস্পরের বাম ও দক্ষিণে মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দুই জনই ক্রুদ্ধ এবং দুই জনই জয়-লাভের জন্য ব্যগ্র। ইত্যবসরে দুর্ম্মতি মহোদর ঝটিতি সুগ্রীবের বর্ম্মে মহাবেগে এক খড়্গাঘাত করিল। খড়্গ প্রহৃত হইবামাত্র সুগ্রীবের বর্ম্মে রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন মহোদর বর্ম্ম হইতে যেমন ঐ খড়্গ আকর্ষণ করিয়া লইবে ঐ

সময় সুগ্রীব উহার উষ্ণীষশোভিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া রাক্ষসসৈন্য দীন-মনে বিষণ্ণ বদনে ভয়ে পলাইতে লাগিল। সুগ্রীব হৃষ্ট হইয়া বানরগণের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে রাবণের যার পর নাই ক্রোধ উপস্থিত হইল। রাম পুল-কিত হইলেন। সুগ্রীব মহোদরকে বিদীর্ণ পর্ব্বতের বৃহৎ খণ্ডের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিয়া স্বতেজে সূর্য্যবৎ উজ্জ্বল বীরশ্রীতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষে সুর সিদ্ধ ও যক্ষ, ভূতলে অন্যান্য জীব, সকলেই হর্ষোৎফুল্ল লোচনে উহাঁকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

অষ্টনবতিতম সর্গ

অনন্তর মহাবীর মহাপার্শ্ব মহোদরকে বিনষ্ট দেখিয়া সুগ্রীবের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং অঙ্গদের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া শর দ্বারা উহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। তখন বানরগণের মধ্যে কাহারও বাহু ছিন্ন, এবং কাহারও বা পার্শ্ব খণ্ডিত, অনেকের মস্তক বায়ুভরে বৃন্তচ্যুত ফলের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। সকলে বিষণ্ণ ও হতজ্ঞান। তখন মহাবীর অঙ্গদ পর্ব্বকালীন সমুদ্রবৎ বেগে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং মহাপার্শ্বকে এক লৌহময় উজ্জ্বল

পরিঘ প্রহার করিলেন। মহাপার্শ্ব তৎক্ষণাৎ বিচেতন হইয়া রথ হইতে সারথির সহিত ভূতলে পতিত হইল। ইত্যবসরে অঞ্জনস্তূপকৃষ্ণ মহাবীর জাম্ববান মেঘাকার স্বযূথ হইতে বহির্গত হইলেন এবং ক্রোধভরে এক গিরিশৃঙ্গতুল্য প্রকাণ্ড শিলার আঘাতে উহার অশ্বকে বিনাশ এবং রথ চূর্ণ করিলেন।

পরে মহাবাহু মহাপার্শ্ব মুহূর্ত্ত মধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া শরনিকরে অঙ্গদকে পুনর্ব্বার বিদ্ধ করিল এবং তিন শরে জাম্ববানের বক্ষ বিদ্ধ করিয়া শরজালে গবাক্ষকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। তখন অঙ্গদ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সূর্য্যরশ্মিবৎ প্রদীপ্ত এক লৌহ পরিঘ গ্রহণ করিলেন এবং উহা দুই হস্তে মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিয়া দূরবর্ত্তী মহাপার্শ্বের বিনাশোদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। পরিঘ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তদ্দ্বারা উহার হস্ত হইতে সশর শরাসন এবং মস্তকের উষ্ণীষ স্খলিত হইয়া পড়িল। পরে অঙ্গদ সন্নিহিত হইয়া ক্রোধভরে উহার কুণ্ডলালঙ্কৃত কর্ণমূলে সবেগে এক চপেটাঘাত করিলেন। মহাপার্শ্বও এক হস্তে লৌহময় তৈলচিক্কণ প্রকাণ্ড পরশু লইয়া ক্রোধভরে উহাঁর বামস্কন্ধে প্রহার করিল। কিন্তু মহাবীর অঙ্গদ ঐ পরশুপ্রহারে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া উহার বক্ষে সক্রোধে বজ্রসার এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। মহাপার্শ্বের হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল এবং সে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন রাক্ষসেরা আকুল, রাবণও যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইল। বানরেরা সন্তুষ্ট হইয়া সিংহনাদ আরম্ভ করিল। অট্টালিক ও সুরদ্বারের সহিত

সমগ্র লঙ্কাপুরী যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। দেবতারাও মহাহর্ষে কোলাহল করিতে লাগিলেন।

নবনবতিতম সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবল বিরূপাক্ষ, মহোদর ও মহাপার্শ্বকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং সারথিকে ত্বরা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, দেখ, আমার অমাত্যগণ বিনষ্ট হইয়াছে এবং নগরও বহুদিন যাবৎ রুদ্ধ হইয়া আছে। আজ আমি রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিয়া এই দুর্ব্বিসহ দুঃখ অপনীত করিব। সীতা যাহার পুষ্পফল, সুগ্রীব, জাম্ববান, কুমুদ, নল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, হনূমান, সুষেণ ও অন্যান্য যুথপতি বানর যাহার শাখা প্রশাখা, আমি আজ সেই রাম-রূপ মহাবৃক্ষকে ছেদন করিব। এই বলিয়া রাবণ রথের ঘর্ঘর রবে দশ দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া রামের অভিমুখে চলিল। উহার রথশব্দে বন পর্ব্বত ও নদীর সহিত সমগ্র পৃথিবী বিচলিত এবং সিংহ ও মৃগপক্ষী ভীত হইয়া উঠিল। রণস্থল বানরসৈন্যে অতিমাত্র নিবিড়। রাক্ষসরাজ রাবণ উহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মনির্ম্মিত মহাঘোর তামস অস্ত্র প্রয়োগ করিল। ঐ অস্ত্রপ্রভাবে বানরেরা দগ্ধ ও রণ-স্থলে নিপতিত হইতে লাগিল এবং অনেকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল। পলায়নকালে উহাদের পদোত্থিত ধূলিজালে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ফলত তৎকালে

ঐ দুর্নিবার অস্ত্র কাহারই সহ্য হইল না। এইরূপে বানর-সৈন্য ক্রমশঃ অপসারিত হইলে রাবণ অদূরে দুর্জ্জয় রামকে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডায়মান দেখিতে পাইল। ঐ সময় পদ্মপলাশলোচন রাম গগনস্পর্শী শরাসন অবষ্টম্ভন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আছেন।

অনন্তর মহাবীর রাম দুরাত্মা রাবণকে উপস্থিত দেখিয়া হৃষ্টমনে ধনুঃগ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে মহাশব্দে বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। উহাঁর কোদণ্ডটঙ্কারে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং রাক্ষসেরা ভয়ে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল। রাবণ রাম ও লক্ষ্মণের সম্মুখীন। সে চন্দ্রসূর্য্যের সন্নিহিত রাহুর ন্যায় শোভিত হইতেছে। ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ উহার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং উহার প্রতি অগ্নিশিখাকার শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক একটি শর এক শর দ্বারা তিনটি শর তিন শর দ্বারা এবং দশটি শর দশ শর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। রাবণ এইরূপে লক্ষ্মণকে অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতবৎ অটল মহাবীর রামের সন্নিহিত হইল এবং রোষারুণ লোচনে উহাঁর প্রতি শরনিক্ষেপ করিতে লাগিল। রামও শীঘ্র ভল্লাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তন্নিক্ষিপ্ত উরগভীষণ সুতীক্ষ্ণ শর ছেদন করিতে লাগিলেন। উহাঁরা উভয়েই দুর্জ্জয়। কখন পরস্পর পরস্পারের বাম ও দক্ষিণে বহুক্ষণ মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতেছেন। তখন ঐ দুই কৃতান্ততুল্য মহাবীরকে দেখিয়া জীবগণ অত্যন্ত ভীত হইল। নভোমণ্ডল বর্ষাকালীন বিদ্যুৎদামমণ্ডিত মেঘের ন্যায় উহাঁদের শরজালে সম্পূর্ণ আবৃত

হইয়া গেল এবং শরসমূহের পরস্পরসংশ্লেষে উহা যেন গবাক্ষ-জালায় শোভিত হইতে লাগিল। দিবসেও আকাশ অন্ধকারময়। উহাঁরা পরস্পর পরস্পরের বধার্থী হইয়া, বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুই জনই সমরবিশারদ এবং দুই জনই অস্ত্রবিৎগণের শ্রেষ্ঠ। উহাঁরা যে যে স্থান দিয়া যাইতেছেন সেই সেই স্থানে বায়ুবেগান্দোলিত সমুদ্রতরঙ্গবৎ শরতরঙ্গ বিস্তার হইতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ রামের ললাটে বহুসংখ্য নারাচ নিক্ষেপ করিল। রাম ঐ ভীমশরাসননির্মুক্ত নীলোৎপল-কান্তি নারাচ অস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। পরে তিনি ক্রোধভরে শরাশন আকর্ষণ পূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভীষণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত শর রাক্ষসরাজ রাবণের মেঘাকার দুর্ভেদ্য কবচে নিপতিত হইয়া উহাকে কিছুমাত্র ব্যথিত করিতে পারিল না। পরে সর্ব্বাস্ত্রকুশলী রাম উহার ললাটে পুনর্ব্বার সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত পঞ্চশীর্ষ সর্পাকার শর প্রতিঅস্ত্রে প্রতি-হত হইলেও উহার ললাট ভেদ করিয়া শন্‌শন্‌ শব্দে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। রাবণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট। সে রামের প্রতি মহাঘোর আসুর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সকল অস্ত্র সিংহ ও ব্যাঘ্রের মুখাকার, কতকগুলি কঙ্ক কোক গৃধ্র শ্যেন ও শৃগালের মুখাকার, কতক গুলি বরাহ কুক্কুর ও কুক্কুটের মুখাকার, কতকগুলি মকর ও সর্পের মুখাকার। ঐ সকল অস্ত্র ব্যাদিতমুখে শন্‌ শন্‌ শব্দে পড়িতে লাগিল। রাবণ রুষ্ট সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে

মায়াবলে রামের প্রতি এই সকল শর অনবরত নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

তখন রাম আসুর অস্ত্রে আচ্ছন্ন হইয়া অগ্ন্যস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। এই সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে কোনটি অগ্নির ন্যায়, কোনটি সূর্য্যের ন্যায়, কোনটি উল্কার ন্যায়, কোনটি বিদ্যুৎ ও কোনটি গ্রহ নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল। রামের অগ্ন্যস্ত্রে ঐ সমস্ত আসুর অস্ত্র অবিলম্বেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তদ্দৃষ্টে সুগ্রীব প্রভৃতি কামরূপী বানরগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া রামকে বেষ্টন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল।

শততম সর্গ।

তখন রাবণ আসুর অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং ময়বিহিত ভীষণ মায়াস্ত্র পরিত্যাগ করিল। উহার শরাসন হইতে প্রদীপ্ত বজ্রসার শূল, গদা, মুষল, মুদ্গর, কূটপাশ, প্রদীপ্ত অশনি, তীব্র প্রলয়বায়ুর ন্যায় নিঃসৃত হইতে লাগিল। অস্ত্রবিৎ রাম গান্ধর্ব্বাস্ত্রে ঐ সকল অস্ত্র নিবারণ করিলেন। তখন রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সৌরাস্ত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিল এবং উহার শরাসন হইতে প্রদীপ্ত চক্র সকল চতুর্দ্দিকে নিঃসৃত হইয়া চন্দ্রসূর্য্য গ্রহের ন্যায় আকাশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। রাম তৎসমুদায় সুতীক্ষ্ণ শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে রাবণ দশ শরে রামের মর্ম্মস্থল

বিদ্ধ করিল। কিন্তু তৎকালে রাম তদ্দ্বারা কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাতটি শরে রাবণের নৃমুণ্ডচিহ্নিত ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং সারথির কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া পাঁচ শরে রাবণের করিশূণ্ডাকার ধনু ছেদন করিলেন। ঐ সময় বিভীষণও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উহার নীলমেঘাকার পর্ব্বতসদৃশ অশ্ব সকল পদাঘাতে বিনাশ করিলেন। তখন রাবণ রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উহাঁর প্রতি ক্রোধভরে দীপ্ত অশনির ন্যায় এক শক্তি নিক্ষেপ করিল। লক্ষ্মণ বিভীষণের প্রতি ঐ মহাশক্তি নিক্ষিপ্ত দেখিয়া অর্দ্ধ পথেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। বানরেরা সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং ঐ স্বর্ণমালিনী শক্তিও ত্রিধা ছিন্ন হইয়া আকাশচ্যুত বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত জ্বলন্ত উল্কার ন্যায় ভূতলে পড়িল।

অনন্তর দুরাত্মা রাবণ আর একটি শক্তি গ্রহণ করিল। উহা স্বতেজে উজ্জ্বল অমোঘ ও যমেরও দুঃসহ। ঐ শক্তি বেগে বিঘূর্ণিত হওয়াতে বজ্রবৎ তেজে জ্বলিতে লাগিল। এই অবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ বিভীষণের প্রাণসঙ্কট বুঝিয়া শীঘ্র তাঁহার সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাবণের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন রাবণ ভ্রাতৃবধে উৎসাহ পরিত্যাগ করিল এবং লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিল, রে বলগর্ব্বিত! তুই যখন স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিভীষণকে শক্তি হইতে রক্ষা করিলি তখন আমি উহাকে ছাড়িয়া ইহা তোর প্রতিই নিক্ষেপ

করিব। এই শত্রুশোণিতলোলুপ শক্তি আজ নিশ্চয়ই তোর প্রাণ সংহার করিবে।

এই বলিয়া মহাবীর রাবণ ঐ জ্বলন্ত শক্তি লক্ষ্মণের প্রতি ক্রোধভরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। শক্তি ময়দানবের মায়ানির্ম্মিত অষ্টঘণ্টাযুক্ত ঘোরনিনাদী ও অমোঘ। উহা মহাবেগে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র লক্ষ্মণের দিকে বজ্রবৎ ঘোর গভীর নাদে যাইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে রাম ভীত হইয়া কহিলেন, স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি, লক্ষ্মণের মঙ্গল হউক। শক্তি! তোমার সমস্ত উদ্যম বিনষ্ট হইয়া যাক্, তুমি ব্যর্থ হও। অনন্তর ঐ উরগরাজের জিহ্বার ন্যায় করাল শক্তি বেগে আসিয়া নির্ভীক লক্ষ্মণের বক্ষ ভেদ করিল এবং নিক্ষেপবেগে বক্ষমধ্যে গাঢ়তর নিমগ্ন হইল। লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সমীপস্থ রাম উহাঁকে তদবস্থ দেখিয়া ভ্রাতৃস্নেহে যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার নেত্র হইতে দরদরিত ধারে শোকাশ্রু বহিতে লাগিল। পরে তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া ক্রোধে যুগান্তবহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তৎকালে বিষাদ একান্ত অনর্থকর ভাবিয়া রাবণবধে উৎসাহিত হইলেন। দেখিলেন, মহাবীর লক্ষ্মণ শক্তি দ্বারা গাঢ়তর বিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইয়া সসর্প শৈলবৎ দৃষ্ট হইতেছেন।

অনন্তর বানরেরা উহাঁর বক্ষ হইতে শক্তি উদ্ধার করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু উহারা রাবণের শরে ব্যথিত হইয়া তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ঐ শত্রুঘাতিনী শক্তি লক্ষ্মণের বক্ষ ভেদ পূর্ব্বক

ভূমিস্পর্শ করিয়াছে। তখন মহাবল রাম দুই হস্তে ঐ শক্তি ধারণ ও উৎপাটন করিয়া ক্রোধভরে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তৎকালে রাবণ তাঁহার প্রতিও মর্ম্মভেদী শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া লক্ষ্মণকে সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সুগ্রীব ও হনুমানকে কহিলেন, দেখ, এখন তোমরা লক্ষ্মণকে এইরূপে বেষ্টন করিয়া থাক। যাহা আমার বহুদিনের প্রার্থিত এক্ষণে সেই বীরত্ব প্রদর্শনের কাল উপস্থিত। আজ আমি এই পাপিষ্ঠকে বধ করিব। বর্ষার অভ্যুদয়ে চাতকের যেমন মেঘদর্শন প্রার্থনীয় সেইরূপ এই দুরাত্মার দর্শন আমারও প্রার্থনীয় হইয়াছে। এক্ষণে আমি সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি তোমরা শীঘ্রই এই পৃথিবীকে হয় রাবণশূন্য নয় রামশূন্য দেখিতে পাইবে। আমার রাজ্যনাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে পর্য্যটন, জানকী-অপহরণ, রাক্ষসসমাগম সমস্তই ঘটিয়াছে। আমি এইরূপ ঘোর মানসিক দুঃখ এবং নরকযাতনাসদৃশ শারীরিক কষ্ট পাইয়াছি, কিন্তু বলিতে কি, আজ এই দুরাত্মা রাবণকে বধ করিয়া এই সমস্তই বিস্মৃত হইব। আমি যাহার জন্য এই বানরসৈন্য এখানে আনিয়াছি, বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবের হস্তে রাজ্যভার দিয়াছি এবং সেতুবন্ধন পূর্ব্বক সাগর পার হইয়াছি আজ সেই পাপ আমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত। দৃষ্টিবিষ উরগের চক্ষে পড়িলে যেমন কেহই বাঁচিতে পারে না, বিহগরাজ গরুড়ের চক্ষে পড়িলে সর্পের যেমন আর নিস্তার নাই সেইরূপ এই দুরাত্মা আজ আমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত, আমি এখনই ইহাকে বিনাশ করিব। বানরগণ! তোমরা

পর্ব্বতশিখরে বসিয়া আমাদের যুদ্ধ দর্শন কর। আজ সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব্ব এবং ত্রিলোকের সমস্ত লোক রামের রামত্ব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন। আজ এমন অদ্ভুত কার্য্য করিব যে যাবৎ এই পৃথিবী তাবৎ সকলেই তাহা ঘোষণা করিবে।

এই বলিয়া মহাবীর রাম রাবণের প্রতি শরনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণও মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে সেইরূপ রামের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিল। উভয়ের শর পরস্পর আহত হওয়াতে রণস্থলে একটি তুমুল শব্দ উত্থিত হইল এবং তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড হইয়া দীপ্ত মুখে ভূতলে পড়িতে লাগিল। উভয়ের জ্যানির্ঘোষে সমস্ত জীব যার পর নাই ভীত। ইত্যবসরে রাবণও রামের শরে নিপীড়িত হইয়া বাতাহত মেঘের ন্যায় রণস্থল হইতে শীঘ্র পলায়ন করিল।

একাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর রাম সুষেণকে কহিলেন, সুষেণ! এই লক্ষ্মণ সর্পবৎ ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। ইনি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। ইহাঁকে এইরূপ রক্তাক্ত ও কাতর দেখিয়া আমার শোকতাপ বর্দ্ধিত ও অন্তরাত্মা আকুল হইতেছে। এক্ষণে আমি যে আর যুদ্ধ করি আমার এরূপ শক্তি নাই। হা! যদি লক্ষ্মণ বিনষ্ট হন তবে আমার জীবন ও সুখেই বা কি

প্রয়োজন। আমার বলবীর্য্য কুণ্ঠিত হইতেছে, হস্ত হইতে ধনু স্খলিত, শর সকল অবসন্ন, দৃষ্টি বাষ্পাকুল, স্বপ্নাবস্থাবৎ সর্ব্বাঙ্গ শিথিল এবং চিন্তা অতিমাত্র বলবতী; প্রাণত্যাগেও আমার বারংবার ইচ্ছা হইতেছে।

ঐ সময় লক্ষ্মণ মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া বিকৃত স্বরে চিৎকার করিতে ছিলেন তদ্দৃষ্টে রাম আরও বিষণ্ণ ও আকুল হইলেন এবং সুষেণকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, সুষেণ! ভাই লক্ষ্মণকে রণস্থলে ধূলির উপর শয়ান দেখিয়া জয়শ্রী-লাভও আমার প্রীতিপ্রদ হইতেছে না। চন্দ্র অদৃশ্য থাকিয়া কি অন্যের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন? এখন আমার যুদ্ধে কাজ কি? এবং জীবনেই বা প্রয়োজন কি? আমি যখন বনবাসী হই তখন এই মহাবীর আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ছিলেন এক্ষণে আমিও যমলোকে ইহাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাইব। ইনি স্বজনবৎসল এবং আমার অত্যন্ত অনুগত; কূটযোধী রাক্ষসের হস্তে ইহাঁরই এইরূপ দুরবস্থা ঘটিল। হা! দেশে দেশে স্ত্রী ও দেশে দেশে বন্ধু পাওয়া যায় কিন্তু এমন দেশ দেখিতে পাই না যেখানে সহোদর ভ্রাতা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সুষেণ! লক্ষ্মণ ব্যতীত এক্ষণে আর আমার রাজ্য লাভে ফল কি। হা! আমি অযোধ্যায় গিয়া পুত্র-বৎসলা অম্বা সুমিত্রাকে কি বলিব। তিনি যখন পুত্রশোকে আমায় লাঞ্ছনা করিবেন তাহা কিরূপে সহ্য করিব। আমি জননী কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকেই বা কি বলিব। এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন আসিয়া যখন আমায় এই কথা জিজ্ঞাসিবেন যে, তুমি লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া বনে গেলে কিন্তু তদ্ব্যতীত কেন

আইলে তখন আমি তাঁহাদিগকেই বা কি বলিব। হা! এক্ষণে আত্মীয় স্বজন সকলের লাঞ্ছনা সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়। না জানি আমি পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম, সেই কারণে ধার্ম্মিক লক্ষ্মণ আজ বিনষ্ট হইয়া আমার সম্মুখে পতিত আছেন। হা ভ্রাতঃ! হা মহাবীর! তুমি আমায় ছাড়িয়া একাকী কেন লোকান্তরে যাও। আমি তোমার জন্য বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছি, তুমি কেন আমাকে সম্ভাষণ করিতেছ না। এক্ষণে উঠ, চক্ষু উন্মীলন করিয়া আমায় একবার দেখ। আমি পর্ব্বত বা বনমধ্যে শোকার্ত্ত, প্রমত্ত ও বিষণ্ণ হইলে তুমিই প্রবোধ-বাক্যে আমায় সান্ত্বনা করিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া আছ।

অনন্তর সুষেণ রামকে ব্যাকুল মনে এইরূপ পরিতাপ করিতে দেখিয়া কহিল, মহাবীর! তুমি এই নিরুৎসাহকর বুদ্ধি ও শোকজনক চিন্তা পরিত্যাগ কর। এই বুদ্ধি ও চিন্তা শক্রনিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় অত্যন্ত অনিষ্টকর। শ্রীমান লক্ষ্মণ জীবিত আছেন। ঐ দেখ ইহাঁর মুখশ্রী প্রভাযুক্ত ও সুপ্রসন্ন; উহা বিকৃত ও শ্যামবর্ণ হয় নাই। উহাঁর করতল পদ্মপত্রের ন্যায় আরক্ত এবং নেত্র জ্যোতিষ্মান্। রাজন্! মৃত ব্যক্তির কদাচ এইরূপ রূপ প্রত্যক্ষ হয় না। এক্ষণে তুমি শোক তাপ দূর কর। লক্ষ্মণ প্রসারিতদেহে শয়ান, উহাঁর হৃৎপিণ্ড মুহুর্মুহু স্পন্দিত হওয়াতে শ্বাস প্রশ্বাস অনুমিত হইতেছে।

প্রাজ্ঞ সুষেণ রামকে এই বলিয়া হনুমানকে কহিলেন,

সৌম্য ! জাম্ববান পূর্ব্বে তোমায় যাহার কথা বলিয়াছিলেন তুমি সেই ঔষধি পর্ব্বতে যাও এবং তাহার দক্ষিণ শিখরে যে সকল ঔষধি জন্মিয়াছে তুমি গিয়া শীঘ্র তাহা আনয়ন কর। তুমি লক্ষ্মণের আরোগ্য বিধানার্থ বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সঞ্জীবনী ও সন্ধানী এই চার প্রকার ঔষধি শীঘ্রই আন।

অনন্তর মহাবীর হনুমান ঔষধি পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন এবং তন্মধ্যে ঔষধির সন্ধান না পাইয়া ইতিকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন আমি এই গিরিশৃঙ্গ লইয়া প্রস্থান করি। সুষেণ কহিয়াছিলেন এবং আমিও অনুমানে বুঝিতেছি এই শৃঙ্গেই ঔষধি আছে। এক্ষণে যদি বিশল্যকরণী লইয়া না যাই তবে লোকে আমায় অজ্ঞ বলিবে। আর যদি বৃথা চিন্তায় কালাতিপাত হয় তাহাতেও লক্ষ্মণের প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে।

এই চিন্তা করিয়া হনুমান পুষ্পিতবৃক্ষশোভিত নীলমেঘাকার ঔষধিশৃঙ্গ বারত্রয় আলোড়ন ও উৎপাটন পূর্ব্বক তাহা দুই হস্তে লইয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন এবং মহাবেগে সুষেণের নিকট উপস্থিত হইয়া উহা অবতারণ পূর্ব্বক বিশ্রামান্তে কহিলেন, সুষেণ ! আমি তোমার নির্দ্দিষ্ট ঔষধি অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই এই জন্য সমগ্র শৃঙ্গই তোমার নিকট আনয়ন করিলাম।

অনন্তর সুষেণ হনুমানের যথোচিত প্রশংসা করিয়া ঔষধি সন্ধান করিয়া লইল। বানরেরা হনুমানের দেবদুস্কর মহৎ কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। পরে সুষেণ ঔষধি পেষণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে আঘ্রাণ করাইলেন। লক্ষ্মণও উহার

গন্ধ আঘ্রাণ করিবামাত্র বিশল্য ও নীরোগ হইয়া অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিলেন। বানরেরা প্রীত মনে উহাঁকে পুনঃপুনঃ সাধুবাদ করিতে লাগিল। রাম আইস আইস বলিয়া বাষ্পাকুললোচনে গাড় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি ভাগ্যবলেই তোমায় পুনর্জীবিত দেখিলাম। তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আমার জানকীলাভ, জয় ও জীবনেই বা কি প্রয়োজন।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ রামের এইরূপ বাক্যে ও কার্য্যশৈথিল্যে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন আর্য্য! পূর্ব্বে তাদৃশ প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন ক্ষুদ্র লোকের ন্যায় এইরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা কি আপনার উচিত হয়? প্রতিজ্ঞাপালন মহত্ত্বের লক্ষণ। সত্যশীল মহাত্মারা কদাচ কথার অন্যথাচরণ করেন না। বীর! এক্ষণে আপনি কেন আমার জন্য এইরূপ নিরাশ হন। আজ দুর্ব্বৃত্ত রাবণকে সসৈন্যে সংহার করুন। যে সিংহ দন্ত বিস্তার পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতেছে হস্তী কি তাহার নিকট নিস্তার পায়? সেই দুষ্ট আজ নিশ্চয়ই আপনার হস্তে মৃত্যু দর্শন করিবে। আমার ইচ্ছা যে সূর্য্য অস্ত না হইতেই আপনি তাহাকে বধ করুন। যদি প্রতিজ্ঞারক্ষা ধর্ম্ম হয়, যদি জানকী উদ্ধারে আপনার যত্ন থাকে তবে শীঘ্রই আমার এই কথা রক্ষা করুন।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ

এই অবসরে রাক্ষসরাজ রাবণ অন্য এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক সূর্য্যের প্রতি রাহুর ন্যায় রামের অভিমুখে উপস্থিত হইল এবং মেঘ যেমন পর্ব্বতে বৃষ্টিপাত করে সেই রূপ উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া বজ্রসার শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর রামও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক উহার প্রতি দীপ্ত-পাবকতুল্য স্বর্ণখচিত শর সকল নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন। ঐ সময় দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ রামকে ভূতলে দণ্ডায়মান এবং রাবণকে রথোপরি অবস্থিত দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এক জন রথে আর এক জন ভূতলে; ঐরূপ অবস্থায় উভয়ের তুল্যরূপ যুদ্ধসম্ভাবনা হইতে পারে না। তখন সুররাজ ইন্দ্র উহাঁদের এই সুসঙ্গত কথা শুনিয়া মাতলিকে কহিলেন, মাতলি! তুমি শীঘ্র রথ লইয়া রামের নিকট যাও এবং উহাঁকে গিয়া বল, দেবরাজ আপনার নিমিত্ত এই রথ প্রেরণ করিয়াছেন। সারথি! তুমি পৃথিবীতে গিয়া এই সুমহৎ দেবকার্য্য সাধন করিয়া আইস।

তখন সুরসারথি মাতলি ইন্দ্রকে নতশিরে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন সুররাজ! আমি শীঘ্র গিয়া রামের সারথ্য করি-তেছি। এই বলিয়া তিনি রথে স্বর্ণাভরণ ও শ্বেতচামর সুশোভিত হরিৎবর্ণ অশ্বসকল যোজনা করিলেন। ঐ রথ স্বর্ণখচিত বৈদুর্য্যময়কুবরযুক্ত কিঙ্কিণীজড়িত ও প্রাতঃসূর্য্য-প্রভ। উহার ধ্বজদণ্ড স্বর্ণময়। মাতলি ঐ রথে আরোহণ

ও স্বর্গ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক কশাহস্তে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রথোপরি অবস্থান করিয়াই কৃতাঞ্জলি-পুটে রামকে কহিলেন, বীর! সুররাজ ইন্দ্র আপনার বিজয়লাভার্থ এই রথ পাঠাইয়াছেন এবং এই প্রকাণ্ড ইন্দ্রধনু, এই উজ্জ্বল কবচ, এই সূর্য্যসঙ্কাশ শর, আর এই নির্ম্মল শক্তি প্রেরণ করিয়াছেন। আমি সারথ্যে নিযুক্ত হইতেছি। আপনি এই রথে আরোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন সেইরূপ এই দুর্ব্বৃত্ত রাবণকে বিনাশ করুন।

অনন্তর রাম দেবরথকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক দেহ-শ্রীতে সমস্ত লোক উদ্ভাসিত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন। রাম ও রাবণের রোমহর্ষণ অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাম গান্ধর্ব্বাস্ত্র দ্বারা রাবণের গান্ধর্ব্বাস্ত্র এবং দৈবাস্ত্র দ্বারা উহার দৈবাস্ত্র নিবারণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামের প্রতি রাক্ষসাস্ত্র প্রয়োগ করিল। ঐ অস্ত্র প্রযুক্ত হইবামাত্র উরগাকার ধারণ পূর্ব্বক ব্যাদিত মুখে জ্বলন্ত বিষাগ্নি উদ্গার পূর্ব্বক যাইতে লাগিল। উহা স্বতেজে জাজ্বল্যমান এবং উহার দেহস্পর্শ নাগরাজ বাসুকির দেহস্পর্শের ন্যায় কর্কশ। তৎকালে ঐ সকল রাক্ষসাস্ত্রে দিক বিদিক সমস্তই আবৃত হইয়া গেল। অনন্তর মহাবীর রাম সর্পশত্রু মহাঘোর গারুড়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ঐ অস্ত্র প্রযুক্ত হইবামাত্র গরুড়াকার ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল এবং ক্ষণকাল মধ্যে সর্পরূপী শর সকল বিনাশ করিয়া ফেলিল। তদ্দৃষ্টে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট

হইয়া রামকে শরেশরে নিপীড়িত করিয়া মাতলিকে বিদ্ধ করিতে লাগিল এবং এক শরে রামের স্বর্ণধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক রথোপস্থে পাতিত ও ঐন্দ্রাশ্ব সকল বিনষ্ট করিল। তখন, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন। সিদ্ধ ঋষিগণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা রামকে কাতর দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। চরাচরের অহিতকর বুধ গ্রহ রামরূপ চন্দ্রকে রাবণরূপ রাহুগ্রস্ত দেখিয়া, প্রাজাপত্য নক্ষত্র ও শশিপ্রিয়া রোহিণীকে আক্রমণ করিল। মহাসমুদ্র ধূমব্যাপ্ত ও উত্তাল তরঙ্গে আকুল হইয়া উঠিল এবং উচ্ছ্বলিত হইয়া মহাক্রোধে যেন সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে লাগিল। কঠোর সূর্য্য সহসা কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষীণরশ্মি হইয়া পড়িল। উহার ক্রোড়ে প্রকাণ্ড কবন্ধ এবং উহা স্বয়ং ধূমকেতুর সহিত সংসক্ত দৃষ্ট হইল। ভৌম গ্রহ ইন্দ্রাগ্নিদৈবত কোশলরাজগণের কুলনক্ষত্র ও বিশাখাকে আক্রমণ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতে লাগিল। এবং দশমুখ বিংশতিহস্ত মহাবীর রাবণ শরাসনহস্তে গিরিবর মৈনাকের ন্যায় দীর্ঘাকার দৃষ্ট হইল। তৎকালে রাম উহার শরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আর কিছুতেই শরসন্ধান করিতে পারিলেন না। তাঁহার নেত্র ক্রোধে আরক্ত এবং মুখ ভ্রুকুটীযোগে কুটিল হইয়া উঠিল। তিনি প্রদীপ্ত রোষানলে সমস্ত রাক্ষসকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ রুদ্র মুখ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সকলে ভীত হইয়া উঠিল, পর্ব্বত সকল বিচলিত ও সমুদ্র ক্ষুভিত হইল, এবং অন্তরীক্ষে ঔৎপাতিক মেঘ ঘোর গর্জ্জনে বিচরণ করিতে লাগিল। ফলত রামের এইরূপ ভীষণ

ক্রোধ ও দারুণ উৎপাত দর্শনে রাবণেরও মনে ভয় সঞ্চার হইল। ঐ সময় বিমানচারী দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ, ঋষি ও খেচর পক্ষিগণ ঐ মহাপ্রলয়াকার যুদ্ধ দেখিতে ছিলেন। উহাঁরা একতর পক্ষে পক্ষপাত প্রদর্শন ও পরস্পর বিরোধাচরণ পূর্ব্বক ভক্তি ও হর্ষভরে স্ব স্ব পক্ষের জয়কামনা করিতে লাগিলেন। অসুরগণ কহিল রাবণের জয় হউক, দেবতারা কহিলেন রামের জয় হউক।

অনন্তর দুরাত্মা রাবণ রামের বিনাশবাসনায় মহাক্রোধে এক শূল গ্রহণ করিল। ঐ শূল অতিভীষণ শত্রুনাশী বজ্রসার ও কৃতান্তেরও দুঃসহ। উহার অত্যুচ্চ তিনটি শিখর দেখিলে মনে ভয় উপস্থিত হয়। উহা প্রলয়াগ্নিবৎ জ্বলিতেছে এবং অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বলিয়া যেন সধূম লক্ষিত হইতেছে। রাবণ রোষে প্রজ্বলিত হইয়া ঐ শূল গ্রহণ ও রাক্ষসগণের মনে হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। উহার দারুণ সিংহনাদে অন্তরীক্ষ দিকবিদিক সমস্ত কাঁপিয়া উঠিল, জীবগণ বিত্রস্ত ও মহাসমুদ্র বিচলিত হইতে লাগিল। দুরাত্মা রাবণ শূল উদ্যত করিয়া রোষারুণ নেত্রে রামকে কহিল, আমি এই বজ্রসার শূল মহাক্রোধে উদ্যত করিলাম আজ ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই তোরে বধ করিব। যে সকল রাক্ষস এই রণস্থলে বিনষ্ট হইয়াছে আজ তোরে মারিয়া তাহাদেরই অনুরূপ করিয়া রাখিব। তুই থাক, এই শূলপ্রহারে এখনই মৃত্যু দর্শন করিবি। এই বলিয়া রাবণ রামের প্রতি ঐ ভীষণ শূল মহাবেগে নিক্ষেপ করিল। অষ্টঘণ্টাযুক্ত শূল আকাশে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহানাদে বিদ্যুতের ন্যায় স্বতেজে

সকলের চক্ষু প্রতিহত করিয়া যাইতে লাগিল। তখন ইন্দ্র যেমন রাম প্রলয়বহ্নিকে জলধারায় নির্ব্বাণ করেন সেইরূপ মহাবীর ঐ শূল বেগে আসিতে দেখিয়া শরধারায় নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বহ্নি যেমন পতঙ্গগণকে ভস্ম-সাৎ করিয়া ফেলে সেইরূপ ঐ মহাশূল রামের সমস্ত শর বিফল করিয়া যাইতে লাগিল। তখন রাম অধিকতর ক্রোধা-বিষ্ট হইলেন এবং ইন্দ্রসারথি মাতলির আনীত ইন্দ্রের মনো-মত এক শক্তি গ্রহণ করিলেন। ঐ শক্তি বলপূর্ব্বক উত্তো-লিত হইয়া যুগান্তকালীন উল্কার ন্যায় অন্তরীক্ষ উদ্ভাসিত করিল এবং মহাবেগে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র গাত্রগ্রথিত ঘণ্টারবে মুখরিত হইয়া শূলের উপর গিয়া পড়িল। শূল ও তৎক্ষণাৎ ছিন্ন ভিন্ন নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

অনন্তর মহাবীর রাম শরনিকরে রাক্ষসরাজ রাবণের বেগবান অশ্ব সকল ভেদ করিয়া উহার বক্ষ ও ললাট বিদ্ধ করিলেন। রাবণের সর্ব্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন হওয়াতে অনর্গল রক্তধারা বহিতে লাগিল এবং বহু হস্ত ও বহু মস্তক নিব-ন্ধন সে স্বয়ং যেন সমষ্টি বদ্ধ হইয়া পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইল।

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ রামের শরে নিপীড়িত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং শরাসন বিস্ফারণ পুর্ব্বক মেঘ যেমন

জলধারায় তড়াগ পূর্ণ করে সেইরূপ রামের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর রাম অটল পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তন্নিক্ষিপ্ত শর সকল নিবারণ করিলেন। পরে রাবণ ক্ষিপ্রহস্তে সূর্য্যরশ্মিপ্রকাশ সহস্র সহস্র শর লইয়া রামের বক্ষ বিদ্ধ করিতে লাগিল। রাম ঐ সমস্ত শরে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া অরণ্যে বিকসিত কিংশুক বৃক্ষবৎ নিরীক্ষিত হইলেন এবং অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুগান্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রখর শর সকল গ্রহণ করিলেন। রণস্থল ঐ দুই বীরের শরে শরে অন্ধকারময়, তন্নিবন্ধন উহাঁরা পরস্পর পরস্পরকে আর দেখিতে পাইলেন না।

অনন্তর রাম হাস্য করিয়া ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে কহিলেন, রে রাক্ষসাধম! তুই না বুঝিয়া জনস্থান হইতে আমার ভার্য্যা অসহায়া জানকীরে অপহরণ করিয়াছিস্, এই পাপে তোরে শীঘ্রই নষ্ট হইতে হইবে। জানকী সেই মহারণ্যে অসহায় অবস্থায় ছিলেন তুই তাঁহাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া আপনাকে শূর মনে করিতেছিস্। যাহার স্বামী সন্নিহিত নাই তুই সেই স্ত্রীলোকের প্রতি কাপুরুষোচিত ব্যবহার করিয়া আপনাকে শূর মনে করিতেছিস্। রে নির্লজ্জ! তুই সৎপথভ্রষ্ট ও অতি দুশ্চরিত্র। তুই দম্ভভরে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ক্রোড়ে করিয়া আপনাকে শূর মনে করিতেছিস্। তুই যক্ষেশ্বর কুবেরের সহোদর ও মহাবল; কিন্তু অন্যের অসহায়া পত্নীকে অপহরণ করিয়া বড়ই শ্লাঘনীয় ও যশস্কর কার্য্য করিয়াছিস্। এক্ষণে তোরে নিশ্চয়ই এই গর্ব্বকৃত গর্হিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। রে নির্ব্বোধ! মনে মনে

তোর বড় বীরগর্ব্ব আছে, কিন্তু তুই চৌরবৎ পরস্ত্রী অপহরণ করিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত নহিস্। এক্ষণে দেখ্, যদি এই ঘটনা আমার সমক্ষে ঘটিত, তাহা হইলে নিশ্চয় তোরে আমার শরে বিনষ্ট হইয়া ভ্রাতা খরের মুখ দর্শন করিতে হইত। রে মূঢ়! আজ ভাগ্যবলে তোর দেখা পাইলাম, আজ আমি সুতীক্ষ্ণ শরে এখনই তোকে যমালয়ে পাঠাইব। আজ মাংসাশী পশু-পক্ষী তোর ধূলিলুণ্ঠিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মুণ্ড আকর্ষণ করিবে। তুই যখন রণস্থলে প্রসারিত দেহে শয়ন করিবি তখন গৃধ্রগণ তোর বক্ষে পড়িয়া পিপাসায় বাণের ব্রণমুখোত্থিত রক্ত সুখে পান করিবে। তুই বিনষ্ট ও ভূতলে পতিত হইলে গরুড় যেমন মহোরগগণকে আকর্ষণ করে সেইরূপ পক্ষি সকল তোর অন্ত্র-নাড়ী আকর্ষণ করুক।

মহাবীর রাম দুরাত্মা রাবণকে কঠোর বাক্যে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া উহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার বলবীর্য্য অস্ত্রবল ও উৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অস্ত্রহস্ত সকল স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল এবং হর্ষে ক্ষিপ্রকারিতা যার পর নাই বর্দ্ধিত হইল। তিনি স্বগত এই সমস্ত শুভ চিহ্ন দেখিয়া বলবিক্রমে রাবণকে অধিকতর পীড়ন করিতে লাগিলেন। রাবণও বানরগণের শিলাঘাতে এবং রামের শরপাতে বিকল ও বিহ্বল হইয়া পড়িল। সে শস্ত্র প্রয়োগ ও শরাসন আকর্ষণে অসমর্থ হইল। তখন রাম উহাকে অক্ষম দেখিয়া উহার বধসাধনে আর ইচ্ছা করিলেন না কিন্তু উহার এইরূপ মোহ ঘটিবার পূর্ব্বে তিনি যে সমস্ত শর নিক্ষেপ করিয়াছেন তদ্দারা উহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এই

বুঝিয়া উহার সারথি সভয়ে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে রণস্থল হইতে রথ অপবাহিত করিল।

চতুরধিক শততম সর্গ।

ক্ষণকাল পরে রাক্ষসরাজ রাবণ মোহযুক্ত হইল এবং মৃত্যুর প্রেরণায় নেত্রযুগল রোষে আরক্ত করিয়া সারথিকে কহিতে লাগিল, রে নির্ব্বোধ! আমি কি হীনবল অশক্ত? আমার কি পৌরুষ নাই? আমার কি তেজ নাই? আমি কি ক্ষুদ্র ভীরু ও অধীর? রাক্ষসী মায়া কি আমায় ত্যাগ করিয়াছেন? আমি কি অস্ত্রবিদ্যা জানি না, তাই তুই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া যাহা ইচ্ছা তাই করিতেছিস্? তুই কি জন্য আমার অভিপ্রায় না বুঝিয়া শত্রুর নিকট হইতে রথ অপসারণ করিয়া আনিলি? রে নীচ! আজ তোর দোষেই আমার উপার্জ্জিত যশ বীর্য্য ও তেজ নষ্ট হইল। আজ তুই আমার বীরত্বে লোকের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভঙ্গ করিয়া দিলি। আজ অপরাজিত বিক্রমে যাহার মনে বিস্ময় জন্মাইতে হইবে সেই খ্যাতবীর্য্য শত্রুর নিকট তুইই আমাকে কাপুরুষ করিয়া দিলি? রে মূঢ়! এক্ষণে তুই যখন ভুলিয়াও রণে রথ লইয়া যাইতেছিস্ না ইহা দ্বারাই শত্রু যে তোরে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়াছে আমার এই অনুমান সত্যই বোধ হয়। তুই যাহা করিয়াছিস্ ইহা হিতার্থী সুহৃদের কার্য্য নয় ইহা শত্রুরই উপযুক্ত। তুই চিরকাল আমার নিকট প্রতিপালিত

হইতেছিস্। এক্ষণে যদি মৎকৃত উপকার তোর স্মরণ থাকে তবে শীঘ্র শত্রু প্রস্থান না করিতেই রণস্থলে আমার রথ লইয়া চল্।

সুবোধ সারথি নির্ব্বোধ রাবণের এইরূপ কঠোর কথা শুনিয়া অনুনয় পূর্ব্বক কহিল, রাক্ষসরাজ! আমি ভীত প্রমত্ত ও নিঃস্নেহ নহি। প্রতিপক্ষ উৎকোচ দ্বারা আমাকে বশীভূত করে নাই এবং আপনার কৃত উপকারপরম্পরাও আমার স্মরণ আছে, কিন্তু বলিতে কি কেবল আপনার যশোরক্ষা ও হিতসাধনের উদ্দেশে স্নেহের প্রবর্ত্তনায় শুভ বুদ্ধিতেই আমি এই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি। অতএব এই বিষয়ে আপনি আমাকে নীচাশয় ক্ষুদ্রের অনুরূপ দোষারোপ করিবেন না। এক্ষণে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস হইলে নদীস্রোত যেমন ফিরিয়া থাকে সেইরূপ কেন আমি রথ ফিরাইয়া আনিলাম তাহাও শুনুন। আমি দেখিলাম আপনি যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত এবং শত্রু অপেক্ষা হীনবল হইয়া পড়িয়াছেন। আমার এই সমস্ত অশ্ব জলধারাসিক্ত গোসমূহের ন্যায় ঘর্ম্মাক্ত নিরুদ্যম ও অসক্ত হইয়াছিল। আরও যুদ্ধকালে যে সকল দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল তাহাও আমাদের অনুকূল নহে। রাজন্! সারথির অনেক বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। দেশকাল, শুভাশুভ লক্ষণ, ইঙ্গিত, অনুৎসাহ, হর্ষ ও খেদ এই গুলির পরিচয় থাকা তাহার আবশ্যক। ভূমির উচ্চনীচতা, যুদ্ধকাল, শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ, রথের উপযান, অপসর্পণ ও স্থিতি এই সমস্ত জানাও তাহার আবশ্যক। আমি আপনার এবং এই সমস্ত অশ্বের শ্রান্তিদূর করাইবার জন্য যাহা করিয়াছি তাহা উচিতই

হইয়াছে। আমি না বুঝিয়া স্বেচ্ছাক্রমে রণস্থল হইতে রথ লইয়া আসি নাই। রাজন্! এইটি আমার স্নেহের কার্য্য। এক্ষণে আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয় আজ্ঞা করুন, আমি অনন্য মনে তাহাই করিব।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ সারথির এইরূপ বাক্যে সন্তুষ্ট হইল এবং তাহার যথোচিত প্রশংসা করিয়া যুদ্ধলোভে কহিল, সারথি! তুমি শীঘ্র রণস্থলে রথ লইয়া যাও, রাবণ শত্রুকে বধ না করিয়া কদাচই নিবৃত্ত হইবে না। এই বলিয়া সে উহাকে হস্তাভরণ পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিল। সারথিও পুনর্ব্বার দ্রুতবেগে রামের নিকট রথ লইয়া চলিল।

পঞ্চাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর মহর্ষি অগস্ত্য দেবগণের সহিত যুদ্ধদর্শনার্থ রণস্থলে আগমন করিলেন এবং রামের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যাহার প্রভাবে শত্রুনাশ করিতে পারিবে আমি সেই আদিত্যহৃদয় নামক সনাতন স্তোত্র শ্রবণ করাইতেছি। এই স্তোত্র পরম পবিত্র শত্রুনাশন ও গোপ্য। ইহা সকল মঙ্গলেরও মঙ্গল এবং সমস্ত পাপের শান্তিকর। ইহা দ্বারা চিন্তা শোক বিদূরিত ও আয়ু পরিবর্দ্ধিত হয় এবং ইহারই দ্বারা জীবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। বৎস! এই সূর্য্য রশ্মিমান উদয়শীল। ইনি দেবাসুরের পূজ্য এবং ভুবনেশ্বর, তুমি ইহাঁকে পূজা কর। ইনি সর্ব্বদেবাত্মক ও

তেজস্বী। ইনি রশ্মিদ্বারা সমস্ত বস্তু উদ্ভাবন এবং রশ্মি দ্বারা দেবাসুরকে পালন করিয়া থাকেন। ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্কন্দ ও প্রজাপতি। ইনি ইন্দ্র, কুবের, কাল, যম, চন্দ্র ও সমুদ্র। ইনি পিতৃগণ বসু ও সাধ্যগণ। ইনি অশ্বিনী-কুমারদ্বয় মরুৎ ও মনু। ইনি বায়ু বহ্নি প্রজা প্রাণ ও ঋতু-কর্ত্তা। ইনি আদিত্য সবিতা সূর্য্য খগ পুষা ও গভস্তিমান। ইনি হিরণ্যরেতা ও দিবাকর। ইনি হরিদশ্ব সপ্তাশ্ব সহস্র-রশ্মি ও মরীচিমান। ইনি তিমিরধ্বংসী শম্ভু বিশ্বকর্ম্মা মার্ত্তণ্ড ও অংশুমান। ইনি অগ্নিগর্ভ অদিতিপুত্র শঙ্খ ও শিশির-নাশন। ইনি ব্যোমকর্ত্তা তমোঘ্ন ও বেদত্রয়প্রতিপাদ্য। ইনি জলোৎপাদক ও স্বপথে শীঘ্রগামী। ইনি আতপী ও মৃত্যু। ইনি পিঙ্গল ও সর্ব্বসংহারক। ইনি কবি বিশ্ব তেজঃ-স্বরূপ রক্ত এবং সমস্ত কার্য্যোৎপত্তির হেতু। ইনি নক্ষত্র গ্রহ তারার অধিপতি ও বিশ্বভাবন। ইনি তেজস্বীরও তেজস্বী ও দ্বাদশাত্মা; ইহাকে নমস্কার। ইনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম পর্ব্বত, ইনি জয় জয়ভদ্র উগ্র বীর ও ওঁকারপ্রতিপদ্য। ইনি পদ্মোন্মেষকর ও প্রচণ্ড। ইনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবেরও ঈশ্বর এবং আদিত্যের আন্তর জ্ঞানস্বরূপ। ইনি জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রকাশক এবং সর্ব্বভুক। ইনি রুদ্রমূর্ত্তি শত্রুঘ্ন ও অপরিচ্ছিন্নস্বভাব। ইনি কৃতঘ্নহন্তা স্বর্ণপ্রভ হরি ও লোক-সাক্ষী। ইনি ভূতগণকে বিনাশ ও সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইনি করনিকরে শোষণ ও বর্ষণ করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ নিদ্রিত হইলে ইনি জাগরিত থাকেন এবং ইনিই লোকের অন্তর্যামী। ইনি অগ্নিহোত্র ও অগ্নিহোত্রীর ফলপ্রদ। ইনি

যজ্ঞদেব যজ্ঞ ও যজ্ঞফল। সমস্ত জীবের মধ্যে যে সকল কার্য্য আছে ইনিই তাহার ঘটক। রাম! যে ব্যক্তি মৃত্যু জ্বরাদি দুঃখ, চৌরাদি জন্য ভয় ও কান্তারে এই সূর্য্যকে স্তব করেন তিনি কখন অবসন্ন হন না। এক্ষণে তুমি একাগ্রচিত্তে এই দেবদেব জগৎপতিকে পূজা কর। এই আদিত্যহৃদয় স্তোত্র বারত্রয় পাঠ করিলে নিশ্চয় জয়ী হইবে এবং এই দণ্ডেই রাবণকে বিনাশ করিতে পারিবে। এই বলিয়া মহর্ষি অগস্ত্য স্বস্থানে গমন করিলেন। রামও অগস্ত্যের বাক্যে রাবণবধে নিশ্চিন্ত হইলেন এবং হৃষ্ট হইয়া সংযতচিত্তে মন্ত্র ধারণ করিলেন।

ঐ সময় সূর্য্যদেবও রাবণের বধকাল উপস্থিত বোধে হৃষ্ট হইলেন এবং দেবগণের মধ্যগত হইয়া রামাক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি রাবণবধে সত্বর হও।

ষড়ধিক শততম সর্গ।

এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণের সারথি হৃষ্টমনে রণস্থলে রথ লইয়া চলিল। ঐ রথ গন্ধর্ব্বনগরবৎ আশ্চর্য্যদর্শন, নানারূপ যুদ্ধোপকরণে পূর্ণ এবং ধ্বজপতাকায় শোভিত। স্বর্ণমালী কৃষ্ণবর্ণ বেগবান অশ্বসকল উহা বহন করিতেছে। উহা স্বপক্ষের হর্ষবর্দ্ধন ও পরপক্ষের বিনাশন; উচ্চতা নিবন্ধন যেন আকাশকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ঐ রথ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও স্বতেজে প্রদীপ্ত। উহা দেখিতে

প্রকাণ্ড মেঘাকার ; পতাকা সকল বিদ্যুৎবৎ এবং বিচিত্র বর্ণ ইন্দ্রায়ুধবৎ শোভিত হইতেছে ; শরধারাই জলধারা। উহা বজ্রবিদীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ঘোর ঘর্ঘর রবে রণস্থলে আসিতে লাগিল। তখন মহাবীর রাম দ্বিতীয়া চন্দ্রবৎ বক্রাকার ধনু বিস্ফারণ পূর্ব্বক মাতলিকে কহিলেন, সারথি ! ঐ দেখ রাবণের রথ মহাবেগে আগমন করিতেছে। যখন ঐ দুষ্ট আমার দক্ষিণ পার্শ্ব আশ্রয় পূর্ব্বক দ্রুতগতিতে আসিতেছে তখন বোধ হয় আমাকে বিনাশ করাই উহার উদ্দেশ্য। এক্ষণে তুমি সাবধান হও। বায়ু যেমন উত্থিত মেঘকে নষ্ট করে আমি আজ সেইরূপে উহাকে বিনাশ করিব। তুমি নির্ভয়ে উহার অভিমুখে রথ লইয়া চল, অশ্বের প্রতি মন ও চক্ষু স্থির রাখ এবং প্রগ্রহের সংযম ও মোচনে সতর্ক হও। তুমি সুররাজ ইন্দ্রের সারথি ; আমি কার্য্যকৌশল তোমায় কিছুই শিখাইতেছি না, এক্ষণে কেবল তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

তখন মাতলি রামের কথায় পরিতুষ্ট হইয়া রথ চালনা করিতে লাগিলেন এবং রাবণের রথ দক্ষিণে রাখিয়া চক্রোত্থিত ধূলিজালে উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে রাবণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আরক্ত নেত্রে সম্মুখীন রামের প্রতি শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। রামও ক্রোধ ও ধৈর্য্য সহকারে প্রকাণ্ড ইন্দ্রধনু ও খরধার শরসকল গ্রহণ করিলেন। পরে উভয়ে পরস্পরসংহারার্থী হইয়া গর্ব্বিত সিংহবৎ সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সুর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ রাবণের বধকামনা করিয়া ঐ অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতে

লাগিলেন। রাবণের ক্ষয় ও রামের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দারুণ উৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইল। সুরগণ রাবণের রথে রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রচণ্ড বাত্যা বামাবর্ত্তে মণ্ডলাকারে বহিতে লাগিল। অন্তরীক্ষে উড্ডীন গৃধ্রগণ রাবণের রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইয়াছে। লঙ্কা জবা পুষ্পবৎ সন্ধ্যারাগে আচ্ছন্ন ও দিবসেও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে বজ্র ও উল্কা ঘোররবে পড়িতেছে। যেখানে দুর্বৃত্ত রাবণ সেই খানেই ভূমিকম্প। নানাবর্ণের সূর্য্যরশ্মি রাবণের সম্মুখে পতিত হইয়া গৈরিক ধাতুর ন্যায় লক্ষিত হইল। গৃধ্রগণে অনুগত শৃগালগণ ব্যাদিত মুখে অগ্নি উদ্গার পূর্ব্বক উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সক্রোধে অমঙ্গল রব করিতে লাগিল। বায়ু চতুর্দ্দিকে ধূলিজাল উড্ডীন করিয়া উহার দৃষ্টিলোপ পূর্ব্বক প্রতিস্রোতে বহিতেছে। রাক্ষসগণের মস্তকে বিনামেঘে ও কঠোর রবে বজ্রাঘাত হইতে লাগিল। দিক বিদিক সমস্ত অন্ধকারে আবৃত; নভোমণ্ডল ধূলিজালে দুর্নিরীক্ষ্য। শারিকা সকল রুক্ষ স্বরে ঘোর কলহ পূর্ব্বক রাবণের রথে আসিয়া পড়িতে লাগিল এবং অশ্বগণের জঘন হইতে অগ্নিকণা এবং নেত্র হইতে অশ্রু নিরবচ্ছিন্ন নির্গত হইতে লাগিল। তৎকালে রাবণের চতুর্দ্দিকেই এই সমস্ত ভয়াবহ দারুণ উৎপাত। যুদ্ধপ্রবৃত্ত রাক্ষসগণ যার পর নাই বিষণ্ণ হইল এবং উহাদের হস্ত ভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। তখন মাতলি মনে করিলেন রাবণের বিনাশকাল আসন্ন। রামও স্বপক্ষে জয়সূচক সৌম্য ও শুভ লক্ষণ সকল দেখিয়া হৃষ্ট মনে বলবিক্রমপ্রদর্শনে ব্যগ্র হইলেন।

সপ্তাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর রাম ও রাবণের রোমহর্ষণ দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাক্ষস ও বানরগণ অস্ত্রশস্ত্র হস্তে নিশ্চেষ্ট হইয়া সবিস্ময়ে আকুল হৃদয়ে উহাঁদের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। তৎকালে উহারা পরস্পরের আক্রমণবিষয়ে উদ্যমশূন্য। রাক্ষসগণ রাবণকে এবং বানরগণ রামকে বিস্ময়বিস্ফার লোচনে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। রামের সমস্তই শুভ, রাবণের সমস্তই অশুভ। উভয়ে অটল ক্রোধে নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাম জয়শ্রীলাভে রাবণ মৃত্যুলোভে স্ব স্ব বীর্য্য-সর্ব্বস্ব প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাবীর রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামের ধ্বজদণ্ডে শর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু শর রথের একদেশমাত্র স্পর্শ করিয়া ভূতলে পড়িল। তখন রামও রাবণের ধ্বজদণ্ডে শর ত্যাগ করিলেন। রথধ্বজ তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িল। পরে মহাবীর রাবণ ক্রোধে সমস্ত দগ্ধ করিয়া শরজালে রামের অশ্ব সকল বিদ্ধ করিল। কিন্তু তন্নিক্ষিপ্ত শরে ঐ সমস্ত দিব্য অশ্বের গতিস্খলন কি মোহ কিছুই হইল না; প্রত্যুত উহারা যেন মৃণালদণ্ডে আহত হইয়া অপূর্ব্ব সুখানুভব করিতে লাগিল। অনন্তর রাবণ ঐ সমস্ত অশ্বের এইরূপ অটল ভাব দেখিয়া অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং [illegible]বলে গদা, পরিঘ, চক্র, মুশল, গিরিশৃঙ্গ, বৃক্ষ, শূল, পরশু [illegible]ন্য অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। উহার উদ্যম

ও চেষ্টা কিছুতেই প্রতিহত হইবার নহে। ঐ সমস্ত শস্ত্রে রণস্থল অতিমাত্র ভীষণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহাবীর রাবণ মহাবেগে বানরগণের উপর গিয়া পড়িল এবং প্রাণপণে নিরবচ্ছিন্ন শর বর্ষণ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রামও হাস্যমুখে উহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়ের শরজালে যেন স্বতন্ত্র একটী উজ্জ্বল আকাশ প্রস্তুত হইল। উভয়ের শরই অব্যর্থ এবং লক্ষ্যভেদ ও পরপ্রযুক্ত শর নিবারণে সমর্থ। পরে ঐ সমস্ত শর পরস্পরের প্রতিঘাতে ভূতলে পড়িতে লাগিল। উহাঁরা পরস্পরের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব আশ্রয় পূর্ব্বক অনবরত শর নিক্ষেপ করিতেছেন। রাবণ রামের অশ্বকে রাম রাবণের অশ্বকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে একের ক্রিয়া অপরের প্রতিক্রিয়ায় রণস্থল অতিমাত্র তুমুল হইয়া উঠিল।

অষ্টাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর মহাবীর রাম রাবণের ধ্বজদণ্ড খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাবণও ক্রোধভরে উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিল। সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে এই লোমহর্ষণ যুদ্ধ দেখিতেছেন। ঐ দুই বীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন। উহাঁরা পরস্পরের বধে উদ্যত। উহাঁদের সারথি মণ্ডল, বীথি, গতি, প্রত্যাগতি

প্রভৃতি বিষয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক রথ সঞ্চালন করিতেছে। উভয়ের রথ নিরন্তরনিঃসৃত শরনিকরে জলবর্ষী জলদের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। উহাঁরা কিয়ৎক্ষণ বিবিধ গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সম্মুখযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে ক্রমশঃ ঐ দুই বীর পরস্পরের এত সন্নিকট হইলেন যে, এক জনের রথের ধুরকাষ্ঠ অপরের ধুরকাষ্ঠের সহিত, এক জনের অশ্বের মুখ অপরের অশ্বমুখের সহিত, এক জনের পতাকা অপরের পতাকার সহিত ঘনসংশ্লেষে সংশ্লিষ্ট হইল। ইত্যবসরে রাম এককালে সুশাণিত চার শর প্রয়োগ পূর্ব্বক ঝটিতি রাবণের চার অশ্ব অপসারিত করিয়া দিলেন। তদ্দৃষ্টে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং রামকে লক্ষ্য করিয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু রাম উহার শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত বা ব্যথিত হইলেন না। প্রত্যুত তিনি অধিকতর উৎসাহের সহিত রাবণের প্রতি বজ্রসার শর সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাবণ মাতলির প্রতি মহাবেগে শরত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু মাতলি উহার শরে ব্যথিত কি অল্পও মোহিত হইলেন না। তখন রাম নিজের অপেক্ষায় মাতলির এইরূপ পরাভবে অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং শরজালে রাবণকে বিমুখ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি উহার রথ লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরত্যাগে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণও ক্রোধভরে গদা ও মুষল বর্ষণ পূর্ব্বক রামকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ক্রমশঃ উভয়ের যুদ্ধ রোমহর্ষণ ও

তুমুল হইয়া উঠিল। গদা, মুষল ও পরিঘের শব্দ এবং শর-নিকরের পুঙ্খবায়ু দ্বারা সপ্ত সমুদ্র ক্ষুভিত হইতে লাগিল। পাতালবাসী অসংখ্য দানব ও পন্নগ ব্যথিত, পৃথিবী শৈল কাননের সহিত বিচলিত, সূর্য্য নিষ্প্রভ, এবং বায়ু নিশ্চল হইল। ইত্যবসরে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, ঋষি, কিন্নর ও উরগগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন। গো ও ব্রাহ্মণের মঙ্গল হউক, লোক সকল নিত্য নির্ব্বিঘ্নে থাকুক, এবং রামের হস্তে রাবণ পরাজিত হউক; দেবতা ও ঋষিগণ পরস্পর এইরূপ জল্পনা করিয়া ঐ তুমুল যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল উভয়ের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়া কহিতে লাগিল, সমুদ্র আকাশের তুল্য এবং আকাশ সমুদ্রের তুল্য; রাম ও রাবণের যুদ্ধ রাম ও রাবণেরই অনুরূপ।

অনন্তর মহাবীর রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরাসনে উরগ-ভীষণ শর সন্ধান পূর্ব্বক রাবণের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিলেন। ত্রিলোকের সমস্ত লোক দেখিল রাবণের মস্তক ভূতলে পতিত হইয়াছে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ উহারই অনুরূপ রাবণের অন্য এক মস্তক উত্থিত হইল। ক্ষিপ্রকারী রাম শীঘ্র তাহাও ছেদন করিলেন। উহা ছিন্ন হইবামাত্র রাবণের আর একটি মস্তক তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইল। পরে রাম বজ্রসার শরে তাহাও ছেদন করিলেন। এইরূপে তিনি ক্রমান্বয়ে তুল্যাকার শত মস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন কিন্তু রাবণ কিছুতেই বিনষ্ট হইল না।

তখন সর্ব্বাস্ত্রবিৎ রাম মনে করিলেন, যদ্দ্বারা মারীচ খর ও দূষণ, ক্রৌঞ্চবনবর্ত্তী গর্ত্তে বিরাধ এবং দণ্ডকারণ্যে কবন্ধ বিনষ্ট

হইয়াছে; যদ্দারা সপ্ত শাল বিদীর্ণ এবং গিরি সকল চূর্ণ হইয়াছে, যদ্দারা বালী নিহত এবং মহাসমুদ্র আলোড়িত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় সেই সমস্ত শর। কিন্তু এই সকল অমোঘ শর যে রাবণের প্রতি হীনতেজ হইল ইহার কারণ কি। তৎকালে রাম ইহা বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কিন্তু রাবণবধে তাঁহার কিছুমাত্র যত্নের শৈথিল্য হইল না। তিনি উহার বক্ষে নিরবচ্ছিন্ন শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামের প্রতি গদা ও মুষল বর্ষণ করিতে লাগিল। উভয়ের যুদ্ধ রোমহর্ষণ ও তুমুল হইয়া উঠিল। দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও উরগগণ অন্তরীক্ষ পৃথিবী ও গিরিশৃঙ্গে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক দিবারাত্রি ধরিয়া এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। কি দিবা কি রাত্রি কি মুহূর্ত্ত কি ক্ষণ কোন সময়ে এই যুদ্ধের আর বিরাম নাই।

নবাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর সুরসারথি মাতলি রামকে কহিলেন, বীর! তুমি যেন কিছু না জানিয়াই রাবণবধে চিন্তিত হইয়াছ। এক্ষণে ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ কর। সুরগণ রাবণের যে বিনাশকাল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এক্ষণে তাহাই উপস্থিত।

মাতলি এই কথা স্মরণ করাইবামাত্র রাম ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে অপরিচ্ছিন্নপ্রভাব ভগবান প্রজাপতি ত্রিলোকজয়ার্থী ইন্দ্রকে ঐ অস্ত্র প্রদান করেন। পরে রাম

মহর্ষি অগস্ত্য হইতে উহা অধিকার করিয়াছেন। ঐ অস্ত্রের পক্ষদ্বয়ে পবন, ফলমুখে অগ্নি ও সূর্য্য, শরীরে মহাকাশ এবং গুরুতায় সুমেরু ও মন্দর পর্ব্বত অধিষ্ঠান করিতেছেন। উহা মহাভূতসমষ্টির সারাংশে নির্ম্মিত, স্বতেজপ্রদীপ্ত, রক্তমেদ-লিপ্ত, সধূম প্রলয়বহ্নির ন্যায় করালদর্শন, এবং বজ্রবৎ কঠোর ও ঘোরনাদী। উহার প্রভাবে নর নাগ অশ্ব দ্বার পরিঘ ও গিরি বিদীর্ণ ও চূর্ণ হয় এবং কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শৃগাল ও রাক্ষস-গণ ভক্ষ্যলাভে তৃপ্ত হইয়া থাকে। উহা রুষ্ট সর্পের ন্যায় ভীষণ এবং কৃতান্তবৎ উগ্রদর্শন। বানরগণ ঐ ব্রহ্মাস্ত্র দেখিয়া আনন্দিত হইল এবং রাক্ষসেরা অবসন্ন হইয়া গেল। মহাবল রাম বেদোক্ত বিধানক্রমে উহা মন্ত্রপূত করিয়া শরাসনে যোজনা করিলেন। অস্ত্র যোজিত হইবামাত্র সমস্ত প্রাণী ভীত ও পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। রাম ক্রোধে অধীর হইয়া রাবণের প্রতি উহা পরিত্যাগ করিলেন। বজ্রবৎ দুর্দ্ধর্ষ কৃতা-ন্তের ন্যায় দুর্নিবার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহাবেগে রাব-ণের বক্ষে গিয়া পড়িল এবং ঝটিতি উহার বক্ষভেদ ও প্রাণ-হরণ পূর্ব্বক রক্তাক্ত দেহে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। রাবণের হস্ত হইতে সহসা শর ও শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল। সে বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায় রথ হইতে ভীমবেগে ভূতলে পতিত হইল। এ দিকে ব্রহ্মাস্ত্রও স্বকার্য্য সাধন পূর্ব্বক বিনীতবৎ পুনর্ব্বার তূণীরমধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর হতাবশেষ রাক্ষসগণ অনাথ হইয়া ভীত মনে চতু-র্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন বানরেরা রামকে বিজয়ী দেখিয়া বৃক্ষহস্তে উহাদের উপর পড়িল। রাক্ষসগণ

নিপীড়িত এবং ভয়ে ছিন্নভিন্ন হইয়া গলদশ্রুলোচনে দীন মুখে লঙ্কায় প্রবেশ করিল। গর্ব্বিত বানরেরা হৃষ্ট মনে রামের জয়ধ্বনি করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। অন্তরীক্ষে সুর-দুন্দুভি মধুর-গম্ভীর নাদে বাজিয়া উঠিল। সুখস্পর্শ সুগন্ধী সমীরণ চতুর্দ্দিকে বহমান; রামের রথোপরি দুর্লভ ও মনো-হর পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। গগনে দেবতারা রামকে স্তব ও সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বলোকভীষণ রাবণের বধে সকলের অতিমাত্র হর্ষ উপস্থিত। মহাবীর রামের প্রভাবে সুগ্রীব অঙ্গদ ও বিভীষণের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। সুরগণের মনে অপূর্ব্ব শান্তি, দিক সকল সুপ্রসন্ন, আকাশ নির্ম্মল, পৃথিবী নিশ্চল এবং সূর্য্য পুর্ণপ্রভায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সুগ্রীব, বিভীষণ, অঙ্গদ ও লক্ষ্মণ হৃষ্টমনে পূজ্য-পরাক্রম রামকে জয়জয় রবে পূজা করিলেন। স্থিরপ্রতিজ্ঞ রামও স্বজন ও সৈন্য পরিবৃত হইয়া সুরগণবেষ্টিত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইলেন।

দশাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর বিভীষণ ভ্রাতা রাবণকে রণশায়ী দেখিয়া শোকা-কুল মনে কহিতে লাগিলেন, বীর! মহামূল্য শয্যাই তোমার উপযুক্ত, আজ কেন তুমি সুদীর্ঘ ও নিশ্চেষ্ট বাহুযুগল প্রসা-রণ পূর্ব্বক ধূলিতে শয়ন করিয়া আছ? তোমার উজ্জ্বল রত্ন-কিরীট লুণ্ঠিত দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি

পূর্ব্বে তোমায় যে কথা কহিয়াছিলাম তুমি কাম ও মোহবলে তাহাতে কর্ণপাত কর নাই এখন তাহাই ঘটিল। প্রহস্ত, ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ, অতিরথ, অতিকায়, নরান্তক এবং তুমি তোমরা কেহই দম্ভভরে আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই এখন তাহাই ঘটিল। হা! ধার্ম্মিকগণের সেতু ভগ্ন, ধর্ম্মের স্বরূপ নষ্ট এবং বলবীর্য্যের আশ্রয়স্থান বিলুপ্ত; তুমি বীর-গতি লাভ করিয়া আমাদিগকে শোকাকুল করিলে। হা সূর্য্য ভূতলে পতিত, চন্দ্র অন্ধকারে নিমগ্ন, অগ্নি নির্ব্বাণ এবং প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইল। বীর! তুমি যখন ধূলিতে নিদ্রিতবৎ শয়ান আছ তখন এই লঙ্কানিবাসী হতবীর্য্য লোকে আর কি আছে। হা! আজ রামরূপ প্রবল বায়ু রাবণরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষকে ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধৈর্য্য ইহার পত্র, বেগই পুষ্প, তপস্যা বল এবং শৌর্য্যই দৃঢ় মূল। হা! আজ রাবণরূপ মদস্রাবী হস্তী রামরূপ সিংহ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত আছেন। তেজ ইহার দশন, আভিজাত্যই মেরুদণ্ড, কোপ হস্তপদ এবং প্রসন্নতাই শুণ্ড। হা! রাবণরূপ অগ্নি রামরূপ মেঘে নির্ব্বাণ হইয়া গেল। বিক্রম ও উৎসাহই ইহার জ্বলন্ত শিখা, ক্রোধনিশ্বাস ধূম এবং বলই দাহশক্তি। হা! রাবণরূপ বৃষ রামরূপ ব্যাঘ্র দ্বারা বিনষ্ট হইল। রাক্ষসগণই ইহার লাঙ্গুল ককুদ ও শৃঙ্গ, চপলতাই ইহার কর্ণ ও চক্ষু। এই বৃষ সর্ব্বাপেক্ষা বিজয়ী এবং বেগে বায়ুতুল্য।

তখন রাম বিভীষণকে এইরূপ শোকাকুল দেখিয়া কহিলেন, বীর! এই রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধে অক্ষম হইয়া বিনষ্ট হন নাই।

ইনি মহাবলপরাক্রান্ত উৎসাহশীল ও মৃত্যুশঙ্কারহিত। এক্ষণে দৈবাৎ ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে। শ্রীবৃদ্ধিই তাঁহাদের কামনা [illegible] ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ বীর যুদ্ধে বিনষ্ট হইলে কিছুতেই শোচনীয় হইতে পারেন না। যে ধীমান রণস্থলে ইন্দ্রাদি দেবগণকেও শঙ্কিত করিতেন তাঁর মৃত্যুতে শোক করা কর্ত্তব্য হইতেছে না। দেখ যুদ্ধে নিয়তই যে জয় হইবে এরূপ কোন কথা নাই, লোকে হয় শত্রুকে বিনাশ করে, নয় স্বয়ংই তাহার হস্তে বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ক্ষত্রিয়সম্মত গতি পূর্ব্বাচার্য্যগণের নির্দ্দিষ্ট। নিহত ক্ষত্রিয়ের জন্য শোক করা অনুচিত ইহাও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। তুমি এই তত্ত্বে স্থিরনিশ্চয় হইয়া বিশোক হও এবং এক্ষণে যাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহাও চিন্তা কর।

অনন্তর বিভীষণ শোকাকুল মনে কহিলেন, রাম! পূর্ব্বে ইন্দ্রাদি দেবগণও যাঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন নাই আজ তুমিই তাঁহাকে বিনাশ করিলে। এই মহাবীর যাচকদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিয়াছেন, নানারূপ ভোগ্য বস্তু উপভোগ, ভৃত্যগণকে পোষণ, মিত্রগণের শ্রীবৃদ্ধি এবং শত্রুদিগকে নিপাত করিয়াছেন। ইনি বেদবেদান্তপারগ ও মহাতপা এবং অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যের প্রধান অনুষ্ঠাতা। এক্ষণে তোমার অনুমতি হইলে আমি ইহাঁর ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারি।

মহাত্মা রাম বিভীষণের এই করুণ বাক্যে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, মৃত্যুপর্য্যন্তই শত্রুতার অন্ত, আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি ইহাঁর প্রেতকৃত্য

অনুষ্ঠান কর। রাবণ যেমন তোমার স্নেহপাত্র সেইরূপ আমারও জানিবে।

একাদশাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসীরা রাবণের বিনাশে শোকাকুল হইয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। উহাদের কেশপাশ আলু-লিত, বারবার নিবারিত হইলেও উহারা ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছে; সকলে হতবৎস ধেনুর ন্যায় শোকাকুল। ঐ সমস্ত রাক্ষসী লঙ্কার উত্তর দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল এবং ভীষণ যুদ্ধস্থানে উপস্থিত হইয়া কেহ হা আর্য্যপুত্র! কেহ হা নাথ! এই বলিয়া সেই কবন্ধপূর্ণ রক্তকর্দ্দমবহুল রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল। উহারা ভর্ত্তৃশোকে অধীর হইয়া যূথপতিহীন করিণীর ন্যায় বাষ্পাকুললোচনে রণস্থলে ভর্ত্তার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। দেখিল, মহাকায় মহাবীর্য্য মহাদ্যুতি কজ্জলস্তূপকৃষ্ণ রাবণ বিনষ্ট হইয়াছেন। তিনি ধূলিশয্যায় শয়ান। রাক্ষসীরা উহাঁকে তদবস্থ দেখিয়া ছিন্ন লতার ন্যায় উহাঁর দেহোপরি পতিত হইল। কেহ সবহু-মানে উহাঁকে আলিঙ্গন এবং কেহ কেহ বা উহাঁর কর চরণ ও কণ্ঠ গ্রহণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। কেহ ভুজদ্বয় উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত এবং কেহ বা উহাঁর মুখ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিমোহিত হইল। কেহ স্বীয় উৎসঙ্গে ভর্ত্তার মস্তক লইয়া তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক রোদন

করিতে লাগিল। এবং তুষারজলে পদ্মের ন্যায় বাষ্পবারিতে উহাঁর মুখ অভিসিক্ত করিয়া তুলিল। তৎকালে সকলেই রাবণের বিনাশশোকে হাহাকার করিয়া করুণ স্বরে কহিতে লাগিল, হা! যিনি ইন্দ্রকে এবং যিনি যমকেও শঙ্কিত করিয়াছিলেন, যিনি কুবেরের পুষ্পক রথ বলপূর্ব্বক লইয়াছেন, এবং গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ যাঁহার ভয়ে সততই শশব্যস্ত ছিলেন আজ তিনিই বিনষ্ট ও ধূলিশয্যায় শয়ান। সুরাসুর ও পন্নগ হইতেও যাঁহার কিছুমাত্র উদ্বেগ ছিল না আজ মনুষ্যহস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল? যিনি দেব দানব ও রাক্ষসের অবধ্য তিনিই আজ একজন পাদচারী মনুষ্যের হস্তে বিনষ্ট ও শয়ান? সুরাসুর যক্ষ যাঁহাকে বধ করিতে পারে না আজ তিনিই নিতান্ত নির্ব্বীর্য্যের ন্যায় মনুষ্যহস্তে বিনষ্ট হইলেন।

হা মহারাজ! তুমি সুহৃদ্গণের হিতবাক্যে অবহেলা করিয়া মৃত্যুর নিমিত্তই সীতাকে হরণ করিয়াছিলে, রাক্ষসগণকে মৃত্যুমুখে ফেলিলে এবং আমাদিগকেও এককালে বিনাশ করিলে। তোমার ভ্রাতা বিভীষণ তোমাকে কতই হিত উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু তুমি মোহপ্রভাবে মৃত্যুর জন্য তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপন কর। যদি তুমি রামকে জানকী সমর্পণ করিতে তাহা হইলে আমাদিগের এই মূলঘাতী ঘোর বিপদ ঘটিতে পারিত না; রামের মনোরথ পূর্ণ হইত, বিভীষণ ও মিত্রপক্ষ কৃতকার্য্য হইতেন, আমরা সধবা থাকিতাম এবং শত্রুগণেরও মনস্কামনা সিদ্ধ হইত না। কিন্তু তুমি দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে বলপূর্ব্বক সীতাকে রোধ

করিয়াছিলে তজ্জন্য আপনাকে রাক্ষসগণকে ও আমাদিগ-কেও তুল্যরূপে নিপাত করিলে। রাজন্! ইহাতে তোমা-রই বা দোষ কি? দৈবই সমস্ত ঘটাইয়া দেয়, দৈবে না মারিলে লোক মরে না। অসংখ্য রাক্ষস ও বানর এবং তোমার এই যে মৃত্যু ইহা দৈবযোগেই ঘটিয়াছে। লোকে ফলোন্মুখী দৈবগতিকে অর্থ, ইচ্ছা, বিক্রম ও আজ্ঞা কিছুতেই নিবারণ করিতে পারে না।

তৎকালে রাক্ষসরাজ রাবণের পত্নীগণ দীনমনে বাষ্পা-কুল লোচনে কুররীর ন্যায় এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

দ্বাদশাধিক শততম সর্গ।

ইত্যবসরে সর্ব্বজ্যেষ্ঠা প্রিয়পত্নী মন্দোদরী রাবণকে রামের শরে বিনষ্ট দেখিয়া করুণ কণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিল, হা, নাথ! তুমি ক্রোধাবিষ্ট হইলে স্বয়ং ইন্দ্রও ভয়ে তোমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিতেন না। মহর্ষি, যশস্বী গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ তোমার ভয়ে দিগদিগন্তে পলায়ন করিতেন। সেই তুমি আজ কিনা এক জন মনুষ্যের হস্তে পরাজিত হইলে; অথচ ইহাতে লজ্জিত হইতেছ না? এ কি! তুমি স্বয়ং দুঃসহ বলবিক্রমে ত্রিলোক আক্রমণ পূর্ব্বক শ্রীলাভ করিয়াছিলে; আজ কিনা এক জন বনচারী মনুষ্য তোমা-কেই বিনাশ করিল? তুমি স্বয়ং কামরূপী, এই মনুষ্যের

অগম্য লঙ্কাদ্বীপ তোমার বাসভূমি, আজ কি না এক জন মনুষ্য তোমাকে বধ করিল? ইহা নিতান্ত অসম্ভব। বোধ হয় স্বয়ং কৃতান্ত ছদ্মবেশে রামরূপে আসিয়া থাকিবেন, তিনি তোমাকে বধ করিবার জন্য এইরূপ অতর্কিত মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন। অথবা বোধ হয় ইন্দ্রই তোমাকে বধ করিলেন; না; তাই বা কিরূপে সম্ভব, তিনি যে যুদ্ধে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন তাঁহার এমন কি সাধ্য। অথবা বোধ হয় যিনি সর্ব্বান্তর্যামী নিত্য পুরুষ, যিনি জন্ম জরা ও বিনাশহীন, যিনি মহৎ হইতেও মহৎ, যিনি প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, যিনি শঙ্খচক্র ও গদাধারী, যাহার বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন, যিনি অজেয়, ও নিশ্চল, যাঁহার শ্রী অটল সেই মহাযোগী সত্যবিক্রম সর্ব্বলোকেশ্বর বিষ্ণু মনুষ্যাকার ধারণ পূর্ব্বক বানররূপী সুরগণে পরিবৃত হইয়া লোকের হিতকামনায় রাক্ষসগণের সহিত তোমাকে বধ করিয়াছেন। নাথ! তুমি পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া ত্রিভুবন পরাজয় করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহারা সেই বৈর স্মরণ পূর্ব্বক তোমাকে জয় করিয়া থাকিবে। হা! যখন জনস্থানে মহাবীর খর চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত বিনষ্ট হইল তখনই জানিয়াছি রাম মনুষ্য নহেন। যখন হনুমান সুরগণেরও অগম্য লঙ্কাদ্বীপে স্বীয় বলবীর্য্যপ্রভাবে প্রবেশ করিল তদবধিই আমরা নানা দুর্ভাবনায় ব্যথিত হইয়াছি। আমি পূর্ব্বে তোমায় কহিয়াছিলাম, রাজন্! রামের সহিত বিরোধ করিও না, কিন্তু তুমি তাহাতে কর্ণপাত কর নাই, এক্ষণে তাহারই এই ফল হইল। হা! তুমি আত্মীয় স্বজনের সহিত ধনে প্রাণে নষ্ট

হইবার জন্য অকস্মাৎ সীতার প্রতি অভিলাষী হইয়াছিলে। সীতা অরুন্ধতী ও রোহিণী অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তুমি সেই পূজনীয়াকে অপহরণ করিয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছ। তিনি সর্ব্বংসহা—সহিষ্ণুতা গুণের নিদর্শনভুতা পৃথিবীরও পৃথিবী এবং শ্রীরও শ্রী। তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও পতিপ্রাণা। তুমি তাঁহাকে বিজন অরণ্য হইতে ছলে বলে আনয়ন পূর্ব্বক সবংশে বিনষ্ট হইলে। তুমি সীতার সমাগম অভিলাষ করিয়াছিলে, কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল না; প্রত্যুত সেই পতিব্রতারই তপঃপ্রভাবে স্বয়ং দগ্ধ হইলে। তুমি যখন সীতাকে অপহরণ করিয়া আন তখন যে তাঁহার ক্রোধানলে ভস্মীভুত হইয়া যাও নাই তাহার কারণ তোমার সেই মাহাত্ম্য, যাহার প্রভাবে সাক্ষাৎ অগ্নিও ভীত হন। নাথ! প্রকৃত সময়ে পাপ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। যে শুভকারী সে শুভ ফল ভোগ করে এবং যে পাপকারী সে পাপফল ভোগ করিয়া থাকে; তাহার সাক্ষী, বিভীষণের সুখ এবং তোমার এই নিদারুণ দুঃখ। নাথ! সীতা অপেক্ষাও তো তোমার বহুসংখ্য রূপবতী রমণী আছে কিন্তু তুমি কামবশে মোহাবেশে বুঝিতে পার নাই। সীতা কুল ও রূপগুণে কিছুতেই আমার অনুরূপ বা অধিক নহে কিন্তু তুমি মোহাবেশে তাহা বুঝিতে পার নাই। বিনা কারণে কাহারই মৃত্যু হয় না, তোমার মৃত্যুকারণ সেই পতিদেবতা সীতা। তুমি দূর হইতে এই মৃত্যু স্বয়ংই আহরণ করিয়াছ। অতঃপর সীতা বিশোক হইয়া রামের সহিত সুখে কালহরণ করিবেন আর এই মন্দভাগিনী ঘোর শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। বীর! আমি কৈলাস

সুমেরু ও মন্দর পর্ব্বত, চৈত্ররথ কানন এবং অন্যান্য দেবো-দ্যানে তোমার সহিত কতই বিহার করিয়াছি, বিচিত্র মাল্য ও বস্ত্রে সুসজ্জিত এবং উৎকৃষ্ট শ্রীসম্পন্ন হইয়া বিবিধ দেশ দেখিয়াছি, আজ সেই আমি এক তোমার মৃত্যুতে এই সমস্ত ভোগ হইতে ভ্রষ্ট হইলাম, আজ সেই আমি বিধবা হইলাম, এক্ষণে বুঝিলাম রাজশ্রী নিতান্ত চপলা, তাহাকে ধিক্।

নাথ! তোমার এই মুখ উজ্জ্বলতায় সূর্য্য, কমনীয়তায় চন্দ্র এবং শোভায় পদ্মের তুল্য, ইহার ভ্রূযুগল, উন্নত নাসা ও ত্বক অতি সুন্দর, ইহা রত্নকিরীট ও দীপ্ত কুণ্ডলে শোভিত ছিল, পানগোষ্ঠীতে মদিরারসে নেত্রযুগল চঞ্চল হইলে ইহার যার পর নাই শ্রী হইত, আলাপকালে সহাস্য মধুর বাক্য নিঃসৃত হইয়া ইহার অপূর্ব্ব প্রভা বিস্তার করিত; হা! আজ তোমার সেই মুখ নিতান্ত শ্রীহীন ও মলিন। ইহা রামের শরে ছিন্ন; গলিত মেদ ও মজ্জায় ক্লিন্ন, রুধিরধারায় রক্তিম এবং রথোত্থিত ধূলিজালে রুক্ষ হইয়া আছে। হা! আমি অতি হতভাগিনী; আমি যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই সেই বৈধব্যদশা আমার ঘটিল! আমার পিতা দানবরাজ, স্বামী রাক্ষসেশ্বর, পুত্র ইন্দ্রবিজয়ী এই জন্য আমার মনে মনে বড়ই গর্ব্ব ছিল। আমার রক্ষকেরা অকুতোভয় খ্যাতবীর্য্য ও বিজয়ী ইহাও আমার মনে একটা বিশ্বাস ছিল। কিন্তু হা! এতাদৃশপ্রভাব তোমরা থাকিতে এই অতর্কিত মনুষ্যভয় কি রূপে উপস্থিত হইল। নাথ! তোমার এই দেহ স্নিগ্ধ ইন্দ্রনীলবৎ শ্যামল, পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ এবং কেয়ূর অঙ্গদ মুক্তাহার ও পুষ্প মাল্যে সুশোভিত। ইহা বিহারগৃহে রমণীয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে

দুর্নিরীক্ষ্য ছিল। ইহা নানারূপ আভরণপ্রভায় সবিদ্যুৎ জলদের ন্যায় শোভা পাইত; হা! আজ ইহা কণ্টকাকীর্ণ শশকবৎ বহুসংখ্য তীক্ষ্ণ শরে ব্যাপ্ত ও লিপ্ত; এই জন্য ইহার স্পর্শ আমার পক্ষে দুর্লভ জানিয়াও আমি আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। হা! মর্ম্মপ্রসারিত শরে এই দেহের স্নায়ুবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে; ইহা শ্যামবর্ণ কিন্তু এক্ষণে রক্ত-কান্তি। বজ্রবিদীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ইহা ধরাতলে প্রসারিত আছে। হা নাথ! রামের হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে ইহা স্বপ্নবৎ অলীক, তাহাই কি সত্য হইল! তুমি সাক্ষাৎ মৃত্যুরও মৃত্যু কিন্তু স্বয়ং কিরূপে মৃত্যুর বশীভূত হইলে? তুমি ত্রৈলোক্যের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর; সমস্ত লোক তোমার জন্য সততই ভীত ছিল; তুমি লোকপালবিজয়ী; তুমি দেবদেব মহাদেবকেও টলাইয়া ছিলে। তুমি গর্ব্বিতদিগের নিগ্রহ, এবং অনেক সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিয়াছ। তুমি শত্রুর নিকট স্বতেজে গর্ব্বোক্তি করিয়া থাক। তুমি স্বজন ও ভৃত্যের রক্ষক এবং বীরগণের বিনাশক। তুমি বহুসংখ্য দানব ও যক্ষকে নিহত এবং নিবাতকবচগণকে পরাজিত করিয়াছ। তুমি যজ্ঞনাশ, ধর্ম্মের মর্য্যাদাভেদ এবং যুদ্ধে মায়া সৃষ্টি করিতে এবং সুরাসুর ও মনুষ্যের কন্যাকে নানাস্থান হইতে বলপূর্ব্বক আনিতে। তুমি শত্রুস্ত্রীর শোকদ এবং স্বজনের নেতা। তুমি লঙ্কার রক্ষক ও ভীষণ কার্য্যের কর্ত্তা। তুমি আমাদিগকে বিবিধ ভোগে পরিতৃপ্ত করিয়া থাক। হা! এক্ষণে আমি তোমাকে রামের শরে বিনষ্ট দেখিয়াও যে দেহ ধারণ করিয়া আছি ইহাতেই বোধ হয় আমার হৃদয় অতিশয়

কঠিন। নাথ! তুমি মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিতে এখন কি জন্য ভূতলে ধূলিধূসর হইয়া শয়ান আছ? যে দিন বীর লক্ষ্মণ আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিয়াছেন সেই দিন আমি অতিমাত্র ব্যথিত হইয়াছিলাম কিন্তু আজ এক-কালে বিনষ্ট হইলাম। এখন বন্ধুহীন অনাথ ও ভোগবিহীন হইয়া চিরকাল শোকার্ণবে নিমগ্ন থাকিব। হা! তুমি দুর্গম সুদীর্ঘ পথের পথিক হইয়াছ, আজ এই দুঃখিনীকেও সেই পথের সঙ্গিনী করিয়া লও, আমি তোমা ব্যতীত কিছুতেই থাকিব না। তুমি এই দীনকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী কেন যাও? এই মন্দভাগিনী তোমার জন্য শোকাকুল মনে বিলাপ করিতেছে তুমি কেন ইহাকে সান্ত্বনা করিতেছ না? আমি অবগুণ্ঠিত না হইয়া নগরদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত এবং পদব্রজেই এখানে উপস্থিত হইয়াছি; ইহা দেখিয়া কি তুমি ক্রুদ্ধ হও নাই? এই দেখ, তোমার পত্নীগণের লজ্জাবগুণ্ঠন স্খলিত এবং ইহারা অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে; ইহা-দিগকে বহির্গত দেখিয়া তুমি কেন ক্রুদ্ধ হও নাই? আমি তোমার ক্রীড়াসহায়, এক্ষণে অতিমাত্র কাতর হইয়াছি, তুমি কি জন্য আমাকে সান্ত্বনা এবং কি জন্যই বা আমায় বহুমান করিতেছ না? তুমি যে সকল পতিব্রতা পতিসেবা-রতা ধর্ম্মপরায়ণা কুলস্ত্রীকে বিধবা কর তাহারাই শোকাকুল মনে তোমায় অভিসম্পাত করিয়াছিল তজ্জন্যই আজ তুমি শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিলে। তাহারা অপকৃত হইয়া তোমায় যে অভিশাপ দিয়াছিল, বলিতে কি, আজ তাহারই এই ফল উপস্থিত হইল। পতিব্রতাদিগের চক্ষের জল

ভূতলে পড়িলে নিশ্চয় একটা অনর্থ ঘটিয়া থাকে এই যে প্রবাদ-বাক্য আছে ইহা কি সত্যসত্যই তোমাতে ফলিল! রাজন্! তুমি মহাবীর; তুমি স্ববিক্রমে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছ; জানি না, তোমার কিরূপে সামান্য স্ত্রীচৌর্য্যে প্রবৃত্তি হইল? তুমি স্বর্ণমৃগচ্ছলে রাম ও লক্ষ্মণকে দূরে অপসারণ পূর্ব্বক জানকীরে কেন আশ্রম হইতে অপহরণ করিয়াছিলে? তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালই দেখিয়া থাক এবং তোমার যুদ্ধকাতরতাও কখন শুনি নাই, তবে যে তুমি এইরূপ করিলে ইহা কেবল ভাগ্যদোষে আসন্ন মৃত্যুরই লক্ষণ। আমার সেই সত্যবাদী দেবর জানকীরে লঙ্কায় আনীত দেখিয়া চিন্তায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহা কহিয়াছিলেন তাহাই কি ঘটিল! রাজন্! তোমারই দুরপনেয় কামক্রোধজ ব্যসনে এই মূলঘাতী অনর্থ উপস্থিত হইল। তুমিই এই রাক্ষসকুলকে অনাথ করিলে। তুমি আপনার সদসৎ কর্ম্ম লইয়া বীরগতি লাভ করিয়াছ; তুমি কোনও অংশে শোচনীয় নও, কেবল স্ত্রীস্বভাব হেতু আমার বুদ্ধি করুণায় কাতর হইতেছে। আমিই কেবল তোমার বিনাশ দুঃখে শোকাকুল হইতেছি। তুমি হিতার্থী সুহৃদ ও ভ্রাতৃগণের নিবারণ শুন নাই; বিভীষণ সান্ত্বভাবে তোমাকে অনেক শ্রেয়স্কর সঙ্গত কথা কহিয়া ছিলেন তুমি তাহাতে কর্ণপাত কর নাই। তুমি বীর্য্যগর্ব্বে মারীচ, কুম্ভকর্ণ ও আমার পিতার অনুরোধ রক্ষা কর নাই এখন তাহারই ফল এইরূপ হইল। হা নাথ! তোমার দেহ জলদাকার, পরিধান পীতাম্বর এবং হস্তে স্বর্ণাঙ্গদ; তুমি রক্তে অবগুণ্ঠিত

হইয়া দেহ প্রসারণ পূর্ব্বক কেন শয়ান আছ! তুমি আমাকে শোকাকুল দেখিয়া কেন সম্ভাষণ করিতেছ না! আমি মহাবীর্য্য রাক্ষস সুমালীর দৌহিত্রী; তুমি কেন আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না! রাজন্! এই নূতন পরাভবকালে তুমি কি কারণে শয়ান আছ, এক্ষণে গাত্রোত্থান কর। হা! আজ সূর্য্যরশ্মি নির্ভয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছে। তুমি এই দুর্নিরীক্ষ্য পরিঘ দ্বারা শত্রুসংহার করিতে। ইহা বজ্রবৎ কঠোর স্বর্ণখচিত ও গন্ধমাল্যে অর্চ্চিত; এখন ইহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে বিকীর্ণ রহিয়াছে। নাথ! তুমি রণভূমিকে প্রিয়তমার ন্যায় আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান আছ আর অপ্রিয়ার ন্যায় আমার সহিত বাক্যালাপও করিতেছ না! হা! এক্ষণে আমার এই হৃদয়কে ধিক্, ইহা তোমার বিনাশে শোকাকুল হইয়া এখনও সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না।

রাক্ষসরাজমহিষী মন্দোদরী সজল নয়নে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া স্নেহাবেগে রাবণের বক্ষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তৎকালে সন্ধ্যারাগরক্ত মেঘে উজ্জ্বল বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন উঁহার সপত্নীগণ যার পর নাই কাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে উঁহাকে ভর্ত্তার বক্ষঃস্থল হইতে উত্থাপন পূর্ব্বক প্রবোধবাক্যে কহিল, দেবি! লোকস্থিতি যে অনিশ্চিত ইহা কি তুমি জান না? এবং পুণ্যক্ষয় হইলে রাজার রাজ্যলক্ষ্মী যে থাকেন না ইহাও কি তুমি জান না? রাবণের পত্নীগণ রোরুদ্যমানা মন্দোদরীকে এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন

করিতে লাগিল। চক্ষের জলে উহাদের স্তন ও সুনির্ম্মল মুখ ধৌত হইয়া গেল।

ইত্যবসরে রাম বিভীষণকে কহিলেন, বিভীষণ! তুমি রাবণের অগ্নিসংস্কার এবং সমস্ত স্ত্রীলোককে সান্ত্বনা কর। তখন ধীমান বিভীষণ বুদ্ধিবলে সম্যক্ বিচার করিয়া ধর্ম্ম-সঙ্গত ও বিনীত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাম! যে ব্যক্তি পরস্ত্রীস্পর্শপাতকী তাহার অগ্নিসংস্কার করা আমার উচিত হইতেছে না। এই রাক্ষসরাজ আমার অনিষ্টপর ভ্রাতৃরূপী শক্র। ইনি গুরুত্বগৌরবে যদিও আমার পূজ্য কিন্তু কিছুতেই পূজা পাইবার যোগ্য নহেন। রাম! আমি ইহাঁর দেহদাহে অসম্মত পৃথিবীর তাবৎ লোক আমার এই কথা শুনিয়া হয়ত আমাকে নিষ্ঠুর বলিতে পারে কিন্তু ইহাঁর সমস্ত দোষের কথা শুনিলে তাহারা পুনর্ব্বার বলিবে বিভীষণ যাহা করিয়াছেন তাহা ভালই হইয়াছে।

তখন ধর্ম্মশীল রাম পরম প্রীত হইয়া বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি তোমার প্রভাবে জয়শ্রী লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমারও কোনরূপ প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে। এই প্রসঙ্গে আমার যা কিছু বক্তব্য আমি অবশ্যই তোমায় বলিব। দেখ, এই রাক্ষসাধিপতি রাবণ যদিও অধার্ম্মিক ও দুশ্চরিত্র কিন্তু ইনি মহাবল ও মহাবীর। শুনিয়াছি যে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও ইহাঁকে জয় করিতে পারেন নাই। মৃত্যু পর্য্যন্তই শক্রতা, ইহাঁকে বধ করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সম্যক সাধিত

হইয়াছে। এক্ষণে তুমি ইহাঁর অগ্নিসংস্কার কর। ইনি যেমন তোমার তেমনি আমার। তুমি ধর্ম্মানুসারে ইহাঁর শাস্ত্রসম্মত অগ্নিসংস্কার করিতে পার, ইহাতে নিশ্চয় যশস্বী হইবে।

তখন বিভীষণ রাবণের অগ্নিসংস্কারে সত্বর হইলেন এবং লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্মশানক্ষেত্রের জন্য তাঁহার অগ্নিহোত্র বাহির করিয়া দিলেন। পরে শকট, অগ্নি, যাজক, চন্দনকাষ্ঠ, অন্যান্য কাষ্ঠ, সুগন্ধী অগুরু, অন্যান্য গন্ধদ্রব্য এবং মণিমুক্তা ও প্রবাল পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ংও রাক্ষসগণের সহিত মুহূর্ত্ত মধ্যে আগমন পূর্ব্বক মাল্যবানকে লইয়া কার্য্যারম্ভে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাক্ষস ব্রাহ্মণেরা রাবণকে পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে সুবর্ণনির্ম্মিত শিবিকায় আরোপণ করাইল। তূর্য্যরবের সহিত স্তুতিবাদকেরা উহাঁর গুণানুবাদে প্রবৃত্ত হইল। এবং সকলে ঐ মাল্যসজ্জিত পতাকাশোভিত শিবিকা উত্তোলন ও কাষ্ঠভার গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল। বিভীষণ অগ্রে অগ্রে চলিলেন। অধ্বর্য্যুগণ পাত্রস্থ প্রদীপ্ত অগ্নি লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। অন্তঃপুরস্থ নারীগণ রোদন করিতে করিতে দ্রুতপদে কিন্তু অনভ্যাস বশত যেন প্লুতগতিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

পরে সকলে শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে রাবণকে পবিত্র স্থানে অবতারণ করিল এবং বেদবিধি অনুসারে রক্ত ও শ্বেত চন্দন, পদ্মক ও উশীর দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি রাঙ্কব চর্ম্ম আস্তীর্ণ করিয়া দিল। অনন্তর শাস্ত্রোক্ত পিতৃমেধের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা

চিতার দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে বেদি নির্ম্মাণ করিয়া যথাস্থানে বহ্নি স্থাপন করিল। পরে রাবণের স্কন্ধে দধি ও ঘৃতপূর্ণ স্রুব নিক্ষেপ পূর্ব্বক পদদ্বয়ে শকট ও উরুযুগলে উলুখল রাখিয়া দিল এবং দারুপাত্র, অরণি, উত্তরারণি ও মুসল যথাস্থানে দিয়া পিতৃমেধ সাধন করিতে লাগিল। অনন্তর শাস্ত্রোক্ত ও মহর্ষিবিহিত বিধানে পবিত্র পশু হনন করিয়া উহার সঘৃত মেদে এক আবরণী প্রস্তুত করিয়া রাবণের মুখে বশাইয়া দিল এবং গন্ধমাল্যে তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়া বাষ্পপূর্ণ মুখে দীনমনে উহাঁর দেহোপরি বস্ত্র ও লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

অনন্তর বিভীষণ উহাঁকে অগ্নি-প্রদান করিলেন। পরে দেহ ভস্মসাৎ হইলে তিনি কৃতস্নান হইয়া আর্দ্র বস্ত্রে বিধি-পূর্ব্বক দর্ভমিশ্রিত তিলোদকে উহাঁর তর্পণ করিলেন এবং ঐ সমস্ত স্ত্রীলোককে পুনঃপুনঃ সান্ত্বনা করিয়া অনুনয় পূর্ব্বক প্রতিগমনে অনুরোধ করিলেন। উহারা প্রস্থান করিলে তিনিও বিনীত ভাবে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন রাম সেইরূপ রাবণকে বিনাশ করিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি ইন্দ্রদত্ত বর্ম্ম শর ও শরাসন পরিত্যাগ ও রোষ পরিহার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সৌম্যাকার ধারণ করিলেন।

ত্রয়োদশাধিক শততম সর্গ।

এদিকে দেবতা গন্ধর্ব্ব ও দানবগণ রাবণকে বিনষ্ট দেখিয়া স্ব স্ব বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক যথা স্থানে প্রস্থান করিলেন। প্রতিগমনকালে ঘোর রাবণবধ, রামের পরাক্রম, বানরগণের যুদ্ধনৈপুণ্য, সুগ্রীবের মন্ত্রণা, হনুমান ও লক্ষ্মণের অনুরাগ ও বিক্রম এবং সীতার পাতিব্রত্য এই সমস্ত বিষয় লইয়া হৃষ্টমনে নানারূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। পরে মহাত্মা রাম সুরসারথি মাতলিকে যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক অগ্নিপ্রভ রথ লইয়া প্রতিগমনে অনুমতি করিলেন। মাতলিও সেই দিব্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক দ্যুলোকে উত্থিত হইলেন।

পরে রাম পরম প্রীত হইয়া সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিলেন। বানরগণ রামের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ উহাঁকে অভিবাদন করিলেন। তখন রাম সেনানিবেশে আসিয়া সন্নিহিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে এই বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক কর। ইনি আমার পূর্ব্বোপকারী এবং অনুরক্ত ও ভক্ত। ইহাঁকে লঙ্কারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিব ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা।

তখন লক্ষ্মণ রামের বাক্যে অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন এবং বানরগণের হস্তে স্বর্ণকলস দিয়া সমুদ্রের জল আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। তাঁহার আজ্ঞামাত্র শীঘ্রগামী বানরেরা সপ্ত সমুদ্রের জল আহরণ করিল।

পরে লক্ষ্মণ রামের অনুমতিক্রমে বিভীষণকে এক উৎকৃষ্ট

আসনে উপবেশন করাইলেন এবং সুহৃদ্গণের সহিত বেদ-বিহিত বিধি অনুসারে ঐ জলপূর্ণ কলসে তাঁহাকে অভিষেক করিলেন। তৎকালে রাক্ষস ও সমস্ত বানর উহাঁকে অভি-ষেক করিতে লাগিল। বিভীষণ লঙ্কারাজ্যে রাক্ষসগণের রাজা হইলেন। তাঁহার অনুরক্ত অমাত্যেরা পরম পুলকিত হইল এবং রামকে স্তব করিতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণও অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

অনন্তর বিভীষণ প্রকৃতিগণকে সান্ত্বনা করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। পৌরগণ সন্তুষ্ট হইয়া উহাঁকে দধি অক্ষত মোদক লাজ ও পুষ্প উপহার দিতে লাগিল। তিনি ঐ সমস্ত মাঙ্গল্য দ্রব্য লইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে সমর্পণ করি-লেন। মহাত্মা রাম উহাঁকে কৃতকার্য্য ও সুসমৃদ্ধ দেখিয়া উহাঁরই ইচ্ছাক্রমে তৎসমুদায় গ্রহণ করিলেন।

পরে তিনি প্রণত ও কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হনুমানকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি মহারাজ বিভীষণের আজ্ঞাক্রমে লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক অগ্রে জানকীর কুশল জিজ্ঞাসা করিও। পরে আমি, সুগ্রীব, ও লক্ষ্মণ আমাদের কুশল জ্ঞাপন করিয়া কহিও মহাবীর রাবণ যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছেন। বীর! তুমি জানকীরে এই প্রিয় সংবাদ দিয়া তাঁহার প্রত্যুত্তর লইয়া শীঘ্র আইস।

চতুর্দ্দশাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর হনুমান এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বিভীষণের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কাপুরীতে গমন করিলেন। রাক্ষসগণ উহাঁকে যথোচিত সমাদর করিতে লাগিল। তিনি লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিলেন। ঐ মহাবীর জানকীর পূর্ব্বপরিচিত। তিনি ন্যায়ানুসারে বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জানকী অঙ্গসংস্কার অভাবে মলিন এবং গ্রহভয়ভীত রোহিণীর ন্যায় দীন। তিনি রাক্ষসীগণে বেষ্টিত এবং বৃক্ষমূলে নিরানন্দমনে উপবিষ্ট। তখন হনুমান নিকট-বর্ত্তী হইয়া উহাঁকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিনীত ও নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। জানকী উহাঁকে দেখিবামাত্র হঠাৎ চিনিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিলেন, পরে স্মরণ হইবামাত্র যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন।

অনন্তর হনুমান জানকীর মুখাকার পূর্ব্বপরিচয় ও বিশ্বাসে সৌম্য দেখিয়া কহিলেন,-দেবি! রাম তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং তিনি, লক্ষ্মণ, ও সুগ্রীব সকলেই কুশলে আছেন। মহাত্মা রাম লক্ষ্মণ ও বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে বিভীষণের সাহায্যে মহাবীর রাবণকে বধ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে নিঃশত্রু ও পূর্ণকাম। দেবি! আমি তোমাকে শুভ সংবাদ দিতেছি এবং তোমার প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য পুনরায় কহিতেছি, রাম তোমারই প্রভাবে জয়শ্রী লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি বিজ্বর ও সুস্থ হও। ঘোর শত্রু রাবণ

বিনষ্ট ও লঙ্কাপুরী অধিকৃত হইয়াছে। মহাত্মা রাম কহিয়াছেন, আমি তোমার শত্রুজয়ে দৃঢ়নিশ্চয় ও বিনিদ্র হইয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে তুমি রাবণের গৃহে আছ বলিয়া কিছুমাত্র ভীত হইও না, আমি লঙ্কার সমস্ত আধিপত্য বিভীষণের হস্তে অর্পণ করিয়াছি; আশ্বস্ত হও, তুমি স্বগৃহেই অবস্থান করিতেছ। দেবি! বিভীষণও তোমার দর্শনে উৎসুক হইয়া হৃষ্টমনে শীঘ্রই যাইবেন।

চন্দ্রাননা জানকী হনুমানের মুখে এই প্রিয় সংবাদ পাইয়া হর্ষভরে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। তখন হনূমান উহাঁকে মৌনী দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, দেবি! তুমি কি চিন্তা করিতেছ? এবং কেনই বা আমার কথায় কোনরূপ উত্তর করিতেছ না?

তখন পতিব্রতা সীতা পরম প্রীত হইয়া বাষ্পগদগদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, ভর্ত্তার বিজয়সংক্রান্ত এই প্রিয় সংবাদ শুনিয়া হর্ষে ক্ষণকাল আমার বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার শক্তি ছিল না। বৎস! তুমি আমায় যে কথা শুনাইলে ভাবিয়াও আমি ইহার অনুরূপ কোন দেয় বস্তু দেখিতে পাই না। তোমাকে দান করিয়া সুখী হইতে পারি পৃথিবীতে এমন কিছুই দেখিতেছি না। সুবর্ণ বিবিধ রত্ন বা ত্রৈলোক্য রাজ্যও এই সুসংবাদের প্রতিদান হইতে পারে না।

হনুমান জানকীর এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেবি! তুমি ভর্ত্তার হিতার্থিনী ও প্রিয়কারিণী। এইরূপ স্নেহের কথা কেবল তুমিই বলিতে পার। আমি

তোমার নিকট প্রিয় ও মহৎ কথাই শুনিবার প্রার্থী ; ইহা ধন রত্ন ও দেবরাজ্য হইতেও আমার পক্ষে অধিক। দেবি! তুমি যখন রামকে বিজয়ী ও সুস্থির দেখিতেছ তখন তো বস্তুতই আমার দেবরাজ্য লাভ হইল।

জানকী কহিলেন, হনুমান! বিশুদ্ধ শ্রুতিমধুর অষ্টাঙ্গ-বুদ্ধিমৎ বাক্য তুমিই বলিতে পার। তুমি বায়ুর প্রশংসনীয় পুত্র ও পরম ধার্ম্মিক। বল, বিক্রম, বীরত্ব, শাস্ত্রজ্ঞান, ঔদার্য্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও বিনয় প্রভৃতি অনেকানেক শোভন গুণ তোমাতেই আছে।

হনুমান সীতার এই কথায় হৃষ্ট হইলেন এবং এইরূপ প্রশংসায় অতিমাত্র উল্লাসিত না হইয়া সবিনয়ে পুনরায় কহিলেন, দেবি। এই সমস্ত রাক্ষসী এতদিন তোমার প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছে। যদি তোমার ইচ্ছা হয় তো বল আমি এখনই ইহাদিগকে বধ করি। ইহারা বিকৃতাকার ও ঘোরাচার ; ইহাদের কেশজাল রুক্ষ ও চক্ষু ক্রূরতর। শুনিয়াছি, ইহারা রাবণের আদেশে এই অশোক বনে তোমায় কঠোর কথায় পুনঃপুনঃ ক্লেশ দিয়াছে। আমার ইচ্ছা যে আমি এখনই ইহাদিগকে বিবিধ প্রকারে বধ করি। কাহাকে মুষ্টি ও পাষ্ণি প্রহার, কাহাকে জঙ্ঘা ও জানুপ্রহার, কাহাকে দংশন, কাহারও নাসাকর্ণ ভক্ষণ এবং কাহারও বা কেশোৎপাটন পূর্ব্বক এই সমস্ত অপ্রিয়কারিণীকে বধ করি। তুমি এই বিষয়ে আমায় সম্মতি দেও।

তখন দীনা দীনবৎসলা জানকী চিন্তা ও বিচার করিয়া কহিলেন, বীর! যাহারা রাজার আশ্রিত ও বশ্য, যাহারা

অন্যের আদেশে কার্য্য করে সেই সমস্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী দাসীর প্রতি কে কুপিত হইতে পারে? আমি অদৃষ্টদোষ ও পূর্ব্ব-দুষ্কৃতি নিবন্ধন এইরূপ লাঞ্ছনা সহিতেছি। বলিতে কি, আমি স্বকার্য্যেরই ফলভোগ করিতেছি। অতএব তুমি উহাদিগকে বধ করিবার কথা আমায় আর বলিও না। আমার এইটি দৈবী গতি। আমি পূর্ব্বেই জানিতাম যে দশাবিপাকে আমায় এইরূপ সহিতে হইবে। এক্ষণে আমি নিতান্ত অক্ষম দুর্ব্বলের ন্যায় ইহাদিগকে ক্ষমা করিতেছি। ইহারা রাবণের আজ্ঞাক্রমে আমায় তর্জন গর্জন করিত। এখন সে বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ইহারাও আর আমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে না। বীর! একদা কোন ভল্লূক ব্যাঘ্রের নিকট যে ধর্ম্মসঙ্গত কথা বলিয়াছিল তাহা শুন। *

* এস্থলে একটী পৌরাণিকী গাথা আছে। কোন ব্যাধ ব্যাঘ্র কর্তৃক অনুসৃত হইয়া একটি বৃক্ষে আরোহণ করে। ঐ বৃক্ষে এক ভল্লূক বাস করিত। ব্যাঘ্র ভল্লূককে কহিল দেখ, ব্যাধ আমাদিগের পরম শত্রু, তুমি উহাকে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দেও। ভল্লূক কহিল যে ব্যক্তি আমার আশ্রয়ে আসিয়াছে আমি তাহাকে ফেলিয়া দিতে পারিব না। এই বলিয়া সে নিদ্রিত হইল। তখন ব্যাঘ্র ব্যাধকে কহিল ব্যাধ, তুমি ঐ নিদ্রিত ভল্লূককে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দেও। ব্যাধ তাহাই করিল, কিন্তু ভল্লূক অভ্যাসবলে বৃক্ষের শাখান্তর অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। তখন ব্যাঘ্র কহিল ভল্লূক, এই ব্যাধ তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছে, তুমি উহাকে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দেও। কিন্তু ভল্লূক কহিল, ব্যাধ কৃতাপরাধ হইলেও আমি ইহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে পারি না।

যাহারা অন্যের প্রেরণায় পাপাচরণ করে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদিগের প্রত্যুপকার করেন না; ফলত এইরূপ আচার রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য; চরিত্রই সাধুগণের ভুষণ। আর্য্য ব্যক্তি পাপী ও বধার্হকেও শুভাচারীর তুল্য দয়া করিবেন। ধরিতে গেলে সকলেই অপরাধ করিয়া থাকে, সুতরাং সর্ব্বত্র ক্ষমা করা উচিত। পরহিংসাতে যাহাদের সুখ, যাহারা ক্রূরপ্রকৃতি ও দুরাত্মা পাপাচরণ দেখিলেও তাহাদিগকে দণ্ড করিবে না।

হনুমান কহিলেন, দেবি! বুঝিলাম তুমি রামের গুণবতী ধর্ম্মপত্নী এবং সর্ব্বাংশেই তাঁহার অনুরূপা, এখন আমায় অনুমতি কর আমি তাঁহার নিকট প্রস্থান করি।

তখন জানকী কহিলেন, সৌম্য! আমি ভক্তবৎসল ভর্ত্তাকে দেখিবার ইচ্ছা করি। মহামতি হনুমান উহাঁর মনে হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আজ তুমি সেই পূর্ণচন্দ্রসুন্দরানন রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইবে। তিনি এখন নিঃশত্রু ও স্থিরমিত্র; শচী যেমন সুররাজ ইন্দ্রকে দেখেন তুমি আজ সেই রূপ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।

হনুমান সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় শোভমানা সীতাকে এইরূপ কহিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চদশাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর ধীমান হনুমান পদ্মপলাশলোচন রামের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পুর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! যে নিমিত্ত সমস্ত উদ্যোগ, যাহা সেতুবন্ধ প্রভৃতি সমস্ত শ্রমসাধ্য কর্ম্মের একমাত্র ফল এখন সেই জানকীরে দেখা তোমার উচিত হইতেছে। সেই শোকনিমগ্না সজলনয়না দেবী আমার নিকট বিজয়সংবাদ শুনিয়া তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বপ্রত্যয়ে আমায় কহিলেন, আমি ভর্ত্তাকে দেখিবার ইচ্ছা করি। এই বলিয়াই তিনি আকুল চক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

ধর্ম্মশীল রাম এই কথা শুনিয়া সহসা চিন্তিত হইলেন। তাঁহার চক্ষে ঈষৎ জল আসিল। তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পুর্ব্বক কৃষ্ণকায় বিভীষণকে কহিলেন রাক্ষসরাজ! জানকীরে স্নান করাইয়া এবং উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া শীঘ্রই আন।

অনন্তর বিভীষণ সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং স্বীয় পুরস্ত্রী দ্বারা অগ্রে সীতাকে সত্বর হইতে সংবাদ দিলেন। পরে তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পুর্ব্বক সবিনয়ে কহিলেন, দেবি! তুমি উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া যানে আরোহণ কর, তোমার মঙ্গল হউক, রাম তোমায় দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

সীতা কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি স্নান না করিয়াই ভর্ত্তাকে দেখিব। বিভীষণ কহিলেন, দেবি! রাম যেরূপ কহিয়াছেন তাহাই করা তোমার উচিত।

তখন পতিব্রতা সীতা পতিভক্তিপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং স্নানান্তে মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিয়া শিবিকায় উঠিলেন। বিভীষণ স্ত্রীলোককে বহিবার যোগ্য বাহকের দ্বারা উহাঁকে বহুসংখ্য রক্ষক সমভিব্যাহারে রামের নিকট আনিলেন। রাম সীতার আগমন জানিতে পারিয়াও ধ্যানে আছেন। ইত্যবসরে বিভীষণ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক হৃষ্টমনে কহিলেন, বীর! দেবী জানকী উপস্থিত। রাম ঐ রাক্ষসগৃহপ্রবাসিনীর আসিবার কথা শুনিয়া রোষ হর্ষ ও দুঃখ যুগপৎ অনুভব করিলেন এবং চিন্তা করিয়া অপ্রফুল্ল মনে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! জানকী শীঘ্রই আমার নিকট আসুন।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ সত্বর তত্রত্য সমস্ত লোককে তফাৎ করিয়া দিতে অনুজ্ঞা করিলেন। উহাঁর আদেশমাত্র কঞ্চুক ও উষ্ণীষে শোভিত ঝর্ঝর শব্দবৎ বেত্রগুচ্ছধারী পুরুষেরা যোদ্ধৃগণকে অপসারণ পুর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বানর ভল্লুক ও রাক্ষসগণ দলে দলে উত্থিত হইয়া দূরে চলিল। ঐ সময় বায়ুবেগক্ষুভিত সমুদ্রের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় একটী মহা কলরব উঠিল। তখন রাম সৈন্যগণের অপসারণ এবং তন্নিবন্ধন সকলকে তটস্থ দেখিয়া স্বীয় কারুণ্য নিবারণ করিলেন এবং অমর্ষভরে ও রোষজ্বলিত নেত্রে বিভীষণকে যেন দগ্ধ করিয়া তিরস্কার পুর্ব্বক কহিলেন,

তুমি কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিয়া এই সমস্ত লোককে কষ্ট দেও? ইহারা আমারই আত্মীয় স্বজন। গৃহ, বস্ত্র ও প্রাকার স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, এইরূপ লোকাপসারণও স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, ইহা রাজআড়ম্বর মাত্র, চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ। আরও বিপত্তি, পীড়া, যুদ্ধ, স্বয়ংবর, যজ্ঞ ও বিবাহকালে স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া দূষণীয় নহে। এক্ষণে এই সীতা বিপদস্থ, ইনি অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছেন, এ সময়ে বিশেষত আমার নিকট ইহাঁকে দেখিতে পাওয়া দোষাবহ হইতে পারে না। অতএব তিনি শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আসুন। এই সমস্ত বানর আমার সমীপে তাঁহাকে দেখুক।

বিভীষণ রামের এই কথা শুনিয়া কিছু সন্দিহান হইলেন এবং তাঁহার নিকট সীতাকে বিনীত ভাবে আনিতে লাগিলেন। তৎকালে লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও হনুমানও রামের ঐ বাক্যে দুঃখিত হইলেন। জানকী লজ্জায় স্বদেহে মিশাইয়া যাইতেছেন; বিভীষণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ; তিনি রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিস্ময় হর্ষ ও স্নেহভরে ভর্ত্তার প্রশান্ত মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। বহু দিনের অদৃষ্ট প্রিয়তমের সেই পূর্ণচন্দ্রসুন্দর মুখ দেখিয়া তাঁহার মনের ক্লান্তি দূর হইল এবং হর্ষে তাঁহার মুখকান্তিও নির্ম্মল চন্দ্রবৎ বোধ হইতে লাগিল।

ষোড়শাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর রাম বিনয়াবনত জানকীকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন, ভদ্রে! আমি সংগ্রামে শত্রুজয় করিয়া এই তোমায় আনিলাম। পৌরুষে যতদূর করিতে হয় আমি তাহাই করিলাম। এক্ষণে আমার ক্রোধের উপশম হইল, এবং আমি অপমানের প্রতিশোধ লইলাম। আজ সকলে আমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিল, আজ সমস্ত পরিশ্রম সফল হইল, আজ আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইলাম, আজ আমি আপনার প্রভু। চপলচিত্ত রাক্ষস আমার অগোচরে তোমায় যে অপহরণ করিয়াছিল ইহা তোমার দৈববিহিত দোষ, আমি মনুষ্য হইয়া তাহা ক্ষালন করিলাম। যে ব্যক্তি স্বতেজে শত্রু-কৃত অপমানের প্রতিশোধ লইতে না পারে সেই ক্ষুদ্রমনা নীচের প্রবল পৌরুষে কি কাজ। আজ মহাবীর হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন সার্থক, লঙ্কাদাহন প্রভৃতি সমস্ত গৌরবের কার্য্য সফল। আজ সুগ্রীবের বিক্রম প্রদর্শন এবং সৎপরামর্শ প্রদান ফলবৎ হইল। আর যিনি নির্গুণ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ংই আমার আশ্রয় লইয়াছেন আজ তাঁহারও পরিশ্রম সফল হইল।

রামের এই কথা শুনিয়া মৃগীর ন্যায় জানকীর নেত্র বিস্ফারিত ও অশ্রুজলে ব্যাপ্ত হইল। তৎকালে ঐ নীলকুঞ্চিত-কেশা কমলোচনাকে সম্মুখে দেখিয়া লোকাপবাদভয়ে রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি সর্ব্বসমক্ষে উহাঁকে কহিতে

লাগিলেন, অবমাননার প্রতিশোধ লইতে গিয়া মানধন মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য আমি রাবণের বধসাধন পূর্ব্বক তাহা করিয়াছি। যেমন উগ্রতপাঃ মহর্ষি অগস্ত্য ইল্বল ও বাতাপির ভয় হইতে দক্ষিণ দিককে উদ্ধার করিয়াছিলেন সেইরূপ আমি রাবণের ভয় হইতে জীবলোককে উদ্ধার করিয়াছি। তুমি নিশ্চয় জানিও আমি যে সুহৃদ্গণের বাহুবলে এই যুদ্ধশ্রম উত্তীর্ণ হইলাম ইহা তোমার জন্য নহে। আমি স্বীয় চরিত্র রক্ষা, সর্ব্বব্যাপী নিন্দা পরিহার এবং আপনার প্রখ্যাত বংশের নীচত্ব অপবাদ ক্ষালনের উদ্দেশে এই কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে পরগৃহবাসনিবন্ধন তোমার চরিত্রে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে। তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান, কিন্তু নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তির যেমন দীপশিখা প্রতিকূল সেইরূপ তুমিও আমার চক্ষের অতিমাত্র প্রতিকূল হইয়াছ। অতএব আজ তোমায় কহিতেছি তুমি যে দিকে ইচ্ছা যাও, আমি আর তোমাকে চাই না। যে স্ত্রী পরগৃহবাসিনী কোন্ সংকুলজাত তেজস্বী পুরুষ ভালবাসার পাত্র বলিয়া তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে পারে। তুমি রাবণের ক্রোড়ে নিপীড়িত হইয়াছ, সে তোমাকে দুষ্ট চক্ষে দেখিয়াছে, এক্ষণে আমি নিজের সংকুলের পরিচয় দিয়া কিরূপে তোমায় পুনর্গ্রহণ করিব। যে কারণে তোমায় উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম আমার তাহা সফল হইয়াছে, এক্ষণে তোমাতে আর আমার প্রবৃত্তি নাই। তুমি যথায় ইচ্ছা যাও। ভদ্রে! আজ আমি স্থিরনিশ্চয় হইয়াই কহিলাম, তুমি এখন স্বচ্ছন্দে লক্ষ্মণ বা ভরতে অনুরাগিনী হও, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব কিম্বা বিভীষণের প্রতি

মনোনিবেশ কর, অথবা তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। রাবণ তোমাকে সুরূপা ও মনোহারিণী দেখিয়া এবং তোমাকে স্বগৃহে পাইয়া বড় অধিক ক্ষণ সহিয়া থাকে নাই।

সপ্তদশাধিক শততম সর্গ।

জানকী ক্রোধাবিষ্ট রামের এই রোমহর্ষণ কঠোর কথা শুনিয়া করিশুণ্ডাহত লতার ন্যায় অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি বহুসংখ্য লোকের নিকট এই অশ্রুতপূর্ব্ব কথা শুনিয়া লজ্জায় অবনত হইলেন, এবং স্বদেহে যেন মিশাইয়া গেলেন। তৎকালে রামের ঐ সমস্ত বাক্য তাঁহার হৃদয়ে শল্য বিদ্ধ করিতে লাগিল। তিনি বাষ্পাকুল লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বস্ত্রাঞ্চলে মুখ চক্ষু মুছিয়া মৃদু ও গদ্‌গদ্‌ বাক্যে রামকে কহিলেন, যেমন নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে রূঢ় কথা বলে সেইরূপ তুমি কেন আমাকে এমন শ্রুতিকটু অবাচ্য রুক্ষ কথা কহিতেছ। তুমি আমায় যেরূপ বুঝিয়াছ আমি তাহা নহি। আমি স্বীয় চরিত্রের উল্লেখে শপথ করিয়া কহিতেছি তুমি আমাকে প্রত্যয় কর। তুমি নীচপ্রকৃতি স্ত্রীলোকের গতি দেখিয়া স্ত্রীজাতিকে আশঙ্কা করিতেছ ইহা অনুচিত, যদি আমি তোমার পরীক্ষিত হইয়া থাকি তবে তুমি এই আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। দেখ, অস্বাধীন অবস্থায় আমার যে অঙ্গস্পর্শদোষ ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়ে আমি

কি করিব, তাহাতে দৈবই অপরাধী। যে টুকু আমার অধীন সেই হৃদয় তোমাতে ছিল আর যে টুকু পরের অধীন হইতে পারে সেই দেহসম্বন্ধে আমি কি করিব, আমি ত তখন সম্পূর্ণ পরাধীন। যদি পরস্পরের প্রবৃদ্ধ অনুরাগ এবং চিরসংসর্গেও তুমি আমায় না জানিয়া থাক তবে ইহাতেই ত আমি এক-কালে নষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার অনুসন্ধানের জন্য যখন লঙ্কায় হনুমানকে পাঠাইয়াছিলে, তখন কেন পরিত্যাগের কথা শুনাও নাই? আমি এই কথা শুনিলেই ত সেই বানরের সমক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিতে পারিতাম। এইরূপ হইলে, তুমি আপনার জীবনকে সঙ্কটে ফেলিয়া বৃথা কষ্ট পাইতে না এবং তোমার সুহৃদ্গণেরও অনর্থক কোন ক্লেশ হইত না। রাজন্! তুমি ক্রোধের বশীভুত হইয়া নিতান্ত নীচ লোকের ন্যায় অপর সাধারণ স্ত্রীজাতির সহিত নির্ব্বিশেষে আমায় ভাবিতেছ, কিন্তু আমার জানকী নাম কেবল জনকের যজ্ঞসম্পর্কে, জন্মনিবন্ধন নহে; পৃথিবীই আমার জননী। এক্ষণে তুমি বিচারক্ষম হইয়াও আমার বহুমানযোগ্য চরিত্র বুঝিলে না; বাল্যে যে উদ্দেশে আমার পাণিপীড়ন করিয়াছ তাহা মানিলে না এবং তোমার প্রতি আমার প্রীতি ও ভক্তি সমস্তই পশ্চাতে ফেলিলে।

এই বলিয়া জানকী রোদন করিতে করিতে বাষ্পগদ্গদ-স্বরে দুঃখিত ও চিন্তিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি আমায় চিতা প্রস্তুত করিয়া দেও, এক্ষণে তাহাই আমার এই বিপদের ঔষধ, আমি মিথ্যা অপবাদ সহিয়া আর বাঁচিতে চাহি না। ভর্ত্তা আমার গুণে অপ্রীত, তিনি

সর্ব্বসমক্ষে আমায় পরিত্যাগ করিলেন, এক্ষণে আমি অগ্নি-প্রবেশ পূর্ব্বক দেহপাত করিব।

অনন্তর লক্ষ্মণ রোষবশে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং আকার প্রকারে তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহারই আদেশে চিতা প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে সুহৃদ্গণের মধ্যে কেহই ঐ কালান্তকযমতুল্য রামকে অনুনয় করিতে কি কোন কথা বলিতে অথবা তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেও সাহসী হইল না। তিনি অবনত মুখে উপবিষ্ট। সীতা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া জ্বলন্ত চিতার নিকটস্থ হইলেন এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নিসমক্ষে কহিলেন, যদি রামের প্রতি আমার মন অটল থাকে তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি সর্ব্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন। রাম সাধ্বী সীতাকে অসতী জানিতেছেন, যদি আমি সতী হই তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি সর্ব্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন।

এই বলিয়া জানকী চিতা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে প্রদীপ্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আবাল বৃদ্ধ সকলেই আকুল হইয়া দেখিল জানকী দীপ্ত চিতানলে প্রবেশ করিতেছেন। সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা তপ্তকাঞ্চনভূষণা সর্ব্বসমক্ষে জ্বলন্ত অগ্নিতে পতিত হইলেন। মহর্ষি, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ দেখিলেন ঐ বিশাললোচনা যজ্ঞে পূর্ণাহুতির ন্যায় অগ্নিতে পতিত হইতেছেন। সমবেত স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে মন্ত্রপূত বসুধারার ন্যায় অগ্নিমধ্যে পতিত হইতে দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। জানকী যেন একটী শাপগ্রস্থ

দেবতা স্বর্গ হইতে নরকে পড়িতেছেন। তৎকালে রাক্ষস ও বানরগণ এই ব্যাপার দেখিয়া তুমুল রবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

অষ্টাদশাধিক শততম সর্গ

অনন্তর ধর্ম্মশীল রাম তৎকালে সকলের নানা কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিমনা হইলেন এবং বাষ্পাকুল লোচনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে যক্ষরাজ কুবের, পিতৃগণের সহিত যম, দেবরাজ ইন্দ্র, নীরাধিপতি বরুণ, ত্রিলোচন বৃষভবাহন মহাদেব, এবং সমস্ত পদার্থের স্রষ্টা বেদবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা উজ্জ্বল বিমানযোগে রামের নিকট আগমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রামকে অঙ্গদ-শোভিত হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, রাম! তুমি সকলের কর্ত্তা এবং জ্ঞানীগণের অগ্রগণ্য। এক্ষণে কেন জানকীর অগ্নিপ্রবেশে উপেক্ষা কর? তুমি সাক্ষাৎ প্রজাপতি এবং পূর্ব্বকল্পের ঋতধামা নামে বসু। তুমি ত্রিলোকের আদিকর্ত্তা; কেহ তোমার নিয়ন্তা নাই। তুমি রুদ্রগণের অষ্টম মহাদেব, এবং সাধ্যগণের পঞ্চম বীর্য্য-বান। অশ্বিনীকুমারযুগল তোমার দুই কর্ণ এবং চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষু। তুমি আদ্যন্ত মধ্যে বর্ত্তমান। এক্ষণে সামান্য লোকের ন্যায় কেন সীতাকে অবিচারে উপেক্ষা করিতেছ?

লোকপ্রভু রাম লোকপালগণের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, দেবগণ! আমি রাজা দশরথের পুত্র, রাম; আমি আপনাকে মনুষ্য বোধ করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি কে এবং আমার স্বরূপই বা কি, আপনারা তাহাই বলুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, রাম! আমি এই বিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব কহিতেছি শুন। তুমি শঙ্খচক্রগদাধর নারায়ণ ও স্বপ্রকাশ, তুমি একশৃঙ্গ বরাহ, তুমি জন্মমৃত্যুরহিত নিত্য, তুমি অক্ষয় সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম, তুমি আদ্যন্ত মধ্যে বর্ত্তমান, তুমি ধর্ম্মনিরত ব্যক্তির পরম ধর্ম্ম, সর্ব্বত্রই তোমার নিয়ম, তুমি চতুর্ভুজ, তোমার হস্তে কালরূপ শার্ঙ্গধনু, তুমি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা, পুরুষ ও পুরুষোত্তম, তুমি পাপের অজেয়, খড়্গাধারী বিষ্ণু ও কৃষ্ণ, তোমার শক্তির ইয়ত্তা নাই, তুমি সেনানী ও মন্ত্রী, তুমি বিশ্ব, নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি, ক্ষমা ও দম, তুমি সৃষ্টি ও সংহার, তুমি উপেন্দ্র ও মধুসূদন, ইন্দ্র তোমারই সৃষ্টি, তুমি মহেন্দ্র পদ্মনাভ ও শত্রুনাশক, দিব্য মহর্ষিগণ তোমাকে আশ্রয় ও রক্ষক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তুমি সহস্রশৃঙ্গ বেদস্বরূপ এবং শতশীর্ষ শিশুমার। তুমি ত্রিলোকের আদিস্রষ্টা, তোমার কেহ নিয়ন্তা নাই; তুমি সিদ্ধ ও সাধ্যগণের আশ্রয় ও সর্ব্বাদি, তুমি যজ্ঞ বষট্কার ওঁঙ্কার ও পারাৎপর, তোমার উৎপত্তি ও নিধন কেহ জানে না, তুমি যে কে তাহাও কেহ জানে না, তুমি সমস্ত ইতর প্রাণী ও গো ব্রাহ্মণের অন্তর্যামী; তুমি দশ দিক অন্তরীক্ষ পর্ব্বত ও নদীতে বিদ্যমান, তোমার চরণ সহস্র, চক্ষু সহস্র এবং মস্তক শত। তুমি সমস্ত প্রাণী পৃথিবী ও পর্ব্বত ধারণ

করিয়া আছ। তুমি মহাপ্রলয়ের পর সলিলোপরি অনন্ত শয্যায় শায়ান থাক। তুমি ত্রিলোকধারী বিরাট। রাম! আমি তোমার হৃদয়, দেবী সরস্বতী জিহ্বা, মন্নির্ম্মিত দেবগণ গাত্রলোম, রাত্রি তোমার নিমেষ, দিবস উন্মেষ, বেদ সকল তোমার সংস্কার, তোমা ব্যতীত কোন পদার্থই নাই, সমস্ত জগৎ তোমার শরীর, পৃথিবী স্থৈর্য্য, অগ্নি ক্রোধ, চন্দ্র প্রসন্নতা। পূর্ব্বে তুমি ত্রিপদে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে। তুমি নিদারুণ বলিকে বন্ধন করিয়া ইন্দ্রকে রাজা করিয়াছিলে। জানকী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং তুমি স্বয়ং বিষ্ণু। তুমি রাবণকে বধ করিবার জন্য মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছ। এক্ষণে আমাদের কার্য্য সাধন হইয়াছে, রাবণ বিনষ্ট হইল, অতঃপর তুমি হৃষ্টমনে দেবলোকে চল। দেব! তোমার বলবীর্য্য অমোঘ, তোমার পরাক্রম অমোঘ, তোমার দর্শন অমোঘ এবং তোমার স্তবও অমোঘ। এই পৃথিবীতে যাহারা তোমার ভক্ত তাহাদের ইহলোক ও পরলোকে সমস্ত কামনা পূর্ণ হইবে এবং যে সকল মনুষ্য এই আর্ষ স্তব কীর্ত্তন করিবে তাহারা কদাচ পরাভূত হইবে না।

একোনবিংশাধিক শততম সর্গ

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার বাক্যাবসানে মূর্ত্তিমান অগ্নি জানকীকে অঙ্কে লইয়া চিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত

হইলেন। জানকী তরুণসূর্য্যপ্রভ ও স্বর্ণালঙ্কারশোভিত তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর এবং কেশকলাপ কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত, দীপ্ত চিতানলের উত্তাপেও তাঁহার মাল্য ও অলঙ্কার ম্লান হয় নাই। সর্ব্বসাক্ষী অগ্নি ঐ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে রামের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, রাম! এই তোমার জানকী; ইনি নিষ্পাপ। এই সচ্চরিত্রা, বাক্য মন বুদ্ধি ও চক্ষু দ্বারাও চরিত্রকে দূষিত করেন নাই। যদবধি বলদৃপ্ত রাবণ ইহাঁকে আনিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত ইনি তোমার বিরহে দীনমনে নির্জ্জনে কালযাপন করিতেছিলেন। ইনি অন্তঃপুরে রুদ্ধ ও রক্ষিত। ইনি এতদিন পরাধীন ছিলেন কিন্তু তোমাতেই ইহাঁর চিত্ত, তুমিই ইহাঁর একমাত্র গতি। ঘোররূপ ঘোর-বুদ্ধি রাক্ষসীরা ইহাঁকে নানা রূপ প্রলোভন দেখাইত এবং ইহাঁর প্রতি সর্ব্বদা তর্জ্জন গর্জ্জন করিত কিন্তু ইহাঁর মন তোমাতেই অটল ছিল এবং ইনি রাবণকে কখন চিন্তাও করেন নাই। ইহাঁর আন্তরিক ভাব বিশুদ্ধ, ইনি নিষ্পাপ। এক্ষণে তুমি ইহাঁকে গ্রহণ কর, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি তুমি এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।

তখন ধর্ম্মশীল রাম ভগবান অগ্নির এই কথা শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং হর্ষব্যাকুল লোচনে মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেব! জানকীর শুদ্ধি আবশ্যক; ইনি বহুকাল রাবণের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ ছিলেন, যদি আমি ইহাঁকে শুদ্ধ করিয়া না লই তবে লোকে আমায় বলিবে যে রাজা দশরথের পুত্র রাম কামুক ও মূর্খ। যাই

হউক, আমিও জানিলাম যে জানকীর হৃদয় অনন্যপরায়ণ; চরিত্রদোষ ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইনি স্বীয় পাতিব্রত্য তেজে রক্ষিত, সমুদ্রের পক্ষে যেমন তীরভূমি, রাবণের পক্ষে ইনিও সেইরূপ অলঙ্ঘ্য। সেই দুরাত্মা মনেও ইহাঁর অবমাননা করিতে পারে না। ইনি প্রদীপ্ত অগ্নি-শিখার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে তাহার অস্পৃশ্য। প্রভা যেমন সূর্য্য হইতে অবিচ্ছিন্ন সেইরূপ ইনিও আমা হইতে ভিন্ন নহেন। এক্ষণে পরগৃহবাস নিবন্ধন আমি ইহাঁকে ত্যাগ করিতে পারি না। ত্রিলোকমধ্যে ইনি পবিত্র; কীর্ত্তি যেমন মনস্বীর অত্যাজ্য সেইরূপ ইনিও আমার অপরিত্যাজ্য। সুরগণ! আপনারা জগৎপূজ্য এবং আমার প্রতি স্নেহবান, আপনারা আমাকে ভালই কহিতেছেন, এক্ষণে আমি অবশ্যই ইহা রক্ষা করিব। এই বলিয়া মহাবল বিজয়ী রাম জানকীরে গ্রহণ পূর্ব্বক সুখী হইলেন। তৎকালে এই জন্য সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

বিংশাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর মহাদেব শ্রেয়স্কর বাক্যে রামকে কহিলেন, কমললোচন! ধর্ম্মশীল! মহাবল! পরম সৌভাগ্য যে তুমি জানকীরে লইলে। পরম সৌভাগ্য যে তুমি সমস্ত লোকের রাবণজ বর্দ্ধিত দারুণ ভয় দূর করিয়া দিলে। এক্ষণে অযোধ্যায় গিয়া দীন ভরতকে আশ্বাসিত ও যশস্বিনী

কৌশল্যা, কেকেয়ী, ও সুমিত্রার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজ্যগ্রহণ ও সুহৃদ্গণের আনন্দ বর্দ্ধন কর। পরে পুত্রোৎপাদন দ্বারা বংশরক্ষা, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণগণকে ধনদান পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিও। রাম! ঐ দেখ তোমার পিতা দশরথ বিমানযোগে মর্ত্ত্যে আসিয়াছেন। উনি তোমার যশস্বী গুরু। ঐ শ্রীমান ভবাদৃশ পুত্রের গুণে ঋণমুক্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে গিয়াছেন। এক্ষণে তুমি ও লক্ষ্মণ উভয়ে উহাঁকে প্রণাম কর।

রাম ও লক্ষ্মণ মহাদেবের কথা শুনিয়া বিমানস্থ পিতাকে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন তিনি বিমলাম্বরধারী এবং স্বীয় দেহশ্রীতে দীপ্যমান। রাজা দশরথও প্রাণাধিক পুত্র রামকে দেখিয়া যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস! আমি সত্যই কহিতেছি তোমা ব্যতীত দেবগণের সহিত নির্ব্বিশেষে স্বর্গলাভও আমার নিকট বহুমানের হয় নাই। কৈকেযী তোমার নির্ব্বাসনপ্রসঙ্গে যে সমস্ত কথা কহিয়াছিলেন সেগুলি আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু বলিতে কি, আজ লক্ষ্মণের সহিত তোমায় নিরাপদ দেখিয়া এবং তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া নীহারনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় আমি দুঃখমুক্ত হইলাম। বৎস! অষ্টাবক্র যেমন ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ কহোলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন সেইরূপ আমি তোমার ন্যায় সুপুত্রের গুণে উদ্ধার হইয়াছি। এক্ষণে এই দেবগণের বাক্যে জানিতে পারিলাম তুমি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম, রাবণের বধোদ্দেশে আমার পুত্ররূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া

আছ। কৌশল্যার মনস্কাম পূর্ণ হইল, তিনি হৃষ্টমনে তোমায় অরণ্যবাস হইতে গৃহে ফিরিয়া যাইতে দেখিবেন। পুরবাসিগণের পরম ভাগ্য, তাহারা তোমায় রাজ্যে অভিষিক্ত ও রাজ্যেশ্বর দেখিতে পাইবে। বৎস! এক্ষণে তুমি ধর্ম্ম-চারী শুদ্ধস্বভাব অনুরক্ত ভরতের সহিত গিয়া মিলিত হও আমি এইটী দেখিতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার প্রীতি-কামনায় লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত নির্দ্দিষ্ট বনবাসকাল অতিক্রম করিলে। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল এবং তুমি রাবণকে বধ করিয়া দেবগণকে পরিতুষ্ট করিলে। এক্ষণে এই দুষ্কর কার্য্য সাধনে যশস্বী হইয়াছ, অতঃপর রাজা হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘজীবি হও।

তখন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! আপনি কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতি প্রসন্ন হউন। "আমি তোমাকে পুত্রের সহিত পরিত্যাগ করিলাম" এই বলিয়া আপনি কৈকেয়ীকে ঘোর অভিসম্পাত করিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহাকে ক্ষমা করুন।

রাজা দশরথ রামের বাক্যে সম্মত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! রাম প্রসন্ন থাকিলে তোমার ধর্ম্মলাভ হইবে, পার্থিব যশ ও স্বর্গলাভ হইবে এবং তুমি মহি-মান্বিত হইয়া উঠিবে। এক্ষণে ইহাঁর শুশ্রূষা কর, তোমার মঙ্গল হউক। রাম লোকের হিতানুষ্ঠানে নিয়তই নিযুক্ত। ইন্দ্রাদি দেবতা, সিদ্ধ ও ঋষিগণ এবং ত্রিলোকের সমস্ত লোক এই পুরুষোত্তমকে প্রণাম ও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যিনি দেবগণের হৃদয় এবং দেবগণেরও গোপ্য বস্তু, তুমি রামকে

সেই নিত্য ব্রহ্ম বলিয়াই জানিও। বৎস! জানকীর সহিত ইহাঁর সেবা করিয়া তোমার ধর্ম্ম ও যশোলাভ হইয়াছে।

পরে দশরথ কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত পুত্রবধূ জানকীকে মৃদুবাক্যে কহিলেন, পুত্রি! রাম যে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তজ্জন্য তুমি রুষ্ট হইও না। ইনি তোমার হিতার্থী, এক্ষণে কেবল তোমার শুদ্ধিসম্পাদনউদ্দেশে এইরূপ করিয়াছেন। বৎসে! তুমি চরিত্রের পবিত্রতা যেরূপে রক্ষা করিয়াছ ইহা নিতান্ত দুষ্কর; ইহা দ্বারা অন্যান্য স্ত্রীলোকের যশ অভিভূত হইয়া যাইবে। আমি জানি পতিসেবায় তোমাকে নিয়োগ করিতে হয় না, তথাচ ইহা অবশ্য বলিব যে রাম তোমার পরম দেবতা।

দিব্যশ্রীসম্পন্ন মহানুভব দশরথ রাম ও লক্ষ্মণ এবং সীতাকে এইরূপ কহিয়া এবং তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া বিমানযোগে ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিলেন।

একবিংশোত্তর শততম সর্গ।

দশরথ প্রস্থান করিলে সুররাজ ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রামকে প্রীতমনে কহিলেন, রাম! আমাদের দর্শন-লাভ তোমার পক্ষে নিষ্ফল হইবে না। আমরা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে যদি তোমার কিছু অভিলাষ থাকে তবে বল।

তখন রাম প্রীত মনে কহিলেন, সুররাজ! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমি যাহা কহিতেছি তাহা সফল করুন। যে সমস্ত মহাবল পরাক্রান্ত বানর আমার জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহারা বাঁচিয়া উঠুক। যাহারা আমার জন্য বিনষ্ট হইয়া স্ত্রীপুত্র হারাইয়াছে আমি তাহাদিগকে পুনর্ব্বার প্রীত দেখিবার ইচ্ছা করি। যাহারা শূর ও বীর, যাহারা মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া আমার প্রিয়কার্য্যে একান্ত অনুরক্ত ছিল, দেব! আপনি তাহাদিগকে বাঁচাইয়া দিন। ভল্লূক ও গোলাঙ্গূলগণ নীরোগ নির্ব্রণ ও বীর্য্যসম্পন্ন হউক এবং আপনার অনুগ্রহে তাহারা পুনর্ব্বার স্ত্রীপুত্রের মুখদর্শন করুক, এই আমার প্রার্থনা। আরও যে স্থানে ইহারা বসবাস করে সেই সব স্থানে অকালেও ফলমূলপুষ্প সুলভ থাকিবে এবং নদী সকল নির্ম্মল হইবে, এই আমার প্রার্থনা।

তখন ইন্দ্র রামকে প্রীতমনে কহিলেন, বৎস! তোমার এ বড় কঠিন প্রার্থনা, কিন্তু আমি কখন বাক্যের অন্যথাচরণ করি নাই, অতএব ইহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। এই সমস্ত বানর ভল্লূক ও গোলাঙ্গূল রাক্ষসহস্তে নিহত ছিন্নবাহু ও ছিন্নমস্তক হইয়া পতিত আছে, এক্ষণে ইহারা নিরোগ নির্ব্রণ ও বীর্য্যসম্পন্ন হইয়া নিদ্রিত লোক যেমন নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া থাকে সেইরূপে গাত্রোত্থান করুক এবং আত্মীয় স্বজন ও জ্ঞাতিবন্ধুর সহিত হৃষ্টমনে পুনর্ব্বার মিলিত হউক। আর যথায় ইহাদের বাস সেই স্থানে বৃক্ষ সকল অসময়ে ফলপুষ্প প্রদান করুক এবং নদী সততই জলপূর্ণ থাকুক।

ইন্দ্র এইরূপ বরপ্রদান কবিবামাত্র বানরেরা অক্ষতদেহে

যেন নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান করিল এবং অকস্মাৎ এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ভরে সকলেই কহিল একি !

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ রামকে সিদ্ধকাম দেখিয়া প্রীত-মনে লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার স্তুতিবাদ পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্ ! তুমি এক্ষণে এই সমস্ত বানরকে বিদায় দিয়া রাজ-ধানী অযোধ্যায় যাও, একান্ত অনুরাগিণী যশস্বিনী জানকীরে সান্ত্বনা কর, তোমার শোকে ব্রতচারী ভ্রাতা ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মাতৃগণ ও পৌরজনকে সন্তুষ্ট কর এবং স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হও। এই বলিয়া ইন্দ্র সুরগণের সহিত উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি উপস্থিত। রাম সকলকে বিশ্রামের আজ্ঞা দিলেন। তৎকালে ঐ রামলক্ষ্মণরক্ষিত প্রহৃষ্ট বানরসেনা শশাঙ্কোজ্জ্বল শর্ব্বরীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব শ্রীসৌন্দর্য্যে শোভা পাইতে লাগিল।

দ্বাবিংশোত্তর শততম সর্গ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইল। রাম পরম সুখে গাত্রোত্থান করিলেন। ইত্যবসরে বিভীষণ আসিয়া তাঁহাকে বিজয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজন্ ! এই সমস্ত বেসবিন্যাসনিপুণা পদ্মপলাশলোচনা নারী সুগন্ধি তৈল অঙ্গ-রাগ বস্ত্র আভরণ মাল্য ও চন্দন লইয়া উপস্থিত। ইহারা তোমাকে যথাবিধি স্নান করাইবে।

রাম কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি কেবল সুগ্রীবাদি বানরকে স্নানের নিমন্ত্রণ কর। সেই ধর্ম্মশীল সুকুমার ও সুখে লালিত ভরত আমার জন্য কষ্ট পাইতেছেন। তদ্ব্যতীত স্নান ও বেশভুষা আমর ভাল লাগিবে না। এখন এইটি দেখ যাহাতে আমরা শীঘ্র যাইতে পারি, কারণ অযোধ্যার পথ অতি দুর্গম।

বিভীষণ কহিলেন, রাজকুমার! আমি এক দিনেই তোমায় পৌছিয়া দিব। আমার ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামে এক কামগামী উজ্জ্বল রথ ছিল। বলবান রাবণ তাঁহাকে পরাজয় করিয়া সেই রথ অধিকার করেন। এক্ষণে তাহা ত তোমারই হইয়াছে। ঐ দেখ তুমি যদ্দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় যাইবে ঐ সেই মেঘাকার রথ। রাম! এক্ষণে যদি আমাকে অনুগ্রহ করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, যদি আমার গুণে তোমার প্রীতি জন্মিয়া থাকে এবং যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ ও সৌহার্দ্দ থাকে তবে ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত বিবিধ ভোগসুখে এক দিন মাত্র এই লঙ্কায় বাস কর, পশ্চাৎ অযোধ্যায় যাইও। আমি যথাবিধি প্রীতিপূজার আয়োজন করিয়াছি, তুমি সৈন্য ও সুহৃদ্গণের সহিত ইহা গ্রহণ কর। আমি তোমার ভৃত্য, প্রণয় বহুমান ও সৌহার্দ্দ নিবন্ধন তোমায় এই বিষয়ে প্রসন্ন করিতেছি মাত্র, কিন্তু মনে করিও না যে তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি।

তখন রাম সর্ব্বসমক্ষে বিভীষণকে কহিলেন, বীর! তুমি মন্ত্রিত্ব, বন্ধুত্ব ও সর্ব্বাঙ্গীণ যুদ্ধচেষ্টা দ্বারা আমার যথেষ্ঠ পূজা করিয়াছ। এক্ষণে যে আমি তোমার কথা না রক্ষা করিতে

পারি এমনও নহে কিন্তু দেখ যিনি আমাকে ফিরাইবার জন্য চিত্রকূটে আসিয়া ছিলেন, যিনি নতশিরে প্রার্থনা করিলে আমি কোনও মতে তাঁহার কথা রক্ষা করি নাই সেই ভ্রাতা ভরতকে দেখিবার জন্য আমার মন অস্থির হইতেছে এবং কৌশল্যা, সুমিত্রা, যশস্বিনী কৈকেয়ী, মিত্রগণ ও পৌরজানপদদিগের জন্যও আমি ব্যস্ত হইয়াছি। এখন তুমি আমাকে যাইবার অনুজ্ঞা দেও। সখে! আমি পূজিত হইয়াছি, তুমি ক্ষুব্ধ হইও না, আমার নিমিত্ত শীঘ্র রথ আনাইয়া দেও। আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি, সুতরাং আর এস্থলে থাকা আমার উচিত হইতেছে না।

অনন্তর রাক্ষসরাজ বিভীষণ শীঘ্র রথ আনাইলেন। উহা স্বর্ণখচিত এবং বৈদুর্য্যমণিবেদিযুক্ত, উহাতে বহুসংখ্য কূটাগার আছে, উহা পাণ্ডু-বর্ণ ধ্বজপতাকায় শোভিত, কিঙ্কিণীজাল মণ্ডিত এবং মণিমুক্তাময় গবাক্ষে রমণীয়। ঐ রথে স্বর্ণপদ্মসজ্জিত স্বর্ণময় হর্ম্ম আছে। উহার তলভূমি স্ফাটিকময় এবং আসন বৈদুর্য্যময়। উহাতে নানারূপ বহুমূল্য আস্তরণ আছে। উহা দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত মধুরনাদী মেরুশিখরাকার ও মনোবেগগামী। রাক্ষসরাজ বিভীষণ রথ আনাইয়া রামকে কহিলেন, রাজন্! এই রথ উপস্থিত। তখন রাম ও লক্ষ্মণ ও ঐ দিব্য রথ দেখিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন।

ত্রয়োবিংশাধিক শততম সর্গ।

পরে অদূরবর্ত্তী বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে রামকে কহিলেন, রাজন্! বল এক্ষণে আর কি করিব।

রাম কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া লক্ষ্মণের সমক্ষে বিভীষণকে সস্নেহে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! বানরগণ অনেক যত্নসাধ্য কার্য্য করিয়াছে। তুমি ধনরত্ন ও অন্নপানাদি দ্বারা ইহা-দিগকে যথোচিত পরিতুষ্ট কর। এই সমস্ত বীরের সহায়তায় তুমি লঙ্কারাজ্য জয় করিয়াছ। ইহারা যুদ্ধে অটল ও উৎসাহী, প্রাণের ভয় ইহাদের কিছুমাত্র ছিল না; এক্ষণে ইহারা কৃত-কার্য্য হইয়াছে। তুমি কৃতজ্ঞতার জন্য ধনরত্ন দ্বারা ইহাদি-গের এই যুদ্ধশ্রম সফল কর। ইহারা এইরূপে সম্মানিত ও অভিনন্দিত হইয়া প্রতিগমন করিবে। দেখ, যদি তুমি সঞ্চয়ী দানশীল দয়ালু ও জিতেন্দ্রিয় হও তবেই সকলে তোমার অনুগত থাকিবে এই জন্য আমি তোমায় এইরূপ অনুরোধ করিতেছি। যে রাজার লোকরঞ্জন গুণ নাই, যে যুদ্ধে নির-র্থক লোকক্ষয় করাইয়া থাকে সৈন্যগণ ভীত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে।

তখন বিভীষণ বানরগণকে বহুসমাদরে ধনরত্ন বিভাগ করিয়া দিলেন। পরে সকলে সবিশেষ সৎকৃত হইলে রাম লজ্জানম্রমুখী সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া ধনুর্ধারী লক্ষ্মণের সহিত ঐ উৎকৃষ্ট বিমানে উঠিলেন এবং সমস্ত বানর, মহাবীর্য্য সুগ্রীব ও বিভীষণকে সম্মান পূর্ব্বক কহিলেন, বানরগণ! মিত্রের

যাহা করা উচিত তোমরা তাহাই করিয়াছ, এক্ষণে আমি তোমাদিগের সকলকে অনুজ্ঞা দিতেছি তোমরা স্বস্ব স্থানে প্রতিগমন কর। সুগ্রীব! একজন স্নেহবান হিতার্থী মিত্রের যাহা কর্ত্তব্য তুমি ধর্ম্মভয়ে তাহাই করিয়াছ। এক্ষণে সমস্ত সৈন্য লইয়া অবিলম্বে কিষ্কিন্ধায় যাও। বিভীষণ! আমি তোমাকে এই লঙ্কারাজ্য অর্পণ করিলাম। তুমি সচ্ছন্দে বসবাস কর, অতঃপর ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতেও আর তোমার কোন রূপ পরাভবের আশঙ্কা নাই। এক্ষণে আমি পিতার রাজধানী অযোধ্যায় চলিলাম তজ্জন্য তোমাদিগকে আমন্ত্রণ ও তোমাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিতেছি।

রাম এইরূপ কহিলে সুগ্রীবাদি বানরগণ এবং বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজন্! আমরা অযোধ্যায় যাইব, তুমি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া চল। আমরা অযোধ্যায় গিয়া হৃষ্টচিত্তে বন ও উপবনে বিচরণ করিব। পরে তোমার রাজ্যাভিষেক দেখিয়া দেবী কৌশল্যাকে অভিবাদন পূর্ব্বক শীঘ্রই স্বস্ব গৃহে ফিরিব।

ধর্ম্মশীল রাম উহাঁদের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি তোমাদের ন্যায় সুহৃদ্গণের সহিত রাজধানীতে গিয়া যে প্রীতিলাভ করিব ইহা ত আমার পক্ষে প্রিয় হইতেও প্রিয়তর লাভ। সুগ্রীব! তুমি শীঘ্র বানরদিগকে লইয়া রথে উঠ। বিভীষণ! তুমিও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে আরোহণ কর।

অনন্তর সকলে প্রীত হইয়া বিমানে উঠিলেন। বিমান রামের অনুজ্ঞাক্রমে আকাশপথে উত্থিত হইল। রাম ঐ

হংসযুক্ত যানে হৃষ্ট মনে কুবেরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বানর ভল্লুক ও মহাবল রাক্ষসেরা উহার মধ্যে বিরল ভাবে সুখে উপবেশন করিল।

চতুর্ব্বিংশাধিক শততম সর্গ।

পুষ্পক রথ মহানাদে গগনমার্গে উত্থিত হইল। তখন রাম চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক চন্দ্রাননা জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে! ঐ দেখ কৈলাসশিখরাকার ত্রিকূটশিখরে বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত লঙ্কাপুরী। এই দেখ মাংসশোণিতকর্দ্দমে দুর্গম যুদ্ধভুমি। এই স্থানে বিস্তর বানর ও রাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ বরলাভগর্ব্বিত প্রমাথী শয়ান আছে। আমি এই স্থানে তোমারই জন্য রাবণকে বধ করিয়াছি। ঐ স্থানে কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্ত বিনষ্ট হইয়াছে। এই স্থানে মহাবীর হনূমান ধূম্রাক্ষকে সংহার করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে মহাত্মা সুষেণ বিদ্যুন্মালীকে বিনাশ করেন। এই স্থানে অঙ্গদ বিকটকে বধ করিয়াছেন। ঐ স্থানে দুর্নিরীক্ষ্য মহাবীর বিরূপাক্ষ, মহাপার্শ্ব মহোদর ও অকম্পন বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ স্থানে ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, নিকুম্ভ, কুম্ভ, বজ্রদংষ্ট্র ও দংষ্ট্র রণশায়ী হইয়াছে। ঐ স্থানে আমি দুর্দ্ধর্ষ মকরাক্ষকে মারিয়াছি। এই স্থানে শোণিতাক্ষ, যূপাক্ষ, ও প্রজঙ্ঘ বিনষ্ট হইয়াছে। এই স্থানে ভীমদর্শন বিদ্যুজ্জিহ্ব, ঐ স্থানে ব্রহ্মশত্রু যজ্ঞশত্রু, সূর্য্যশত্রু

ও সুপ্তঘ্ন নিহত হইয়াছে। ঐ স্থানে মন্দোদরী সপত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পতিবিয়োগশোকে বিলাপ করিয়াছিলেন। ঐ যে সমুদ্রে একটী অবতরণ-পথ দেখিতেছ আমরা সমুদ্র পার হইয়া ঐ স্থানে রাত্রিবাস করিয়াছিলাম। ঐ দেখ, তোমার জন্য লবণসমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছি, ইহা নলনির্ম্মিত ও অন্যের অসাধ্য। জানকি! এই দেখ, শঙ্খ-শুক্তিশঙ্কুল মহাসমুদ্র ঘোর রবে গর্জ্জন করিতেছে। ইহা অক্ষোভ্য ও অপার। ঐ স্বর্ণগর্ভ স্বর্ণবর্ণ গিরিবর মৈনাক। ঐ পর্ব্বত মহাবীর হনুমানের বিশ্রামার্থ সমুদ্রগর্ভ ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। এই দেখ সমুদ্রের উত্তরতীরবর্ত্তী সেনা-নিবেশ। ঐ স্থানে সেতুবন্ধনের পূর্ব্বে ভগবান মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হন। ঐ অদূরে সমুদ্রের তীর্থস্থান। উহা মহাপাতকনাশন ও পবিত্র। এক্ষণে উহা ত্রিলোকপূজিত ও সেতুবন্ধতীর্থ নামে খ্যাত হইবে। এই স্থানে এই রাক্ষস-রাজ বিভীষণ আসিয়াছিলেন। ঐ বিচিত্রকাননশোভিত সুগ্রী-বের রাজধানী কিষ্কিন্ধা দেখা যায়। আমি ঐ স্থানে মহা-বীর বালীকে বিনাশ করিয়াছিলাম।

তখন জানকী কিষ্কিন্ধা পুরী দেখিয়া প্রণয় ও লজ্জা-ভরে বিনীত বাক্যে কহিলেন, রাজন্! আমার ইচ্ছা যে আমি তারা প্রভৃতি সুগ্রীবের প্রিয়ভার্য্যা এবং অন্যান্য বানরের স্ত্রীদিগকে লইয়া তোমার সহিত রাজধানী অযো-ধ্যায় যাই।

রাম জানকীর কথায় সম্মত হইলেন, এবং কিষ্কিন্ধায় বিমান রাখিয়া সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন,

সুগ্রীব! তুমি বানরগণকে বল তাহারা স্বস্ব স্ত্রী লইয়া সীতার সহিত অযোধ্যায় চলুক। আর তুমিও ঐ সমস্ত স্ত্রীকে লইয়া যাইবার জন্য সত্বর হও। চল আমরা সকলেই যাই।

তখন সুগ্রীব বানরগণের সহিত অন্তঃপুরে গিয়া তারাকে কহিলেন, প্রিয়ে! রাম তোমাকে কহিতেছেন তুমি সমস্ত বানরস্ত্রীকে লইয়া জানকীর প্রিয়কামনায় অযোধ্যায় চল। আমরা সকলকে অযোধ্যা এবং রাজা দশরথের পত্নীগণকে দেখাইয়া আনিব।

অনন্তর সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তারা বানরস্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া কহিল, সুগ্রীবের অনুজ্ঞা তোমরা স্বস্ব ভর্তৃগণের সহিত অযোধ্যায় চল। তোমরা অযোধ্যা দেখিলে আমিও সুখী হইব। আমরা সকলে গ্রাম ও নগরবাসীদিগের সহিত রামের পুরপ্রবেশ এবং রাজা দশরথের পত্নীগণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আসিব।

বানরস্ত্রীগণ তারার অনুজ্ঞায় বেশভুষা করিয়া লইল এবং বিমান প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সীতাকে দেখিবার ইচ্ছায় তদুপরি আরোহণ করিল। সকলে উঠিলে বিমান পূর্ব্ববৎ যাইতে লাগিল। তখন রাম অদূরে ঋষ্যমুক পর্ব্বত নিরীক্ষণ করিয়া জানকীরে কহিলেন, ঐ স্বর্ণধাতুরঞ্জিত ঋষ্যমুক বিদ্যুৎজড়িত জলদের ন্যায় দেখা যায়। আমি ঐ স্থানে কপীন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিলিত হই এবং বালিবধে অঙ্গীকার করি। ঐ দেখ কাননপরিবৃত কমলদলশোভিত পম্পা সরোবর। আমি ঐ স্থানে তোমার বিরহে দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিয়াছিলাম এবং উহারই তীরে ধর্ম্মচারিণী

শবরীকে দেখিতে পাই। আমি এই স্থানে যোজনবাহু ও কবন্ধকে বিনাশ করিয়াছি। ঐ দেখ জনস্থানের রমণীয় বটবৃক্ষ। জানকি! ঐ স্থানে বিহগরাজ মহাবল জটায়ু তোমারই জন্য রাবণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সেই আমাদের আশ্রমপদ এবং রমণীয় পর্নশালা দেখা যায়। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ স্থান হইতেই তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল। ঐ স্বচ্ছসলিলা গোদাবরী। ঐ কদলীবৃক্ষ-শোভিত অগস্ত্যাশ্রম। ঐ শরভঙ্গাশ্রম। ঐ দেখ সেই সমস্ত তাপস। সূর্য্যাগ্নিবৎ তেজস্বী অত্রি উহাঁদের কুল-পতি। আমি এই স্থানে মহাকায় বিরাধকে বিনাশ করি-য়াছিলাম। এই স্থানে তুমি ধর্ম্মচারিণী অত্রিপত্নীকে দেখি-য়াছিলে। ঐ চিত্রকূট পর্ব্বত। ঐ স্থানে মহাত্মা ভরত আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আগমন করেন। এই সেই চিত্রকাননা যমুনা। ঐ সেই ভরদ্বাজাশ্রম। এই ত্রিপথ-বাহিনী পুণ্যসলিলা গঙ্গা। ঐ শৃঙ্গবের পুর। ঐ স্থানে আমার প্রিয়সখা গুহ বাস করিয়া আছেন। ঐ দেখ আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যা। জানকি! তুমি পৌঁছিয়াছ, এক্ষণে অযোধ্যাকে প্রণাম কর।

তখন বানর ও বিভীষণাদি রাক্ষসগণ পুনঃ পুনঃ গাত্রো-ত্থান করিয়া হৃষ্টমনে অযোধ্যানগরী দেখিতে লাগিলেন। ঐ পুরী সৌধধবল হর্ম্ম্যপূর্ণ এবং প্রশস্ত রাজপথশোভিত। বানর ও রাক্ষসগণ অমরাবতীর ন্যায় ঐ নগরী পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর রাম চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইলে পঞ্চমী তিথিতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! অযোধ্যা নগরীতে কাহারও ত অন্নকষ্ট হয় নাই? সকলেই ত কুশলে আছে? ভরত ত প্রজাপালন করিতেছেন? আমার মাতৃগণ ত জীবিত?

ভরদ্বাজ সহাস্য মুখে কহিলেন, রাম! তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী জটাধারী ভরত তোমার পাদুকাযুগল সম্মুখে রাখিয়া, স্বগৃহ ও পুরের কুশল সম্পাদন পূর্ব্বক তোমার প্রতীক্ষায় আছেন। তুমি যখন রাজ্যচ্যুত হইয়া চীরবসনে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বনে যাও, তুমি যখন সর্ব্বভোগ ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় পিতৃনিদেশে ধর্ম্মকামনায় পদব্রজে বনে যাও তখন তোমাকে দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে তোমায় নিঃশত্রু সুসমৃদ্ধ ও সবান্ধব দেখিয়া আমি বস্তুতই সুখী হইলাম। রাম! আমি তোমার সমস্ত সুখদুঃখই জানিতে পারিয়াছি। জনস্থানে বাস করিবার কালে যে কষ্ট পাইয়াছ তাহা জানিতে পারিয়াছি। তুমি যখন তপস্বীগণের রক্ষাবিধানে নিযুক্ত হও সেই সময় রাবণ এই অনিন্দনীয়া জানকীকে অপহরণ করে আমি ইহাও জানিতে পারিয়াছি। তোমার মারীচ ও কবন্ধদর্শন, পম্পাভিগমন, সুগ্রীবের সহিত সখ্য, বালিবধ, জানকীর অন্বেষণ, হনূমানের বীরকার্য্য, নলের সেতুবন্ধন,

লঙ্কাদাহ, এবং বলবাহনের সহিত বলগর্ব্বিত রাবণের সবংশে নিপাত এ সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। দেবকণ্টক রাবণ বিনষ্ট হইলে দেবগণের সহিত তোমার মিলন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত বরলাভও জানিয়াছি। ধর্ম্মবৎসল! আমি তপবলে এ সমস্তই অবগত হইয়াছি। এক্ষণে আমার শিষ্যগণ এস্থান হইতে অযোধ্যায় তোমার সংবাদ লইয়া যাইবে। অতঃপর আমিও তোমায় বরদান করিতেছি, তুমি অর্ঘ্যগ্রহণ কর, কল্য অযোধ্যায় যাইও।

তখন রাম মহর্ষি ভরদ্বাজের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন, ভগবন্! অযোধ্যায় যাইবার পথে যে সমস্ত বৃক্ষ আছে সে গুলি অকালে ফলপ্রদান ও মধু ক্ষরণ করুক, এবং অমৃতগন্ধী বিবিধ ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হউক।

মহর্ষি ভরদ্বাজ রামের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তাঁহার আশ্রম হইতে অযোধ্যার পথ তিন যোজন। এই তিন যোজন পথের মধ্যে বৃক্ষ সকল কল্প বৃক্ষের অনুরূপ হইয়া উঠিল। যে সমস্ত বৃক্ষ নিস্ফল তাহা ফলবৎ, যাহা অপুষ্প তাহা পুষ্পপূর্ণ এবং যাহা শুষ্ক তাহা পত্রাবৃত ও মধুস্রাবী হইল। বানরগণ স্বপুণ্যবলে স্বর্গগত লোকের ন্যায় অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া, ঐ সমস্ত বৃক্ষের ফল মূল ইচ্ছানুরূপ আহার করিতে লাগিল।

ষড়্‌বিংশাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর রাম সুগ্রীবাদির তুষ্টিসাধনের জন্য কিরূপ অনুষ্ঠান আবশ্যক তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ ধীমান সমস্ত কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, বানরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক হনুমানকে কহিলেন, বীর! তুমি এস্থান হইতে শীঘ্র অযোধ্যায় গিয়া জান রাজপুরীর সকলে কুশলে আছেন কি না? এবং শৃঙ্গবের পুরে গমন পূর্ব্বক বনবাসী নিষাদপতি গুহকে আমার বাক্যক্রকে আমার কুশল জানাইও। তিনি আমার সদৃশ ও সখা। তিনি আমাকে বীতক্লেশ অরোগী ও কুশলী শুনিলে প্রীত হইবেন এবং তোমাকে ভরতের বার্ত্তা জ্ঞাপন পূর্ব্বক অযোধ্যায় পথ দেখাইয়া দিবেন। পরে তুমি অযোধ্যায় গিয়া ভরতকে জানকী লক্ষ্মণ ও আমার কুশল জানাইয়া কহিও আমি পূর্ণকাম হইয়াছি। পরে রাবণের সীতাহরণ, সুগ্রীবের সহিত পরিচয়, বালিবধ, সমুদ্র উল্লঙ্ঘন, সীতার অন্বেষণ, সসৈন্যে সমুদ্রতীরে গমন, সমুদ্রদর্শন, সেতুনির্ম্মাণ, রাবণবধ, ইন্দ্র ও ব্রহ্মার বরপ্রদান, শঙ্করপ্রসাদে পিতৃসমাগম, এবং অযোধ্যার নিকট আগমন এই সমস্ত কথা ভরতকে আনুপূর্ব্বিক কহিও। আরও বলিও রাম শত্রুগণকে পরাজয় ও উৎকৃষ্ট যশোলাভ করিয়া, বিভীষণ সুগ্রীব ও অন্যান্য মহাবল মিত্রের সহিত আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইলে ভরতের যেরূপ মুখাকার হয় তাহা এবং আমার প্রতি তাঁহার

কিরূপ মনের ভাব তাহাও জানিও। তিনি কি করিতেছেন এবং তাঁহার আকার ইঙ্গিতই বা কিরূপ ইহা মুখবর্ণ দৃষ্টি ও বাক্যালাপে যথার্থত জানিয়া আইস। দেখ, হস্ত্যশ্বপূর্ণ সুসমৃদ্ধ পৈতৃক রাজ্য কাহার না মনের ভাব পরিবর্ত্ত করিয়া দেয়। যদি শ্রীমান ভরত চিরসংশ্রব নিবন্ধন স্বয়ংই রাজ্যার্থী হইয়া থাকেন তবে না হয় তিনিই সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। বীর! আমরা যাবৎ না অযোধ্যার নিকটস্থ হইতেছি এই অবসরেই তুমি ভরতের বুদ্ধি ও চেষ্টা সম্যক জ্ঞাত হইয়া শীঘ্র আইস।

হনুমান এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অবিলম্বে অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। যেমন বিহগরাজ গরুড় সর্প ধরিবার জন্য বেগে গমন করেন তিনি সেইরূপ বেগে চলিলেন। ঐ মহাবীর পক্ষিগণের সঞ্চারক্ষেত্র অন্তরীক্ষ দিয়া গঙ্গাযমুনার ভীম সমাগমস্থান অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের পুরে নিষাদরাজ গুহের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে হৃষ্টমনে মধুরবাক্যে কহিলেন, নিষাদরাজ! তোমার সখা রাম জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত তোমাকে কুশল জানাইয়াছেন। তিনি মহর্ষি ভরদ্বাজের বাক্যে তাঁহার আশ্রমে আজ পঞ্চমীর রাত্রি যাপন করিয়া কল্য প্রাতে তাঁহারই আদেশে তোমায় এই স্থানেই দেখিতে আসিবেন। হনুমান নিষাদরাজ গুহকে এই বলিয়া পুলকিত দেহে মহাবেগে চলিলেন। গতিপথে পরশুরামতীর্থ, বালুকিনী, বরূথী ও গোমতী নদী, এবং ভীষণ শালবন, প্রশস্ত জনপদ ও বহুসংখ্য লোক তাঁহার চক্ষে পড়িতে লাগিল। তিনি ক্রমশঃ

অতি দূরপথ অতিক্রম করিয়া নন্দিগ্রামের প্রান্তস্থ কুসুমিত বৃক্ষের সন্নিহিত হইলেন। ঐ সমস্ত বৃক্ষ কুবেরোদ্যান চৈত্ররথের বৃক্ষবৎ সুদৃশ্য। অনেকানেক স্ত্রীলোক পুত্রপৌত্রের সহিত ঐ সকল বৃক্ষের পুষ্পচয়ন করিতেছে।

অনন্তর হনুমান অযোধ্যার ক্রোশমাত্র ব্যবধানে এক আশ্রমমধ্যে ভরতকে দেখিতে পাইলেন। ভরত ভ্রাতৃবিচ্ছেদে কৃশ চীরচর্ম্মধারী জটাযূটমণ্ডিত মললিপ্তদেহ ফলমূলাশী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন। ঐ ব্রহ্মর্ষিসমতেজস্বী রাজকুমার তপস্বী হইয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন আছেন এবং রামের পাদুকাযুগল সম্মুখে রাখিয়া পৃথিবীশাসন ও বর্ণচতুষ্টয়কে নানারূপ ভয় বিপদে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার নিকট অমাত্য ও শুদ্ধস্বভাব পুরোহিত এবং সেনাধ্যক্ষেরা কাষায় বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট। ফলত তৎকালে ঐ কৃষ্ণাজিনধারী রাজকুমারকে ছাড়িয়া ধর্ম্মবৎসল পুরবাসিগণের সুখভোগে কিছুমাত্র স্পৃহা ছিল না। ধর্ম্মশীল ভরত মূর্ত্তিমান ধর্ম্মের ন্যায় আসীন। হনুমান উহাঁর নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজন্! তুমি যে দণ্ডকারণ্যবাসী জটাচীরধারী রামের জন্য এইরূপ শোক করিতেছ তিনি তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমাকে কোন সুসম্বাদ দিবার জন্য আইলাম, তুমি এই দারুণ শোক পরিত্যাগ কর। রামের সহিত অচিরাৎ তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তিনি রাবণকে বধ ও জানকীকে উদ্ধার করিয়া পূর্ণমনোরথে মহাবল মিত্রগণ ও তেজস্বী লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিতেছেন, এবং সুররাজ ইন্দ্রের

সহিত যেমন শচী আইসেন সেইরূপ যশস্বিনী জানকী তাঁহার সহিত আসিতেছেন।

ভরত এই কথা শুনিবামাত্র হর্ষে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে ক্ষণকাল মধ্যে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আশ্বস্ত হইয়া, ঐ প্রিয়বাদী হনুমানকে গৌরবে আলিঙ্গন এবং প্রীতি ও হর্ষের স্থূল অশ্রুবিন্দু দ্বারা উহাঁকে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, সাধো! তুমি দেবতা বা মনুষ্যই হও আমার প্রতি কৃপা করিয়া এই স্থানে আসিয়াছ। তুমি আমায় যে সুসংবাদ প্রদান করিলে ইহার অনুরূপ আমি তোমাকে কি দিব। তুমি লক্ষ গো, এক শত গ্রাম এবং ষোলটি কন্যা গ্রহণ কর। ঐ সমস্ত কন্যা কুণ্ডলালঙ্কৃত সুসজ্জিত স্বর্ণবর্ণ ও শুভাচারী। উহাদের নাসিকা ও ঊরু সুদৃশ্য, মুখ চন্দ্রের ন্যায় সৌম্যদর্শন। এবং উহারা উত্তম জাতি ও উত্তম কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তৎকালে ভরত হনুমানের মুখে রামের আগমনসংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইলেন।

সপ্তবিংশোত্তরশততম সর্গ।

ভরত কহিলেন, বহুকাল যিনি বনে গিয়াছেন, আমার সেই প্রভুর প্রীতিকর কথা আজ আমি শুনিতে পাইব। মনুষ্য প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে শত বৎসর পরেও আনন্দ লাভ করে এই যে লৌকিক প্রবাদ আছে ইহা যথার্থ। এক্ষণে তুমি

এই কুশাসনে উপবেশন কর এবং বল, কোথায় ও কোন্ সূত্রে বানরগণের সহিত রামের সমাগম হইয়াছিল।

তখন হনুমান উপবিষ্ট হইয়া রামের সমস্ত আরণ্যবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহিলেন, দেব! তোমার জননীর দুইটী বরলাভের কথা তুমি অবশ্যই জান, সেই সূত্রে রাম নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার বিয়োগ শোকে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে, দূত গিয়া রাজগৃহ হইতে শীঘ্র তোমায় আনায়ন করে। তুমি অযোধ্যায় আসিয়া রাজ্যগ্রহণে অনিচ্ছু হও এবং সজ্জনাচরিত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া রামকে আনিবার জন্য চিত্রকূটে যাও। পরে রাম পিতৃ-নিদেশ রক্ষার্থ রাজ্য অস্বীকার করিলে তুমি তাঁহার পাদুকা-যুগল লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হও। রাজকুমার! এই পর্য্যন্তই তুমি জান; পরে কি হইয়াছিল শুন। তোমার গমনে চিত্রকুট পর্ব্বতের সেই বন অত্যন্ত উপদ্রুত এবং তত্রত্য মৃগপক্ষিগণ যার পর নাই আকুল হইয়াছিল। পরে রাম তথা হইতে সিংহব্যাঘ্রসঙ্কুল করিদলিত ঘোর বিজন দণ্ড-কারণ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত সেই নিবিড় বনে প্রবেশ করিলে মহাবল বিরাধ ঘোর নিনাদে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে ঊর্দ্ধবাহু ও অধোমুখ হইয়া হস্তীর ন্যায় চিৎকার করিতেছিল, রাম তাহাকে তুলিয়া একটা গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি যে দিন ঐ দুষ্কর কার্য্য সাধন করেন সেই দিনই সায়াহ্নে মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হন। পরে শরভঙ্গ দেহত্যাগ করিলে রাম তত্রত্য সমস্ত ঋষিকে অভিবাদন পূর্ব্বক জনস্থানে যাত্রা করেন। তথায়

বাস করিবার কালে জনস্থাননিবাসী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তিনি একাকী দিবসের চতুর্থ ভাগে ঐ সমস্ত তপোবিঘ্নকারী মহাবল মহাবীর্য্য রাক্ষসের সহিত খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে বিনাশ করেন। ঐ জনস্থানে রাবণের ভগিনী সূর্পণখা রামের নিকট আসিয়াছিল। লক্ষ্মণ তাঁহার আদেশে উত্থিত হইয়া সহসা খড়্গ দ্বারা উহার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দেন। বালা সূর্পণখা এই নাসাকর্ণ ছেদনে অতিমাত্র কাতর হইয়া রাবণের নিকট উপস্থিত হয়। পরে রাবণের অনুচর মারীচ মায়াবলে রত্নময় মৃগ হইয়া জানকীরে প্রলোভিত করিয়াছিল। জানকী ঐ মৃগটি দেখিয়া রামকে কহিলেন, ধর, উহাকে ধরিতে পারিলে আমাদের আশ্রমের শোভা বৃদ্ধি হইবে। তখন রাম শরাসনহস্তে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং এক শরে উহাকে সংহার করিলেন। রাম যখন এইরূপ মৃগয়ায় নির্গত ও লক্ষ্মণও তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হন সেই সময়ে রাবণ উহাঁদের আশ্রমে আইসে এবং অন্তরীক্ষে গ্রহ যেমন রোহিণীকে সেইরূপ জানকীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে। গৃধ্ররাজ জটায়ু জানকীর রক্ষার্থী হইয়া উহার গতিরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু রাবণ তাঁহার বধসাধন পূর্ব্বক জানকীরে শীঘ্র লইয়া যায়। ঐ সময় কতকগুলি পর্ব্বতাকার বানর গিরিশিখরে বসিয়াছিল। তাহারা বিস্ময়বিস্ফার নেত্রে দেখিল রাবণ সীতাকে লইয়া যাইতেছে। পরে রাবণ মনোবৎবেগগামী বিমান দ্বারা শীঘ্র লঙ্কায় প্রবেশ করে এবং স্বর্ণপ্রাকারবেষ্টিত সুপ্রশস্ত সুন্দর গৃহে সীতাকে রাখিয়া নানা প্রকারে সান্ত্বনা করে। কিন্তু

অশোকবনবাসিনী জানকী উহার কথা ও উহাকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

এদিকে রাম বনমধ্যে সেই স্বর্ণমৃগকে বধ করিয়া ফিরিলেন। তিনি আসিয়া পিতৃবন্ধু জটায়ুর বিনাশদর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হন। পরে তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত জানকীর অন্বেষণে নির্গত হইয়া গোদাবরীতট ও কুসুমিত বনবিভাগ পর্য্যটন পূর্ব্বক কবন্ধকে দেখিতে পান। এবং ঐ কবন্ধের বাক্যে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গিয়া সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আলাপ পরিচয়ের পূর্ব্বেই দৃষ্টিমাত্র সুগ্রীব ও রামের একটী হৃদয়গত প্রীতি জন্মিয়াছিল; পরে সাক্ষাতে তাহা আরও প্রগাঢ় হইল। সুগ্রীব ভ্রাতৃক্রোধে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, রাম বাহুবলে মহাকায় মহাবল বালিকে বিনাশ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য দেন; এবং সুগ্রীবও তাঁহার নিকট জানকীর অন্বেষণে অঙ্গীকার করেন।

অনন্তর দশকোটি বানর সুগ্রীবের আদেশে চতুর্দ্দিকে নির্গত হইল। আমরা বিন্ধ পর্ব্বতের এক গহ্বর হইতে বাহির হইবার পথ না পাইয়া অত্যন্ত শোকাকুল হই এবং তন্নিবন্ধন তন্মধ্যে আমাদের অনেকটা বিলম্ব হয়। ঐ স্থানে জটায়ুর ভ্রাতা মহাবল সম্পাতি বাস করিতেন। রাবণের আলয়ে যে সীতা আছেন তৎকালে তিনিই তাহা আমাদিগকে বলিয়া দেন। পরে আমি দুঃখার্ত্ত বানরগণের দুঃখ দূর করিয়া স্ববীর্য্যে শতযোজন সমুদ্র পার হই এবং লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া অশোক বনে কৌশেয়বসনা মলিনা জানকীকে দেখিতে পাই। তিনি পাতিব্রত্যে রক্ষিত হইয়া নিরানন্দে

একাকী আছেন। পরে আমি তাঁহার নিকটস্থ হইয়া রাম-নামাঙ্কিত এক অঙ্গুরীয় তাঁহাকে অভিজ্ঞান দেই এবং আমি তাঁহার নিকট চূড়ামণি অভিজ্ঞান স্বরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক কৃত-কার্য্য হইয়া আসি। রাম ঐ জ্যোতিষ্মান মণি এবং জানকীর সংবাদ পাইয়া আতুর যেমন অমৃতপানে জীবিত হয় সেইরূপ জীবিত হইলেন; এবং প্রলয়কালে বিশ্বদাহে প্রবৃত্ত হুতাশনের ন্যায় লঙ্কাপুরী ছারখার করিবার জন্য সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিলেন। পরে সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া নল তাঁহার আদেশে সেতু প্রস্তুত করেন। বানরসৈন্য ঐ সেতু দিয়া সমুদ্র পার হয়। পরে ঘোরতর যুদ্ধ। নীল প্রহস্তকে, লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে এবং রাম কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে বধ করেন। পরে ইন্দ্র, যম, বরুণ, শিব ও ব্রহ্মা এবং স্বয়ং রাজা দশরথের সহিত রামের সাক্ষাৎ হয়। দেবগণ এবং ঋষি ও দেবর্ষিগণ প্রীতি-ভরে উহাঁকে বরদান করেন। অনন্তর রাম বানরগণের সহিত পুষ্পক রথে উঠিয়া কিষ্কিন্ধায় আইসেন। এক্ষণে তিনি পুনরায় জাহ্নবীতে আসিয়া ভরদ্বাজাশ্রমে বাস করিতে-ছেন। কাল পুষ্যা-নক্ষত্রযোগ, কাল তুমি তাঁহাকে নিরাপদে দেখিতে পাইবে।

তখন ভরত হনুমানের এই মধুর বাক্যে হৃষ্ট হইয়া কৃতা-ঞ্জলিপুটে কহিলেন, হা! এত দিনের পর আমার মনোরথ পূর্ণ হইল।

অষ্টবিংশাধিক শততম সর্গ।

ভরত হনুমানের মুখে এই সুখের কথা শুনিয়া হৃষ্টমনে শত্রুঘ্নকে কহিলেন, এক্ষণে সকলে শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া বাদ্যভাণ্ড বাদন পূর্ব্বক গন্ধমাল্য দ্বারা কুলদেবতা ও নগরের চৈত্যস্থান সকল অর্চ্চনা করুক। স্তুতিশাস্ত্রজ্ঞ সূত, বৈতালিক, বাদক ও গণিকারা রামকে দেখিবার জন্য নির্গত হউক। রাজমাতৃগণ, অমাত্য, বেতনভুক সৈন্য, আটবিক সৈন্য, স্ত্রীলোক, নানাজাতীয় গণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শ্রেণীপ্রধানেরা রামের মুখচন্দ্র দেখিবার জন্য নির্গত হউন।

অনন্তর শত্রুঘ্ন বহুসংখ্য ভৃত্যকে বহু অংশে বিভাগ পূর্ব্বক আদেশ করিলেন, তোমরা এই নন্দিগ্রাম হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত নিম্ন ও উচ্চস্থল সকল সমভূমি করিয়া দেও, রাজপথ হিমশীতল জলে সেক কর, সকল স্থানে পুষ্প ও লাজবৃষ্টি পূর্ব্বক পতাকা তুলিয়া দেও, গৃহ সুসজ্জিত কর, মাল্য, শোভনবর্ণ পুষ্প ও পঞ্চবর্ণের দ্রব্য বিরলভাবে রচনা করিয়া রাজপথ অলঙ্কৃত কর। দেখ কল্য সূর্য্যোদয়ের মধ্যে যেন এই সমস্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অনন্তর পরদিন প্রত্যূষে শত্রুঘ্নের আদেশে ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, মন্ত্রপাল ও সুমন্ত্র বহির্গত হইলেন। বহুসংখ্য বীর ধ্বজদণ্ডশোভিত সুসজ্জিত মত্ত হস্তী, স্বর্ণরজ্জুবদ্ধ করিণী, অশ্ব ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিল। অনেক অশ্বারোহী ও পদাতি শক্তি ঋষ্টি

ও পাশ ধারণ পূর্ব্বক নির্গত হইল। পরে রাজা দশরথের পত্নীগণ দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অগ্রে লইয়া যানযোগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ধর্ম্মশীল ভরত ব্রাহ্মণ, শ্রেণীপ্রধান, বণিক ও মাল্যমোদকধারী মন্ত্রিগণের সহিত যাত্রা করিলেন। তিনি রামের আগমনে যার পর নাই হৃষ্ট। বন্দিগণ তাঁহার স্তুতিগান করিতে লাগিল, শঙ্খভেরী বাদিত হইতে লাগিল। ভরত উপবাসে কৃশ তাঁহার পরিধান চীরবস্ত্র ও কৃষ্ণাজীন, তিনি মস্তকে আর্য্য রামের পাদুকাযুগল গ্রহণ পূর্ব্বক শুক্লমাল্যশোভিত শ্বেত ছত্র এবং রাজযোগ্য স্বর্ণখচিত শ্বেত চামর লইয়া নির্গত হইলেন। অশ্বের খুরশব্দ, হস্তীর বৃংহিত, রথের ঘর্ঘরধ্বনি ও শঙ্খদুন্দুভিরবে পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় যেন সমস্ত নন্দিগ্রামই রামের অনুগমন করিতে লাগিল।

অনন্তর ভরত হনূমানের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি তো বানরজাতি সুলভ চাপল্যে মিথ্যা কও নাই। কৈ আমি তো আর্য্য রামকে এবং কামরূপী বানরগণকে দেখিতেছি না?

হনুমান কহিলেন, মহর্ষি ভরদ্বাজ ইন্দ্রের বরে প্রভাববান। তিনি নানা উপচারে রাম ও তাঁহার আনুযাত্রিকগণের আতিথ্য করিয়াছেন। এক্ষণে তাহারই প্রসাদে অযোধ্যার গন্তব্য পথের বৃক্ষ সকল মধুশ্রাবী ফলপুষ্পপূর্ণ ও উন্মত্তভ্রমরঝঙ্কারে নিনাদিত। ঐ শুন বানরগণের ভীষণ কোলাহল। বোধ হয়, তাহারা এক্ষণে গোমতী পার হইতেছে। ঐ শালবনের নিকট ধূলিজাল-উড্ডীন দেখা যায়। বোধ হয় বানরগণ

ঐ বনে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহা আলোড়িত করিতেছে। ঐ দেখ দূরে চন্দ্রাকার দিব্য বিমান। উহা বিশ্বকর্ম্মার মানসী সৃষ্টি। মহাত্মা রাম রাবণকে সবান্ধবে বিনাশ করিয়া উহা অধিকার করিয়াছেন। কুবের ব্রহ্মার প্রসাদে ঐ বিমান লাভ করেন। উহা প্রাতঃসূর্য্যসদৃশ। এক্ষণে রাম, লক্ষ্মণ, জানকী, সুগ্রীব ও বিভীষণ উহাতেই আগমন করিতেছেন।

ঐ সময় আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই মুখে কেবল ঐ রাম ঐ রাম এই শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। উহাদের হর্ষধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। সকলে যান বাহন হইতে ভুতলে অবতীর্ণ হইয়া অন্তরীক্ষে যেমন চন্দ্রকে নিরীক্ষণ করে সেইরূপ বিমানস্থ রামকে দেখিতে লাগিল। ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুলকিত মনে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহার পুজা করিলেন। স্থূলায়তলোচন রাম বিমানোপরি বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তিনি সুমেরুশিখরস্থ প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। ভরত তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

অনন্তর রামের অনুজ্ঞায় ঐ হংসশোভিত বেগবান বিমান ভুপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইল। রাম উহাতে ভরতকে উঠাইয়া লইলেন। ভরত হৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। বহুদিনের পর রামের সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ, রাম তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া হৃষ্টমনে আলিঙ্গন করিলেন। পরে ভরত প্রণত লক্ষ্মণকে সাদর সম্ভাষণ পুর্ব্বক প্রীতমনে

জানকীকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর সুগ্রীব, জাম্ববান, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, ঋষভ, সুষেণ, নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ ও পনসকে আনুপূর্ব্বিক আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। মনুষ্যরূপী বানরেরাও পুলকিত মনে তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিল।

অনন্তর ধার্ম্মিকবর রাজকুমার ভরত সুগ্রীবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! আমাদের চারি ভ্রাতার মধ্যে তুমিই পঞ্চম। সৌহার্দ্দ্য বশত মিত্রত্ব জন্মে, আর অপকার শত্রুতার চিহ্ন। তুমি আমাদিগের পরম মিত্র। পরে তিনি বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আর্য্য রাম ভাগ্যক্রমেই তোমার সহায়তা পাইয়া অতিদুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছেন।

ঐ সময় শত্রুঘ্ন রাম ও লক্ষ্মণকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিনীতভাবে জানকীর পাদবন্দনা করিলেন। অনন্তর রাম শোককৃশা বিবর্ণা জননী কৌশল্যার সন্নিহিত হইয়া তাঁহার হর্ষবর্দ্ধন ও পাদবন্দন করিলেন। পরে সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য মাতৃগণকে অভিবাদন করিয়া পুরোহিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। নগরবাসিরা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহাদের ঐ সমস্ত অঞ্জলি বিকসিত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ইত্যবসরে ধর্ম্মশীল ভরত স্বয়ং সেই দুইখানি পাদুকা লইয়া রামের পদে পরাইয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি যে রাজ্য ন্যাসস্বরূপ আমার হস্তে দিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাকে অর্পণ করিলাম। যখন আমি মহারাজকে অযোধ্যায় পুনরাগত দেখিতেছি তখন আজ

আমার জন্ম সার্থক ও ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এক্ষণে আপনি ধনাগার, কোষ্ঠাগার, গৃহ, সৈন্য সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ করুন। আমি আপনারই তেজঃপ্রভাবে সমস্ত বিভব দশগুণ বৃদ্ধি করিয়াছি।

ভ্রাতৃবৎসল ভরতের এই কথা শুনিয়া বানরগণ ও বিভীষণের অশ্রুপাত হইল। পরে রাম হর্ষভরে ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া বিমানযোগে সসৈন্যে তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং বিমান হইতে সকলের সহিত অবতরণ পূর্ব্বক কহিলেন, বিমান! আমি তোমাকে অনুজ্ঞা দিতেছি তুমি প্রতিগমন করিয়া যক্ষেশ্বর কুবেরকে পূর্ব্ববৎ বহন কর।

বিমান এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র উত্তর দিকে অলকার অভিমুখে মহাবেগে প্রস্থান করিল। পরে ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির পাদবন্দন করেন সেইরূপ আত্মসম পুরোহিত বশিষ্ঠের পাদবন্দন করিয়া পৃথক আসনে তাঁহার সহিত উপবিষ্ট হইলেন।

একোনত্রিংশাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর ভরত মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ রামকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি বনবাস স্বীকার করিয়া আমার জননীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন এবং আমাকেও রাজ্য দিয়াছেন। আপনি যেমন আমাকে রাজ্য দিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ পুনর্ব্বার তাহা আপনাকে দিতেছি। মহাবল সহায়-

নিরপেক্ষ বৃষ যে ভার বহন করিয়াছে আমি বালবৎস বড়বার ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া তাহা বহিতে উৎসাহী নহি। প্রবল স্রোতোবেগে সেতুকে বন্ধন করা যেমন দুঃসাধ্য এই রাজ্য-ছিদ্র সংবৃত রাখা আমার পক্ষে সেইরূপই দুঃসাধ্য হইয়াছে। গর্দ্দভ যেমন অশ্বের এবং কাক যেমন হংসের গতি লাভ করিতে পারে না সেইরূপ আমিও আপনার পন্থা অনুসরণ করিতে পারি না। গৃহের উদ্যানে একটী বৃক্ষ রোপিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐ বৃক্ষ ফলবান না হইয়া যদি পুষ্পিতা-বস্থায় বিশীর্ণ হইয়া যায় তাহা হইলে যে ব্যক্তি ফল লাভের উদ্দেশে তাহা রোপণ করিয়াছিল তাহার সমস্ত প্রায়াসই ব্যর্থ হয়। আর্য্য! আপনি প্রভু, আমরা আপনার অনুরক্ত ভৃত্য, যদি আপনি আমাদিগকে শাসন না করেন তাহা হইলে এই উপমা আপনাতে সম্যক বর্ত্তিতে পারে। আজ জগতের সমস্ত লোক আপনাকে অভিষিক্ত ও মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ততেজ ও প্রতাপশালী নিরীক্ষণ করুক। আপনি তুর্য্যনিনাদ কাঞ্চী ও নুপুররব এবং মধুর গীতিশব্দে নিদ্রিত ও জাগরিত হউন। যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য উদয় হইবে সেই অবধি এই পৃথিবী যে পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ তাবৎ স্থানের রাজাধিরাজ হইয়া থাকুন।

তখন রাম ভরতের এই প্রার্থনায় সম্মত হইলেন এবং এক উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর শ্মশ্রুচ্ছেদক সুখদহস্ত নিপুণ নাপিতেরা শত্রুঘ্নের আদেশে রামকে বেষ্টন করিল। সর্ব্বাগ্রে ভরত, লক্ষ্মণ, কপিরাজ সুগ্রীব ও রাক্ষসাধিপতি বিভীষণ স্নান করিলেন।

পরে রাম জটাজুট মুণ্ডন ও স্নান করিয়া বিচিত্র মাল্য অনুলেপন ও মহামূল্য বসন ধারণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শ্রীসৌন্দর্য্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন। শত্রুঘ্ন স্বহস্তে রাম ও লক্ষ্মণের বেশ রচনা করিলেন। রাজা দশরথের পত্নীগণ জানকীরে অলঙ্কৃত করিলেন এবং পুত্রবৎসলা দেবী কৌশল্যা সমস্ত বানরস্ত্রীকে প্রীত মনে অতি যত্নে সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সারথি সুমন্ত্র শত্রুঘ্নের বাক্যে সর্ব্বাঙ্গশোভন রথ যোজনা করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাম ঐ সূর্য্যাগ্নিবৎ উজ্জ্বল দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। ইন্দ্রের ন্যায় সুকান্তি সুগ্রীব ও হনুমান কৃতস্নান হইয়া রুচির বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট কুণ্ডল ধারণ পূর্ব্বক চলিলেন। সুগ্রীবের পত্নীগণ ও সীতা অযোধ্যা নগরী দর্শনে একান্ত উৎসুক হইয়া সুবেশে যাত্রা করিলেন।

এদিকে অশোক, বিজয় ও সিদ্ধার্থ প্রভৃতি রাজমন্ত্রিগণ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া রামের অভ্যুদয় ও নগরের শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা ভৃত্যগণকে কহিলেন, তোমরা রামের অভিষেক সম্পাদনের জন্য মঙ্গলাচার পূর্ব্বক সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। উঁহারা ভৃত্যগণকে এইরূপ আদেশ দিয়া রামকে দেখিবার জন্য শীঘ্র নির্গত হইলেন।

এদিকে রাম রথারোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রবৎ প্রভাবে নগরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ভরত অশ্বের রশ্মি ও শত্রুঘ্ন ছত্র ধারণ করিলেন। লক্ষ্মণ তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

বিভীষণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া জ্যোৎস্নাধবল শ্বেতচামর গ্রহণ করিলেন এবং ঋষি ও দেবগণ মধুর কণ্ঠে স্তুতিগান করিতে লাগিলেন।

কপিরাজ সুগ্রীব শত্রুঞ্জয় নামক এক পর্ব্বতাকার হস্তীর উপর আরোহণ করিয়াছেন। বানরগণ মনুষ্যমূর্ত্তিতে নানা রূপ আভরণ ধারণ পূর্ব্বক হস্তীপৃষ্ঠে উঠিয়াছে। রাম স্বজন ও বন্ধু বান্ধবে পরিবৃত হইয়া হর্ম্ম্যশ্রেণীশোভিত অযোধ্যার অভিমুখে চলিলেন। তৎকালে শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভিরব হইতে লাগিল। পুরবাসীগণ দেখিল রাম দিব্য শ্রীসৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়া আনুযাত্রিকগণের সহিত রথে আগমন করিতেছেন। উহারা জয়াশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। রামও মর্য্যাদানুসারে উহাদিগের সমাদর করিতে লাগিলেন। উহারা ভ্রাতৃগণপরিবৃত রামের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। নক্ষত্রসমূহে চন্দ্রের যেমন শোভা হয় সেইরূপ রাম অমাত্য ব্রাহ্মণ ও প্রকৃতিগণে বেষ্টিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। বাদকেরা তূরী তাল ও স্বস্তিক বাদন পূর্ব্বক হৃষ্টমনে মঙ্গলধ্বনি করিয়া উহাঁর অগ্রে অগ্রে চলিল। অনেকে মঙ্গলার্থ ধেনু, হরিদ্রামিশ্রিত অক্ষত ও মোদক লইয়া চলিল, এবং অগ্রে অগ্রে বহুসংখ্য কন্যা ও ব্রাহ্মণও গমন করিতে লাগিল। প্রস্থানকালে রাম মন্ত্রিগণের নিকট সুগ্রীবের সখ্য হনুমানের প্রভাব ও অন্যান্য বানরের বীরকার্য্য উল্লেখ করিতে লাগিলেন। অযোধ্যাবাসীরা বানরগণের বীরত্ব ও রাক্ষসগণের অদ্ভুত পরাক্রমের কথা শুনিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইল। দিব্যশ্রীসম্পন্ন রাম এই সমস্ত বর্ণন

করিতে করিতে বানরগণের সহিত হৃষ্টপুষ্ট লোকে পরিপূর্ণ অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিলেন এবং পূর্ব্বপুরুষগণের অধ্যুষিত রমণীয় পিতৃগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর তিনি ধর্ম্মশীল ভরতকে মধুর বাক্যে কহিলেন, তুমি সুগ্রীব প্রভৃতি সুহৃদ্গণকে পিতৃভবনে লইয়া গিয়া কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে অভিবাদন করাইয়া আন। আর আমার সেই অশোকবনশোভিত বৈদুর্য্যখচিত সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদে সুগ্রীবের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দাও।

ভরত রামের এই আদেশ পাইয়া সুগ্রীবের হস্তাবলম্বন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আলয়ে প্রবেশ করিলেন। পরে ভৃত্যেরা শত্রুঘ্নের নিয়োগক্রমে তৈল প্রদীপ পর্য্যঙ্ক ও আস্তরণ লইয়া শীঘ্র ঐ গৃহে গমন করিল। অনন্তর শত্রুঘ্ন কপিরাজ সুগ্রীবকে কহিলেন, প্রভো! আপনি আর্য্য রামের অভিষেকার্থ দূত নিয়োগ করুন। এক্ষণে চতুঃসাগরের জল আহরণ করা আবশ্যক হইতেছে। তখন সুগ্রীব হনুমান জাম্ববান প্রভৃতি চারিজন বীরের হস্তে রত্নখচিত চারিটি কলশ দিয়া কহিলেন, তোমরা এই সমস্ত কলশে চতুঃসাগরের জল লইয়া যাহাতে প্রত্যুষে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার তাহাই কর।

কুঞ্জরাকার বানরগণ সুগ্রীবের আজ্ঞামাত্র বিহগরাজ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে আকাশপথে যাত্রা করিল। জাম্ববান হনুমান বেগদর্শী ও ঋষভ ইহাঁরা কলশে জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। পাঁচ শত নদীর জল আহৃত হইল। মহাবল সুষেণ পূর্ব্বসাগর হইতে এবং ঋষভ দক্ষিণ সমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিলেন। গবয় পশ্চিম সমুদ্র হইতে স্বর্ণ কলশে

রক্তচন্দন ও কর্পূরসুবাসিত জল আনয়ন করিলেন। ধর্ম্ম-শীল গুণবান অনিল উত্তর সমুদ্র হইতে জল আনয়ন করি-লেন। তখন শত্রুঘ্ন বানরগণের প্রযত্নে জল আহৃত দেখিয়া মন্ত্রিগণের সহিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত বশিষ্ঠ ও সুহৃদ্গণকে কহিলেন, আপনারা এক্ষণে আর্য্য রামের অভিষেক সাধনে প্রবৃত্ত হউন।

অনন্তর বৃদ্ধ বশিষ্ঠ অন্যান্য ব্রাহ্মণের সহিত যত্নবান হইয়া জানকী ও রামকে রত্নপীঠে উপবেশন করাইলেন। পরে তিনি এবং বিজয়, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম ও বামদেব ইহাঁরা বসুগণ যেমন ইন্দ্রকে অভিষেক করিয়াছিলেন সেইরূপ সুগন্ধি ও স্বচ্ছ সলিলে রামকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদের নিয়োগে প্রথমে ঋত্বিক, ব্রাহ্মণ, ষোলটি কন্যা, মন্ত্রী, যোদ্ধা ও বণিকেরা হৃষ্টমনে রামকে সর্ব্বৌষধিরসে অভিষেক করিলেন। লোকপালগণ সমস্ত দেব-তার সহিত অন্তরীক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। পরে বশিষ্ঠ স্বর্ণখচিত ও রত্ন মণ্ডিত সভা-মধ্যে রত্নপীঠে রামকে উপবেশন করাইলেন এবং পূর্ব্বকালে মনু যাহা দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশপরম্পরায় রাজগণ যাহা দ্বারা অভিষিক্ত হন মহর্ষি বশিষ্ঠ সেই ব্রহ্মার নির্ম্মিত রত্নশোভিত অত্যুজ্জ্বল কিরীট রামের মস্তকে পরিধান করাইয়া দিলেন। ঋত্বিকেরা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিবিধ ভুষণে ভুষিত করিলেন। শত্রুঘ্ন তাঁহার মস্তকে শ্বেত ছত্র এবং সুগ্রীব ও বিভীষণ তাঁহার পার্শ্বে শশাঙ্কধবল শ্বেত চামর ধারণ করি-লেন। বায়ু ইন্দ্রদেবের নিয়োগে শতপদ্মগ্রথিত অত্যুজ্জ্বল

স্বর্ণমাল্য এবং সর্ব্বরত্নশোভিত মণিময় মুক্তাহার তাঁহাকে প্রদান করিলেন। দেবগন্ধর্ব্বেরা, সঙ্গীত ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। রামের অভিষেককালে ভূমি শস্যবতী বৃক্ষ ফলবান ও পুষ্প সুগন্ধী হইল। রাম ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ বৃষ, অশ্ব ও গোদান করিয়া ত্রিংশৎ কোটি সুবর্ণ মহামূল্য আভরণ ও বস্ত্র প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সুগ্রীবকে সূর্য্য-রশ্মিবৎ উজ্জ্বল মণিময় স্বর্ণহার অঙ্গদকে বৈদূর্য্যখচিত জোৎস্না-নির্ম্মল দুই অঙ্গদ, জানকীকে মণিমণ্ডিত জ্যোৎস্নাধবল মুক্তাহার নির্ম্মল বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রদান করিলেন। জানকী কণ্ঠ হইতে সেই হার খুলিয়া পুর্ব্বোপকার স্মরণ পুর্ব্বক হনুমানকে প্রদান করিতে অভিলাষী হইলেন এবং বানর-গণও রামের প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে রাম তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, জানকি! তুমি যাহার প্রতি পরিতুষ্ট আছ তাহাকেই এই হার প্রদান কর। তখন জানকী যাঁহাতে তেজ ধৈর্য্য যশ সরলতা সামর্থ্য বিনয় নীতি পৌরুষ বিক্রম ও বুদ্ধি এই সমস্ত বিদ্যমান সেই হনুমানকে ঐ হার প্রদান করিলেন। পর্ব্বত যেমন জ্যোৎস্নাবৎ শ্বেত মেঘে শোভিত হয় সেইরূপ হনুমান ঐ হারে শোভিত হইলেন। পরে অন্যান্য বানরবৃদ্ধ ও বানরগণ মর্য্যাদানুসারে বসনভুষণে সমাদৃত হইতে লাগিল। রাম বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রধান বীরগণকে বহুসংখ্য ধন রত্ন ও নানাপ্রকার ভোগ বস্তু দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন। পরে তিনি মৈন্দ দ্বিবিদ ও নীলকে অত্যুৎকৃষ্ট রত্ন প্রদান করিলেন। এইরূপে সকলে দানমানে

পরিতুষ্ট হইয়া মহারাজ রামের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল। কপিরাজ সুগ্রীব কিষ্কিন্ধায় যাত্রা করিলেন। ধর্ম্মশীল বিভীষণও স্বরাজ্য লাভ করিয়া সচিব চতুষ্টয়ের সহিত লঙ্কায় প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর উদারস্বভাব নিঃশত্রু ধর্ম্মবৎসল রাম হৃষ্টমনে রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! মনু প্রভৃতি পূর্ব্বরাজগণ চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত যে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তুমি আমার সহিত তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হও এবং পূর্ব্বে তাঁহারা যৌবরাজ্যের যে ভার বহন করিয়াছেন তুমিও সেই ভার বহন কর।

লক্ষ্মণ রামের এইরূপ অনুনয় ও নিয়োগ বাক্যে কিছুতেই যৌবরাজ্যের ভারগ্রহণে সম্মত হইলেন না। তখন রাম ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। পরে তিনি পৌণ্ডরীক ও অশ্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞ বারংবার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি দশসহস্র বৎসর রাজ্যশাসন করেন এবং প্রভূত দক্ষিণা দান পূর্ব্বক দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত ও বক্ষঃস্থল অতিবিশাল। তিনি লক্ষ্মণকে লইয়া পরম সুখে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং পুত্র ভ্রাতা ও বান্ধবগণের সহিত অনেকবার নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে কোন স্ত্রীলোক বিধবা হয় নাই, হিংস্র জন্তুর কোনরূপ উপদ্রব ছিল না এবং ব্যাধিভয়ও নিবারিত ছিল। সমস্ত জনপদ দস্যুভয়শূন্য, কাহারও কোন অনর্থ ঘটিত না, এবং বৃদ্ধদিগকে বালকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে হইত না। তৎকালে সকলেই

হৃষ্ট ও সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। রামের প্রতি স্নেহ বশত কেহ কাহারও অনিষ্ট করিবার চেষ্টা পাইত না। লোকসকল সহস্রবর্ষজীবি ও বহু পুত্রে পরিবৃত ছিল। সকলেই নীরোগ ও বিশোক, বৃক্ষে নিয়ত ফলমূল ও পুষ্প জন্মিত। পর্জ্জন্যদেব প্রচুর জল বর্ষণ করিতেন এবং বায়ু অতিমাত্র সুখস্পর্শ ছিল। সকলে স্বকর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া স্বকর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইত। প্রজারা ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। কেহই মিথ্যা কহিত না এবং সকলেই সুলক্ষণাক্রান্ত ছিল।

এই প্রাচীন আদিকাব্য মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত। ইহা বেদমূলক ধর্ম্মজনক যশস্কর আয়ুস্কর ও রাজগণের বিজয়প্রদ। যে ব্যক্তি এই কাব্য সর্ব্বদা শ্রবণ করেন তিনি বীতপাপ হইয়া থাকেন। এই রামাভিষেকবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে পুত্রার্থী পুত্র এবং ধনার্থী ধন লাভ করে। রাজার পৃথ্বী জয় এবং শত্রুজয় হয়। কৌশল্যা যেমন রামের দ্বারা, সুমিত্রা যেমন লক্ষ্মণের দ্বারা জীবপুত্রা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এই রামায়ণ শ্রবণ করিলে স্ত্রীলোকেরা সেই রূপ খ্যাতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি শ্রদ্ধাবান্ ও বীতক্রোধ হইয়া বাল্মীকির এই মহাকাব্য শ্রবণ করেন তাঁহার কোন বাধা বিঘ্ন থাকে না। তিনি প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বান্ধবগণের সহিত সুখে কাল হরণ করেন এবং রাম হইতে অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কেহ রামায়ণ শ্রবণ করিতেছে দেবতারা শুনিলেও প্রীত হন। যাহার গৃহে বিঘ্নকারী ভূতগন বাস করে

তাহারা বিঘ্নাচরণে বিরত হয়, প্রবাসী সুখশান্তি ভোগ করে এবং ঋতুমতী স্ত্রী অত্যুৎকৃষ্ট পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। এই প্রাচীন ইতিহাস পাঠ বা ইহার পূজা করিলে লোকে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করে। ক্ষত্রিয়েরা প্রণাম পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের মুখে নিয়ত ইহা শ্রবণ করিবেন। শ্রবণে ঐশ্বর্য্যলাভ ও পুত্রলাভ হয়। রাম সনাতন বিষ্ণু আদিদেব হরি ও নারায়ণ। এই সম্পূর্ণ রামায়ণ শ্রবণ বা পাঠ করিলে তিনি প্রীত হইয়া থাকেন। এই পুরাবৃত্ত এই-রূপ ফলপ্রদ, এক্ষণে তোমাদের মঙ্গল হউক; মুক্তকণ্ঠে বল বিষ্ণুর বল বর্দ্ধিত হউক। এই রামায়ণ গ্রহণ বা শ্রবণ করিলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন এবং পিতৃগণ পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহারা এই ঋষিকৃত রামসংহিতা ভক্তি পূর্ব্বক লিখিবেন তাঁহাদের ব্রহ্মলোকলাভ হয়। ইহা শ্রবণ করিলে কুটুম্ববৃদ্ধি ও ধনধান্যবৃদ্ধি হয়, উৎকৃষ্ট স্ত্রীলাভ ও উৎকৃষ্ট সুখলাভ হয় এবং পৃথিবীতে স্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। এই রামায়ণের প্রসাদে আয়ু আরোগ্য যশ বুদ্ধি বল ও সৌভ্রাত্র লাভ হয়, অতএব যে সমস্ত সাধু সম্পদলাভার্থী তাঁহারা নিয়ম পূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করিবেন।

যুদ্ধকাণ্ড সমাপ্ত।

রামায়ণ

উত্তরকাণ্ড।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভঞ্জ মহাশয়ের
অনুমত্যনুসারে
শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভঞ্জ কর্ত্তৃক
১নং. ভানসিটার্ট রো হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।
বাল্মীকি যন্ত্র।
শকাব্দা ১৮০৬।

সূচী পত্র।

উত্তরকাণ্ড।

সর্গ		পৃষ্ঠা হইতে	পৃষ্ঠা।

উত্তরকাণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

রামায়ণ

উত্তরকাণ্ড।
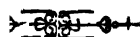
প্রথম সর্গ।

রাম রাক্ষসগণের বধসাধন পূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করিলে একদা মুনিগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য আগমন করি-লেন। মহর্ষি কৌশিক, যবক্রীত, গার্গ্য, গালব ও মেধাতিথির পুত্র কণ্ব, ইহারা পূর্ব্ব দিক হইতে; ভগবান স্বস্ত্যাত্রেয়, নমুচি, প্রমুচি, অগস্ত্য, অত্রি, সুমুখ ও বিমুখ ইহাঁরা দক্ষিণ দিক হইতে; নৃষদ্গু, কবষী, ধৌম্য ও কৌষেয় ইহাঁরা শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পশ্চিম দিক হইতে; এবং বশিষ্ঠ, কশ্যপ, বিশ্বা-মিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ ও সপ্তর্ষিগণ উত্তর দিক হইতে আগমন করিলেন। এই সমস্ত বেদবেদাঙ্গবিৎ অগ্নিকল্প মহর্ষি রামের নিকট আপনাদিগের আগমনসংবাদ দিবার জন্য দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ধর্ম্মশীল মহর্ষি অগস্ত্য প্রতীহারকে কহিলেন, আমরা ঋষি উপস্থিত হইয়াছি, তুমি গিয়া মহারাজ রামকে এই কথা জানাও। নীতিনিপুণ ইঙ্গিতজ্ঞ সুশীল সুদক্ষ

ধীরস্বভাব প্রতীহার অগস্ত্যের বাক্যে শীঘ্র রামের নিকট গিয়া কহিল, রাজন্! মহর্ষি অগস্ত্য ঋষিগণের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। শুনিবামাত্র রাম প্রতীহারকে কহিলেন, তুমি নির্ব্বিঘ্নে তাঁহাদিগকে এই স্থানে লইয়া আইস।

অনন্তর প্রাতঃসূর্য্যকান্তি ঋষিগণ রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। রাম তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন এবং পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা ও সাদরে গো নিবেদন পূর্ব্বক উপবেশনার্থে স্বর্ণখচিত কুশাস্তীর্ণ ও মৃগচর্ম্মযুক্ত আসন দিলেন। ঋষিগণ মর্য্যাদানুসারে উপবেশন করিলে রাম উহাঁদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষিগণ কহিলেন, রাজন্! আমরা সৌভাগ্যক্রমে যখন তোমাকে নিঃশত্রু ও কুশলী দেখিতেছি তখন আমাদের কুশল। আমাদের সৌভাগ্য যে তুমি সর্ব্বলোকভীষণ রাবণকে পুত্রপৌত্রের সহিত বধ করিয়াছ। তাহাকে বধ করা তোমার পক্ষে অবশ্যই সামান্য কথা, তুমি ধনুর্দ্ধারণ করিলে নিশ্চয় ত্রিলোক পরাজিত হয়। তথাচ আমাদেরই পরম ভাগ্য যে রাবণ সবংশে বিনষ্ট হইয়াছে—আজ আমরা জানকীর সহিত তোমাকে বিজয়ী দেখিতেছি—এবং হিতকারী লক্ষ্মণও মাতৃগণের সহিত তোমাকে সুখী দেখিতেছি। আমাদের পরম ভাগ্য যে প্রহস্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর ও অকম্পন বিনষ্ট হইয়াছে। এই পৃথিবীতে যাহার দেহপ্রমাণের তুলনা নাই সেই কুম্ভকর্ণ এবং ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক ও নরান্তক নিহত হইয়াছে। কিন্তু বলিতে কি, রাবণকে বধ করা ত তোমার পক্ষে সামান্য কথা; তুমি ইন্দ্রজিতের সহিত দ্বন্দ্ব-

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে যে বিনাশ করিয়াছ এইটিই আমাদের পরম ভাগ্য। কালস্রোতের ন্যায় অদৃশ্য ভাবে যে ধাবমান হইত আমাদের পরম ভাগ্য তুমি তাহার শরবন্ধন হইতে মুক্ত ও জয়ী হইয়াছ। আমরা তাহারই বধসংবাদে তোমাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছি। সে মায়াবী ও সকলের অবধ্য। তাহার বিনাশের কথা শুনিয়াই আমাদের যার পর নাই বিস্ময় উপস্থিত। রাজন্! আমাদিগকে এই পবিত্র অভয় দান পূর্ব্বক তোমার জয় জয়কার হইয়াছে।

রাম ঋষিগণের এইরূপ বাক্যে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনারা কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে ছাড়িয়া কিজন্য ইন্দ্রজিতের এত প্রশংসা করিতেছেন? মহোদর, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মত্ত, উন্মত্ত, দেবান্তক নরান্তক অতিকায়, ত্রিশিরা ও ধূম্রাক্ষকে ছাড়িয়া কি জন্য ইন্দ্রজিতের এত প্রশংসা করিতেছেন? তাহার কিরূপ প্রভাব? বল ও পরাক্রম কেমন? এবং কি কারণেই বা সে রাবণ অপেক্ষা অধিক? আমি আপনাদিগকে আজ্ঞা করিতেছি না কিন্তু যদি এই কথা বলিবার কোন বাধা না থাকে এবং যদি তাহা আমার শুনিবার যোগ্য হয় তাহা হইলে বলুন শুনিব। ঐ রাক্ষস কিরূপে বর লাভ ও ইন্দ্রকে পরাজয় করে? এবং পিতা না হইয়া পুত্রই বা কেন প্রবল হইল?

দ্বিতীয় সর্গ।

মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাম ! অগ্রে রাক্ষসরাজ রাবণের কুল জন্ম ও বরপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করা আবশ্যক, পরে আমি ইন্দ্রজিতের বলবীর্য্য এবং যে নিমিত্ত সে শত্রুর অবধ্য ও বিজয়ী তাহা বলিব। সত্যযুগে পুলস্ত্য নামে এক ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র এবং সর্ব্বাংশে ব্রহ্মারই অনুরূপ। ধর্ম্ম ও সদাচার-বলে তাঁহার যে সমস্ত সদ্গুণ জন্মিয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না ; তিনি ব্রহ্মার পুত্র এই বলিলেই তাঁহার গুণের পরিচয় হইল। ফলত ব্রহ্মার পুত্র বলিয়াই তিনি দেবগণের আদরণীয় ছিলেন। ঐ মহাত্মা মহাগিরি সুমেরুর পার্শ্বে তৃণবিন্দুর আশ্রমে তপঃপ্রসঙ্গে বাস করিতেন। তিনি স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয়। তাঁহার অবস্থানকালে অপ্সরা, ঋষি, নাগ ও রাজর্ষিকন্যারা ঐ আশ্রমে আসিয়া ক্রীড়া করিত। কানন সুরম্য এবং সকল ঋতুতেই উপভোগ্য এইজন্য তাহারা নিয়তই তথায় আসিত এবং কেহ সঙ্গীত কেহ বীণাবাদন ও কেহ বা নৃত্য করিয়া ঐ তাপসের বিঘ্নাচরণ করিত। তখন পুলস্ত্যদেব এইরূপ তপোবিঘ্ন দর্শনে রুষ্ট হইয়া কহিলেন অতঃপর যে আমার দৃষ্টিপথে পড়িবে তাহারই গর্ভ হইবে। তদবধি ঐ সমস্ত রমণী ব্রহ্ম-শাপভয়ে তথায় আর যাইত না। কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা এই কথার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতেন না। তিনি একদা

ঐ আশ্রমে গিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতে ছিলেন কিন্তু ঐ দিবস তথায় তাঁহার কোন সখীকেই উপস্থিত দেখিতে পাই-লেন না। তৎকালে পুলস্ত্য দেব বেদপাঠ করিতেছিলেন। রাজর্ষিকন্যা ঐ বেদশ্রুতি শ্রবণ ও মুনিকে দর্শন করিতেছেন এই অবসরে সহসা গর্ব্ভলক্ষণাক্রান্তা হইলেন এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আপনার এই বৈলক্ষণ্য দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং এ আমার কি হইল! এই ভাবনা ও ভয়ে পিতার আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তখন রাজর্ষি তৃণবিন্দু কন্যাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! তোমার আকার কিরূপে কন্যাকালের অসদৃশ হইয়া উঠিল। কন্যা কৃতাঞ্জলি হইয়া দীন মুখে কহিলেন, পিতঃ! আমার আকার কেন যে এইরূপ হইল আমি কিছুই জানি না। আমি সখীদের অন্বেষণপ্রসঙ্গে একাকী মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে গিয়াছিলাম। কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বেদপাঠ শুনিতেছি এই অবসরে আমার এইরূপ রূপ-বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। পরে আমি অতিমাত্র ভীত হইয়া এই স্থানে আইলাম।

তখন তপঃশ্রীসম্পন্ন রাজর্ষি তৃণবিন্দু ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন ইহা পুলস্ত্যেরই কর্ম্ম। তিনি তপোবলে অভিসম্পাত বৃত্তান্ত সমস্তই জানিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কন্যার সহিত পুলস্ত্যের আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমার এই কন্যা গুণবতী, ইনি ভিক্ষাস্বরূপ স্বয়ং উপস্থিত, আপনি ইহাঁকে গ্রহণ করুন। তপশ্চর্য্যায় আপনার ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইলে আমার এই কন্যা নিয়ত আপনার শুশ্রূষা করিবেন।

তখন মহর্ষি পুলস্ত্য তৃণবিন্দুর কন্যাগ্রহণে সম্মত হইলেন। তৃণবিন্দুও উহাঁকে কন্যাদান করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে কন্যা আপনার গুণে ভর্ত্তাকে তুষ্ট করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মহর্ষি পুলস্ত্য উহাঁর স্বভাব ও চরিত্রে সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রীতমনে কহিলেন, দেবি! আমি তোমার গুণে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি অতএব আজ তোমায় আত্মসম পুত্রপ্রদানে ইচ্ছা করিতেছি। সে পিতা মাতার বংশধর ও পৌলস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ হইবে। আমার স্বাধ্যায়কালে তুমি বেদশ্রুতি শুনিয়াছিলে অতএব সেই পুত্রের নাম বিশ্রবা হইবে।

মহর্ষি হৃষ্টমনে এইরূপ কহিলে রাজর্ষিকন্যা অনতিকাল-মধ্যে বিশ্রবা নামে এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই বিশ্রবা ত্রিলোক প্রসিদ্ধ যশস্বী ও ধার্ম্মিক। তিনি বেদজ্ঞ সমদর্শী সদাচার ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। বিশ্রবা পিতারই ন্যায় তপঃপরায়ণ ছিলেন।

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর পুলস্ত্যপুত্র বিশ্রবা অচিরকাল মধ্যেই পিতার ন্যায় তপঃপরায়ণ হইলেন। তিনি সত্যনিষ্ঠ সুশীল স্বধ্যায়-সম্পন্ন ধার্ম্মিক ও পবিত্র স্বভাব। কোনরূপ ভোগেই তাঁহার আসক্তি ছিল না। মহর্ষি ভরদ্বাজ বিশ্রবার এইরূপ ধর্ম্ম-

নিষ্ঠার কথা শুনিয়া কন্যা দেববর্ণিনীকে পত্নীরূপে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন। বিশ্রবা ধর্ম্মানুসারে উহাঁকে বিবাহ করিয়া হৃষ্টচিত্তে জ্যোতিঃশাস্ত্রসিদ্ধ বুদ্ধিযোগে ভাবী পুত্রের শ্রেয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যে দেববর্ণিনীর গর্ভে মহর্ষির একটী পুত্র হইল। ঐ পুত্র শমদমাদি গুণে ভূষিত বীর্য্যবান ও পরম অদ্ভুত। মহর্ষি পুলস্ত্য বিশ্রবার পুত্র দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন এবং উহার শ্রেয়স্করী বুদ্ধি দেখিয়া ভাবিলেন, কালে এই পুত্র ধনাধ্যক্ষ হইবেন। পরে তিনি দেবর্ষিগণের সহিত সমবেত হইয়া উহার নামকরণ করিলেন, কহিলেন এই বালক বিশ্রবার পুত্র এবং সর্ব্বাংশে তাঁহারই অনুরূপ, সুতরাং ইহাঁর নাম বৈশ্রবণ হইল।

বৈশ্রবণ তপোবলে হুত হুতাশনের ন্যায় ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন ধর্ম্মই পরম গতি, আমি ধর্ম্মাচরণ করিব। পরে তিনি মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বহুকাল ধরিয়া কঠোর নিয়মে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। তিনি কখন জলপান কখন বায়ুভক্ষণ এবং কখন বা অনাহারে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপেও আর এক সহস্র বৎসর এক বৎসরবৎ অতীত হইল। তখন ভগবান ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার এই কঠোর ধর্ম্মসাধনে পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর, তুমি বরপ্রদানের উপযুক্ত পাত্র।

বৈশ্রবণ কহিলেন, ভগবন্! আমার ইচ্ছা যে আমি

আপনার প্রসাদে লোকপালত্ব ও ধনাধিপতিত্ব লাভ করি। ব্রহ্মা হৃষ্টমনে কহিলেন, বৎস! তোমার কামনা পূর্ণ হইবে। আমি যম ইন্দ্র ও বরুণ এই তিন লোকপাল সৃষ্টি করিয়া চতুর্থকে সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি অভীষ্ট পদ প্রাপ্ত হও, এবং ধনাধিপতি হইয়া থাক। ঐ তিন জন লোকপালের মধ্যে তুমিই চতুর্থ হইলে। এই যে সূর্য্যসঙ্কাশ পুষ্পক রথ, তুমি গমনাগমনের জন্য ইহাও লও এবং সুরগণের সমান হইয়া থাক। আমরা তোমাকে দুইটি বর দিয়া কৃতার্থ হইলাম, তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে স্বস্বস্থানে প্রতিগমন করি। এই বলিয়া ব্রহ্মা সুরগণের সহিত প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বৈশ্রবণ কৃতাঞ্জলিপুটে পিতাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা হইতে অভীষ্ট বরলাভ করিয়াছি, কিন্তু তিনি আমার বসবাসের কোন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই, এক্ষণে আপনিই দেখুন আমি কোথায় সুখে থাকিতে পারি। যথায় কাহারও কোনরূপ বিঘ্ন না হয়, আমাকে এমন একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া দিন।

ধর্ম্মজ্ঞ বিশ্রবা কহিলেন, বৎস! শুন; দক্ষিণ মহাসমুদ্রের তীরে ত্রিকুট নামে এক পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতের শিখর দেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা রাক্ষসগণের জন্য লঙ্কা নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা অমরাবতীর ন্যায় রমণীয় ও সুপ্রশস্ত। বৎস! তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে তুমি সেই লঙ্কায় গিয়া বাস কর। রাক্ষসেরা বিষ্ণুর ভয়ে ঐ পুরী পরিত্যাগ করিয়াছে। উহা স্বর্ণপ্রাকারবেষ্টিত যন্ত্রবদ্ধ শস্ত্রে শোভিত এবং স্বর্ণ ও বৈদুর্য্যময় তোরণে অলঙ্কৃত।

রাক্ষসেরা ঐ পুরী পরিত্যাগ করিয়া পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছে। এক্ষণে উহা শূন্য, কেহই উহার প্রভু নাই, অতএব তুমি সেই লঙ্কায় গিয়া বাস কর। তুমি তথায় নির্ব্বিঘ্নে পরম সুখে থাকিতে পারিবে। সেই স্থানে থাকিলে কাহারও কোনরূপ বিঘ্নসম্ভাবনা নাই।

অনন্তর ধনাধিপতি পিতৃনিদেশে বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত ঐ সাগরবেষ্টিত লঙ্কায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনে অনতিকাল মধ্যে উহা ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সময়ে সময়ে পুষ্পকে আরোহণ করিয়া পিতামাতার নিকট আগমন করিতেন। দেবতা ও গন্ধর্ব্বেরা তাঁহার স্তুতিবাদ এবং অপ্সরা সকল তাঁহার আলয়ে নৃত্য গীত করিত।

চতুর্থ সর্গ

রাম অগস্ত্যের কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, ধনাধিপতি কুবেরের বাস করিবার পূর্ব্বে এই লঙ্কায় রাক্ষসগণের অবস্থান কিরূপে সম্ভবপর হইতেছে। তিনি শিরশ্চালন করিয়া অগ্নিকল্প মহর্ষি অগস্ত্যের প্রতি মুহুর্মুহু দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক হাস্যমুখে কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বেও এই লঙ্কা রাক্ষসগণের অধিকারে ছিল; আপনার এই কথা শুনিয়া আমার যার পর নাই বিস্ময় জন্মিয়াছে। আমরা শুনিয়াছি রাক্ষসেরা পুলস্ত্যবংশে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু আপনার কথায় বোধ হয় যেন তাহাদের ঐ বংশে জন্ম নয়। উহারা কি রাবণ কুম্ভকর্ণ

প্রহস্ত বিকট ও ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি বীরগণের অপেক্ষা প্রবল? উঁহাদের বীজপুরুষ কে? তাহার নাম কি? এবং কোন্ অপরাধেই বা বিষ্ণু লঙ্কা হইতে ঐ সমস্ত রাক্ষসকে তাড়াইয়া দেন। ভগবন্! আপনি সবিস্তরে এই সমস্ত বলুন এবং সূর্য্য যেমন অন্ধকার নিরাস করেন সেইরূপ আমার কৌতূহল দূর করুন।

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! প্রজাপতি ব্রহ্মা অগ্রে জল সৃষ্টি করিয়া জলের রক্ষাবিধানার্থ প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিলেন। প্রাণিগণ সৃষ্ট হইবামাত্র ব্রহ্মার নিকট বিনীতভাবে উপস্থিত হইয়া কহিল, আমরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছি এক্ষণে কি করিব।

ব্রহ্মা হাস্যমুখে উঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই জলকে রক্ষা কর। তখন ঐ সমস্ত প্রাণির মধ্যে কেহ কহিল 'রক্ষাম' আমরা রক্ষা করিব, কেহ কহিল, 'যক্ষাম' আমরা পুজা করিব। তখন প্রজাপতি ঐ ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত প্রাণিগণের এই-রূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহারা 'রক্ষাম' বলিল তাহারা রাক্ষস হউক। আর যাহারা 'যক্ষাম' বলিল তাহারা যক্ষ হউক।

রাজন্! ঐ সমস্ত যক্ষ রাক্ষসের মধ্যে হেতি ও প্রহেতি নামে মধু-কৈটভতুল্য দুই ভ্রাতা উৎপন্ন হয়। এই দুই ভ্রাতার মধ্যে প্রহেতি অত্যন্ত ধার্ম্মিক; সে তপোবনে গমন করিল এবং মহামতি হেতি বিবাহার্থী হইয়া যমের ভগিনী ভয়া নাম্নী এক মহাভয়া কন্যাকে বিবাহ করিল। ঐ ভয়ার গর্ভে হেতির বিদ্যুৎকেশ নামে এক পুত্র জন্মে। সূর্য্যসঙ্কাশ বিদ্যুৎকেশ

জলমধ্যে পদ্মের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার যৌবনকাল উপস্থিত। তখন হেতি উহার উপযুক্ত বয়স দেখিয়া বিবাহ দিতে উদ্যত হইল এবং সূর্য্যের যেমন সন্ধ্যা সেইরূপ সন্ধ্যা নামে কোন এক রাক্ষসীর কন্যাকে পুত্রের নিমিত্ত প্রার্থনা করিল। তখন সন্ধ্যা কন্যাকে অবশ্যই পাত্রসাৎ করা কর্ত্তব্য এই ভাবিয়া বিদ্যুৎকেশকে কন্যা দিল। ঐ কন্যার নাম সালকটঙ্কটা। ইন্দ্র যেমন শচীলাভে সুখী হইয়াছিলেন বিদ্যুৎকেশ সেইরূপ উহাকে লাভ করিয়া সুখী হইল। কিয়ৎকাল অতীত হইলে সমুদ্র হইতে মেঘ যেমন গর্ভ ধারণ করে সেইরূপ বিদ্যুৎকেশের ঔরসে সালকটঙ্কটা গর্ভ ধারণ করিল এবং মন্দর পর্ব্বতে গিয়া জাহ্নবী যেমন অগ্নিজ গর্ভ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপে গর্ভ ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পতির সহিত পরম সুখে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এ দিকে ঐ শারদশশাঙ্কসুন্দর শিশু এই রূপে পরিত্যক্ত হইয়া মুখমধ্যে মুষ্টি প্রদান পূর্ব্বক মৃদু মৃদু রোদন করিতে লাগিল। ঐ সময় ভগবান রুদ্র দেবী পার্ব্বতীর সহিত বৃষবাহনে ব্যোমমার্গে গমন করিতেছিলেন; সহসা ঐ শিশুর রোদনশব্দ তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। দেখিলেন রাক্ষসশিশু ভূতলে রোদন করিতেছে। তদ্দর্শনে পার্ব্বতীর মনে দয়ার সঞ্চার হইল। রুদ্র উহাঁর প্রিয়কামনায় ঐ শিশুকে মাতার বয়ঃক্রমের অনুরূপ করিলেন এবং উহাকে অমরত্ব প্রদান করিয়া কহিলেন এই শিশু আমার বরে আকাশে পর্য্যটন করিতে পারিবে। পার্ব্বতীও কহিলেন আজ অবধি রাক্ষসীগণের সদ্য গর্ভধারণ সদ্য সন্তানপ্রসব

এবং সদ্যই সন্তানের মাতৃতুল্য বয়স লাভ হইবে। ঐ রাক্ষস-কুমারের নাম সুকেশ, সে শিবের নিকট এইরূপ উৎকৃষ্ট শ্রীলাভ করিয়া বরদানগর্ব্বে বিচরণ করিতে লাগিল।

পঞ্চম সর্গ।

বিশ্বাবসুসমকান্তি গ্রামণী নামক এক গন্ধর্ব্বের দেববতী নামে রূপযৌবনশালিনী ত্রিলোকবিখ্যাতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় এক কন্যা ছিল। গ্রামণী সুকেশকে লব্ধবর ও ধার্ম্মিক দেখিয়া তাহার হস্তে রাক্ষসশ্রীর ন্যায় দেববতীকে সম্প্রদান করিল। নির্ধনের যেমন ধনলাভে সন্তোষ, দেববতী দৈববরে ঐশ্বর্য্য-বান পতি সুকেশকে পাইয়া সেই রূপই সন্তুষ্ট হইল। সুকেশও অঞ্জনাসম্ভূত হস্তী যেমন করেণুর সহিত সেইরূপ ঐ দেববতীর সহিত সমাগত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে মাল্যবান সুমালি ও মহাবল মালি সুকেশের এই তিন পুত্র জন্মে। এই তিন রাক্ষস অগ্নি ত্রয়ের ন্যায় তেজস্বী, প্রভু মন্ত্র ও উৎসাহ এই তিন মন্ত্রের ন্যায় উগ্র এবং বাত পিত্ত ও কফজ তিন ব্যাধির ন্যায় মহা-ভয়ানক। সুকেশের এই তিন পুত্র উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরে উহারা পিতার বরপ্রাপ্তি ও তপোবলে ঐশ্বর্য্যলাভের কথা জানিতে পারিয়া তপনুষ্ঠানের নিমিত্ত দৃঢ়নিশ্চয়ে সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিল এবং কঠোর নিয়ম পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিল। উহাদের সত্য

সরলতা ও শান্তি সংস্কৃত অলোকসামান্য তপঃপ্রভাবে দেবা-সুর মনুষ্য সকলেই আকুল হইয়া উঠিল।

অনন্তর চতুর্মুখ ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত বিমান-যোগে ঐ তিন রাক্ষসের নিকট উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, আমি তোমাদের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমরা বর পার্থনা কর। তখন ঐ তিন রাক্ষস কৃতাঞ্জলি হইয়া বৃক্ষের ন্যায় কম্পিত দেহে কহিল, ভগবন্! যদি আপনি আমাদের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমাদিগকে এই বর দিন যে, যাহাতে আমরা অজেয় চিরজীবি প্রভু ও পরস্পর অনুরক্ত হই। ব্রাহ্মণবৎসল ব্রহ্মা উহাদিগকে তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

পরে ঐ তিন রাক্ষস বরলাভে নির্ভয় হইয়া সুরাসুরদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। নারকী যেমন পরিত্রাণের জন্য কাহারও আশ্রয় পায় না সেইরূপ ঋষি দেবতা ও চারণগণ এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে এরূপ আর কাহাকেই পাইলেন না।

একদা ঐ সমস্ত রাক্ষস দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার নিকট উপ-স্থিত হইয়া হৃষ্টমনে কহিল, ওজস্বী তেজস্বী বলবান মহান্ দেবগণের গৃহনির্ম্মাণ তুমিই স্বক্ষমতায় করিয়া থাক। এক্ষণে আমাদিগেরও মনোমত একটি গৃহ প্রস্তুত করিয়া দাও। হিমা-লয় সুমেরু বা মন্দর পর্ব্বতে হউক আমাদিগের জন্য মহেশ্বরের গৃহতুল্য একটি প্রশস্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়া দাও।

বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন, দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে ত্রিকূট নামে এক পর্ব্বত আছে। সুবেল নামে উহারই অনুরূপ আর

একটি পর্ব্বত তথায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ পর্ব্বতের মধ্যশিখর মেঘাকার, পক্ষিগণেরও দুষ্প্রাপ্য এবং টঙ্কাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন। তোমাদের যদি মত হয় তাহা হইলে আমি ঐ শৈলের উপর লঙ্কা নামে এক স্বর্ণময় পুরী নির্ম্মাণ করিতে পারি। উহা ত্রিশ যোজন বিস্তীর্ণ, শত যোজন দীর্ঘ, স্বর্ণপ্রাকারে বেষ্টিত ও স্বর্ণ-তোরণে শোভিত হইবে। রাক্ষসগণ! অমরাবতীতে যেমন ইন্দ্রাদি দেবগণ বাস করেন তোমরা তদ্রূপ সেই পুরীতে পরম সুখে বাস করিও। তোমরা বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত ঐ লঙ্কাদুর্গ আশ্রয় করিলে নিশ্চয় প্রতিপক্ষের অজেয় হইয়া থাকিবে। পরে সুরশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ করিলে রাক্ষসগণ বহুসংখ্য অনুচরের সহিত তথায় গিয়া বাস করিল।

ঐ সময় নর্ম্মদা নাম্নী কোন এক গন্ধর্ব্বী ছিল। তাহার হ্রী শ্রী ও কীর্ত্তিতুল্যা পূর্ণচন্দ্রাননা তিন কন্যা। নর্ম্মদা ভগদৈবত নক্ষত্রে মাল্যবান সুমালী ও মালীর সহিত জ্যেষ্ঠাদিক্রমে উহাদের বিবাহ দিল। রাক্ষসেরাও কৃতদার হইয়া অপ্সরা-দিগের সহিত দেবতার ন্যায় পরম সুখে বিহার করিতে লাগিল।

মাল্যবানের ভার্য্যার নাম সুন্দরী। উহার গর্ভে বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুর্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত ও উন্মত্ত এই কএকটি পুত্র এবং অনলা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। সুমালীর প্রাণাধিকা পত্নী কেতুমতী। উহার গর্ভে প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালি-কামুখ, ধূম্রাক্ষ, দন্ড, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদি, প্রঘস ও ভাসকর্ণ এই সমস্ত পুত্র এবং রাকা, পুষ্পোৎকটা, কৈকসী ও কুম্ভীনসী এই চারি কন্যা জন্মে। মালীর ভার্য্যা পদ্মপলাশলোচনা বসুদা।

উহার গর্ভে অনল, অনিল, হর, সম্পাতি কেবলমাত্র এই কএ-কটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তখন মাল্যবান প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয় বহুপুত্রে পরিবৃত হইয়া বীর্য্যদর্পে দেব দেবেন্দ্র ঋষি নাগ ও যক্ষগণকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। ইহারা বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী যমের ন্যায় তেজস্বী বরলাভে গর্ব্বিত এবং যজ্ঞাদির উচ্ছেদকর।

ষষ্ঠ সর্গ।

ইত্যবসরে দেবতা ও ঋষিগণ ঐ সমস্ত রাক্ষসের উপদ্রবে ভীত হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। উহাঁরা জগতের সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা নিত্য অব্যক্ত সকল লোকের আধার সকলের আরাধ্য পরম গুরু ভগবান ত্রিলোচনের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভয়গদ্গদবাক্যে কহিলেন, ভগবন্! সুকেশের পুত্রগণ ব্রহ্মার বরে উদ্দৃপ্ত হইয়া প্রজাদিগের উপর উপদ্রব করিতেছে। আমাদিগের দৈব পৈত্র্য কার্য্যের আশ্রয় আশ্রমস্থান সকল ভগ্ন করিতেছে, দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করিয়া তাঁহাদিগের ন্যায় স্বর্গে ক্রীড়া করিতেছে। আমি বিষ্ণু, আমি রুদ্র, আমি ব্রহ্মা, আমি ইন্দ্র, আমি যম, আমি বরুণ আমি চন্দ্র, আমিই সূর্য্য উহারা আপনাদিগকে এইরূপ মনে করিয়া যুদ্ধোৎসাহে আমাদিগকে পীড়ন করিতেছে। অতএব দেব! আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাদিগকে অভয় দান

কর এবং ভীমমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঐ সমস্ত দেবকণ্টককে অবিলম্বে বিনাশ কর।

তখন জটাযূটধারী ভগবান রুদ্র স্বহস্তে সুকেশের বংশ-লোপ করা অনুচিত মনে করিয়া দেবগণকে কহিলেন, সুরগণ! সুমালি প্রভৃতি রাক্ষসগণ আমার অবধ্য, আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না, কিন্তু যেরূপে উহারা বিনষ্ট হইবে আমি তাহার উপায় স্থির করিয়া দিতেছি। তোমরা এই উদ্যোগেই বিষ্ণুর শরণাপন্ন হও, তিনিই উহাদিগকে বধ করিবেন।

অনন্তর দেবগণ জয়জয় রবে রুদ্র দেবকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বহুমান পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে কহিলেন, দেব! সুকে-শের তিন পুত্র বরলাভে উদ্দৃপ্ত হইয়া আমাদিগকে স্থানভ্রষ্ট করিয়াছে। তাহারা ত্রিকূটশিখরস্থ দুর্গম লঙ্কা পুরীতে থাকিয়া আমাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে। অতএব তুমি আমাদের হিতোদ্দেশে ঐ সকল রাক্ষসকে বিনাশ কর। আমরা তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাদিগকে অভয় দান কর। উহাদের মস্তক চক্রাস্ত্রে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেল। এসময় আমাদিগকে অভয়দান করে তোমা ব্যতীত এমন আর কাহাকেই দেখি না। অধিক আর কি, ঐ সমস্ত মদমত্ত রাক্ষসকে অনুচরগণের সহিত নিপাত করিয়া সূর্য্য যেমন নীহারজাল নিরাস করেন, সেইরূপ তুমি আমাদের ভয় দূর কর

তখন দেবদেব বিষ্ণু দেবগণকে কহিলেন, সুরগণ! আমি রুদ্রের বরে গর্ব্বিত রাক্ষস সুকেশকে জানি এবং মাল্যবান-

যাহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুকেশের সেই পুত্রগণকেও জানি। আমি ঐ সকল হিতাহিতজ্ঞানশূন্য নীচ রাক্ষসকে নিশ্চয় বিনাশ করিব, তোমরা নিশ্চিন্ত হও। দেবগণ বিষ্ণুর এই বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে মাল্যবান দেবগণের এইরূপ উদ্যোগের কথা শুনিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে কহিল, দেখ, ঋষি দেবগণ ভগবান রুদ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের বধোদ্দেশে কহিয়াছিলেন, দেব! সুকেশের পুত্রগণ বরলাভে গর্ব্বিত হইয়া পদে পদে আমাদিগের উপর উপদ্রব করিতেছে। আমরা সেই সমস্ত ঘোররূপ দুরাত্মার ভয়ে স্বগৃহে তিষ্ঠিতে পারি না। অতএব তুমি উহাদিগকে বধ কর, এবং এক হুঙ্কারে সকলকে দগ্ধ করিয়া ফেল।

রুদ্র দেবগণের এই কথা শুনিয়া হস্তালোড়ন ও শিরঃকম্পন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবগণ! সুকেশের পুত্রেরা আমার অবধ্য এক্ষণে উহাদিগের বধোপায় কহিয়া দিতেছি শুন। তোমরা শঙ্খচক্রগদাধারী পীতাম্বর হরির শরণাগত হও। তিনিই তোমাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া দিবেন।

তখন সুরগণ রুদ্রদেবকে অভিবাদন পূর্ব্বক নারায়ণের নিকট গিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। শুনিয়া নারায়ণ কহিলেন, দেবগণ! তোমরা ভীত হইও না, আমি তোমাদিগের শত্রুসংহার করিব। ভ্রাতৃগণ! দেখ, নারায়ণ আমাদিগকে বধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি তাহা চিন্তা কর। হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্য

দানবগণের মৃত্যু ! নমুচি, কালনেমি, সংহ্লাদ, রাধেয়, বহু-মায়ী, লোকপাল, যমল, অর্জ্জুন, হার্দ্দিক্য, শুম্ভ ও নিশুম্ভ এই সমস্ত মহাবল মহাবীর্য্য বীরেরা কখন পরাজিত হন নাই। ইহাঁরা মায়াবী, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সর্ব্বাস্ত্রকুশল ও শত্রু-গণের ভয়প্রদ। বিষ্ণুব হস্তে ইহাদের মৃত্যু ! তোমরা সমস্তই শুনিলে, অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় কর। যিনি আমাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন সেই নারায়ণকে জয় করা সুকঠিন।

সুমালী ও মালী মাল্যবানের এই কথা শুনিয়া কহিল, আমরা অধ্যয়ন দান যজ্ঞানুষ্ঠান ও অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি, নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হইয়া ধর্ম্মস্থাপন করিয়াছি এবং অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক অক্ষোভ্য সুরসমুদ্রে অবগাহন পূর্ব্বক অপ্রতি-দ্বন্দ্বী শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াছি; আমাদের আবার মৃত্যুতে ভয়? নারায়ণ, রুদ্র, ইন্দ্র ও যম আমাদের সম্মুখীন হইতেও ভীত হন। কিন্তু দেখ, আমাদের উপর বিষ্ণুর যে বিদ্বেষভাব জন্মে তাহার বিশেষ কোন কারণ নাই, দেবগণের দোষেই তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছে। অতএব আজ আমরা সমবেত হইয়া সেই দেবগণকেই বিনষ্ট করিব।

রাক্ষসেরা এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া যুদ্ধঘোষণা করিল এবং জম্ভ বৃত্রাদি মহাবীরের ন্যায় ক্রোধভরে চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত নির্গত হইল। ঐ সমস্ত বলগর্ব্বিত রাক্ষস হস্তী অশ্ব রথ গর্দ্দভ বৃষ উষ্ট্র শিশুমার সর্প মকর কচ্ছপ মীন গরু-ড়াকার পক্ষী সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ সৃমর ও চমরে আরোহণ

করিয়া যুদ্ধার্থ লঙ্কা হইতে দেবলোকে যত্রা করিল। লঙ্কানিবাসী দেবগণ লঙ্কার বিনাশকাল আসন্ন দেখিয়া ভীত ও বিমনা হইল। বহুসংখ্য রাক্ষসেরা যান বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক দ্রুতগমনে সুরলোকে যাইতে লাগিল। ঐ সমস্ত দেবতাও ঐ যাত্রায় উহাদের অনুসরণ করিল। রাক্ষসকুল ক্ষয়ের নিমিত্ত অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে নানারূপ ভীষণ উৎপাত কালের প্রেরণায় প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। মেঘ সকল অস্থি ও উষ্ণ রক্ত বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাসমুদ্র উচ্ছলিত এবং পর্ব্বত সকল বিচলিত হইয়া উঠিল, ঘোরদর্শন শিবাগণ ঘনগর্জ্জনবৎ অট্টহাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিদারুণ চিৎকার করিতে লাগিল, গৃধ্রগণ জ্বালাকরাল মুখে রাক্ষসগণের উপর সাক্ষাৎ কৃতান্তবৎ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইল। রক্তপাদ কপোত ও সারিকা দ্রুতবেগে যাইতে লাগিল, কাক ও দ্বিপাদ বিড়াল চিৎকার আরম্ভ করিল। বলগর্ব্বিত রাক্ষসগণ মৃত্যুপাশে বদ্ধ তাহারা এই সমস্ত দারুণ উৎপাত লক্ষ্য না করিয়াই যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিল। মাল্যবান সুমালী ও মহাবল মালী এই তিন জন জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় সমস্ত রাক্ষসের অগ্রে অগ্রে চলিল। দেবতারা যেমন বিধাতাকে আশ্রয় করেন রাক্ষসেরা সেইরূপ মাল্যবান পর্ব্বতের ন্যায় অটল মাল্যবানকে আশ্রয় করিয়াছে। এইরূপে ঐ রাক্ষস সৈন্য মেঘবৎ ঘন ঘন সিংহনাদ পূর্ব্বক জয়লাভার্থ দেব লোকে যাইতে লাগিল।

এদিকে নারায়ণ দেবদূতের নিকট রাক্ষসগণের এই যুদ্ধোদ্যোগের কথা শুনিয়া যুদ্ধার্থ স্বয়ং বিহগরাজ গরুড়ের উপর

আরোহণ করিলেন। তাঁহার দেহে সহস্রসূর্য্যবৎ উজ্জ্বল দিব্য কবচ, উভয় পার্শ্বে শরপূর্ণ তূণীর, কটিতটে খড়্গাবন্ধন-সূত্র, হস্তে শঙ্খ চক্র গদা ও শার্ঙ্গ ধনু। ঐ শ্যামকান্তি পীতাম্বর হরি সুমেরুশিখরে বিদ্যুজ্জড়িত জলদের ন্যায় গরুড়বাহনে শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে সিদ্ধ দেবর্ষি উরগ গন্ধর্ব্ব ও যক্ষেরা উহাঁর স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত। তিনি রাক্ষসগণের বিনাশবাসনায় শীঘ্র রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। গরুড়ের পক্ষপবনে রাক্ষসসৈন্য ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। উহা-দের পতাকা ঘূর্ণমান এবং অস্ত্র শস্ত্র চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত। তৎকালে উহারা বিচলিত নীল পর্ব্বতশিখরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

সপ্তম সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসরূপ মেঘজাল ঘোর গর্জ্জন সহকারে নারা-য়ণরূপ পর্ব্বতের উপর অস্ত্র বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। নারায়ণ শ্যামকান্তি ও নির্ম্মল, কৃষ্ণকায় রাক্ষসেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছে, বোধ হইল যেন জলদজাল অঞ্জন পর্ব্বতকে ঘেরিয়া বৃষ্টিপাত করিতেছে। তখন ক্ষেত্রে পঙ্গপালের ন্যায়, বহ্নিমধ্যে মশকের ন্যায়, মধুভাণ্ডে দংশের ন্যায় এবং সমুদ্রে মৎস্যের ন্যায় রাক্ষসনির্মুক্ত শর সকল বায়ু বজ্র ও মনোবৎ মহাবেগে বিষ্ণুর দেহমধ্যে যুগান্তকালে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডবৎ প্রবেশ করিতে লাগিল। চতুরঙ্গ সৈন্য স্ব স্ব

যানবাহনে অন্তরীক্ষে থাকিয়া উহাঁর উপর শরবৃষ্টি করিতেছে। তখন প্রাণায়াম দ্বারা ব্রাহ্মণ যেমন নিরুচ্ছ্বাস হন সেইরূপ উহাদের শক্তি ঋষ্টি ও তোমর প্রহারে বিষ্ণু নিরুচ্ছ্বাস হইয়া পড়িলেন এবং মৎস্যাহত মহাসমুদ্রের ন্যায় অটল থাকিয়া শার্ঙ্গ ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক শরনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বজ্রসার মনোবৎবেগগামী আকর্ণ আকৃষ্ট শাণিত শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র রাক্ষসেরা খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল। তখন বায়ুবেগ যেমন বৃষ্টিপাতকে দূরে অপসারিত করে সেইরূপ বিষ্ণু রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়া সমস্ত প্রাণের সহিত শঙ্খধ্বনি করিলেন। পঞ্চজন্য ত্রিলোককে ব্যথিত করিয়া ভীমবলে নিনাদিত হইতে লাগিল। সিংহের গর্জন যেমন মদমত্ত হস্তীদিগকে ব্যথিত করে সেইরূপ ঐ শঙ্খনিনাদ রাক্ষসগণকে ভীত ও ব্যথিত করিল। তৎকালে অশ্বেরা রণক্ষেত্রে আর তিষ্ঠিতে পারিল না, হস্তী সকল নিশ্চেষ্ট ও অসাড় হইয়া রহিল এবং বীরগণ হীনবল হইয়া রথ হইতে পতিত হইতে লাগিল। বিষ্ণুর শর সকল বজ্রসার; উহারা রাক্ষসগণের দেহভেদ পূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। ক্রমশঃ বহুসংখ্য রাক্ষস বজ্রাহত পর্ব্বতবৎ রণস্থলে পতিত হইল। উহাদের দেহে বিষ্ণুচক্রকৃত ব্রণমুখ হইতে পর্ব্বতনিঃসৃত গৈরিক ধারার ন্যায় রক্ত ছুটিতেছে। বিষ্ণু কখন শঙ্খধ্বনি কখন ধনুষ্টঙ্কার ও কখন বা ঘোরতর সিংহনাদে প্রবৃত্ত। ঐ শব্দে ক্রমশঃ রাক্ষসগণের কোলাহলরব আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তিনি উহাদের কম্পিত কণ্ঠ শর ধ্বজ ধনু রথ পতাকা ও তূণীর খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। উহাঁর

শর সকল সূর্য্য হইতে কঠোর রশ্মির ন্যায়, সমুদ্র হইতে জল-প্রবাহের ন্যায়, পর্ব্বত হইতে হস্তীর ন্যায়, এবং মেঘ হইতে জলধারার ন্যায় শার্ঙ্গ ধনু হইতে ভীমবেগে নিঃসৃত হইতে লাগিল। তখন হস্তী যেমন ব্যাঘ্রের, ব্যাঘ্র যেমন দ্বীপির, দ্বীপি যেমন কুক্কুরের, কুক্কুর যেমন বিড়ালের বিড়াল যেমন সর্পের এবং সর্প যেমন ইন্দুরের অনুসরণ করে সেইরূপ সর্ব্ব-লোক প্রভু বিষ্ণু রাক্ষসগণের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষসেরা ধরাশায়ী হইতে লাগিল। বিষ্ণু এই রূপে উহা-দিগকে বিনাশ করিয়া পুনর্ব্বার শঙ্খধ্বনি করিলেন। রাক্ষস-সৈন্য সকল তাঁহার শরপাতে ভীত ও শঙ্খনিনাদে বিহ্বল। তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া লঙ্কার অভিমুখে ধাবমান হইল।

রাক্ষসসৈন্য এই রূপে পলায়নে উদ্যত হইলে মহাবীর সুমালী বিষ্ণুকে আক্রমণ করিল এবং নীহাররাশি যেমন সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে সেইরূপ শরনিকরে উহাঁকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসগণের ভয় দূর ও মনে ধৈর্য্যের সঞ্চার হইল। সুমালী সকলকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া, ক্রোধ-ভরে সিংহনাদসহকারে বিষ্ণুর সম্মুখীন হইয়া হস্তী যেমন শুণ্ড আস্ফালন করে সেইরূপ অলঙ্কৃত ভুজদণ্ড আস্ফালন পূর্ব্বক বিদ্যুন্মণ্ডিত মেঘের ন্যায় মহাহর্ষে ঘন ঘন গর্জ্জন করিতে লাগিল। বিষ্ণু উহার সারথির মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলি-লেন। সারথি বিনষ্ট হইবামাত্র উহার অশ্ব সকল অব্যবস্থিত গতিতে বিচরণ করিতে লাগিল। ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব উদ্‌ভ্রান্ত হইলে মনুষ্য যেমন অধীর হয় সেইরূপ সুমালী অশ্বগণের ঐ অব্যবস্থিত গমনে অধীর হইয়া উঠিল।

অনন্তর মালী ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিষ্ণুর প্রতি ধাবমান হইল এবং উহার স্বর্ণখচিত শর ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে পক্ষিগণের ন্যায় বিষ্ণুর দেহে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যেমন মানসী পীড়ায় বিচলিত হন না তদ্রূপ ভূতভাবন ভগবান বিষ্ণু উহার শরে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। পরে তিনি শরাসনে টঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক মালীর প্রতি শরত্যাগ করিতে লাগিলেন। সর্পেরা যেমন সুধারস পান করিয়াছিল সেইরূপ বিষ্ণুর বজ্র-বিদ্যুৎপ্রভ শর মালীর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া রক্তপান করিতে লাগিল। ক্রমশঃ বিষ্ণু উহার কিরীট ধ্বজ ধনু ও অশ্বগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মালী রথভ্রষ্ট, সে গদাগ্রহণ পূর্ব্বক গিরিশৃঙ্গ হইতে সিংহের ন্যায় বিষ্ণুর প্রতি যাইতে লাগিল এবং কৃতান্ত যেমন রুদ্রকে এবং ইন্দ্র যেমন বজ্রাস্ত্র দ্বারা পর্ব্বতকে প্রহার করিয়াছিলেন তদ্রূপ সে বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের ললাটে এক গদাঘাত করিল। গরুড় ঐ গদাঘাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইল এবং বিষ্ণুকে লইয়া পলায়নের উপক্রম করিল। তখন রাক্ষসগণের যার পর নাই হর্ষ উপস্থিত। তদ্দৃষ্টে বিষ্ণু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গরুড়ের উপর তির্য্যক্ ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক মালির বিনাশবাসনায় চক্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ কালচক্রসদৃশ সূর্য্যমণ্ডলাকার বিষ্ণুচক্র পরিত্যক্ত হইবামাত্র স্বতেজে অন্তরীক্ষ প্রদীপ্ত করিয়া মালির মস্তক দ্বিখণ্ড করিল। মালির রাহুমুণ্ড সদৃশ ঐ ভীষণ মুণ্ড রক্ত উদ্গার করিতে করিতে ভূতলে পড়িল। তদ্দৃষ্টে দেবগণ হৃষ্ট হইয়া সাধুবাদ পূর্ব্বক সমস্ত প্রাণের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অথন সুমালী

ও মাল্যবানকে বিনষ্ট দেখিয়া শোকাকুল মনে সসৈন্যে লঙ্কার অভিমুখে ধাবমান হইল। ঐ সময় গরুড়ও আশ্বস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ক্রোধভরে পক্ষপবনে রাক্ষসগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। রণস্থল অতিমাত্র ভীষণ। কাহারও মস্তক চক্রে ছিন্ন, কাহারও বক্ষ গদাঘাতে চূর্ণ, কাহারও গ্রীবা লাঙ্গলে নিষ্পিষ্ট, কাহারও মস্তক মুসলে ভগ্ন, কেহ অসিপ্রহারে খণ্ডিত, এবং কেহ বা নিশিত শরে তাড়িত। রাক্ষসগণ বিনষ্ট হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে সমুদ্রে পড়িতে লাগিল। মেঘ হইতে যেমন বজ্র পতিত হয় বিষ্ণুর শর সেইরূপ উহাদের উপর পতিত হইতে লাগিল। তখন উহাদের মধ্যে কাহারও কেশজাল উন্মুক্ত ও উড্ডীন, কাহারও আতপত্র ছিন্ন, কাহারও অস্ত্র হস্ত হইতে স্খলিত, কাহারও সৌম্য বেশ বিপর্য্যস্ত, কাহারও অন্ত্রদেশ নির্গত এবং কাহারও বা নেত্র ভয়ে চঞ্চল। তৎকালে রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই আত্মপরবিচারে সমর্থ হইল না। সিংহনিপীড়িত হস্তীর ন্যায় বিষ্ণুর ভীষণ উৎপীড়নে উহাদের আর্ত্তরব ও গতিবেগ একইরূপ হইয়া উঠিল। উহারা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বায়ুপ্রেরিত কৃষ্ণমেঘের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল।

অষ্টম সর্গ।

অনন্তর বিষ্ণু সংগ্রামবিমুখ রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতেছেন দেখিয়া মাল্যবান সমুদ্র যেমন তীরভূমিকে পাইয়া

ফিরিয়া আইসে সেইরূপে ফিরিল। উহার চক্ষু ক্রোধে রক্ত-বর্ণ কিরীট চঞ্চল, সে বিষ্ণুকে কহিল, বিষ্ণু ! আমরা ভীত ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ, তুমি যখন নীচ লোকের ন্যায় আমাদিগকে বিনাশ করিতেছ তখন প্রাচীন ক্ষাত্র ধর্ম্ম নিশ্চয় তোমার জানা নাই। যে বীর সংগ্রামবিমুখ ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া পাপসঞ্চয় করে সে পুণ্যবানদিগের গতিলাভ করিতে পারে না। এক্ষণে যদি তোমার যুদ্ধে একান্ত অনুরাগ থাকে তবে এই আমি দাঁড়াইলাম দেখিব তোমার কিরূপ বল বীর্য্য আছে।

নারায়ণ কহিলেন, রাক্ষস ! দেবতারা তোমাদের ভয়ে ভীত, আমি তাঁহাদিগকে অভয়দান পূর্ব্বক কহিয়াছি রাক্ষস-গণকে নির্ম্মূল করিব, এক্ষণে সেই কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছি। নিজের প্রাণ দিয়াও সর্ব্বদা দেবগণের প্রিয়কার্য্য করা আমার কর্ত্তব্য, সুতরাং তোমরা যদি পাতালেও প্রবেশ কর তথাচ আমি তোমাদিগকে বধ করিব।

তখন মাল্যবান রক্তোৎপললোচন বিষ্ণুর এই বাক্যে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বক্ষে শক্তি প্রহার করিল। শক্তি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দেহনিবদ্ধ ঘণ্টারবে চারিদিক মুখরিত করিয়া মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় বিষ্ণুর বক্ষে শোভা পাইতে লাগিল। বিষ্ণু সেই শক্তি উৎপাটন পূর্ব্বক মাল্যবানের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন উল্কা যেমন অঞ্জন পর্ব্বতের প্রতি গমন করে সেইরূপ ঐ শক্তি মাল্যবানের প্রতি মহাবেগে যাইতে লাগিল এবং বজ্র যেমন গিরিশৃঙ্গে নিপতিত হয় সেই রূপে উহার হারশোভিত বিশাল বক্ষে পতিত হইল। শক্তি-

প্রহারে মাল্যবানের বর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন, সে বিমোহিত হইল এবং পুনর্ব্বার আশ্বস্ত হইয়া অচল পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইল। পরে সে এক কণ্টকাকীর্ণ লৌহময় শূল লইয়া নারায়ণের প্রতি নিক্ষেপ করিল এবং তাঁহাকে এক মুষ্টি প্রহার করিয়া ধনুঃপ্রমান স্থানে অপসৃত হইল। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা মহাহর্ষে উহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর মাল্যবান গরুড়কে প্রহার করিল। গরুড় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বায়ু যেমন শুষ্ক পত্রকে অপসারিত করে সেইরূপ পক্ষপবনে উহাকে অপসারিত করিয়া দিল। তখন সুমালী মাল্যবানকে অপসারিত দেখিয়া সসৈন্যে লঙ্কার অভিমুখে প্রস্থান করিল। মাল্যবানও অতি মাত্র লজ্জিত হইয়া সসৈন্যে লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইল। রাম! রাক্ষসগণ এইরূপ বারংবার বিষ্ণুর নিকট পরাস্ত এবং উহাদের অধিনায়কেরা তাঁহার হস্তে বিনষ্ট হইয়াছিল। পরে তাহারা বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সস্ত্রীক পাতাল পুরীতে বাস করিবার জন্য প্রস্থান করে। সালকটঙ্কটার বংশে এই সমস্ত প্রখ্যাতবীর্য্য রাক্ষসগণ সুমালীকে আশ্রয় করিয়াছিল। তুমি পৌলস্ত্য নামে যে সমস্ত রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছ, সুমালী মাল্যবান ও মালী যাহাদিগের শ্রেষ্ঠ তাহারা সকলেই রাবণ অপেক্ষা প্রধান। শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণু ব্যতীত আর কেহই এই সকল দেবকণ্টককে বিনষ্ট করিতে পারেন না। তুমিই সেই সনাতন বিষ্ণু, তুমি অজেয় ও অবিনাশী, এক্ষণে রাক্ষসবধের জন্য মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছ। ধর্ম্মমর্য্যাদা নষ্ট হইলে শরণাগতবৎসল বিষ্ণু দস্যুবধের জন্য

কালে কালে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। রাম! এই আমি তোমার নিকট রাক্ষসগণের উৎপত্তি যথাবৎ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে সপুত্র রাবণের জন্ম ও প্রভাবের কথা কহিতেছি শুন। যখন সুমালী বিষ্ণুর ভয়ে কাতর হইয়া পুত্রপৌত্রের সহিত পাতালতলে বিচরণ করিতেছিল তৎকালে কুবের লঙ্কায় বাস করিতেছিলেন।

নবম সর্গ।

কিছুকাল পরে সুমালী রসাতল হইতে মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করিতে লাগিল। ঐ জলদের ন্যায় কৃষ্ণকায় এবং তাহার কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল। সে অপদ্মা শ্রীর ন্যায় স্বীয় কন্যাকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিল। ইত্যবসরে দেখিল ধনাধিপতি কুবের পিতৃদর্শনার্থী হইয়া পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতেছেন। সুমালী ঐ দেবতুল্য অগ্নিকল্প কুবেরকে দেখিয়া বিস্ময়ভরে পুনর্ব্বার রসাতলে প্রবেশ করিল। ভাবিল এখন কি করিলে শ্রেয়োলাভ হয় এবং কিরূপেই বা আমাদের উন্নতি হইতে পারে। এই ভাবিয়া সে কন্যা কৈকসীকে কহিল, বৎসে! তোমার বিবাহ-যোগ্যকাল যৌবন অতীত হয়। প্রত্যাখ্যানের ভয়ে এতদিন কেহই তোমাকে প্রার্থনা করে নাই। আমরা ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রেরিত হইয়া তোমার বিবাহ দিবার জন্য যত্ন করিতেছি। তুমি সর্ব্ব-গুণে গুণবতী এবং সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী। দেখ

কন্যার পিতৃত্ব মানার্থীদিগের বড়কষ্টকর। কন্যাকে যে কে প্রার্থনা করিবে কিছুই বুঝা যায় না এইই কষ্ট। কন্যা মাতৃ-কুল ও ভর্ত্তৃকুলকে সততই সংশয়াক্রান্ত করিয়া থাকে। অত-এব তুমি এক্ষণে প্রজাপতি ব্রহ্মার বংশোদ্ভব মুনিবর বিশ্র-বাকে গিয়া প্রার্থনা কর। তুমি স্বয়ংই তাঁহাকে বরণ কর। তেজে সূর্য্যতুল্য কুবের যেরূপ সমৃদ্ধিশালী, বলিতে কি তোমার পুত্রেরাও ঐ রূপ হইবে।

অনন্তর কৈকসী মহর্ষি বিশ্রবা যথায় তপস্যা করিতে ছিলেন পিতৃনিদেশে তথায় উপস্থিত হইল। ঐ সময় বিশ্রবা চতুর্থ অগ্নির ন্যায় অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। কৈকসী সেই দারুণ কাল গণনা না করিয়াই তাঁহার নিকট অবনতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল এবং অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা ভূমি খনন করিতে লাগিল। তখন উদারস্বভাব বিশ্রবা উহাঁকে জিজ্ঞা-সিলেন, ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা? কোথা হইতে আসি-তেছ? এবং তোমার প্রয়োজনই বা কি? আমার নিকট অকপটে সমস্তই বল।

কৈকসী কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, তপোধন! আমার অভি-প্রায় আপনি স্বপ্রভাবে বুঝিয়া লউন। আমি পিতৃনিদেশে আপনার নিকট আসিয়াছি, নাম কৈকসী। এতদ্ব্যতীত আমি আপনাকে আর কিছুই বলিব না, আপনিই বুঝিয়া দেখুন।

বিশ্রবা ধ্যানস্থ হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম, তুমি পুত্রার্থিনী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ। তুমি যখন এই নিদারুণকালে

আসিয়াছ তখন তোমার গর্ভে দারুণ দারুণাকার ও দারুণ-লোকপ্রিয় রাক্ষসেরা জন্ম গ্রহণ করিবে।

কৈকসী কহিল, ভগবন্! আপনি ব্রহ্মবাদী, অপনা হইতে আমি এইরূপ দুরাচার পুত্র প্রার্থনা করি না। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

বিশ্রবা পুনর্ব্বার কহিলেন, সুন্দরি! তোমার গর্ভে সর্ব্ব-শেষে যে পুত্র জন্মিবে সে নিশ্চয় আমার বংশানুরূপ ও ধার্ম্মিক হইবে।

অনন্তর কৈকসী যথাকালে এক ভীষণ রাক্ষস প্রসব করিল। উহার মস্তক দশ, হস্ত বিংশতি, বর্ণ নীলাঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণ, ওষ্ঠ আরক্ত, দন্ত বিশাল, মুখ প্রকাণ্ড এবং কেশ প্রদীপ্ত। ঐ পুত্র জন্মগ্রহণ করিবামাত্র মাংসাসী শিবাগণ জ্বালাকরাল মুখে বাম দিক আশ্রয় করিয়া মণ্ডলাকারে ঘুরিতে লাগিল। পর্জ্জন্য রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, মেঘের গর্জ্জন অতি কঠোর, সূর্য্য প্রভাহীন, ঘন ঘন উল্কাপাত হইতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প, বায়ু প্রচণ্ডভাবে বহিতে লাগিল এবং অটল সমুদ্র উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর বিশ্রবা পুত্রের নামকরণে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, যখন এই বালকের গ্রীবা দশটি তখন ইহার নাম দশগ্রীব হইল। রাম! এই দশগ্রীবের পর মহাবল কুম্ভকর্ণ জন্ম গ্রহণ করে পৃথিবীতে ইহার তুল্য কাহারই দেহ সুদীর্ঘ নয়। তৎপরে বিকৃতাননা শূর্পণখা জন্ম গ্রহণ করে। ধর্ম্মশীল বিভীষণ কৈকসীর শেষ পুত্র। তিনি জন্মিবামাত্র পুষ্পবৃষ্টি, অন্তরীক্ষে দুন্দুভিধ্বনি এবং সাধুবাদ উত্থিত হয়। দশগ্রীব ও

কুম্ভকর্ণ পিতার বন্য আশ্রমে দিন দিন বাড়িতে লাগিল। উহারা স্বভাবদোষে সকলেরই ক্লেশকর হইয়া উঠিল। কুম্ভকর্ণ উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্মবৎসল মহর্ষিগণকে ভক্ষণ ও অসন্তুষ্ট মনে ত্রিলোকে বিচরণ করিতে লাগিল। আর বিভীষণ ধর্ম্মপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও মিতাহারী হইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

একদা ধনাধিপতি কুবের পিতৃদর্শনার্থী হইয়া পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসী কৈকসী স্বতেজঃপ্রদীপ্ত কুবেরকে দেখিয়া দশগ্রীবকে কহিল, বৎস! তুমি তেজঃপুঞ্জকলেবর ভ্রাতা কুবেরকে দেখিয়া যাও। তোমাদের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ তুল্যরূপ হইলেও দেখ তুমি কি হইয়াছ। অতএব বৎস! যাহাতে তুমি কুবেরের অনুরূপ হইতে পার তদ্বিষয়ে যত্ন কর।

দশগ্রীব মাতার এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ঈর্ষাপরবশ হইল এবং কহিল মাতঃ! সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমি স্ববলে হয় ভ্রাতা কুবেরের তুল্য বা তদপেক্ষা অধিক হইব। তুমি মনের দুঃখ দূর কর।

অনন্তর দশগ্রীব ঐ ক্রোধেই দুষ্কর কার্য্যসাধনে অভিলাষী হইল। পরে তপোবলে অভীষ্টসিদ্ধি করিব এইরূপ অধ্যবসায় করিয়া পবিত্র গোকর্ণাশ্রমে গমন করিল। সে ভ্রাতার সহিত তথায় গিয়া তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। উহার তপস্যায় সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইলেন এবং উহাকে জয়াবহ বরপ্রদান করিলেন।

দশম সর্গ।

অনন্তর রাম মহর্ষি অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন রাবণ প্রভৃতি তিন ভ্রাতা অরণ্যে কিরূপ তপস্যা করিয়াছিল ?

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! রাবণ প্রভৃতি তিন ভ্রাতা অরণ্যে নানারূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করে। কুম্ভকর্ণ যত্নসহকারে নিয়ত ধর্ম্মপথে থাকিত। সে গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যবর্ত্তী হইয়া তপস্যা করিত, বর্ষার জলধারায় বীরাসনে বসিত এবং হিমাগমে নিয়তকাল জলে বাস করিত। এইরূপে তাহার দশসহস্র বৎসর অতীত হয়। ধর্ম্মশীল বিভীষণ একপদে পাঁচ-সহস্র বৎসর দাঁড়াইয়া থাকেন। তাঁহার এই কঠোর নিয়ম পরিসমাপ্ত হইলে অপ্সরা সকল আনন্দে নৃত্য করে, অন্ত-রীক্ষে পুষ্পবৃষ্টি হয় এবং দেবতারা তাঁহার স্তুতিবাদ করেন। পরে তিনি আর পাঁচসহস্র বৎসর সূর্য্যের অনুবৃত্তি করি-য়াছিলেন এবং স্বাধ্যায়ে নিবিষ্টমনা হইয়া ঊর্দ্ধমুখে ও ঊর্দ্ধহস্তে অবস্থান করেন। সুরলোকবাসী যেমন নন্দন বনে সুখে কালক্ষেপ করে সেইরূপ বিভীষণ এই দশসহস্র বৎসর সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দশাননেরও নিরবচ্ছিন্ন অনা-হারে দশসহস্র বৎসর অতীত হয়। প্রথম সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে সে আপনার শিরশ্ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি দেয়। এইরূপ নয় সহস্র বৎসরে তাহার নয়টি মস্তক হুতাশনে নিক্ষিপ্ত হয়। পরে দশম সহস্র বৎসরে যখন সে দশম মস্তকটি ছেদন করিতে উদ্যত হইল সেই অবসরে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা

তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি অন্যান্য দেবগণের সহিত তথায় আবির্ভূত হইয়া প্রীতমনে কহিলেন, দশগ্রীব! আমি তোমার তপস্যায় অতিমাত্র প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি শীঘ্র অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। তোমার এই তপঃক্লেশ সফল হউক, বল আমি তোমার কি করিব।

তখন দশানন অবনত মস্তকে ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিয়া হৃষ্টমনে হর্ষগদ্গদবাক্যে কহিল, ভগবন্! মৃত্যু ব্যতীত জীবের আর কিছুতেই ভয় হয় না, মৃত্যুর তুল্য শত্রুও আর কিছু নাই, অতএব আমার ইচ্ছা যে আমি অমর হইয়া কালযাপন করি।

ব্রহ্মা কহিলেন, দশানন! আমি তোমাকে অমর করিতে পারি না, তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর।

লোককর্ত্তা ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে দশগ্রীব কৃতাঞ্জলি পুটে কহিল, প্রজাপতে! আমি পক্ষী সর্প যক্ষ দৈত্য দানব রাক্ষস ও দেগণের অবধ্য হইয়া থাকিব। অন্যান্য যে সমস্ত জীব আছে আমি তাহাদের চিন্তা কিছু মাত্র করি না। মনুষ্য প্রভৃতিকে তো তৃণবৎই বিবেচনা করিয়া থাকি।

ব্রহ্মা কহিলেন, দশগ্রীব! তুমি যেরূপ কহিতেছ তাহাই হইবে। এই বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, বৎস! আমি প্রীতমনে তোমায় আর দুইটি বরপ্রদান করিতেছি শুন। তুমি পূর্ব্বে যে সকল মস্তক অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়াছ সেগুলি আবার হইবে। অদ্যাবধি তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিবে সেইরূপই আকার ধারণ করিতে পারিবে। ব্রহ্মা এইরূপ বর প্রদান করিবামাত্র দশগ্রীবের মস্তক সকল পুনরায় উঠিল।

পরে ব্রহ্মা বিভীষণকে কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মে মতি

রাখিয়া আমায় যার পর নাই পরিতুষ্ট করিয়াছ, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।

ধর্ম্মশীল বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! স্বয়ং লোকগুরু যখন আমার উপর প্রসন্ন, তখন বলিতে কি, জ্যোৎস্নাজালে চন্দ্রের ন্যায় আমি সর্ব্বগুণে ভূষিত ও কৃতার্থ হইলাম। এখন যদি আপনি আমায় বর দিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন তবে আমার যেরূপ ইচ্ছা শ্রবণ করুন। দেব! বিপদেও যেন আমার ধর্ম্মে মতি থাকে, গুরূপদেশ ব্যতীতও ব্রহ্মচিন্তা যেন আমার স্ফূর্ত্তি পায়, আর যে যে আশ্রমে যখন যে যে বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে তাহা যেন ধর্ম্মানুগত হয়; আমি সেই সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিব। ব্রহ্মন্! এই আমার অভীষ্ট বর। আমি জানি, ধর্ম্মানুরাগী লোকের ত্রিলোকে কিছুই দুর্লভ হয় না।

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! তোমার অভিষ্টসিদ্ধি হইবে। আর যখন রাক্ষসযোনিতে জন্মিয়াও তোমার অধর্ম্মবুদ্ধি উপস্থিত হয় নাই তখন আমার বরে তুমি অমর হইয়া থাকিবে।

পরে প্রজাপতি, কুম্ভকর্ণকে বরদানের সঙ্কল্প করিলে সুরগণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি জানেনই যে এই দুর্ম্মতির দারুণ ব্যবহারে সকলেই ভীত, অতএব ইহাকে বরদান করিবেন না। ঐ দুর্ব্বৃত্ত নন্দন কাননে সাতটি অপ্সরা, ইন্দ্রের দশটি অনুচর এবং পৃথিবীর বিস্তর মনুষ্য ও ঋষিকে ভক্ষণ করিয়াছে। এই রাক্ষস বর না পাইয়াই যাহা করিয়াছে তাহাই ত যথেষ্ট, বর পাইলে নিশ্চয় ত্রিলোকের সকলকেই ভক্ষণ করিবে। অতএব আপনি বরচ্ছলে ইহাকে মোহ

প্রদান করুন, ইহাতে লোকের মঙ্গল ও ইহারও সম্মান রক্ষা হইবে।

তখন ব্রহ্মা দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। স্বরস্বতী স্মৃতিমাত্রে ব্রহ্মার পার্শ্বে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেব! এই আমি আসিয়াছি, কি করিব। ব্রহ্মা কহিলেন, স্বরস্বতি! তুমি ঐ কুম্ভকর্ণের বুদ্ধিমোহ জন্মাইয়া দেও।

অনন্তর স্বরস্বতী দুষ্ট রাক্ষসের মনে প্রবেশ করিলেন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, কুম্ভকর্ণ! তুমি এক্ষণে ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। কুম্ভকর্ণ কহিল, দেবদেব! আমার ইচ্ছা যে আমি বহুকাল ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকি। ব্রহ্মাও তথাস্তু বলিয়া সুরগণের সহিত তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। দেবী স্বরস্বতীও কুম্ভকর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

পরে কুম্ভকর্ণের সংজ্ঞালাভ হইল। ঐ দুরাত্মা দুঃখিতমনে ভাবিল, আজ কেন এইরূপ কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল? বোধ হয় উপস্থিত দেবগণই আমার বুদ্ধিমোহ উৎপাদন করিয়া থাকিবেন।

রাজন্! এইরূপে রাবণাদি তিন ভ্রাতা ব্রহ্মার নিকট তপোবলে বরলাভ করিয়া শ্লেষ্মাতকবৃক্ষবহুল পিতৃতপোবনে গিয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

একাদশ সর্গ।

এই অবসরে সুমালী রাবণাদি তিন ভ্রাতার বরলাভ বার্ত্তায় যার পর নাই নির্ভয় হইয়া অনুচরগণের সহিত পাতাল হইতে উঠিল। মারীচ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ ও মহোদর উহার এই চারি জন মন্ত্রীও ক্রোধভরে উত্থিত হইল। পরে সুমালী উহাদের সহিত দশগ্রীবের নিকট আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, বৎস! তুমি যখন ত্রিভুবন-শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়াছ তখন ভাগ্যক্রমে আমা-দের যাহা সংকল্প তোমা দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। আমরা যে কারণে লঙ্কাছাড়িয়া রসাতলে বাস করিতেছি এক্ষণে আমা-দের সেই বিষ্ণুর বিক্রমজনিত মহাভয় দূর হইল। আমরা বার বার তাঁহারই ভয়ে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছি এবং স্বগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একত্রে পাতালে গিয়া বাস করিতেছি। লঙ্কা পুরী আমাদিগেরই, তাহাতে আমরাই থাকিতাম; এক্ষণে তোমার ভ্রাতা ধীমান কুবের সেই পুরী অধিকার করিয়াছেন। অতএব যদি তুমি সাম, দান, বা বল, যে কোন উপায়ে হউক, লঙ্কা পুনর্গ্রহন করিতে পার তাহা হইলে বড় একটা কাজ হয়। বৎস! নিশ্চয় জানিও অতঃপর তুমিই লঙ্কার অধিপতি হইবে। এই নিমগ্নপ্রায় রাক্ষসবংশ তুমি উদ্ধার করিলে সুতরাং তুমিই ইহাদের প্রভু হইবে।

দশগ্রীব কহিল, আর্য্য! ধনাধিপতি কুবের আমাদিগের গুরু, তাঁহার প্রতিকূলে এইরূপ কথা বলা আপনার উচিত

হইতেছে না। দশগ্রীব এইরূপ শান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করিলে সুমালী তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তৎকালে নীরব হইল।

অনন্তর একদা প্রহস্ত অবসর বুঝিয়া বিনীত বাক্যে রাবণকে কহিল, বীর! তুমি সুমালীকে যাহা কহিয়াছিলে সে কথা সঙ্গত বোধ হয় না; বীরগণের আবার সৌভ্রাত্র কি? এ বিষয়ে আমার কিছু বলিবার আছে শুন। অদিতি ও দিতি নামে রূপবতী ও পরস্পর স্নেহবতী দুইটী ভগিনী ছিলেন। প্রজাপতি কশ্যপ ইহাঁদিগেকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অদিতির গর্ভে ত্রিভুবনেশ্বর দেবগণ এবং দিতির গর্ভে দৈত্যগণ জন্ম গ্রহণ করে। প্রথমে দৈত্যগণই এই সাগরাম্বরা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিল। পরে বিষ্ণু তাহাদিগকে বধ করিয়া ত্রিলোককে দেবগণের অধীন করিয়া দেন। বীর! তুমিই যে কেবল ভ্রাতৃদ্রোহ করিবে তাহা নয়, পূর্ব্বে দেবাসুরও এই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

রাবণ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া হৃষ্টমনে প্রহস্তের কথায় সম্মত হইল এবং সেই উৎসাহে সেই দিনেই রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কার নিকটস্থ এক বনে গিয়া ত্রিকুট পর্ব্বত হইতে প্রহস্তকেই দৌত্যে নিয়োগ পূর্ব্বক কহিল, প্রহস্ত! তুমি শীঘ্র ধনাধিপতি কুবেরের নিকট যাও এবং আমার বাক্যে তাঁহাকে গিয়া সান্ত্বভাবে বল, এই লঙ্কা পুরী পূর্ব্বে মহাত্মা রাক্ষসগণের অধিকারে ছিল এক্ষণে ইহাতে বাস করা তোমার উচিত হইতেছে না। অতএব যদি তুমি আজ এই পুরী আমাদিগকে ছাড়িয়া দেও তাহা হইলে আমি অতিশয় সুখী হই এবং তোমারও প্রকৃত ধর্ম্মপালন করা হয়।

পরে প্রহস্ত লঙ্কায় গমন করিয়া উদার বাক্যে কুবেরকে কহিল, তোমার ভ্রাতা দশগ্রীব আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। এক্ষণে তিনি যাহা কহিয়াছেন শুন। পূর্ব্বে এই লঙ্কা পুরী সুমালী প্রভৃতি ভীমবল রাক্ষসগণ উপভোগ করিয়াছিলেন। এই কারণে দশগ্রীব তোমাকে জানাইতেছেন—তিনি শান্তভাবে প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাকে এই লঙ্কা পুনঃ প্রদান কর।

কুবের কহিলেন, পিতা এই রাক্ষসশূন্য লঙ্কা পুরী আমায় বসবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন; আমি দান মানাদি উপায়ে ইহাতে অনেককে বাস করাইয়াছি, অতএব তুমি গিয়া দশগ্রীবকে বল আমার এই পুরী ও রাজ্য তোমারই, তুমি নিষ্কণ্টকে ইহা ভোগ কর। আমার যাবদীয় ঐশ্বর্য্য নির্ব্বিশেষে তোমারই হউক।

এই বলিয়া কুবের তৎক্ষণাৎ পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন পুর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিত! দশগ্রীব লঙ্কা পুনঃপ্রাপ্তির আশয়ে আমার নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। ফলত পূর্ব্বে এই পুরীতে রাক্ষসেরাই বাস করিত, অতএব আপনি লঙ্কা রাবণকেই দিন। আর আমি গিয়া কোথায় থাকিব তাহাও আদেশ করুন।

ব্রহ্মর্ষি বিশ্রবা কহিলেন, বৎস! শুন, দশগ্রীব আমার নিকট একদা ঐ প্রসঙ্গই করিয়াছিল। আমি ঐ দুষ্টমতিকে সক্রোধে ভৎ‍ঁসনা করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলাম, দেখ তুমি ধর্ম্মমর্য্যাদা অতিক্রম করিতেছ। এক্ষণে আমার কথা রাখ; ইহা ধর্ম্মানুগত ও শ্রেয়ঃসাধন। বরলাভগর্ব্বে তোমার

হিতাহিত জ্ঞান নাই এবং আমার অভিশাপে তোমার প্রকৃতিও দারুণ হইয়াছে এই জন্য লোকের মর্য্যাদা তুমি বুঝিতে পার না। কিন্তু বৎস! তৎকালে সে আমার এই কথায় কর্ণপাত করে নাই। ঐ দুর্বৃত্তকে যে ব্রহ্মা উৎকৃষ্ট বর দিয়াছেন ইহা তুমি অবশ্যই জান, সুতরাং তাহার সহিত বিরোধাচরণ করা তোমার শ্রেয় নহে। অতএব এক্ষণে তুমি আত্মীয় অন্তরঙ্গের সহিত লঙ্কা হইতে গিরিবর কৈলাসে যাও এবং তথায় বসবাস করিবার জন্য এক পুরী প্রস্তুত কর। সেই স্থানে সরিদ্বরা মন্দাকিনী প্রবাহিত হই-তেছে, উহার জল উজ্জ্বল স্বর্ণপদ্মে আচ্ছন্ন, তথায় কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্পও প্রস্ফুটিত হইয়া আছে এবং দেবতা গন্ধর্ব্ব অপ্সরা উরগ ও কিন্নরগণ সতত বিহার করিয়া থাকেন।

কুবের পিতৃগৌরবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং স্ত্রী পুত্র অমাত্য ধন সম্পদ ও বল বাহনের সহিত কৈলাসে গিয়া বাস করিলেন।

এদিকে প্রহস্ত একান্ত হৃষ্ট হইয়া দশগ্রীবের নিকট গিয়া কহিল, ধনাধিপতি কুবের লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন সেই পুরী শূন্য। তুমি আমাদিগকে লইয়া তথায় চল এবং পালন কর।

অনন্তর দশগ্রীব ভ্রাতৃগণ সৈন্য ও অনুযাত্রিকদিগের সহিত লঙ্কায় প্রবেশ করিল। উহা কুবেরের পরিত্যক্ত এবং উহার পথ সকল বিভক্ত। ইন্দ্র যেমন স্বর্গে আরোহণ করেন দশগ্রীব সেইরূপ পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত লঙ্কায় আরোহণ

করিল এবং রাজপদে অভিষিক্ত হইল। লঙ্কা নীলমেঘাকার রাক্ষসে পরিপূর্ণ। এদিকে কুবেরও পিতার আদেশে শশাঙ্কধবল কৈলাস পর্ব্বতে এক পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। উহা ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় সুদৃশ্য এবং সুসজ্জিত গৃহে সুশোভিত।

দ্বাদশ সর্গ।

দশগ্রীব রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত হইল এবং ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দানবরাজ বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত ভগিনী শূর্পণখার বিবাহ দিল। পরে সে একাকী মৃগয়ায় নির্গত হয়; ঐ প্রসঙ্গে দিতির পুত্র ময় দানবের সহিত উহার দেখা হইয়াছিল। দশগ্রীব উহাকে একটীমাত্রকন্যার সহিত বনমধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি কে? এবং এই মৃগমনুষ্যশূন্য নির্জ্জন বনে একাকী কেবল এই মৃগলোচনাকে লইয়া কি জন্য পর্য্যটন করিতেছ?

ময় কহিল, আমার বৃত্তান্ত সমস্তই তোমাকে কহিতেছি শুন। বোধ হয় তুমি হেমা নাম্নী কোন এক অপ্সরার কথা শুনিয়া থাকিবে। তিনি ইন্দ্রের শচীর ন্যায় রূপলাবণ্যবতী। আমি দৈববলে তাঁহাকে লাভ করিয়া সহস্র বৎসর তাঁহার সহিত প্রগাঢ় অনুরাগে কালযাপন করি। পরে তিনি কোন দৈবকার্য্যোদ্দেশে ত্রয়োদশ বৎসর দেবলোকে আছেন।

এতাবৎ কাল তাঁহার সহিত আমার বিরহ। অনন্তর আমি বিচিত্র নির্ম্মাণ-শক্তি-প্রভাবে হীরক-বৈদুর্য্য-খচিত স্বর্ণময় এক পুরী প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে প্রিয়া বিরহে কিছু দিন অতি দীনভাবে বাস করিয়াছিলাম। এক্ষণে এই কন্যাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থান হইতে আসিয়াছি। রাজন্! এইটী আমারই কন্যা, হেমার গর্ভে ইহার জন্ম। আমি ইহাকে লইয়া ইহার পাত্র অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছি। কন্যার পিতৃত্ব সম্মানার্থীর বড়ই কষ্টকর। সে পিতৃকুল ও ভর্ত্তৃ-কুলকে কখন কলঙ্কিত করে ইহাই আশঙ্কা। এই কন্যা ব্যতীত হেমার গর্ভে মায়াবী ও দুন্দুভি নামে আমার দুইটি পুত্রও জন্মিয়াছে। তাত! এই আমি তোমাকে আত্ম-বৃত্তান্ত সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে আমি তোমাকে কিরূপে জানিব, তুমি কে?

তখন দশগ্রীব সবিনয়ে কহিল, আমি মহর্ষি পুলস্ত্যের বংশে জন্মিয়াছি; ব্রহ্মার পৌত্র মহর্ষি বিশ্রবা আমার পিতা; নাম দশগ্রীব।

দানবরাজ ময় দশগ্রীবকে ঋষিকুলোৎপন্ন জানিয়া তাহাকে সেই বনমধ্যেই কন্যাদানের সঙ্কল্প করিলেন এবং তাহার হস্তে কন্যার হস্ত প্রদান পুর্ব্বক সহাস্যমুখে কহিলেন, রাজন্! আমার এই কন্যা অপ্সরা হেমার গর্ভসম্ভূতা, নাম মন্দোদরী, এক্ষণে তুমি পত্নীরূপে ইহাকে গ্রহণ কর।

দশগ্রীব দানবরাজ ময়ের এই অনুরোধে সম্মত হইল এবং ঐ বনমধ্যেই অগ্নিসাক্ষী করিয়া মন্দোদরীকে বিবাহ করিল। রাম! পিতৃশাপে দশগ্রীবের দারুণ প্রকৃতি লাভের কথা ময়

দানব জানিতেন, কেবল মহৎ ঋষিবংশীয় বলিয়া উহাকে কন্যাদান করেন এবং উহাকে তপোবললব্ধ অমোঘ এক অদ্ভুত শক্তি ও দিয়াছিলেন। সেই শক্তি দ্বারাই লঙ্কার যুদ্ধে লক্ষ্মণ বিদ্ধ হন।

অনন্তর দশগ্রীব স্বনগরীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের উদ্বাহ-সংস্কারের জন্য দুইটী কন্যা আহরণ করিল। বৈরোচনের দৌহিত্রী বজ্রজ্বালা কুম্ভকর্ণের এবং গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের কন্যা ধর্ম্মপরায়ণা সরমা বিভীষণের পত্নী হইল। এই সরমা মানস সরোবরের তীরে জন্ম গ্রহণ করে। তখন বর্ষাকাল, মানস-সরোবরের জল বর্ষার জলে বর্দ্ধিত হইতেছিল, তদৃষ্টে সরমা ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। তখন তাহার জননী স্নেহে কাতর হইয়া কহিল 'সরোমা বর্দ্ধত' সরোবর বর্দ্ধিত হইও না, তদবধি কন্যার নামও সরমা হইল।

অনন্তর রাবণ প্রভৃতি তিন ভ্রাতা লঙ্কাপুরমধ্যে ভার্য্যাগণের সহিত নন্দনবনে গন্ধর্ব্বের ন্যায় পরম সুখে বিহার করিতে লাগিল। মন্দোদরীর গর্ব্ভে মেঘনাদ জন্মে। তোমরা ইহাকেই ইন্দ্রজিত বলিয়া থাক। ঐ বালক জন্মিবামাত্র মেঘ-গম্ভীর নাদে রোদন করিয়া লঙ্কাপুরী স্তম্ভিত করে এই জন্য পিতা দশগ্রীব স্বয়ং উহার নাম মেঘনাদ রাখিয়াছিল। এই মেঘনাদ পিতামাতার মনে হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীলোকের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া কাষ্ঠাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ত্রয়োদশ সর্গ।

একদা মূর্ত্তিমতী দারুন নিদ্রা ব্রহ্মার নিয়োগে কুম্ভকর্ণের নিকট উপস্থিত। তদ্দৃষ্টে কুম্ভকর্ণ উপবিষ্ট রাবণকে কহিল, রাজন্! আমি নিদ্রায় কাতর, অতএব তুমি আমার জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দাও। পরে রাবণের আদেশে শিল্পিগণ বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় নিপুণতার সহিত একটী গৃহ প্রস্তুত করিল। ঐ গৃহের বিস্তার এক যোজন ও দৈর্ঘ্য দুই যোজন; উহা সুদৃশ্য ও সুপ্রশস্ত; উহার স্তম্ভ স্বর্ণময়, সোপান বৈদুর্য্যময়, তোরণ হস্তিদন্তময় এবং বেদি হীরকময়; স্থানে স্থানে কিঙ্কিণীজাল অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে; উহা সুমেরু গিরির পবিত্র গহ্বরের ন্যায় মনোহর ও সর্ব্বকালেই সুখপ্রদ। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঐ গৃহমধ্যে নিদ্রিত হইল। ব্রহ্মার বর প্রভাবে বহুকালেও তাহার ঐ ঘোর নিদ্রা ভাঙ্গিবার নয়। এই সময়ে দশানন মহাক্রোধে অবাধে দেবর্ষি গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণকে বধ এবং নন্দন প্রভৃতি বিচিত্র উদ্যান নষ্ট করিতে লাগিল। ক্রীড়াশীল হস্তী যেমন নদীকে বিমর্দ্দিত করে, বায়ু যেমন বৃক্ষকে নিক্ষিপ্ত করে এবং পরিত্যক্ত বজ্র যেমন পর্ব্বতকে চূর্ণ করিয়া ফেলে; রাবণ সেইরূপেই সকলকে বিনষ্ট করিতে লাগিল।

অনন্তর ধর্ম্মশীল কুবের দশাননের এইরূপ অত্যাচারের কথা শুনিয়া আপনার কুলানুরূপ ব্যবহার স্মরণ পূর্ব্বক সৌভ্রাত্র প্রদর্শনের জন্য লঙ্কায় দূত প্রেরণ করিলেন। দূত

বিভীষণের নিকট উপস্থিত হইল। বিভীষণ ধর্ম্মানুসারে তাহার সম্মান করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যক্ষেশ্বর কুবেরের এবং জ্ঞাতিবর্গের সর্ব্বাঙ্গীণ সংবাদ লইয়া সভামধ্যে আসীন রাবণকে দেখাইয়া দিলেন। দূত স্বতেজঃপ্রদীপ্ত রাক্ষসরাজকে দর্শন করিয়া জয় জয় শব্দে তাহার সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিল। রাবণ উৎকৃষ্ট আস্তরণ-শোভিত পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট ছিল। দূত তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কহিল, রাজন্! আপনার ভ্রাতা ধনাধিপতি কুবের আপনাকে পিতৃমাতৃ কুল ও চরিত্রের অনুরূপ যে সমস্ত কথা কহিয়াছেন আমি তাহাই আপনাকে নিবেদন করিতেছি। তিনি কহিয়াছেন রাজন্! ভাল, এই পর্য্যন্তই পর্য্যাপ্ত, আর পাপাচরণ করিবার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক, যদি পার তো ধর্ম্মে থাক। আমি দেখিয়াছি তুমি নন্দন বন ভগ্ন করিয়াছ, শুনিয়াছি ঋষিগণকে বিনাশ করিয়াছ, আরও শুনিতে পাই দেবগণ তোমার এই সকল পাপের প্রতিফল দিবার উদ্যোগে আছেন। রাজন্! তুমি বার বার আমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছ বটে, কিন্তু বালক যদি অপরাধী হয় তাহাকে রক্ষা করা আত্মীয় স্বজনের সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। দেখ আমি ইন্দ্রিয়দমন ও কঠোরব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মসাধনের জন্য হিমালয়ে গিয়াছিলাম। ঐ স্থানে ভগবান মহেশ্বর দেবী উমার সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। দৈবাৎ আমি দক্ষিণ চক্ষু দিয়া ঐ দেবীকে দর্শন করি, ইনি কে, কেবল এইটি জানিবার জন্য, অন্য কোন অভিপ্রায়ে নয়। তখন দেবী উমা অনুপম রূপ ধারণ পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছিলেন, আমার

দৃষ্টিপাত মাত্র তাঁহার দিব্য প্রভাবে আমার দক্ষিণ চক্ষু দগ্ধ হইয়া যায়। আর বাম চক্ষুটি যেন ধূলিস্পর্শে কলুষিত ও তাঁহার জ্যোতিতে পিঙ্গল হয়। পরে আমি উহাঁদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য হিমাচলের অন্যতর বিস্তীর্ণ শৃঙ্গে গিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন পূর্ব্বক আটশত বৎসর মহাব্রত অবলম্বন করিয়া থাকি। ব্রতকাল পূর্ণ হইলে ভগবান মহেশ্বর আসিয়া প্রীতমনে আমাকে কহিলেন, বৎস! আমি এই তপস্যায় যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমিও একদা এইরূপ ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম; আর তুমিও এই করিলে। আমরা দুই জন ব্যতীত এই ব্রত ধারণ করিতে পারে এমন আর কাহাকেও দেখি না। ইহা অতি দুষ্কর এবং আমিই ইহার উৎপাদক। এক্ষণে তুমি আমাব সখা হও। আমি তোমার তপস্যায় ক্রীত হইলাম, দেবী পার্ব্বতীর প্রভাবে তোমার দক্ষিণ চক্ষু দগ্ধ এবং তাঁহার রূপ নিরিক্ষণে অন্যতরটী পিঙ্গল হইয়াছে, অতএব আজ হইতে তোমার নাম নিত্যকাল একাক্ষিপিঙ্গলী থাকিবে।

এইরূপে আমি ভগবান শঙ্করের সহিত সখিত্ব লাভ পূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে প্রতিগমন করিয়া তোমার পাপাচারের কথা শুনিতে পাইলাম। বৎস! তুমি এই কুলক্ষয়কর অধর্ম্মসংযোগ হইতে নিবৃত্ত হও। এক্ষণে দেবতারা ঋষিগণের সহিত তোমার বিনাশের উপায় অবধারণ করিতেছেন।

এই কথা শুনিবামাত্র রাবণের চক্ষু ক্রোধে রক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল এবং সে করে করপরামর্দ্দন ও দশনে দশন নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল; রে দূত! তুই মরিলি আর যে তোরে

পাঠাইয়াছে আমার সেই ভ্রাতা কুবেরও মরিল। সে যাহা বলিয়াছে তাহা কিছুতেই আমার হিতকর নহে। শঙ্করের সহিত তাহার যে সখ্যতা হইয়াছে মূর্খ কেবল তাহাই আমাকে শুনাইতেছে। তুই যাহা কহিলি আজ ইহা কিছুতেই ক্ষমা করিতিছি না। ভাবিতেছিলাম ধনেশ্বর আমার জ্যেষ্ঠ ও গুরু তাহাকে বিনাশ করা অনুচিত এই জন্যই এতাবৎকাল আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি। এক্ষণে তাহার কথায় স্থির করিলাম ভুজবলে ত্রিলোক জয় করিব। কেবল তাহারই জন্য এই মূহূর্ত্তে চার লোকপালকে বিনাশ করিব।

দশগ্রীব এই বলিয়া খড়্গাঘাতে দূতকে বিনাশ করিল এবং দুরাত্মা রাক্ষসগণের হস্তে তাহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য দিল। পরে ঐ দুর্বৃত্ত ত্রৈলোক্য জয় করিবার আশয়ে যথায় ধনাধিপতি সেই স্থানে মঙ্গলাচার পুর্ব্বক যাত্রা করিল।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর বলগর্ব্বিত রাবণ কুবেরকে জয় করিবার উদ্দেশে প্রহস্ত, মহোদর, মারীচ, শুক, সারণ ও ধূম্রাক্ষ এই ছয় জন সচিবের সহিত নির্গত হইল। তৎকালে উহার প্রদীপ্ত ক্রোধানলে ত্রিলোক দগ্ধ হইতে লাগিল। সে মুহূর্ত্তমধ্যে নানা জনপদ নদী পর্ব্বত বন ও উপবন অতিক্রম করিয়া কৈলাসে উত্তীর্ণ হইল। তখন যক্ষগণ ঐ দুরাত্মাকে যুদ্ধার্থ মন্ত্রিগণের

সহিত মহা উৎসাহে উপস্থিত দেখিয়া উহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইল না। পরিচয়ে জানিল সে ধনাধিপতি কুবেরের ভ্রাতা। পরে উহারা কুবেরের নিকট গমন পূর্ব্বক উহার অভিপ্রায় তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল।

পরে ঐ সমস্ত যক্ষ কুবেরের আদেশে অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ হৃষ্টমনে নির্গত হইল। চতুর্দ্দিকে উচ্ছ্বলিত মহাসমুদ্রের ন্যায় সৈন্যক্ষোভ উপস্থিত। কৈলাস পর্ব্বত বিচলিত হইয়া উঠিল। অনতিবিলম্বে যক্ষ রাক্ষসের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণের সচিবেরা যার পর নাই ব্যথিত; কিন্তু রাবণ তাদৃশ সৈন্যদর্শনে মহাহর্ষে ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। এক দিকে রাবণের এক জন মহাবীর সচিব, অপর দিকে সহস্র যক্ষ; উভয় পক্ষে এইরূপে যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাবণ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। সে ক্ষণকালমধ্যে বৃষ্টিপাতের ন্যায় গদা মুষল অসি শক্তি ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্রধারায় নিরুচ্ছ্বাসবৎ হইয়া পড়িল। কিন্তু বর্ষার ধারাপাতে পর্ব্বত যেমন অটল থাকে ঐ মহাবীর সেইরূপেই দাঁড়াইয়া রহিল। পরে সে এক যমদণ্ডসদৃশ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক বায়ুবেগপ্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় যক্ষগণকে বিস্তীর্ণ তৃণবৎ ও শুষ্ক কাষ্ঠবৎ দগ্ধ করিতে লাগিল। বায়ুবেগ যেমন মেঘকে বিদূরিত করে, সেইরূপ উহার অমাত্যেরাও ঐ সমস্ত যক্ষকে দেখিতে দেখিতে অল্পাবশেষ করিয়া ফেলিল। যক্ষদিগের মধ্যে অনেকে আহত, অনেকে ভগ্ন এবং অনেকে নিপতিত। অনেকে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুতীক্ষ্ণ দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল। অনেকে পরিশ্রান্ত হইয়া নিরস্ত্রে

পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রবাহবেগে জীর্ণ নদীতটের ন্যায় পড়িয়া গেল। কেহ বিনষ্ট, কেহ স্বর্গারোহণে উদ্যত, কেহ যুদ্ধপ্রবৃত্ত ও কেহ বা ধাবমান। তৎকালে যুদ্ধদর্শনার্থী ঋষিদিগের সংখ্যাবাহুল্যে অন্তরীক্ষে আর তিলার্দ্ধ স্থান রহিল না।

ধনাধিপতি কুবের রাক্ষসবিক্রমে স্বীয় সৈন্যগণকে ভগ্ন দেখিয়া অন্যান্য যক্ষকে নিয়োগ করিলেন। ইত্যবসরে সংবোধকণ্টক নামে এক মহাবীর যক্ষ বহুসংখ্য বলবাহনের সহিত রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল এবং মারীচকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুচক্রবৎ অতিভীষণ এক চক্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিল। মারীচ ঐ চক্রাস্ত্রে আহত হইবামাত্র ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় কৈলাস পর্ব্বত হইতে নিপতিত হইয়া গেল। পরে সে মুহূর্ত্ত-কালমধ্যে সংজ্ঞালাভ ও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুন-র্ব্বার ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। যক্ষ সংযোধকণ্ট-কও তৎক্ষণাৎ তাহার বীরবিক্রমে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

সহসা রাবণ অলকা নগরীর স্বর্ণময় বৈদূর্য্যখচিত প্রবেশ-দ্বারে উপস্থিত। তথায় সূর্য্যভানু নামে এক দ্বারপাল দণ্ডায়-মান ছিল। সে উহাকে বার বার নিবারণ করিতে লাগিল, কিন্তু রাবণ উহার বাক্যে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বীরদর্পে চলিল। তদ্দৃষ্টে সূর্য্যভানু যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং তোরণ উৎপাটন পূর্ব্বক উহাকে প্রহার করিল। ঐ প্রহারে রাবণের সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত; ধাতুধারায় পর্ব্বত যেমন শোভা পায় উহার সেইরূপই শোভা হইল, কিন্তু সে

ব্রহ্মার বরে কিছুমাত্র ব্যথিত হইল না। বরে ঐ মহাবীর তোরণের দণ্ড দ্বারা দ্বাররক্ষককে বিনাশ করিল। তত্রত্য যক্ষেরা উহার বিক্রম দেখিয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পুর্ব্বক পলাইতে লাগিল এবং শ্রান্তভাবে সভয়ে নদী ও গিরিগুহায় আশ্রয় লইল।

পঞ্চদশ সর্গঃ।

অনন্তর কুবের যক্ষগণকে ভীত দেখিয়া মণিভদ্রকে কহিলেন, বীর! তুমি পাপাত্মা দুর্বৃত্ত রাবণকে বিনাশ কর এবং যুদ্ধার্থী যক্ষদিগের আশ্রয় হও।

তখন মহাবীর মণিভদ্র চার সহস্র যক্ষ লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং গদা মুষল প্রাস শক্তি তোমার ও মুদ্গার দ্বারা রাক্ষসগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া চলিল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। কেহ কহিতেছে যুদ্ধ কর, কেহ কহিতেছে আর প্রয়োজন নাই। সকলে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। তৎকালে দেবতা গন্ধর্ব্ব ও ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। এই অবসরে মহাবীর প্রহস্ত একাকী সহস্র এবং মারীচ দুই সহস্র যক্ষকে বিনাশ করিল। যক্ষগণ ধর্ম্মশীল, এই জন্য উহাদের যুদ্ধ সরল পথে; আর রাক্ষসগণ অধার্ম্মিক, এই জন্য উহাদের যুদ্ধ কুটপথে; ফলত রাক্ষসেরা এই কারণেই যক্ষদিগের অপেক্ষা অধিকতর

প্রবল হইয়া উঠিল। অনন্তর ধূম্রাক্ষ মণিভদ্রের বক্ষে এক মুসল প্রহার করিল, কিন্তু সে তদ্দ্বারা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। পরে মণিভদ্র ধূম্রাক্ষের মস্তকে এক গদাঘাত করিল। সে ঐ প্রবল প্রহারবেগে বিহ্বল হইয়া ভূতলে পড়িল। তখন রাবণ ধূম্রাক্ষকে শোণিতলিপ্ত দেহে পতিত দেখিয়া মণিভদ্রের প্রতি ধাবমান হইল। মণিভদ্র উহাকে ক্রোধ-ভরে আগমন করিতে দেখিয়া তিনটি সুশাণিত শক্তি নিক্ষেপ করিল। রাবণও উহার মস্তকে অস্ত্রাঘাত করিল। ঐ আঘাতে মণিভদ্রের মুকুট এক পার্শ্বে সন্নত হইয়া পড়িল এবং তদবধি উহা ঐরূপ অবস্থাতেই রহিল। মণিভদ্র যুদ্ধে পরাঙ্মুখ। কৈলাসেও তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল।

অনন্তর ধনাধিপতি কুবের এক গদা ধারণ পূর্ব্বক দূর হইতে রাবণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সহিত ধনরক্ষক মন্ত্রী শুক্র ও প্রোষ্ঠপদ এবং নিধিদেবতা পদ্ম ও শঙ্খ। তিনি দূর হইতে অভিশাপে হতগৌরব ভ্রাতা রাবণকে দেখিতে পাইয়া স্বকুলোচিত বাক্যে কহিলেন, নির্ব্বোধ! আমি তোরে বার বার নিবারণ করিলাম কিন্তু তোর চৈতন্য হইল না। তুই যখন নরকস্থ হইয়া ইহার প্রতিফল ভোগ করিবি তখন আমার কথা বুঝিতে পারিবি। যে নির্ব্বোধ মোহক্রমে বিষ পান করিয়াও ঔদাসীন্য অবলম্বন করে, পরিণামে তাহাকে স্বকৃত কার্য্যের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। অধর্ম্মে দৈব তোর প্রতি প্রতিকূল, তন্নিবন্ধন তোর প্রকৃতিও ক্রূর হইয়াছে; এই জন্যই তুই হিতাহিত কিছুই বুঝিতে পারিস না। যে ব্যক্তি পিতা মাতা বিপ্র ও আচার্য্যের অবমাননা করে সে

অচিরাৎ নষ্ট হইয়া তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই নশ্বর দেহে তপোনুষ্ঠান না করে সেই মূর্খকে মৃত্যুর পর অশেষ দুর্গতি লাভ করিয়া অনুতাপ করিতে হয়। দেখ্ গুরুসেবা ব্যতীত কাহারই শুভ বুদ্ধি জন্মে না, সুতরাং সে যেরূপ কার্য্য করে তাহার অনুরূপ ফলও পাইয়া থাকে। পুরুষ স্বকৃত পুণ্যবলেই ধনসমৃদ্ধি রূপ বল ও বীরত্ব লাভ করে। রাবণ! তোর যখন এইরূপ দুর্বুদ্ধি উপস্থিত তখন তুই নিশ্চয় নরকস্থ হইবি। এক্ষণে তোর সহিত বাক্যালাপ করা আর বিধেয় নহে; সৎচরিত্র পুরুষের এই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

এই বলিয়া ধনাধ্যক্ষ কুবের মারীচ প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। উহারা যুদ্ধে বিমুখ হইয়া পালায়ন করিতে লাগিল। পরে তিনি রাবণের মস্তকে এক গদাঘাত করিলেন। কিন্তু ঐ দুর্দ্ধর্ষ তদ্দারা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। অনন্তর উঁহারা পরস্পর প্রহার আরম্ভ করিলেন কিন্তু তৎকালে কেহই শ্রান্ত বা বিহ্বল হইলেন না। পরে কুবের রাবণের প্রতি এক আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। রাবণ বারুণাস্ত্রে তাহা নিবারণ করিল। পরে সে কুবেরকে বিনাশ করিবার জন্য রাক্ষসী মায়া আশ্রয় পূর্ব্বক নানা প্রকার রূপ ধারণ করিতে লাগিল। কখন ব্যাঘ্র, কখন বরাহ, কখন মেঘ, কখন পর্ব্বত, কখন সমুদ্র, কখন বৃক্ষ, কখন যক্ষ ও কখন বা দৈত্যরূপ ধারণ করিতে লাগিল। তৎকালে কুবের তাহাকে আর স্বরূপে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর রাবণ এক প্রকাণ্ড গদা বিঘূর্ণিত করিয়া কুবেরের মস্তকে আঘাত

করিল। কুবের ঐ গদাঘাতে শোণিতলিপ্ত ও বিহ্বল হইয়া ছিন্নমূল অশোক বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পড়িলেন। তদ্দর্শনে পদ্মাদি নিধিদেবতা উহাঁকে লইয়া পলায়ন করিল এবং নন্দন বনে গিয়া নানারূপ শুশ্রূষায় উহাঁর চৈতন্য সম্পাদন করিতে লাগিল।

রাবণ এইরূপে ধনাধিপতি কুবেরকে জয় করিয়া হৃষ্ট-মনে জয়চিহ্নস্বরূপ উহাঁর পুষ্পক নামক বিমান গ্রহণ করিল। পুষ্পক স্বর্ণস্তম্ভ, বৈদূর্য্যময় তোরণ ও মুক্তাজালে শোভিত। উহাতে নানাপ্রকার বৃক্ষ সকল-ঋতুতেই সুপ্রচুর ফলপুষ্প প্রদান করিয়া থাকে। উহা আকাশগামী ও কামরূপী। উহার গতি অপ্রতিহত এবং বেগ মনের ন্যায় অতিমাত্র দ্রুত। উহার সোপান স্বর্ণ ও মণিতে রচিত এবং বেদি তপ্ত-কাঞ্চনে প্রস্তুত। উহা দেবগণের বাহন, দৃষ্টিমনের সুখকর ও অবিনশ্বর। ঐ রথ নানারূপ বিচিত্র রচনায় খচিত ও বিশ্ব-কর্ম্মার নির্ম্মিত। উহা সর্ব্বকালেই সুখপ্রদ ও নাতিশীতোষ্ণ। দুর্ম্মতি রাবণ ঐ স্ববীর্য্যনির্জ্জিত পুষ্পকে আরোহণ পূর্ব্বক বল-গর্ব্বে মনে করিল বুঝি ত্রিভুবন পরাজয় করিলাম।

এইরূপে সে কুবেরকে জয় করিয়া কৈলাস পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিল। উহাঁর মস্তকে কিরীট, কণ্ঠে রত্নহার। সে বিমানে আরোহণ করিয়া যজ্ঞবেদিগত অগ্নির ন্যায় যার পর নাই শোভা পাইতে লাগিল।

ষোড়শ সর্গ

অনন্তর রাবণ তথা হইতে মহাভাগ কার্ত্তিকেয়ের জন্মস্থান শরবনে প্রবেশ করিল। দেখিল স্বর্ণবর্ণ শরবন প্রদীপ্ত সূর্য্য-জ্যোতির ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল। পরে সে পর্ব্বতোপরি আরোহণ পূর্ব্বক রমণীয় বনবিভাগ নিরীক্ষণ করিতেছিল, ইত্যবসরে সহসা তাহার পুষ্পক রথের গতিরোধ হইল। তদ্দৃষ্টে রাবণ মন্ত্রিগণকে কহিল, দেখ এই রথ প্রভুর ইচ্ছাক্রমে গতায়াত করিবে এইরূপেই ইহা প্রস্তুত হইয়াছে, তবে কেন ইহার গতিরোধ হইল; এক্ষণে ইহা কেন আমার ইচ্ছাক্রমে আর চলিতেছে না; বোধ হয় পর্ব্বতের উপর কেহ থাকিতে পারেন তাহারই এই কার্য্য।

ধীমান মারীচ কহিল, রাজন্! অকারণে পুষ্পকের গতিরোধ হয় নাই। ধনাধিপতি কুবের ব্যতীত ইহা আর কাহাকেই বহন করিত না। এখন তুমি ইহার অধিনায়ক; বোধ হয় এই জন্য ইহা নিশ্চল হইয়া আছে।

উহারা এইরূপ ও অন্যান্যরূপ বিতর্ক করিতেছে, ইত্যবসরে বিকটাকার মুণ্ডিতমুণ্ড হ্রস্ববাহু কৃষ্ণপিঙ্গলমূর্ত্তি মহাবল নন্দী অকুতোভয়ে রাবণের পার্শ্বে আসিয়া কহিলেন, দশগ্রীব! এই পর্ব্বতে ভগবান মহাদেব দেবী পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। তুমি ফিরিয়া যাও। এখন এই স্থানে সুপর্ণ

নাগ যক্ষ দেব গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস প্রভৃতি কেহই সঞ্চরণ করিতে পারিবে না।

নন্দীশ্বরের এই কথা শুনিবামাত্র রাবণের কুণ্ডল ক্রোধে কম্পিত ও নেত্রযুগল আরক্ত হইয়া উঠিল। সে পুষ্পক রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিল, মহাদেব কে? এই বলিয়া ঐ দুর্ব্বৃত্ত বীর সহসা পর্ব্বতমূলে গমন করিল। গিয়া দেখিল, মহাদেবের অদূরে দ্বিতীয় মহাদেবের ন্যায় নন্দীশ্বর প্রদীপ্ত শূলে ভর দিয়া দণ্ডায়মান আছেন। রাবণ ঐ বানরমুখ নন্দীশ্বরকে দেখিবামাত্র অবজ্ঞা সহকারে জলদ-গম্ভীর স্বরে হাস্য করিল। তখন রুদ্রের দ্বিতীয় মূর্ত্তি ভগ-বান নন্দী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাবণ! তুই যখন আমায় বানরাকার দেখিয়া বজ্রনাদে হাস্য করিলি তখন তোর কুলক্ষয়ের নিমিত্ত আমার তুল্যরূপ মত্তুল্যবীর্য্য বান-রেরা জন্ম গ্রহণ করিবে। উহারা মনোবৎ বেগগামী, পর্ব্ব-তাকার, বলগর্ব্বিত ও সমরোৎসাহী। নখ ও দন্তই উহাদের অস্ত্র। ঐ সকল বানর মিলিয়া তোর এবং তোর পুত্র ও অমাত্যগণের প্রবল গর্ব্ব ও তেজ চূর্ণ করিবে। রে দুর্ব্বৃত্ত! আমি এখনই তোরে বিনাশ করিতে পারিতাম কিন্তু তুই স্বীয় কর্ম্মফলে বিনষ্ট হইয়া আছিস্, সুতরাং তোরে বধ করা আর উচিত হয় না।

নন্দী এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিবামাত্র অন্তরীক্ষে পুষ্পবৃষ্টি এবং দেবদুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল। কিন্তু মহাবল রাবণ উহাঁর কথা তুচ্ছ করিয়া কহিল, আমি যাইতে-ছিলাম যে নিমিত্ত আমার পুষ্পক রথের গতিরোধ হইল

এক্ষণে এই সেই শৈলকে উন্মূলিত করিব। মহাদেব কিসের বলে প্রতিনিয়ত এই পর্ব্বতে রাজবৎ বিহার করেন? এখন ভয়কারণ উপস্থিত, তিনি কি ইহা জানেন না?

এই বলিয়া মহাবীর রাবণ বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক অবিলম্বে পর্ব্বত উৎপাটন করিল। সমগ্র পর্ব্বত কাঁপিয়া উঠিল। প্রমথগণ কাঁপিতে লাগিল এবং দেবী পার্ব্বতী কম্পিত দেহে রুদ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন রুদ্র পদাঙ্গুষ্ঠে ঐ পর্ব্বতকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। দশগ্রীবের তন্নিম্নস্থ শৈলস্তম্ভাকার হস্ত নিষ্পীড়িত হইল। সে ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ঐ গর্জ্জনশব্দ যুগান্তকালীন বজ্রনাদের ন্যায় অনুমিত হইল। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিতে লাগিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ গমনকালে পথস্খলিত হইয়া পড়িলেন। সমুদ্র উদ্বেলিত ও পর্ব্বত সকল বিচলিত হইল। যক্ষ বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ইত্যবসরে অমাত্যেরা ভয়ে অভিভূত হইয়া দশগ্রীবকে কহিল, রাজন্! এক্ষণে তুমি ভগবান রুদ্রকে সন্তুষ্ট কর। তিনি ব্যতীত এই সঙ্কটে রক্ষা করেন এমন আর কেহ নাই। অতএব তুমি প্রণত হইয়া স্তুতিবাদে তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি দয়াবান। তিনি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অবশ্যই প্রসন্ন হইবেন।

অনন্তর রাবণ মহাদেবকে প্রণিপাত করিয়া সামগানে স্তব করিতে লাগিল। এইরূপ স্তব ও রোদনে সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। মহাদেব প্রসন্ন হইলেন এবং পর্ব্বততল হইতে উহার হস্ত উন্মোচন পূর্ব্বক কহিলেন, দশানন! আমি তোমার স্তবে প্রসন্ন হইলাম। তোমার হস্ত পর্ব্বততলে

নিপ্পীড়িত হওয়াতে তুমি ভীমরবে ত্রিলোককে ভীত ও প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলে; সুতরাং অদ্যাবধি তোমার নাম রাবণ হইল। এক্ষণে দেবতা মনুষ্য যক্ষ ও পৃথিবীস্থ সকলেই তোমায় ঐ নামেই ডাকিবে। রাক্ষসরাজ! আমি তোমায় অনুজ্ঞা দিতেছি তুমি যে পথে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে প্রস্থান কর।

রাবণ কহিল, দেব! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমায় অভীষ্ট বর প্রদান করুন। আমি দেব দানব রাক্ষস গন্ধর্ব্ব গুহ্যক নাগ ও অন্যান্য প্রবল জীবের অবধ্য হইয়া আছি। মনুষ্যেরা স্বল্পপ্রাণ, এজন্য তাহাদিগকে গণনাই করি না। আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে এইরূপ দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার প্রসাদে আয়ুর অবশেষ নির্ব্বিঘ্নে যাপন করিবার ইচ্ছা করি এবং আপনি আমাকে কোন এক সর্ব্ববিজয়ী অস্ত্রও দিন।

তখন মহাদেব রাক্ষসরাজ রাবণকে চন্দ্রহাস নামে এক প্রদীপ্ত খড়্গ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমার অবশিষ্ট আয়ু সুখে যাইবে। তুমি এই চন্দ্রহাস খড়্গকে কদাচ অবজ্ঞা করিও না। যদি কর ইহা নিশ্চয় আমার নিকট আবার আসিবে।

অনন্তর রাবণ মহাদেবকে অভিবাদন পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিল এবং মহাবল ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিল। তৎকালে কোন কোন তেজস্বী যুদ্ধোন্মত্ত ক্ষত্রিয় উহাকে অপহেলা করাতে সমূলে বিনষ্ট হইল এবং অনেকে অভিজ্ঞতাবলে

ঐ রাক্ষসকে দুর্জ্জয় জানিয়া উহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল।

সপ্তদশ সর্গ।

একদা রাবণ পর্য্যটনপ্রসঙ্গে হিমালয়ের কোন এক অরণ্যে দেখিল, একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা মুনিব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক দীপ্ত দেবতার ন্যায় তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার এবং পরিধান কৃষ্ণাজিন। রাবণ ঐ কন্যাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অনঙ্গশরে জর্জ্জরিত হইয়া হাস্যমুখে জিজ্ঞাসিল, সুন্দরি! এ কি করিতেছ? এই কার্য্য তোমার যৌবন কালের বিরোধী; বলিতে কি, এইরূপ রূপের এই প্রকার আচরণ নিতান্ত বিসদৃশ। তোমার রূপলাবণ্য অলোকসামান্য, দেখিলেই মন উন্মত্ত হইয়া উঠে। তপস্যা এ বয়সের নয়, ইহা বার্দ্ধক্যেই খাটিয়া থাকে। ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা? এই ব্রতই বা কি? এবং তোমার স্বামীই বা কে? যে ব্যক্তি তোমার ন্যায় স্ত্রীরত্ন পাইয়াছে জীবলোকে সেই পুণ্যবান। বল তুমি কোন্ উদ্দেশে এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিতেছ।

তখন ঐ তাপসী রাবণের আতিথ্য সৎকার করিয়া কহিলেন, রাজর্ষি কুশধ্বজ আমার পিতা। তিনি বৃহস্পতির পুত্র ও তত্তুল্য বুদ্ধিমান। ঐ মহাত্মা যখন বেদপাঠ করিতেন সেই সময় আমি তাঁহা হইতে বাঙ্ময়ী মূর্ত্তিতে জন্ম গ্রহণ করি, এই

জন্য আমার নাম বেদবতী হইয়াছে। পরে আমার বিবাহ-যোগ্য কাল উপস্থিত হইলে দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস ও পন্নগেরা তাঁহার নিকট আসিয়া আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিল কিন্তু তিনি আমায় কাহারই হস্তে দেন নাই। দেবপ্রধান ত্রিলোকীনাথ বিষ্ণু জামাতা হন ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়; এই জন্য তিনি আমায় কাহারই হস্তে দেন নাই। পরে বলদৃপ্ত দৈত্য-রাজ শুম্ভ আমার পিতার এই সুদৃঢ় সংকল্পে যার পর নাই কুপিত হয় এবং একদা রজনীযোগে নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহাকে আসিয়া বিনাশ করে? পরে আমার জননী একান্ত শোকাকুল হইয়া পিতার মৃত দেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করেন। এক্ষণে আমি পিতৃমনোরথ সিদ্ধ করিবার উদ্দেশে প্রতিজ্ঞা করিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। রাজন্! আমি আত্মবৃত্তান্ত অবিকল তোমায় কহিলাম, নারায়ণই আমার মনোমত স্বামী। সেই পুরুষোত্তম ব্যতীত কেহই আমার প্রার্থনীয় নহে। আমি তাঁহারই আশয়ে এই কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া আছি। রাজন্! আমি তোমাকে জানি, এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, ত্রিলোকে যাহা কিছু ঘটিতেছে তপোবলে তাহার কিছুই আমার অবিদিত নাই।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইয়া বিমান হইতে অবতরণ পুর্ব্বক কহিল, মৃগলোচনে! তোমার যখন এইরূপ বুদ্ধি তখন তুমি বড় গর্ব্বিত। পুণ্যসঞ্চয় বৃদ্ধগণেরই শোভা পায়। তুমি সর্ব্বগুণসম্পন্না, এরূপ কথা তোমার উচিত হয় না। ত্রিলোকমধ্যে তুমিই সুন্দরী। এক্ষণে তোমার যৌবনকাল অতীত হয়। দেখ আমি লঙ্কার অধিপতি,

নাম দশগ্রীব, এক্ষণে তুমি আমার পত্নী হও এবং নানা-রূপ রাজভোগে সুখে কালক্ষেপ কর। তুমি যাহাকে বিষ্ণু বলিতেছ, সে কে? বলবীর্য্য ঐশ্বর্য্য ও তপোবলে সে আমার সমকক্ষ নহে।

বেদবতী কহিলেন, না, ওরূপ কহিও না। বিষ্ণু বিশ্ব-রাজ্যের রাজা ও সকলের পূজনীয়। তোমা ব্যতীত কোন্ বুদ্ধিমান তাঁহার অবমাননা করিতে পারে?

তখন কামার্ত্ত রাবণ বলপূর্ব্বক তাঁহার কেশমুষ্টি গ্রহণ করিল। বেদবতী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কেশ আচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন এবং দেহবিসর্জনের জন্য চিতা জ্বালিয়া ক্রোধানলে উহাকে দগ্ধ করিয়াই কহিতে লাগিলেন, নীচ! তুই আমার অব-মাননা করিলি, আর আমি এ প্রাণ রাখিতে চাই না। এক্ষণে তোরই সমক্ষে অগ্নিপ্রবেশ করিব। রে পাপিষ্ঠ! তুই যখন এই অরণ্যমধ্যে আমায় কেশগ্রহণ পূর্ব্বক অবমাননা করিলি তখন তোর বিনাশের জন্য আমি পুনর্ব্বার জন্মিব। পাপা-শয় পুরুষকে বধ করা স্ত্রীলোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। আর যদিও তোরে অভিসম্পাত দিয়া নষ্ট করি তাহাতে আমার তপঃক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। যাই হৌক, এক্ষণে যদি কিছু পুণ্যসঞ্চয় করিয়া থাকি, যদি কিছু তপ জপ করিয়া থাকি, তবে তাহার ফলে আমি তোর বিনাশের জন্য কোন ধার্ম্মিকের অযোনিজা কন্যারূপে জন্মিব।

এই বলিয়া বেদবতী জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে চতুর্দ্দিকে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাম! সেই বেদবতীই রাজর্ষি জনকের কন্যা ও তোমার

ভার্য্যা। তুমি সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু। পূর্ব্বে বেদবতী ক্রোধানলে যাহাকে বিনষ্টপ্রায় করিয়াছিলেন সেই শত্রুকে তিনিই আবার তোমার অলৌকিক বাহুবলের আশ্রয় লইয়া বিনাশ করিয়াছেন। এই অগ্নিশিখাসদৃশী বেদবতী মর্ত্ত্যলোকে হলকর্ষিত ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইবেন।

অষ্টাদশ সর্গ।

বেদবতী অগ্নিপ্রবেশ করিলে রাক্ষসরাজ রাবণ পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইল। দেখিল, উশীরবীজ দেশে রাজা মরুত্ত দেবগণের সহিত যজ্ঞ করিতেছেন। বৃহস্পতির সাক্ষাৎ ভ্রাতা ব্রহ্মর্ষি সম্বর্ত্ত ঐ যজ্ঞে যাজনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তখন দেবগণ ঐ বরলাভগর্ব্বিত দুর্জ্জয় রাক্ষসকে দেখিয়া পরাভব-ভয়ে তির্য্যক্‌যোনিতে প্রচ্ছন্ন হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ময়ূরের, ধর্ম্মরাজ যম কাকের, ধনাধিপতি কুবের কৃকলাসের এবং নীরাধিপতি বরুণ হংসের রূপ ধারণ করিলেন। অপরাপর দেবতাও অন্যান্য জীব জন্তুর রূপ ধারণ করিয়া আত্মগোপন করিলেন। ইত্যবসরে দুর্ব্বৃত্ত রাবণ একটা অপবিত্র কুক্কুরের ন্যায় যজ্ঞবাটে প্রবেশ করিল এবং রাজা মরুত্তকে কহিল, রাজন্! তুমি হয় আমার সহিত যুদ্ধ কর, না হয় বল আমি পরাজিত হইলাম।

মরুত্ত জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে? রাবণ অট্টহাস্যে কহিল,

রাজন্! আমি কুবেরের অনুজ রাবণ। আমাকে যে জান না তোমার এই অনৌৎসুক্যে প্রীত হইলাম। আমি কুবেরকে জয় করিয়া এই বিমান আনিয়াছি। ত্রিলোকে এমনকে আছে যে আমার বলবিক্রমেরর কথা জানে না।

মরুত্ত কহিলেন, তুমি যখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে জয় করিয়াছ তখন তুমিই ধন্য। তোমার তুল্য প্রশংসনীয় ত্রিলোকে আর কে আছে। তুমি পূর্ব্বে কোন্ ধর্ম্মবলে বরলাভ কর। তুমি স্বয়ং জ্যেষ্ঠকে জয় করিবার কথা যেরূপ কহিতেছ আমরা এরূপ ত কখন কিছু শুনি নাই। রে নির্ব্বোধ! তুই দাঁড়া, প্রাণ থাকিতে আর যাইতে পারিবি না। আজ আমি তোরে শাণিত শরে এই দণ্ডেই যমালয়ে পাঠাইব।

তখন রাজা মরুত্ত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া ধনুর্ব্বাণহস্তে ক্রোধভরে নির্গত হইলেন। ইত্যবসরে ব্রহ্মর্ষি সম্বর্ত্ত উহাঁর পথরোধ পূর্ব্বক স্নেহ বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! যদি আমার কথা শুন তো যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এই মহেশ্বর যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকিলে নিশ্চয় কুলক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ দীক্ষিত ব্যক্তির আবার যুদ্ধ কি? এবং তাহার ক্রোধই বা কেন? আরও যুদ্ধে জয়লাভের পক্ষে বিলক্ষণ সংশয় আছে, কারণ ঐ রাক্ষস একান্ত দুর্জ্জয়।

অনন্তর মহীপাল মরুত্ত গুরু সম্বর্ত্তের অনুরোধে ধনুর্ব্বাণ রাখিয়া সুস্থ মনে যজ্ঞবাটে গমন করিলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষস-মন্ত্রী শুক উহাকে পরাজিত বুঝিয়া হর্ষভরে 'রাবণের জয়' এই বলিয়া সিংহনাদ করিল। রাবণ অভ্যাগত ঋষিগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু ঐ দুরাত্মা উহাঁদের রক্তে

সম্যক্ পরিতৃপ্ত হইল না। পরে সে যুদ্ধার্থী হইয়া পুনর্ব্বার পৃথিবী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইল।

রাক্ষসরাজ রাবণ প্রস্থান করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ তির্য্যক্-জাতির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব রূপ পরিগ্রহ করিলেন। তখন ইন্দ্র ময়ূরকে কহিলেন, ময়ূর! আমি অতিমাত্র প্রীত হইলাম। অতঃপর তোমার ভুজঙ্গভয় আর থাকিবে না। তোমার পুচ্ছে সহস্র নেত্র শোভাবর্দ্ধন করিবে এবং আমি যখন মুষলধারে বৃষ্টি করিব তখন তোমার মনে হর্ষোদ্রেক হইবে। এই আমার প্রীতিচিহ্ন। রাজন্! পূর্ব্বে ময়ূরের পুচ্ছ কেবল নীলবর্ণ ছিল, ইন্দ্রের বরদান অবধি উহা নেত্র সমূহে চিত্রিত হয়। পরে ধর্ম্মরাজ যম কাককে কহিলেন, কাক! আমি অতিমাত্র প্রীত হইলাম। আমি অন্যান্য প্রাণিকে যে সমস্ত রোগযন্ত্রণা দিয়া থাকি তোমার তাহা কদাচ ঘটিবে না। আমার বরে তোমার মৃত্যুভয় তিরোহিত হইল। যাবৎ মনুষ্য তোমাকে না বধ করে তাবৎ কাল-পর্য্যন্ত তুমি জীবিত থাকিবে। আর আমার অধিকারে ক্ষুধার্ত্ত যত মনুষ্য আছে তুমি আহার করিলে তাহাদের সকলেরই তৃপ্তি হইবে। পরে বরুণ গঙ্গাজলবিহারী হংসকে কহিলেন, হংস! আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। তোমার বর্ণ চন্দ্রমণ্ডল ও ফেনরাজির ন্যায় ধবল ও মনোহর হইবে। জলের উপর বিচরণেই তোমার সৌন্দর্য্য, এবং তুমি সততই সন্তুষ্ট থাকিবে; এই আমার প্রীতিচিহ্ন। রাজন্! পূর্ব্বে হংসের বর্ণ সর্ব্বাংশে শ্বেত ছিল না, পক্ষের অগ্রভাগ নীল এবং ভুজমধ্য শ্যামল ছিল। পরে কুবের পর্ব্বতস্থ কৃকলাসকে

কহিলেন, কৃকলাস! আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। তোমার বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় হইবে এবং তোমার মস্তক নিয়ত স্বর্ণবৎ উজ্জ্বল থাকিবে। এই আমার প্রীতির চিহ্ন।

দেবগণ ঐ সমস্ত তির্য্যকজাতিকে এইরূপে বরপ্রদান পূর্ব্বক রাজা মরুত্তের সহিত সেই যজ্ঞোৎসব হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

একোনবিংশ সর্গ।

এদিকে রাবণ যুদ্ধার্থী হইয়া নানা রাজ্য পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইল। সে সুরপ্রভাব রাজগণের নিকট গিয়া কহিতে লাগিল, তোমরা হয় আমার সহিত যুদ্ধ কর, না হয় বল আমরা পরাজিত হইলাম; নচেৎ তোমাদের আর কিছুতেই নিস্তার নাই। যে সমস্ত রাজা মহাবল নির্ভীক বিচক্ষণ ও ধর্ম্মশীল, তাঁহারাও উহাকে অপেক্ষাকৃত প্রবল বুঝিয়া মন্ত্রণা পূর্ব্বক কহিলেন, আমারা পরাজিত হইলাম। এই রূপে মহারাজ দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয়, ও পুরূরবা ইহাঁরা রাবণের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। পরে মহাবল রাবণ রাজা অনরণ্যের রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে কহিল, রাজন্! তুমি হয় যুদ্ধ কর, না হয় বল আমি পরাজিত হইলাম। এই আমার আদেশ।

রাজা অনরণ্য রাবণের এই কথায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাক্ষস! আইস আমরা উভয়েই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত

হই। তখন অনরণ্যের সৈন্য রাক্ষসবধের জন্য নির্গত হইতে লাগিল। দশ সহস্র হস্তী, নিযুত অশ্ব, অসংখ্য পদাতি ও রথ রণস্থলে চলিল। তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। কিন্তু রাজা অনরণ্যের সৈন্য জ্বলন্ত হুতাশনে নিক্ষিপ্ত আহুতির ন্যায় রাক্ষসগণের অস্ত্র শস্ত্রে নষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত ক্ষত্রিয়বীর বহুক্ষণ যুদ্ধ করিল, যথেষ্ট বল বিক্রম দেখাইল, কিন্তু রাবণের হস্তে ক্ষণকালমধ্যে নিঃশেষ হইয়াগেল। মহা-সমুদ্রে যেমন শত শত নদী পড়িয়া অনুদ্দিষ্ট হয়, রাক্ষসগণের মধ্যে পড়িয়া উহাদের তদ্রূপই দুর্দ্দশা ঘটিল। তদ্দৃষ্টে রাজা অনরণ্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রধনুসদৃশ শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক রাবণের সন্নিহিত হইলেন। তখন শুক ও সারণ উহাঁর বল বিক্রমে ভীত হইয়া মৃগের ন্যায় পলায়ন করিল। পর্ব্বতোপরি বৃষ্টিপাতের ন্যায় রাবণের মস্তকে শরবৃষ্টি হইতে লাগিল; কিন্তু সে কিছুমাত্র ব্যথিত হইল না। পরে ঐ মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অনরণ্যকে এক চপটাঘাত করিল; অনরণ্য কম্পিত দেহে বিহ্বল হইয়া বজ্রাহত শালবৃক্ষের ন্যায় রথ হইতে নিপতিত হইলেন। তখন রাবণ হাস্য করিয়া কহিল, বীর! তুমি না আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে? এখন কি হইল? আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে ত্রিলোকে এমন কে আছে? রাজন্! বোধ হয় তুমি এতাবৎ কাল ভোগসুখে নিমগ্ন ছিলে এই জন্য আমার বল বিক্রমের কথা তোমার কর্ণগোচর হয় নাই।

মহারাজ অনরণ্য মৃতকল্প। তিনি রাবণের এই কথা সহ্য করিতে না পারিয়া কহিলেন; রাক্ষস! আমি কি করিব,

কাল দুর্নিবার। তুমি বৃথা কেন আর আত্মশ্লাঘা কর। কালই আমার এই পরাজয়ের মূল। তুমি উপলক্ষ্য মাত্র। এক্ষণে এই অন্তিম দশায় আর আমি তোমার কি করিব। আমি যুদ্ধে বিমুখ হই নাই, প্রত্যুত যুদ্ধ করিতে করিতে তোমার হস্তে মরিলাম। কিন্তু ইক্ষ্বাকুকুলের এই অবমাননা নিবন্ধন আমি তোমাকে কিছু বলিতে চাই। যদি আমি তপ জপ করিয়া থাকি, যদি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া থাকি, এবং যদি কখন সৎপাত্রে দান করিয়া থাকি তবে আমার এই বাক্য যেন সফল হয়। রাক্ষস! এই ইক্ষ্বাকুবংশে রাম নামে এক মহাবীর জন্মিবেন। অতঃপর তাঁহারই হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে।

রাজা অনরণ্য রাক্ষসরাজ রাবণকে এইরূপ অভিসম্পাত করিবামাত্র দেবদুন্দুভি মেঘগম্ভীর নাদে ধ্বনিত হইতে লাগিল। অনরণ্য স্বর্গারোহণ করিলেন। রাবণও তথা হইতে প্রস্থান করিল।

বিংশ সর্গ।

রাবণ মনুষ্যগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিল, ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ মেঘপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক উহার নিকট উপস্থিত। তখন রাবণ উহাঁকে অভি-বাদন পূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসিল, দেবর্ষে! আপ-নার আগমন করিবার কারণ কি? নারদ মেঘপৃষ্ঠে থাকিয়াই

কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাজ! একটু দাঁড়াও, আমি তোমার বলবিক্রমে যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। পূর্ব্বে বিষ্ণু দৈত্যবিনাশ করিয়া আমার প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমি গন্ধর্ব্ব ও উরগ প্রভৃতিকে বিনাশ করিলে আমি হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইব। বীর! এই প্রসঙ্গে তোমায় কোন কথা বলিবার আছে, তুমি মনোযোগ দিয়া শুন। বৎস! তুমি দেবদানবের অবধ্য, কিন্তু এই মনুষ্যবিনাশে তোমার ফল কি? ইহারা যখন মৃত্যুর বশীভূত তখন তো একরূপ মরিয়াই আছে। অতএব ইহাদিগকে ক্লেশ দেওয়া তোমার উচিত হয় না। যাহারা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, নানা বিপদে আক্রান্ত এবং জরা ও ব্যাধির একান্ত বশীভূত, তাহাদিগকে বিনাশ করিতে কোন্ ব্যক্তির প্রবৃত্তি হয়। আহা! ইহারা সর্ব্বত্রই নানা অনিষ্টে উপহত, ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে কোন্ বুদ্ধিমানের ইচ্ছা হয়? ইহারা ক্ষয়োন্মুখ দৈবহত পিপাশার্ত্ত এবং বিষাদ ও শোকে অভিভূত, তুমি ইহাদিগকে বিনাশ করিও না। বৎস! ইহারা পদার্থটা কি একবার আলোচনা করিয়া দেখ। ইহারা যদিও অজ্ঞানে উপহত কিন্তু বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরুষার্থে আসক্ত। ইহাদের গতি কিছুমাত্র বুঝা যায় না। ইহারা কখন হৃষ্ট মনে নৃত্যগীতাদি লইয়া কালক্ষেপ করে এবং কখন বা কাতর হইয়া ধারাকুল লোচনে রোদন করিয়া থাকে। বলিতে কি, ইহারা স্বজনস্নেহ ও স্ত্রী বিষয়ক কামনায় অধঃপাতে গিয়াছে। পারলৌকিক ক্লেশ কিছুই বুঝিতে পারে না। অতএব ইহাদিগকে দুঃখ দিয়া তোমার কি হইবে। তুমি তো মর্ত্যলোককে

পরাজয়ই করিয়াছ। কিন্তু মনুষ্যেরা যমের বশীভূত, এক্ষণে সেই যমকে নিগ্রহ কর, তাহাকে জয় করিলে সমস্তই পরাজিত হইবে।

[illegible] ক্ষসরাজ রাবণ হাস্য করিয়া স্বতেজঃপ্রদীপ্ত নার[illegible] ভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! আমি এক্ষণে পাতাল জয় করিবার জন্য চলিয়াছি। পরে অন্যান্য লোক জয় করিয়া নাগ ও দেবগণকে স্ববশে স্থাপন পূর্ব্বক অমৃত লাভার্থ সমুদ্র মন্থন করিব।

নারদ কহিলেন, রাক্ষসরাজ! যমলোকের পথ অতি দুর্গম। তোমাব্যতীত সেই পথ দিয়া যাইতে পারে এমন আর কে আছে?

তখন রাবণ ঐ শারদমেঘশুভ্র ঋষিকে কহিল, তপোধন! আপনার আজ্ঞাই আমার শিরোধার্য্য। আমি সেই দুর্গম পথ দিয়া সূর্য্যতনয় যমকে বধ করিবার নিমিত্ত এখনই দক্ষিণ দিকে যাইব। পূর্ব্বে আমি ক্রোধবশে চারিটি লোকপালকে জয় করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি। এক্ষণে তজ্জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমি এখনই যমালয়ে যাত্রা করিব এবং যে প্রাণিমাত্রেরই ক্লেশকর আমি সেই যমকে মৃত্যুমুখে ফেলিব। এই বলিয়া রাবণ দেবর্ষি নারদকে অভিবাদন পূর্ব্বক মন্ত্রিগণের সহিত দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিল।

তখন নারদ বিধূম বহ্নির ন্যায় গম্ভীর হইয়া ভাবিলেন, আয়ুক্ষয় হইলে যিনি ধর্ম্মানুসারে চরাচর সমস্ত লোককে ক্লেশ দিয়া থাকেন রাবণ সেই যমকে কিরূপে জয় করিবে। যিনি দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় লোকের পাপপুণ্যের সাক্ষী, যে

মহাত্মার কৃপায় জীবসকল সচেতন থাকিয়া জীবব্যবহারে রত আছে, যাঁহার ভয়ে ত্রিলোকের সমস্ত লোক শশব্যস্ত, রাবণ সেই যমের নিকট স্বয়ং কিরূপে যাইবে। যিনি বিধাতা ও ধাতা, এবং সদসৎ কার্য্যের ফলদাতা, যিনি ত্রিভুবনবিজয়ী রাবণ তাঁহাকে কিরূপে জয় করিবে। কালই সর্ব্বকারণ, এই কালাতিরিক্ত কোন্ কারণ আশ্রয় করিয়া রাবণ কালকে জয় করিবে, এইটি দেখিবার জন্য আমার কৌতূহল হইয়াছে। এক্ষণে আমি স্বয়ংই যমালয়ে চলিলাম। এই উভয়ের যুদ্ধ দেখা আমার সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য।

একবিংশ সর্গ।

অনন্তর দেবর্ষি নারদ ত্বরিত পদে যমালয়ে যমের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যম হুতাশনকে সম্মুখে রাখিয়া কর্ম্মানুসারে প্রাণিগণকে শুভাশুভ ভোগ প্রদান করিতেছেন। তখন যম উহাকে দেখিতে পাইয়া ধর্ম্মানু-সারে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন এবং তিনি উপবিষ্ট হইলে জিজ্ঞা-সিলেন, তপোধন! আপনার কুশল ত? ধর্ম্ম ত বিনষ্ট হই-তেছে না? আগমনের কারণ কি? নারদ কহিলেন, যম! সমস্তই বলি শুন, এবং যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। দশগ্রীব নামে এক দুর্জ্জয় রাক্ষস আছে। সে তোমাকে জয় করিবার জন্য এই স্থানে আসিতেছে। সেই জন্য আমি দ্রুতপদে তোমার নিকট আইলাম। জানি না আজ দণ্ডধারীর অদৃষ্টে কি আছে!

ইত্যবসরে সহসা অতিদূরে উজ্জ্বল বিমান দীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইল। রাবণ উহার প্রভাজালে যমলোক আলোকিত করিয়া আসিতে লাগিল। সে দেখিল প্রাণিগণ স্বস্ব কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিতেছে। কোথাও রুক্ষস্বভাব ভীষণ যমকিঙ্করেরা কাহাকে বধবন্ধনক্লেশে ফেলিতেছে, কোথাও দুঃখিতের আর্ত্তনাদ; কোথাও কৃমিকীট ও ভীষণ কুক্কুরেরা কাহাকে খাইতেছে, কোথাও বা দুঃশ্রব লোমহর্ষণ করুণ বিলাপ। কাহাকে শোণিতবাহিনী বৈতরণী বারবার পার করাইতেছে, কাহাকেও পুনঃ পুনঃ তপ্ত বালুকায় লুঠাইতেছে; কাহাকে অসিপত্র বনে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে; কাহাকে ঘোর রৌরব নরকে, কাহাকে ক্ষার নদীতে এবং কাহাকেও বা ক্ষুরধারায় ফেলিতেছে। কোথাও কেহ জলপ্রার্থী, কেহ বা ক্ষুধার্ত্ত। ঐ সকল জীব শবের ন্যায় কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট বিবর্ণ ও দীন। উহাদের গাত্র মলপঙ্কে লিপ্ত ও রুক্ষ এবং কেশ উন্মুক্ত। রাবণ যমলোকে ঐরূপ অসংখ্য জীবকে দেখিতে পাইল। আবার কোথাও দেখিল, অনেকে স্বকৃতপুণ্যবলে গীতবাদ্য লইয়া রমণীয় প্রাসাদে প্রমোদসুখ অনুভব করিতেছে। যে গোদান করিয়াছিল সে দানফল ক্ষীর, অন্নদাতা অন্ন, এবং গৃহদাতা ধনরত্নে পূর্ণ রমণীসঙ্কুল গৃহ পাইয়াছে। তখন মহাবল রাবণ বল পূর্ব্বক যন্ত্রণানিপীড়িত ব্যক্তিদিগকে উন্মুক্ত করিয়া দিল। পাপিষ্ঠ নারকীদিগের অদৃষ্টে মুহূর্ত্তের জন্য অচিন্তিত অতর্কিত সুখ উপস্থিত। তদ্দৃষ্টে প্রেতরক্ষকগণ ক্রোধভরে রাবণকে আক্রমণ করিল। চতুর্দ্দিকে তুমুল শব্দ। উহারা পুষ্পকের উপর

অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এবং অল্পক্ষণের মধ্যে উহার বেদী তোরণ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া দিল। কিন্তু ঐ দেবরথ ক্ষয় হইবার নয়। উহা ক্ষণকাল মধ্যেই আবার পূর্ব্ববৎ হইল।

মহাবীর রাবণ যমসৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিতে লাগিল। উহার সচিবগণের সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত ও শোণিতে লিপ্ত। রণস্থল অতিমাত্র ভীষণ হইয়া উঠিল। যমের অনুচরগণ রাবণের প্রতি নিরবছিন্ন শূল-বৃষ্টি করিতে লাগিল। উহার দেহ জর্জ্জরীভূত ও রুধির-ধারায় সিক্ত। সে তৎকালে কুসুমিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় সুশোভিত হইল। পরে ঐ মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যম-সৈন্যের প্রতি শূল গদা প্রাস শক্তি তোমর শিলা ও বৃক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। উহারাও ঐ সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র নিরাশ পূর্ব্বক উহাকে গিয়া আক্রমণ করিল এবং উহাকে বেষ্টন করিয়া পর্ব্বতোপরি বারিধারার ন্যায় শূল ও ভিন্দি-পাল বৃষ্টি করিয়া উহাকে নিরুচ্ছ্বাস করিয়া ফেলিল। এই অবসরে রাবণ পুষ্পক পরিত্যাগ করিল। উহার প্রহারব্যথা মুহূর্ত্ত মধ্যে বিদূরিত। সে ক্রোধভরে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় দাঁড়াইল এবং তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া শরাশনে পাশুপত অস্ত্র সন্ধান ও আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিল; ঐ অস্ত্র বিশ্বদাহোদ্যত ধূমাকুল জ্বালাকরাল প্রবৃদ্ধ অগ্নির ন্যায় ভীষণ। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র বৃক্ষ লতাদি সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়া চলিল। যমের সৈন্যগণ উহার প্রখর তেজে দগ্ধ হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় পড়িতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাবণ

ও তাহার সচিবগণ সিংহনাদ করিয়া উঠিল। মেদিনীও কাঁপিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ সর্গ।

যম ঐ সিংহনাদ শুনিয়া বুঝিলেন স্বপক্ষে সৈন্যক্ষয় ও পর পক্ষ বিজয়ী হইয়াছে। তখন ক্রোধে তাঁহার নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি সারথিকে কহিলেন, সারথে! তুমি শীঘ্র আমার রথ লইয়া আইস। সারথি অবিলম্বে দিব্য রথ সুসজ্জিত করিয়া আনিল। যম যুদ্ধবেশে রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সম্মুখে সর্ব্বসংহারক মুদ্গারধারী সাক্ষাৎ মৃত্যু এবং পার্শ্বে অগ্নিবৎ প্রদীপ্ত মূর্ত্তিমান কালদণ্ড। তখন সমস্ত জীব ঐ সর্ব্বলোকভীষণ রোষকষায়িত লোচন কৃতান্তকে দেখিয়া যার পর নাই শঙ্কিত হইল। দেবগণও ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। অনতিকালমধ্যে যমের রথ ভীম ঘর্ঘর রবে রণস্থলে উত্তীর্ণ হইল। রাবণের অল্পপ্রাণ সচিবেরা ঐ ঘোরদর্শন রথে যমকে দেখিয়া উহার সহিত যুদ্ধ করা দুষ্কর বোধে ভয়মোহে পলাইতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে রাক্ষসরাজ রাবণ কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইল না। অনন্তর যম ও রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শক্তি ও তোমর অস্ত্রে রাবণের মর্ম্মস্থল ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। রাবণ সুস্থ হইয়া উঁহার রথোপরি বারিধারার ন্যায় অস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুমাত্র

প্রতিকারে সমর্থ হইল না। এই রূপে ক্রমশ সাত রাত্রি তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ সময় তথায় আসিয়া দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া যুদ্ধ দেখিতে ছিলেন। তৎকালে যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত। রাবণ বজ্র-বৎ ধনু বিস্ফারণ পূর্ব্বক শরে শরে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে চার শরে মৃত্যুকে ও সাত শরে সারথিকে বিদ্ধ করিয়া, অসংখ্য শরে যমের মর্ম্মস্থল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। যমও যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। উহাঁর মুখ হইতে জ্বালাকরাল কোপাগ্নি নিঃশ্বাসধূমের সহিত নির্গত হইতে লাগিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। তখন মৃত্যু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যমকে কহিল, রাজন্! তুমি আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি এই পাপিষ্ঠ রাক্ষসকে এখনই বিনাশ করিতেছি। আমার স্বাভাবিক মর্য্যাদা এই যে, যে আমার চক্ষে পড়িবে সে আর বাঁচিবে না। শ্রীমান্ হিরণ্যকশিপু, নমুচি, শম্বর, নিসন্দি, ধূমকেতু, বৈরোচন বলি, দৈত্যরাজ শম্ভু, বৃত্র, বাণ, শাস্ত্রবিৎ রাজর্ষি, গন্ধর্ব্ব, উরগ, ঋষি, যক্ষ, পক্ষী, অপ্সরা, অধিক আর কি, যুগান্তকালে এই সসাগরা পৃথিবী পর্য্যন্ত আমি ধ্বংস করিয়াছি। রাক্ষস রাবণের কথা ত সামান্য, এক্ষণে যাহাদের নাম উল্লেখ করিলাম ইহাদের ব্যতীতও অনেকানেক মহাবল বীর আমার দৃষ্টিপাত-মাত্র বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব, রাজন্! আপনি একবার আমায় ছাড়িয়া দিন। আমি এই দণ্ডেই ইহাকে বিনাশ করিতেছি। অতি প্রবল বীরও আমার চক্ষে পড়িলে বাঁচিবে না। ইহা আমার শক্তি নয়, কিন্তু স্বাভাবিক মর্য্যাদা।

প্রবলপ্রতাপ যম কহিলেন, মৃত্যু তুমি স্থির হও, আমিই ঐ দুর্ব্বৃত্তকে বিনাশ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া স্বহস্তে অমোঘ কালদণ্ড উত্তোলন করিলেন। উহাঁর পার্শ্বে কালপাশ এবং অগ্নিবৎপ্রদীপ্ত বজ্রকল্প স্বয়ং মুদ্গার। ঐ কালদণ্ড স্পৃষ্ট বা নিক্ষিপ্ত হওয়া দূরে থাক দৃষ্টমাত্রই জীবের প্রাণ নষ্ট হয়। উহা জ্বালাকরাল ও ভীষণ। রাক্ষসরাজ রাবণ উহার প্রখর তেজে দগ্ধ প্রায় হইল। উহার সচিবেরা ভীতমনে পলাইতে লাগিল। এবং দেবগণও অধীর হইয়া উঠিলেন।

ইত্যবসরে প্রজাপতি ব্রহ্মা তথায় প্রাদুর্ভূত হইয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি রাবণকে এই কালদণ্ডে বিনাশ করিও না। আমার বরে ঐ দুষ্ট সুরাসুরের অবধ্য হইয়া আছে। সুতরাং উহাকে বিনষ্ট করিলে আমার কথা ব্যর্থ হইবে। এইটি তোমার পক্ষে অনুচিত কার্য্য। দেব বা মনুষ্যের মধ্যে যে কেহ হউন আমার কথার অন্যথাচরণ করিলে তাহার দ্বারা এই ত্রিলোক মিথ্যাদোষে নিশ্চয় উপহত হইবে। তুমি আমার প্রিয় বা অপ্রিয় নির্বিশেষে যাহার প্রতি এই দারুণ কালদণ্ড নিক্ষেপ করিবে সে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবে। ইহার প্রয়োগ অমোঘ। সমস্ত জীবের মৃত্যু ইহার আয়ত্ত। ইহাকে সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যই অমার এইরূপ। অতএব তুমি এই কালদণ্ড ঐ রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিও না। এই দণ্ড প্রহারে যদি এই নিশাচর মরিয়া যায় তবে আমার কথা মিথ্যা, অথবা যদি নাই মরে তবে আমার সৃষ্ট এই দণ্ডও মিথ্যা। অতএব তুমি এখনই ইহা

প্রতিসংহার কর। যদি লোকের মুখাপেক্ষা করা তোমার উচিত হয় তবে আমায় মিথ্যাদোষে লিপ্ত করিও না।

যম কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদের অধিপতি, আমি এখনই এই কালদণ্ড প্রতিসংহার করিলাম! রাবণ আপনার বরপ্রভাবে সুরাসুরের অবধ্য হইয়া আছে। যদি আমি উহাকে বিনাশ করিতে না পারিলাম তবে এই রণ-স্থলে থাকিয়া আর আমার কি ফল হইবে। এক্ষণে ইহার দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত হওয়াই আমার কর্ত্তব্য।

এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ যম, রথ ও অশ্বের সহিত অন্তর্ধান করিলেন। দশগ্রীবও জয়ী হইয়া স্বনাম প্রখ্যাপন পূর্ব্বক যমলোক হইতে নির্গত হইল। যম, মহর্ষি নারদ, অন্যান্য দেবগণ ও ব্রহ্মার সহিত একান্ত হৃষ্ট হইয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

রাবণ ধর্ম্মরাজ যমকে এইরূপে পরাজয় করিয়া সমর-সহায় রাক্ষসগণের সহিত সাক্ষাৎ করিল। উহার ক্ষতবি-ক্ষতদেহে রক্তধারা বহিতেছে। মারীচ প্রভৃতি রাক্ষসেরা জয়লাভ নিবন্ধন উহার সম্বর্দ্ধনা করিল। তৎকালে যমের পরাজয়ে উহাদের বিস্ময়ের আর পরসীমা রহিল না। পরে রাবণ সকলকে লইয়া পুষ্পকে আরোহণ পূর্ব্বক পাতালে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত দৈত্যের অধিষ্ঠানভূমি, উরগগণের

আশ্রয়, বরুণরক্ষিত মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিল। এবং বাসু-কির ভোগবতী পুরীতে গমন ও নাগগণকে স্ববশে স্থাপন পূর্ব্বক হৃষ্ট মনে মণিময়ী পুরীতে চলিল। উহা নিবাতকবচ নামক দৈত্যগণের বাসস্থান। রাক্ষসেরা তথায় উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। নিবাতকবচগণ ব্রহ্মার বরে মহাবল ও অবধ্য। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। উহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শূল ত্রিশূল কুলিশ পট্টিশ অসি ও পরশু দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। সংবৎসর অতীত হইয়া যায় কিন্তু দুই পক্ষে জয় কি পরাজয় কিছুই হইল না।

ইত্যবসরে ত্রিলোকের গতি অবিনাশী ব্রহ্মা বিমানযোগে শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নিবাত কবচগণকে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত করিয়া কহিলেন, দেখ, এই রাবণ সুরাসুরের অজেয় এবং তোমারাও আমার বরপ্রভাবে অন্যের অবধ্য হইয়া আছ। এক্ষণে আমার ইচ্ছা এই যে তোমরা এই রাবণের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া যা কিছু ঐশ্বর্য্য অবিভাগে ভোগ কর।

অনন্তর রাবণ অগ্নিসাক্ষী করিয়া নিবাতকবচগণের সহিত সখ্য স্থাপন পূর্ব্বক সম্বৎসর কাল উহাদিগের যত্নে স্বগৃহ-নির্ব্বিশেষে নানারূপ সুখসৌভাগ্য ভোগ করিল এবং এই সখ্যতা সূত্রে উহাদিগের নিকট সে শতরূপ মায়া শিক্ষা করিয়া লইল। পরে ঐ মহাবীর তথা হইতে অশ্মনগরে উপস্থিত হয়। তথায় কালকেয় নামক দৈত্যেরা বাস করিত। রাবণ শূর্পণখাপতি লোলজিহ্ব বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত বলদৃপ্ত

কালকেয়দিগকে বিনাশ করিল। ঐ যুদ্ধে মহাবীর রাবণের হস্তে মুহূর্ত্ত মধ্যে চার শত দৈত্য বিনষ্ট হইয়াছিল।

পরে রাক্ষসরাজ রাবণ তথা হইতে বরুণপুরীতে উপস্থিত হয়। উহা কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় ধবল। তথায় দুগ্ধস্রাবিণী কামধেনু সুরভি অবস্থান করিতেছেন। উহাঁরই নিসৃত দুগ্ধে ক্ষীরোদ সমুদ্র উৎপন্ন। উহাঁ হইতে শীতরশ্মি চন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ইহাঁকে আশ্রয় করিয়া ফেণপায়ী ঋষিগণ জীবিত আছেন। ইহাঁ হইতেই পিতৃগণের স্বধা ও অমৃত উৎপন্ন হয়। রাবণ সেই সুরভিকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সুরক্ষিত বরুণালয়ে প্রবেশ করিল। ঐ পুরীর চারিদিকে জলধারা। উহাতে সকলেই নিত্য সুখে রহিয়াছে। রাবণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছিল এই অবসরে রক্ষকেরা আসিয়া উহাকে আক্রমণ করিল। তখন ঐ দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস উহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কহিল, তোমরা শীঘ্র বরুণকে গিয়া বল, যুদ্ধার্থী রাবণ উপস্থিত। তুমি হয় তাঁহার সহিত যুদ্ধ কর; নয় তাঁহার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে পরাজয় স্বীকার কর। পরাজয় স্বীকার করিলে ভয়সম্ভাবনা কিছুমাত্র থাকিবে না।

অনন্তর মহাত্মা বরুণের পুত্র ও পৌত্রগণ রাবণের এই কথায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। উহাঁদের সহিত মন্ত্রী গো এবং পুষ্কর। উহাঁরা প্রাতঃসূর্য্যকান্তি রথে আরোহণ পূর্ব্বক সসৈন্যে রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণের অমাত্যেরা ক্ষণকালমধ্যে বরুণসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাঁহার পুত্রগণকে

নিপীড়িত করিল। তখন বরুণের পুত্রেরা স্বপক্ষে সৈন্যক্ষয়-দর্শনে রথের সহিত শীঘ্র আকাশে উত্থিত হইলেন। উপযুক্ত স্থান-লাভে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। উঁহারা অগ্নিকল্প শরে রাবণকে পরাঙ্মুখ করিয়া হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে মহোদর অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বরুণের পুত্রগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া উঁহাদিগকে গদাঘাত করিল। পরে বরুণের পুত্রেরা আকাশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। মহোদর উঁহাদের অশ্ব ও সারথিগণকে বিনষ্ট করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন ঐ সমস্ত মহাবীর রথশূন্য হইয়া পুনর্ব্বার আকাশে উত্থিত হইলেন। দেবপ্রভাব নিবন্ধন উঁহাদের প্রহারব্যথা কিছুমাত্র নাই। উঁহারা শরাশনে শর সন্ধান পূর্ব্বক মহোদরকে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে রাবণকে বেষ্টন করিলেন। পর্ব্বতের উপর বৃষ্টিপাতের ন্যায় উহার উপর বজ্রতুল্য দারুণ শর সকল মহাবেগে পড়িতে লাগিল। রাবণও যুগান্ত বহ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া শরনিকরে উঁহাদের মর্ম্ম ভেদ পূর্ব্বক মুষল, শত শত ভল্ল, পট্টিশ, শক্তি ও শতঘ্নী নিক্ষেপ করিল। তখন বরুণপুত্রগণের পদাতি যার পর নাই অবসন্ন, ষষ্টিবর্ষবয়স্ক হস্তী সকল যেন মহাপঙ্কে নিপতিত ও নিশ্চেষ্ট হইল। মহাবল রাবণ বরুণপুত্রদিগকে বিহ্বল ও বিষণ্ণ দেখিয়া মহাহর্ষে মেঘবৎ গভীর নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। বরুণপুত্রেরাও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া সসৈন্যে পলায়ন করিলেন।

ইত্যবসরে রাবণ উহাদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল,

বীরগণ! তোমরা বরুণকে সংবাদ দেও। বরুণের মন্ত্রী প্রহাস কহিল, রাক্ষসরাজ! নীরাধিপতি বরুণ সঙ্গীত শুনিবার নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব তোমার বৃথা পরিশ্রমে প্রয়োজন কি। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সেই সমস্ত বরুণকুমার পরাজিত হইয়াছেন।

প্রক্ষিপ্ত ১ম সর্গ।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হর্ষনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বনাম ঘোষণা করিয়া বরুণালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং যে পথে আসিয়াছিল সেই পথ দিয়া আকাশমার্গে লঙ্কায় চলিল।

অনন্তর রাবণ গতিপ্রসঙ্গে ঐ অশ্মনগরে এক রমণীয় গৃহ দেখিতে পাইল। উহার তোরণ বৈদুর্য্যময়, স্তম্ভ স্বর্ণময় এবং সোপান স্ফটিক ও হীরকময়। উহা মুক্তাজালে শোভিত ও কিঙ্কিণীজড়িত। উহার ইতস্তত বেদী ও আসন। রাবণ ঐ অমরাবতীতুল্য উৎকৃষ্ট গৃহ দেখিয়া প্রহস্তকে কহিল, বীর! তুমি শীঘ্র গিয়া জান এই পর্ব্বতবৎ সুদৃশ্য গৃহটি কাহার?

প্রহস্ত রাবণের আদেশমাত্র ঐ গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল উহার প্রথম কক্ষ শূন্য। এইরূপ আরও সাতটী কক্ষ উত্তীর্ণ হইয়া পরে একটা অগ্নিশিখা দেখিতে পাইল। তন্মধ্যে এক পুরুষ বিরাজমান। তিনি দৃষ্ট হইবামাত্র হৃষ্টমনে অট্ট হাস্য করিলেন। প্রহস্ত উহাঁর ঐ হাস্যরব শুনিবামাত্র ভয়ে

কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পরে সে এই ব্যাপার দেখিয়া শীঘ্র নিষ্ক্রান্ত হইল এবং রাবণকে গিয়া সমস্ত কহিল।

অনন্তর রাবণ পুষ্পক হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক ঐ গৃহে প্রবেশ করিতেছিল ইত্যবসরে এক কৃষ্ণকায় ভীষণ পুরুষ লৌহমুষলহস্তে দ্বার অবরোধ পূর্ব্বক উহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। উহাঁর ললাটে চন্দ্রকলা, জিহ্বা জ্বালাকরাল, চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসিকা ভীষণ, হনু সুপ্রশস্ত, মুখে শ্মশ্রু, অস্থি নিগূঢ়; ওষ্ঠ বিম্ববৎ আরক্ত, দন্ত অতিসুন্দর এবং গ্রীবা ত্রিরেখায় অঙ্কিত। রাবণ ঐ পুরুষকে দেখিবামাত্র অতিশয় ভীত ও কণ্টকিত হইয়া উঠিল। উহার হৃৎপিণ্ড মুহুর্মুহু স্পন্দিত এবং সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। সে এইরূপ অপ্রীতিকর দুর্নিমিত্ত উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইল। তখন ঐ ভীমদর্শন পুরুষ উহাকে চিন্তিত দেখিয়া কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি বিশ্বস্ত মনে বল কি চিন্তা করিতেছ? আইস, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। এই বলিয়া ঐ পুরুষ আবার কহিলেন, তুমি কি দানবরাজ বলির সহিত যুদ্ধ করিতে চাও? অথবা তোমার যাহা ভাল বোধ হয় বল।

শুনিয়া রাবণের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। পরে সে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কহিল, ঐ গৃহে যিনি আছেন, উনি কে? আমি উহাঁরই সহিত যুদ্ধ করিব। অথবা তোমার যা ভাল বোধ হয় তাহাই আমাকে বল।

পুরুষ কহিলেন, ঐ গৃহে যিনি অবস্থান করিতেছেন উনি দানবরাজ বলি। ইনি অতি উদারস্বভাব মহাবীর ও গুণবান। ইনি পাশধারী কৃতান্তের ন্যায় ভীষণ এবং তরুণ

সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী। ইনি যুদ্ধে কদাচ বিমুখ হন না। ইনি কোপনস্বভাব দুর্জ্জয় বিজয়ী ও প্রিয়ংবদ। উঁহার স্বার্থপরতা নাই। ইনি গুরু ও ব্রাহ্মণের একান্ত অনুরাগী। ইনি সকল কার্য্যেই দেশকালের অপেক্ষা করিয়া থাকেন। ইনি মহাসত্ত্ব সত্যবাদী ও সৌম্যদর্শন। ইনি সুদক্ষ ও স্বাধ্যায়সম্পন্ন। ইনি বায়ুবৎ মহাবেগ ও বহ্নির ন্যায় তেজস্বী। ইঁহার তেজ সূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ। ইনি দেবতা উরগ ও পক্ষী প্রভৃতি কোন প্রাণী হইতে কখন ভীত হন না। রাক্ষস! তুমি ইঁহারই সহিত যুদ্ধ করিতে চাও? এক্ষণে ইহার সহিত যুদ্ধ করিতে যদি তোমার একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে আইস এবং শীঘ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর দশগ্রীব, দানবরাজ বলির সন্নিহিত হইল। তখন বহ্নিবৎ তেজস্বী সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য বলি উহাকে দেখিয়া হাস্য করিলেন এবং উহাকে সহসা স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন, দশগ্রীব! বল আমি তোমার কি করিব এবং কোন্ অভিপ্রায়েই বা তুমি এই স্থানে আসিয়াছ?

রাবণ কহিল, দানবরাজ! আমি শুনিয়াছি বিষ্ণু তোমাকে বন্ধন করিয়াছেন? আমি সেই বন্ধন হইতে তোমায় নিশ্চয় মুক্ত করিতে পারি।

তখন বলি হাস্য করিয়া কহিলেন, রাক্ষসরাজ! এই বিষয়ে আমার কিছু বলিবার এবং তোমারও জানিবার ইচ্ছা আছে, এক্ষণে কহিতেছি শুন। ঐ যে কৃষ্ণকায় পুরুষ দ্বারদেশে নিয়ত অবস্থান করিতেছেন উনি ভূতপূর্ব্ব মহাবীর দানবসকলকে স্বীয় বাহুবলে বশীভূত করিয়াছেন। উনি

দুরতিক্রমণীয় সাক্ষাৎ কৃতান্ত। ঐ মহাবলই আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। জীবলোকে এমন কে আছে যে উহাঁকে অতিক্রম করিতে পারে। উনি সর্ব্বসংহারক ও ভুবনাধিপতি। উহাঁরই প্রসাদে সকলে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে। উনি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের নিয়ন্তা। তুমি ও আমি আমারা কেহই উহাঁকে জানি না। উনি কলি ও সর্ব্বসংহারক কাল। উনি ত্রিলোকের হর্ত্তা কর্ত্তা ও বিধাতা। উনি চরাচর ভূত সকল সংহার করেন এবং পুনর্ব্বার এই অনাদি ও অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। উনি যজ্ঞ দান ও হোম। উনি সকলের রক্ষক। ত্রিভুবনে উহাঁর তুল্য আর কেহই নাই। রাবণ! তোমাকে, আমাকে ও পূর্ব্বতন যে সমস্ত বীর ছিল উনি সকলকেই পশুবৎ গলে রজ্জু দিয়া আকর্ষণ করিয়া থাকেন। বৃত্র, দনু, শুক, শম্ভু, নিশুম্ভ, শুম্ভ, কালনেমি, প্রাহ্লাদি, কুট, বৈরোচন, মৃদু, যমল, অর্জ্জুন, কংস, মধু ও কৈটভ, ইহাঁরা মহাবল পরাক্রান্ত বীর ছিলেন। এই সমস্ত বীর বিবিধ যজ্ঞ ও তপস্যা করিয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই মহাত্মা ও যোগধর্ম্মী। ইহাঁরা ঐশ্বর্য্য পাইয়া নানারূপ ভোগসুখ অনুভব করিয়াছেন। ইহাঁরা দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও প্রজাপালন করিয়াছেন। ইহাঁরা স্বপক্ষরক্ষক ও প্রতিপক্ষের ক্ষয়কারক। অন্য লোকের কথা কি দেবলোকেও ইহাঁদের সমকক্ষ কেহ নাই। ইহাঁরা বীর আভিজাত্যসম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী সর্ব্ববিদ্যাবিৎ ও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ। ইহাঁরা বারংবার দেবগণকে পরাজয় ও দেবরাজ্য শাসন করিয়াছেন। ইহাঁরা সুরগণের অপ্রিয়-

কারী ও স্বপক্ষ প্রতিপালক। এই সমস্ত দানবের উপরও ভগবান বিষ্ণুর আধিপত্য। কি উপায়ে শত্রুনাশ করিতে হয় তিনি তাহা জানেন এবং তৎকালে স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বকার্য্য সাধন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার আপনাতে আপনি অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। রাবণ! এই ইনিই সেই সমস্ত কামরূপী দানবকে বধ করিয়াছেন। যাঁহারা যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ এবং অপরাজিত শুনা যায় তাঁহারাও ইহাঁর বলে বিনষ্ট হইয়াছেন।

এই বলিয়া দানবরাজ বলি পুনর্ব্বার কহিলেন, রাবণ! ঐ যে দীপ্তহুতাশনতুল্য কুণ্ডল দৃষ্ট হইতেছে তুমি উহা লইয়া আমার নিকট আইস। পরে আমি তোমাকে বন্ধনমুক্তির কথা বলিব। তুমি এই বিষয়ে আর বিলম্ব করিও না।

বলগর্ব্বিত রাবণ এই কথা শুনিবামাত্র হাস্য করিয়া কুণ্ডলের নিকটস্থ হইল এবং অবলীলাক্রমে তাহা উৎপাটন করিল। কিন্তু কিছুতেই তাহা ঊর্দ্ধে তুলিতে পারিল না। পরে সে লজ্জা ক্রমে পুনর্ব্বার চেষ্টা করিল এবং কুণ্ডল ঊর্দ্ধে উঠাইবামাত্র স্বয়ং রক্তাক্ত দেহে ছিন্নমূল শালবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তদ্দৃষ্টে উহার সচিবেরা হাহাকার করিয়া উঠিল। অনন্তর রাবণ ক্ষণকালমধ্যে চেতনা লাভ করিয়া গাত্রোত্থান করিল এবং লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিল। তখন বলি কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আইস, এবং আমি যা বলি শুন। দেখ তুমি ঐ যে মণিখচিত কুণ্ডলটী তুলিলে উহা আমার পূর্ব্বপিতামহ হিরণ্যকশিপুর কর্ণাভরণ ছিল। উহা এই স্থানে এতাবৎ কাল পড়িয়া আছে। তাঁহার আর এক মুকুট পর্ব্বত-

শৃঙ্গে বেদিবৎ পতিত রহিয়াছে। ঐ মহাবীর হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু ও ব্যাধি কিছুই ছিল না এবং তাঁহার হিংসা করিতে পারে এমন আর কেহই ছিল না। কি দিবা, কি রাত্রি, কি উভয় সন্ধ্যা কোন সময়েই তাঁহার মৃত্যু নাই, এইরূপ নির্দ্ধারিত ছিল। কি জল, কি স্থল, কি অস্ত্র, কি শস্ত্র কোন স্থানে কিছুতেই তাঁহার মৃত্যু নাই এইরূপ নির্দ্ধারিত ছিল। একদা প্রহ্লাদের সহিত তাঁহার ঘোরতর বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। ঐ সময় এক নৃসিংহাকার ভীষণ বীর প্রাদুর্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন। সকলে যার পর নাই ভীত হইল। তখন ঐ নৃসিংহরূপী মহাবীর দুই হস্তে হিরণ্যকশিপুকে তুলিয়া নখর দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন। যিনি এই অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন তিনিই ঐ নিরঞ্জন বাসুদেব দ্বারে দণ্ডায়মান। আমি ঐ দেবাধিদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি যদি তোমার হৃদয়ে শ্রদ্ধা থাকে তো শুন। ঐ যে মহাপুরুষ দ্বারে দণ্ডায়মান উনি সহস্র সহস্র ইন্দ্র, অসংখ্য দেবতা এবং অসংখ্য ঋষিকে বহুকাল স্ববশে রাখিয়াছেন।

রাবণ কহিল, আমি সাক্ষাৎ মৃত্যুর সহিত প্রেতরাজ যমকে দেখিয়াছি। তাঁহার হস্তে পাশ, চক্ষু রক্তবর্ণ, জিহ্বা বিদ্যুতের ন্যায় তীক্ষ্ণতেজ, বেশ অতিমাত্র ভয়ানক, কেশজাল ঊর্দ্ধগত, সর্প ও বৃশ্চিক রোমরাজি, দংষ্ট্রা উৎকট এবং সর্ব্বাঙ্গ জ্বালাকরাল। তিনি সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য, সর্ব্বভূতভীষণ, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ ও পাপের দণ্ডদাতা। আমি সেই যমকে পরাজয় করিয়াছি। দানবরাজ। তদ্বিষয়ে আমার ভয় বা দুঃখ কিছুমাত্র হয় নাই, কিন্তু তুমি

যাঁহাকে দেখাইতেছ আমি উহাকে জানি না; এক্ষণে বল উনি কে?

বলি কহিলেন, রাক্ষসরাজ! ইনি ত্রিলোকের বিধাতা নরায়ণ হরি। ইনি অনন্ত, কপিল, জিষ্ণু, নৃসিংহ, ক্রতুধামা সুধামা ও পাশহস্ত। ইনি দ্বাদশ সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, পুরাণ পুরুষ, নীলমেঘাকার, সুরনাথ ও সুরোত্তম। ইনি জ্বালাকরাল, যোগী ও ভক্তবৎসল। ইনি লোক সকল সৃষ্টি ও পালন করিতেছেন এবং ইনিই মহাবল কাল হইয়া সমস্ত সংহার করিয়া থাকেন। ইনি যজ্ঞ ও যাজ্য। ইনি চক্রধারী হরি, ইনি সর্ব্বদেবময় ও সর্ব্বভূতময়। ইনি সর্ব্বলোকময় ও সর্ব্ব-জ্ঞানময়। ইনি সর্ব্বরূপী মহারূপী ও মহাভুজ বলদেব। ইনি বীরঘাতী, বীরচক্ষু, ত্রিলোকগুরু ও অবিনাশী। মোক্ষার্থী মুনিগণ ইহাঁকেই চিন্তা করিয়া থাকেন। যিনি এই পুরুষকে জানেন। তিনি আর পাপে লিপ্ত হন না। ইহাঁরই প্রসাদে স্মরণ স্তব ও যাগযজ্ঞের ফল লাভ হয়

মহাবল রাবণ এই কথা শুনিবা মাত্র ক্রোধারুণ লোচনে অস্ত্র উদ্যত করিয়া ধাবমান হইল। তদ্দৃষ্টে মুষলধারী নারা-য়ণ হরি ভাবিলেন, আমি এই পাপাত্মাকে এখন বিনাশ করিব না। এই ভাবিয়া ব্রহ্মার প্রিয়সাধনেচ্ছায় অন্তর্দ্ধান করিলেন। রাবণও সেই পুরুষকে তথায় আর দেখিতে না পাইয়া হর্ষভরে সিংহনাদ পূর্ব্বক বরুণালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং যে পথ দিয়া গমন করিয়াছিল তদ্দ্বারাই বহি-র্গমন করিল।

প্রক্ষিপ্ত ২য় সর্গ

অনন্তর রাবণ সুমেরুশিখরে রাত্রি যাপন করিয়া পুষ্পকে আরোহণ পূর্ব্বক সূর্য্যলোকে প্রস্থান করিল এবং তথায় গিয়া সর্ব্বতেজোময় সূর্য্যকে দেখিতে পাইল। সূর্য্যের পরিধান রত্নখচিত বস্ত্র, হস্তে স্বর্ণকেয়ুর, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে রক্তমাল্য, সর্ব্বাঙ্গে রক্তচন্দন এবং বাহন উচ্চৈঃশ্রবা। তিনি আদিদেব অনাদি অমধ্য লোকসাক্ষী ও জগৎপতি। রাবণ সূর্য্যকে দেখিয়া এবং তাঁহার তেজোবলে কাতর হইয়া প্রহস্তকে কহিল, প্রহস্ত! তুমি সূর্য্যের নিকট যাও এবং গিয়া আমার নিদেশানুসারে বল রাবণ যুদ্ধার্থী হইয়া উপস্থিত। তুমি হয় তাঁহার সহিত যুদ্ধ কর না হয় বল পরাজিত হইলাম।

প্রহস্ত সূর্য্যের নিকটস্থ হইল। সূর্য্যের দ্বারদেশে পিঙ্গল ও দণ্ডী নামে দুই দ্বারপাল ছিল। প্রহস্ত তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া রাবণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন পূর্ব্বক সূর্য্যতেজে প্রদীপ্ত ও মৌনী হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। পরে দণ্ডী সূর্য্যের নিকট গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক রাবণের এই কথা নিবেদন করিল। সূর্য্য কহিলেন, দণ্ডিন্! তুমি রাবণের নিকট যাও এবং তাহাকে হয় পরাজয় কর, না হয় বলিও পরাজিত হইলাম। এই বিষয়ে তোমার যেরূপ অভিরুচি হইবে তাহাই করিও। পরে দণ্ডী রাবণের

নিকট উপস্থিত হইয়া সূর্য্যের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। রাবণও তথায় জয়ঘোষণা করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল।

প্রক্ষিপ্ত ৩য় সর্গ।

অনন্তর মহাবল রাবণ রমণীয় সুমেরু শৃঙ্গে রাত্রিযাপন করিয়া চন্দ্রলোকে চলিল। ঐ সময় একটী পুরুষ রথারোহণ পূর্ব্বক অপ্সরা সমূহে সেবিত এবং উৎকৃষ্ট মাল্য ও অনুলেপনে সুসজ্জিত হইয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি অপ্সরোগণের ক্রোড়ে রতিশ্রান্ত এবং তাহাদিগের চুম্বনে জাগরিত হইতেছেন। রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় কৌতুহলাবিষ্ট হইল। ইত্যবসরে মহর্ষি পর্ব্বত তাঁহাকে তথায় উপস্থিত দেখিতে পাইয়া স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক কহিল, ঋষে! আপনি প্রকৃত সময়েই আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি ঐ যে পুরুষ রথারূঢ় হইয়া অপ্সরাদিগের সহিত যাইতেছেন উনি কে? ঐ ব্যক্তি নিতান্ত নির্লজ্জ; দেখিতেছি উঁহার হৃদয়ে ভয় নাই।

মহর্ষি পর্ব্বত কহিলেন, রাক্ষসরাজ! শুন আমি সমস্তই কহিতেছি। ঐ পুরুষ তোমারই ন্যায় স্বীয় সুকৃতিবলে লোক সকল জয় এবং ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি সোম পান করিয়া নির্ব্বিঘ্নে উৎকৃষ্ট স্থানে চলিয়াছেন। তুমি বীর, এইরূপ পুণ্যাত্মার প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হওয়া তোমার উচিত নয়।

পরে রাবণ অদূরে আর একটী পুরুষকে দেখিতে পাইল। তিনি মহাকায় তেজস্বী, ও পরম সুন্দর। তিনি গীতবাদ্যে প্রমোদসুখ অনুভব করিয়া যাইতেছেন। রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, দেবর্ষে! কিন্নরেরা নৃত্যগীতে যাঁহাকে পুলকিত করিতেছে, যাহার কান্তি অতি উজ্জ্বল, উনি কে?

দেবর্ষি পর্ব্বত কহিলেন, রাক্ষসরাজ! উনি বীর ও সমর-বিজয়ী। উনি যুদ্ধে কখন বিমুখ হন নাই। উহাঁর সর্ব্বাঙ্গ প্রহারে জীর্ণ। উনি প্রভুর জন্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। উনি যুদ্ধে অনেকে নিপাত করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা নৃত্যগীতনিপুণ কিন্নরে শোভিত হইয়া চলিয়াছেন। এক্ষণে উনি ইন্দ্রের অতিথি।

রাবণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল, দেবর্ষে! ঐ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল পুরুষটী কে? পর্ব্বত কহিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐ যে স্বর্ণময় রথে পূর্ণচন্দ্রসুন্দরানন পুরুষ বিচিত্র আভরণ ও বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক অপ্সরোগণে সেবিত হইয়া যাইতেছেন উনি অর্থীদিগকে বিস্তর সুবর্ণ দান করেন। এক্ষণে উনি শীঘ্রগামী বিমানে স্বোপার্জ্জিত লোকে চলিয়াছেন। রাবণ কহিল, দেবর্ষে। ঐ যে সমস্ত রাজা গমন করিতেছেন উহাঁদিগের মধ্যে কেহ প্রার্থিত হইলে আজ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন কি না? বলুন আপনি আমার ধর্ম্ম পিতা। পর্ব্বত কহিলেন, রাবণ! এই যে সমস্ত রাজাকে দেখিতেছ ইহাঁরা তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন না। যিনি এই বিষয়ে প্রস্তুত আছেন কহিতেছি শুন। মান্ধাতা নামে সপ্তদ্বীপের অধিপতি এক রাজা আছেন। তিনিই তোমার সহিত যুদ্ধ

করিবেন। রাবণ জিজ্ঞাসিল, দেবর্ষে! বলুন, সেই রাজা মান্ধাতা কোথায় আছেন, আমি তথায় যাইব। পর্ব্বত কহিলেন, রাবণ! রাজা যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী জয় করিয়া এই স্থানে আসিবেন।

এই অবসরে বলগর্ব্বিত রাবণ দেখিল, অযোধ্যাপতি মহাবীর মান্ধাতা স্বর্ণময় সুশোভন রথে আগমন করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ গন্ধে লিপ্ত এবং শ্রী অতি অপূর্ব্ব। তাঁহাকে দেখিয়া রাবণ কহিল, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর। মান্ধাতা হাস্য করিয়া কহিলেন, রাক্ষস! যদি তোমার প্রাণের মমতা না থাকে তবে আমার সহিত যুদ্ধ কর। রাবণ কহিল, যে মহাবীর বরুণ কুবের ও যম হইতেও ভীত হয় নাই সে এক জন মনুষ্য হইতে ভয় পাইবে।

এই বলিয়া রাবণ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া রাক্ষসগণকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিল। তখন উহার সচিবেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মান্ধাতার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবল রাজা মান্ধাতাও মহোদর, বিরূপাক্ষ, অকম্পন, শুক ও সারণকে শর প্রহার করিতে লাগিলেন। প্রহস্ত উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিল কিন্তু মান্ধাতা অর্দ্ধপথে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং অগ্নি যেমন তৃণরাশিকে দগ্ধ করে সেইরূপ তিনি ভুশুণ্ডী ভল্ল ভিন্দিপাল ও তোমর দ্বারা রাবণের সচিবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে ঐ মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কার্ত্তিকেয় যেমন ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন সেইরূপ পাঁচ তোমর দ্বারা প্রহস্তকে বিদীর্ণ করিলেন এবং যমদণ্ডতুল্য এক মুদ্গর বিঘূর্ণিত করিয়া মহাবেগে রাবণের রথে

নিক্ষেপ করিলেন। মুদ্গার বজ্রবৎ মহাবেগে নিপতিত হইল। রাবণও মূর্চ্ছিত হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূতলে পড়িল। তখন পূর্ণচন্দ্র দেখিলে সমুদ্রের জল যেমন স্ফীত হয় তদ্রূপ রাবণকে পতিত দেখিয়া প্রীতি ও হর্ষভরে মান্ধাতার বলবীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। রাক্ষসসৈন্যেরা হাহাকার করিতে লাগিল এবং রাবণকে গিয়া বেষ্টণ করিল। অনন্তর বহুক্ষণের পর রাবণের সংজ্ঞালাভ হইল এবং শরজালে রাজা মান্ধাতাকে পীড়ন করিতে লাগিল। মান্ধাতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাক্ষস-সৈন্য উহাঁকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া হর্ষভরে সিংহনাদ ও কোলাহল করিতে লাগিল। পরে অযোধ্যাধিপতি মান্ধাতা মুহূর্ত্ত মধ্যে সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং রাবণের যুদ্ধোৎসাহ দেখিয়া অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি অনবরত শর-বৃষ্টি করিয়া রাক্ষসসৈন্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধনুষ্টঙ্কার ও শরপাতের শন শন শব্দে উত্তালতরঙ্গ মহাসমু-দ্রের ন্যায় রাক্ষসেরা অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। মনুষ্য ও রাক্ষসের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মান্ধাতা ও রাবণ উভয়ে বীরাসনে উপবিষ্ট এবং একান্ত ক্রোধাবিষ্ট। উহাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি শরত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং উভয়েই ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর রাবণ ভীষণ রৌদ্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিল। মান্ধাতা আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন। রাবণ গান্ধার্ব্বাস্ত্র পরিত্যাগ করিল এবং মান্ধাতা বারুণাস্ত্রে তাহা বিদূরিত করিলেন। পরে তিনি শরাসনে ত্রৈলোক্যভয়বর্দ্ধন ঘোররূপ পাশুপতাস্ত্র সন্ধান করিলেন। উহা রুদ্রের বরপ্রভাবলব্ধ। ঐ অস্ত্র দেখিয়া স্থাবর জঙ্গম

সমস্ত জীব কাঁপিতে লাগিল। দেবতারা ভীত হইলেন। নাগগণ সিহরিয়া উঠিল। ইত্যবসরে মহর্ষি পুলস্ত্য ও গালব ধ্যানবলে এই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন এবং যুদ্ধস্থলে আগমন পূর্ব্বক মান্ধাতাকে ক্ষান্ত করিয়া রাবণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পরে মহারাজ মান্ধাতার সহিত উহার সখ্যবন্ধন পূর্ব্বক অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রক্ষিপ্ত ৪র্থ সর্গ।

অনন্তর রাবণ দশ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে বায়ুপথে উত্থিত হইল। তথায় সর্ব্বগুণান্বিত হংসেরা নিয়ত অবস্থান করিতেছে। পরে তথা হইতে আরও দশ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে উঠিল। তথায় আগ্নেয়, পক্ষী ও ব্রাহ্ম এই তিন প্রকার মেঘ নিয়ত অবস্থান করিতেছে। রাবণ তথা হইতে তৃতীয় বায়ুপথে উত্থিত হইল। সেই স্থানে সিদ্ধ ও পন্নগগণ অবস্থান করিয়া থাকেন। পরে তথা হইতে আরও দশ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে বায়ুপথে আরোহণ করিল। উহা চতুর্থ বায়ুমার্গ। তথায় বিনায়কের সহিত ভূতগণ বাস করিতেছেন। পরে রাবণ তথা হইতে দশ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে পঞ্চম বায়ুপথে উত্থিত হইল। ঐ স্থানেই সরিদ্বরা গঙ্গা। তাঁহার পবিত্র জল সূর্য্যকিরণ হইতে পরিভ্রষ্ট ও বায়ুসংসর্গে কোমল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। কুমুদ প্রভৃতি দিক্‌নাগ সকল ঐ প্রবাহে সতত

ক্রীড়া করিতেছে এবং ঐ পবিত্র জল শুণ্ড দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে। পরে রাবণ তথা হইতে আরও দশ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে ষষ্ঠ বায়ুপথে উত্থিত হইল। তথায় বিহঙ্গ-রাজ গরুড় জ্ঞাতিবান্ধবে বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতে-ছেন। পরে রাবণ তথা হইতে আরও দশ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে উঠিল। উহা সপ্তম বায়ুমার্গ। তথায় সপ্তর্ষিগণ বাস করিয়া আছেন। পরে রাবণ আরও দশ সহস্র যোজন অতিক্রম করিল। উহা অষ্টম বায়ুমার্গ। তথায় আকাশ গঙ্গা মহাবেগে ও মহাশব্দে প্রবাহিত হইতেছেন। বায়ু তাঁহাকে ধারণ করিয়া আছে। ইহার পরই চন্দ্রমণ্ডল। ইনি যে স্থানে গ্রহনক্ষত্রগণে বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন তাহা অশীতি সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে। ঐ চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রীতিকর অসংখ্য অসংখ্য রশ্মি নির্গত হইয়া সমস্ত লোককে প্রকাশিত করিতেছে।

অনন্তর চন্দ্র রাবণকে দেখিয়া শীতাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে লাগিলেন। রাবণের সচিবগণ শীতাগ্নিভয়ে নিপীড়িত হইয়া চন্দ্রকে সহ্য করিতে পারিল না। ইত্যবসরে প্রহস্ত রাবণকে জয় জয় রবে সম্বর্দ্ধনা করিয়া কহিল, রাজন্! আমরা শীতে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছি। অতএব চল আমরা এস্থান হইতে প্রতিগমন করি। চন্দ্রের প্রকৃতি দহনাত্মক, তজ্জন্য রাক্ষ-সেরা যার পর নাই ভীত হইল।

রাবণ প্রহস্তের এই কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং শরাশন বিস্ফারণ পূর্ব্বক নারাচাস্ত্রে চন্দ্রকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা শীঘ্র

চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন এবং রাবণকে কহিলেন, বৎস! তুমি শীঘ্র এস্থান হইতে প্রতিগমন কর। চন্দ্রকে নিপীড়িত করিও না। ইনি লোকের হিতার্থী। এক্ষণে আমি তোমাকে একটি মন্ত্র প্রদান করিতেছি। যে ব্যক্তি এই মন্ত্র স্মরণ করিবে তাহার মৃত্যু হইবে না। প্রাণনাশ সম্ভাবনা হইলে তুমি এই মন্ত্রকে একমাত্র গতি জানিবে।

রাবণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, লোকনাথ! যদি আপনি আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন এবং যদি আমাকে মন্ত্র-প্রদানের ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে এখনই তাহা আমাকে প্রদান করুন। আমি আপনার প্রসাদলব্ধ মন্ত্রে সমস্ত দেবতা অসুর দানব ও পক্ষিগণের অজেয় হইয়া থাকিব। ব্রহ্মা কহিলেন, রাবণ! আমি যে মন্ত্র তোমাকে দিতেছি তাহা প্রতিদিন জপ করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রাণনাশের আশঙ্কা ঘটিলে তবেই তাহা জপ করিও। অক্ষসূত্র গ্রহণ করিয়া এই শুভ মন্ত্র জপ করিতে হইবে। ইহার বলে তুমি সকলের অজেয় হইয়া উঠিবে। কিন্তু জপ না করিলে ইষ্ট-সিদ্ধি হইবে না। এক্ষণে শুন আমি সেই মন্ত্রটী কহিতেছি। হে দেবদেব! তোমাকে নমস্কার। তুমি সুরাসুরের পূজনীয়। তুমি ভূত ও ভবিষ্যৎ, হরি ও পিঙ্গলনেত্র। তুমি বালক বৃদ্ধ ও ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী। তুমি ত্রৈলোক্যের প্রভু ও ঈশ্বর। তুমি হর হরিতনেমী ও যুগান্তদহনশীল অনল। তুমি গণেশ লোক-শম্ভু লোকপাল মহাভুজ মহাভাগ মহাশূলী মহাদংষ্ট্রী ও মহেশ্বর। তুমি কাল বলরূপী নীলগ্রীব ও মহোদর। তুমি দেবান্তগ তপোন্ত অবিনাশী ও পশুপতি। তুমি শূলপাণি

বৃষকেতু নেতা গোপ্তা হর ও হবি। তুমি জটী মুণ্ডী শিখণ্ডী ও লকুটী। তুমি ভুতেশ্বর গণাধ্যক্ষ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভাবন সর্ব্বগ সর্ব্বহারী স্রষ্টা ও গুরু। তুমি কমণ্ডলুধারী পিনাকী ধূর্জটী মাননীয় ওঁঙ্কার বরিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ও সামগ। তুমি মৃত্যু মৃত্যুভুত পারিজাত্র ও সুব্রত। তুমি ব্রহ্মচারী গৃহবাসী বীণা পণব ও তুণ বিশিষ্ট। তুমি অমর দর্শনীয় ও তরুণ সূর্য্যসদৃশ। তুমি শ্মশানবাসী ভগবান উমাপতি ও অনিন্দনীয়। তুমি সূর্য্যের চক্ষু ও দন্তনাশক। তুমি জ্বরাপহারক পাশধারী প্রলয় ও কাল। তুমি উল্কামুখ অগ্নিকেতু মুনি দীপ্ত ও বিশ্বপতি। তুমি উন্মাদ বেপনকর্ত্তা তুরীয় লোকসত্তম। তুমি বামন বামদেব দক্ষিণ ও পশ্চিম। তুমি ভিক্ষু ভিক্ষুরূপী ত্রিজটীও কুটিল। তুমি ইন্দ্রের হস্ত ও বসুগণকে স্তম্ভিত করিয়াছ। তুমি ঋতু ঋতুকর কাল মধু ও মধুকনেত্র। তুমি বানস্পত্য বাজসন নিত্য ও আশ্রমপূজিত। তুমি জগদ্ধাতা জগৎকর্ত্তা সাশ্বত পুরুষ ও নিশ্চল। তুমি ধর্ম্মাধ্যক্ষ বিরূপাক্ষ ত্রিধর্ম্মা ও ভূতভাবন। তুমি ত্রিনেত্র বহুরূপ ও অযুতসূর্য্যকান্তি। তুমি দেবদেব ও অতিদেব। তোমার জটা চন্দ্রে অঙ্কিত, তুমি নর্ত্তক ও পূর্ণেন্দুমুখ। তুমি ব্রহ্মণ্য শরণ্য ও সর্ব্বজীবময়। তুমি তূর্য্যনিনাদী ও সর্ব্ববীজময়। তুমি মোহন বন্ধন ও নিধন। তুমি পুষ্পদন্ত সর্ব্বহর হরিশ্মশ্রু ভীম ও ভীমবিক্রম। রাবণ! আমি মহাদেবের এই অষ্টাধিক শত নাম কীর্ত্তন করিলাম। এই নাম পবিত্র পাপাপহারক ও শরণ্য। ইহা জপ করিলে শত্রুনাশ হইয়া থাকে।

প্রক্ষিপ্ত ৫মে সর্গ।

কমললোচন ব্রহ্মা রাবণকে বর দান করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। রাবণও প্রতিনিবৃত্ত হইল। পরে কিয়ৎকাল অতীত হইলে। একদা ঐ মহাবীর, সচিবগণের সহিত পশ্চিম সমুদ্রে উপস্থিত হইল। ঐ সমুদ্রের দ্বীপে এক ভীষণাকার প্রলয়বহ্নিসদৃশ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ পুরুষ বর্ত্তমান। যেমন দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, গ্রহগণের মধ্যে সূর্য্য, শরভের মধ্যে সিংহ, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু, ও বৃক্ষের মধ্যে পারিজাত তদ্রূপ লোকের মধ্যে ঐ পুরুষ সর্ব্বপ্রধান। রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া কহিল, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর। তৎকালে রাবণের দৃষ্টি গ্রহমালার ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল। দন্তদংশনের কটকটা শব্দ ভজ্যমান যন্ত্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সে অমাত্যগণের সহিত ঘোররবে গর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ দ্বীপমধ্যস্থ পুরুষ অতিশয় বিকটদর্শন। উহাঁর হস্ত আজানুলম্বিত, গ্রীবাদেশে শঙ্খবৎ রেখা, বক্ষঃস্থল বিশাল, কুক্ষি মণ্ডুকবৎ, মুখ সিংহাকার, দেহপ্রমাণ কৈলাসশিখরের ন্যায় উচ্চ, পদতল পদ্মরেখায় লাঞ্ছিত, করতল আরক্ত, বেগ মন ও বায়ুর ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গ জ্বালাকরাল, কণ্ঠে স্বর্ণপদ্ম। তিনি মহাকায় মহানাদ এবং তূণীর ঘণ্টা কিঙ্কিণী ও চামরধারী। তিনি অঞ্জন পর্ব্বত ও কাঞ্চন পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান। তিনি

যেন সাক্ষাৎ ঋগ্বেদ এবং পদ্মমাল্যে অলঙ্কৃত। রাক্ষসরাজ রাবণ পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন করিয়া শক্তি ঋষ্টি ও পট্টিশ দ্বারা ঐ পুরুষকে প্রহার করিতে লাগিল ; কিন্তু দ্বীপির দ্বারা যেমন সিংহ ঋষভ দ্বারা যেমন হস্তী নাগেন্দ্র দ্বারা যেমন সুমেরু এবং নদীবেগ দ্বারা যেমন সমুদ্র প্রহৃত হইয়াও অটল থাকে ঐ মহাপুরুষ সেইরূপ রাবণের দ্বারা প্রহৃত হইয়াও অটল রহিলেন। পরে তিনি রাবণকে কহিলেন, রে নির্ব্বোধ! আমি তোর যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা এখনই নষ্ট করিতেছি। রাবণের যেমন সর্ব্বলোকভীষণ বেগ ঐ পুরুষের বেগ তদপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক। জগতের সমস্ত সিদ্ধির নিদান ধর্ম্ম ও তপস্যা তাঁহার উরুকে আশ্রয় করিয়া আছে। অনঙ্গ তাঁহার শিশ্ন, বিশ্বদেব কটিদেশ, বায়ু বস্তি ও পার্শ্ব, অষ্টবসু মধ্যভাগ, সমুদ্র সকল কুক্ষি, সমস্ত দিক পার্শ্বাদি স্থান, বায়ু সমস্ত সন্ধিস্থল রুদ্রদেব পৃষ্ঠভাগ, পিতৃগণ পৃষ্ঠ, পিতামহগণ হৃদয়, পবিত্র গোদান ভূমিদান ও সুবর্ণদান কক্ষলোম, হিমাচল মন্দর ও সুমেরু অস্থি, বজ্র হস্ত, আকাশ সমস্ত শরীর, জলবাহী মেঘ ও সন্ধ্যা কৃকাটিকা, ধাতা বিধাতা ও বিদ্যাধরগণ বাহুদ্বয়, বাসুকি বিশালাক্ষ ইরাবত অশ্বতর কর্কোটক ধনঞ্জয় ঘোরবিষ তক্ষক ও উপতক্ষক ইহাঁরা অঙ্গুলি; অগ্নি মুখ, একাদশ রুদ্র স্কন্ধ, পক্ষ মাস ও ঋতু উভয় দন্তপংক্তি, অমাবাস্যা নাসারন্ধ্র, ছিদ্র সমুদায়ে বায়ু, বীণা ও সরস্বতী গ্রীবা, অশ্বিনী কুমারদ্বয় দুই কর্ণ, চন্দ্র সূর্য্য দুই নেত্র,এবং বেদাঙ্গ যজ্ঞ সমস্ত তারকা এবং সুব্রত তেজ ও তপস্যা তাঁহার দেহকে আশ্রয় করিয়া আছেন। রাবণ ঐ পুরুষের হস্তে নিপীড়িত হইয়া

ভূতলে নিপতিত হইল। দিব্য পুরুষ রাবণকে পতিত দেখিয়া রাক্ষসগণকে স্ববীর্য্যে অপসারণ পূর্ব্বক পাতালে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সচিবগণকে আহ্বান করিয়া কহিল, বল সেই পুরুষ সহসা কোথায় গেল? সচিবেরা কহিল, রাজন্! সেই দেবদানবদর্পহারী পুরুষ এই বিবরে প্রবেশ করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া দুর্ম্মতি রাবণ গরুড়বৎ মহাবেগে নির্ভয়ে ঐ গর্ত্তে প্রবেশ করিল। সে তথায় গিয়া নীলাঞ্জনস্তূপাকার কেয়ূরধারী রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে শোভিত স্বর্ণ ও নানারত্নে অলঙ্কৃত বীরগণকে দেখিতে পাইল। ঐ স্থানে তিন কোটি স্ত্রীলোক নৃত্য করিতেছিল। তাহারা নির্ভয় ও বহ্নিপ্রভ। রাবণ দ্বারস্থ হইয়া দেখিল সে পূর্ব্বে যেরূপ পুরুষকে দেখিয়াছিল তদ্রূপ ঐ স্থানে আরও কতকগুলিকে দেখিতে পাইল। ইহাঁরা একবর্ণ এক রূপ ও একবেশ চতুর্ভুজ ও উৎসাহী। ইহাদিগকে দেখিয়া রাবণের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পরে সে তথা হইতে শীঘ্র নির্গত হইল এবং অন্যস্থলে দেখিল আর একটী পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহার শয্যা আসন ও গৃহ ধবলবর্ণ। তিনি অগ্নিতে অবগুণ্ঠিত হইয়া সুখে শয়ান আছেন। তাঁহার নিকট চামরহস্তা দেবী লক্ষ্মী বিরাজমান। উহাঁর সর্ব্বাঙ্গে দিব্য অলঙ্কার, তিনি উৎকৃষ্ট বস্ত্র মাল্য ও অনুলেপনে শোভিত। ঐ ত্রিলোকসুন্দরী ত্রিলোকভূষণ সাধ্বী, পদ্মহস্তে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। দুর্বৃত্ত রাবণ লক্ষ্মীকে দেখিবামাত্র স্মরাবেগে

সহসা তাঁহাকে ধরিবার ইচ্ছা করিল। প্রসুপ্ত সর্পকে যেমন কেহ স্বহস্তে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে তদ্রূপ ঐ দুর্ম্মতি মৃত্যু-প্রেরিত হইয়া লক্ষ্মীকে ধরিবার উপক্রম করিল। তখন সেই শয়ান পুরুষ উহাকে দেখিয়া এবং উহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন। রাবণ উহাঁর তেজে প্রদীপ্ত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে ঐ দিব্য পুরুষ উহাকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি গাত্রোত্থান কর, এখন তোমার মৃত্যু নাই, প্রজাপতি ব্রহ্মার কথা রক্ষা করা আবশ্যক, তজ্জন্যই তুমি জীবিত আছ। এক্ষণে বিশ্বস্ত চিত্তে চলিয়া যাও।

মুহূর্ত্তমধ্যে রাবণ চেতনালাভ করিল। তাহার মনে ভয় উপস্থিত হইল। পরে ঐ সুরশত্রু গাত্রোত্থান করিয়া কণ্টকিত দেহে কহিল, আপনি কে? আপনি মহাবল ও কালানলতুল্য। বলুন আপনি কে?

তখন ঐ দিব্য পুরুষ হাস্য করিয়া মেঘগম্ভীর নাদে কহিলেন, দশগ্রীব! আমি তোমায় শীঘ্র বধ করিতেছি না। রাবণ কহিল, দেখ, আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে অমর হইয়াছি। বাহুবলে ব্রহ্মার বর লঙ্ঘন করিতে পারে দেবগণের মধ্যেও অদ্যাপি এমন কেহ জন্মে নাই জন্মিবেও না। এই বর পরিহার করা সুকঠিন এবং এই বিষয়ে যত্ন করাও বৃথা। আমার বর বিফল করিতে পারে আমি ত্রিলোকের মধ্যে এমন কাহাকেই দেখি না। আমি অমর তজ্জন্যই নির্ভয়। দেব! এক সময় আমার মৃত্যু অবশ্য হইবে কিন্তু তাহা তোমারই হস্তে। সেই মৃত্যু আমার পক্ষে শ্লাঘ্য ও যশস্কর।

ইত্যবসরে ভীমবল রাবণ দেখিল স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ দ্বাদশ সূর্য্য মরু সাধ্য বসু দুই অশ্বিনীকুমার রুদ্র পিতৃগণ যম কুবের সমুদ্র গিরি নদী বেদ বিদ্যা তিন অগ্নি গ্রহ তারা ব্যোম সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব পন্নগ বেদবিৎ মহর্ষি গরুড় উরগ দৈত্য রাক্ষস ও অন্যান্য দেবতা সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতে ঐ শয়নস্থ পুরুষের দেহে দৃষ্ট হইতেছে।

ধর্ম্মশীল রাম মহর্ষি অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! ঐ দেবদানবদর্পহারী দ্বীপস্থ শয়ান পুরুষ কে? এবং ঐ তিন কোটি স্ত্রীই বা কে?

অগস্ত্য কহিলেন, দেবদেব! কহিতেছি শুন। ঐ দ্বীপস্থ পুরুষ নর নামক ভগবান কপিল। আর ঐ যে তিন কোটি স্ত্রী নৃত্য করিতেছিল উহারা ঐ কপিলের স্বর। উহাদের তেজ ও প্রভাব তাঁহারই অনুরূপ। ঐ কপিল ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাপমতি রাবণকে দেখেন নাই। দেখিলে তৎক্ষণাৎ সে ভস্মসাৎ হইয়া যাইত। ঐ পর্ব্বতাকার রাবণ ঘর্ম্মাক্ত দেহে ভূতলে পতিত হইয়াছিল। খল যেমন বাক্‌শরে অন্যের হৃদয় ভেদ করে তদ্রূপ তিনি বাঙ্মাত্রে উহাকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। পরে ঐ রাক্ষস বহুকাল অতীত হইলে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সচিবগণের নিকট আগমন করিল।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

অনন্তর দুরাত্মা রাবণ গতিপথে যে কোন রাজা ঋষি দেব ও দানবের সুন্দরী স্ত্রীকে দেখিল তাহার বন্ধুজনের বধ সাধন পূর্ব্বক তাহাকে বিমানে তুলিয়া লইল। তাহার দুঃখাবেগে অনর্গল চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল। ঐ শোক ও ভয়জনিত অশ্রু বহ্নিজ্বালার ন্যায় সমস্ত দগ্ধ করিতে পারে। শতশত নদীতে যেমন সমুদ্র পূর্ণ হয় তদ্রূপ ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকের অশুভকর শোকাশ্রুতে বিমান পূর্ণ হইয়া গেল। উহারা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। উহাদের কেশজাল সুদীর্ঘ, মুখ পূর্ণচন্দ্রাকার স্তনতট সুকঠিন, কটিদেশ সূক্ষ্ম, নিতম্ব স্থূল এবং বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় গৌর। ঐ সমস্ত দেবকন্যার ন্যায় সুরূপা রমণী শোক দুঃখ ও ভয়ে অতিমাত্র ভীত ও বিহ্বল। উহাদের নিশ্বাসবায়ুতে পুষ্পক রথ প্রদীপ্ত হইয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। উহারা রাবণের হস্তগত সুতরাং সিংহের ক্রোড়স্থ মৃগীর ন্যায় শোকে অতিমাত্র আকুল। উহাদের মুখ চক্ষু অত্যন্ত দীনভাবাপন্ন। কেহ মনে করিতেছে এই দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস আমাকে কি ভক্ষণ করিবে। কেহ বা ভাবিতেছে রাবণ আমাকে কি বধ করিবে। এই ভাবিয়া উহারা পিতা মাতা ভর্ত্তা ও ভ্রাতাকে স্মরণ পূর্ব্বক দুঃখাবেগে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। কেহ মনে করিল, হা! আমায় ছাড়িয়া আমার পুত্র কিরূপে বাঁচিবে! শোকাকুল জননী ও ভ্রাতা কিরূপে বাঁচিবে! আর আমি তাদৃশ

গুণবান স্বামীকে হারাইয়া এখন কি রূপে জীবিত থাকিব! মৃত্যু! আমি তোমাকে অনুনয় করিতেছি, তুমি আমাকে এখনই লও। হা! জানি না আমি জন্মান্তরে এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম যে এই অপার দুঃখসাগরে পতিত হই-লাম। মনুষ্যলোক অপেক্ষা নিকৃষ্ট লোক আর কিছু নাই, ইহাকে ধিক্। উদয় কালে সূর্য্য যেমন নক্ষত্র সকল নষ্ট করেন তদ্রূপ বলবান রাবণ আমাদের দুর্ব্বল ভর্ত্তৃগণকে বিনষ্ট করিয়াছে। এই দুর্বৃত্ত রাক্ষস শস্ত্রপ্রহারে উন্মত্ত, দুর্বৃত্ততা নিবন্ধন ইহার কিছুমাত্র অনুতাপ হয় না। এই দুরাত্মার বলবিক্রম ব্রহ্মার প্রদত্ত বরের অনুরূপ। কিন্তু এইরূপ পর-স্ত্রীহরণ নিতান্ত নিন্দিত। এই দুর্ম্মতি যখন পরস্ত্রীতেই অনুরক্ত তখন স্ত্রী হইতেই ইহার মৃত্যু হইবে।

ঐ সমস্ত সতী সাধ্বী স্ত্রী এই কথা বলিবামাত্র অন্তরীক্ষে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাবণ অতিশয় নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সে অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া উঠিল এবং ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকের এইরূপ কাতরোক্তি শুনিতে শুনিতে লঙ্কায় প্রবেশ করিল।

ইত্যবসরে রাবণের এক কামরূপিণী ভগিনী আর্ত্তস্বরে সম্মুখে আসিয়া সহসা দণ্ডবৎ পতিত হইল। রাবণ তাহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া কহিল, ভদ্রে! তুমি তটস্থ আসিয়া আমায় কি বলিবার ইচ্ছা করিয়াছ? ঐ রাক্ষসীর চক্ষু রক্তবর্ণ এবং উহা বাষ্পে নিরুদ্ধ। সে কাতর বাক্যে কহিল, রাজন্! তুমি স্বীয় বাহুবলে আমায় বিধবা করিয়াছ। তুমি দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে নির্গত হইয়া কালকেয় নামক চতুর্দ্দশ

সহস্র দৈত্যগণকে যুদ্ধে বিনষ্ট কর। ঐ কালকেয়গণের মধ্যে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ভর্ত্তা ছিলেন। তুমি আমার নামমাত্র ভ্রাতা কিন্তু কার্য্যে পরম শত্রু। তুমিই আমার ভর্ত্তাকে বিনাশ করিয়াছ। আমি তোমারই জন্য বিধবা হইয়াছি। যুদ্ধে জামাতাকে রক্ষা করা তোমার উচিত ছিল কিন্তু তুমি তাহাকেই বধ করিয়াছ এবং ইহাতে তোমার লজ্জাও হইতেছে না।

তখন রাবণ সান্ত্বনা বাক্যে কহিল, বৎসে! বৃথা আর রোদন করিও না, তোমার ভয় নাই। আমি দান মান ও প্রসাদে পরম যত্নের সহিত তোমাকে পরিতুষ্ট করিব। ভগিনি! আমি যুদ্ধে জয়লাভার্থ উদ্যত ও উন্মত্ত হইয়া শরক্ষেপ করিতেছিলাম, তৎকালে আমার আত্মপর কিছুই বোধ ছিল না, যুদ্ধোৎসাহে আমি ভগিনীপতিকে জানিতে পারি নাই, তজ্জ্যনই তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছি। এখন তোমার হিতোদ্দেশে যা কিছু আবশ্যক আমি সমস্তই করিতেছি। তুমি ঐশ্বর্য্যবান ভ্রাতা খরের নিকটে গিয়া অবস্থান কর। তিনি চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের ভরণ পোষণ ও নিয়োগ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রভু হইবেন। খর তোমার মাতৃ-ষ্বসেয় ভ্রাতা। তিনি সতত তোমার আজ্ঞাপালন করিবেন। এক্ষণে সেই বীর দণ্ডকারণ্য রক্ষা করিবার জন্য শীঘ্র প্রস্থান করুন। তথায় মহাবল দূষণও তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া অবস্থান করিবেন।

অনন্তর দশগ্রীব খরের অনুসরণ করিবার জন্য সৈন্য-গণকে আদেশ করিল। খর ঘোরদর্শন মহাবল চতুর্দ্দশ সহস্র

রাক্ষসে বেষ্টিত এবং অকুতোভয়ে শীঘ্র দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য আরম্ভ করিল এবং শূর্পণখাও ঐ স্থানে পরম সমাদরে বাস করিতে লাগিল।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

রাবণ ভগিনীর এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া সম্পূর্ণ সুখী হইল। পরে ঐ মহাবল একদা অনুচরগণের সহিত লঙ্কার উপবন নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করিল। উহা দেবগৃহ ও শত শত যূপে শোভিত আছে। রাবণ দেখিল নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং তথায় কৃষ্ণাজিনধারী কমণ্ডলুহস্ত শিখাবান ও দণ্ডযুক্ত স্বপুত্র মেঘনাদ বর্ত্তমান। রাবণ উহাকে দেখিয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল, বৎস! বল কি করিতেছ?

তৎকালে ইন্দ্রজিৎ মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক যজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন, মহাতপা শুক্রাচার্য্য উহাঁর ব্রতভঙ্গ নিবারণের জন্য রাবণকে কহিলেন, রাজন্! আমিই প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শুন। তোমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ অগ্নিষ্টোম অশ্বমেধ রাজসূয় গোমেধ ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সাতটি যজ্ঞ করিয়াছেন। অন্যের অসাধ্য মাহেশ্বর যজ্ঞ আহরণ করিয়া সাক্ষাৎ পশুপতি হইতে বর লাভ করিয়াছেন। ইনি আকাশচর কামগামী রথ এবং তামসী মায়া লাভ করিয়াছেন। এই মায়া

প্রভাবে অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হয় এবং ইহারই বলে সুরাসুরও রণস্থলে গূঢ় গতি কিছুই জানিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত এই মহাবীর অক্ষয় তূণীর দুর্জ্জয় শরাসন এবং শত্রুনাশক প্রবল অস্ত্র সকল লাভ করিয়াছেন। অদ্য যজ্ঞসমাপ্তির দিন। আজ ইনি ও আমি আমরা তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম।

রাবণ কহিল, দেখ, যজ্ঞীয় দ্রব্যে ইন্দ্রাদি শত্রুগণকে পূজা করা হইয়াছে এ কাজটি ভাল হয় নাই। যাই হউক আইস, যা করিয়াছ তাহা প্রতিবিধান হইবার নয়। এখন চল আমরা গৃহে যাই।

অনন্তর রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিৎ ও ভ্রাতা বিভীষণের সহিত গৃহপ্রবেশ করিয়া দেব দানব ও রাক্ষসগণের সুলক্ষণাক্রান্ত কন্যারত্ন সকল রথ হইতে অবতারণ করিতে লাগিল। ধর্ম্ম-শীল বিভীষণ ঐ সমস্ত কন্যার প্রতি রাবণের একান্ত অনুরাগ দেখিয়া কহিলেন, তুমি যশ অর্থ ও কুলক্ষয়কর এই সমস্ত কার্য্যে অন্যের অনিষ্ট হইতেছে বুঝিয়াও আপনার দুর্বুদ্ধি অনুসারে চলিতেছ। তুমি অন্যের মর্ম্মপীড়া দিয়া এই সকল স্ত্রীলোককে বলপূর্ব্বক আনিয়াছ কিন্তু এদিকে মহাবীর মধু তোমার অবমাননা করিয়া কুম্ভীনসীকে অপহরণ করিয়াছে। রাবণ কহিল এ আবার কি! আমি ত ইহার কিছুই জানি না। বিভীষণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, শুন তুমি যে সমস্ত পাপকর্ম্ম করিতেছ তাহার ফল উপস্থিত। মাল্যবান আমাদিগের মাতামহ সুমালীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সেই নিশাচর বৃদ্ধ ও বিচক্ষণ। তিনি জননীর জ্যেষ্ঠ তাত ও আমাদিগের

মাতামহ। কুম্ভীনসী তাঁহার দৌহিত্রী এবং আমাদিগের মাতৃষ্বসা অনলার কন্যা, সুতরাং সে ধর্ম্মত আমাদিগের ভগিনী হইতেছে। এক্ষণে মহাবল মধু সেই কুম্ভীনসীকেই বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছে। ঐ সময় ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ সাধন করিতেছিলেন, আমি তপশ্চরণার্থ জলমধ্যে বাস করিতেছিলাম এবং কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত। তোমার অন্তঃপুর সুরক্ষিত হইলেও মধু আমাদিগের অমাত্য ও অন্যান্য রাক্ষসকে বধ করিয়া কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়াছে। আমি যদিও পরে সমস্ত শুনিতে পাইলাম তথাচ মধুকে বিনাশ না করিয়া ক্ষমা করিয়াছি। কারণ ভগিনীকে পাত্রসাৎ করা অবশ্যই ভ্রাতৃগণের উচিত। এক্ষণে লোকে জানুক তুমি যে সমস্ত দুষ্কর্ম্ম করিতেছ তাহার প্রতিফল এখনই পাইতেছ।

তখন রাবণ স্বীয় দুষ্কর্ম্মে নিপীড়িত হইয়া উত্তপ্ত সমুদ্রের ন্যায় স্তম্ভিত হইল। সে ক্রোধে আরক্ত লোচন হইয়া কহিল, এখনই আমার রথ সুসজ্জিত করিয়া আন, তোমরা প্রস্তুত হও, ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বীর সশস্ত্রে যান বাহনে আরোহণ করুন। মধু আমার বিক্রমে ভীত নহে, আজ আমি তাহাকে বধ করিয়া সুহৃদ্গণের সহিত সুরলোকে যুদ্ধযাত্রা করিব। চতুঃসহস্র অক্ষৌহিণী সেনা অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক নির্গত হউক।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ সমস্ত সৈন্যের অগ্রে রাবণ মধ্যে এবং কুম্ভকর্ণ পশ্চাতে চলিল। ধার্ম্মিক বিভীষণ লঙ্কায় থাকিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সকলে মধুপুরে যাত্রা করিল। ইহারা গর্দ্দভ উষ্ট্র অশ্ব শিশুমার ও সর্পে

আরোহণ পূর্ব্বক আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। এই সমস্ত রাক্ষসসৈন্য যুদ্ধ করিবার জন্য দেবলোকে যাইতেছে দেখিয়া দেবগণের সহিত যে সমস্ত দৈত্যের বৈর বদ্ধমূল ছিল তাহারাও যাইতে লাগিল।

অনন্তর রাবণ মধুপুরে উপস্থিত হইয়া মধুকে পাইল না কিন্তু ভগিনী কুম্ভীনসী উহার সম্মুখে আসিল। ঐ রাক্ষসী ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উহার পাদমূলে গিয়া পড়িল। রাবণ উহাকে অভয়দান ও উত্তোলন পূর্ব্বক কহিল, বল আমি তোমার কি করিব। কুম্ভীনসী কহিল, রাজন্! তুমি আজ আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমার স্বামীকে বিনাশ করা তোমার উচিত নহে। দেখ, বৈধব্যদুঃখ কুলস্ত্রীদিগের পক্ষে সকল ভয় অপেক্ষা প্রবল। আমি প্রার্থনা করিতেছি আমার মুখপানে চাও এবং আপনার সত্য রক্ষা কর। রাজন্! তুমিই এইমাত্র কহিলে ভয় নাই। তখন রাবণ হৃষ্ট হইয়া কহিল, শীঘ্র বল তোমার স্বামী কোথায়? আজ আমি তাঁহাকে লইয়া সুরলোক জয়ের জন্য যাত্রা করিব। তোমার প্রতি স্নেহ ও কারুণ্য বশত আমি মধুর বিনাশবাসনায় ক্ষান্ত হইলাম।

অনন্তর কুম্ভীনসী নিদ্রিত মধুকে উত্থাপন পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে কহিল, এই আমার ভ্রাতা মহাবল দশগ্রীব সুরলোক জয়ের জন্য তোমার সাহায্য চাহিতেছেন, অতএব তুমি আত্মীয়গণের সহিত এখনই যাত্রা কর। ইনি তোমার সম্বন্ধী ও তোমার প্রতি স্নেহবান। ইহাঁকে সাহায্য করা তোমার সর্ব্বতোভাবে উচিত। মধু কুম্ভীনসীর কথায় সম্মত হইল এবং

বিনয়ের সহিত রাক্ষসরাজ রাবণের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে পূজা করিল। রাবণ মধুর আবাসে পরম সমাদরে এক রাত্রি বাস করিয়া দেবলোকে চলিল এবং কৈলাস পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া সেনানিবেশ স্থাপন করিল।

ষড়্‌বিংশ সর্গ

সূর্য্য অস্তগত হইয়াছেন। কৈলাসপর্ব্বতবৎ ধবল চন্দ্র-উদিত, সশস্ত্র সৈন্যগণ সুখে নিদ্রিত, এই অবসরে মহাবল রাবণ গিরিশিখরে উপবিষ্ট হইয়া চারি দিকের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল উজ্জ্বল কর্ণিকার, কদম্ব, বকুল, চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, মন্দার, চূত, পাটল, লোধ্র, প্রিয়ঙ্গু, অর্জ্জুন, কেতক, তগর, নারিকেল, পিয়াল ও পনস প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে বনবিভাগ অতি রমণীয় হইয়াছে। মন্দাকিনিতে কমলদল বিকসিত। মধুরকণ্ঠ কামার্ত্ত কিন্নরগণ পর্ব্বতোপরি অনুরাগভরে সমস্বরে গান করিয়া মন প্রাণ প্রফুল্ল করিতেছে। মদমত্ত বিদ্যাধর সকল মদরাগলোহিতনেত্রে রমণীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। ধনাধিপতি কুবেরের আলয়ে অপ্সরা সকল সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহাদিগের মধুর স্বর ঘণ্টারবের ন্যায় শ্রুত হইতেছে। বাসন্তী পুষ্প সকল বায়ুবেগে বৃন্তচ্যুত হইয়া সমস্ত পর্ব্বত সৌরভে পূর্ণ করিতেছে। ঐ সময় সুখস্পর্শ সুগন্ধী বায়ু মধু ও পুষ্পপরাগে পুষ্ট হইয়া রাবণের কামোদ্দীপন পূর্ব্বক

বহিতে লাগিল। তখন ঐ মধুর সঙ্গীত, পুষ্পশ্রী, সুশীতল বায়ু ও পর্ব্বতের রমণীয়তায় রাবণ অনঙ্গের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া উঠিল। সে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া একদৃষ্টে চন্দ্রমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ঐ সময় পূর্ণচন্দ্রাননা রম্ভা সেনানিবেশের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত, মস্তকে মন্দার পুষ্পের মাল্য। সে দেবতার সহিত উৎসব ভোগ করিবার জন্য চলিয়াছে। উহার জঘনদেশে স্থূল কাঞ্চীগুণশোভিত নেত্রের তৃপ্তিকর এবং রতিবিহারের উপহার স্বরূপ। সে আর্দ্র হরিচন্দন তিলক ও বাসন্তী কুসুমের অলঙ্কারে এবং স্বীয় সৌন্দর্য্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহার পরিধান মেঘবৎ নীল বস্ত্র, মুখ পূর্ণচন্দ্রাকার, ভ্রূযুগল ধনুর ন্যায় আয়ত, ঊরুদ্বয় করিশূণ্ডাকার এবং হস্ত পল্লববৎ-কোমল। গিরিশিখরস্থ রাবণ ঐ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে সহসা দেখিতে পাইল। এবং কামোন্মাদে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক লজ্জাবনতবদনা রম্ভার করগ্রহণ করিয়া কহিল, সুন্দরি! তুমি কোথায় চলিয়াছ, কাহার সম্ভোগসিদ্ধির উদ্দেশে যাইতেছ, কাহার এমন সৌভাগ্য যে তোমায় ভোগ করিবে? অহো! তোমার অধরামৃত উৎপলবৎ সুগন্ধী ও সুধাবৎ সুস্বাদ, আজ কে তাহা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে? তোমার এই কঠিন স্তনযুগল স্বর্ণকুম্ভাকার ও সুশোভন, আজ কে বক্ষঃস্থলে ইহার স্পর্শসুখ অনুভব করিবে? তোমার জঘনদ্বয় স্বর্ণচক্র-তুল্য কাঞ্চীগুণমণ্ডিত ও সুখপ্রদ, আজ কে ইহার উপর আরোহণ করিবে? ইন্দ্র বিষ্ণু ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি

দেবগণের মধ্যে, বল, আজ কে আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান আছেন? সুন্দরি! তুমি যে আমায় অতিক্রম করিয়া যাও ইহা তোমার উচিত হয় না। এক্ষণে তুমি এই শিলাতলে বিশ্রাম কর। একমাত্র আমিই ত্রিলোকের অধীশ্বর, যে ত্রিলোকের প্রভু আমি তাহারও প্রভু ও বিধাতা। অতএব তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর।

রম্ভা রাবণের এই কথা শুনিয়া কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, রাজন্! আপনি আমার গুরু, আমায় এইরূপ কথা বলা আপনার উচিত হয় না, এক্ষণে প্রসন্ন হউন। যদি অন্যে আমার অবমাননা করে তাহা হইলে আপনি আমায় রক্ষা করিবেন। প্রকৃতই কহিতেছি আমি ধর্ম্মত আপনার পুত্রবধূ। এই বলিয়া রম্ভা রাবণের দর্শনমাত্র ভয়ে কণ্টকিত হইয়া অধোবদনে উহার চরণে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল।

রাবণ কহিল, সুন্দরি! যদি তুমি আমার পুত্রের ভার্য্যা হও তবে অবশ্যই পুত্রবধূ হইতে পার। রম্ভা কহিল, হাঁ আমি ধর্ম্মতই আপনার পুত্রবধূ। ত্রিলোকপ্রথিত নলকুবর আপনার ভ্রাতা কুবেরের প্রাণাধিক পুত্র। তিনি ধর্ম্মকর্ম্মে ব্রাহ্মণ, ভুজবলে ক্ষত্রিয়, ক্রোধে অগ্নি, এবং ক্ষমায় পৃথিবী। সেই নলকুবর আমায় আহ্বান করিয়াছেন। আমি কেবল তাঁহারই জন্য এইরূপ সুবেশে সজ্জিত হইয়াছি। তিনি যেমন আমার প্রতি অনুরক্ত আমিও সেইরূপ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। তদ্ব্যতীত আমি আর কাহাকেও চাহি না। অতএব আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন। সেই ধর্ম্মশীল নলকুবর

একান্ত উৎসুক হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনি তদ্বিষয়ে বিঘ্নাচরণ করিবেন না। আমায় ছাড়ুন এবং সৎপথে চলুন। আপনি আমার মাননীয় গুরু, আমি আপনার প্রতিপাল্য পুত্রবধূ।

রাবণ কহিল, সুন্দরি! তুমি আমার পুত্রবধূ হও এই যে একটী কথা বলিতেছ ইহা অবশ্য একপত্নীস্থলে। দেবগণের ইহাই নিত্য ব্যবস্থা। বিশেষত অপ্সরাদিগের পতি নাই এবং দেবতারাও অনেক অপ্সরাকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই বলিয়া রাবণ রম্ভাকে ধরিয়া শিলাতলে আনিল এবং কামমোহে আক্রান্ত হইয়া উহার সহযোগে প্রবৃত্ত হইল। পরে রম্ভা বিমুক্ত হইয়া ক্রীড়াশীল হস্তীর করদলিত নদীর স্থায় আকুল হইয়া উঠিল। তাহার মাল্য ও অলঙ্কার স্খলিত, কেশপাশ আলুলিত। সে যার পর নাই লজ্জিত ও ভীত হইয়া কম্পিত দেহে কৃতাঞ্জলিপুটে নলকুবরের পদতলে গিয়া পড়িল। মহাত্মা নলকুবর উহাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্রে! এ কি! তুমি আসিয়াই কেন আমার পাদমূলে পড়িলে? রম্ভা কহিল, দেব! রাজা দশগ্রীব দেবলোকে যাইতেছেন। তিনি গতিপ্রসঙ্গে এই স্থানে আসিয়া সসৈন্যে নিশাযাপন করিয়াছেন। আমি যখন কল্য আপনার নিকট আসিতে ছিলাম তখন তিনি আমায় দেখিতে পান এবং আমার কর গ্রহণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করেন, সুন্দরি! তুমি কাহার? তৎকালে আমি যা কিছু বলিবার সমস্তই তাঁহাকে কহিয়াছিলাম কিন্তু তিনি কামমোহে আমার কোন কথাই শুনিলেন না। আমি পুনঃ পুনঃ কহিলাম

রাজন্! আমি আপনার পুত্রবধূ কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমার প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছেন। দেব! আমার এই অপরাধ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। দেখুন স্ত্রীলোকের বল কদাচ পুরুষের অনুরূপ হইতে পারে না।

মহাত্মা নলকুবর রম্ভার মুখে এই কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ধ্যানবলে রাবণের এই ঘৃণিত কার্য্য সম্যক জানিতে পারিয়া ক্রোধারুণ লোচনে যথাবিধি আচমন পূর্ব্বক এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন, ভদ্রে! রাবণ তোমার অনিচ্ছায় তোমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছে। অতঃপর সে এইরূপ গর্হিত কার্য্য আর করিতে পারিবে না। যদি সে কামার্ত্ত হইয়া কখন কোন স্ত্রীলোকের অনিচ্ছায় তাঁহার প্রতি বলপ্রয়োগ করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক শতধা চূর্ণ হইয়া পড়িবে।

জ্বলদঙ্গারকল্প নলকুবর এইরূপ অভিসম্পাত করিবামাত্র দেবদুন্দুভি ধ্বনিত ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ নলকুবরের প্রদত্ত এই অভিশাপের কথা জানিতে পারিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। তদবধি রাবণও কোন স্ত্রীলোককে তাহার অনিচ্ছায় তাহার প্রতি আর বলপ্রয়োগ করিত না। তৎকালে সে যে সমস্ত পতিপরায়ণাকে আনিয়াছিল তাহারা এই প্রীতিকর নলকুবরশাপ সংবাদ শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল।

সপ্তবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ গিরিবর কৈলাস হইতে সসৈন্যে ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইল। যখন রাক্ষসসৈন্যেরা চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া গমন করিতে ছিল তখন দেব-লোক মধ্যে উচ্ছ্বলিত সমুদ্রের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় একটা ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র রাবণের উপ-স্থিতি সংবাদ পাইয়া আসন হইতে বিচলিত হইলেন এবং আদিত্যাদি দেবগণকে কহিলেন, তোমরা দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এখনই প্রস্তুত হও। তখন যুদ্ধার্থী দেবগণ বর্ম্ম ধারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ইন্দ্রও রাব-ণের ভয়ে অতিমাত্র কাতর হইয়া দীনমনে বিষ্ণুর নিকট গিয়া কহিলেন, দেব! রাবণ অতি বলবান। সে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছে, বল এখন আমি কি করিব। দেখ, সে কেবল প্রজাপতি ব্রহ্মার বরেই প্রবল। ব্রহ্মার কথার অন্যথাচরণ করাও আমাদের উচিত হইতেছে না; অতএব আমি যেমন পূর্ব্বে তোমার বাহুবলে নমুচি বৃত্র বলি নরক ও শম্বরকে বিনাশ করিয়াছিলাম সেইরূপ তোমারই বলে ইহাকেও বিনাশ করিতে চাই। দেবদেব! এই ত্রিলোক মধ্যে একমাত্র তুমিই আমার আশ্রয়। তুমি শ্রীমান নারায়ণ ও সনাতন পদ্মনাভ। তুমি এই সমস্ত লোকের সহিত আমাকে স্থাপন করিয়াছ। তুমি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বের স্রষ্টা। প্রলয় দশায় তোমাতেই সমস্ত জীবজন্তু প্রবেশ

করিয়া থাকে। অতএব তুমি বল আমি কিরূপে জয়ী হইব এবং ইহাও বল তুমি স্বয়ং অসি ও চক্র লইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবে কি না?

তখন দেবাদিদেব বিষ্ণু নির্ভয়ে কহিলেন, দেবরাজ! এখন কি করা উচিত কহিতেছি শুন। দুরাত্মা রাবণ বর-লাভে দুর্জ্জয় হইয়াছে। এখন দেবাসুরও তাহাকে পরাজয় বা বধ করিতে পারিবে না। আমি সহজ জ্ঞানে বুঝিতেছি ঐ রাক্ষস পুত্র মেঘনাদকে আশ্রয় করিয়া তোমাদের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিবে। তুমি এক্ষণে যে জন্য আমায় আসিয়া অনুরোধ করিতেছ আমি কোনও মতে তাহাতে সম্মত হইতে পারি না। দেখ, আমি শত্রুনাশ না করিয়া কদাচ যুদ্ধ হইতে ফিরি না, কিন্তু রাবণ প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে সুরক্ষিত, সুতরাং এখন তাহাকে পরাজয় করিবার আশা আমার কিছুমাত্র নাই। দেবরাজ! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি অতঃপর আমিই তাহার মৃত্যুর কারণ হইব। আমি তাহাকে সগণে সংহার করিয়া তোমা-দিগকে আনন্দিত করিব। দেখ, এই আমি তোমাকে সমস্ত গূঢ় কথা কহিলাম। তুমি এক্ষণে দেবগণের সহিত সম-বেত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর রুদ্র আদিত্য বসু মরুদ্গণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় বর্ম্ম-ধারণ করিয়া রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নির্গত হইলেন। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। রাবণের সৈন্যগণ জাগরিত হইয়া কোলাহল করিতেছিল। উহারা দেবগণকে আসিতে দেখিয়া হৃষ্টমনে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। রাক্ষসসৈন্য

অপরিচ্ছিন্ন, তদ্দৃষ্টে সুরসৈন্যগণ ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রাবণের ঘোরদর্শন সচিবগণ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল। মারীচ, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, নিকুম্ভ, শুক, সারণ, সংহ্রাদ, ধূমকেতু, মহাদংষ্ট্র, ঘটোদর, অম্বুমালী, মহাহ্রাদ, বিরূপাক্ষ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, দুর্ম্মুখ, দূষণ, খর, ত্রিশিরা, করবীরাক্ষ, সূর্য্যশত্রু, মহাকায়, অতিকায়, দেবান্তক ও নরান্তক এই সমস্ত মহাবীর রাক্ষসে বেষ্টিত হইয়া সুমালী রণস্থলে প্রবেশ করিল। সে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বায়ু যেমন মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে সেইরূপ নানারূপ সুশাণিত অস্ত্র শস্ত্রে দেবগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। দেবতারাও সিংহনিপীড়িত মৃগের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেম।

ইত্যবসরে অষ্টম বসু মহাবীর সাবিত্র রণস্থলে প্রবেশ করিলেন। উঁহার সমভিব্যাহারে বহুসংখ্য অস্ত্রধারী সৈন্য। উঁহাকে দেখিয়া রাক্ষসেরা ভীত হইল। পরে ত্বষ্টা ও পূষা অকুতোভয়ে স্বস্ব সৈন্য লইয়া রণস্থলে আগমন করিলেন। রাক্ষসগণের কীর্ত্তি উহাদের কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। দেবরাক্ষস সমবেত হইবামাত্র ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরস্পর পরস্পরকে অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। এই অবসরে মহাবীর সুমালী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুরসৈন্যের অভিমুখী হইল এবং বায়ু যেমন মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে সেইরূপ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সুরসৈন্যকে নষ্ট করিতে লাগিল। দেবতারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া রণস্থলে আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তখন অষ্টম বসু সাবিত্র ক্রোধভরে রথসৈন্য

সমভিব্যাহারে লইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্ববিক্রমে সমরোন্মত্ত সুমালীকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উভয়েই যুদ্ধে অপরাঙ্‌মুখ। মহাত্মা বসু বহু-সংখ্য শরে ক্ষণমধ্যে সুমালীর অন্তরীক্ষচর রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং উহাকে বিনাশ করিবার জন্য দীপ্তমুখ কালদণ্ডোপম এক গদা লইয়া উহার মস্তকে নিক্ষেপ করি-লেন। ঐ উল্কাসদৃশ গদা পতনকালে পর্ব্বতোপরি ইন্দ্রমুক্ত ঘোররাবী বজ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন সুমালীর মস্তক ও অস্থিমাংসের কোন চিহ্নই দৃষ্ট হইল না। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসগণ পরস্পর আর্ত্তরব সহকারে পলায়ন করিতে লাগিল। বসু উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। রাক্ষসগণের মধ্যে তৎকালে আর কেহই রণস্থলে তিষ্ঠিতে পারিল না।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাবণের আত্মজ মহাবল মেঘনাদ সুমালীকে বিনষ্ট ও স্বসৈন্য শরপীড়িত ও পলায়মান দেখিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং সমস্ত রাক্ষসকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন বনের অভিমুখে যায় সেইরূপ কামগামী রথে সুরসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইল। দেবগণ উহাকে দেখিয়াই চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কেহই ঐ যুদ্ধার্থী মহাবীরের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিলেন

না। তখন সুররাজ ইন্দ্র ভয়ভীত দেবগণকে কহিলেন, তোমারা ভয় পাইও না, পলায়ন করিও না, প্রতিনিবৃত্ত হও; এই আমার দুর্জয় পুত্র জয়ন্ত যুদ্ধার্থ রণস্থলে প্রবেশ করিতেছেন।

অনন্তর ইন্দ্রতনয় জয়ন্ত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। দেবতারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া মেঘনাদের প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেবরাক্ষসের অনুরূপ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মেঘনাদ সারথি মাতলির পুত্র। গোমুখকে লক্ষ্য করিয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিল। জয়ন্তও তাহার সারথিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ রোষবিস্ফারিত নেত্রে উহাঁর প্রতি শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং সুরসৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া শতঘ্নী মুসল প্রাস গদা পরশু প্রভৃতি শাণিত অস্ত্রশস্ত্র ও গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সময় লোক সকল ব্যথিত হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে ঘোরতর অন্ধকার। দেবসৈন্য সকল মেঘনাদের শরে অতিশয় কাতর ও অসুস্থ হইল এবং জয়ন্তকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলাইতে লাগিল। সকলে ইতস্ততঃ বিপর্য্যস্ত, তৎকালে আত্মপর বিবেচনা আর কাহারই নাই। সকলই অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও বিমোহিত। দেবতা দেবতাকে এবং রাক্ষস রাক্ষসকে প্রহার করিতেছে। ইত্যবসরে দৈত্যরাজ মহাবীর্য্য পুলোমা জয়ন্তকে লইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। সচী তাঁহার কন্যা এবং জয়ন্ত দৌহিত্র। তিনি জয়ন্তকে লইয়া মহাসাগরে প্রবেশ করিলেন। তখন দেবগণ জয়ন্তকে বিনষ্ট বুঝিয়া বিমর্ষভাবে ব্যথিতমনে পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

মেঘনাদও স্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া ক্রোধভরে উহাঁদের অনুসরণ এবং ঘন ঘন গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন সুররাজ ইন্দ্র পুত্র জয়ন্তকে বিনষ্ট ও দেবগণকে পলায়মান দেখিয়া মাতলিকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র রথ লইয়া আইস। আদেশমাত্র মাতলি ভীমদর্শন দিব্য রথ মহাবেগে আনয়ন করিলেন। বিদ্যুদ্দামশোভিত মহাবল মেঘসকল বায়ুবেগে উত্তেজিত হইয়া ঘোররবে রথের সম্মুখে গর্জ্জন করিতে লাগিল। গন্ধর্ব্বেরা নিবিষ্টমনে বাদ্য বাদন এবং অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইন্দ্রদেব সশস্ত্রে রুদ্র বসু আদিত্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুদ্গণে পরিবৃত হইয়া নির্গত হইলেন। তৎকালে বায়ু খরবেগে বহিতে লাগিল। সূর্য্য নিষ্প্রভ, উল্কাপাত আরম্ভ হইল। ঐ সময় প্রবল প্রতাপ রাবণও এক উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিল। উহা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত, মহাকায় ভীষণ অজগর সকল উহা বেষ্টন করিয়া আছে। তাহাদের নিশ্বাসবায়ুতে যেন সমস্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। ঐ দিব্য রথ দৈত্য ও রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া রণস্থলে ইন্দ্রের অভিমুখে চলিল।

অনন্তর রাবণ মেঘনাদকে বিশ্রামার্থ আদেশ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। মেঘনাদ রণস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। দেবগণ রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মেঘ হইতে যেমন ধারাপাত হয় উহাঁরা সেইরূপে অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুরাত্মা কুম্ভকর্ণ কাহার সহিত যে যুদ্ধ হইতেছে কিছুই জানে না। সে হস্ত পদ দণ্ড শক্তি তোমর ও মুদ্গর যে কোন অস্ত্র দ্বারা হউক দেবগণকে

প্রহার করিতে লাগিল। মহাঘোর রুদ্রগণ মরুদ্গণের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা কুম্ভকর্ণকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। রাক্ষসসৈন্য প্রহারভয়ে কাতর হইয়া পলাইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ বিনষ্ট কেহ ছিন্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইতেছে, কেহ পতনকালে বাহনে সংলগ্ন ও লম্বিত। অনেকে রথ হস্তী খর উষ্ট্র উরগ অশ্ব শিশুমার ও বরাহদিগকে আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছিত ছিল। তাহারা মূর্চ্ছাভঙ্গে উত্থিত হইল। অনেকে সুরগণের অস্ত্রে মৃত্যুগ্রাসে পড়িতে লাগিল। ঐ সমস্ত রাক্ষসের যুদ্ধচেষ্টা চিত্রকার্য্যের ন্যায় আশ্চর্য্যকর হইয়া উঠিল। রণস্থলে রক্ত-নদী বহিতে লাগিল। অস্ত্রশস্ত্র উহার নক্র কুম্ভীর এবং উহা কাক ও গৃধ্রগণে আকুল।

তখন রাবণ স্বসৈন্য এইরূপ বিনষ্ট দেখিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং সুরসৈন্যমধ্যে অবগাহন পূর্ব্বক ইন্দ্রের অভিমুখে চলিল। ইন্দ্র ঘোররবে শরাসন আকর্ষণ করিলেন। উহার টঙ্কারশব্দে দশদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্র রাবণের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অগ্নিকল্প শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাবণও উহাঁর প্রতি শরনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। উভয়ের শরপাতে চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তৎকালে আর কিছুই অনুভূত হইল না।

একোনত্রিংশ সর্গ।

চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার। দেবতা ও রাক্ষসেরা বলমদে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। কেবল ইন্দ্র রাবণ ও মেঘনাদ এই তিন জন ঐ অন্ধকারে বিমোহিত হইলেন না। রাবণ ক্ষণকাল মধ্যে আপনার বহুসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং ঘোররবে সিংহনাদ করিতে লাগিল। পরে ঐ মহাবীর ক্রোধভরে সারথিকে কহিল, দেখ, যে অবধি দেবসৈন্য আছে তুমি সেই পর্য্যন্ত আমাকে মধ্যস্থল দিয়া লইয়া চল। আমি আজই স্ববিক্রমে দেবগণকে বিনষ্ট করিব। আমি ইন্দ্র বরুণ কুবের ও যম সকলকেই বিনাশ করিব। আমি দেবগণকে বিনাশ করিয়া সর্ব্বোপরি অবস্থান করিব। সারথি! তুমি বিষণ্ণ হইও না, শীঘ্র আমার রথ লইয়া চল। আমি পুনরায় তোমায় কহিতেছি, তুমি যে অবধি দেবসৈন্য আছে সেই পর্য্যন্ত আমায় লইয়া চল। আমরা এখন যেস্থানে আছি ইহা নন্দন কানন। যথায় উদয় পর্ব্বত তুমি আমায় সেই স্থানে লইয়া চল। তখন সারথি বেগগামী অশ্বগণকে প্রতিপক্ষ সৈন্যের মধ্য দিয়া চালাইতে লাগিল। ঐ সময় সুররাজ ইন্দ্র উহার অভিপ্রায় বুঝিয়া দেবগণকে কহিলেন, সুরগণ! এক্ষণে আমি যাহা শ্রেয়স্কর বুঝিতেছি তাহা শুন। তোমরা গিয়া এই রাবণকে জীবদ্দশায় গ্রহণ কর। ঐ মহাবল পর্ব্বকালীন তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের ন্যায় মহাবেগে

সৈন্য মধ্য দিয়া যাইবে। তোমরা যুদ্ধে যত্নবান হও, আজ আমরা উহাকে ধরিব। ঐ বীর বরলাভে সম্পূর্ণ নির্ভয়, আজ উহাকে বধ করা দুঃসাধ্য। যেমন দানব-রাজ বলি নিরুদ্ধ হওয়াতে আমি ত্রিলোকরাজ্য ভোগ করিতেছি তদ্রূপ আজ এই পাপাত্মাকে নিরোধ করা আমার ইচ্ছা।

অনন্তর ইন্দ্র রাবণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গিয়া রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রাবণ উত্তর পার্শ্ব দিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। ইন্দ্রও দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। রাবণ দেবসৈন্যের প্রতি শরবর্ষণ পূর্ব্বক শতযোজন প্রবেশ করিল। ইত্যবসরে ইন্দ্র স্বসৈন্য উচ্ছিন্নপ্রায় দেখিয়া ধীরভাবে রাবণকে নিবৃত্ত করি-লেন। দানব ও রাক্ষসেরা ইন্দ্রের নিকট রাবণকে পরাস্ত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তখন মেঘনাদ ক্রোধা-বিষ্ট হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক সুরসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সে দেখিল সম্মুখযুদ্ধে দেবসৈন্যকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য। ঐ মহাবীর রুদ্র হইতে লব্ধ মায়া আশ্রয় করিল এবং দেব-গণকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইল। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র মেঘনাদকে আর দেখিতে পাইলেন না। মেঘনাদের দেহে আর বর্ম্ম নাই। মহাবল দেব-তারা প্রহার করিলেও সে নির্ভয়। পরে ঐ বীর সুর-সারথি মাতলিকে শরাঘাত করিয়া ইন্দ্রের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্র রথ ও সারথিকে পরিত্যাগ করিয়া ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক মেঘনাদকে অনুসন্ধান

করিতে লাগিলেন। মেঘনাদ মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া অন্ত-রীক্ষে বিচরণ করিতেছে। সে ইন্দ্রকে মায়ায় মোহিত করিয়া তাঁহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। ইন্দ্র শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মেঘনাদও উহাঁকে মায়াপ্রভাবে বন্ধন করিয়া স্বসৈন্যের অভিমুখে আনয়ন করিল। দেব-গণ রণস্থল হইতে ইন্দ্রকে বলপূর্ব্বক নীয়মান দেখিয়া ভাবি-লেন, এ কি! ইন্দ্র মায়াসংহার বিদ্যা জানেন, তথাচ ইনি মায়াবলে বলপূর্ব্বক নীয়মান হইতেছেন, অথচ মেঘনাদ অদৃশ্য ইহার কারণ কি!

ঐ সময় দেবতারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাবণের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাবণ আদিত্য ও বসুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল কিন্তু শক্রশরে নিপীড়িত হইয়া যুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিল না। ঐ রাক্ষসবীর প্রহারব্যথায় নিপীড়িত ও অতিশয় ম্লান। তদ্দৃষ্টে ইন্দ্রজিৎ উহার সম্মুখীন হইয়া কহিল পিতঃ! এক্ষণে আইস, চল আমরা যাই, যুদ্ধে আর কাজ নাই, জানিও আমাদেরই জয় হইয়াছে। তুমি নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হও। যিনি সুরসৈন্যের ও ত্রিলোকের প্রভু আমি তাঁহাকে সুরসৈন্য মধ্য হইতে লইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে দেবগণের দর্পচূর্ণ। তুমি স্ববলে শত্রু দমন করিয়া ত্রিলোকের অধীশ্বর হও। যুদ্ধশ্রমে আর প্রয়োজন কি, এখন যুদ্ধ করা নিষ্ফল।

অনন্তর দেবতারা যুদ্ধে বিরত হইলেন এবং সকলে ইন্দ্র ব্যতীত প্রস্থান করিলেন। রাবণ সমরনিবৃত্ত পুত্র ইন্দ্রজিতের মুখে এই কথা শুনিয়া আদর সহকারে কহিল, বৎস! তুমি অনুরূপ বিক্রমে আমার বংশগৌরব বৃদ্ধি করিয়াছ, আজ তুমিই

স্বীয় বাহুবলে দেবগণকে ও ইন্দ্রকে পরাজয় করিলে। এক্ষণে রথ আনয়ন কর। তুমি সসৈন্যে ইন্দ্রকে লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক নগরে যাও আমিও তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সচিবগণের সহিত হৃষ্টমনে শীঘ্র যাইতেছি। তখন ইন্দ্রজিত ইন্দ্রকে লইয়া সসৈন্যে সবাহনে গৃহে গমন করিল এবং গৃহে গিয়া যুদ্ধশ্রান্ত রাক্ষসগণকে বিশ্রাম করিবার জন্য বিদায় দিল।

ত্রিংশ সর্গ

রাবণের পুত্র মেঘনাদ মহাবল ইন্দ্রকে পরাজয় করিলে দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। রাক্ষস-রাজ রাবণ ভ্রাতা ও পুত্রগণে বেষ্টিত হইয়া সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া আছে। ইত্যবসরে ব্রহ্মা উহার সন্নিহিত হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে সাধুবাদ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস রাবণ! যুদ্ধে তোমার পুত্র মেঘনাদের বলবীর্য্য দেখিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আশ্চর্য্য ইহার বিক্রম ও ঔদার্য্য। এই মহাবীর তোমার তুল্য বা তোমা অপেক্ষা অধিকও হইতে পারে। তুমি স্বতেজে ত্রিলোক পরাজয় করিয়াছ, তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইয়াছে, এক্ষণে আমি তোমার ও তোমার পুত্র মেঘনাদের উপর সন্তুষ্ট হইলাম। এই মহাবল মেঘনাদ অতঃপর জগতে ইন্দ্রজিৎ এই নামে প্রখ্যাত হইবে। তুমি যাহাকে আশ্রয় করিয়া দেবগণকে বশীভূত করিলে সেই মেঘনাদ অতঃপর যুদ্ধে দুর্জ্জয়

হইবে। বীর! এক্ষণে তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে পরিত্যাগ কর এবং এই জন্য তুমি দেবগণের নিকট কি প্রার্থনা কর তাহাও বল।

ইন্দ্রজিৎ কহিল, দেব! যদি ইন্দ্রকে মুক্ত করিতে হয় তবে আমায় অমরত্ব প্রদান করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, বীর! পৃথিবীতে পশু পক্ষী মনুষ্য প্রভৃতি কোন জীবেরই এক কালে অমরত্ব নাই। তোমার আর যদি কিছু প্রার্থনা করিবার থাকে তো বল। ইন্দ্রজিৎ কহিল, ভগবন্! যদি এককালে অমরত্ব না পাই তবে ইন্দ্রের মুক্তির উদ্দেশে আর যা কিছু প্রার্থনা আছে শুনুন। আমি যখন নিয়ম পূর্ব্বক মন্ত্র দ্বারা অগ্নির পূজা করিয়া শত্রুকে জয় করিবার জন্য রণস্থলে যাইব তখন আমার জন্য অগ্নি হইতে অশ্বযুক্ত রথ উত্থিত হইবে। সেই রথে অবস্থান করিলে পর আমাকে আর কেহই বধ করিতে পারিবে না এই আমার প্রার্থনা। আর যদি অগ্নির পূজা উপলক্ষে জপ হোম সমাপন না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই তবেই বিনষ্ট হইব। দেব! সকলেই তপোবলে অমরত্ব প্রার্থনা করে আমি বিক্রমে তাহা পাইবার ইচ্ছা করিতেছি।

ব্রহ্মা কহিলেন, বীর! তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। অনন্তর ইন্দ্র শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত হইলেন। দেবতারাও সুরলোকে প্রস্থান করিলেন। তদবধি ইন্দ্র দীনভাবাপন্ন চিন্তাপর ও অত্যন্ত বিমনা হইলেন। একদা ব্রহ্মা উহাঁর এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, ইন্দ্র! তুমি পূর্ব্বে কেন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলে? দেখ, আমি বুদ্ধিযোগে প্রজাসৃষ্টি করিয়াছিলাম। উহাদের বর্ণ বাক্য ও বয়স একই প্রকার। কোনও বিষয়ে উহাদের কিছু মাত্র ইতর

বিশেষ ছিল না। পরে আমি একাগ্রমনে উহাদের বিষয় চিন্তা করিলাম এবং অল্প বৈলক্ষণ্য সম্পাদনের জন্য একটী স্ত্রী সৃষ্টি করিলাম। পরে আমি প্রজাদিগের শরীরগত যা কিছু বৈলক্ষণ্য ঐ স্ত্রীতে তাহার সমাবেশ করিয়া দিলাম। সে রূপবতী ও গুণবতী হইল। বৈরূপ্যের নাম হল। বৈরূপ্য হইতে যাহা উদ্ভূত তাহা হল্য। ঐ স্ত্রীর হল্য বা বিরূপতা কিছুই ছিল না এই জন্য উহার নাম অহল্যা হইল। আমি ঐ নামেই তাহাকে আহ্বান করিলাম। সুররাজ! ঐ স্ত্রী সৃষ্টি করিবার পর ভাবিলাম অতঃপর এই স্ত্রী কাহার ভার্য্যা হইবে। কিন্তু তুমি দেবগণের অধিপতি, তন্নিবন্ধন তুমি অহল্যাকে তোমারই স্ত্রী বলিয়া স্থির কর। পরে আমি ঐ অহল্যাকে মহর্ষি গৌতমের হস্তে বহু বৎসরের জন্য ন্যাস-স্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলাম। তিনিও পরিশেষে আবার আমায় প্রত্যর্পণ করেন। তখন আমি গৌতমের ধৈর্য্য ও তপঃসিদ্ধির বিষয় অবগত হইয়া অহল্যাকে পত্নীরূপে ব্যব-হারার্থ তাঁহাকে প্রদান করিলাম। ঐ ধর্ম্মাত্মাও উহাকে পাইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। দেবতারা অহল্যালাভে নিরাশ হইলেন। দেবরাজ! তুমিও ক্রোধ ও কামের বশীভূত হইয়া গৌতমের আশ্রমে গমন পূর্ব্বক প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় ঐ স্ত্রীকে দেখিতে পাও এবং তাহাকে দূষিত কর। ঐ সময় মহর্ষি গৌতম তোমাকে দেখিয়াছিলেন এবং তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তোমায় অভিসম্পাত করেন। তজ্জন্যই তোমায় এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। গৌতম কহিয়াছিলেন, ইন্দ্র! যখন তুমি নির্ভয়ে আমার পত্নীকে দূষিত

করিলে তখন যুদ্ধে নিশ্চয় শত্রুর হস্তগত হইবে। আর তুমি এই স্থানে যেরূপ দূষিত ভাবের সূত্রপাত করিলে মনুষ্যলোকেও ইহার সুপ্রচার হইবে কিন্তু যে ব্যক্তি এই কার্য্যের কর্ত্তা পাপের অর্দ্ধাংশ তাহার এবং অপরার্দ্ধ তোমার হইবে। অতঃপর তোমার এই ইন্দ্রত্ব পদও আর স্থায়ী হইবে না। যখন যে ব্যক্তি ইন্দ্রত্ব লাভ করিবে তখন সে কদাচ এই পদে স্থায়ী হইবে না। আমার এই অভিসম্পাত। তৎকালে গৌতম অহল্যাকেও যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, দুর্ব্বিনীতে! তুই আমার এই আশ্রমে বিরূপ হইয়া থাক্। তুই যখন রূপ-যৌবনসম্পনা হইয়া এইরূপ চপলস্বভাব হইয়াছিস্ তখন এই জীবলোকে তোর ন্যায় অনেকেই রূপবতী হইবে। অতঃপর কেবল তুই আর সুরূপা থাকিবি না। যখন কেবল তোর রূপে ইন্দ্রের এইরূপ চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে তখন এইপ্রকার রূপ সকল লোকই অধিকার করিবে সন্দেহ নাই। তদবধি সকলেই সমধিক রূপবান হইয়াছে।

পরে অহল্যা গৌতমকে কহিলেন, তপোধন! ইন্দ্র তোমার রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমায় উপগত হইয়া ছিলেন। আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক এই পাপাচরণ করি নাই। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

গৌতম কহিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশে রাম নামে প্রথিত এক মহারথ জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি মনুষ্যরূপী স্বয়ং বিষ্ণু। সেই রাম ব্রাহ্মণের উপকারার্থ বনপ্রস্থান করিয়া যখন এই আশ্রমে তোমায় দর্শন দিবেন তখন তুমি পবিত্র হইবে। তুমি যে দুষ্কর্ম্ম করিলে ইহা হইতে উদ্ধার করিতে একমাত্র

তিনিই সমর্থ। তুমি এই আশ্রমে তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিয়া পরে আমার নিকট যাইবে এবং আমার সহিত একত্র বাস করিবে। এই বলিয়া গৌতম প্রস্থান করিলেন এবং অহল্যাও অতি কঠোর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্র! মহর্ষি গৌতমের অভিশাপেই তোমার এইরূপ দুর্ঘটনা হইয়াছে। তুমি পূর্ব্বে যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলে তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। তুমি সেই কারণে বিপক্ষের হস্তগত হইয়াছ। অতএব এক্ষণে সমাহিত হইয়া শীঘ্র বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। তদ্দ্বারা পবিত্র হইলে তবে তুমি স্বর্গে যাইতে পারিবে। আর তোমার পুত্র জয়ন্ত যুদ্ধে বিনষ্ট হন নাই। দানবরাজ পুলোমা তাঁহাকে সমুদ্রগর্ভে লইয়া গিয়াছেন।

ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন এবং ইহার প্রভাবে স্বর্গে গিয়া পুনর্ব্বার রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাম! এই আমি তোমার নিকট ইন্দ্রজিতের বলবিক্রমের কথা কহিলাম, অন্য লোকের কথা দূরে থাক সেই বীর ইন্দ্রকেও পরাজয় করিয়াছিল। রাম ও লক্ষ্মণ অগস্ত্যের নিকট এই অদ্ভুত ব্যাপার শুনিয়া কহিলেন, ইন্দ্রজিতের বলবীর্য্য অতি বিস্ময়কর। রামের পার্শ্বস্থ বিভীষণ কহিলেন, পূর্ব্বে যে ব্যাপার দেখিয়াছিলাম আজ তাহা স্মরণ হইল, ইহার কিছুই মিথ্যা নহে। রাম কহিলেন, তপোধন! আমি যাহা শুনিলাম ইহা সমস্তই সত্য।

একত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম মহর্ষি অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়া বিস্ময়ভরে পুনর্ব্বার কহিলেন। ভগবন্! যখন নিষ্ঠুর রাবণ পৃথিবীতে অত্যাচার করিয়া বেড়াইত তখন কি ইহা বীরশূন্য ছিল। ক্ষত্রিয় রাজা বা অন্য জাতীয় কোন রাজা কি পৃথিবীতে ছিল না। অথবা যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা রাবণের বাহুবলে পরাজিত দিব্যাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও নির্বীর্য্য ছিলেন।

অগস্ত্য রামের এই কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজন্! রাবণ রাজগণকে নিপীড়িত করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিত। একদা সে স্বর্গপুরীসদৃশ মাহিষ্মতী নগরীতে উপস্থিত হয়। তথায় ভগবান অগ্নি নিরন্তর শরকুণ্ডে অধিবাস করিতেন। ইহাঁর প্রভাবে তথাকার রাজা মহাবীর্য্য অর্জ্জুন ইহাঁরই ন্যায় অন্যের অসহনীয় ছিলেন। যখন রাবণ মাহিষ্মতীতে উপস্থিত হয় সেই দিন ঐ হৈহয়রাজ রমণীগণের সহিত নর্ম্মদা-বিহারে নির্গত হইয়াছিলেন। রাবণ পুরঃপ্রবেশ করিয়া উহাঁর অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিল, এখন রাজা অর্জ্জুন কোথায়? তোমরা শীঘ্র বল। আমি রাবণ; তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছি। তোমরা তাঁহাকে আমার উপস্থিতি সংবাদ দেও। বিচক্ষণ অমাত্যেরা কহিল, রাজা অর্জ্জুন নর্ম্মদাবিহারে নির্গত হইয়াছেন। তখন রাবণ তথা হইতে হিমাচলতুল্য বিন্ধ্যগিরিতে উপস্থিত হইল। ঐ পর্ব্বত পৃথিবী ভেদ করিয়া মেঘের ন্যায় আকাশে প্রসারিত হইয়া

আছে। উহার শৃঙ্গ বহুসংখ্য ও গগনস্পর্শী। গহ্বরে সিংহ ব্যাঘ্র সকল নিরন্তর বাস করিতেছে। ভৃগু-প্রদেশ-পতিত জলরাশির শব্দে উহা যেন অট্টহাস্য করিয়া চতুর্দিক প্রতি-ধ্বনিত করিতেছে। উহা দেব দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও অপ্স-রোগণের আবাসস্থান। উহা স্বর্গতুল্য, স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ জলরাশি বেগে নিঃসৃত হওয়াতে উহা লোলজিহ্ব ফণমণ্ডল-শোভিত অনন্ত দেবের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। উহা অতি উচ্চ। রাবণ ঐ বিন্ধ্যাচল দেখিতে দেখিতে নর্ম্মদা নদীতে চলিল। নর্ম্মদা বিন্ধ্যগিরি হইতে নিঃসৃত হইয়া পশ্চিম সমুদ্রে পড়িতেছে। উহার পবিত্র জলরাশী প্রস্তরস্তূপে প্রতিঘাত পাইয়া চঞ্চলভাবে চলিয়াছে। সিংহ সূকর শার্দূল ভল্লূক ও হস্তী সকল উত্তাপতপ্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উহার স্রোত আলোড়িত করিতেছে। চক্রবাক হংস কারণ্ডব জলকুক্কুট ও সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ সর্ব্বদা উন্মত্ত হইয়া উহার বক্ষে কলরব করিতেছে। নর্ম্মদা সুন্দরী রমণীর ন্যায় শোভমান। তীরস্থ কুসুমিত বৃক্ষ উহার আভরণ, চক্রবাকযুগল দুইটী স্তন, বিস্তীর্ণ পুলিন জঘন-দেশ, হংসশ্রেণী মেখলা, কুসুমরেণু অঙ্গরাগ, ফেনরাজি নির্ম্মল বস্ত্র এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম দুইটি রমণীর চক্ষু। অব-গাহনে উহার সর্ব্বাঙ্গীণ স্পর্শসুখ অনুভূত হয়। রাক্ষসরাজ রাবণ পুষ্পক হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সরিদ্বরা নর্ম্মদায় অব-তরণ করিল এবং উহার মুনিজনশোভিত সুদৃশ্য পুলিনে সচিবগণের সহিত উপবেশন পূর্ব্বক ইহাই গঙ্গা এই বলিয়া উহার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিল। নর্ম্মদাদর্শনে রাবণের

যার পর নাই হর্ষ উপস্থিত। সে শুক ও সারণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সবিলাসে কহিল, দেখ, এই প্রচণ্ড সূর্য্য সহস্র রশ্মি দ্বারা সমস্ত জগৎ স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া অন্তরীক্ষের মধ্যভাগ অলঙ্কৃত করিতেছেন। কিন্তু এখন তিনি আমাকে বিশ্রামার্থ এই নর্ম্মদাতীরে উপবিষ্ট দেখিয়া যেন চন্দ্রের ন্যায় শীতল ভাব ধারণ করিয়া আছেন। সুগন্ধি শ্রান্তিহারক বায়ু আমারই ভয়ে নর্ম্মদাজলসম্পর্কে সুস্নিগ্ধ হইয়া বহমান হইতেছে। আর এই সুখদা সরিদ্বরা নর্ম্মদা ভয়ার্ত্তা নারীর ন্যায় আমার নিকট মন্দপ্রবাহে বহিতেছে। সচিবগণ! তোমরা ইন্দ্রসম রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়াছ। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গে শত্রুর রক্ত, চন্দনের ন্যায় লিপ্ত আছে। অতএব সার্ব্বভৌম প্রভৃতি মত্ত হস্তী সকল যেমন গঙ্গায় গিয়া পড়ে তদ্রূপ তোমরা এই নর্ম্মদায় অবগাহন কর। তোমরা এই মহানদীতে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হও, এই অবসরে আমিও ইহার এই শরচ্চন্দ্র-ধবল পুলিনে বসিয়া শিবপূজা করি।

তখন প্রহস্ত শুক সারণ মহোদর ও ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি সচিবেরা নর্ম্মদায় অবগাহন করিল। এই সমস্ত মহাবল রাক্ষস স্নান করিয়া রাবণের শিবপূজার জন্য পুষ্প আহরণ করিতে লাগিল। উহারা মুহূর্ত্তমধ্যে ঐ ধবলমেঘাকার পুলিনে একটি পুষ্পময় পর্ব্বত প্রস্তুত করিল। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ প্রকাণ্ড হস্তী যেমন জাহ্নবীজলে অবতরণ করে, সেইরূপ স্নানার্থ নর্ম্মদায় অবতরণ করিল এবং স্নান ও মন্ত্রজপ করিয়া তীরে উত্থিত হইল। অনন্তর আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ

পূর্ব্বক শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শিবপূজার জন্য স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা মূর্ত্তিমান পর্ব্বতের ন্যায় উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। রাবণ যে যে স্থানে যাইতে লাগিল উহারা সেই সেই স্থানে স্বর্ণময় শিবলিঙ্গ উহার সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিল। পরে রাবণ এক বালুকা-বেদির উপর ঐ লিঙ্গ স্থাপন করিয়া অমৃতগন্ধী পুষ্প চন্দন দিয়া পূজা করিতে লাগিল। সে ঐ সাধুগণের বিঘ্ননাশন চন্দ্রময়ুখ-ভূষণ বরপ্রদ রুদ্রের অর্চ্চনা করিয়া সামগান ও বাহু প্রসা-রণ পূর্ব্বক সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণ যেস্থানে শিবপূজা করিতে ছিল উহার অদূরে মহীষ্মতীপতি বীরবর অর্জ্জুন রমণীগণের সহিত জল-বিহার করিতে ছিলেন। তিনি করিণীমধ্যগত হস্তীর ন্যায় বহুসংখ্য স্ত্রীলোকের মধ্যে বিরাজ করিতে ছিলেন। উহাঁর হস্ত সহস্র সংখ্য। তিনি নিজের বাহুবল পরীক্ষা করিবার জন্য বাহুবেষ্টনে নর্ম্মদার স্রোত নিরোধ করিলেন। ইহা নিরুদ্ধ হইবামাত্র প্রতিস্রোতে প্রবাহিত হইল। স্রোতের জল নক্র মৎস্য মকরে পূর্ণ এবং উহাতে পুষ্প ও কুশাস্তরণ সকল ভাসিতেছে। উহা নিরুদ্ধ হইয়া বর্ষার প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। এবং অর্জ্জুনের নিয়োগেই যেন রাবণের শিবপূজার পুষ্প বেগে লইয়া চলিল। তখনও উহার শিবপূজা পরিসমাপ্ত

হয় নাই। সে তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্রতিকূল কান্তার ন্যায় বিপরীতগামিনী নর্ম্মদাকে দেখিতে লাগিল। ঐ সময় স্রোতোবেগ পশ্চিম দিক দিয়া পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের ন্যায় বাড়িতেছিল। রাবণ নীরবে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা শুক ও সারণকে ইহার কারণ অনুসন্ধানে আদেশ করিল। উহারাও তৎক্ষণাৎ আকাশপথ আশ্রয় পূর্ব্বক পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিল এবং অর্দ্ধযোজন মাত্র গমন করিয়া দেখিল একটী পুরুষ রমণীগণের সহিত জলবিহার করিতেছে। তিনি শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত, তাঁহার কেশজাল স্রোতোবেগে আকুল, নেত্রের প্রান্তভাগ মদরাগে আরক্ত, মন মদাবেশে চঞ্চল। পর্ব্বত যেমন সহস্র পাদ পৃথিবীকে রোধ করিয়া থাকে তদ্রূপ তিনি সহস্র হস্তে ঐ নদীকে রোধ করিয়া আছেন। তিনি করিণীপরিবৃত কুঞ্জরের ন্যায় মদবিহ্বল ষোড়শী নারীগণে পরিবেষ্টিত।

শুক ও সারণ ঐ অদ্ভুত পুরুষকে দেখিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাবণকে কহিল, রাক্ষসরাজ! কোন এক প্রকাণ্ড শাল বৃক্ষাকার পুরুষ সেতুর ন্যায় নর্ম্মদা নদীর স্রোত অবরুদ্ধ করিয়া বহুসংখ্য রমণীর সহিত জলবিহার করিতেছে। নর্ম্মদা উহার সহস্র হস্ত দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া সমুদ্রের জলোদ্গারের ন্যায় অনবরত জলোদ্গার করিতেছে।

তখন রাবণ ঐ পুরুষকে মাহিষ্মতীপতি অর্জ্জুন বোধ করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। এই অবসরে প্রচণ্ড বায়ু ধূলিজাল উড্ডীন করিয়া ঘোর রবে বহিতে লাগিল। মেঘ রক্ত বর্ষণ পূর্ব্বক একবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কৃষ্ণকায় রাবণ

মহোদর মহাপার্শ্ব ধূম্রাক্ষ শুক ও সারণের সহিত রাজা অর্জ্জুনের অভিমুখে চলিল এবং অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে নর্ম্মদার ঐ ভীষণ হ্রদে উপস্থিত হইল। দেখিল তথায় রাজা অর্জ্জুন রমণীগণের সহিত জলবিহার করিতেছেন। তখন ঐ রণগর্ব্বিত রাক্ষস রোষে আরক্তনেত্র হইয়া গম্ভীর স্বরে উহাঁর অমাত্যগণকে কহিল, তোমারা অবিলম্বে হৈহয়াধিপতিকে বল যে রাবণ যুদ্ধার্থ উপস্থিত। অমাত্যেরা রাবণের এই বাক্যে অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া কহিল, রাবণ! সাধু সাধু, তুমি যুদ্ধের কাল ঠিক বুঝিয়াছ। যে ব্যক্তি মদমত্ত হইয়া স্ত্রীগোষ্ঠীতে আছে তাহার সহিত যুদ্ধ করা কি উচিত? রাক্ষসরাজ! আজ ক্ষমা কর, এই রাত্রিটা এই খানে কাটাইয়া দেও। যদি তোমর যুদ্ধ করিবার একান্তই ইচ্ছা থাকে তবে তাহা কল্য হইবে। অথবা যদি তোমার বলবতী যুদ্ধতৃষ্ণা নিবন্ধন কাল-বিলম্ব সহ্য না হয়, তবে আমাদিগকে বধ করিয়া রাজা অর্জ্জু-নের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর শুক সারণ প্রভৃতি রাক্ষসেরা রাজা অর্জ্জুনের অমাত্যগণকে বিনষ্ট ও ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া অনেককে ভক্ষণ করিল। নর্ম্মদাতীরে উভয় পক্ষে তুমুল কোলাহল উপস্থিত। অর্জ্জুনের অমাত্যগণ তোমর প্রাস ত্রিশূল বজ্র ও কর্পণাস্ত্র দ্বারা রাক্ষসগণকে পীড়ন পুর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। উহারা নক্রমীনমকরসঙ্কুল সমুদ্রের ন্যায় দারুণ বেগ প্রদর্শন করিতে লাগিল। প্রহস্ত শুক সারণ প্রভৃতি রাক্ষসেরা ক্রোধা-বিষ্ট হইয়া স্বতেজে অর্জ্জুনের সৈন্যবিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইত্যবসরে কএকটা পুরুষ ভয়বিহ্বল হইয়া এই ব্যাপার

ক্রীড়াপর অর্জ্জুনের গোচর করিল। রাজা অর্জ্জুন শুনিবামাত্র রমণীগণকে "ভয় নাই" এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক গঙ্গা-জল হইতে দিগ্‌নাগ অঞ্জনের ন্যায় নর্ম্মদা হইতে উত্তীর্ণ হই-লেন। তিনি ক্রোধারুণ লোচনে যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। উহাঁর হস্তে স্বর্ণবলয়। তিনি সত্বর গদা উদ্যত করিয়া সূর্য্য যেমন অন্ধকারের অনুসরণ করে সেইরূপ দ্রুতবেগে রাক্ষসগণের অনুসরণ করিতে লাগি-লেন। এই অবসরে বিন্ধ্য পর্ব্বত যেমন সূর্য্যের পথ অবরোধ করিয়া ছিল তদ্রূপ বিন্ধ্যবৎ অকম্প্য মহাবীর প্রহস্ত মুষল ধারণ পূর্ব্বক উহাঁর পথ অবরোধ করিল। এবং ঐ লৌহবদ্ধ ঘোর মুষল নিক্ষেপ করিয়া কৃতান্তবৎ ভীমরবে চিৎকার করিতে লাগিল। মুষলের চতুষ্পার্শ্বে অশোকপুষ্পশিখাসদৃশ জ্বলন্ত অগ্নি, উহা যেন স্বতেজে সমস্ত দগ্ধ করিতেছে। অর্জ্জুন নির্ভয়ে ঐ মুষলপাতপথ হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া উহা সম্পূর্ণ বিফল করিয়া দিলেন এবং পাঁচ শত হস্ত দ্বারা যাহা নিক্ষেপ করিতে হইবে এমন এক প্রকাণ্ড গদা বিঘূর্ণিত করিতে করিতে উহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। প্রহস্ত ঐ গদার প্রবল প্রহারে বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন মারীচ শুক সারণ মহোদর ও ধূম্রাক্ষ প্রহস্তকে পতিত দেখিয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হইল। তদ্দৃষ্টে রাবণ রাজা অর্জ্জুনের অভিমুখে মহাবেগে আগমন করিল। অর্জ্জুনের বাহু সহস্র সংখ্য এবং রাবণেরও বিংশতি হস্ত। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তৎকালে উহাঁর তরঙ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্রের ন্যায়, শিথিলমূল পর্ব্বতের ন্যায়, তেজঃপ্রদীপ্ত

সূর্য্যের ন্যায়, বিশ্বদাহপ্রবৃত্ত বহ্নির ন্যায়, গর্জ্জনশীল মেঘের ন্যায়, বলদৃপ্ত সিংহের ন্যায় এবং ক্রোধাবিষ্ট রুদ্র ও কালের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এবং করিণীর নিমিত্ত দুইটী বল-গর্ব্বিত হস্তী যেমন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় সেইরূপ উভয়ে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন পর্ব্বত সকল ইন্দ্রের বজ্রপ্রহার অকাতরে সহ্য করিয়াছিল তদ্রূপ উহাঁরা পরস্পর পরস্পরের গদাপ্রহার অকাতরে সহ্য করিতে লাগি-লেন। উহাঁদের গদাপাত বজ্রপাতবৎ ঘোর রবে দিগন্ত ধ্বনিত করিতে লাগিল। অর্জ্জুনের গদা মহাবেগে পতিত হইয়া বিদ্যুৎ যেমন আকাশকে স্বর্ণবর্ণে উজ্জ্বল করে তদ্রূপ রাবণের বক্ষ স্বতেজে উজ্জ্বল করিতে লাগিল। আর রাবণের গদাও পর্ব্বতশিখরে উল্কা যেমন পতিত হয় তদ্রূপ অর্জ্জুনের বক্ষে পতিত হইয়া আলোকে সমস্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। অর্জ্জুনও অবসন্ন হন না এবং রাক্ষসরাজ রাবণও অবসন্ন নহেন, সুতরাং বলি ও ইন্দ্রবৎ ঐ উভয় মহাবীরের যুদ্ধ তুল্যরূপই হইতে লাগিল। দুইটী বৃষ যেমন শৃঙ্গদ্বারা এবং দুইটী হস্তী যেমন দন্ত দ্বারা যুদ্ধ করে, তদ্রূপ উহাঁরা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ঘোর-তর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দেহের সমস্ত বল প্রয়োগ পূর্ব্বক রাবণের বক্ষঃস্থলে এক গদা প্রহার করিলেন। রাবণ ব্রহ্মার বলে সুরক্ষিত, সুতরাং অর্জ্জুনের গদা নিতান্ত দুর্ব্বলের ন্যায় স্বীয় বেগের অনুরূপ প্রহারে অসমর্থ হইয়া দ্বিখণ্ডে পতিত হইল। রাবণ ধনুঃপ্রমাণ স্থানে ঠিকরিয়া পড়িল এবং গলদশ্রুলোচনে অতি-মাত্র বিহ্বল হইল। তখন অর্জ্জুন উহাকে তদবস্থ দেখিয়া গরুড়

যেমন সর্পকে গ্রহণ করে তদ্রূপ উহাকে সহস্র বাহু দ্বারা সবলে গ্রহণ করিলেন এবং নারায়ণ যেমন বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন তদ্রূপ উহাকে বন্ধন করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে সিদ্ধ চারণ ও দেবগন বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক উহাঁর মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্যাঘ্র যেমন মৃগকে এবং সিংহ যেমন হস্তীকে গ্রহণ করে তদ্রূপ রাজা অর্জ্জুন রাবণকে গ্রহণ করিয়া মেঘবৎ ঘনঘন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় প্রহস্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। বর্ষাকালে মেঘের যেমন গতিবেগ দৃষ্ট হয় সেইরূপ ঐ সমস্ত ধাবমান রাক্ষসের বেগ দৃষ্ট হইল। উহাদের মধ্যে কেহ কহিতেছে ছাড় ছাড়, কেহ কহিতেছে থাক্ থাক্; তৎকালে উহারা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া নিরবচ্ছিন্ন শূল ও মুষল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু অর্জ্জুন নিতান্ত ব্যস্তসমস্ত না হইয়া অস্ত্র সকল না আসিতেই স্বহস্তে গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং বায়ু যেমন মেঘকে দূর করিয়া দেয় তদ্রূপ তিনি ঐ সকল রাক্ষসকে অস্ত্রশস্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দূর দিলেন। রাক্ষসেরা অতিমাত্র ভীত হইল। কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন রাবণকে লইয়া সুহৃদ্গণের সহিত নগর প্রবেশ করিলেন। তৎকালে পুরবাসী ও ব্রাহ্মণেরা উহাঁর মস্তকে পুষ্প ও অক্ষত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র যেমন বলিকে নিগ্রহ করিয়া অমরাবতীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন ইন্দ্রবিক্রম অর্জ্জুনও সেইরূপে রাবণকে নিগ্রহ করিয়া পুরপ্রবেশ করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ ।

মহর্ষি পুলস্ত্য দেবলোকে দেবগণের মুখে বায়ুবন্ধনের ন্যায় বিস্ময়কর রাবণের বন্ধনবৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন। তখন ঐ সুধীর, পুত্রস্নেহে একান্ত করুণাপরতন্ত্র হইয়া রাজা অর্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ঐ মনোমারুতবৎবেগগামী মহর্ষি আকাশপথে মাহিষ্মতী নগরীতে আগমন করিলেন। মাহিষ্মতী অমরাবতীর ন্যায় শোভমান এবং হৃষ্টপুষ্ট লোকে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মা যেমন সুরপুরীতে প্রবেশ করেন, মহর্ষি পুলস্ত্য সেইরূপ তথায় প্রবেশ করিলেন। দ্বারপালেরা পাদচারী সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ ঐ দিব্য পুরুষকে পুলস্ত্য বোধ করিয়া রাজা অর্জ্জুনের গোচর করিল। অর্জ্জুন মস্তকোপরি অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। রাজপুরোহিত অর্ঘ্য ও মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের অগ্রে বৃহস্পতির ন্যায় রাজার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। অর্জ্জুন মহর্ষিকে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উহাঁর পাদবন্দন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আজ এই মাহিষ্মতী অমরাবতীর তুল্য হইল। আজ আমি যখন আপনার দুর্লভ দর্শন লাভ করিলাম, যখন আপনার সুরগণবন্দনীয় চরণ বন্দনা করিতে পাইলাম তখন আজ আমার জন্ম সফল, আমার তপস্যা সফল, আজ আমার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল। এই রাজ্য, এই পুত্র, এই স্ত্রী, এই আমরা, সকল বিষয়েই আপনার

পূর্ণ অধিকার, এক্ষণে আজ্ঞা করুন আপনি কোন্ উদ্দেশে আসিয়াছেন, আমরা আপনার কি করিব।

তখন মহর্ষি পুলস্ত্য রাজা অর্জ্জুনকে ধর্ম্ম অগ্নি ও পুত্রাদির কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, পদ্মপলাশলোচন মহারাজ! যখন তুমি দশাননকে পরাজয় করিয়াছ তখন তোমার বাহুবলের তুলনা নাই। যাহার ভয়ে সমুদ্র ও বায়ু নিস্পন্দ হইয়া থাকে তুমি সেই দুর্জ্জয় রাবণকে বন্ধন করিয়াছ। তুমি তাহার যশোনাশ করিয়া জগতে স্বনাম প্রচার করিয়াছ। এক্ষণে আমি প্রার্থনা করিতেছি আজ তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দেও।

রাজা অর্জ্জুন মহর্ষি পুলস্ত্যের বাক্যে আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি হৃষ্টমনে রাবণকে মুক্ত করিলেন। ঐ মহাবীর উঁহাকে উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কার ও মাল্য দ্বারা সৎকার করিয়া অগ্নিসমক্ষে উঁহার সহিত হিংসারিনাশক সখ্যস্থাপন পূর্ব্বক ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্যকে প্রণাম করিলেন। রাবণ পরাজয় নিবন্ধন অতিশয় লজ্জিত। অর্জ্জুন উঁহার আতিথ্য করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক গৃহ প্রবেশ করিলেন। মহর্ষি পুলস্ত্যও রাবণকে প্রতিগমনে অনুজ্ঞা করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। রাম! রাক্ষসরাজ রাবণ এইরূপে অর্জ্জুনের নিকট পরাভূত ও পুলস্ত্যের অনুরোধে পুনর্মুক্ত হইয়াছিল। এই পৃথিবীতে প্রবল হইতেও প্রবলতর লোক আছে। অতএব শ্রেয়ার্থী পুরুষ কাহাকেই অবজ্ঞা করিবে না।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

অর্জ্জুনকৃত পূজায় রাবণের আর পরাজয় দুঃখ নাই। সে পুনর্ব্বার পৃথিবীপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষস বা মনুষ্য যে কেহ হউক না, সে যাহাকে অধিকবল শুনিতে পায়, বলগর্ব্বে তাহাকেই যুদ্ধে আহ্বান করে। অনন্তর একদা ঐ বীর বালিরক্ষিত কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইলে এবং হেমমালী বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। তখন তারার পিতা কপি-বীর তার উহার নিকট আসিয়া কহিল, রাক্ষসরাজ! আর কোন্ বানর তোমার সম্মুখযুদ্ধে সাহসী হইবে? যিনি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন সেই বালী বহির্গত হইয়া-ছেন। তুমি মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর, বালী চার সমুদ্রে সন্ধ্যোপাসনা করিয়া এখনই ফিরিবেন। ঐ দেখ বীরগণের শঙ্খবৎ ধবল কঙ্কালরাশি; উহা বালীর বলপ্রভাবে সঞ্চিত। রাবণ! যদিও তুমি অমৃতরস পান করিয়া থাক তথাপি বালীর সহিত সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত তোমার জীবন। সেই মহাবীর জগতের আশ্চর্য্যভূত, তুমি মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর, তাঁহার সাক্ষাৎকারে তোমায় আর জীবিত থাকিতে হইবে না। অথবা যদি মরিবার জন্য তোমার এতই ব্যস্ততা থাকে তবে তুমি দক্ষিণ সমুদ্রে যাও। তথায় ভূমিষ্ঠ পাবকের ন্যায় সেই মহাবীরকে দেখিতে পাইবে।

তখন রাবণ কপিবীর তারকে ভর্ৎসনা করিয়া পুষ্পকে আরোহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ সমুদ্রে উপস্থিত হইল। দেখিল

তথায় স্বর্ণপর্ব্বতাকার প্রাতঃসূর্য্যবৎমুখজ্যোতি বালী সন্ধ্যোপাসনায় তৎপর আছেন। কৃষ্ণকায় রাবণ পুষ্পক হইতে অবরোহণ পুর্ব্বক উহাঁকে ধরিবার জন্য নিঃশব্দপদসঞ্চারে চলিল। ঐ সময় বালীও উহাকে যদৃচ্ছাক্রমে দেখিতে পাইলেন এবং উহার দুষ্ট অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াও কিছুমাত্র ব্যস্ত হইলেন না। সিংহ যেমন শশককে এবং গরুড় যেমন সর্পকে দেখিয়া তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকে তদ্রূপ বালী ঐ পাপাত্মা রাবণকে লক্ষ্যই করিলেন না। তিনি ভাবিলেন এই দুষ্ট আমাকে ধরিবার জন্য নিঃশব্দে আসিতেছে। এক্ষণে আমি উহাকে কক্ষে লইয়া সন্ধ্যোপাসনার জন্য অপর তিন সমুদ্রে যাইব। আজ সকলে দেখিবে সর্প যেমন বিহগরাজ গরুড়ের কক্ষে লম্বমান হইয়া যায় তদ্রূপ এই দুরাত্মা আমার কক্ষে লম্বিতকরচরণে ও খলিতবস্ত্রে যাইতেছে। বালী এই স্থির করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক পর্ব্বতবৎ অটল দেহে বেদমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। উভয়েই বলগর্ব্বিত এবং উভয়েই পরস্পরকে গ্রহণ করিবার জন্য যত্নবান। তখন বালী পদশব্দে উহাকে সন্নিহিত বুঝিয়া মুখ না ফিরাইয়াই গরুড় যেমন সর্পকে ধরে তদ্রূপ উহাকে ধরিলেন এবং উহাকে কক্ষে লইয়া মহাবেগে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন। রাবণ মুক্ত হইবার জন্য বালীকে মুহুর্মুহু নখরপ্রহার করিতে লাগিল কিন্তু বালী কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব না করিয়া বায়ু যেমন মেঘকে লইয়া যায় তদ্রূপ উহাকে লইয়া যাইতে লাগিলেন। শুক সারণ প্রভৃতি অমাত্যেরা রাবণকে মুক্ত করিবার জন্য মার্ মার্ ইত্যাকার শব্দে বালীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল।

কিন্তু ঐ সমস্ত রাক্ষস বালীকে ধরিতে না পারিয়া এবং উহাঁর করচরণবেগে প্রতিহত ও পরিশ্রান্ত হইয়া ক্ষণকাল পরেই নিবৃত্ত হইল। যাহাদের প্রাণের মমতা আছে সেই সকল রক্ত-মাংসময় জীবের কথা কি, পর্ব্বতেরাও উহাঁর গতিপথ হইতে অপসৃত হয়। বালী ক্রমশঃ চার সমুদ্রে পক্ষিগণ অপেক্ষাও অধিকতর বেগে গিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিলেন। গগনচারী জীবেরা প্রয়াণকালে উহাঁর পূজা করিতে লাগিল। তিনি মহাবেগে পশ্চিম সমুদ্রে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় স্নান ও মন্ত্রজপ সমাপন পূর্ব্বক কক্ষস্থ রাবণকে লইয়া বায়ুবৎ ও মনোবৎ বেগে উত্তর সমুদ্রে গমন করিলেন। পরে তথায় সন্ধ্যোপাসনা করিয়া পূর্ব্বসাগরে উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর তথায় সন্ধ্যোপাসনা করিয়া কিষ্কিন্ধায় আইলেন। তিনি চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যাবন্দনা পূর্ব্বক রাবণের উদ্বহনশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কিষ্কিন্ধার উপবনে পতিত হইলেন। তথায় উপনীত হইয়া স্বকক্ষ হইতে রাবণকে মুক্ত করিলেন এবং মুহুর্মুহু হাস্য করিয়া কহিলেন, বল তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? তৎকালে শ্রান্তিনিবন্ধন রাবণের চক্ষু অতিমাত্র চঞ্চল। সে যার পর নাই বিস্মিত হইয়া কহিল, কপিরাজ! আমি রাক্ষসাধিপতি রাবণ, যুদ্ধার্থী হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছিলাম এবং আজ তাহার প্রতিফলও পাইলাম। আশ্চর্য্য তোমার বলবীর্য্য, আশ্চর্য্য তোমার গাম্ভীর্য্য, তুমি আমাকে পশুবৎ কক্ষে লইয়া চার সমুদ্র ঘুরাইয়া আনিলে। তোমা ব্যতীত আর কোন্ বীর অকাতরে আমার এই পর্ব্বতপ্রমাণ দেহ বহন করিতে পারে? মন বায়ু ও পক্ষীরই এইরূপ গতিবেগ, এখন বুঝিলাম

তোমারও তদনুরূপ। আমি তোমার বলবীর্য্যের সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম, অতঃপর অগ্নিস্বাক্ষী করিয়া তোমার সহিত চিরকালের জন্য সখ্য স্থাপনের ইচ্ছা করি। কপিরাজ! স্ত্রীপুত্র পুর রাষ্ট্র অন্নবস্ত্র প্রভৃতি আমাদিগের যা কিছু আছে তৎসমুদায় অবিভাগে উভয়ের ভোগের জন্য রহিল।

অনন্তর উহারা প্রদীপ্ত অগ্নি সমক্ষে পরস্পর আলিঙ্গনপূর্ব্বক সখ্য স্থাপন করিল এবং পরস্পরের কর গ্রহণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে সিংহ যেমন গিরিগুহাতে প্রবেশ করে তদ্রূপ কিষ্কিন্ধা নগরীতে প্রবেশ করিল। রাবণ তথায় সুগ্রীবের ন্যায় পরম সুখে একমাস বাস করিয়া ছিল এই অবসরে উহার ত্রিলোকনাশেচ্ছু সচিবগণ আসিয়া তথা হইতে উহাকে লইয়া যায়। রাম! পূর্ব্বে এইরূপে কপিরাজ বালীর নিকট পরাজিত হইয়া পশ্চাৎ উহার সহিত অগ্নিসমক্ষে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে। বালীর বলের তুলনা ছিল না, কিন্তু অগ্নি যেমন শলভকে দগ্ধ করে সেইরূপ তুমি তাহাকেও নষ্ট করিয়াছ।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত ভাবে অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! রাবণ ও বালীর বলের তুলনা নাই সত্য কিন্তু আমার বোধ হয় ইহাদের বল মহাবীর হনুমানের অনুরূপ নহে। শৌর্য্য, ধৈর্য্য, বিজ্ঞতা, ক্ষিপ্রকারিত্ব, রাজনৈতিক কার্য্যে পটুতা, বিক্রম ও প্রভাব এই সমস্ত গুণ

হনুমানকে আশ্রয় করিয়া আছে। কপিসৈন্য সমুদ্রদর্শনে বিষণ্ন হইলে ঐ মহাবীর তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া এক লম্ফে শতযোজন পার হইয়া ছিলেন। পরে লঙ্কাপুরী ও রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া জানকীদর্শন, তাঁহার সহিত কথোপ-কথন ও তাঁহাকে আশ্বাসদান করিয়া আইসেন। তিনি তথায় একাকীই রাবণের সেনাপতি, মন্ত্রিকুমার, কিঙ্কর ও পুত্রকে বিনাশ করেন। পরে বন্ধনমুক্ত এবং রাবণের নিকট সম্যক পরিচিত হইয়া অগ্নি যেমন সমস্ত পৃথিবীকে দগ্ধ করে তদ্রূপ সমস্ত লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়াছিলেন। হনুমানের যেরূপ বীরকার্য্য দেখিয়াছি যম ইন্দ্র বিষ্ণু ও কুবেরেরও তদ্রূপ বীরকার্য্যের কথা শুনি নাই। ইহাঁরই ভুজবলে আমি লঙ্কা, সীতা, লক্ষ্মণ, জয়শ্রী, রাজ্য ও বন্ধুবান্ধব সমস্তই পাইয়াছি। যদি আমার হনুমান না থাকিতেন তাহা হইলে জানি না জানকীর সংবাদও আর কে জানিতে পারিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যখন বালী ও সুগ্রীবের বৈরা-নল জ্বলিয়া উঠে তখন হনুমান সুগ্রীবের প্রিয়কামনায় বালীকে তৃণের ন্যায় কেন ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন নাই? ঐ বীর যখন প্রাণাধিক প্রিয় সুগ্রীবকে ক্লেশ সহ্য করিতে দেখিয়া ছিলেন তখন বোধ হয় তিনি আপনার বল কতদূর তাহা সম্যক বুঝিতেন না। তপোধন! এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় ছেদ করুন।

তখন মহর্ষি অগস্ত্য হনুমানের সমক্ষেই রামকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! তুমি এই হনুমানের যে সমস্ত গুণের কথা

উল্লেখ করিলে তাহার কোনটীই অলীক নহে। বলবিক্রমে ইহাঁর তুল্য কেহ নাই, এবং গতি ও বুদ্ধিতেও ইহাঁর সমকক্ষ দেখা যায় না। কিন্তু শাপপ্রভাবে ইনি নিজের বলবীর্য্য বিস্মৃত ছিলেন। একদা ঋষিরা কহিয়া ছিলেন, তুমি বলী হইলেও আপনার বলবীর্য্যের পরিমাণ জানিতে পারিবে না। এই মহাবীর বাল্যকালে অজ্ঞানতাবশত যেরূপ অদ্ভুত কার্য্য করিয়া ছিলেন তাহা তোমার নিকট বলিতেও বাক্য স্তম্ভিত হয়। যদি তাহা শুনিবার ইচ্ছা থাকে, আমি কহিতেছি, সমাহিত হইয়া শুন। ইহাঁর পিতা কেসরী সূর্য্যের বরে স্বর্ণময় সুমেরু পর্ব্বতে রাজ্যশাসন করিতেন। কেসরীর ভার্য্যার নাম অঞ্জনা। বায়ু উহার গর্ভে ইহাঁকে উৎপাদন করেন। অঞ্জনা প্রসবান্তে ফল আহরণার্থ গহন বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই অবসরে এই বালক মাতৃবিরহে ক্ষুধায় কাতর হইয়া শরবনে অসহায় কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সূর্য্যোদয় হইতেছিল। ইনি জপা পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ উদীয়মান সূর্য্যকে দেখিয়া ফল-ভ্রমে তাহা ধরিবার জন্য এক লম্ফ প্রদান করিলেন। এই বীর তরুণ সূর্য্যকে গ্রহণ করিবার জন্য দ্বিতীয় তরুণ সূর্য্যের ন্যায় অন্তরীক্ষে যাইতে লাগিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া দেব দানব ও যক্ষগণের অতিমাত্র বিস্ময় উপস্থিত হইল। তাঁহারা কহিতে লাগিলেন, এই বায়ুপুত্র যেরূপ বেগে অন্তরীক্ষে যাইতেছে স্বয়ং বায়ু গরুড় ও মনেরও এইরূপ বেগ নহে। নিতান্ত শৈশবেও যখন ইহার এইরূপ বেগ, না জানি যৌবন ও বল পাইলে আরও বা কত বেগ হইবে। ঐ সময় তুষার-

শীতল বায়ু ইহাঁকে সূর্য্যের দহনশীল উত্তাপ হইতে রক্ষা করিয়া ইহাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ক্রমশ ইনি পিতৃবল ও নিজের বাল্যবুদ্ধি হেতু বহু সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া সূর্য্যের সন্নিহিত হইলেন। কিন্তু সূর্য্যদেব অজ্ঞান শিশু বলিয়া এবং ইহাঁ দ্বারা গুরুতর কার্য্য সিদ্ধ হইবে এই বুঝিয়া তৎকালে ইহাঁকে দগ্ধ করিলেন না। যে দিন ইনি সূর্য্যকে ধরিবার জন্য অন্তরীক্ষে আরোহণ করেন সেই দিন সূর্য্যগ্রহণ হইবে; রাহু সূর্য্যগ্রহণের উপক্রম করিয়াছেন। এই মহাবীর সূর্য্যের রথোপরি ঐ রাহুকেই আক্রমণ করিলেন। তখন রাহু অতিমাত্র ভীত ও তথা হইতে অপসৃত হইল এবং সরোষে ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইয়া ললাটে ভ্রুকুটী বন্ধন পূর্ব্বক দেবগণসমক্ষে দেবরাজকে কহিল, তুমি আমার ক্ষুধাশান্তির জন্য চন্দ্র সূর্য্যকে দিয়া আবার অন্যকে তাহা কেন দিয়াছ? আজ আমি পর্ব্বকাল উপস্থিত দেখিয়া সূর্য্যগ্রহণার্থ আসিয়াছিলাম এই অবসরে সহসা আর এক রাহু আসিয়া সূর্য্যকে গ্রহণ করিয়াছে।

স্বর্ণহারসুশোভিত দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা শুনিবামাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং কৈলাসবৎধবল দন্তচতুষ্টয়শোভিত মদস্রাবী নানারচনাচিত্রিত অত্যুন্নত স্বর্ণঘণ্টাধারী করিরাজ ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক রাহুকে অগ্রে লইয়া যথায় সূর্য্য হনূমানের সহিত অবস্থিত তথায় যাইতে লাগিলেন। ঐ সময় রাহু ইন্দ্রকে ছাড়িয়া সর্ব্বাগ্রে মহাবেগে সূর্য্যের নিকট আসিতেছিল। এই পবন-কুমার শৈলশৃঙ্গবৎ উহাকে দেখিয়া ফলবোধে উহাকেই

ধরিবার জন্য লম্ফ প্রদান করিলেন। তদ্দৃষ্টে মুখমাত্রাবশিষ্ট রাহু ভীত হইয়া পলায়ন করিল এবং কাতর স্বরে বিপদকাণ্ডারী ইন্দ্রকে ইন্দ্র ইন্দ্র বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিল। ইন্দ্র উহাকে দেখিতে না পাইলেও দূর হইতে উহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন এবং কহিলেন, ভয় নাই, ভয় নাই, আমি এখনই এই শিশুকে বিনাশ করিতেছি। ঐ সময় পবনকুমার রাহুকে প্রাপ্ত না হইয়া ফলভ্রমে ঐরাবতের প্রতি ধাবমান হইলেন। ইহাঁর মূর্ত্তি মুহূর্ত্তকালের জন্য ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। তখন ইন্দ্র নিতান্ত ক্রুদ্ধ না হইয়া ইহাঁর উপর বজ্রপ্রহার করিলেন। এই বীর বজ্রপ্রহারে তৎক্ষণাৎ পর্ব্বতোপরি পতিত হইলেন। তৎকালে ইনি সাবধান হইলেও ইহাঁর বাম ভাগের হনুদেশ ভগ্ন হইয়া গেল। ইনি বজ্রপ্রহারে বিহ্বল হইয়া পর্ব্বতপৃষ্ঠে পড়িলে পবনদেব ইন্দ্রের উপর ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। প্রজাগণের অনিষ্টসাধনে তাঁহার ইচ্ছা হইল। সেই সর্ব্বদেহচারী জগৎপ্রাণ বায়ু স্বীয় গতিরোধ পূর্ব্বক পুত্রকে লইয়া গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় সকলের যন্ত্রণার আর পরিসীমা রহিল না, বিষ্ঠামূত্রস্থান নিরোধ হইয়া গেল, শ্বাস প্রশ্বাস স্থগিত, সন্ধিস্থান শিথিল, সকলেই কাষ্ঠবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া আসিল। কুত্রাপি স্বাধ্যায় ও বষট্‌কার নাই, ধর্ম্মকর্ম্মের নামগন্ধও নাই। বায়ুর প্রকোপে ত্রিলোক যেন নরকস্থ হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে দেবাসুর মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত প্রজা অতিমাত্র কাতর হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। বায়ুনিরোধে সকলেই যেন উদরীরোগগ্রস্ত হইয়াছে। উহাঁরা ব্রহ্মার নিকট

গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, প্রজানাথ! আপনি চার প্রকার প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের জীবনের নিমিত্ত বায়ুকে দিয়াছেন। এক্ষণে সেই বায়ু সকলের প্রাণেশ্বর হইয়া সকলকে কষ্ট প্রদান পূর্ব্বক অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীলোকের ন্যায় কেন নিরুদ্ধ হইয়া আছেন। আমরা বায়ুদ্বারা উপহত, এই জন্য আজ আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি আমাদিগের বায়ুনিরোধদুঃখ দূর করিয়া দিন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাদিগের নিকট এই কথা শুনিয়া কহিলেন, ইহাঁর কারণ আছে। বায়ু যে কারণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বীয় গতিরোধ করিয়াছেন, প্রজাগণ! তোমরা অবহিত হইয়া শুন। আজ দেবরাজ ইন্দ্র রাহুর অনুরোধে তাঁহার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি ক্রোধাবিষ্ট। তিনি স্বয়ং নিরাকার কিন্তু সকল শরীরকে রক্ষা করিয়া তন্মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন। বায়ু ব্যতীত শরীর কাষ্ঠবৎ হইয়া যায়। বায়ু প্রাণ, বায়ু সুখ, বায়ুই এই সমস্ত বিশ্ব। বায়ু পরিত্যাগ করিলে জগতের আর সুখ থাকে না। দেখ সেই জগৎপ্রাণ আজ সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন এবং আজই সকলে রুদ্ধশ্বাস হইয়া কাষ্ঠবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের এই কষ্টদায়ক বায়ু যথায় আছেন চল আমরা সকলেই সেই স্থানে যাই। তাঁহাকে প্রসন্ন না করিলে সকলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইব।

অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা যথায় বায়ু বজ্রাহত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অবস্থান করিতেছেন সেই স্থানে প্রজাগণের সহিত

উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ঐ সূর্য্য অগ্নি ও স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ ক্রোড়স্থ শিশুকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র তাঁহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

তখন পুত্রবিনাশকাতর বায়ু ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাঁহার সন্নিধানে শিশুকে লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, কর্ণে কুণ্ডল ও মস্তকে মাল্য আন্দোলিত হইতেছে। তিনি উপস্থান পূর্ব্বক তিনবার ব্রহ্মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন বেদবিৎ ব্রহ্মা তাঁহাকে হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক উত্থাপন করিয়া ঐ শিশুকে স্পর্শ করিলেন। শিশু কমলযোনি ব্রহ্মার করস্পর্শ পাইবামাত্র জলসিক্ত শস্যের ন্যায় পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল। তখন জগৎপ্রাণ বায়ু পুত্রকে জীবিত দেখিয়া প্রফুল্লমনে পূর্ব্ববৎ জগতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। প্রজারা বায়ুনিরোধ হইতে মুক্ত হইয়া শীত-বায়ুবিনির্ম্মুক্ত পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তদ্দৃষ্টে যশ বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই তিন যুগ্ম গুণ সম্পন্ন, ত্রিমূর্ত্তিপ্রধান, ত্রিলোকস্থ ব্রহ্মা দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বায়ুর প্রিয়কামনায় তাঁহাদিগকে কহিলেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ! যদিও তোমরা সমস্ত বিষয় জান তথাচ আমি তোমাদিগকে

একটী হিত কথা কহিতেছি শুন। এই শিশু হইতে তোমাদিগের কোন গুরুতর কার্য্য সাধিত হইবে, অতএব তোমরা বায়ুর তুষ্টির নিমিত্ত ইহাকে বর প্রদান কর।

তখন ইন্দ্র স্বীয় কণ্ঠ হইতে পদ্মমাল্য ঊর্দ্ধে তুলিয়া প্রীতমনে কহিলেন, যখন আমার বজ্রে এই শিশুর হনূদেশ ভগ্ন হইয়াছে তখন ইহার নাম কপিবীর হনুমান হইবে। এতদ্ব্যতীত আমি ইহাকে একটী বর দিতেছি। অতঃপর আমার বজ্রে ইহার আর মৃত্যু হইবে না। তিমিরহারী সূর্য্য কহিলেন, আমি এই শিশুকে আমার তেজের শততম অংশ প্রদান করিতেছি। যখন ইহার শাস্ত্রাধ্যয়নের শক্তি জন্মিবে তখন আমি ইহাকে শাস্ত্র প্রদান করিব। শাস্ত্রে অধিকার হইলে ইহার বাগ্মিতা লাভ হইবে। বরুণ কহিলেন, আমার বরে অযুত শত বৎসরেও ইহার মৃত্যু হইবে না এবং আমার পাশাস্ত্র ও জলেও ইহার কোন মাত্র আশঙ্কা নাই। যম সন্তুষ্ট চিত্তে কহিলেন, এই শিশু আমার দণ্ডের অবধ্য হইয়া থাকিবে, অরোগী হইবে এবং যুদ্ধে কদাচ বিষণ্ন হইবে না। কুবের কহিলেন, আমার গদায় ইহার মৃত্যু নাই। শঙ্কর কহিলেন, এই পবনকুমার আমার ও আমার শস্ত্রের অবধ্য হইবে। বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন, এই শিশু মন্নির্ম্মিত দিব্যাস্ত্রের অবধ্য হইয়া চিরজীবি থাকিবে। ব্রহ্মা কহিলেন, হনুমান দীর্ঘায়ু ও ব্রহ্মজ্ঞ হইবে এবং ব্রহ্মশাপ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। এইরূপে দেবগণ হনুমানকে স্ব স্ব অভীষ্ট বর প্রদান করিলে জগদ্গুরু ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইয়া বায়ুকে কহিলেন, বায়ো! তোমার এই পুত্র শত্রুগণের ভীষণ মিত্রগণের

প্রিয়দর্শন এবং অন্যের অবধ্য হইবে। কামরূপ ও কামচারী হইয়া অপ্রতিহত পদে সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিবে। ইহার কীর্ত্তি সর্ব্বত্র সুপ্রচার হইবে। এবং এই বীর যুদ্ধে রামের প্রীতি-কর রাবণবিনাশক রোমহর্ষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। প্রজাপতি ব্রহ্মা এই বলিয়া বায়ুকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক অমর-গণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পবনদেবও পুত্রকে গৃহে আনিলেন এবং অঞ্জনাকে ঐ সমস্ত বরলাভের কথা বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রাম! এই হনূমান বরলব্ধ বলে অতিমাত্র বলী এবং স্ববেগে সমুদ্রবৎ পূর্ণ। ইনি নির্ভয় হইয়া শান্তস্বভাব মহর্ষি-গণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। কাহারও স্রুক্-ভাণ্ড ভগ্ন, কাহারও অগ্নিহোত্র বিনষ্ট, কাহারও বা সঞ্চিত বল্কল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। ঋষিরা জানিতেন, ভগবান ব্রহ্মার বরপ্রভাবে ইনি ব্রহ্মশাপের অবধ্য, এই জন্য ইহাঁর কৃত অত্যাচার সমস্তই সহিয়া থাকিতেন। তৎকালে কেসরী ও বায়ু ইহাঁকে বার বার নিবারণ করিতেন কিন্তু ইনি কিছুই শুনিতেন না। অনন্তর ভৃগু ও অঙ্গিরার বংশীয় ঋষিরা ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। কিন্তু ঐ ক্রোধ তাদৃশ তীব্র নহে। তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন তুমি যে বল আশ্রয় করিয়া আমাদিগের উপর অত্যাচার করিতেছ আমাদিগের অভিশাপে মোহিত হইয়া সেই বল বহুকাল তুমি জানিতে পারিবে না, কিন্তু যখন কেহ তোমার কীর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দিবে তখন তোমার বল বর্দ্ধিত হইবে। এই অভিশাপে হনূমানের বল ও তেজ খর্ব্ব হইয়া গেল। তদবধি

ইনি শান্তভাব আশ্রয় করিয়া ঐ সমস্ত আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

বালী ও সুগ্রীবের পিতার নাম ঋক্ষরজা। সে, সমস্ত বানরের রাজা ও তেজে সূর্য্যের ন্যায় প্রখর। ঋক্ষরজা বহুকাল রাজ্য শাসন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। পরে মন্ত্রণানিপুণ মন্ত্রিগণ পৈতৃক পদে বালীকে এবং বালীর পদে সুগ্রীবকে স্থাপন করিল। এই সুগ্রীবের সহিত বালীর অগ্নির সহিত বায়ুর ন্যায় বাল্যকাল হইতে সমানরূপ অবিসম্বাদিত সখ্যতা ছিল। যখন ইহাদের পরস্পর শত্রুতা উপস্থিত হয় তখন ঐ ঋষিগণের শাপবলেই হনূমান আত্মবল বুঝিতেন না। আর সুগ্রীব যদিচ বালীর জন্য অস্থির হইয়া ছিলেন কিন্তু ইহাঁর বল তাঁহারও সম্যক পরিজ্ঞাত ছিল না। সুগ্রীবের সহিত যখন বালীর যুদ্ধ হয় তখন হনূমান শাপবলে আত্মবল বিস্মৃত বলিয়া হস্তিনিরুদ্ধ সিংহের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছিলেন। পরাক্রম উৎসাহ বুদ্ধি প্রতাপ সুশীলতা নীতিজ্ঞান মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্য চতুরতা ও ধৈর্য্য এই সমস্ত গুণে হনূমান অপেক্ষা অধিক এই পৃথিবীতে আর কেহ নাই। এই অমিতবল বীর যখন ব্যাকরণ পাঠ করেন সেই সময় ইনি সূর্য্যের সম্মুখীন হইয়া হস্তে গ্রন্থ ধারণ পূর্ব্বক গ্রন্থার্থ জানিবার উদ্দেশে উদয় গিরি হইতে অস্তাচল পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতেন। ইনি সূত্র বৃত্তি অর্থপদ মহাভাষ্য ও সংগ্রহে অতিমাত্র বুৎপন্ন। পাণ্ডিত্য ও বেদার্থনির্ণয়ে ইহাঁর সমকক্ষ কেহ নাই। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী। ইনি সমস্ত বিদ্যা ও তপোবিধান বিষয়ে সুরগুরু বৃহস্পতিকেও অতিক্রম

করিয়াছেন। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে জলপ্লাবনে প্রবৃত্ত মহাসমুদ্র, বিশ্বদাহে উদ্যত প্রলয়বহ্নি এবং সর্ব্বসংহারে কৃত-নিশ্চয় কৃতান্তের ন্যায় এই মহাবীরের সম্মুখে কে তিষ্ঠিতে পারিবে। রাজন্! দেবতারা তোমারই জন্য এই হনূ-মানকে এবং সুগ্রীব মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, তার, তারেয়, নল, সংরম্ভ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, সুদংষ্ট্র, মৈন্দ, জ্যোতির্মুখ ও অনলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলে এই আমি তাহা তোমাকে কহিলাম।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ এবং রাক্ষস ও বানর সকলেই অগ-স্ত্যের নিকট এই সমস্ত কথা শুনিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! তোমার সকলই শুনা হইল। আমাদিগকে দর্শন ও সম্ভাষণও করিলে, এক্ষণে আমরা চলিলাম। তখন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত হইয়া কহিলেন, আজ যখন আপনাদিগের দর্শন লাভ করিলাম তখন দেবতারা এবং পিতৃ পিতামহ তুষ্ট হইয়াছেন। আপ-নাদের সাক্ষাৎকার পাইলে সকলেই সবান্ধবে সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমার একটী ইচ্ছা হইয়াছে, নিবেদন করি, কৃপা করিয়া আমার জন্য আপনারা তদ্বিষয়ে সম্মত হউন। আমি বহুদিনের পর অরণ্যবাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছি, এক্ষণে পৌর ও জনপদগণকে স্বকার্য্যে স্থাপন পূর্ব্বক আপনাদিগের প্রভাবে একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপনাদিগকে সেই যজ্ঞে সদস্য হইতে হইবে। আপনারা তপোবলে নিষ্পাপ, আমি আপনাদিগকে আশ্রয় করিয়া পিতৃলোকের অনুগৃহীত

হইব। অতএব আমার ইচ্ছা, আপনারা সমবেত হইয়া সেই যজ্ঞে আগমন করেন।

তখন অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ রামের কথায় সম্মত হইয়া স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাম সবিস্ময়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সূর্য্যাস্ত হইল। তিনি সভাসদ্গণকে বিদায় দিয়া সন্ধ্যোপাসনা পূর্ব্বক রাত্রিকালে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

পৌরগণের হর্ষবর্দ্ধিনী রামের প্রথম অভিষেক রজনী প্রভাত হইল। প্রভাতে বন্দিগণ রামকে জাগরিত করিবার জন্য রাজভবনে আগমন করিল। উহারা রামকে পুলকিত করিয়া স্তুতি গান করিতে লাগিল, রাজন্! জাগরিত হউন, আপনি নিদ্রিত থাকিলে সমস্ত জগৎ নিদ্রিত থাকিবে। বীর! আপনার বিক্রম বিষ্ণুর অনুরূপ, রূপ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অনুরূপ, বুদ্ধি বৃহস্পতির তুল্য এবং পালনী শক্তি ব্রহ্মার তুল্য। আপনি ক্ষমাগুণে পৃথিবী তেজে সূর্য্য বেগে বায়ু ও গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র। আপনি স্থাণুর ন্যায় অচল ও অটল। আপনার যেরূপ সৌম্য ভাব চন্দ্রেই কেবল তাহার সাদৃশ্য আছে। আপনি দুর্দ্ধর্ষ ধর্ম্মশীল ও প্রজাগণের হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনার তুল্য রাজা কখন হয় নাই হইবেও না, কীর্ত্তি ও শ্রী আপনাকে পরিত্যাগ করে নাই, ধর্ম্ম

আপনাতে নিয়ত অধিষ্ঠান করিতেছেন। রাত্রিপ্রভাতে বন্দিগণ এইরূপ ও অন্যান্য রূপ মধুর বাক্যে স্তব করিয়া রাজা রামকে প্রবোধিত করিতে লাগিল। রাম জাগরিত হইলেন এবং অনন্ত শয্যা হইতে নারায়ণ হরির ন্যায় ধবল আস্তরণাচ্ছাদিত শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। এই অবসরে বহুসংখ্য বিনীত ভৃত্য পরিস্কৃত পাত্রে জল লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। রাম মুখপ্রক্ষালনাদি পূর্ব্বক শুচি হইয়া হোমসমাপনান্তে ইক্ষ্বাকুকুলের পবিত্র দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় বিধিপূর্ব্বক দেবতা পিতৃ ও বিপ্রগণকে অর্চ্চনা করিয়া বহুলোকের সহিত বহিঃকক্ষ্যায় নির্গত হইলেন। অগ্নিকল্প বশিষ্ঠাদি পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। নানা জনপদের অধীশ্বর ক্ষত্রিয় রাজগণ আসিয়া ইন্দ্রের নিকট দেবগণের ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। বেদত্রয় যেমন যজ্ঞকে সেবা করে সেইরূপ ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন হৃষ্টমনে উহাঁর সেবা করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্য কিঙ্কর কৃতাঞ্জলিপুটে প্রফুল্লমুখে চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান; মুদিত নামক ভৃত্যেরা উহাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। যক্ষেরা যেমন কুবেরের উপাসনা করে তদ্রূপ সুগ্রীব প্রভৃতি বিংশতি বানর এবং চারিজন সচিবের সহিত বিভীষণ উহাঁর উপাসনা করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ বিচক্ষণ লোক ও কুলীনেরা অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া উহাঁর নিকটে উপবিষ্ট হইল। রাম এই সমস্ত ব্যক্তিতে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্র অপেক্ষাও অধিক শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় পুরাণজ্ঞ

মহাত্মারা ধর্ম্মসংক্রান্ত সুমধুর কথার প্রসঙ্গ করিয়া সকলকে প্রীত করিতে লাগিলেন।

প্রক্ষিপ্ত ১ম সর্গ।

রাম অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! বালী ও সুগ্রীবের পিতা ঋক্ষরজা, কিন্তু উহাদের মাতা কে? এবং নিবাসই বা কোথায়? আর উহাদের বালী ও সুগ্রীব এইরূপ নামই বা কেন হইল? শুনিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, আপনি আনুপূর্ব্বিক সমস্তই কীর্ত্তন করুন।

মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে একদা ধর্ম্মপরায়ণ দেবর্ষি নারদ পর্য্যটনপ্রসঙ্গে আমার আশ্রমে উপস্থিত হন এবং আমি তাঁহাকে বিধানানুসারে সৎকার পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করাইয়া কৌতূহলক্রমে এই কথাই জিজ্ঞাসিলাম। তিনি কহিলেন, তপোধন! শুন। স্বর্ণময় সুমেরুর সর্ব্বদেবস্পৃহনীয় মধ্যম শৃঙ্গে পদ্মযোনি ব্রহ্মার শতযোজনবিস্তীর্ণ এক দিব্য সভা আছে। তিনি ঐ সভায় নিয়ত অবস্থান করিয়া থাকেন। কোন এক সময় তিনি যোগাভ্যাস করিতেছিলেন। যোগাভ্যাসকালে তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুপাত হয়। তিনি তাহা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করেন। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা ঐ অশ্রুজল নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহা হইতে এক বানর জন্মগ্রহণ করিল। তখন ব্রহ্মা

উঁহাকে প্রিয় বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, বানর! এই দেখ, দেবগণের বাসভূমি বিস্তীর্ণ সুমেরু পর্ব্বত। তুমি এই স্থানে ফলমূলাসী হইয়া নিয়ত আমার নিকটে অবস্থান কর। তুমি এইরূপে কিছুকাল আমার নিকেট থাকিলে নিশ্চয় তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।

তখন ঐ কপিরাজ অবনতমস্তকে দেবদেব ব্রহ্মার পদে প্রণাম করিয়া কহিল, আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিলেন এক্ষণে তাহাই করিব। এই বলিয়া ঐ বানর হৃষ্টমনে ফলপুষ্পপুর্ণ অরণ্যে প্রবেশ করিল। সে তথায় পুষ্পচয়ন ফলভক্ষণ ও মধুপান করিয়া বেড়ায় এবং প্রতিদিন সায়াহ্নে প্রজাপতি ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পাদমূলে ফলপুষ্পাদি উপহার দেয়। এইরূপ পর্য্যটনপ্রসঙ্গে বহুকাল অতীত হইয়া গেল।

একদা ঐ বানররাজ অতিমাত্র তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উত্তর সুমেরুশিখরে গমন করিল। দেখিল, তথায় বিহগকুলসঙ্কুল স্বচ্ছ-সলিল এক সরোবর আছে। সে ঐ সরোবর তীরে বসিয়া নানারূপ গ্রীবাভঙ্গী করিতেছে এই অবসরে সহসা জলমধ্যে আপনার মুখের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইল। সে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভাবিল এই জলমধ্যে আমার কোন প্রবল শত্রু আছে। এই দুষ্ট ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিয়ত আমার অবমাননা করিতেছে। সরোবরই এই নির্ব্বোধের গৃহ। সে মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিয়া চপলতানিবন্ধন সরোবর মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং পুনর্ব্বার তথা হইতে লাফাইয়া তীরে উঠিল। ঐ সময় সে সরোবরে অবগাহন নিবন্ধন স্ত্রীরূপ

প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার জঘনদ্বয় বিস্তীর্ণ, কেশজাল কৃষ্ণবর্ণ, মুখ মনোহর ও সহাস্য, স্তনযুগল স্থূল ও কঠিন। ঐ ত্রৈলোক্য-সুন্দরী লাবণ্যময়ী ললনা সরলা লতার ন্যায়, অপদ্মা শ্রীর ন্যায় এবং নির্ম্মল জ্যোৎস্নার ন্যায় সরোবরতীরে শোভা পাইতে লাগিল। উহাকে দেখিলে সকলেরই মন উন্মত্ত হইয়া উঠে। উহার রূপ দেবী উমার ন্যায় অলোকসামান্য। সে দশ দিক উজ্জ্বল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এই অবসরে সুররাজ ইন্দ্র দেবদেব ব্রহ্মার চরণবন্দনা করিয়া ঐ পথ দিয়া যাইতে ছিলেন এবং ঐ সময়ে সূর্য্যদেবও সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর ঐ পথ দিয়া যাইতে ছিলেন। ইহাঁরা যুগপৎ ঐ সুর-সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন। উহাঁদের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভুজঙ্গের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ উত্তেজিত হইল এবং অচি-রাৎ ধৈর্য্যলোপ হইয়া গেল।

অনন্তর ইন্দ্র ঐ নারীর মস্তকে রেত পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু রেত উহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হইল। ইন্দ্রের বীর্য্য অমোঘ। উহা হইতেই বানরপতির জন্ম। বাল অর্থাৎ মস্তকের কেশে রেতস্খলন হইয়াছিল এই জন্য তজ্জাত পুত্রের নাম বালী হইল। পরে সূর্য্যদেবও অনঙ্গের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ নারীর গ্রীবাদেশে রেত পরিত্যাগ করিলেন। রেত গ্রীবায় পতিত হইয়াছিল এই জন্য তজ্জাত পুত্রের নাম সুগ্রীব হইল। সূর্য্যদেবও ঐ নারীকে ভাল মন্দ কিছুই কহিলেন না। তাঁহার অনঙ্গতাপ উপশমিত হইয়া গেল। পরে ইন্দ্র বালীকে গুণগ্রথিত অক্ষয় স্বর্ণহার দিয়া সুরলোকে প্রস্থান করিলেন এবং সূর্য্যও সুগ্রীবের সকল কার্য্যে

পবনতনয় হনুমানকে একমাত্র সহায় স্থির করিয়া অন্ত-রীক্ষে উপনীত হইলেন।

পরে সেই রাত্রি অতীত ও সূর্য্য উদিত হইলে ঐ নারী পুনর্ব্বার বানররূপ প্রাপ্ত হইল। উহার দুইটি পুত্র মহাবল কামরূপী ও পিঙ্গলচক্ষু। সে উহাদিগকে অমৃতাস্বাদ মধু পান করাইল এবং উহাদিগকে লইয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা স্বপুত্র ঋক্ষরজাকে পুত্রদ্বয়ের সহিত উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং উহাকে সান্ত্বনা করিয়া দেবদূতকে কহিলেন, দূত! তুমি আমার আদেশে কিষ্কিন্ধায় গমন কর। সেই পুরী অতি প্রকাণ্ড ফলমূলবহুল রত্নভূয়িষ্ঠ পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ ও পবিত্র। তথায় চাতুবর্ণের লোক বসতি করিয়া আছে। বিশ্বকর্ম্মা আমারই নিয়োগে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ পুরীতে বহুবানরের বাস। তোমরা তথায় গিয়া যূথপতি ও অন্যান্য বানরকে আহ্বান ও সভাস্থলে সম্ভাষণ পূর্ব্বক আমার এই পুত্র ঋক্ষরজাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া আইস। দর্শনমাত্র তাহারা এই ধীমানের যে বশবর্ত্তী হইবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অনন্তর দেবদূত ঋক্ষরজাকে লইয়া কিষ্কিন্ধায় গমন করিল এবং বায়ুবেগে গুহায় প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মার নিয়োগে উহাকে অভিষেক করিল। ঋক্ষরজা বিধানুসারে স্নাত অর্চ্চিত ও অলঙ্কৃত হইল। তাহার মস্তকে রাজমুকুট শোভা পাইতে লাগিল। সে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া হৃষ্টমনে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সমস্ত বানরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল। রাম!

এই ঋক্ষরজা বালী ও সুগ্রীবের পিতা এবং মাতা। এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক। যিনি এই বালী ও সুগ্রীবের উৎপত্তির কথা কীর্ত্তন করিবেন এবং যিনি শুনিবেন তাঁহার সকল কার্য্য সুসিদ্ধ হয় এবং তিনি সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকেন।

প্রক্ষিপ্ত ২য় সর্গ

মহারাজ রাম ভ্রাতৃগণের সহিত মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট এই পৌরাণী কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। কহিলেন। তপোধন! আমি আপনার প্রসাদাৎ এই পবিত্র কথা শ্রবণ করিলাম। ইন্দ্র ও সূর্য্য ইঁহারাই বানর-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, কি আশ্চর্য্য!

অনন্তর মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে যে নিমিত্ত রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছিল আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সত্যযুগে একদা রাবণ স্বতেজঃ-প্রজ্বলিত সূর্য্যসঙ্কাশ সত্যবাদী সনৎকুমারকে অবনত মস্তকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ভগবন্! দেবগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান কে? তাঁহারা কাহাকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে শত্রুজয় করিয়া থাকেন? ব্রাহ্মণেরা কাহার উদ্দেশে নিয়ত যাগযজ্ঞ করেন? এবং যোগিগণ কাহাকেই বা ধ্যান করিয়া থাকেন? আপনি সবিস্তরে ইহা কীর্ত্তন করুন।

তখন সনৎকুমার ধ্যানবলে রাবণের অভিপ্রায় বুঝিতে

পারিয়া স্নেহভরে কহিলেন, বৎস! শুন। নারায়ণ হরি সমস্ত জগতের পতি। আমরা তাঁহার উৎপত্তির কথা জানি না। দেবাসুর সকলেই নিয়ত তাঁহার নিকট প্রণত হইয়া আছেন। তাঁহার নাভিদেশ হইতে জগৎপ্রভু ব্রহ্মার জন্ম। তিনি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবগণ সেই হরিকে আশ্রয় করিয়া যজ্ঞে বিধিপূর্ব্বক অমৃত পান এবং তাঁহাকেই অর্চনা করিয়া থাকেন। যোগিগণ পুরাণ বেদ ও পঞ্চরাত্র দ্বারা তাঁহার জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধ্যান এবং যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা নিয়ত তাঁহার পূজা করেন। তিনি দৈত্য দানব ও রাক্ষস প্রভৃতি সুরশত্রুগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া থাকেন এবং সকলের দ্বারা পূজিত হন।

রাক্ষসরাজ রাবণ প্রণাম করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, তপোধন! সে সমস্ত দৈত্য দানব ও রাক্ষস হরির হস্তে বিনষ্ট হয় তাহাদিগের কিরূপ গতিলাভ হইয়া থাকে? সনৎ-কুমার কহিলেন, দেবতার হস্তে মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হয়। পরে পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গভ্রষ্ট হইলে ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। জীবেরা পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত পাপ পুণ্যে জন্মলাভ করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে। ত্রিলোকীনাথ চক্রধারী হরি যাহাকে বিনাশ করেন সে তাঁহার নিকেতনে স্থান পায়। দেখ তাঁহার ক্রোধও বরের তুল্য।

রাবণ সনৎকুমারের মুখে এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইল। মনে করিল আমি কিরূপে যুদ্ধে হরির হস্তে মরিব।

প্রক্ষিপ্ত ৩য় সর্গ

রাবণ এইরূপ চিন্তা করিতেছে ইত্যবসরে সনৎকুমার পুনর্ব্বার কহিলেন, রাবণ! তোমার যেরূপ অভিপ্রায় অবশ্যই তাহা ঘটিবে, তুমি সুখী হও এবং কিয়ৎ কাল অপেক্ষা কর।

রাবণ কহিল, তপোধন! হরির স্বরূপ কিরূপ? সনৎকুমার কহিলেন, রাবণ! শুন আমি সমস্তই কহিতেছি। সেই হরি সর্ব্বব্যাপী অব্যক্ত সূক্ষ্ম ও নিত্য। তিনি চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তিনি ভূলোক দ্যুলোক পাতাল পর্ব্বত বন নদনদী ও গ্রাম নগর সর্ব্বত্রই আছেন। তিনি ওঁকার সত্য সাবিত্রী ও পৃথিবী। তিনি ধরাধরধারী বেদ অনন্ত। তিনি দিবা ও রাত্রি। তিনি উভয় সন্ধ্যা এবং চন্দ্র ও সূর্য্য। তিনি কাল অগ্নি বায়ু ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র ও জল। তিনি জ্বলিতেছেন ও শোভা পাইতেছেন। তিনিই ক্রীড়া করিতেছেন। তিনিই লোকের সৃষ্টি সংহার ও শাসন করিতেছেন। তিনি অবিনাশী লোকনাথ পুরাণপুরুষ ও বিশ্বনাশক। রাবণ! অধিক আর কি বলিব এই চরাচর বিশ্বে একমাত্র তিনিই বিরাজিত আছেন। সেই নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ হরি পদ্মপরাগবৎ পীত বস্ত্রে বর্ষাকালীন বিদ্যুজ্জড়িত নীল মেঘের ন্যায় শোভিত হইতেছেন। তিনি পদ্মপলাশলোচন। তাঁহার বক্ষ শ্রীবৎস-

লাঞ্ছিত ও শশাঙ্কশোভিত। সংগ্রামরূপিণী লক্ষ্মী মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় নিয়ত তাঁহার দেহ আবৃত করিয়া আছেন। সুরাসুর পন্নগ কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তিনি যাহাকে কৃপা করেন সেই তাঁহাকে দেখিতে পায়। বৎস! যজ্ঞফল সঞ্চিত তপ ও দানে তাঁহার দর্শন লাভ হয় না, যে ব্যক্তি তাঁহার ভক্ত, যিনি তদ্গত প্রাণ, যাহার চিত্ত তাঁহাতে আসক্ত এবং যিনি তৎপরায়ণ, তিনিই জ্ঞানবলে নিষ্পাপ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পান। রাবণ! এক্ষণে সেই হরিকে যদি দেখিবার ইচ্ছা থাকে তো কহিতেছি শুন। সত্যযুগ অতীত ও ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে তিনি দেব মনুষ্যের হিতার্থ রামমূর্ত্তিতে জন্ম গ্রহণ করিবেন। পৃথিবীতে ইক্ষ্বাকু-বংশে দশরথ নামে এক রাজা হইবেন। রাম নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মিবেন। তিনি তেজস্বী বুদ্ধিমান মহাবাহু ও মহাসত্ত্ব। তিনি ক্ষমাগুণে পৃথিবী তুল্য এবং যুদ্ধে কঠোর সূর্য্যের ন্যায় শত্রুপক্ষের নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইবেন। হরিই সেই রাম। তিনি পিতৃনিয়োগে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিবেন। সীতা তাঁহার পত্নী। দেবী লক্ষ্মী সীতারূপে রাজা জনকের কন্যা হইয়া পৃথিবী হইতে উত্থিত হইবেন। সীতা অতি সুলক্ষণা ও অপ্রতিমরূপা। তিনি চন্দ্রের প্রভার ন্যায় এবং দেহের ছায়ার ন্যায় রামের অনুগত। ঐ সাধ্বী অতিসুশীলা সদাচারা গুণবতী ও ধীরস্বভাবা। তিনি সূর্য্যের রশ্মির ন্যায় এবং অদ্বিতীয় মূর্ত্তির ন্যায় অবস্থিত। রাবণ! এই আমি তোমার নিকট সেই অবিনাশী নিত্য পুরুষের সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম।

রাবণ সনৎকুমারের মুখে এই কথা শুনিয়া নারায়ণের সহিত বিরোধ বাসনায় চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার চক্ষু বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে হর্ষভরে ঘন ঘন শিরশ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অতন্তর রাম বিস্ময়বিস্ফার-লোচনে পরম জ্ঞানী অগস্ত্যকে কহিলেন, তপোধন ! আপনি এই পুরাতন কথা আর ও কীর্ত্তন করুন। শুনিবার জন্য আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

প্রক্ষিপ্ত ৪র্থ সর্গ

তখন মহর্ষি অগস্ত্য রামকে কহিলেন, শুন ! এই বলিয়া তিনি প্রীতমনে উপক্রান্ত কথার অবশেষ যথাযথ কহিতে লাগিলেন, রাজন্! দুরাত্মা রাবণ এই হরির সহিত বিরোধ করিবার জন্যই জনকনন্দিনীকে হরণ করিয়াছিল। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ সুমেরু পর্ব্বতে এই কথা কীর্ত্তন করিয়া ছিলেন। তিনি দেব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও ঋষিগণ সমক্ষে হাস্যমুখে এই কথা কহিয়াছিলেন রাজন্! তুমি এক্ষণে সেই পাপনাশক কথা শ্রবণ কর। দেব গন্ধর্ব্বেরা এই কথা শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে দেবর্ষি নারদকে কহিয়া ছিলেন যিনি এই কথা শুনাইবেন বা ভক্তি পূর্ব্বক শুনিবেন তিনি পুত্রপৌত্রে পরিবৃত হইয়া স্বর্গে পুজিত হইবেন।

প্রক্ষিপ্ত ৫মে সর্গ।

রাবণ বীর রাক্ষসগণের সহিত জয়লাভার্থ পৃথিবীতে পর্য্যটন করিতেছিল। সে দৈত্য দানব রাক্ষসের মধ্যে যাহাকে অধিক বল শুনিতে পায় তাহাকেই বলগর্ব্বে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া থাকে। এইরূপ পর্য্যটনপ্রসঙ্গে একদা দেখিল দেবর্ষি নারদ মেঘপৃষ্ঠস্থ দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন। রাবণ প্রীতমনে উহাঁর সন্নিহিত হইল এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিল তপোধন! আপনি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অনেক লোকই দেখিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি কোন্ লোকে মনুষ্যেরা অপেক্ষাকৃত বলবান, আমি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার সংকল্প করিয়াছি।

দেবর্ষি নারদ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, রাক্ষস-রাজ! ক্ষীরোদ সমুদ্রের নিকট শ্বেতদ্বীপ আছে। তুমি যেরূপ বলবীর্য্যের অনুসন্ধান করিতেছ আমি ঐ দ্বীপের মনুষ্যকে সেইরূপই দেখিয়াছি। তাহারা মহাকায় মহাবীর্য্য ধৈর্য্য-শীল ও চন্দ্রবৎ ধবল। তাহাদের কণ্ঠস্বর ঘনগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর এবং বাহুযুগল অর্গলাকার।

রাবণ কহিল, প্রভো! শ্বেতদ্বীপে এইরূপ মহাবল মনুষ্য-দিগের কি প্রকারে জন্ম হইল? কি সূত্রেই বা তথায় তাহা-দিগের বসবাস? আপনি করস্থিত আমলক ফলের ন্যায়

ন্যায় সমস্ত জগৎ নিয়ত দর্শন করিয়া থাকেন। এক্ষণে এই কথা কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

নারদ কহিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐ সকল মনুষ্য অনন্য মনে নারায়ণের আরাধনা করিয়া থাকে। উহারা তৎপরায়ণ তদাসক্তচিত্ত ও তদ্গতপ্রাণ। উহারা একান্ত ভাবে তাঁহার অনুগত বলিয়া শ্বেতদ্বীপে বসবাস লাভ করিয়াছে। চক্রধারী নারায়ণ হরি শার্ঙ্গ ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক যাহাকে বিনাশ করেন তাহার বাস স্বর্গলোকে। বৎস! যাগযজ্ঞ দান সংযম ও তপোবলে ঐ স্বর্গলোক লাভ হয় না।

তখন রাবণ দেবর্ষি নারদের এই কথা শুনিয়া বিস্ময়ভরে বহুক্ষণ চিন্তা করত স্থির করিল আমি নারায়ণের সহিত যুদ্ধ করিব। পরে সে নারদের অনুজ্ঞাক্রমে শ্বেতদ্বীপে যাত্রা করিল। দেবর্ষি নারদও কৌতূহল পরতন্ত্র হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করত এই পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিবার মানসে শীঘ্র শ্বেতদ্বীপে যাত্রা করিলেন। এই ব্রাহ্মণ কেলিপ্রিয় ও যুদ্ধোৎসাহী। রাবণ বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত সিংহনাদে দশ দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইল। নারদও উত্তীর্ণ হইলেন। ঐ দেবদুর্লভ দ্বীপের তেজে রাবণের রথ বায়ুবেগে আহত হইয়া পবনভরে মেঘ যেমন অস্থির হয় তদ্রূপ অস্থির হইয়া উঠিল। রাবণের সচিবগণ ঐ দুর্দ্দর্শ দ্বীপ দেখিবামাত্র অতিমাত্র ভীত হইয়া কহিল, রাক্ষসরাজ! আমরা বিমোহিত হইয়াছি, আমাদের সংজ্ঞা বিলুপ্ত। যুদ্ধ করা দূরে থাক আমরা এস্থলে তিষ্ঠিতেও পারিলাম না। এই বলিয়া উহারা তথা হইতে পলায়ন করিল। রাবণও

ঐ স্বর্ণালঙ্কৃত পুষ্পক রথ পরিত্যাগ করিল এবং ভীমরূপ পরিগ্রহ করিয়া একাকী শ্বেতদ্বীপে প্রবিষ্ট হইল। প্রবেশকালে সহসা বহুসংখ্য নারী উহাকে দেখিতে পাইল এবং ঐ সমস্ত নারীর মধ্যে একজন হাস্যমুখে রাবণের করগ্রহণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল, তুমি কি জন্য এই শ্বেতদ্বীপে আসিয়াছ? কাহার পুত্র? এবং কেই বা তোমায় এই স্থানে প্রেরণ করিল? রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাকে কহিল, আমি মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র, নাম রাবণ। আমি যুদ্ধার্থ এই দ্বীপে আইলাম, কিন্তু আমার সহিত যুদ্ধ করিবে এমন ত কাহাকেই দেখিতেছি না।

তখন দুরাত্মা রাবণের এই কথা শুনিয়া ঐ সমস্ত যুবতী মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল এবং তন্মধ্যে এক জন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বালকবৎ অবলীলাক্রমে রাবণের কটিদেশ ধরিয়া সখীদিগের মধ্যে ঘুরাইতে লাগিল। কহিল, দেখ সখি! আমি একটা কীট ধরিয়াছি। ইহার মুখ দশটা, হস্ত বিংশতিটা, এবং বর্ণ গাঢ় কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণ। তৎকালে রাবণ হস্ত হইতে হস্তান্তরে নিক্ষিপ্ত এবং অনবরত ঘূরিতেছে। পরে ঐ ধীমান এইরূপে ভ্রাম্যমান হইয়া ক্রোধভরে এক জনের হস্ত দংশন করিল। নারী তৎক্ষণাৎ ঐ কীটকে পরিত্যাগ করিয়া দংশনজ্বালায় হাত নাড়িতে লাগিল। তখন আর একটি নারী রাবণকে লইয়া আকাশে উত্থিত হইল। রাবণ ক্রোধভরে উহাকেও নখ দ্বারা বিদীর্ণ করিল। ঐ নারী নখরাঘাতে ব্যথিত হইয়া উহাকে ফেলিয়া দিল। রাবণ ভয়ার্ত্ত হইয়া বজ্রবিদীর্ণ গিরিশিখরের ন্যায় সমুদ্রে পড়িল। ফলত শ্বেতদ্বীপের যুবতীগণ এইরূপে উহাকে ধরিয়া হতস্তত

ঘুরাইয়া ছিল। ঐ সময় দেবর্ষি নারদ স্ত্রীহস্তে রাবণের এইরূপ অবমাননা দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং অট্টহাস্য সহকারে নৃত্য করিতে লাগিলেন। রাম! ঐ দুরাত্মা রাবণই তোমার হস্তে মৃত্যু কামনা করিয়া সীতাকে অপহরণ করিয়া ছিল। তুমি শঙ্খচক্রগদাধারী নারায়ণ। সকল দেবতাই তোমাকে নমস্কার করেন। তোমার হস্তে শার্ঙ্গধনু পদ্ম ও বজ্রাস্ত্র এবং বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন। তুমি পদ্মনাভ হৃষীকেশ মহাযোগী ও ভক্তগণের অভয়প্রদ। তুমি রাবণবিনাশ উদ্দেশে মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছ। তুমি যে স্বয়ং নারায়ণ ইহা কি নিজে জান না? এক্ষণে তুমি আপনাকে আপনি স্মরণ কর। ব্রহ্মা কহিয়াছেন, তুমি গুহ্য হইতেও গুহ্য। তুমি ত্রিগুণ ও ত্রিবেদী, তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল ব্যাপিয়া আছ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে তোমারই কার্য্য, তুমি অসুর নাশক। তুমি ত্রিপদে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছ। তুমি বলিকে বন্ধন করিবার জন্য দেবী অদিতির গর্ভে বামন রূপে জন্মিয়াছিলে। এক্ষণে তুমি লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন উদ্দেশে মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছ। রাজন্! তোমার বাহুবলে দেবকার্য্য সাধন হইয়াছে। রাবণ সবংশে বিনষ্ট। দেবতা ও ঋষিগণ যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তোমারই প্রসাদে সমস্ত জগৎ নিষ্কণ্টক। সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী। তিনি তোমারই জন্য রাজা জনকের গৃহে ভূতল হইতে উত্থিত হইয়া ছিলেন। রাক্ষসেরা লঙ্কায় উহাঁকে মাতার ন্যায় রক্ষা করিয়াছিল।

রাম! এই আমি তোমার নিকট রাবণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন

করিলাম। দীর্ঘজীবি দেবর্ষি নারদই আমাকে এইরূপ কহিয়া ছিলেন। সনৎকুমার রাবণকে যেরূপ উপদেশ দেন সে অবিলম্বে তদনুরূপ কার্য্য করিয়াছে। বিদ্বান ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণের নিকট এই ব্যাপার কীর্ত্তন করিলে শ্রাদ্ধে যে অক্ষয় অন্ন প্রদত্ত হয় তাহা পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করে।

অনন্তর রাম এই অত্যাশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। সুগ্রীবাদি বানর, বিভীষণ প্রভৃতি রাক্ষস, অমাত্যগণের সহিত রাজা এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও ধার্ম্মিক শূদ্র সকলেই বিস্মিত ও হৃষ্ট হইলেন। তৎকালে সকলে নির্নিমেষ লোচনে রামকেই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পরে মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে আমরা চলিলাম। এই বলিয়া তাঁহারা পূজিত হইয়া স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

এইরূপে মহারাজ রাম প্রতিদিন পুর ও জনপদবাসী প্রজাবর্গের সমস্ত কার্য্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস অতীত হইলে তিনি মিথিলাধিপতি জনককে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্য! আপনি আমাদিগের একমাত্র অটল আশ্রয়। আপনিই আমাদিগকে

পালন করিতেছেন, আমি আপনারই কঠোর তেজো-বলে রাবণকে পরাজয় করিয়াছি। ঈক্ষ্বাকুবংশীয় ও নিমি-বংশীয়দিগের সম্বন্ধজনিত প্রীতির পরিচ্ছেদ নাই। এক্ষণে আপনি মৎপ্রদত্ত ধনরত্ন উপহার লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করুন। ভরত আপনার সাহায্যার্থ আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবেন।

তখন রাজর্ষি জনক কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমার স্বরাজ্যে প্রস্থান করা আবশ্যক। আমি তোমায় দেখিয়া প্রীত হইলাম। তুমি যে সমস্ত রত্ন আমার জন্য সঞ্চয় করিয়াছ আমি তৎসমুদায় আমার কন্যাদিগকে দিলাম। এই বলিয়া রাজর্ষি জনক স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাম সবিনয়ে মাতুল যুধাজিৎকে কহিলেন, রাজন! এই রাজ্য, আমি, লক্ষ্মণ ও ভরত সমস্তই আপনার অধীন, আপনি আমাদিগের একমাত্র আশ্রয়। এক্ষণে বৃদ্ধ কেকয়রাজ আপনাকে না দেখিয়া কষ্ট পাইবেন, অতএব আমার ইচ্ছা আপনি অদ্যই মৎপ্রদত্ত ধনরত্ন উপহার লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করুন। প্রস্থানকালে লক্ষ্মণ আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবেন। এই বলিয়া রাম তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন। যুধাজিৎ কহিলেন, রাজন্! ধনরত্ন তোমারই থাক্, এই বলিয়া তিনি রামকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অসুরবিনাশের পর ইন্দ্র যেমন বিষ্ণুর সহিত প্রস্থান করিয়াছিলেন তদ্রূপ লক্ষ্মণের সহিত প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাম কাশিরাজ বয়স্য নির্ভয় প্রতর্দ্দনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! তুমি যুদ্ধসাহায্যের নিমিত্ত ভরতের সহিত বিস্তর উদ্যোগ

করিয়াছিলে, ইহা দ্বারা আমার প্রতি প্রীতি ও সৌহৃদ্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। এক্ষণে তুমি প্রাকার-বেষ্টিত তোরণসম্পন্ন স্বভুজবলে রক্ষিত রমণীয় কাশীপুরীতে প্রস্থান কর। এই বলিয়া রাম আসন হইতে উত্থিত হইয়া উহাঁকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর কাশিরাজ প্রতর্দ্দন প্রস্থান করিলে রাম তিন শত রাজাকে সহাস্যমুখে মধুর বাক্যে কহিলেন, রাজগণ! আপনারা স্বমহিমায়, আমার প্রতি অটল প্রীতি রক্ষা করিয়াছেন। আপনারা মহাত্মা, ধর্ম্ম ও সত্য নিয়তই আপনাদিগকে আশ্রয় করিয়া আছে। আপনাদিগের মহানুভাবতা ও তেজেই দুরাত্মা নির্ব্বোধ রাবণ সপরিবারে বিনষ্ট হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমি উপলক্ষ্য মাত্র। ভ্রাতা ভরতের প্রযত্নে আপনারা এস্থানে সমবেত এবং জানকীর অপহরণ সংবাদে যুদ্ধের জন্য উদ্‌যুক্তও হইয়াছিলেন। এক্ষণে বহুদিন অতীত হইল আপনারা আসিয়াছেন। আমার ইচ্ছা আপনারা প্রস্থান করুন। তখন রাজগণ পুলকিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! আমাদিগের সৌভাগ্য যে আপনি বিজয়ী হইয়াছেন। রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ও জানকীর উদ্ধার করিয়াছেন। এই আমাদিগের সকল কামনার শ্রেষ্ঠ কামনা, এই আমাদিগের সকল প্রীতির উৎকৃষ্ট প্রীতি যে আমরা আপনাকে হতশত্রু ও বিজয়ী দেখিলাম। আপনি যে আমাদিগকে প্রশংসা করিতেছেন ইহা আপনার মহত্ত্বের সমুচিত, কিন্তু আপনি সকল প্রকার প্রশংসার পাত্র হইলেও আমরা আপনার ন্যায় এইরূপ প্রশংসা করিতে জানি না। এক্ষণে আমরা আপনার অনুমতি

লইতেছি, স্ব স্ব স্থানে চলিলাম, আপনি সততই আমাদিগের হৃদয়স্থ, আমরাও আপনার হৃদয়স্থ হইতে পারি এইরূপ প্রীতি যেন আমাদিগের উপর থাকে। রাম কহিলেন অবশ্য তাহাই হইবে। এই বলিয়া তিনি উহাঁদিগের যথোচিত সমাদর ও পূজা করিলেন। রাজগণও গমনে একান্ত উৎসুক হইয়া হৃষ্টমনে স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

মহীপালগণ হস্ত্যশ্বে পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিলেন। রামের লঙ্কাসমরে সাহায্য করিবার জন্য ভরতের আজ্ঞাক্রমে বহু অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হইয়াছিল। রাজগণ প্রস্থানকালে বলগর্ব্বে কহিতে লাগিলেন, আমরা রামের শত্রু রাবণকে যুদ্ধস্থলে পাইলাম না। ভরত যুদ্ধশেষে অকারণ আমাদিগকে আনিয়াছিলেন। যদি আমরা পূর্ব্বে আসিতাম তাহা হইলে রাম ও লক্ষ্মণের বাহুবলে রক্ষিত হইয়া নিশ্চয় রাক্ষসবধ করিতে পারিতাম। আমরা সমুদ্রপারে নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতাম। রাজগণ এইরূপ ও অন্যান্য রূপ নানা কথার প্রসঙ্গ করিয়া হৃষ্টমনে স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। ইহাঁদিগের রাজ্য ধনধান্যপূর্ণ সমৃদ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ। ইহাঁরা অক্ষত দেহে উপস্থিত হইয়া রামের প্রীতি সম্পাদনার্থ নানারূপ উপহার প্রদান

করিলেন। অশ্ব, যান, রত্ন, মদোৎকট হস্তী, উৎকৃষ্ট চন্দন, মহামূল্য আভরণ, মণিমুক্তা প্রবাল, সুন্দরী দাসী, ছাগ, মেষ ও রথ প্রচুর পরিমাণে উপহার দিলেন। ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন তৎসমুদায় লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং আসিয়া রামের হস্তে সমস্তই দিলেন। রাম ঐ সকল রত্ন লইয়া হৃষ্টমনে কৃতকর্ম্মা সুগ্রীব, বিভীষণ, অন্যান্য রাক্ষস ও যাহাদিগের সাহায্যে লঙ্কার যুদ্ধে জয় লাভ হইয়াছে সেই সকল বানরকে প্রদান করিলেন। তখন বানর ও রাক্ষসেরা রামের প্রদত্ত রত্ন লইয়া কেহ মস্তকে কেহ হস্তে ধারণ করিল। অনন্তর কমললোচন রাম অঙ্গদ ও হনুমানকে ক্রোড়ে লইয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, কপিরাজ! এই অঙ্গদ তোমার সুপুত্র এবং হনূমান তোমার মন্ত্রী। ইহারা উভয়েই আমার হিতসাধনে নিযুক্ত ও মন্ত্রী। এক্ষণে ইহাঁদিগকে সৎকার করা আবশ্যক। এই বলিয়া তিনি স্বদেহ হইতে সমস্ত আভরণ উন্মোচন পূর্ব্বক ঐ দুই বীরকে পরাইয়া দিলেন। পরে তিনি নীল, নল, কেসরী, গন্ধমাদন, কুমুদ, সুষেণ, পনস, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান, গবাক্ষ, বিনত, ধূম্র, বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ, সন্নাদ, দরীমুখ, দধিমুখ ও ইন্দ্রজানু এই সকল মহাবল যূথপতিকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মধুর কোমল বাক্যে কহিলেন, তোমরা আমার সুহৃদ, আমার দেহ এবং আমার ভ্রাতা। তোমরাই আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। ধন্য সুগ্রীব, তিনি তোমাদিগের ন্যায় বন্ধুলাভ করিয়াছেন। এই বলিয়া রাম উহাঁদিগকে মর্য্যাদানুসারে অলঙ্কার এবং মহামূল্য হীরক প্রদান করিলেন।

বানরেরা সুগন্ধী মধু পান এবং সুসংস্কৃত মাংস ও ফলমূল ভক্ষণ পূর্ব্বক তথায় সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। এইরূপে কএক মাস অতীত হইয়া গেল, কিন্তু রামের প্রতি প্রীতি ও ভক্তিনিবন্ধন উহা যেন সকলের মুহূর্ত্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রামও ঐ সকল রাক্ষস বানর ও ভল্লুক-গণের সহিত পরম সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্বিতীয় শিশির কাল অতীত হইল।

চত্বারিংশ সর্গ।

একদা রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি এক্ষণে দেব-গণেরও দুরাক্রমণীয় কিষ্কিন্ধা নগরীতে যাও এবং অমাত্য-গণের সহিত নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর। তুমি পরম প্রীতির চক্ষে অঙ্গদকে দেখিও এবং হনুমান, মহাবল নল, সুষেণ, তার, কুমুদ, দুর্দ্ধর্ষ নীল, বীর শতবলি, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, ঋক্ষরাজ জাম্ববান, গন্ধমাদন, ঋষভ, সুপাটল, কেসরি, শরভ, শুম্ভ, শঙ্খচূড়, এবং আর আর যে সমস্ত বানর আমার সাহার্য্যার্থ প্রাণপণ করিয়াছিলেন তুমি তাঁহা-দিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিও, কদাচ তাঁহাদিগের কোন অপকার করিও না। রাম কপিরাজ সুগ্রীবকে এই কথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মধুর বাক্যে বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি গিয়া ধর্ম্মানুসারে লঙ্কা শাসন কর। ভ্রাতা কুবের রাক্ষসপুরবাসী ও আমরা

সকলেই তোমাকে ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া জানি। তুমি কদাচ অধর্ম্মবুদ্ধি করিও না, বুদ্ধিমান রাজারই রাজ্যভোগ হয়। এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান কর, তুমি প্রীতি সহকারে সুগ্রীবের সহিত আমাকে নিয়তই স্মরণে রাখিও।

তখন বানর ভল্লূক ও রাক্ষসেরা রামের এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ পুর্ব্বক পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। কহিল, রাজন্! তোমার বুদ্ধি বল ও প্রকৃতি-মাধুর্য্য ব্রহ্মার ন্যায় অলৌকিক। হনূমান প্রণাম করিয়া কহিলেন, রাজন্! তোমার প্রতিই যেন নিয়ত আমার উৎকৃষ্ট প্রীতি ও ভক্তি থাকে, মনের ভাব যেন আর অন্যত্র না যায়। যাবৎ পৃথিবীতে রাম-কথা থাকিবে তাবৎ যেন আমি জীবিত থাকি। তোমার এই দিব্য চরিত অপ্সরা সকল যেন নিয়ত আমায় শ্রবণ করায়। আমি তোমার এই চরিত-কথা শুনিয়া বায়ু যেমন মেঘকে দূর করিয়া দেয় তদ্রূপ তোমার অদর্শনজনিত উৎকণ্ঠা দূর করিব।

তখন রাম উৎকৃষ্ট আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হনূমানকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহভরে কহিলেন, বীর! তোমার যেরূপ অভিপ্রায় নিশ্চয় তাহাই হইবে। যদবধি এইজীবলোকে আমার চরিত-কথা থাকিবে তাবৎ তোমার শরীর ও কীর্ত্তি স্থায়ী হইবে। যদবধি এই সমস্ত লোক থাকিবে তাবৎ আমার চরিত-কথা বিলুপ্ত হইবে না। তুমি আমার যত উপকার করিয়াছ তাহার এক একটীর জন্য তোমাকে প্রাণ দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু সমস্ত উপকারের যাহা অবশিষ্ট তজ্জন্য আমরা তোমরা নিকট ঋণী থাকিলাম। মনুষ্য

আপৎকালেই প্রত্যুপকার চায়, অতএব তোমার কোন বিপদ না ঘটুক, তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ তাহা আমার দেহে জীর্ণ হইয়া যাক্। এই বলিয়া রাম স্বীয় কণ্ঠ হইতে চন্দ্রধবল বৈদুর্য্যমণিশোভিত হার উন্মুক্ত করিয়া উহাঁর কণ্ঠে বন্ধন করিয়া দিলেন। হনুমান ঐ হারের প্রভায় চন্দ্রলোকশোভিত সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। মহাবল বানরেরা ক্রমে ক্রমে গাত্রোত্থান করিয়া রামকে প্রণাম পূর্ব্বক নির্গত হইতে লাগিল। রাম সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিলেন। বিভীষণ প্রভৃতি সকলেই যাত্রাকালে দুঃখে বিমোহিত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বাষ্পভরে সকলের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সকলেই শূন্যমনা। দেহাভিমানী দেহত্যাগ করিবার কালে যেমন কাতর হয় সকলে সেইরূপ কাতর হইয়া স্ব স্ব গৃহে যাত্রা করিল।

একচত্বারিংশ সর্গ।

এইরূপে রাম বানরাদি সকলকেই বিদায় দিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা অপরাহ্নে তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত অন্তরীক্ষ হইতে উচ্চরিত এই মধুর কথা শুনিতে পাইলেন, রাজন্! তুমি প্রসন্নমুখে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমি ধনাধিপতি কুবেরের গৃহ হইতে উপস্থিত। আমার নাম পুষ্পক। আমি তোমার শাসন শিরোধার্য্য করিয়া কুবেরকে সেবা করিবার

জন্য প্রস্থান করিয়া ছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, মহাত্মা রাম দুর্দ্ধর্ষ রাবণকে বিনাশ করিয়া তোমায় অধিকার করিয়াছেন। দুরাত্মা রাবণ সবংশে সগণে ও সবান্ধবে, বিনষ্ট হওয়াতে আমি যার পর নাই সুখী হইয়াছি। পুষ্পক! রাম যখন তোমায় অধিকার করিয়াছেন তখন আমি আদেশ দিতেছি তুমি তাঁহাকে গিয়া বহন কর। সকল লোকেই তোমার গতি অপ্রতিহত, তুমি যে রামকে বহন করিবে ইহাতেই আমার পরম প্রীতি। এক্ষণে তুমি সচ্ছন্দ-মনে প্রস্থান কর। রাজন্। আমি কুবেরের আদেশক্রমে তোমার নিকট আইলাম, তুমি অশঙ্কুচিতমনে আমাকে গ্রহণ কর। অতঃপর আমি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন পুর্ব্বক স্বপ্রভাবে বিচরণ করিব।

তখন রাম বিমানকে পুনরায় উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, পুষ্পক! আইস, যখন ধনাধিপতি কুবের অনুকুল তখন তোমায় গ্রহণ করিলে কোনরূপে অসৎব্যবহার হইতে পারে না। এই বলিয়া রাম লাজাঞ্জলি ও সুগন্ধি ধূপ দ্বারা পুষ্পককে পুজা করিয়া কহিলেন, পুষ্পক! এখন তুমি যাও, যখন তোমায় স্মরণ করিব সেই সময় আসিও। তুমি ব্যোমমার্গে সুখে থাক, এবং অপ্রতিহতগতিতে যথেচ্ছা বিচরণ কর। এই বলিয়া পুষ্পককে বিদায় দিলেন। পুষ্পকও তথা হইতে অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি দেবতা, আপনার এই রাজ্যপালনকালে মনুষ্যাতিরিক্ত জীবেরও বাক্‌শক্তি হইয়াছে। বহুদিন হইল মনুষ্যেরা

নীরোগ, জরাজীর্ণ হইলেও কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় না। স্ত্রীলোকেরা সুস্থ সন্তান প্রসব করিতেছে। সকলেরই দেহ হৃষ্টপুষ্ট। এই পুরবাসিদিগের আনন্দের আর অবধি নাই। মেঘ যথাকালে অমৃতবৃষ্টি করিতেছে। আর বায়ুও সুখস্পর্শ ও শুভ হইয়া নিরবচ্ছিন্ন বহিতেছে। পৌর ও জনপদগণ কহিয়া থাকে এরূপ রাজা আমাদিগের চিরকালই হউক।

রাম ভরতের মুখে এই মধুর কথা শুনিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর মহারাজ রাম অশোক বনে প্রবেশ করিলেন। ঐ বন চন্দন অগুরু চূত তুঙ্গ কালেয়ক দেবদারু চম্পক পুন্নাগ মধূক পনস অসন ও জ্বলন্তঅঙ্গারতুল্য পারিজাতে সুশোভিত। লোধ্র নীপ অর্জ্জুন নাগকেসর সপ্তপর্ণ অতিমুক্ত মন্দার কদলী প্রিয়ঙ্গু কদম্ব বকুল জম্বু দাড়িম কোবিদার ও নানাপ্রকার পুষ্প ও লতাজালে পরিবৃত। এই সমস্ত বৃক্ষ সর্ব্বদা ফলপুষ্পে বিরাজিত, দিব্য গন্ধ ও রসযুক্ত, তরুণ অঙ্কুর ও পল্লবে শোভিত ও মনোহর। এতদ্ব্যতীত ঐ অশোক বনে শিল্পি-প্রস্তুত নানারূপ কৃত্রিম বৃক্ষ আছে। তৎসমুদায় মনোজ্ঞ পল্লব ও পুষ্পে পূর্ণ, উন্মত্ত ভ্রমরে সমাকীর্ণ এবং কোকিল ভৃঙ্গরাজ ও চূতপরাগপিঞ্জরকায় পক্ষিগণে শোভিত। ঐ সকল বৃক্ষের মধ্যে কোনটী স্বর্ণবর্ণ কোনটী অগ্নিশিখাকার

কোনটী গাঢ় কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণ। সুগন্ধি পুষ্পস্তবক উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। তথায় জলপূর্ণ নানারূপ দীর্ঘিকা আছে। উহার সোপান মণিময় এবং মধ্যভূমি স্ফটিকে রচিত, উহাতে পদ্মদল বিকসিত হইয়া আছে এবং চক্রবাক দাত্যুহ শুক হংস ও সারস উহার তীরে ও নীরে নিরন্তর কলরব করিতেছে। উহার তীরে ফলপুষ্পশোভিত নানারূপ বৃক্ষ। উহা প্রাকারে পরিবেষ্টিত ও শিলাতলে শোভিত। ঐ অশোক বনে নীলকান্তমণিসদৃশ শাদ্বল স্থান রহিয়াছে। তথায় বৃক্ষ সকল যেন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া পুষ্প প্রসব করিতেছে। আকাশ যেমন তারাগণে শোভিত হয় সেইরূপ বৃন্তচ্যুত পুষ্পে শিলাতল সকল অলঙ্কৃত হইয়া আছে। দেবরাজ ইন্দ্রের যেমন নন্দন এবং ধনাধিপতি কুবেরের যেমন ব্রহ্মনির্ম্মিত চৈত্ররথ কানন, রামের সেইরূপ ঐ অশোক বন। উহাতে বহুলোকের স্থানসন্নিবেশ হইতে পারে এরূপ গৃহ ও লতাগৃহ আছে। উহা সমৃদ্ধিপূর্ণ। রাম ঐ অশোক বনে প্রবেশ করিয়া কুসুমখচিত আস্তরণাচ্ছন্নআসনে উপবেশন করিলেন এবং সীতাকে লইয়া স্বহস্তে মৈরেয় নামক বিশুদ্ধ মদ্য পান করাইতে লাগিলেন। ঐ সময় ভৃত্যেরা শীঘ্র রামের ভোজনার্থ সুসংস্কৃত মাংস ও নানাপ্রকার ফলমূল আনয়ন করিল। নৃত্যগীতবিশারদ সুরূপ সর্ব্বালঙ্কারশোভিত কিন্নরী অপ্সরা ও অন্যান্য নারী মধুপানে মত্ত হইয়া নৃত্যগীত দ্বারা রামকে আনন্দিত করিতে লাগিল। বশিষ্ঠ যেমন অরুন্ধতীর সহিত উপবিষ্ট হইয়া শোভা পান সেইরূপ রাম সীতার সহিত উপহিষ্ট হইয়া শোভা পাইতে

লাগিলেন। ক্রমশঃ ভোগসুখপ্রদ শীতকাল অতীত হইল। রাম এইরূপ ভোগপ্রসঙ্গে বহুকাল যাপন করিলেন। তিনি পূর্ব্বাহ্ণে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দিবসের শেষার্দ্ধ অন্তঃপুরে অতিবাহিত করিতেন। জানকীও পৌর্ব্বাহ্ণিক দৈবকার্য্য সমাপন করিয়া নির্ব্বিশেষে শ্বশ্রূদিগের সেবা সুশ্রূষা করিতেন। পরে বিচিত্র বসন ভুষণে সুসজ্জিত হইয়া শচী যেমন ইন্দ্রের নিকট গমন করেন তদ্রূপ রামের নিকট গমন করিতেন। রাম ঐ শুভাচারশোভিতা পত্নীকে দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইতেন এবং উহাঁকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিতেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা রাম জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে! দেখিতেছি, এক্ষণে তোমার সমস্ত গর্ভলক্ষণ উপস্থিত, বল, কি তোমার অভিপ্রায়? আমি তোমার কি করিব?

জানকী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, নাথ! এক্ষণে আমার পবিত্র আশ্রম দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে। যে সমস্ত ফলমূলাশী তেজস্বী ঋষি গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিতেছেন আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিব। আমি অন্তত একরাত্রি তাঁহাদের তপোবনে গিয়া বাস করিব। এই আমার মনোগত ইচ্ছা।

রাম কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই হইবে, তজ্জন্য আশঙ্কা করিও না, কল্যই তপোবনে যাত্রা করিবে। রাম জানকীকে এই কথা বলিয়া সুহৃদগণের সহিত মধ্য কক্ষ্যায় প্রবেশ করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

মহারাজ রাম মধ্যকক্ষ্যায় উপবিষ্ট হইলে অনেক বিচক্ষণ লোক আসিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন এবং নানা কথার প্রসঙ্গ পূর্ব্বক হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল। বিজয়, মধুমত্ত, কাশ্যপ, মঙ্গল, কুল সুরাজী কলিয়, ভদ্র, দন্তবক্র ও সুমাগধ প্রভৃতি সভাসদেরা হৃষ্টমনে হাস্যোদ্দীপক নানা কথা কহিতে লাগিল। এই অবসরে মহারাজ রাম জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্র! এখন নগরে কি কি জল্পনা হইয়া থাকে? গ্রাম ও নগরবাসিরা আমার বিষয় কি বলিয়া থাকে? সীতাসংক্রান্ত কোন কথা হয় কি না? সকলে ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের বিষয় কি বলে? এবং মাতা কৈকেয়ীর কথাই বা কি হয়? দেখ, রাজার কথা লইয়া কি বন কি নগর সর্ব্বত্রই আন্দোলন হইয়া থাকে।

ভদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! পুরবাসিরা আপনার কোন প্রসঙ্গ উত্থিত হইলে সর্ব্বাঙ্গীণ ভালই বলিয়া থাকে। তাহারা এই রাবণবধজনিত জয়ের কথা অনেক করিয়া বলে। রাম কহিলেন, ভদ্র! পুরবাসিরা ভাল মন্দ উভয় প্রকারের কথা কিরূপ কহিয়া থাকে তুমি যথার্থত তাহাই বল। শুনিয়া ভালটা করিব এবং মন্দটা পরিত্যাগ করিব। তুমি নির্ভয়ে বিশ্বস্ত চিত্তে অসঙ্কোচে সমস্তই বল।

তখন ভদ্র সাবধান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, মহারাজ! পুরবাসিরা বন উপবনে চত্বর আপরে এবং পথে ঘাটে ভালমন্দ যে সমস্ত কথা কহে কহিতেছি শুনুন। তাহারা

কহিয়া থাকে মহারাজ রাম সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন; এই কার্য্য অতি দুষ্কর, আমরা কখন শুনি নাই যে পুর্ব্বরাজগণ এবং দেব দানবও ইহা পারিয়াছেন। রাম দুর্জ্জয় রাবণকে বলবাহণের সহিত বিনষ্ট এবং রাক্ষসগণের সহিত ভল্লূক ও বানরদিগকে বশীভূত করিয়াছেন। তিনি রাবণবধের পর সীতাকে উদ্ধার করেন এবং ঈর্ষাকে পৃষ্ঠে রাখিয়া তাঁহাকে পুনরায় গৃহেও আনিয়াছেন। জানি না রামের হৃদয়ে সীতাসম্ভোগসুখ কিরূপ প্রবল। রাবণ সীতাকে বলপূর্ব্বক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া যায় এবং লঙ্কায় গিয়া তাঁহাকে অশোক বনে রাখে। সীতা রাক্ষসদিগের বশীভূত ছিলেন। জানি না রাম কেন তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেন না। রাজার যেরূপ আচরণ প্রজারাও তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে, অতঃপর স্ত্রীর এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে আমরাও সহিয়া থাকিব। রাজন্! আপনার সংক্রান্ত কথা উপস্থিত হইলে গ্রাম নগর সর্ব্বত্র সকলে এই রূপই কহিয়া থাকে।

তখন রাম এই কথা শুনিবামাত্র অতিশয় কাতর হইলেন এবং সুহৃদ্গণকে কহিলেন তোমরা বল এই কথা সত্য কি না। তখন সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া রামকে অভিবাদন পুর্ব্বক কহিল, রাজন্! ভদ্র যাহা কহিলেন ইহার কিছুই অলীক নহে।

চতুশ্চত্বারিংশসর্গ।

অনন্তর রাম সুহৃদ্গণকে বিসর্জ্জন করিয়া বুদ্ধিবলে কার্য্য-নির্ণয় পূর্ব্বক সম্মুখে আসীন দ্বৌবারিককে কহিলেন, তুমি শীঘ্র লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নকে আমার নিকট আনয়ন কর। তখন দ্বৌবারিক রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অপ্রতিহত পদে লক্ষ্মণের গৃহে উপস্থিত হইল এবং জয়াশীর্ব্বাদে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, আপনি অবিলম্বে তাঁহার নিকট যাত্রা করুন। তখন লক্ষ্মণ রামের আদেশ পাইবামাত্র দ্রুতগতি গমন করিলেন। পরে দ্বৌবারিক ভরতের নিকটস্থ হইয়া সমুচিত সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়াবনত দেহে কহিল, মহারাজ আপনাকে দেখিবার সংকল্প করিয়াছেন। তখন ভরত রামের আদেশ পাইবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পরে দ্বৌবারিক সত্বর শত্রুঘ্নের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি আসুন। কুমার লক্ষ্মণ ও ভরত পূর্ব্বেই গিয়াছেন। তখন শত্রুঘ্ন আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উদ্দেশে রামকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দ্বৌবারিক রামের নিকট গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! আপনার ভ্রাতৃগণ উপস্থিত হইয়াছেন। তখন রামের মন চিন্তায় আরও আকুল হইয়া উঠিল। তিনি

নতমুখে দীনমনে কহিলেন, তুমি শীঘ্র কুমারদিগকে আমার নিকট আনয়ন কর। তাঁহারাই আমার প্রিয়তর প্রাণ, তাঁদের উপরই আমার জীবন।

পরে শুক্লাম্বরধারী বিনীত কুমারগণ কৃতাঞ্জলিপুটে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, রামের মুখ রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়, সন্ধ্যাকালীন সূর্য্যের ন্যায় ও শোভাহীন পদ্মের ন্যায় মলিন, এবং নেত্রযুগল বাষ্পে পরিপূর্ণ। তদ্দৃষ্টে উহাঁরা বিষণ্ণ হইয়া সত্বর তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাম সজল-নয়নে উহাঁদিগকে উত্থাপন ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক বসিবার অনু-মতি দিয়া কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরাই আমার জীবন সর্ব্বস্ব, তোমাদের কৃত রাজ্য আমি পালন করিতেছি এই মাত্র, বস্তুত তোমরাই রাজা। তোমরা শাস্ত্রজ্ঞানের অনুরূপ কার্য্য করিয়াছ এবং তোমরা বুদ্ধিমান। এক্ষণে আমি যাহা কহিব তোমরা সকলেই তাহার অনুসরণ কর।

কুমারগণ রামের কথা শুনিবার জন্য উদ্বিগ্নমনে মনঃ-সমাধান করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম শুষ্কমুখে ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, পুরবাসিগণের মধ্যে সীতাসংক্রান্ত যেরূপ কথা রটিয়াছে তোমরা তাহা শুন, কিন্তু কেহই মনে কষ্ট পাইও না। গ্রাম ও নগর মধ্যে আমার অত্যন্ত অপবাদ হইয়াছে, তজ্জন্য আমি মর্ম্মে যারপর নাই

আঘাত পাইয়াছি। দেখ, মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বংশে আমার জন্ম, সীতারও মহাত্মা জনকের কুলে জন্ম। লক্ষ্মণ! তুমি তো জানই রাবণ দণ্ডকারণ্য হইতে সীতাকে হরণ করিয়াছিল বলিয়া আমি তাহাকে বধ করি। তখন আমার মনে হইয়াছিল সীতা বহুদিন লঙ্কায় ছিলেন, আমি কিরূপে ইহাঁকে গৃহে লই। পরে সীতা আমার প্রত্যয়ের জন্য তোমার এবং দেবগণের সমক্ষে অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন। এই অবসরে অগ্নি, আকাশচারী বায়ু চন্দ্র সূর্য্য দেবতা ও ঋষিগণের সমক্ষে কহিলেন, সীতা নিষ্পাপ। অনন্তর ইন্দ্র শুদ্ধচারিণী বলিয়া ইহাঁকে আমার হস্তে অর্পণ করেন। আমার অন্তরাত্মাও জানে জানকী সচ্চরিত্রা। পরে আমি তাঁহাকে লইয়া অযোধ্যায় আগমন করিলাম। কিন্তু এক্ষণে আমার এই অপবাদ, শুনিয়া আমার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিয়াছে। যার অকীর্ত্তি রটনা হয়, যাবৎ সেই অকীর্ত্তির ঘোষণা থাকে তাবৎ তাহাঁর নরকবাস হইয়া থাকে। সর্ব্বত্রই অকীর্ত্তির নিন্দা ও কীর্ত্তির পূজা। কীর্ত্তির জন্যই মহাজনদিগের চেষ্টা হইয়া থাকে। সীতার কথা কি, আমি অপবাদভয়ে নিজের প্রাণ ও তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি। এক্ষণে আমি অকীর্ত্তিজনিত শোকসাগরে পতিত হইয়াছি, ইহা অপেক্ষা কষ্ট আমার কখন হয় নাই। অতএব ভাই! তুমি কাল প্রভাতে সুমন্ত্রচালিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সীতাকে লইয়া অন্য দেশে পরিত্যাগ করিয়া আইস। গঙ্গার পরপারে তমসার তীরে মহাত্মা বাল্মীকির দিব্য আশ্রম আছে। তথায় জানকীকে কোন নির্জ্জনে শীঘ্র পরিত্যাগ

করিয়া আইস। আমার কথা রাখ। তুমি জানকীর জন্য আমায় কোন অনুরোধ করিও না। এক্ষণে যাও, ভালমন্দ বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। তুমি এই বিষয়ে নিবারণ করিলে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইব। আমার চরণস্পর্শ করিয়া শপথ কর, আমার প্রাণের দিব্য, আমায় কিছু বলিও না। এখন আমায় অনুনয় করিয়া যিনি কোন কথা কহিবেন তিনি আমার অভীষ্টের ব্যাঘাত সম্পাদন হেতু পরম শত্রু। যদি তোমরা আমার মতস্থ হও তবে আমার সম্মান রাখ এবং সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আইস। পূর্ব্বে সীতা আমায় কহিয়াছিলেন যে আমি গঙ্গাতীরে আশ্রম সকল দেখিব। এখন তাঁহার এই মনোরথ পূর্ণ কর।

এই বলিয়া রাম বাষ্পপূর্ণ লোচনে ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং শোকাকুলচিত্তে হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণ শুষ্কমুখে দীনমনে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! রাজার আদেশ, তুমি রথে দ্রুতগামী অশ্ব সকল যোজনা করিয়া তন্মধ্যে দেবী সীতার জন্য আসন প্রস্তুত করিয়া দেও। আমি রাজার অনুজ্ঞাক্রমে সৎকর্ম্মশীল ঋষিগণের আশ্রমে সীতাকে লইয়া যাইব। অতএব তুমি শীঘ্র রথ আনয়ন কর।

সুমন্ত্র যথাজ্ঞা বলিয়া সুদৃশ্য রথে সুখশয্যা রচনা ও অশ্ব যোজনা করিয়া আনিলেন এবং কহিলেন, রাজকুমার! রথ উপস্থিত, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।

তখন লক্ষ্মণ রাজগৃহে প্রবেশ পুর্ব্বক সীতার নিকট গিয়া কহিলেন, দেবি! মহারাজ তোমার অনুরোধবাক্যে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি তোমায় গঙ্গাতীরে ঋষিগণের আশ্রমে লইয়া যাইতে আমায় আজ্ঞা দিয়াছেন। মহারাজের আজ্ঞাক্রমে আমি তোমাকে ঋষিসেবিত অরণ্যে শীঘ্রই লইয়া যাইব।

শুনিয়া জানকী অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং মহামূল্য বস্ত্র ও নানারূপ রত্ন লইয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন, কহিলেন, বৎস! আমি এই সমস্ত মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার মুনিপত্নীদিগকে দান করিব। তখন লক্ষ্মণ সীতার কথায় অনুমোদন করিয়া তাঁহার সহিত রথে উঠিলেন এবং রামের অনুজ্ঞা স্মরণ পুর্ব্বক দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলেন। এই অবসরে জানকী কহিলেন, বৎস! আমি আজ নানারূপ অমঙ্গল-চিহ্ন দেখিতেছি। আমার দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত এবং সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। আমার মন যেন অসুস্থ, রামের জন্য উৎকণ্ঠা এবং যার পর নাই অধৈর্য্য উপস্থিত। আমি পৃথিবী শূন্য দেখিতেছি। তোমার ভ্রাতা রাম তো কুশলে আছেন? শ্বশ্রূগণের তো মঙ্গল? গ্রাম ও নগরবাসীদিগের তো কোন বিপদ ঘটে নাই? এই বলিয়া জানকী কৃতাঞ্জলিপুটে দেবতার নিকট উদ্দেশে ইহাঁদিগের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ জানকীর মুখে এই সকল দুর্লক্ষণের কথা শুনিয়া

তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক, শুষ্কহৃদয়ে কিন্তু বাহ্য আকারে হৃষ্টের ন্যায় কহিলেন, দেবি! সমস্তই মঙ্গল।

পরে লক্ষ্মণ গোমতীতীরস্থ আশ্রমে রাত্রিবাস করিয়া প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি রথে শীঘ্র অশ্ব যোজনা কর। আজ আমি হিমাচলের ন্যায় মস্তকে জাহ্নবীর জল ধারণ করিব।

সুমন্ত্র পাদচারণান্তে অশ্বগণকে রথে যোজনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে কহিলেন, দেবি! রথে আরোহণ কর। তখন সীতা লক্ষ্মণের সহিত রথে উঠিলেন। অদূরে পাপনাশিনী গঙ্গা। লক্ষ্মণ অর্দ্ধদিবসের পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গা নিরীক্ষণ করিবামাত্র দুঃখিত মনে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। জানকী তাঁহাকে কাতর দেখিয়া নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! তুমি আমার চিরপ্রার্থিত গঙ্গাতীরে আসিয়া কেন রোদন করিতেছ? হর্ষের সময় তুমি কেন আমায় বিষণ্ণ করিতেছ? তুমি নিয়তই রামের নিকট থাক, আজ দুই রাত্রি তাঁহাকে দেখিতে পাও নাই বলিয়া কি এইরূপ শোকাকুল হইতেছ? রাম আমারও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, কিন্তু বলিতে কি, আমি তোমার ন্যায় শোকাকুল হই নাই। এক্ষণে তুমি এইরূপ অধীর হইও না। তুমি আমাকে গঙ্গা পার কর এবং তাপসগণকে দেখাইয়া দেও। আমি তাঁহাদিগকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিব। পরে তাঁহাদিগের আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক পুনরায় অযোধ্যায় যাইব। দেখ আমারও সেই বিশালবক্ষ

কৃশোদর পদ্মপলাশলোচন রামকে দেখিবার নিমিত্ত মন চঞ্চল হইয়াছে।

অনন্তর লক্ষ্মণ চক্ষের জল মুছিয়া নাবিকদিগকে আহ্বান করিলেন। নাবিকেরা আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, নৌকা প্রস্তুত।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর লক্ষ্মণ নিষাদোপনীত সুসজ্জিত বিস্তীর্ণ নৌকায় অগ্রে জানকীকে তুলিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং আরোহণ করিলেন। পরে সুমন্ত্রকে রথের সহিত অপেক্ষা করিতে বলিয়া শোকাকুলমনে নাবিকদিগকে কহিলেন, তোমরা নৌকা লইয়া যাও। ক্রমশঃ তিনি অপর পারে উপস্থিত হইলেন এবং সজলনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে কহিলেন, দেবি! আমার হৃদয়ে বড় কষ্ট! আর্য্য রাম ধীমান হইলেও যখন এই কার্য্যে আমায় নিয়োগ করিয়াছেন তখন আমি লোকের নিকট অবশ্যই নিন্দনীয় হইব। আজ আমার মৃত্যুই পরম শ্রেয়। এই লোকগর্হিত কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া আমার সমুচিত নহে। তুমি প্রসন্ন হও, আমার অপরাধ লইও না। এই বলিয়া লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে ভূতলে পতিত হইলেন।

তখন জানকী লক্ষ্মণকে জলধারাকুললোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার মৃত্যুকামনা করিতে দেখিয়া কহিলেন, বৎস! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা, প্রকৃত কথা কি আমায়

খুলিয়া বল। তোমাকে কেন এইরূপ উদ্বিগ্ন দেখিতেছি? মহারাজ তো কুশলে আছেন? তিনি কি কোন বিষয়ে তোমায় অনুরোধ করিয়াছেন তজ্জন্যই কি তোমার অনুতাপ? আমি আজ্ঞা করিতেছি প্রকৃত কথা কি তুমি আমায় সমস্তই বল।

লক্ষ্মণ অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দীনমনে অধোবদনে কহিলেন, দেবি! গ্রাম ও নগরে তোমার যে দারুণ অপবাদ রটিয়াছে মহারাজ সভামধ্যে তাহা শুনিয়া সন্তপ্তমনে আমাকে মাত্র বলিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন। তিনি অতিক্রোধে যাহা মনে মনেই রাখিয়াছেন আমি তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিতে পারি না এই জন্য গোপন করিলাম। তুমি আমার সমক্ষে নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিলে তথাপি মহারাজ অপকলঙ্কভয়ে তোমায় পরিত্যাগ করিলেন। তিনি তোমার বাস্তব যে কোন দোষ আশঙ্কা করিয়াছেন তুমি এরূপ বুঝিও না। এক্ষণে রাজার আদেশ এবং তোমার আশ্রমদর্শনে মনোরথ; এই দুই কারণে আমি তোমাকে আশ্রমের প্রান্তভাগে পরিত্যাগ করিয়া যাইব। এই জাহ্নবী-তীরে ব্রহ্মর্ষিগণের এই পবিত্র ও রমণীয় তপোবন; তুমি দুঃখিত হইও না। যশস্বী মহর্ষি বাল্মীকি আমার পিতা রাজা দশরথের পরম বন্ধু। তুমি সেই মহাত্মার চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়া সুখে বাস কর। তুমি পাতিব্রত্য অবলম্বন এবং রামকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক একাগ্রমনে অনশনে কালযাপন কর। ইহাতেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

জনকনন্দিনী সীতা লক্ষ্মণের এই দারুণ কথা শুনিয়া দুঃখিতমনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্ষণকালের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া জলধারাকুললোচনে দীনবদনে কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! বিধাতা আমার এই দেহ নিশ্চয় দুঃখভোগের নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়া ছিলেন! আমি কেবল দুঃখেরই মুখ দেখিতেছি। আমি পুর্ব্বজন্মে এমন কি পাপ করিয়া ছিলাম, কাহারেই বা স্ত্রীবিয়োগদুঃখ দিয়াছিলাম যে আমি শুদ্ধচারিণী পতিপরায়ণা হইলেও মহারাজ আমায় পরিত্যাগ করিলেন। পুর্ব্বে আমি রামের পার্শ্ববর্ত্তিনী থাকিয়াই বনবাসের সকল কষ্ট সহিয়া ছিলাম এক্ষণে আমি একাকিনী কিরূপে এই আশ্রমে থাকিব! দুঃখ উপস্থিত হইলে আর কাহার নিকট দুঃখের সমস্ত কথা বলিব। মুনিগণ আমায় যখন জিজ্ঞাসিবেন মহাত্মা রাম কি জন্য তোমায় পরিত্যাগ করিলেন, তুমি এমন অসৎ কার্য্যই বা কি করিয়াছিলে তখন আমি তাঁহাদিগকে কি কহিব! লক্ষ্মণ! আমি আজ জাহ্নবীর জলে প্রাণত্যাগ করিতাম যদি না আমার গর্ভে রামের রাজবংশধর সন্তান বিনষ্ট হইত। এক্ষণে যেরূপ তাঁহার আজ্ঞা তুমি তাহাই কর। এই দুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, রাজার আদেশ পালন কর। বৎস! অতঃপর আমি তোমাকে কিছু কহিয়া দেই তাহাও শুন। তুমি আমার হইয়া শ্বশ্রূগণের চরণে নির্ব্বিশেষে প্রণাম করিয়া

সকলকে কুশল জিজ্ঞাসা করিও। পরে সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ মহা-রাজকে কুশল প্রশ্নপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া কহিও, আমি যে শুদ্ধচারিণী, তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী এবং তোমার নিয়ত হিতকারিণী তুমি তাহা যথার্থই জান। আর কেবল লোকনিন্দাভয়ে যে তুমি আমায় পরিত্যাগ করিলে আমিও তাহা জানি। তুমি আমার পরম গতি, তোমার যে কলঙ্ক রটিয়াছে তাহা পরিহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। লক্ষ্মণ! তুমি সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজাকে আরও বলিবে, তুমি ভ্রাতৃগণকে যেরূপ দেখ পুরবাসিগণকেও সেই রূপ দেখিও, ইহাই তোমার পরম ধর্ম্ম এবং ইহাতেই তোমার পরম কীর্ত্তি লাভ হইবে। তুমি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া যে ধর্ম্মসঞ্চয় করিবে তাহাই তোমার পরম লাভ। মহারাজ! আমার প্রাণ যদি যায় তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র অনুতাপ করি না। কিন্তু পৌর-গণের নিকট তোমার যে অপযশ ঘটিয়াছে যাহাতে তাহা ক্ষালন হয় তুমি তাহাই কর। স্ত্রীলোকের পতিই পরম দেবতা, পতিই বন্ধু এবং পতিই গুরু। অতএব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয় স্ত্রীলোকের তাহাই কর্ত্তব্য। লক্ষ্মণ! এই আমার বক্তব্য, তুমি আমার হইয়া মহারাজকে এইরূপ কহিবে। আমি গর্ভিণী হইয়াছি আজ তুমি আমার গর্ভলক্ষণ সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া যাও।

তখন লক্ষ্মণ দীনমনে সীতার চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি করিবার শক্তি নাই। তিনি মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি আমায় কি বলিলে,

আমি ইহ জন্মে কখন তোমার রূপ দেখি নাই, প্রণাম-প্রসঙ্গে কেবল তোমার চরণই দর্শন করিয়াছি। এখন তুমি রামবিরহিত, সুতরাং এই বনে আমি তোমায় কিরূপে দেখিব।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ জানকীরে প্রণাম করিলেন এবং পুনরায় নৌকায় উঠিয়া নাবিককে যাইতে আদেশ করিলেন। পরে অবিলম্বে গঙ্গার পরপারে গিয়া শোকদুঃখে বিমোহিত হইয়া রথে উঠিলেন। এদিকে সীতা অনাথার ন্যায় পূর্ব্ব-পারে ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন, লক্ষ্মণ পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। জানকীও পুনঃ পুনঃ লক্ষ্মণকে দেখিতে লাগিলেন। যে পর্য্যন্ত রথ দেখিতে পান দেখিলেন। পরে উদ্বেগ ও শোক তাঁহাকে বিমোহিত করিল। ঐ পতিব্রতা কোন আশ্রয় দেখিতে না পাইয়া ঐ ময়ূরকণ্ঠমুখরিত বনমধ্যে দুঃখভরে মুক্ত স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর ঋষিকুমারেরা বনমধ্যে সীতাকে রোদন করিতে দেখিয়া মহাত্মা বাল্মীকির নিকট ধাবমান হইল এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কহিল, ভগবন্! কোন একটি

স্ত্রী শোকমোহে কাতর হইয়া বিকৃতাননে আর্ত্তনাদ করিতেছেন। আমরা উহাঁকে কখন দেখি নাই। তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় সুরূপা। তিনি কোনও মহাত্মার পত্নী হইবেন। চলুন আপনি গিয়া তাঁহাকে দেখিবেন। তিনি যেন আকাশচ্যুত কোন দেবতা। আমরা দেখিয়া আইলাম তিনি নদীতীরে শোকদুঃখে অতিমাত্র আকুল হইয়া কাঁদিতেছেন। দুঃখ তাঁহার অযোগ্য কিন্তু তিনি শোকদুঃখে কাতর হইয়া অনাথার ন্যায় কাঁদিতেছেন। তিনি সামান্য মানুষী নহেন, আপনি গিয়া তাঁহার সমুচিত সৎকার করুন। তিনি আশ্রমের অদূরে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন, অতি কাতর স্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছেন, আপনি গিয়া তাঁহাকে রক্ষা করুন।

তখন ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি বাল্মীকি তপোবললব্ধ দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবে সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং বুদ্ধিবলে কার্য্যনির্ণয় করিয়া জানকীর নিকট দ্রুতপদে চলিলেন।

অনন্তর তিনি জাহ্নবীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রামের প্রিয়পত্নী জানকী অনাথার ন্যায় আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে বাল্মীকি মধুর বাক্যে তাঁহাকে পুলকিত করিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি রাজা দশরথের পুত্রবধু, রামের প্রিয়মহিষী ও রাজর্ষি জনকের কন্যা, তুমি ত সুখে আসিয়াছ? তুমি যে আসিতেছ আমি তাহা যোগবলে জানিয়াছি। তোমার আসিবার কারণও আমি জানিয়াছি। তুমি যে শুদ্ধস্বভাবা তাহাও আমি জানি। এই ত্রিলোকমধ্যে যা কিছু ঘটিতেছে আমার অবিদিত কিছুই

নাই। তুমি যে নিষ্পাপ আমি তপোবললব্ধ চক্ষুঃপ্রভাবে তাহা জানিয়াছি। এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও। অতঃপর আমার সন্নিধানে তোমায় অবস্থান করিতে হইবে। আমার এই আশ্রমের অদূরে তাপসীরা তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহারা নিয়ত কন্যাস্নেহে তোমায় পালন করিবেন। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অর্ঘ্য গ্রহণ কর, স্বগৃহের ন্যায় আমার এই আশ্রমে থাক, কিছুমাত্র বিষণ্ন হইও না।

জানকী মহর্ষি বাল্মীকির এই আশ্বাসকর কথা শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি আপনারই আশ্রয়ে থাকিব।

অনন্তর বাল্মীকি আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। জানকীও কৃতাঞ্জলি হইয়া উহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। মুনিপত্নীরা জানকীর সহিত মহর্ষিকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক পুলকিত মনে স্বাগত প্রশ্নের সহিত কহিলেন, তপোধন! আপনি বহুদিনের পর আসিয়াছেন। আমরা আপনাকে প্রণাম করি। বলুন অতঃপর কি করিতে হইবে।

বাল্মীকি কহিলেন, তাপসীগণ! ইনি ধীমান্ রামের মহিষী, রাজা দশরথের পুত্রবধূ এবং রাজর্ষি জনকের দুহিতা সীতা। এই সাধ্বী নিষ্পাপ কিন্তু রাম ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি আমার প্রতিপাল্য। তোমরা ইহাঁকে বিশেষ স্নেহে সর্ব্বদাই দেখিবে। ইনি স্বগৌরব ও আমার অনুরোধ দুই কারণেই তোমাদের পূজনীয়া হইলেন। এই বলিয়া বাল্মীকি মুনিপত্নীদিগের হস্তে পুনঃ পুনঃ জান-

কীকে অর্পণ পূর্ব্বক শিষ্যগণের সহিত স্বীয় আশ্রমপদে পুনরায় প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে লক্ষ্মণ দেবী জানকীকে আশ্রমে প্রবিষ্ট দেখিয়া যার পর নাই সন্তপ্ত হইলেন এবং দীনমনে মন্ত্রী সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! দেখ আর্য্য রামের সীতাবিয়োগে কি দুঃখই উপস্থিত হইল। তিনি যে সৎচরিত্রা পত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন ইহা অপেক্ষা কষ্টকর তাঁহার আর কি আছে। আমার বোধ হয় এই যে দুর্ঘটনা ইহা দৈবনিবন্ধন, দৈবকে অতিক্রম করে কাহার সাধ্য। যিনি ক্রোধাবিষ্ট হইলে দেবগন্ধর্ব্ব অসুর ও রাক্ষসদিগকে নষ্ট করিতে পারেন তিনিও দৈবের অনুবৃত্তি করিতেছেন। পূর্ব্বে আর্য্য রাম দণ্ডকারণ্যে নয় বৎসর এবং অন্যান্য মহারণ্যে পাঁচ বৎসর যে বাস করিয়া ছিলেন তাহা পিতৃআদেশে উচিতই হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে পৌরজনদিগের কথা শুনিয়া জানকীকে যে নির্ব্বাসিত করিলেন ইহা তদপেক্ষাও কষ্টকর ও কঠোর বলিয়া আমার বোধ হইতছে। হা! অন্যায়বাদী পৌরদিগের জন্য এই অযশস্কর কার্য্য করিয়া জানি না তাঁহার কোন্ ধর্ম্ম সাধিত হইবে।

সুমন্ত্র লক্ষ্মণের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, রাজকুমার! তুমি সীতার জন্য কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইও না। তিনি

যে নির্ব্বাসিত হইবেন ইহা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা তোমার পিতা রাজা দশরথের নিকট কহিয়াছিলেন। রাম চিরদুঃখী হইবেন। তিনি প্রিয়বিচ্ছেদকষ্ট সহ্য করিবেন এবং বহু-কালের জন্য তোমাকে জানকীকে এবং শত্রুঘ্ন ও ভরতকেও ত্যাগ করিবেন। একদা রাজা দশরথ তোমাদিগের ভাবী সুখদুঃখসংক্রান্ত প্রশ্ন করিলে মহর্ষি দুর্ব্বাসা এই রূপই কহিয়া ছিলেন। তিনি যাহা কহিয়া ছিলেন তুমি শত্রুঘ্ন ও ভরতকে তাহার কিছুই বলিও না। তৎকালে রাজা দশরথ আমাকে বলেন, সুমন্ত্র! তুমি এই গূঢ় কথা কাহারই নিকট ব্যক্ত করিও না। লক্ষ্মণ! রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করা আমার কর্ত্তব্য। অধিক কি, যদি তোমার শুনিবার আগ্রহ না থাকিত তাহা হইলে আমি তোমারও নিকট ইহা প্রকাশ করিতাম না। এক্ষণে আরও কিছু বলিবার আছে শুন। দেখ, দৈব নিতান্ত দুরতিক্রমণীয়। রাজা দশরথ যদিও গোপন রাখিতে আমায় আদেশ করিয়া ছিলেন তথাচ আমি তোমার নিকট তাহা প্রকাশ করিতেছি। ইহা শুনিয়া তুমি শোক পরিত্যাগ কর। যে দৈবের প্রভাবে তোমায় এইরূপ দুঃখ পাইতে হইবে তাহা যার পর নাই দুর্বোধ্য। অতএব তুমি ভরত ও শত্রুঘ্নের নিকট ইহা কিছুতেই ব্যক্ত করিও না।

লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের এই গভীরার্থ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! এক্ষণে প্রকৃত কথা কি বল।

একপঞ্চাশ সর্গ

অনন্তর সুমন্ত্র কহিলেন, রাজকুমার! পূর্ব্বে অত্রিপুত্র মহর্ষি দুর্ব্বাসা চাতুর্ম্মাস্য নিয়ম উপলক্ষে পবিত্র বশিষ্ঠাশ্রমে বাস করিতেন। ঐ সময় রাজা দশরথ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হন। বশিষ্ঠের দক্ষিণ পার্শ্বে সূর্য্যসঙ্কাশ দুর্ব্বাসা উপবিষ্ট ছিলেন। দশরথ ঐ দুই ঋষিকে অভিবাদন করিলেন। পরে তাঁহারা স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে পাদ্য আসন ও ফলমূল দ্বারা পূজা করিলে তিনি তথায় উপবিষ্ট হইলেন। তখন মধ্যাহ্ন-কাল। নানাপ্রকার সুমধুর কথার প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। এই অবসরে রাজা দশরথ কৃতাঞ্জলিপুটে তপোধন দুর্ব্বাসাকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! কি পরিমাণে আমার বংশবিস্তার হইবে? আমার পুত্রগণের আয়ু কত? রামের যে সমস্ত পুত্র জন্মিবে তাহাদের আয়ুই বা কিরূপ হইবে?

মহর্ষি দুর্ব্বাসা রাজা দশরথের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে সুরাসুরসংগ্রামকালে যেরূপ ঘটিয়াছিল শুন। দৈত্যেরা দেবগণের উৎপীড়নে ভৃগুপত্নীর শরণাপন্ন হয় এবং ভৃগুপত্নী অভয় দান করাতে উহারা নির্ভয়ে বাস করে। এই অবসরে সুরপতি বিষ্ণু এই ব্যাপারে অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হন এবং সুশাণিত চক্র দ্বারা ভৃগুপত্নীর মস্তক ছেদন করেন। তখন মহর্ষি ভৃগু পত্নীকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে বিষ্ণুকে সহসা এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন, বিষ্ণু! তুমি ক্রোধাবিষ্ট

হইয়া আমার অবধ্য পত্নীকে বধ করিয়াছ এই জন্য মনুষ্য-লোকে তোমার জন্ম হইবে এবং তুমি ব্যাপক কালের জন্য স্ত্রীবিয়োগদুঃখ ভোগ করিবে। মহর্ষি ভৃগু বিষ্ণুকে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া যার পর নাই অনুতপ্ত হইলেন এবং পাছে শাপ নিষ্ফল হয় এই ভয়ে ভীত হইয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন ভক্তবৎসল বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া লোকের প্রিয়সম্পাদনার্থ ভৃগুপ্রদত্ত শাপ স্বীকার করিলেন। মহারাজ! বিষ্ণু পূর্ব্বজন্মে এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়া এই মনুষ্যলোকে তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে ত্রিলোকে রামনামে বিখ্যাত। রাম মহর্ষি ভৃগুর অভিসম্পাতের ফল প্রাপ্ত হইবেন। তিনি দীর্ঘকাল অযোধ্যায় রাজত্ব করিবেন। তাঁহার অনুগামী লোকেরা সুসম্পন্ন ও সুখী হইবে। তিনি দশ সহস্র ও দশ শত বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া পরে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিবেন। তিনি বহুঅর্থব্যয়ে বহুসংখ্য অশ্বমেধ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বহু রাজবংশ সংস্থাপন করিবেন। জানকীর গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র জন্মিবে। লক্ষ্মণ! মহর্ষি দুর্ব্বসা রাজবংশের শুভাশুভ এইরূপই কহিয়াছিলেন। পরে রাজা দশরথ তাঁহাকে এবং কুলগুরু বসিষ্ঠকে অভিবাদন করিয়া অযোধ্যায় আগমন করেন। আমি পূর্ব্বে বসিষ্ঠদেবের আশ্রমে দুর্ব্বাসার নিকট এই কথা শুনিয়া এতদিন গোপনে রাখিয়াছিলাম। তিনি যাহা কহিয়াছেন কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। এক্ষণে রাম দুর্ব্বাসার কথাপ্রমাণে জানকীর গর্ভজাত দুই পুত্রকে অযোধ্যায় নয় অন্যত্র অভিষেক করিবেন। রাজ-

কুমার! এক্ষণে তুমি আর সন্তপ্ত হইত না, সীতা ও রামের জন্য আর কাতর হইও না।

লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের এই গূঢ় কথা শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সূর্য্য অস্তমিত হইল। তাঁহারাও কেশিনী নদীর তটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

লক্ষ্মণ কেশিনীতটে রাত্রি যাপন পূর্ব্বক প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় যাইতে লাগিলেন এবং অর্দ্ধ দিবসের পথ অতিক্রম করিয়া সুসমৃদ্ধ হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণ অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ ভাবিলেন আমি আর্য্য রামের নিকট গিয়া এক্ষণে কি বলিব। এই ভাবনায় তিনি অত্যন্ত কাতর হইলেন। সম্মুখে রামের বিশাল ধবল প্রাসাদ। তিনি উহার দ্বারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দীনমনে অধোবদনে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে রাম উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট। তিনি দুঃখাবেগে জলধারাকুললোচনে অনবরত রোদন করিতেছেন। তখন লক্ষ্মণ অতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, কহিলেন, আমি আর্য্যের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জাহ্নবীতীরে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে শুদ্ধচারিণী জানকীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার পাদমূলে আশ্রয় লইবার জন্য পুনরায় আইলাম। আর্য্য!

আপনি শোকাকুল হইবেন না, কালের গতিই এইরূপ। ভবাদৃশ ধীমান মনস্বীরা কিছুতেই শোক করেন না। দেখুন সমস্ত সঞ্চয় নাশে, উন্নতি পতনে, সংযোগ বিয়োগে ও জীবন মরণে পর্য্যবসান হয়। অতএব স্ত্রীপুত্র বন্ধুবান্ধব ও ধনসম্পদ ইহার মধ্যে কিছুতেই অতিমাত্র আসক্ত হওয়া উচিত নহে, কারণ ইহাদের সহিত বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। আর্য্য! শোক দূর করা অপনার পক্ষে সামান্য কথা, আপনি অন্তঃকরণ দ্বারা অন্তঃকরণকে, মন দ্বারা মনকে, অধিক কি, সমস্ত লোককেও শিক্ষা দিতে সমর্থ। আপনার ন্যায় সৎপুরুষেরা এইরূপ বিষয়ে কদাচ বিমোহিত হন না। আপনি যে অপবাদভয়ে ভীত হইয়া জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এখন তজ্জন্য শোকাকুল হইলে সেই অপবাদই আবার পুরমধ্যে রটিবে। অতএব আপনি ধৈর্য্যবলে এই দুর্ব্বল বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। আর সন্তপ্ত হইবেন না।

তখন মিত্রবৎসল রাম পরম প্রীতি সহকারে কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা কহিতেছ তাহা সত্য। এক্ষণে আমি প্রজাপালন কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলাম। অমার দুঃখনিবৃত্তি ও সন্তাপ দূর হইল। আমি তোমার প্রীতিকর কথায় সমস্তই বুঝিলাম।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর রাম প্রীতি পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি বুদ্ধিমান। তুমি যেমন আমার অনুকূল বন্ধু, বিশেষত এই সময়ে এমন বন্ধু দুর্লভ। এক্ষণে আমার যেরূপ ইচ্ছা শুন এবং তাহার অনুরূপ কার্য্য কর। আমি আজ চারি দিন রাজকার্য্য কিছুই করি নাই, তজ্জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি পুরোহিত মন্ত্রী ও প্রজাদিগকে আহ্বান কর এবং কার্য্যার্থী স্ত্রী বা পুরুষ যেই কেন হউক না সকলকেই ডাক। যে রাজা প্রতিদিন রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ না করেন তিনি নির্ব্বাত ঘোর নরকে নিশ্চয় পতিত হন। এইরূপ শুনা যায় যে পূর্ব্বে নৃগ নামে এক সত্যবাদী বিপ্রভক্ত শুদ্ধস্বভাব যশস্বী রাজা ছিলেন। তিনি একদা পুষ্করতীর্থে স্বর্ণালঙ্কৃতা সবৎসা কোটিসংখ্য ধেনু ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। ঐ সমস্ত ধেনুর সহিত কোন এক উঞ্ছজীবী সাগ্নিক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটা সবৎসা ধেনু আসিয়া ছিল। রাজা তাহাও দান করেন। তখন ঐ ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ঐ ধেনুর অন্বেষণে নির্গত হন এবং বহুকাল ধরিয়া নানা দেশ পর্য্যটন করেন, কিন্তু কিছুতেই ধেনুর কোন সন্ধান পান না। পরে তিনি কনখল প্রদেশে গিয়া কোন এক ব্রাহ্মণের গৃহে ঐ ধেনুকে দেখিলেন। সে নীরোগ কিন্তু তাহার বৎস বয়োবস্থায় জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। অনন্তর ব্রাহ্মণ ঐ ধেনুর নাম ধরিয়া

ডাকিলেন, শবলে! আইস। ধেনু ঐ ডাক শুনিতে পাইল এবং স্বরপরিচয়ে চিনিতে পারিয়া ঐ জ্বলদঙ্গারকল্প ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তখন যে ব্রাহ্মণ এত দিন প্রতি-পালন করিয়া আসিতে ছিলেন তিনিও দ্রুতপদে ধেনুর অনু-গমন কবিয়া সত্বর ঐ ঋষিকে কহিলেন, এই ধেনু আমার। মহা-রাজ নৃগ ইহা আমাকে দান করিয়া ছিলেন। এই সূত্রে উভ-য়ের তুমুল বাদানুবাদ উপস্থিত। পরে দুই জনেই রাজা নৃগের নিকট গমন করিলেন, এবং গৃহপ্রবেশের জন্য রাজার আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। উহাঁরা বহুদিন রাজার প্রতী-ক্ষায় থাকিলেন, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইল না। পরে উহাঁরা একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কঠোর বাক্যে উদ্দেশে রাজাকে কহিলেন, যখন তুমি কার্য্যার্থীদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য দর্শন প্রদান করিলে না তখন তুমি কৃকলাস হইয়া একটা গর্ত্তে বহুকাল অদৃশ্যভাবে বাস করিবে। অতঃপর এই মর্ত্ত্যলোকে ভগবান বিষ্ণু পুরুষমূর্ত্তিতে উৎপন্ন হইবেন। তিনি যদুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন বাসুদেব। সেই বাসুদেবই তোমায় শাপমুক্ত করিবেন। এক্ষণে তুমি কৃকলাস হইয়া নিষ্কৃতিকাল অপেক্ষা কর। কলিযুগে মহাবীর্য্য নর ও নারায়ণ ভূভারহরণের নিমিত্ত নিশ্চয় প্রাদুর্ভূত হইবেন।

ঐ দুই ব্রাহ্মণ এইরূপে রাজা নৃগকে অভিসম্পাত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন এবং ঐ দুর্ব্বলা বৃদ্ধা শবলাকে কোন এক ব্রাহ্ম-ণের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। বৎস! এক্ষণে সেই নৃগ ব্রাহ্ম-ণের ঘোর অভিশাপ ভোগ করিতেছেন। ফলত কার্য্যার্থী-দিগের বিবাদ বিচারবিমুখ রাজার দোষের জন্য হইয়া

থাকে, অতএব প্রজারা শীঘ্র আমার নিকট আগমন করুক। রাজা প্রজাপালনধর্ম্মের ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হন। এক্ষণে যাও, দেখ কেহ বিচারার্থী হইয়া আসিয়াছে কি না।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর তত্ত্ববিৎ লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, আর্য্য! সামান্য অপরাধে ব্রাহ্মণেরা মহারাজ নৃগকে দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় এই দারুণ অভিশাপ প্রদান করিলেন? আশ্চর্য্য! পরে নৃগ এই ব্যাপার অবগত হইয়া ঐ দুই ক্রোধাবিষ্ট ব্রাহ্মণকে কি বলিলেন?

রাম কহিলেন, বৎস! শুন। রাজা নৃগ শাপগ্রস্ত হইয়া ঐ দুই ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহাদিগকে ব্যোম-পথে অদৃশ্য দেখিয়া মন্ত্রী পৌর ও পুরোহিতকে আহ্বান পূর্ব্বক দুঃখিত মনে কহিলেন, শুন, নারদ ও পর্ব্বত নামে দুই জন অনিন্দনীয় ব্রাহ্মণ আমাকে অভিসম্পাত করিয়া বায়ুবেগে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব, তোমরা আজ আমার পুত্র বসুকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর এবং আমার জন্য শিল্পিগণের সাহায্যে সুখস্পর্শ গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া দাও। আমি তন্মধ্যে বাস করিয়া নির্দ্দিষ্ট শাপকাল অতিবাহিত করিব। শিল্পিরা শীত গ্রীষ্ম বর্ষা নির্ব্বিঘ্নে যাপন করিবার নিমিত্ত তিনটী গর্ত্ত প্রস্তুত করুক। ফলবান বৃক্ষ পুষ্পবতী লতা ও ছায়াবহুল গুল্ম সকল রোপিত হউক। গর্ত্তের চতুর্দ্দিক

রমণীয় অর্দ্ধ যোজন ব্যাপিয়া যাহাতে সুগন্ধী পুষ্প থাকে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেও। আমি সেই স্থানে শাপকাল সুখে যাপন করিব।

মহারাজ নৃগ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া বসুকে রাজ্যে স্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মশীল হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন কর। তুমি তো দেখিলে দুইটী ব্রাহ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সামান্য অপরাধেও আমাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। এক্ষণে আমার জন্য সন্তপ্ত হইও না। যাহার প্রভাবে আমার এই বিপদ, সেই প্রাক্তন কর্ম্ম দুরতিক্রমণীয়। পূর্ব্বজন্মে যাহার বীজ সঞ্চিত আছে সেই সুখ ও দুঃখ কখন যত্নলভ্য কখন বা অযত্নলভ্য; এক স্থানে থাক বা নাই থাক তাহা নিশ্চয় ভোগ করিতে হইবে; অতএব তুমি এ বিষয়ে কিছুমাত্র শোক করিও না।

রাজা নৃগ বসুকে এই বলিয়া রত্নখচিত সুরচিত গর্ত্তে প্রবেশ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের রোষবিজৃম্ভিত অভিশাপ ভোগ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

রাম কহিলেন, বৎস! এই আমি তোমার নিকট রাজা নৃগের অভিশাপবৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে এইরূপ কথা যদি আরও শুনিবার ইচ্ছা থাকে তো কহিতেছি শুন।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য কথা যতই শুনি কিছুতেই ঔৎসুক্যের নিবৃত্তি হয় না। এক্ষণে বলিতে আরম্ভ করুন। রাম কহিলেন, শুন। পূর্ব্বে নিমি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ঈক্ষ্বাকুর পুত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ। নিমি বলশালী ও ধর্ম্মশীল। শুনিয়াছি তিনি মহর্ষি গৌতমের আশ্রম সান্নিধ্যে বৈজয়ন্ত নামে এক সুরপুরসদৃশ পুর স্থাপন করেন। কোন এক সময় ঈক্ষ্বাকুর পরিতোষের জন্য তাঁহার এক বৃহৎ যজ্ঞ আহরণের ইচ্ছা হয়। পরে তিনি ঈক্ষ্বাকুকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে মহর্ষি বসিষ্ঠকে পরে অত্রি, অঙ্গিরা ও ভৃগুকে যজ্ঞে বরণ করিলেন। তখন বসিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! আমি ইতিপূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে বৃত হইয়াছি, অতএব তুমি তাহার সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাক। কিন্তু রাজা নিমি কাল প্রতীক্ষা না করিয়া তাঁহার পদে মহর্ষি গৌতমকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণকে লইয়া রাজধানী বৈজয়ন্তের সন্নিহিত হিমাচলের পার্শ্বে যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দীক্ষাকাল পাঁচ সহস্র বৎসর। এদিকে মহর্ষি বসিষ্ঠ ইন্দ্রের যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন। তিনি তাহা সমাপন করিয়া হোতৃকার্য্যের জন্য রাজা নিমির নিকট উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন মহর্ষি গৌতম হোতৃকার্য্যে ব্রতী আছেন। দেখিবামাত্র তাঁহার অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি রাজার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ দিন নিমিও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। তাঁহার অদর্শনে বসিষ্ঠের মনে ক্রূর ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি কহি-

লেন, রাজন্! তুমি আমায় অবজ্ঞা করিয়া যখন হোতৃকার্য্যে অন্যকে বরণ করিয়াছ তখন এই অপরাধে তোমার মৃত্যু হইবে। এই অবসরে নিমিও গাত্রোত্থান করিলেন এবং বসিষ্ঠের অভিশাপের কথা শুনিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! আমি নিদ্রিত ছিলাম; আপনি আসিয়াছেন ইহা জানিতে পারি নাই; এই অবস্থায় যখন আপনি রোষকলুষিত মনে আমার উপর দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় শাপানল নিক্ষেপ করিয়াছেন তখন আপনিও আমার অভিশাপে নিশ্চয় মরিবেন; কিন্তু আপনার মৃতদেহের শোভা ব্যাপক কাল থাকিবে।

লক্ষ্মণ! এইরূপে রাজা নিমি ও বসিষ্ঠ ক্রোধবশে পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ দিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন কিন্তু উভয়ের দেহ ব্রহ্মতেজে জ্যোতিষ্মান হইয়া রহিল।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্য! বলুন, এই দেবতুল্য নিমি ও বসিষ্ঠ একবার দেহত্যাগ করিয়া আবার কিরূপে দেহ ধারণ করিলেন। রাম কহিলেন, বৎস! নিমি ও বসিষ্ঠ উভয়ে দেহত্যাগ করিয়া বায়ুস্বরূপ হইয়া গেলেন। পরে বসিষ্ঠ অন্য এক শরীর লাভের নিমিত্ত পিতা ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া

কহিলেন, ভগবন্! আমি রাজা নিমির অভিশাপে দেহমুক্ত হইয়া এই বায়ুর আকার প্রাপ্ত হইয়াছি। দেহহীন লোকের বিষম কষ্ট। ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত কার্য্যই বিলুপ্ত হয়। এক্ষণে আমি যাহাতে পুনর্ব্বার দেহ অধিকার করিতে পারি আপনি কৃপা করিয়া তাহার বিধান করিয়া দিন।

তখন অমিতপ্রভ ভগবান ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! তুমি মিত্রাবরুণ-বিসৃষ্ট তেজে প্রবেশ কর। ইহাতে তুমি অযোনি-সম্ভব হইবে এবং ধর্ম্মশীল হইয়া পুনর্ব্বার প্রজাপতিত্ব লাভ করিবে।

অনন্তর মহর্ষি বসিষ্ঠ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া শীঘ্র সমুদ্রে গমন করিলেন। ঐ সময় সুরপূজিত মিত্রদেব ক্ষীরোদরূপী বরুণের সহিত বরুণাধিকারে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালে সুরূপা অপ্সরা উর্ব্বশীও সখীপরিবৃত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আগমন করিল। বরুণ ঐ পদ্মপলাশলোচনা পূর্ণচন্দ্রাননাকে আপনার আলয়ে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার সংসর্গ লাভের প্রার্থনা করিলেন। উর্ব্বশী কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, দেব! মিত্র আমায় এই বিষয়ের জন্য অগ্রে অনুরোধ করিয়াছেন। তখন বরুণ কামশরে নিপীড়িত হইয়া কহিলেন, সুন্দরি! তবে আমি এই দেবনির্ম্মিত কুম্ভে ত্বদ্দর্শনস্খলিত তেজ পরিত্যাগ করি। যদি তুমি আমার সহযোগ নাই ইচ্ছা কর তাহা হইলে তোমার জন্য এইরূপে রেত ত্যাগ করিয়া আমি কৃতকার্য্য হইব।

উর্ব্বশী লোকপাল বরুণের এই সুমধুর কথা শুনিয়া

প্রীত মনে কহিল, দেব! আপনি যেরূপ কহিলেন তাহাই হউক। দেখুন আমার এই দেহমাত্র মিত্রের কিন্তু আমার হৃদয় আপনার, আর আপনার হৃদয়ও আমার। ফলত আপনার প্রতি আমার অতুল প্রীতি বিদ্যমান আছে।

উর্ব্বশী এই কথা কহিবামাত্র বরুণ জ্বলদগ্নিতুল্য তেজ কুম্ভমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। পরে উর্ব্বশীও মিত্রের নিকট উপস্থিত হইল। তখন মিত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রে দুষ্টে! আমি তোরে অগ্রে প্রার্থনা করিয়াছিলাম কিন্তু তুই কেন আমায় উপেক্ষা করিলি এবং কেনই বা অন্য পতি গ্রহণ করিলি? এই দুষ্কর্ম্ম নিবন্ধন তোকে আমার ক্রোধের ফলভোগের জন্য কিয়ৎকাল মর্ত্ত্যলোকে থাকিতে হইবে। তুই বুধের পুত্র কাশিরাজ পুরূরবার নিকট গমন কর্। অতঃপর তিনিই তোর ভর্ত্তা হইবেন।

তখন উর্ব্বশী এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া প্রতিষ্ঠান নগরে রাজর্ষি পুরূরবার নিকট উপস্থিত হইল। এই পুরূরবার পুত্র শ্রীমান আয়ু। ইন্দ্রপ্রভাব রাজর্ষি নহুষ এই আয়ু হইতে জন্মগ্রহণ করেন। সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের প্রতি বজ্রত্যাগ করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে ইনিই বহুকাল ইন্দ্রত্ব করিয়াছিলেন। পরে উর্ব্বশী শাপক্ষয়ে পুনরায় দেবলোকে প্রস্থান করেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

লক্ষ্মণ এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে কহিলেন, আর্য্য! বসিষ্ঠ ও নিমি উভয়ে একবার দেহত্যাগ করিয়া কিরূপে পুনর্ব্বার দেহ লাভ করেন?

রাম কহিলেন, লক্ষ্মণ! ঐ যে মিত্র ও বরুণের তেজঃপূর্ণ কুম্ভ, উহাতে দুইটী তেজোময় ঋষি জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ কুম্ভ হইতে সর্ব্বাগ্রে অগস্ত্য উৎপন্ন হন। কিন্তু তিনি জাত-মাত্র মিত্রকে কহিলেন আমি একমাত্র তোমার পুত্র নহি; এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বরুণের তেজ পরিত্যাগের পূর্ব্বে ঐ কুম্ভে মিত্রের তেজ নিহিত হইয়া-ছিল। অর্থাৎ যে কুম্ভে মিত্রের তেজ ছিল তাহাতেই বরুণ তেজ পরিত্যাগ করেন। পরে কিয়ৎকাল অতীত হইলে মিত্র ও বরুণের সঞ্চিত তেজ হইতে তেজস্বী ইক্ষ্বাকুকুল-দেবতা বসিষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জন্মিবামাত্র রাজা ইক্ষ্বাকু আমাদিগের এই বংশের হিতোদ্দেশে তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। বৎস! বসিষ্ঠের এই নূতন দেহের উৎপত্তির কথা কহিলাম। এক্ষণে রাজর্ষি নিমির যেরূপ ঘটিয়াছিল তাহাও শুন।

মনীষি ঋষিগণ নিমিকে দেহমুক্ত দেখিয়াও যজ্ঞ হইতে বিরত হন নাই। এবং গন্ধমাল্য ও বস্ত্র দ্বারা নিমির মৃতদেহ সুসজ্জিত করিয়া তৈলদ্রোণিমধ্যে রক্ষা করেন। পরে যজ্ঞ সমাপন হইলে মহর্ষি ভৃগু কহিলেন, রাজন্!

আমি তোমার প্রতি অতিমাত্র প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার দেহে জীবন সঞ্চার করিয়া দিব। তৎকালে দেবতারাও প্রীত হইয়া এই কথা কহিলেন। অনন্তর সকলে নিমিকে কহিলেন, রাজন্! তুমি বর প্রার্থনা কর, বল তোমার জীবাত্মাকে কোথায় রাখিব। তখন নিমির আত্মা কহিলেন, সুরগণ! আমি সর্ব্বভুতের নেত্রপুটে বাস করিব। দেবগণ সম্মত হইয়া কহিলেন, তুমি বায়ুস্বরূপ হইয়া সমস্ত জীবের নেত্রে সঞ্চরণ করিও। অতঃপর জীবের নেত্র ত্বৎসংযোগ-জনিত ক্লেশে বিশ্রামার্থ মুহুর্মুহু নিমেষধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে। সুরগণ রাজর্ষি নিমিকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন ঋষিগণ নিমির পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত তাঁহার দেহকে অরণি স্বরূপ কল্পনা করিয়া পুত্রপ্রাপ্তিমূলক মন্ত্র ও হোম দ্বারা বলপূর্ব্বক মন্থন করিতে লাগিলেন। এই সূত্রে মহাতপা মিথির জন্ম হয়। অরণিমন্থন হইতে উৎপন্ন এই জন্য তাঁহার নাম মিথি। জনন হইতে জনক তাঁহার অপর নাম। আর তিনি অচেতন দেহ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বৈদেহ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। বৎস! এই আমি তোমার নিকট নিমির অভিশাপে বসিষ্ঠের যাহা ঘটিয়াছিল এবং বসিষ্ঠের অভিশাপে নিমির যাহা ঘটিয়াছিল তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর লক্ষ্মণ স্বপ্রভাবপ্রদীপ্ত রামকে জিজ্ঞাসিলেন, আর্য্য! এই বসিষ্ঠ ও নিমিসংবাদ অতি অদ্ভুত। কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে রাজা নিমি মহাবীর ক্ষত্রিয়, বিশেষত তিনি যজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি বসিষ্ঠদেবকে কেন ক্ষমা করেন নাই?

রাম সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! সকলের সকল অবস্থায় ক্ষমাগুণ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজা যযাতি সত্বগুণ আশ্রয় করিয়া যেমন দুঃসহ ক্রোধ সহ্য করিয়া ছিলেন, এক্ষণে আমি তাহা কহিতেছি অবহিত হইয়া শুন। প্রজারঞ্জন রাজা যযাতি নহুষের পুত্র। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দুইটী স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে একটীর নাম শর্ম্মিষ্ঠা। ইনি দিতির পৌত্রী এবং বৃষপর্ব্বার পুত্রী। যযাতি ইহাঁকে বিশেষ সমাদর করিতেন। অপরা দেবযানী। ইহাঁর প্রতি যযাতির তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। এই দুই পত্নীর মধ্যে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে পুরু এবং দেবযানীর গর্ভে যদু জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পুরু স্বগুণে এবং রাজপ্রণয়িনী জননীর কারণে রাজার অতিমাত্র প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। তদ্দৃষ্টে যদু দুঃখিত হইয়া মাতাকে কহিলেন, মাতঃ! তুমি উদারচরিত মহর্ষি ভৃগুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। কিন্তু তোমাকে মর্ম্মপীড়া ও দুঃসহ অপমান সহ্য করিতে হইতেছে। এক্ষণে আইস, আমরা দুই জনেই অগ্নিপ্রবেশ করিয়া এই কষ্টের

শান্তি করি। রাজা দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার সহিত সুখে কাল-যাপন করুন। আর এই কষ্ট যদি তোমার সহ্য হয় তবে আমায় অনুজ্ঞা দেও। তুমি সও আমি সহিব না, আমি নিশ্চয় মরিব। এই বলিয়া যদু অত্যন্ত কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন দেবযানী পুত্রের এই কথা শুনিয়া ক্রোধভরে পিতাকে স্মরণ করিলেন। মহর্ষি ভার্গব কন্যার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া যথায় দেবযানী সত্বর তথায় উপস্থিত হই-লেন এবং তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ অহৃষ্ট ও অচেতন দেখিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! এ কি! তখন দেবযানী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, পিতঃ! আমি হয় অগ্নিপ্রবেশ বা তীব্র বিষ পান করিব, না হয় জলমগ্ন হইয়া মরিব। কিছু-তেই আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই। আমি যে দুঃখিত ও অবমানিত হইয়াছি তুমি ইহার কিছুই জান না। বৃক্ষকে ছেদন করিলে বৃক্ষাশ্রিত পত্রপুষ্প কাজেই ছিন্ন হইয়া থাকে। রাজর্ষি যযাতি তোমার সম্মান রাখেন না, তন্নিবন্ধন আমায় অবজ্ঞা ও অসম্মান করেন।

মহর্ষি ভার্গব এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া যযাতিকে কহিলেন, রে দুরাত্মন্! যখন তুই আমায় অবজ্ঞা করিতেছিস্ তখন আমার অভিশাপে তুই জরাজীর্ণ হইবি এবং তোর ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইবে। সূর্য্যসঙ্কাস মহর্ষি ভার্গব রাজা যযাতিকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া দেবযানীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক স্বভবনে প্রস্থান করিলেন।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর রাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া যদুকে কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, এক্ষণে আমার এই জরা গ্রহণ কর, আমি নানারূপ ভোগ উপভোগ করিব। আমি ভোগসুখে পরিতৃপ্ত হই নাই। এক্ষণে ভোগ অনুভব করিয়া পশ্চাৎ জরা গ্রহণ করিব। যদু কহিলেন, রাজন্! পুরু আপনার প্রিয় পুত্র। তিনিই এই জরা গ্রহণ করুন। আপনি আমাকে অর্থে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং নিকটেও আর বাস করিতে দেন না। এক্ষণে আপনি যাঁহাদের সহিত একত্রে পান-ভোজন করেন তাঁহারাই আপনার এই জরা গ্রহণ করুন। তখন যযাতি পুরুকে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার উপকারের জন্য এই জরা গ্রহণ কর। পুরু কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আমি আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত আছি।

অনন্তর রাজা যযাতি অতিশয় হৃষ্ট হইয়া পুরুর দেহে জরা সংক্রামিত করিলেন এবং যৌবন লাভ করিয়া বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। এই রূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা তিনি পুরুকে কহিলেন, বৎস! আমি তোমার নিকট আপনার জরা ন্যাস স্বরূপে রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহা আনয়ন কর এবং আমাকে দেও। তুমি কিছুমাত্র ব্যথিত হইও না, আমি তোমা হইতে পুনরায় তাহা লইব। তুমি আদেশ

পালন করিয়াছ এই জন্য আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাকে রাজ্যে অভিষেক করিব।

যযাতি পুরুকে এইরূপ কহিয়া যদুকে কহিলেন, রে দুর্ব্বৃত্ত! তুই আমার ঔরসে ক্ষত্রিয়রূপী দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস হইয়া জন্মিয়াছিস্। তুই আমার আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ! আমি তোরে কদাচ রাজ্য দিব না। আমি তোর গুরু পিতা, তুই যখন আমার অবমাননা করিয়াছিস্ তখন তোর হইতে দারুণ রাক্ষস সকল জন্ম গ্রহণ করিবে। রে দুর্ম্মতি! তোর সন্তান সন্ততি সোমবংশীয় রাজপদবী পাইবে না এবং তোর ন্যায় দুর্ব্বিনীত হইবে। রাজা যযাতি যদুকে এইরূপ কহিয়া পুরুকে রাজ্যে স্থাপন পূর্ব্বক বানপ্রস্থ আশ্রয় করিলেন এবং বহুকাল পরে তনুত্যাগ করিয়া স্বর্গারূঢ় হইলেন। পুরুও প্রতিষ্ঠান নগরীতে ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজবংশের অযোগ্য দুর্গম ক্রৌঞ্চবন নামক পুরমধ্যে যদু হইতে বহুসংখ্য রাক্ষস জন্ম গ্রহণ করিল। লক্ষ্মণ! নিমি রাজা ব্রাহ্মণের শাপগ্রস্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে অভিসম্পাত করেন কিন্তু যযাতি ভার্গবের শাপ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে ধারণ করিয়া ছিলেন। এই আমি তোমাকে সমস্তই কহিলাম; এক্ষণে রাজা নৃগের কার্য্যার্থীকে দর্শন না দিয়া যেরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল আমার যেন সেরূপ না হয়। অতঃপর আমি সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

তখন ক্রমশঃ আকাশে নক্ষত্র সকল বিরল হইয়া আসিতে

লাগিল। পূর্ব্বদিক অরুণকিরণে রঞ্জিত হইয়া যেন কুসুম-রাগরক্ত বসনে অবগুণ্ঠিত ও সুশোভিত হইল।

প্রক্ষিপ্ত ১ সর্গ।

অনন্তর পদ্মপলাশলোচন রাম বিমল প্রভাতকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পুরোহিত বসিষ্ঠ, কশ্যপ, ব্যবহারবিৎ মন্ত্রী ও অন্যান্য ধর্ম্মপাঠকের সহিত রাজধর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সভা নীতিজ্ঞ সভ্য ও রাজগণে পরিবৃত্ত হইয়া ইন্দ্র যম ও বরুণের সভার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি যাও, গিয়া কার্য্যার্থীদিগকে আহ্বান করিয়া আন। লক্ষ্মণও রামের আদেশে উপস্থিত হইয়া কার্য্যার্থীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন কিন্তু তৎকালে কেহই কহিল না যে আজ আমার এখানে কোন কার্য্য আছে। ফলত রামের রাজ্যশাসনকালে আধি ব্যাধি কিছুই ছিল না। বসুমতী সুপক্ক শস্যে পূর্ণ। বালক যুবা ও এই উভয়ের মধ্যম কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হইত না। তখন লক্ষ্মণ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, আর্য্য! কার্য্যার্থী কেহই উপস্থিত নাই। তখন রাম প্রসন্ন মনে পুনর্ব্বার কহিলেন, বৎস! তুমি আবার যাও, গিয়া দেখ যদি কেহ উপস্থিত থাকে। সম্যক প্রযুক্ত নীতির প্রভাবে কুত্রাপি অধর্ম্ম নাই, রাজভয়ে সকলেই যেন

পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতেছে। অধিক কি মৎপ্রযুক্ত শরই যেন প্রজাগণের রক্ষা বিধানে নিযুক্ত আছে। তথাপি তুমি তৎপর হইয়া সকলকে রক্ষা কর।

অনন্তর লক্ষ্মণ রাজভবন হইতে নির্গত হইয়া দ্বারদেশে একটী কুক্কুরকে দেখিতে পাইলেন। সে মুহুর্ম্মুহু চিৎকার করিতেছিল। তদ্দৃষ্টে লক্ষ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুক্কুর! তুমি বিশ্বস্ত মনে বল তোমার কি কার্য্য আছে। কুক্কুর কহিল, যিনি সকল প্রাণির রক্ষক, যিনি ভয়ে অভয়-দাতা আমি, স্বয়ং সেই মহারাজ রামকে বলিতে ইচ্ছা করি।

লক্ষ্মণ কুক্কুরের এই কথা জানাইবার নিমিত্ত রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে জানাইয়া পুনর্ব্বার কুক্কুরকে গিয়া কহিলেন, যদি তোমার কিছু বক্তব্য থাকে তাহা হইলে তুমি মহারাজকে জানাও। কুক্কুর কহিল, দেবালয় রাজ-প্রাসাদ ও ব্রাহ্মণের গৃহে অগ্নি ইন্দ্র বায়ু ও সূর্য্য অবস্থান করিয়া থাকেন। আমরা সমস্ত জন্তুর অধম, সুতরাং তথায় প্রবেশ করিবার উপযুক্ত নহি। রাজা মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম, আমি তাঁহার নিকট যাইতে সাহস করি না। তিনি সত্যবাদী যুদ্ধবিশারদ প্রাণিগণের হিতে নিযুক্ত। তিনি সন্ধি বিগ্রহাদির যথাযথ প্রয়োগ অবগত আছেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ও নীতির স্রষ্টা। তিনি চন্দ্র যম কুবের অগ্নি ইন্দ্র সূর্য্য ও বরুণ। আপনি সেই প্রজাপালক রাজাকে গিয়া বলুন তাঁহার আদেশ ব্যতীত আমি প্রবেশ করিতে সাহসী নহি।

অনন্তর লক্ষ্মণ রামের নিকট গিয়া কহিলেন, আর্য্য!

আমি কহিয়াছিলাম একটী কুক্কুর কার্য্যার্থী হইয়া দ্বারে অবস্থান করিতেছে এক্ষণে কি আদেশ হয়। রাম কহিলেন, বৎস! কার্য্যার্থী কক্কুরকে শীঘ্র আনয়ন কর।

প্রক্ষিপ্ত ২ সর্গ।

লক্ষ্মণ রামের আদেশ পাইবামাত্র সত্বর কুক্কুরকে আহ্বান করিয়া রাজসভায় লইয়া গেলেন। রাম উহাকে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, সারমেয়! তোমার কোন ভয় নাই, যা বলিবার আছে সমস্তই বল। কুক্কুর কহিল, রাজন্! রাজাই প্রাণিগণের কর্ত্তা ও শাস্তা। সকলে নিদ্রায় অভিভুত হইলে তিনি জাগৃত থাকেন। তিনি প্রজাপালক। তিনি সুপ্রযুক্ত নীতির বলে ধর্ম্মরক্ষা করেন। যদি রাজা পালনে বিমুখ হন তাহা হইলে প্রজারা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। রাজা জগতের পিতা ও রক্ষক। রাজা কাল যুগ ও সমস্ত জগৎ। ধারণ করেন এই অর্থে ধর্ম্ম এই নাম হইয়াছে। ধর্ম্ম দ্বারা সমস্ত প্রজা ধৃত হইয়া থাকে। যখন রাজা এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎকে ধারণ করেন দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন করেন এই জন্য তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। রাজন্! আমার বোধ হয় ধর্ম্মের নিকট কিছুই দুষ্প্রাপ্য নাই। দান, দয়া, সাধুগণের সম্মান, ব্যবহারে সরলতা, এই গুলি পরম ধর্ম্ম। রাজা প্রজাপালন দ্বারা ইহলোক ও পরলোকে শুভলাভ করেন। আপনি প্রমাণের প্রমাণ। সাধুগণের আচরিত ধর্ম্ম

আপনার অবিদিত নাই। আপনি ধর্ম্মের পরম আশ্রয় এবং গুণের সাগর। আমি অজ্ঞানতা হেতু আপনাকে এইরূপ কহিলাম; এক্ষণে প্রণত হইয়া আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি আপনি আমার প্রতি রুষ্ট হইবেন না।

তখন রাম কুক্কুরের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি তোমার কি করিব তুমি বিশ্বস্ত চিত্তে শীঘ্র বল। কুক্কুর কহিল, রাজা ধর্ম্ম দ্বারা রাজ্য প্রাপ্ত হন, ধর্ম্ম দ্বারা প্রজা পালন করেন এবং ধর্ম্ম বলেই লোকের শরণ্য হন, এবং সকলকে অভয় দান করেন। ইহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমার যা কার্য্য শ্রবণ করুন। সর্ব্বার্থসিদ্ধ নামে একজন ভিক্ষু ব্রাহ্মণ আছেন। তিনি বিনাপরাধে আমায় প্রহার করিয়াছেন। শুনিয়া রাম ঐ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিবার জন্য এক দ্বারবানকে পাঠাইয়া দিলেন। অনতিবিলম্বে সর্ব্বার্থসিদ্ধ উপস্থিত। তিনি আসিয়া রামকে কহিলেন, রাজন্! বল আমায় কি করিতে হইবে। রাম কহিলেন, বিপ্র! এই কুক্কুর তোমার কি অপকার করিয়াছিল? ইহাকে কেন লগুড় প্রহার করিয়াছ? দেখ, ক্রোধ প্রাণসংহারক এবং মিত্রব্যপদেশী শত্রু, ইহা সুতীক্ষ্ণ অসি, ইহা তপস্যা যাগ যজ্ঞ ও দান সমস্তই নষ্ট করে অতএব, সর্ব্বতোভাবে ক্রোধ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। ধাবমান অশ্বের যেরূপ সারথ্য করে সেইরূপ স্বস্ব বিষয়ে ধাবমান দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সংহার পুর্ব্বক ধৈর্য্য সহকারে সারথ্য করিবে। কায় মন বাক্য ও চক্ষু দ্বারা লোকের শ্রেয় সাধন করা উচিত। যিনি লোকের শ্রেয় সাধনে রত তাঁহাকে কেহ বিদ্বেষ করে না

এবং তিনি পাপে লিপ্ত হন না। আত্মা দুর্দমনীয় হইলে যেমন অপকার করে সুতীক্ষ্ণ অসি, পদাহত সর্প এবং ক্রোধাবিষ্ট শত্রুও সেরূপ করে না। বিনীত ব্যক্তিরও প্রকৃতি উৎপথগামী হয় কিন্তু যিনি ইহাকে রক্ষা করিতে পারেন তাঁহারই নিশ্চয় সিদ্ধি।

তখন সর্ব্বার্থসিদ্ধ কহিলেন, রাজন্! আমি ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতেছি এই অবসরে এই কুক্কুর পথে শয়ন করিয়া ছিল। আমি ইহাকে 'যা যা' বলিয়া সরাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু এই কুক্কুর মৃদু পদে গিয়া পথ প্রান্তে বিষম ভাবে শয়ন করিল। তখন আমি ক্ষুধার্ত্ত ছিলাম। ইহার এই রূপ ব্যবহারে আমার ক্রোধ জন্মিল, এবং আমি ইহাকে প্রহার করিলাম। রাজন্! এই বিষয়ে অবশ্য আমারই অপরাধ, অতএব তুমি আমাকে শাসন কর। রাজদণ্ডে পাপক্ষয় হইলে আর আমার নরকভয় থাকিবে না।

অনন্তর মহারাজ রাম সভাসদগণকে জিজ্ঞাসিলেন, এক্ষণে এই ব্রাহ্মণকে কি করা উচিত, আমি ইহাঁকে কিরূপ দণ্ড করিব। দেখ দণ্ড অপরাধের অনুরূপ হইলেই তবে প্রজা রক্ষিত হয়। তৎকালে রাজসভায় ভৃগু আঙ্গিরস কুৎস কাশ্যপ বসিষ্ঠ প্রধান প্রধান ধর্ম্মপাঠক সচিব ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা উপবিষ্ট ছিলেন। ইহাঁরা এক বাক্যে কহিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ দিগের অভিপ্রায় ব্রাহ্মণকে দণ্ড করা উচিত নহে। মুনিগণ কহিলেন, রাজন! রাজা সকলের শাসনকর্ত্তা। বিশেষত তুমি স্বয়ং সনাতন বিষ্ণু, তুমি জগতকে শাসন করিতেছ।

কুক্কুর কহিল, রাজন্। যদি আপনি আমার প্রতি পরি-তুষ্ট হইয়া থাকেন, আমাকে অনুকম্পা করা যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, আমার সঙ্কল্প সিদ্ধির অঙ্গীকার পালন করা যদি সঙ্গত বোধ হয়; তবে আমার প্রার্থনায় আপনি এই ব্রাহ্মণকে কালঞ্জরে কুলপতি করিয়া দিন।

রাম কুক্কুরের এই কথা শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে কৌলপত্য প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণও পূজিত হইয়া গজস্কন্ধে আরো-হণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে চলিল। এই অবসরে মন্ত্রিগণ সহাস্য-মুখে কহিলেন, রাজন্! আপনি এই ব্রাহ্মণকে দণ্ড নয় বর প্রদান করিলেন। রাম কহিলেন, মন্ত্রিগণ! তোমারা এই গূঢ় গতির অর্থ কিছুই বুঝিতে পার নাই। কৌলপত্য যে কি পদার্থ এই কুক্কুরই তাহা জ্ঞাত আছে। তখন রামের আদেশে কুক্কুর কহিতে লাগিল, রাজন্! আমি পূর্ব্বে কালঞ্জরে কুলপতি ছিলাম। দেবতা ও ব্রাহ্মণের সেবায় আমার বিশেষ যত্ন ছিল। আমি দাসদাসীর প্রতি স্নেহ প্রদর্শন এবং সকলের আহারান্তে নিজে কিঞ্চিৎ আহার করিতাম। যা কিছু ধনসম্পদ ছিল সমস্তই সাধারণের সহিত বিভাগে ভোগ করিতে আমি ভাল বাসিতাম। সৎবিষয়ে আমার দৃষ্টি। আমি দেবদ্রব্য সযত্নে রাখিতাম এবং [illegible]রী সুশীল ও সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলাম, কিন্তু কেবল কৌলপত্যের প্রভাবে এই ঘোর নিকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হই-য়াছি। এই ব্রাহ্মণ কোপনস্বভাব, অধার্ম্মিক, অন্যের অনিষ্টকারী, ক্রূর ও মূর্খ। কৌলপত্যের দোষে ইহার ঊনপঞ্চাশৎ পুরুষ নিরয়গামী হইবে। ফলত কোন অবস্থা-

তেই কৌলপত্য স্বীকার করা উচিত নহে। যদি কাহাকে পুত্র পশু ও বান্ধবের সহিত নরকস্থ করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তাহাকে দেবতা গো ও ব্রাহ্মণের সন্নিহিত করিয়া রাখিবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব দেবদ্রব্য স্ত্রী ও বালকের ধন হরণ করে, আর যে দত্তাপহারী সে ইষ্ট বস্তুর সহিত শীঘ্র বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব ও দেবদ্রব্য গ্রহণ করে সে বীচি-নামক ঘোর নরকে পতিত হইয়া থাকে। অধিক কি, যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব ও দেবদ্রব্য লইবার সঙ্কল্প মাত্রও করে সেই নরাধমকে নরক হইতে নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

রাম কুক্কুরের নিকট এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। কুক্কুরও স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ঐ কুক্কুর জাতিমাত্রে দূষিত বটে কিন্তু সে পূর্ব্বজন্মে এক জন মহাত্মা ছিল। অনন্তর সে বারানসীতে উপস্থিত হইয়া প্রায়োপবেশন করিল।

প্রক্ষিপ্ত ৩ সর্গ।

কোন এক পর্ব্বতজাত বনে বহুকাল গৃধ্র ও উলূক বাস করিত। ঐ বন বৃক্ষে পূর্ণ সিংহব্যাঘ্রে আকীর্ণ ও নদীবহুল। তথায় নানাবিধ পক্ষী নিরন্তর কলরব করিতেছে। একদা পাপমতি গৃধ্র উলূকের গৃহে প্রবেশ করিল এবং "ইহা আমার গৃহ" এই বলিয়া উহার সহিত কলহ করিতে লাগিল। পরে স্থির করিল রাজীবলোচন রাম সকলের রাজা, চল আমরা শীঘ্র উভয়ে তাঁহার নিকট যাই। তিনিই আমাদিগের বিবাদ

নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন। কুপিত উলূক ও গৃধ্র এইরূপ স্থির করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইল। উভয়ের মন কলহে অতিমাত্র আকুল। উহারা গিয়া রামের পাদবন্দন করিল। পরে গৃধ্র রামকে বিবাদের বিষয় জ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিল, রাজন্! আপনি বলবীর্য্যে সুরাসুরের প্রধান; বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য হইতেও অধিক; এবং সৌন্দর্য্যে চন্দ্রের তুল্য। জগতের ভাল মন্দ কিছুই আপনার অবিদিত নাই। আপনি তেজে দুর্নিরীক্ষ্য সূর্য্য, গৌরবে হিমাচল, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র, দণ্ডে লোকপাল যম, ক্ষমায় পৃথিবী এবং ক্ষিপ্রকারিতায় বায়ু। আপনি বীর ও কীর্ত্তিমান। শাস্ত্রবিধি আপনার অজ্ঞাত নাই। এক্ষণে আপনার নিকট আমার কিছু জানাইবার আছে শুনুন। আমি পূর্ব্বেই স্ববাহুবলে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ছিলাম, কিন্তু এই উলূক আমায় অধিকারচ্যুত করিতেছে। আপনি রাজা, এক্ষণে আপনিই আমায় রক্ষা করুন।

উলূক কহিল, রাজন্! ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য কুবের ও যম হইতে রাজার জন্ম। তিনি কিয়দংশে মনুষ্য। কিন্তু আপনি সর্ব্বময় দেব ও দ্বিতীয় নারায়ণ। আপনার সৌম্যভাব অনির্ব্বচনীয় এবং আপনি সকলের প্রতি সমভাবে স্নিগ্ধ দৃষ্টি [illegible]চরণ করেন; এই জন্য আপনাকে বলে সোমাংশসম্ভূত! আপনি দণ্ড দ্বারা রক্ষা ও ক্রোধ দ্বারা সংহার করেন, আপনি দাতা ও পাপত্রাতা, এই জন্যই আপনি রাজা। আপনি সকলের অধৃষ্য এবং তেজে অগ্নিতুল্য, আপনার প্রভাবে নিরন্তর দুর্ব্বিনীত লোক সকলকে সন্তপ্ত করিতেছে এই জন্যই আপ-

নাকে বলে সূর্য্যসদৃশ। আপনি কুবেরের তুল্য বা তদপেক্ষা অধিক। দেবী লক্ষ্মী নিরন্তর আপনার গৃহে বিরাজ করিতে-ছেন। আপনি অতিথিদিগকে প্রার্থনাধিক ধন দান করেন এই জন্যই আপনি ধনদ। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভুতে এবং শত্রু ও মিত্রে আপনার সমদৃষ্টি। আপনি শাসন ও ব্যবহারে ধর্ম্মদর্শী। যাহার প্রতি আপনার ক্রোধ তাহার অভিমুখে মৃত্যু ধাবমান হয়, এই জন্যই আপনি যম। আপনার নাম মাত্র মনুষ্যভাব, ফলত আপনি দেবতা। ক্ষমা আপনার অনন্যসাধারণ গুণ। আপনি দয়াবান রাজা। দুর্ব্বল ও অনাথের আপনিই বল, চক্ষুহীনের আপনিই চক্ষু এবং অগতির আপনিই গতি। আপনি আমার নাথ, এক্ষণে আমার যাহা বক্তব্য আছে শ্রবণ করুন। এই গৃধ্র আমার আলয়ে প্রবেশ করিয়া আমাকে নিপীড়িত করিতেছে। আপনি দেবমনুষ্যের শাসনকর্ত্তা, এক্ষণে আমাদের এই বিষ-য়ের একটী সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দিন।

তখন রাম সচিবগণকে আহ্বান করিলেন। ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অশোক, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র ইহাঁরা নীতিদর্শী মহাত্মা সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ শ্রীমান সৎকুলোৎ-পন্ন ও মন্ত্রণানিপুণ। রাম ইহাঁদিগকে আহ্বান করিয়া পুষ্পক রথ হইতে অবরোহণ পুর্ব্বক গৃধ্র ও উলূকের বিবাদ যথাযথ বর্ণন করিলেন। পরে গৃধ্রকে জিজ্ঞাসিলেন, গৃধ্র! যথার্থ বল তুমি কত বৎসর এই গৃহ প্রস্তুত করিয়াছ। গৃধ্র কহিল, রাজন্! যদবধি এই পৃথিবীতে মনুষ্যের বাস তদবধি আমার এই গৃহ। উলূক কহিল, রাজন্! এই

পৃথিবীতে যখন সর্ব্বপ্রথম বৃক্ষ জন্মায়, তদবধি আমার এই গৃহ। শুনিয়া রাম সভাসদ্‌গণকে কহিলেন, দেখ, যে সভায় বৃদ্ধ নাই তাহা সভা নয়, যে বৃদ্ধ ধর্ম্মানুগত কথা বলেন না তিনি বৃদ্ধ নহেন, যে ধর্ম্মে সত্য নাই তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে, আর যে সত্যে ছল আছে তাহা সত্যই নহে। যে সভ্য বিচার্য্য বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়াও মৌনী থাকেন এবং যথাযথ কথা না বলেন তিনি মিথ্যাবাদী। প্রশ্নের অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া যিনি কোন অভিসন্ধি ক্রোধ বা ভয় প্রযুক্ত তাহার মীমাংসা না করেন তিনি সহস্র বারুণ পাশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকেন। পরে প্রতি সম্বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি উঁহার এক একটী পাশ হইতে মুক্ত হন। অতএব সত্য সম্যক্ জানিতে পারিলে তাহা গোপন রাখা কখনই উচিত নহে। এক্ষণে তোমরা এই উপস্থিত বিষয়ে যে, যেরূপ বুঝিয়াছ তাহা বল।

তখন সভ্যেরা কহিলেন, রাজন্! এই উলূক গৃহের অধিকারী, গৃধ্র নহে। রাজাই পরম গতি, প্রজা সকল রাজাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে। রাজা সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম্ম। যাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয় তাহাদের আর দুর্গতি নাই। ঐ পুরুষপ্রধান দিগের আর যমদণ্ডেরও ভয় থাকে না। এক্ষণে এই বিষয়ে যেরূপ সদ্বিবেচনা হয় আপনিই বলুন।

রাম কহিলেন, সভ্যগণ! পুরাণে যাহা বর্ণিত হইয়াছে. আমি তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সমস্ত একার্ণব ছিল। ব্রহ্মাণ্ড লক্ষ্মীর সহিত

বিষ্ণুর জঠরে প্রবিষ্ট ছিল। ভূতাত্মা ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডকে জঠরে লইয়া মহাসমুদ্রে প্রবেশ পূর্ব্বক বহুকাল শয়ান ছিলেন। ঐ সময় মহাযোগী ব্রহ্মা তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। অনন্তর ব্রহ্মা অগ্রে পৃথিবী বায়ু পর্ব্বত বৃক্ষ পরে কীট পতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিলেন। এই অবসরে বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই ঘোর-রূপ মহাবল দানবের জন্ম হয়। উহারা জন্মিবামাত্র প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি ক্রোধভরে মহাবেগে ধাবমান হইল। তদ্দৃষ্টে ব্রহ্মা একটী বিকট শব্দ করিলেন এবং বিষ্ণু চক্রদ্বারা উহাদের মস্তক ছেদন করিলেন। উহাদের মেদে সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত হইল, কিন্তু লোকপালক বিষ্ণু উহাকে পুনরায় শোধন করেন। তিনি উহাকে বিশুদ্ধ করিয়া বৃক্ষে পূর্ণ করিয়া দিলেন। নানা প্রকার ওষধি ও শস্য উৎপন্ন হইল। পৃথিবী মধু ও কৈটভের মেদগন্ধে পূর্ণ হইয়াছিল এই জন্য ইহার নাম মেদিনী হয়। এই কারণে স্থির হই-তেছে গৃহটী গৃধ্রের নয়, উহা উলূকের। এই গৃধ্র অপ-রের গৃহাপহারক ও পাপস্বভাব, দুর্ব্বিনীত ও অন্যের ক্লেশকর। এক্ষণে ইহার দণ্ড করা আবশ্যক।

এই অবসরে এইরূপ আকাশবাণী হইল, রাম! গৃধ্র পূর্ব্বে অন্যের তপোবলে দগ্ধ হইয়াছে। ইহার নাম ব্রহ্মদত্ত। এ ব্যক্তি বীর সত্যব্রত শুদ্ধসত্ত্ব রাজা ছিল। কাল গৌতমের তপোবলে দগ্ধ হইয়াছে। অতএব তুমি ইহাকে আর দণ্ড করিও না। একদা এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ ভোজনার্থ ইহার গৃহে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! আমি বহুদিন তোমার

গৃহে ভোজন করিব। তখন ব্রহ্মদত্ত স্বয়ং তাঁহাকে পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা সৎকার করিয়া ভোজনের আয়োজন করিয়া দিলেন। ভোজ্য দ্রব্যে মাংস ছিল। তদ্দৃষ্টে ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া ইহাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন, রাজন্! তুমি গৃধ্র হও। তখন ব্রহ্মদত্ত কাতর হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি প্রসন্ন হউন। আমি না জানিয়া আপনার ভোজ্য দ্রব্যে মাংস দিয়াছি। এক্ষণে যাহাতে আমার এই শাপের অবসান হয় আপনি তাহাই করিয়া দিন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদত্তের অপরাধ অজ্ঞানকৃত বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, ইক্ষ্বাকুরাজবংশে রাম নামে এক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিবেন। তুমি তাঁহার করস্পর্শ লাভ করিবা মাত্র নিষ্পাপ হইবে।

রাম এই আকাশবাণী শুনিয়া ব্রহ্মদত্তকে স্পর্শ করিলেন। ব্রহ্মদত্ত গৃধ্ররূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চন্দনচর্চ্চিত দিব্য পুরুষমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কহিল, রাজন্! আপনার প্রসাদেই আমি শাপমুক্ত ও ঘোর নরক হইতে উদ্ধার হইলাম।

ষষ্টিতম সর্গ।

বসন্তের নাতিশীত ও নাতিউষ্ণ রাত্রি প্রভাত হইল রাম প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সুমন্ত্র তাঁহার নিকট আসিয়া কহিলেন, মহারাজ!

যমুনাতীরবাসী কতকগুলি তাপস চ্যবনকে অগ্রে লইয়া দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা সত্বর আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করেন। রাম কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি ভগবান চ্যবন প্রভৃতি বিপ্রগণকে শীঘ্র আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রাজার আদেশে কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইয়া ঋষিগণকে আনয়ন করিলেন। উহাঁদের সংখ্যা শতাধিক। ঐ সমস্ত ব্রহ্মতেজঃপুর্ণ প্রশান্ত ঋষি রাজভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক তীর্থজলপূর্ণ কুম্ভ ও ফল মূল রামকে উপহার দিলেন। রাম প্রীতমনে তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়া কহিলেন, তাপসগণ! আপনারা এই আসনে উপবেশন করুন। ঋষিগণ সুশোভন স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তাপসগণ! আপনারা কি জন্য আসিয়াছেন। আমি আপনাদিগের আজ্ঞার পাত্র, সকল প্রকার অভীষ্ট সাধনে প্রস্তুত আছি, এক্ষণে আজ্ঞা করুন কি করিব। আমি আপনাদিগকে সত্যই কহিতেছি আমার এই রাজ্য, এই হৃদয়স্থ প্রাণ, সমস্তই ব্রাহ্মণের জন্য।

রামের এই কথা শুনিবামাত্র যমুনাতীরবাসী ঋষিরা তাঁহাকে বারবার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন এবং একান্ত হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, রাজন্! এই রূপ বাক্য প্রয়োগ করা এই পৃথিবীতে কেবল তোমারই সম্ভবে, অন্যের নহে। পুর্ব্বে এমন অনেক মহাবল রাজা ছিলেন যাঁহারা কার্য্যের গুরুতা বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু তুমি কার্য্যের কথা না শুনিয়াও কেবল ব্রাহ্মণদিগের গৌরবরক্ষার্থ

প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, ইহাতেই নিশ্চয় যে তুমি তাহা সাধন করিবে। তুমি ঋষিগণকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিবে।

একষষ্ঠিতম সর্গ।

রাম কহিলেন, মুনিগণ! ভীত হইবেন না, এক্ষণে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। চ্যবন কহিলেন, রাজন্! আমাদিগের বাসস্থান ও ভয়ের কারণ সমস্তই কহিতেছি শুন। সত্যযুগে মধু নামে এক মহামতি দৈত্য ছিল। সে লোলার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাহার বিপ্রভক্তি ও আশ্রিতবাৎসল্য প্রসিদ্ধ। দেবগণের সহিত তাহার অতুল প্রীতি ছিল। দেবদেব রুদ্র বহুমাননিবন্ধন ঐ ধর্ম্মশীল মহাবীরকে প্রীতমনে আপনার শূলাস্ত্রের অনুরূপ এক ত্রিশূল উহাকে দান করিয়া কহিলেন, তুমি অতুল ধর্ম্মবলে আমায় প্রসন্ন করিয়াছ এই জন্য পরম প্রীতির সহিত আমি তোমায় এই অস্ত্র প্রদান করিলাম। তুমি যাবৎ দেবতা ও ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ না করিবে তদবধি ইহাতে তোমার অধিকার, অন্যথায় ইহা তোমার হস্তবহির্ভূত হইবে। যদি কেহ যুদ্ধার্থ তোমায় আক্রমণ করে তাহা হইলে এই ত্রিশূল তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনরায় তোমার হস্তে আসিবে।

মধু রুদ্রকে প্রণাম করিয়া কহিল, ভগবন্! আপনি সুরগণের অধীশ্বর, এক্ষণে যাহাতে এই শূলে আমার বংশানু-

ক্রমিক অধিকার থাকে, আপনি তাহার বিধান করিয়া দিন। ভূতপতি রুদ্র কহিলেন, মধু! তুমি যেরূপ কহিতেছ তাহা হইবার নহে। আমি সন্তোষের সহিত যাহা কহিলাম তাহা বিফল না হউক। এক্ষণে তোমার প্রার্থনায় এইমাত্র কহিতেছি যে, এই শূল তোমার এক পুত্রের অধিকারে আসিবে। ইহা যাবৎ তাহার হস্তগত থাকিবে তাবৎ তাহাকে কেহই বধ করিতে পারিবে না।

পরে দানবরাজ মধু রুদ্র হইতে এই রূপ বর লাভ করিয়া এক উৎকৃষ্ট গৃহ নির্ম্মাণ করাইল। উহার প্রেয়সী পত্নীর নাম কুম্ভীনসী। অনলার গর্ভে বিশ্বাবসু হইতে তাহার জন্ম। ইহারই পুত্র লবণাসুর। এই দুরাত্মা বাল্যাবধি নানা রূপ পাপাচারণ করিতেছে। মধু উহাকে দুর্বিনীত দেখিয়া ক্রোধ ও শোকে আকুল হয় কিন্তু উহার পাপাচারে কোন রূপ কিছুই কহিত না। পরে মধু দেহত্যাগ করিয়া বরুণ-লোক লাভ করিল এবং মৃত্যুকালে লবণের হস্তে ঐ রুদ্রদত্ত শূল সমর্পণ করিয়া এতৎ সম্বন্ধে যাহা কহিবার কহিয়া গেল। এক্ষণে সেই দুর্দ্দান্ত লবণ শূলপ্রভাব এবং নিজের স্বভাব-দোষে ত্রিলোকের সমস্ত লোক বিশেষতঃ তাপসদিগকে অতিশয় উৎপীড়ন করিতেছে। রাজন্। লবণের এইরূপ বিক্রম এবং শূলের এই রূপই প্রভাব। শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় কর। তুমিই আমাদিগের পরম গতি, ও তুমিই আমাদিগের চরম আশ্রয়। পূর্ব্বে আমরা কাতর প্রাণে অনেকানেক রাজার শরণাপন্ন হইয়া ছিলাম কিন্তু কেহই আমাদিগকে আশ্রয় দেন নাই। এক্ষণে শুনিলাম তুমি রাক্ষসরাজ

রাবণকে সবংশে বধ করিয়াছ। আমরা লবণভয়ে ভীত, তুমি আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।

দ্বিষষ্ঠিতম সর্গ।

অনন্তর রাম কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসিলেন, ঋষিগণ! লবণ কোথায় থাকে? তাহার আহার ও আচারই বা কিরূপ?

ঋষিগণ কহিলেন, রাজন্! মধুবন লবণের বাসস্থান। সকল প্রকার জীবজন্তু বিশেষত তাপস তাহার আহার এবং নিয়ত উগ্রতাই তাহার আচার। ঐ দুর্দ্দান্ত রাক্ষস প্রতিদিন সিংহ ব্যাঘ্রাদি মৃগ ও মনুষ্য বধ করিয়া উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকে। সে যখন কাহাকে বধ করিবার জন্য মুখ ব্যাদান করে তখন তাহাকে সাক্ষাৎ করাল কৃতান্তের ন্যায় বোধ হয়।

রাম কহিলেন, ঋষিগণ! আমি সেই রাক্ষসকে বধ করিব। আপনারা নির্ভয় হউন। রাম যমুনাতীরবাসী ঋষিগণের নিকট এই রূপ অঙ্গীকার করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, বল, তোমাদিগের মধ্যে কে সেই রাক্ষসকে বিনাশ করিবে? আমি ভরত বা ধীমান শত্রুঘ্ন কাহার অংশে তাহাকে নিক্ষেপ করিব। ভরত ধৈর্য্য ও শৌর্য্যসূচক বাক্যে কহিলেন, আর্য্য! আপনি আমারই অংশে তাহাকে দেন। আমি তাহাকে বিনাশ করিব। শত্রুঘ্ন ভরতের এই কথা শুনিয়া স্বর্ণাসন পরিত্যাগ ও রামকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, আমাদিগের মধ্যম আর্য্য অনেক কঠোর কার্য্য করিয়াছেন।

আপনি যখন অরণ্যবাসী হন, তখন ইনি আপনার প্রতী-ক্ষায় হৃদয়ে গাঢ়তর সন্তাপ পোষণ পূর্ব্বক এই পুরী শাসন করিয়া ছিলেন। ইনি নন্দিগ্রামে দুঃখ-শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক অনেক কায়ক্লেশ সহিয়াছেন। ইনি দ্বাদশ বৎসর জটাচীর-ধারী ও ফলমূলাসী ছিলেন। এত কষ্ট স্বীকার করিবার পর, আমি আজ্ঞাবহ থাকিতে, ইহাঁর আর ক্লেশ সহ্য করা উচিত বোধ হয় না।

রাম কহিলেন, বৎস! তাহাই হউক; তুমিই গিয়া এই কার্য্য সাধন কর। আমি দৈত্য মধুর নগরে তোমায় অভি-ষেক করিবার ইচ্ছা করি। ভরতকে আর ক্লেশ দেওয়া যদি তোমার অভিপ্রায় না হয় তবে ইনি এই স্থানে বাস করুন। তুমি বীর কৃতবিদ্য এবং রাজ্য-স্থাপনে সমর্থ। এক্ষণে তুমিই যমুনাতীরে নগর ও গ্রাম সকল স্থাপন ও শাসন কর। যিনি রাজবংশে জন্মিয়া আপনাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত না করেন তাঁহাকে নরক ভোগ করিতে হয়। তুমি আমার কথার প্রতি-বাদ করিও না। জ্যেষ্ঠের আদেশ পালন কনিষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি উদ্যোগ করিয়া দেই, তুমি বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিপ্রগণের দ্বারা যথাবিধি রাজ্যে অভিষিক্ত হও।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

মহাবীর শত্রুঘ্ন অতিমাত্র লজ্জিত হইলেন এবং মৃদু বাক্যে রামকে কহিলেন, আর্য্য! জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাভি-

ষেক অধর্ম্ম। কিন্তু আপনার আদেশ অনুল্লঙ্ঘনীয়, তাহা অবশ্যই আমায় পালন করিতে হইবে। জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠ রাজ্যগ্রহণ করিলে যে অধর্ম্ম হয় তাহা আমি আপনার নিকট এবং শ্রুতি হইতেও শুনিয়াছি। যখন মধ্যম আর্য্য লবণবধ করিবেন ইহা স্বয়ং স্বীকার করিয়া লন সে সময় কোন রূপ উত্তর না করাই আমার উচিত ছিল, কিন্তু তৎকালে আমার মুখ দিয়া ঘোর দুর্বাক্য বাহির হইয়াছে। আমি লবণবধ স্বীকার করিয়াছি। এক্ষণে সেই দুর্ব্বাক্যেরই এই দুর্গতি! জ্যেষ্ঠের কথায় প্রতিবাদ করা কনিষ্ঠের কর্ত্তব্য নহে; ইহাতে অধর্ম্ম ও পরলোকের হানি হয়। অতএব আপনার কথায় আর কোনরূপ প্রত্যুত্তর করিব না। করিলে নিশ্চয় আমায় অধর্ম্মের দণ্ড সহিতে হইবে। এক্ষণে আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এই বিষয়ে যাহাতে কোন রূপ অধর্ম্ম স্পর্শ না হয় আপনি তাহাই করিয়া দিন।

অনন্তর রাম অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ভরত ও লক্ষ্মণকে কহিলেন, আমি আজই শত্রুঘ্নকে রাজ্যে অভিষেক করিব তোমরা তদুপযোগী দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া দেও। এবং আমার আদেশে পুরোহিত বেদজ্ঞ ঋত্বিক ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান কর।

অনন্তর সকলে রাজা রামের আদেশ মাত্র অভিষেক সামগ্রী আহরণ করিল। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা রাজভবনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শত্রুঘ্নের অভিষেক আরম্ভ হইল। রাম ও পুরবাসী আর আর সকলে

আনন্দ উৎসব করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সুরগণের দ্বারা সুররাজ ইন্দ্র দেবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া যেরূপ শোভা পাইয়াছিলেন সূর্য্যসঙ্কাশ শত্রুঘ্ন অভিষিক্ত হইয়া সেইরূপই শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবী কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ী এবং অন্যান্য রাজ্ঞী নানারূপ মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। শত্রুঘ্নের অভিষেক সুসম্পন্ন দেখিয়া যমুনাতীর-বাসী ঋষিদিগের লবণবধে সংশয় সম্পূর্ণই দূর হইল। পরে রাম শত্রুঘ্নকে ক্রোড়ে লইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, বৎস! এই দিব্য শর অমোঘ, তুমি ইহার দ্বারা লবণকে সংহার করিবে। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে স্বয়ম্ভূ বিষ্ণু অন্যের অদৃশ্য হইয়া যখন মহাসমুদ্রে শয়ন করিয়াছিলেন তখন দুরাত্মা মধু ও কৈটভের বিনাশার্থ তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এই শর সৃষ্টি করেন। তিনি এই শরে ঐ দুই দানবকে সংহার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বৎস! আমি সমস্ত লোকনাশের ভয়ে রাবণের প্রতি এই শর প্রয়োগ করি নাই। দেখ, ভগবান রুদ্র দৈত্য মধুকে শত্রুসংহারার্থ যে শূলাস্ত্র প্রদান করেন এখন তাহাতে লবণেরই অধিকার। লবণ আহারসংগ্রহের জন্য যখন দিকদিগন্তে ভ্রমণ করে তখন ঐ শূল গৃহে রাখিয়া যায়। আর যখন কেহ যুদ্ধার্থী হইয়া তাহাকে আহ্বান করে, তখন সে ঐ শূল লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। অতএব বৎস! লবণ নিরস্ত্র অবস্থায় গৃহপ্রবেশ করি-বার পূর্ব্বে তুমি সশস্ত্র হইয়া তাহার দ্বার অবরোধ করিয়া থাকিও। সে যখন গৃহপ্রবেশ করে নাই সেই সময় তুমি তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিও। এই রূপে তুমি নিশ্চয়

তাহাকে বধ করিতে পারিবে। ইহার অন্যথায় তুমি কিছু-তেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। যে সময় লবণ নিরস্ত্র থাকে আমি তোমাকে তাহা কহিয়া দিলাম। দেখ, রুদ্রের শূলমাহাত্ম্য অতিক্রম করে কাহার সাধ্য।

চতুঃষষ্ঠিতম সর্গ।

রাম পুনর্ব্বার কহিলেন, বৎস! এই চার সহস্র অশ্ব, দুই সহস্র রথ, এক শত হস্তী সঙ্গে লইয়া যাও। নগরের মধ্যবর্ত্তী পথের বণিকেরা পণ্য দ্রব্য লইয়া তোমার অনুগমন করুক। নট ও নর্ত্তকেরা সমভিব্যাহারে যাক্। তুমি দশ-লক্ষ সুবর্ণ ও পর্য্যাপ্ত বলবাহন লইয়া যাত্রা কর। তুমি সৈন্যদিগকে অর্থদান ও স্নেহবাক্যে সততই সন্তুষ্ট রাখিও। যাহাতে তাহারা উদ্ধত না হয় এই রূপ কার্য্য করিও। সুপ্রীত সৈন্য দ্বারা যাহা হয় অর্থ, স্ত্রী ও বান্ধবের দ্বারাও তাহা হইতে পারে না। এক্ষণে তুমি বলবাহন সমস্ত অগ্রে পাঠাইয়া দাও, পরে একাকী শরাসন হস্তে মধুবনে যাত্রা কর। তোমার উদ্দেশ্য লবণ যাহাতে না বুঝিতে পারে তুমি এই রূপ ভাবে নির্ভয়ে যাইবে। নিরস্ত্র অবস্থায় অবরোধ ভিন্ন তাহার মৃত্যুর আর উপায় নাই। যুদ্ধার্থী হইয়া সম্মুখীন হইলে তাহার হস্তে নিশ্চয় মৃত্যু। অতএব গ্রীষ্ম অতীত ও বর্ষা উপস্থিত হইলে তুমি তাহাকে বিনাশ করিও। সেই দুর্ম্মতিকে বধ করিবার উহাই প্রকৃত সময়। সেনাগণ যমুনা-

তীরবাসী ঋষিদিগের সহিত প্রস্থান করুক। ইহারা গ্রীষ্মা-বসানে যাহাতে গঙ্গা পার হয় তুমি এই রূপ ব্যবস্থা কর। পরে গঙ্গাতীরে সেনানিবেশ স্থাপন করিয়া স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে সশস্ত্রে যাইও।

তখন মহাবীর শত্রুঘ্ন সেনাপতিদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, কতক গুলি স্থান তোমাদিগেব বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিল, তোমরা তথায় অবিরোধে বাস করিও। শত্রুঘ্ন এই বলিয়া সৈন্য প্রস্থাপন পূর্ব্বক কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে গিয়া অভিবাদন করিলেন। পবে রামকে প্রদক্ষিণ প্রণাম পূর্ব্বক লক্ষ্মণ, ভরত ও পুরোহিত বশিষ্ঠকে প্রণাম এবং রামের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন।

পঞ্চষষ্ঠিতম সর্গ।

শত্রুঘ্ন সেনা প্রস্থাপনের পর এক মাস অযোধ্যায় থাকিয়া একাকী যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। পথে দুই রাত্রি অতিবাহিত হইল। পর দিন তিনি মহর্ষি বাল্মীকির পবিত্র আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং মহর্ষিকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, ভগবন্! আমি গুরু রামের কার্য্যভার লইয়া এই স্থানে রাত্রি বাস করিবার জন্য আইলাম, কল্য প্রভাতে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিব।

বাল্মীকি ঈষৎ হাস্য করিয়া স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে কহিলেন, সৌম্য! এই আশ্রম রঘুবংশীয়দিগের নিজেরই

আশ্রম। এক্ষণে তুমি অশঙ্কুচিত চিত্তে পাদ্য অর্ঘ্য আসন প্রতিগ্রহ কর। শত্রুঘ্ন বাল্মীকির আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক ফলমূলভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া কহিলেন, তপোধন! কাহার আশ্রমের নিকট এই বহুকালের যূপাদিযজ্ঞচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। বাল্মীকি কহিলেন, শত্রুঘ্ন! পূর্ব্বকালে এইটী যাহার আশ্রম ছিল কহিতেছি শুন। পূর্ব্বে রাজা সৌদাস নামে তোমাদিগের এক পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। তাঁহারই পুত্র ধার্ম্মিক মহাবীর বীর্য্যসহ। রাজা সৌদাস বাল্যকালেই মৃগয়া পর্য্যটন করিতেন। একদা তিনি মৃগয়াপ্রসঙ্গে দেখিতে পাইলেন দুইটী রাক্ষস ঘোর শার্দুলরূপ ধারণ পূর্ব্বক বহু সংখ্য মৃগ ভক্ষণ করিতেছে, কিন্তু তাহারা অসন্তুষ্ট, মৃগবধ করিয়া কিছুতেই মনে তৃপ্তি লাভ করিতেছে না। বনও ক্রমশঃ মৃগশূন্য হইয়া যাইতেছে। তদ্দৃষ্টে রাজা সৌদাস ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ দুই রাক্ষসের মধ্যে একটীকে বিনাশ করিয়া সহচর অপরটীকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তখন দ্বিতীয় রাক্ষস অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া সৌদাসকে কহিল, রে পাপিষ্ঠ! তুই যখন আমার সহচরকে বিনাপরাধে বিনাশ করিলি তখন তোরে নিশ্চয় ইহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। এই বলিয়া সে তথায় অন্তর্ধান করিল। কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজা সৌদাস বীর্য্যসহের উপর রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক এই আশ্রমের সমীপে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের সাহায্যে এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দেবযজ্ঞসদৃশ অশ্বমেধ বহুব্যয়ে ব্যাপক কাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। যজ্ঞাবসানে ঐ রাক্ষস পূর্ব্ববৈর স্মরণ পূর্ব্বক বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া

রাক্ষা সৌদাসকে কহিল, রাজন্! আজ যজ্ঞশেষ হইলে তুমি আমাকে শীঘ্র অবিচারিত মনে আমিষ আহার করাও। তখন সৌদাস বশিষ্ঠরূপী রাক্ষসের আজ্ঞামাত্র পাককার্য্যে নিপুণ পাচকদিগকে কহিলেন, দেখ যাহাতে গুরুদেব পরিতুষ্ট হন তোমরা এই রূপ সামিষ সুস্বাদু হবিষ্য শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া দেও। রাজার আদেশমাত্র পাচকেরা তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। এই অবসরে রাক্ষস পাচকবেশ ধারণ করিল এবং মনুষ্যমাংস পাক করিয়া রাজাকে কহিল, রাজন্! আমি এই সুস্বাদু সামিষ হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়াছি। পরে রাজা সৌদাস ও মহিষী মদয়ন্তী মহর্ষি বশিষ্ঠকে ঐ হবিষ্যান্ন আহার করিতে দিলেন। বশিষ্ঠ স্বাদগ্রহণে উহা মনুষ্যমাংস বুঝিতে পারিয়া মহা ক্রোধে কহিলেন, রাজন্! যখন তুমি আমাকে মনুষ্যমাংস আহার করিতে দিয়াছ তখন তুমিই মনুষ্য-মাংসাসী হইয়া থাকিবে। সৌদাসও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জল-গণ্ডূষ গ্রহণ পূর্ব্বক বশিষ্ঠকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হই-লেন। ঐ সময় রাজমহিষী মদয়ন্তী তাঁহাকে নিবারণ পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! ভগবান বশিষ্ঠ আমাদিগের গুরু, এই দেবপ্রভাব পুরোহিতকে প্রতিশাপ দেওয়া তোমার উচিত হয় না।

তখন রাজা সৌদাস ঐ তেজোবলযুক্ত ক্রোধময় জলে আপনার পাদযুগল সিক্ত করিলেন। উহার বলে তাঁহার পদ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল। তদবধি ইহার নাম কল্মাষপাদ। অন-ন্তর রাজা সৌদাস মহীষীর সহিত বশিষ্ঠকে বারংবার প্রণিপাত করিয়া বিপ্ররূপী রাক্ষস যে এই কাণ্ড ঘটাইয়াছে তাহা নিবে-

দন করিলেন। বশিষ্ঠও আমূল বৃত্তান্ত সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি ক্রোধে অধীর হইয়া যে কথা কহিয়াছি তাহা মিথ্যা হইবার নহে। কিন্তু আমি আবার তোমাকে কহিতেছি দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলে তুমি এই শাপ হইতে মুক্ত হইবে। এবং আমার প্রসাদে এই অতীত বৃত্তান্ত তোমার স্মৃতিপথে কদাচ উপস্থিত হইবে না।

শত্রুঘ্ন! রাজা সৌদাস দ্বাদশ বর্ষ শাপকাল অতীত হইলে পুনরায় রাজ্য অধিকার করিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। এই আশ্রমের সমীপে সেই সৌদাসেরই এই পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্র।

অনন্তর শত্রুঘ্ন মহর্ষি বাল্মীকিকে অভিবাদন পুর্ব্বক বিশ্রামার্থ পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

যে রাত্রিতে শত্রুঘ্ন বাল্মীকির আশ্রমে ছিলেন সেই রাত্রিতেই জানকী দুইটী পুত্র প্রসব করিলেন। তখন অর্দ্ধ রাত্রি। মুনিবালকেরা বাল্মীকির নিকটে গিয়া কহিল, ভগবন্! রামের পত্নী জানকী দুইটী পুত্র প্রসব করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি আসিয়া তাহাদিগের গ্রহনাশক রক্ষা বিধান করিয়া যান। বাল্মীকি মুনিবালকদিগের নিকট এই শুভ সংবাদ পাইয়া তথায় আগমন করিলেন। ঐ দুইটি দেবকুমারকল্প চন্দ্রকলাসদৃশ পুত্রকে দেখিয়া তাঁহার যার পর নাই আনন্দ হইল।

পরে তিনি বালকদিগের ভূত রাক্ষস প্রভৃতি কুগ্রহ দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুশের অগ্রভাগ ও অধোভাগ লইয়া তদ্দ্বারা এই রক্ষা কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। ঐ যমজ বালক দ্বয়ের মধ্যে যে অগ্রজ বৃদ্ধারা তাহার দেহ মন্ত্রপূত কুশের অগ্রভাগ দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া দিবে এই জন্য তাহার নাম কুশ এবং যে কনিষ্ঠ তাহার দেহ কুশের লব অর্থাৎ অধোভাগ দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া দিবে এই জন্য তাহার নাম লব; বাল্মীকি এই রূপ ব্যবস্থা করিয়া কহিলেন এই দুই যমজ বালক মৎকৃত কুশ ও লব এই নামে খ্যাত হইবে। বৃদ্ধারা পবিত্র হইয়া বাল্মীকির হস্ত হইতে ভূতনাশিনী রক্ষা গ্রহণ করিল এবং তাহার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। শত্রুঘ্ন জানকীর প্রসব, বৃদ্ধাদিগের এই রক্ষাকার্য্য, বালক দুইটীর নাম ও গোত্র এবং রামের কথা অর্দ্ধরাত্রে সমস্তই শুনিতে পাইলেন এবং সেই পর্ণশালায় শয়ান থাকিয়াই হর্ষভরে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অহো কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!

অনন্তর রাত্রি শীঘ্র অবসান হইল। শত্রুঘ্ন প্রভাতে পৌর্ব্বাহ্নিক কার্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি বাল্মীকীকে আমন্ত্রণ করিয়া পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন। পথে সাত রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরে তিনি যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া পবিত্রকীর্ত্তি ঋষিগণের আশ্রমে গমন করিলেন। এবং চ্যবন প্রভৃতির সহিত নানা কথা প্রসঙ্গে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

রাত্রি উপস্থিত। শত্রুঘ্ন ভৃগুনন্দন চ্যবনকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! লবণের বল কিরূপ? শূলাস্ত্র কি প্রকার? দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কে কে এই অস্ত্রে বিনষ্ট হইয়াছে?

চ্যবন কহিলেন শত্রুঘ্ন! এই লবণের অনেক বীরকার্য্য আছে, এক্ষণে ইক্ষ্বাকুবংশীয় মান্ধাতার সহিত যেরূপ ঘটিয়াছিল কহিতেছি শুন। পূর্ব্বে অযোধ্যায় যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ত্রিলোকবিখ্যাত ও বলবান। ঐ রাজা সসাগরা পৃথিবী আপন অধিকারে আনিয়া সুরলোক জয় করিবার জন্য প্রস্তুত হন। মান্ধাতা এই বিষয়ে উদ্যোগী হইলে সুররাজ ইন্দ্র ও সুরগণের মনে অতিমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল। মান্ধাতার সংকল্প তিনি ইন্দ্রের সিংহাসন ও সমগ্র দেবরাজ্যের অর্দ্ধাংশ অধিকার পূর্ব্বক রাজা হইয়া এবং সুরগণের স্তুতিগীতি শ্রবণ করিয়া দেবলোকে অবস্থান করিবেন। ইন্দ্র তাঁহার এই পাপসংকল্প বুঝিতে পারিয়া সান্ত্ববাদ পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি মনুষ্য লোকের রাজা, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীকে আয়ত্ত না করিয়া সুরলোক অধিকারে প্রয়াসী হইয়াছ। যদি সমগ্র পৃথিবী তোমার অধিকারে আনিয়া থাকে তবে ভৃত্য ও বলবাহনের সহিত স্বচ্ছন্দে সুরলোকে আধিপত্য কর। মান্ধাতা কহিলেন, সুররাজ! পৃথিবীর মধ্যে কোথায় আমার শাসন প্রতিহত আছে? ইন্দ্র কহিলেন, মধুবনে

মধুর পুত্র লবণ নামে এক রাক্ষস আছে। সে তোমার শাসন অপহেলা করিয়া থাকে। এই কথা শুনিবামাত্র মান্ধাতা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। কিছুতেই তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। পরে তিনি ইন্দ্রকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক অবনত বদনে পৃথিবীতে আগমন করিলেন এবং রোষপরবশ হইয়া লবণকে বশীভূত করিবার জন্য বলবাহনের সহিত মধুবনে উপস্থিত হইয়া উহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূত গিয়া লবণকে এই অপ্রিয় সংবাদ জানাইল লবণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ভক্ষণ করিল। তখন দূতের বহু বিলম্ব দেখিয়া মান্ধাতা ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং লবণকে আক্রমণ পূর্ব্বক শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর লবণ মান্ধাতার এই দুশ্চেষ্টায় হাসিয়া উঠিল এবং তাঁহাকে সসৈন্যে বিনাশ করিবার জন্য শূল গ্রহণ করিল। শূল স্বতেজে দীপ্যমান। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মান্ধাতাকে বিনাশ করিয়া পুনরায় লবণের হস্তে উপস্থিত হইল। শত্রুঘ্ন! শূলের বল অলোকসামান্য কাল প্রভাতে যখন রাক্ষস লবণ নিরস্ত্র থাকিবে সেই সময় তুমি তাঁহাকে বধ করিও। জয়শ্রী তোমারই নিশ্চয়। এই কার্য্য সিদ্ধ হইলে সমস্ত লোকের মঙ্গল। রাজন্! এই আমি তোমাকে দুরাত্মা লবণের এবং শূলের নিরূপম বলের বিষয় কহিলাম। লবণ যখন আহারার্থ নির্গত হইবে তখনই তুমি তাহাকে বধ করিও।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

রাত্রি শীঘ্র প্রভাত হইল। মহাবীর লবণ আহার অন্বেষণের নিমিত্ত পুরের বাহির হইয়াছে। ইত্যবসরে শত্রুঘ্ন যমুনা পার হইয়া শরাসনহস্তে মধুপুত্রের দ্বারে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। নৃশংসাচারী রাক্ষস দিবা দুই প্রহরে বহুসংখ্য নিহত জীবজন্তুর দেহভার স্কন্ধে লইয়া উপস্থিত। সে আসিয়া দেখিল শত্রুঘ্ন সশস্ত্রে দ্বারে দণ্ডায়মান। কহিল, তুই এই অস্ত্র শস্ত্রে কি করিবি। আমি তোর মত বহুসংখ্য অস্ত্রধারীকে ক্রোধে ভক্ষণ করিয়াছি। যাই হউক, তুই প্রকৃত সময়েই আসিয়াছিস্। রে নরাধম! আমার ভক্ষ্য দ্রব্য অসম্পূর্ণ আছে। আজ তুই স্বয়ং আসিয়া কিরূপে আমার মুখে প্রবেশ করিলি?

মহাবীর শত্রুঘ্ন দুরাত্মা লবণকে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক মুহুর্মুহু হাসিতে দেখিয়া যারপর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল হইতে রোষাশ্রু উদ্ভুত হইল এবং সর্ব্বশরীর হইতে তেজ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি ক্রোধে কষায়িত হইয়া কহিলেন, রে নির্ব্বোধ! আমি যুদ্ধার্থী, তুই আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর্। আমি রাজা দশরথের পুত্র, ধীমান রামের ভ্রাতা, নাম শত্রুঘ্ন। আমি তোরে বধ করিবার জন্য আসিয়াছি। তুই সকল জীবের শত্রু, আজ প্রাণ সত্ত্বে কদাচ যাইতে পারিবি না।

রাক্ষস হাস্য করিয়া কহিল, রে নরাধম! রাবণ আমার মাতৃষ্বসা শূর্পণখার ভ্রাতা ছিল, রাম তাহাকে স্ত্রীর জন্য বধ

করিয়াছে। আমি অবজ্ঞা পূর্ব্বক রাবণের সেই সমস্ত কুল-ক্ষয় ও বিশেষত তোদিগকে ক্ষমা করিয়াছি। যে সমস্ত বীর জন্মিয়াছিল, যাহারা জন্মিবে, এবং তোদের ন্যায় বর্ত্তমান সমস্ত নরাধমকে বিনাশ করা আমার পক্ষে সামান্য কথা। আমি সকলকেই তৃণবৎ পরাভব করিয়া থাকি। তুই যুদ্ধার্থী, আমি অবশ্যই তোর সহিত যুদ্ধ করিব। তুই ক্ষণ-কাল অপেক্ষা কর্, আমি অস্ত্র লইয়া আসিতেছি। শত্রুঘ্ন কহিলেন, তুই প্রাণ লইয়া আর কোথায় যাইবি? যে শত্রু স্বয়ং উপস্থিত হয় তাহাকে পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমানের উচিত নহে। যে ব্যক্তি নির্বুদ্ধিতা বশত শত্রুকে অবসর দেয় কাপুরুষবৎ তাহার নিশ্চয় বিনাশ। এক্ষণে তুই এই জীব-লোক একবার মনের সাধে দেখিয়া ল। তুই ত্রিলোক ও আমার শত্রু, আমি সুশাণিত শরে এখনই তোরে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

লবণ শত্রুঘ্নের এই কথায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিল, রে পাষণ্ড! তুই থাক্ থাক্। এই বলিয়া সে করে করপরামর্ষণ ও দন্তে দন্তে কটকটাশব্দ পূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে যুদ্ধার্থ পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিল। তখন শত্রুঘ্ন ঐ ঘোরদর্শন লবণকে কহিলেন, রে পাপিষ্ঠ! তুই যখন অন্যকে বধ করিয়াছিস্ তখন শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন নাই। যাই হউক, আজ তুই

আমার শরে যমালয়ে যাত্রা কর্‌। দেবগণ যেমন রাবণকে বিনষ্ট দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন সেই রূপ আজ বিদ্বান ঋষিগণ তোরে বিনষ্ট দেখিয়া হৃষ্ট হউন। তুই আজ আমার শরে সমরশায়ী হইলে গ্রাম নগর সর্ব্বত্র মঙ্গলই হইবে। আজ বজ্রমুখ শর আমার বাহুবেগে নির্গত হইয়া পদ্মমধ্যে সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় তোর হৃদয়ে প্রবেশ করিবে।

অনন্তর লবণ ক্রোধে অধীর হইয়া শত্রুঘ্নের বক্ষে এক বৃক্ষ নিক্ষেপ করিল। শত্রুঘ্ন তাহা শতখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল লবণ বৃক্ষ নিষ্ফল দেখিয়া পুনরায় বহু-সংখ্য বৃক্ষ নিক্ষেপ করিল। শত্রুঘ্নও এক এক বৃক্ষ তিন চার শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া উহার উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাক্ষস কিছুতেই ব্যথিত হইল না। অনন্তর সে হাস্য করিয়া শত্রুঘ্নের মস্তকে এক বৃক্ষ প্রহার করিল। শত্রুঘ্ন ঐ প্রবল আঘাতে কর চরণ প্রসারণ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চতুর্দ্দিকে ঋষি ও দেবগণের তুমুল হাহাকার রব উত্থিত হইল। লবণ শত্রুঘ্নকে বিনষ্ট বুঝিয়া সুযোগ পাইলেও গৃহপ্রবেশ বা শূল গ্রহণ করিল না। এবং সে উহাঁকে নিশ্চয় বিনষ্ট দেখিয়া মৃত পশুপক্ষীর দেহভার পুন-রায় স্কন্ধে লইল। এই অবসরে শত্রুঘ্ন সংজ্ঞালাভ করিয়া সশস্ত্রে পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং রাক্ষসকে বধ কবিবার জন্য এক অমোঘ শর গ্রহণ করিলেন। ঐ শর বজ্রমুখ বজ্রবেগ ও পর্ব্বতবৎ সুদৃঢ়, উহা স্বতেজে দশ দিক পরিপূর্ণ করিতেছে। উহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তচন্দনচর্চ্চিত, পর্ব্ব আনত, পত্র সুন্দর এবং প্রয়োগ অব্যর্থ, দেখিলে দানবেন্দ্র

পর্ব্বতরাজ ও অসুরদিগের ত্রাস জন্মে। ঐ প্রলয়বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত শর দেখিয়া সমস্ত প্রাণী ভীত হইয়া উঠিল। এই অবসরে দেবগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, আমরা আজ কেন ভীত হইতেছি এবং লোকক্ষয়ই বা কেন হয়। ব্রহ্মা মধুর বাক্যে কহিলেন, দেবগণ! শুন। আজ মহাবীর শত্রুঘ্ন যুদ্ধে দুর্দ্দান্ত লবণকে বধ করিবার জন্য শর সন্ধান করিয়াছেন। তোমরা সেই শরের তেজে এই রূপ বিমোহিত হইয়াছ। ইহা লোকস্রষ্টা বিষ্ণুর তেজোময় শর। তিনি মধু ও কৈটভকে বধ করিবার জন্য এই শর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার শরময়ী প্রাচীনমূর্ত্তি। সুতরাং বিষ্ণুই ইহাকে বিশেষ জানেন। এক্ষণে তোমরা গিয়া লবণ বধ স্বচক্ষে দেখ।

অনন্তর সুরগণ যথায় শত্রুঘ্ন ও লবণের যুদ্ধ হইতেছে তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলে শত্রুঘ্নের হস্তে প্রলয়বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত শর দেখিতে পাইলেন। আকাশ দেবগণে আবৃত, তদ্দৃষ্টে শত্রুঘ্ন ঘোর সিংহনাদ পূর্ব্বক লবণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। লবণও ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পুনরায় উপস্থিত হইল। শত্রুঘ্ন ঐ শর আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক লবণের বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। সুরপূজিত শর উহার বক্ষ বিদারণ পূর্ব্বক রসাতলে প্রবেশ করিল। এবং পুনরায় শত্রুঘ্নের হস্তে শীঘ্র উপস্থিত হইল। লবণ শরাঘাতে বজ্রাহত পর্ব্বতবৎ সহসা ভূতলে পড়িল। এই অবসরে শূলাস্ত্র দেবগণের সমক্ষে দেবদেব রুদ্রের হস্তে পুনরায় আইল। ঐ সময় শত্রুঘ্নও

সূর্য্য যেমন অন্ধকার নষ্ট করিয়া শোভা পান সেইরূপ লবণকে সংহার করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

সপ্ততিতম সর্গ

রাক্ষস লবণ বিনষ্ট হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ মধুর বাক্যে শত্রুঘ্নকে কহিলেন, বৎস! ভাগ্যক্রমে তোমার জয়লাভ এবং লবণ বিনষ্ট হইল। এক্ষণে তুমি আমাদিগের নিকট বর প্রার্থনা কর। রাক্ষস বিনাশ আমাদিগের অভিপ্রেত। ফলত আমরা তোমায় বরদান করিবার জন্যই উপস্থিত হইলাম। আমাদিগের দর্শন অমোঘ।

শত্রুঘ্ন কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন দেবগণ! এই রমণীয় মধুপুরী দেবনির্ম্মিত, ইহা শীঘ্র রাজধানী হউক এই আমার প্রার্থনা। তখন দেবগণ প্রীতমনে কহিলেন, বৎস! এই পুরী বীরসৈন্যসঙ্কুল রাজধানী হইবে সন্দেহ নাই। এই বলিয়া তাঁহারা দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর শত্রুঘ্নের আদেশে সেনা সকল মধুপুরীতে উপস্থিত হইল। শত্রুঘ্ন শ্রাবণ মাস হইতে তথায় বসতি বিস্তার করিতে লাগিলেন। ক্রমশ দ্বাদশ বৎসর হইতে চলিল। শূর সৈন্যগণের সন্নিবেশে ঐ নিষ্কণ্টক প্রদেশ গ্রামনগরে শোভিত হইল। ক্ষেত্রসকল শস্যবহুল, মেঘ যথাকালে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল, সকলেই নীরোগ ও শূর। যমুনাতীরে ঐ পুরীর সংস্থান অর্দ্ধচন্দ্রাকার হইল। উৎকৃষ্ট গৃহ, চত্বর ও

আপণ শ্রেণী দ্বারা চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল। চাতুর্ব্বর্ণের লোক গিয়া তথায় বসতি করিতে লাগিল। উহা বাণিজ্যের কোলাহলে পূর্ণ। পূর্ব্বে লবণ যে সমস্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়াছিল শত্রুঘ্ন তৎসমুদায় সুধাধবল ও নানাবর্ণে চিত্রিত করিয়া নগরের শোভা বর্দ্ধন করিলেন। স্থানে স্থানে রমণীয় উদ্যান ও বিহারস্থান। সমৃদ্ধিশালী শত্রুঘ্ন এই ধনধান্যপূর্ণা পুরী দেখিয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন। এই মধুপুরী সংস্থাপন করিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল, এই সময় একবার আর্য্য রামের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসি।

একসপ্ততিতম সর্গ।

দ্বাদশবর্ষে শত্রুঘ্ন সামান্য মাত্র ভৃত্য ও সৈন্য লইয়া অযোধ্যায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মন্ত্রী ও সেনাপতিদিগকে সমভিব্যাহারে লওয়া অনাবশ্যক। তিনি তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়া অশ্ব ও একশত রথের সহিত যাত্রা করিলেন। এবং সাত আটটী নির্দ্দিষ্ট পান্থনিবাস অতিক্রম করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহর্ষির হর্ষের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা উঁহার আতিথ্য সৎকার করিলেন। উভয়ের নানারূপ সুমধুর কথা প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। বাল্মীকি লবণবধসংক্রান্ত কথা উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস! তুমি লবণকে বধ করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছ। এই রাক্ষস

বলবাহনের সহিত অনেক রাজাকে বিনাশ করিয়াছে। তুমি অবলীলাক্রমে ঐ পাপকে নষ্ট করিয়াছ। তোমারই বলে জগতের ভয় দূর হইয়াছে। রাবণবধ অতিযত্নে সম্পন্ন হয় কিন্তু এই দুষ্কর লবণবধ অযত্ন বা অবলীলায় হইয়াছে। এই কার্য্যে দেবগণের প্রীতি ও সমস্ত জীবের প্রীতি; ইহা দ্বারা জগতের একটী সুমহৎ প্রিয়সাধন হইয়াছে। আমি দেবসভায় বসিয়া এই ব্যাপার যথাবৎ সমস্তই শুনিয়াছি। ইহাতে আমারও আনন্দ। এক্ষণে আইস আমি তোমার মস্তকাঘ্রাণ করি, স্নেহের ইহাই পরম লক্ষণ। এই বলিয়া মহর্ষি বাল্মীকি শত্রুঘ্নর মস্তকাঘ্রাণ করিলেন এবং সমস্ত অনুগামি লোকের সহিত তাঁহার আতিথ্য করিলেন। ঋষি রামচরিত রচনা করিয়াছেন। ভোজনান্তে শত্রুঘ্ন ঐ চরিত গীতি শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ঐ মধুর গীত বীণাধ্বনি সমুত্থিত লয়ে অনুগত, বক্ষ কণ্ঠ ও তালু এই তিন স্থান হইতে যথাবৎ উচ্চারিত, সংস্কৃত বাক্যবন্ধ, কাব্যলক্ষণ ও গীতিলক্ষণ সঙ্গত ও তালযুক্ত। শত্রুঘ্ন ঐ সময় এই রামচরিত গীতি আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ইহার প্রত্যেক অক্ষর সত্য, পূর্ব্বে যেরূপ ঘটিয়াছিল ইহাতে তাহার কিছুমাত্র স্খলিত হয় নাই। শত্রুঘ্নর নেত্রযুগল বাষ্পপূর্ণ, তিনি মুহূর্ত্তকাল বিচেতন প্রায় হইয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। যদিও ঘটনাগুলি পূর্ব্বের কিন্তু তাঁহার বোধ হইল যেন বর্ত্তমান। তাঁহার আনুযাত্রিকেরা এই গান শুনিয়া অধোমুখে দীনভাবে কহিতে লাগিল কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! সৈনিকেরা পরস্পর কহিতে লাগিল একি! আমরা কোথায়! ইহা কি

স্বপ্ন, আমরা পূর্ব্বে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এই আশ্রমপদে তাহাই শুনিলাম। এই গীতিবন্ধ আমাদের কি স্বপ্নে অনুভূত? সৈনিকেরা এইরূপ বিস্মিত হইয়া শত্রুঘ্নকে কহিল, রাজন্! আপনি মহর্ষি বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করুন এই গীতির রচয়িতা কে? শত্রুঘ্ন কহিলেন, সৈন্যগণ! মহর্ষিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত হয় না। ইহাঁর আশ্রমে এইরূপ অনেক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া থাকে কিন্তু কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার অনুসন্ধান করা উচিত হয় না। শত্রুঘ্ন সৈনিকদিগকে এইরূপ কহিয়া মহর্ষিকে অভিবাদন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট পর্ণশালায় বিশ্রামার্থ গমন করিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

ঐ রাত্রিতে শত্রুঘ্নের আর নিদ্রা হইল না। তিনি ঐ মধুর গীতের কথাই ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রি শীঘ্রই প্রভাত হইল। তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বাল্মীকিকে কহিলেন, তপোধন! আজ্ঞা করুন আমি এক্ষণে আনুযাত্রিকগণের সহিত রামদর্শনার্থে যাত্রা করি। মহর্ষি বাল্মীকি সস্নেহ আলিঙ্গনের সহিত তাঁহাকে যাইবার অনুমতি করিলেন। রথ সুসজ্জিত। শত্রুঘ্ন মহর্ষিকে অভিবাদন ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক রামদর্শনের ঔৎসুক্যে দ্রুতবেগে অযোধ্যায় উপনীত হইলেন এবং পুরপ্রবেশ পূর্ব্বক রামের নিকট গমন করিলেন। দেখিলেন পূর্ণচন্দ্র-

সুন্দর রাম সুরগণমধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় মন্ত্রিমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। শত্রুঘ্ন ঐ দিব্যকান্তি মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজন্! আমি আপনার আদেশ সম্যক পালন করিয়াছি। পাপাত্মা লবণের বিনাশ এবং মধুপুরীতে লোকজনের বসবাস হইয়াছে। কিন্তু এই দ্বাদশ বৎসর হইল আমি আপনাকে দেখি নাই, এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন আর আমি আপনাকে ছাড়িয়া মাতৃহীন বৎসের ন্যায় বহুদিন প্রবাসে থাকিতে ইচ্ছা করি না।

তখন রাম শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! দুঃখিত হইও না। ইহা ক্ষত্রিয়ের কাজ নহে। প্রবাসে কালক্ষেপ করিতে ক্ষত্রিয়েরা কদাচ বিষণ্ন হন না। ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনই রাজার কর্ত্তব্য। এক্ষণে তোমায় স্বনগরে যাইতে হইবে, তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সময়ে সময়ে অযোধ্যায় আসিও। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর, রাজ্যপালন তোমার অবশ্য করণীয়। অতএব তুমি সাত রাত্রি আমার সহিত বাস কর, পরে বলবাহনের সহিত মধুপুরীতে যাইও।

শত্রুঘ্ন দীনবাক্যে রামের কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন। এবং তাঁহার আদেশে সাত রাত্রি অযোধ্যায় বাস করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরে রাম লক্ষ্মণ ও ভরতকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলেন, লক্ষ্মণ ও ভরত পদব্রজে কিয়দ্দুর তাঁহার অনুগমন করিলেন। তিনিও মধুপুরীর অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গ ।

রাম শত্রুঘ্নকে প্রস্থাপন পূর্ব্বক রাজ্যপালনে ব্যাপৃত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। একদা কোন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটি মৃত বালককে লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত। ব্রাহ্মণ পুত্রস্নেহ ও দুঃখে কাতর হইয়া বারংবার হা পুত্র হা পুত্র বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কহিলেন হা! আমি পূর্ব্ব জন্মে কি দুষ্কর্ম্ম করিয়া ছিলাম। কোন্ দুষ্কর্ম্মের ফলে আমি এই একমাত্র পুত্রকে হারাইলাম। হা বৎস! তুমি অপ্রাপ্ত যৌবন বালক, সবে মাত্র পঞ্চদশ বয়স্ক, তুমি আমায় ফেলিয়া অকালে কোথায় চলিয়া গেলে। আমি ও তোমার জননী আমরা উভয়ে তোমার শোকে অল্প দিনের মধ্যে দেহপাত করিব। আমি যে কখন মিথ্যা কহিয়াছি কি কখন কাহার অনিষ্ট করিয়াছি কি কোনও জীবের কোনরূপ হিংসা করিয়াছি ইহা ত স্মরণ হয় না। হা! আজ কোন্ দুষ্কর্ম্মের ফলে আমার এই বালক পুত্র পিতৃকার্য্য না করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইল। রাজা রামের রাজ্যে কাহারো যে অসময়ে মৃত্যু হয় আমি ইহা কখন দেখি নাই ও শুনি নাই। কিন্তু যখন তাঁহার রাজ্যে বালকের মৃত্যু হইল তখন নিঃসন্দেহ তাঁহারই কোন ঘোর পাপ আছে। হা অন্য রাজার অধিকারে বালকের এইরূপ ঘটে না। রাম! এই বালক কালগ্রাসে পতিত, তুমি ইহাকে জীবিত কর। আমি আজ ভার্য্যার সহিত অনাথের ন্যায় এই রাজদ্বারে প্রাণত্যাগ করিব, রাম! তুমি এই ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত

হইয়া সুখী হও এবং ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘায়ু লাভ কর। আমরা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তোমার রাজ্যে সুখে ছিলাম কিন্তু এখন আমরা মৃত্যুর বশবর্ত্তী, সুতরাং এক্ষণে তোমার রাজ্যে আমাদের সামান্যই সুখ; যখন বালকের অন্তক রাম রাজা তখন মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর এই রাজ্য নিশ্চয় অরাজক। অসম্যক্‌-প্রতিপালিত প্রজারা রাজার দোষেই নষ্ট হইয়া থাকে। রাজা অসচ্চরিত্র হইলে প্রজার অকালমৃত্যু হয়। অথবা বোধ হয় গ্রাম ও নগরের অধিবাসিরা নানারূপ পাপ আচরণ করিতেছে এবং সেই সমস্ত পাপের যথোচিত প্রতিবিধানও হইতেছে না, তজ্জন্যই সম্ভবত প্রজাদিগের এই অকালমৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে। আর গ্রাম ও নগরে পাপের যে, কোন রূপ প্রতিবিধান হইতেছে না তাহাও নিশ্চয় রাজদোষ। সেই রাজদোষেই আজ আমার এই বালক বিনষ্ট হইয়াছে।

জনপদ বা ব্রাহ্মণ এইরূপ বাক্যে বারংবার রামকে ভৎর্সনা করিয়া দুঃখিত মনে মৃত বালককে লইয়া রাজদ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

রাম ব্রাহ্মণের এই সকরুণ বিলাপ শুনিতে পাইলেন এবং অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া মন্ত্রিগণ, বশিষ্ঠ, বামদেব ও পুরবাসীদিগের সহিত ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে বশিষ্ঠের সহিত মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব,

কাশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম, ও নারদ এই অষ্ট ঋষি উপস্থিত। ইহাঁরা আসিয়া দেবকল্প মহারাজ রামকে জয়াশীর্ব্বাদে সম্বর্দ্ধনা পুর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাম তাঁহাদিগকে অভিবাদন এবং মন্ত্রীগণের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর সকলে দীপ্তজ্যোতিতে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট আছেন, এই অবসরে রাম দীনমনে কহিলেন, একটী ব্রাহ্মণ মৃত বালককে ক্রোড়ে লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত। আপনারা বলুন কেন এই বালকের অকালমৃত্যু হইল। নারদ কহিলেন রাজন্! যে কারণে এই বিপ্রবালক অকালে বিনষ্ট হইয়াছে বলি শুন, শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণেরাই তপস্যা করিতেন। তদ্ব্যতীত অন্য জাতির তদ্বিষয়ে কদাচ অধিকার ছিল না। ঐ সত্যযুগে তপস্যার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব, ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বপ্রধান, এবং লোক সকল অজ্ঞানতার আবরণশূন্য। অকালমৃত্যু কাহাকেও স্পর্শ করিত না এবং সকলেই দীর্ঘদর্শী ছিল। সত্যের পর ত্রেতাযুগ। এই সময়ে মনুষ্যের ব্রহ্মে আত্মবুদ্ধি শিথিল হইয়া যায় তন্নিবন্ধন দেহে আত্মাভিমান এবং ক্ষত্রিয়ের জন্ম। সত্যযুগে তপস্যায় কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ত্রেতায় তাহা ক্ষত্রিয়-সাধারণ হইল। ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই তপঃ-পরায়ণ হইয়া ছিলেন বটে কিন্তু সত্যের মানব এই যুগ অপেক্ষা প্রভাব ও তপস্যায় উৎকৃষ্ট ছিলেন। সত্য ও ত্রেতা এই দুই যুগের মধ্যে সত্যযুগে ব্রাহ্মণ তপ ও প্রভাবে উৎকৃষ্ট এবং ক্ষত্রিয় ন্যূন; কিন্তু ত্রেতায় ঐ উভয় বর্ণই তপ ও প্রভাবে সমান। মন্বাদি ঋষিগণ এই যুগে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষত্রিয়

অপেক্ষা কিছু বিশেষত্ব না দেখিয়া চাতুর্বর্ণের সম্মত মর্য্যাদা-স্থাপক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ছিলেন। এই যুগে যাগাদি ধর্ম্ম বহুল পরিমাণে অনুষ্ঠিত হয়, ধর্ম্মকার্য্যসাধনে কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না, এবং ধর্ম্মের চর্চ্চা যথেষ্টই হইত। এই অবস্থায় চতুষ্পাদ অধর্ম্ম পাদমাত্রে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব এবং যাগাদি ধর্ম্মের অবতারণা হেতু পাদমাত্রে অধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছিল। অধর্ম্মের আশ্রয় লইলে তেজের হ্রাস হইবে। এই যুগে তাহাই হইয়াছিল। পূর্ব্বে—সত্যযুগে রজোগুণমূলক যে জীবিকা মলবৎ অত্যন্ত ত্যাজ্য ছিল তাহার নাম অণৃত (কৃষি)। অধর্ম্ম সেই কৃষিরূপ এক পদে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ সত্যযুগে অপ্রযত্নোপলব্ধ ফলমুলমাত্র লোকের আহার ছিল। অধর্ম্মের এই কৃষিরূপ এক পদে পৃথিবীতে অবস্থান নিবন্ধন লোকের আয়ু সত্যযুগ অপেক্ষা হ্রাস হইয়া আইসে। অধর্ম্ম এই রূপে প্রভাব বিস্তার করাতে লোক সকল যাগযজ্ঞাদি শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত এবং তাহারই বলে সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইত। অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং দেহে আত্মবুদ্ধি নষ্ট হওয়াতে তাহারা সত্যধর্ম্মে অধিকারী হইত। ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তপস্যায় অধিকার; অপর বর্ণ উহাদেরই শুশ্রূষাপর ছিল। এই বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে শুশ্রূষারূপ স্বধর্ম্ম বৈশ্য ও শূদ্রকে অধিকার করে, কিন্তু বৈশ্য কৃষিপ্রবৃত্ত হওয়াতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের এবং শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই সেবা করিত। অনন্তর ত্রেতাযুগে অণৃতরূপ অধর্ম্মের

পাদ বৈশ্য ও শূদ্রকে অধিকার করিলে পূর্ব্ববর্ণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া যায়। এই সময় অধর্ম্ম সমতারূপ দ্বিতীয় পাদ পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে এবং দ্বাপর যুগের উৎপত্তি হয়। এই দ্বাপর যুগে অধর্ম্ম ও অণৃত বৰ্দ্ধিত হইয়া ছিল এবং তপস্যা বৈশ্যবর্ণকে অধিকার করে। ফলত সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগে তপস্যা ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণকে আশ্রয় করিয়া ছিল। কিন্তু এই তিন যুগে শূদ্রের তাহাতে অধিকার হয় নাই। এই নীচ বর্ণ ভবিষ্যতে ঘোরতর তপস্যা করিবে। কলিযুগই তাহার প্রকৃত সময়। শূদ্রজাতির দ্বাপরে তপস্যা করা অতিশয় অধর্ম্ম। সেই শূদ্র আজ নিবুদ্ধিতা বশত তোমার অধিকারে তপস্যা করিতেছে সেই জন্য এই বিপ্রবালক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। যে নির্ব্বোধ রাজার অধিকারে প্রজা অনর্থকর অধর্ম্ম বা অকার্য্য করে সে এবং সেই রাজা উভয়েই শীঘ্র নরকস্থ হন সন্দেহ নাই। যে রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন তিনি স্বাধিকারস্থ সকলের অধ্যয়ন তপস্যা ও পুণ্যের ষষ্ঠ ভাগ প্রাপ্ত হন। যিনি ষষ্ঠ ভাগের ভোক্তা তিনি কেন প্রজাপালন না করিবেন। অতএব মহারাজ! তুমি স্বাধিকৃত সমস্ত দেশ অনুসন্ধান কর। যথায় দুষ্কর্ম্ম দেখিবে তাহার দমনে চেষ্টা কর। এইরূপ হইলে তোমার ধর্ম্মবৃদ্ধি ও মনুষ্যের আয়ুর্বৃদ্ধি হইবে এবং এই বিপ্রকুমারও পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিবে।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

মহারাজ রাম মহর্ষি নারদের এই সুমধুর কথা শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি গিয়া ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দেও এবং বিপ্রবালকের দেহ উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য ও সুগন্ধি তৈলে সিক্ত করিয়া তৈলদ্রোণিতে রক্ষা কর। সন্ধিবিশ্লেষ ও বিকৃত হইয়া যাহাতে দেহ নষ্ট না হয় এইরূপ করিয়া রাখ। রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া মনে মনে পুষ্পককে স্মরণ করিলেন। স্বর্ণখচিত পুষ্পক তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, রাজন্! এই আপনার বশ্য ও কিঙ্কর উপস্থিত। তখন রাম ভ্রাতা ভরত ও লক্ষ্মণকে নগররক্ষার ভার দিয়া মহর্ষিগণকে প্রণাম পূর্ব্বক সশস্ত্রে পুষ্পকে আরোহণ করিলেন এবং ইতস্ততঃ অনুসন্ধান পূর্ব্বক পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিলেন। তথায় অল্পমাত্রও দুষ্কার্য্য দেখিতে না পাইয়া হিমাদ্রিপরিবেষ্টিত উত্তর দিকে এবং তথা হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন। দেখিলেন ঐ দিক নিষ্পাপ, তথাকার আচার যার পর নাই পরিশুদ্ধ। পরে তিনি দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন শৈবল পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে একটী সুপ্রশস্ত সরোবরের তীরে কোন এক তাপস বৃক্ষে লম্বমান হইয়া আছেন এবং তিনি অধোমুখে অতিকঠোর তপস্যা করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে রাম তাঁহারার সন্নিহিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তাপস! তুমি ধন্য, বল কোন্ যোনিতে জন্মিয়াছ। আমি

রাজা দশরথের পুত্র রাম। কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া তোমায় এইরূপ জিজ্ঞাসিলাম। কি তোমার অভীষ্ট, স্বর্গ-লাভ বা আর কিছু? কিসের জন্য তুমি অন্যের দুষ্কর এইরূপ কঠোর তপস্যা করিতেছ। তুমি ব্রাহ্মণ না দুর্জ্জয় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য না শূদ্র? সত্য কহিও।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

তাপস কহিল, রাজন্! আমি শূদ্রযোনিতে জন্মিয়াছি। এইরূপ কঠোর তপস্যা দ্বারা সশরীরে দেবত্বলাভ করা আমার ইচ্ছা। যখন আমার দেবত্বলাভের ইচ্ছা তখন নিশ্চয় জানিও আমি মিথ্যা কহিতেছি না। আমি শূদ্রজাতি, আমার নাম শম্বুক।

তাপস এইরূপ কহিবামাত্র রাম দিব্যদর্শন খড়্গ নিষ্কোসিত করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। শূদ্র শম্বুক নিহত হইলে সুরগণ বারংবার রামকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বায়ুসহযোগে সুগন্ধী পুষ্প চতুর্দ্দিকে বর্ষিত হইতে লাগিল। সুরগণ যার পর নাই প্রীত হইয়া রামকে কহিলেন, রাম! তুমি দেবগণের প্রিয়কার্য্য সাধন করিলে। এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা আমাদের নিকট বর প্রার্থনা কর। এই শূদ্র তোমারই জন্য দেবত্বলাভ করিতে পারিল না। ইহাই আমাদিগের পরম সন্তোষ।

তখন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে সহস্রলোচন ইন্দ্রকে কহিলেন, সুররাজ! যদি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে সেই বিপ্রকুমার পুনর্ব্বার জীবিত হউক; এই আমার অভীষ্ট বর। সে আমারই দোষে অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছে, আপনারা তাহার প্রাণদান করুন। আমি তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিব ব্রাহ্মণের নিকট এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আপনাদের প্রসাদে তাহা সত্যই হউক।

সুরগণ প্রীত হইয়া কহিলেন, রাম! আশ্বস্ত হও, আজ সেই বিপ্রকুমার পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই শূদ্র তাপস যে মুহূর্ত্তে নিহত হইল সেই মুহূর্ত্তেই সে জীবিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক; আমরা চলিলাম। আমরা মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমপদে যাইব। আজ দ্বাদশ বৎসর হইল তিনি জলশয্যা আশ্রয় করিয়া আছেন। এক্ষণে তাঁহার দীক্ষাকাল সমাপ্ত। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য তাঁহার নিকট যাইব। রাম! আমাদের অনুরোধ তুমিও তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া আমাদের সমভিব্যাহারে চল।

অনন্তর রাম সুরগণের বাক্যে সম্মত হইয়া কনকখচিত বিমানে আরোহণ করিলেন। দেবতারা অগস্ত্যের আশ্রমো-দ্দেশে স্ব স্ব যানবাহনে চলিলেন। রামও তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। পরে ধর্ম্মাত্মা অগস্ত্য দেবগণকে উপ-স্থিত দেখিয়া নির্ব্বিশেষে তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন। তাঁহা-রাও উহাঁকে প্রতিপূজা করিয়া হৃষ্টমনে দেবলোকে চলিলেন।

দেবতারা প্রস্থান করিলে রাম পুষ্পক হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং মহর্ষি অগস্ত্যের পাদবন্দনা করিলেন। অগস্ত্য ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত। রাম তৎপ্রদত্ত আতিথ্যগ্রহণ পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন মহাতপা অগস্ত্য কহিলেন, রাম! তুমি আমার ভাগ্যবলে উপস্থিত। কেমন সুখে আসিয়াছ তো? তুমি নানারূপ উৎকৃষ্ট গুণে আমার মাননীয় এবং অতিথি বলিয়া পূজনীয়। তোমার কথা সর্ব্বদাই আমার স্মৃতিপথে জাগরূক। দেবতাদিগের নিকট শুনিলাম তুমি শূদ্র তাপসকে বিনাশ করিয়া আসিয়াছ। তুমি ধর্ম্মব্যবস্থা রক্ষা করিয়া বিপ্রকুমারকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছ। এক্ষণে তুমি আমার এই আশ্রমে রাত্রিযাপন কর। তুমি শ্রীমান নারায়ণ। তোমাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি সকল দেবতার প্রভু এবং নিত্য পুরুষ। তুমি আজ রাত্রিপ্রভাতে পুষ্পকে আরোহণ পূর্ব্বক স্বনগরে যাত্রা করিও। দেখ, এই সমস্ত আভরণ দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত। ইহার গঠন অতি চমৎকার এবং ইহা স্বতেজে উজ্জ্বল। তুমি ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইব। এই আভরণ পূর্ব্বে কেহ আমাকে দান করিয়াছিল। দত্ত বস্তুর পুনরায় দান মহাফলজনক। অতএব তুমি ইহা গ্রহণ কর। এই আভরণ ধারণ করিতে একমাত্র তুমিই সমর্থ! তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণকে উদ্ধার করিতে পার এবং সকলকে সর্ব্বপ্রকার মহৎ ফল প্রদান করিতে পার। অতএব আমি তোমাকে আভরণ দিতেছি তুমি তাহা গ্রহণ কর।

রাম কহিলেন, ভগবন্! প্রতিগ্রহে ব্রাহ্মণেরই অধিকার,

ক্ষত্রিয়ের তাহা নাই; প্রত্যুত ইহা তাহার পক্ষে যার পর নাই ঘৃণার বিষয়।

অগস্ত্য কহিলেন, রাম! পূর্ব্বে বিপ্রপ্রধান সত্যযুগে প্রজাগণের কেহ রাজা ছিল না। ইন্দ্র সুরগণের রাজা ছিলেন। তখন প্রজারা রাজার জন্য ব্রহ্মার নিকট গিয়া কহিল, ইন্দ্র দেবগণের রাজা, এক্ষণে আমরা যাঁহাকে পূজা করিয়া নিষ্পাপ হইতে পারি আপনি এমন কোন এক মনুষ্যকে আমাদিগের রাজা করিয়া দিন। আমরা স্থির নিশ্চয় করিয়াছি যে রাজা ব্যতীত আর পৃথিবীতে বসবাস করিব না।

অনন্তর ব্রহ্মা লোকপালগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা স্বস্ব তেজের অংশ প্রদান কর। লোকপালগণ ব্রহ্মার অনুরোধে স্ব স্ব তেজ হইতে অংশ প্রদান করিলেন। ঐ সময় ব্রহ্মা একবার হাঁচিয়াছিলেন। ইহা হইতেই রাজার উৎপত্তি হয়। হাঁচির নাম ক্ষুপ; এই জন্য ঐ রাজার নাম ক্ষুপ হইল। ব্রহ্মা লোকপালগণের নিকট তুল্য অংশ লইয়া রাজা ক্ষুপে তাহার সমাবেশ করিয়া দিলেন। ক্ষুপ ঐন্দ্র অংশে পৃথিবী অধিকার, বারুণ অংশে শরীরপোষণ, কৌবের অংশে বিত্তাধিপত্য এবং যমাংশে লোকশাসন করিতে লাগিল। অতএব রাম! তুমি আমায় উদ্ধার করিবার জন্য ঐন্দ্র অংশে এই আভরণ প্রতিগ্রহ কর। তোমার মঙ্গল হউক।

রাম মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত বিচিত্র আভরণ গ্রহণ করিলেন। কহিলেন, তপোধন! এই সুনির্ম্মিত দিব্য আভরণ অতি অদ্ভুত। আপনি ইহা কোথায় পাইয়াছিলেন? কে আপনাকে দিয়াছিল? আপনি অত্যাশ্চর্য্য

বস্তুর পরম নিধি। কৌতূহল প্রযুক্ত আমি আপনাকে এই-রূপ জিজ্ঞাসা করিলাম।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

অগস্ত্য কহিলেন, রাম! শুন। ত্রেতাযুগে একটী বহু-বিস্তীর্ণ অরণ্য ছিল। উহা চতুর্দ্দিকে শতযোজন বিস্তৃত। আমি সেই নির্জ্জন অরণ্যের একদেশে তপস্যা করিতাম। একদা আমার ঐ অরণ্য পর্য্যটন করিবার ইচ্ছা হইল। আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ঐ বন যে কিরূপ নিবিড় তাহা নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন। উহার মধ্যে যোজন প্রমাণ একটী সরোবর ছিল। সরোবরে পদ্মসকল প্রস্ফুটিত, শৈবলের সম্পর্ক নাই এবং উহা অত্যন্ত সুখাবহ নির্ম্মল ও স্থির। ঐ আমি উহার নিকট বহুকালের একটী পবিত্র তপোবন দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাহাতে তাপস নাই। আমি সেই তপোবনে গ্রীষ্মকালীন রাত্রি সুখে যাপন করিলাম এবং প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন উদ্দেশে ঐ সরোবরে উপস্থিত হই-লাম। দেখিলাম উহার একস্থলে একটী মৃতদেহ পতিত আছে। তাহা সুপুষ্ট নির্ম্মল এবং অপূর্ব্বশ্রীসম্পন্ন। আমি মৃত দেহের দিব্যকান্তি দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম এবং ঐ সরোবরের তীরে উপবিষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তকাল এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরে তথায় এক আশ্চর্য্যদর্শন দিব্য বিমান উপস্থিত। উহা হংসবাহিত ও মনোবৎ বেগগামী, এবং

সুদৃশ্য। দেখিলাম, ঐ বিমানে এক স্বর্গীয় পুরুষ বিরাজমান। বহুসংখ্য অপ্সরা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত আছে। ঐ সমস্ত পুণ্ডরীকলোচনা অপ্সরাদিগের মধ্যে কেহ গীত, কেহ বাদ্য, কেহ নৃত্য করিতেছে এবং কেহ বা স্বর্ণদণ্ড-মণ্ডিত জ্যোৎস্নাধবল মহামূল্য চামর ঐ পুরুষের মুখমণ্ডলে বীজন করিতেছে।

ঐ স্বর্গবাসী দিব্য পুরুষ স্বর্ণসিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার সমক্ষে বিমান হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং ঐ সরোবরতীরস্থ স্থূলতনু মৃতের মাংস আহার করিতে লাগি-লেন। তিনি ইচ্ছানুরূপ মাংস আহার করিয়া সরোবরে আচমন করিলেন এবং পুনর্ব্বার বিমানে উঠিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। তখন আমি ঐ দেবতুল্য পুরুষকে জিজ্ঞা-সিলাম, বল তুমি কে? আর এই ঘৃণিত শবমাংস কেন আহার করিলে? তোমার এই রূপ আহার এবং এইরূপ দেবতুল্য ভাব এই উভয়ের একত্র সমাবেশ দেখিয়া আমি বস্তুতই বিস্মিত হইয়াছি। অতএব বল প্রকৃত কথা কি। এই মৃতের মাংসাহার তোমার স্বেচ্ছাকৃত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

তখন ঐ স্বর্গীয় পুরুষ কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর বাক্যে আমায় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি আমার এই দিব্যভাব ও শবভক্ষণ

এই উভয়ের কারণ শুনুন। এই কার্য্যটী আমার পক্ষে অনতিক্রমণীয়। আমার পিতা ত্রিলোকে বিখ্যাত যশস্বী সুদেব। তিনি বিদর্ভদেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে আমার নাম শ্বেত এবং আমার জ্যেষ্ঠের নাম সুরথ। পিতা সুদেব স্বর্গারোহণ করিলে পুরবাসিগণ আমাকে রাজ্যে অভিষেক করেন। আমিও সাবধান হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করি। এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া গেল। পরে আমি কোনও লক্ষণে মৃত্যু সন্নিকট বুঝিয়া ভ্রাতা সুরথকে রাজ্যভার অর্পণ করিলাম এবং এই মৃগপক্ষিশূন্য দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এই সরোবরতীরে তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। ক্রমশঃ তিন সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইল। আমি তপোবলে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক লাভ করিলাম। ব্রহ্মলোক লাভ করিলেও আমার যৎপরোনাস্তি ক্ষুৎপিপাসার ক্লেশ ছিল। তখন আমি অতিমাত্র কাতর হইয়া ত্রিভুবনেশ্বর পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলাম। কহিলাম, ভগবন্! শুনিয়াছি এই ব্রহ্মলোকে ক্ষুৎপিপাসার পীড়া নাই, কিন্তু বলুন, আমি কোন্ কর্ম্মবিপাকে এইরূপ ক্ষুৎপিপাসার বশবর্ত্তী হইতেছি। আর আমার আহার দ্রব্যই বা কি? ব্রহ্মা কহিলেন, শ্বেত! সুস্বাদু স্বমাংসই তোমার আহার দ্রব্য। তুমি তপস্যা করিয়া স্বদেহের পুষ্টি সাধন করিয়াছ। দেখ, বীজ বপন না করিলে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। তুমি কেবল তপস্যাই করিয়াছ কিন্তু কাহাকেও কখন সামান্যও কিছু দান কর নাই, এই জন্য ক্ষুৎপিপাসা ব্রহ্মলোকেও তোমায় নিপীড়িত করিতেছে।

এক্ষণে সুপুষ্ট স্বশরীর আহার কর, ইহা দ্বারা তোমার ক্ষুধাশান্তি হইবে। কিন্তু যখন মহর্ষি অগস্ত্য এই অরণ্যে আগমন করিবেন তখনই তোমার এই পাপ হইতে মুক্তি লাভ হইবে। তিনি দেবগণকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। তুমি ক্ষুৎপিপাসার বশবর্ত্তী, তোমাকে উদ্ধার করা তাঁহার পক্ষে সামান্য কথা। ব্রহ্মণ্! আমি ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া তদবধি এই রূপ ঘৃণিত মৃত মাংস আহার করিয়া থাকি। আমি বহু-কাল ধরিয়া এইরূপ করিতেছি কিন্তু আমার ক্ষুধাশান্তি বা তৃপ্তি হয় না। আমি অতি কষ্টে পড়িয়াছি; আপনি আমায় পরিত্রাণ করুন। অগস্ত্য ব্যতীত অন্য কাহারও এই নির্জ্জন অরণ্যে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য নাই, আমি এই লক্ষণেই আপনাকে চিনিতে পারিলাম। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন; আমি এই আভরণ এবং এই সুবর্ণ ধন বস্ত্র ভক্ষ্য ভোজ্য সমস্তই আপনাকে প্রদান করিতেছি গ্রহণ করুন।

রাম! আমি সেই স্বর্গীয় পুরুষের এইরূপ কষ্টকর কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য আভরণ গ্রহণ করিলাম। আভরণ গ্রহণ করিবামাত্র ঐ স্বর্গীয় পুরুষের পূর্ব্ব দেহ নষ্ট হইল। এবং তিনিও পরম পরিতৃপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। রাম! পূর্ব্বে রাজা শ্বেতই আপনার উদ্ধার সাধনের জন্য আমাকে এই দিব্য আভরণ প্রদান করিয়া ছিলেন।

একোনাশীতিতম সর্গ।

রাম মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট এই অত্যাশ্চর্য্য বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়া গৌরব ও বিস্ময়ে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যথায় শ্বেত তপস্যা করিয়াছিলেন সেই বন মৃগ-পক্ষিশূন্য কেন? আর সেই রূপ বনেই বা কেন তিনি তপশ্চর্য্যার নিমিত্ত প্রবেশ করেন?

অগস্ত্য কহিলেন, রাম! সত্যযুগে মনু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বর্ণাশ্রম ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু। তিনি মহাবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইক্ষ্বাকুকে রাজ্যে স্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি পৃথিবীর সমস্ত রাজ-বংশের প্রবর্ত্তক হও। ইক্ষ্বাকু পিতৃবাক্য স্বীকার করিয়া লইলেন। তখন মনু অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! আমি অতিশয় প্রীত হইলাম, তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত রাজবংশের প্রবর্ত্তক হইবে। এক্ষণে প্রজাপালন কর কিন্তু দেখিও অকারণে কাহারও দণ্ড বিধান করিও না। প্রকৃত অপরাধীর প্রতি যে দণ্ড বিহিত হয় তাহাই রাজার স্বর্গ-লাভের কারণ হইয়া থাকে। অতএব তুমি দণ্ডবিধানে যত্নবান হও, ইহা দ্বারা তোমার পরম ধর্ম্ম লাভ হইবে।

মনু ইক্ষ্বাকুকে এইরূপ আদেশ ও উপদেশ দিয়া সমাধি-বলে ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন। তখন ইক্ষ্বাকু ভাবিলেন কিরূপে আমার বহু পুত্র জন্মিতে পারে। পরে তিনি নানা-রূপ ধর্ম্মকর্ম্ম দ্বারা দেবকুমারসদৃশ শত পুত্র উৎপাদন করি-

লেন। এই সমস্ত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ অকৃতবিদ্য মূঢ়। সে জ্যেষ্ঠদিগের সেবা করিত না। তদ্দৃষ্টে ইক্ষ্বাকু মনে করিলেন ইহার উপর অবশ্যই এক সময় দণ্ডপাত হইবে। এই জন্য ঐ ক্ষীণতেজ পুত্রের নাম রাখিলেন দণ্ড। পরে তিনি উহার রাজ্য স্থাপনের জন্য কোন ভীষণস্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বিন্ধ্য ও শৈবলের মধ্যবর্ত্তি প্রদেশ উহার রাজ্য বিস্তারের জন্য স্থির হইল। দণ্ড ঐ সুরম্য পার্ব্বত্য স্থানে রাজা হইয়া তথায় অত্যুৎকৃষ্ট নগর স্থাপন করিল। ঐ নগরের নাম মধুমন্ত। দণ্ড ভগবান শুক্রকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে দানবরাজ বলির ন্যায় ঐ হৃষ্টপুষ্ট জনাকীর্ণ মধুমন্ত নগর শাসন করিতে লাগিলেন।

অশীতিতম সর্গ

রাজা দণ্ড বহুকাল এই স্থানে নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিয়াছিল। কোন এক সময় রমণীয় চৈত্রমাসে সে শুক্রের আশ্রমে গমন করিল। দেখিল অলোকসামান্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী শুক্রকন্যা অরণ্যে বিচরণ করিতেছে। ঐ নির্ব্বোধ উহাকে দেখিবামাত্র অনঙ্গশরে অতিমাত্র নিপীড়িত হইল এবং উদ্বিগ্ন-মনে তাহার সন্নিহিত হইয়া কহিল, অয়ি নিবিড়জঘনে! তুমি কাহার কন্যা, কোথা হইতে আসিতেছ? দেখ, তোমায় দেখিয়া আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে, এই জন্য আমি তোমায় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম।

তখন শুক্রকন্যা ঐ মোহোন্মত্ত কামুক রাজাকে সানুনয়ে কহিল, রাজন্! আমি শুক্রাচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা, নাম অরজা। আমি এই আশ্রমেই বাস করিয়া থাকি। আমি পিতৃবশবর্ত্তিনী কন্যা। তুমি আমায় বলপূর্ব্বক স্পর্শ করিও না। শুক্র আমার পিতা, তুমি তাঁহার শিষ্য। সেই মহাতপা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তোমাকে অভিসম্পাত করিতে পারেন। যদি আমায় পাইবার জন্য তোমার অভিলাষ হইয়া থাকে তাহা হইলে ধর্ম্মানুকূল সৎপথে থাকিয়া তুমি পিতার নিকট আমায় প্রার্থনা কর। নচেৎ তোমাকে ভীষণ প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। দেখ, আমার পিতা ক্রোধাবিষ্ট হইলে ত্রিলোক ভস্মসাৎ করিতে পারেন। কিন্তু তুমি যদি প্রার্থনা কর তাহা হইলে তিনি তোমার হস্তে আমায় সমর্পণ করিবেন।

অনন্তর কামোন্মত্ত মহারাজ দণ্ড কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, সুন্দরি! তুমি প্রসন্ন হও, তোমার জন্য আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে। তোমাকে পাইয়া যদি ঘোর পাপ বা বিনাশ স্বীকার করিতে হয় আমি তাহাতেও প্রস্তুত আছি। আমার চিত্ত তোমার প্রতি অনুরক্ত এবং কামবেগে বিহ্বল। এক্ষণে তুমি আমার মনোরথ পূর্ণ কর।

এই বলিয়া দণ্ড শুক্রকন্যা অরজাকে দুই হস্তে বলপূর্ব্বক ধরিল। অরজা ভূতলে লুণ্ঠমানা, দণ্ড তাহার সহযোগে প্রবৃত্ত হইল এবং এই ঘোর অকার্য্য করিয়া শীঘ্র স্বনগরে প্রস্থান করিল। অরজা রোরুদ্যমানা। সে আশ্রমের অদূরবর্ত্তিনী থাকিয়া দেবকল্প পিতার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

একাশীতিতম সর্গ।

অসীমপ্রভাব দেবর্ষি শুক্র মুহূর্ত্তমধ্যে শিষ্যমুখে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া শিষ্যগণসমভিব্যাহারে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। দেখিলেন, অরজা ধূলিজালে অবগুণ্ঠিত ও দীন এবং প্রত্যুষে গ্রহগ্রস্ত জ্যোৎস্নার ন্যায় যার পর নাই নিষ্প্রভ। শুক্র একে ক্ষুধার্ত্ত তাহার উপর এই অবমাননা। তাঁহার ক্রোধাগ্নি যেন বিশ্ব দগ্ধ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি শিষ্যগণকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা সেই অত্যাচারী মূর্খ দণ্ডের সম্বন্ধে আমার ক্রোধের জ্বলন্তশিখাসদৃশ ঘোর বিপত্তি স্বচক্ষে দেখ। সেই দুষ্ট প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা স্বহস্তে স্পর্শ করিয়াছে। এক্ষণে তাহার সবংশে নিপাত উপস্থিত। যখন সে এইরূপ ঘোর পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছে তখন ইহার প্রতিফল তাহাকে নিশ্চয় ভোগ করিতে হইবে। সেই পাপাচারী সাত রাত্রির মধ্যে সবংশে ধনে প্রাণে নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে। ইন্দ্র ধূলিবৃষ্টি করিয়া তাহার বিশাল রাজ্য ছারখার করিবেন। এই রাজ্যের মধ্যে স্থাবর জঙ্গম যত জীব আছে সমস্তই বিলুপ্ত হইবে। সাত রাত্রি ধরিয়া প্রলয়কালীন ধূলিবৃষ্টির ন্যায় এই উৎপাতে কাহারই কিছুমাত্র চিহ্ন থাকিবে না।

এই বলিয়া শুক্র ক্রোধারুণনেত্রে আশ্রমবাসিদিগকে কহিলেন, তোমরা এখনই অন্য জনপদে গিয়া আশ্রয় লও। তখন আশ্রমবাসীগণ সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিল।

পরে শুক্র অরজাকে কহিলেন, দুর্বুদ্ধে! তুমি সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক এই আশ্রমে বাস কর। এই সুদৃশ্য সরোবর শতযোজন বিস্তীর্ণ। তুমি নির্ব্বিঘ্নে ইহার তীরে আশ্রয় লইয়া কাল প্রতীক্ষা কর। ঐ সাত রাত্রি যে সমস্ত প্রাণী তোমার নিকট বাস করিবে তাহারাও এই ধূলিবৃষ্টি দ্বারা বিনষ্ট হইবে না।

শুক্রকন্যা অরজা পিতার এই আদেশ পাইয়া দুঃখিত মনে সম্মত হইল। শুক্রও আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গিয়া বাস করিলেন। এই ব্রহ্মবাদী যেরূপ করিয়াছিলেন তাহা সফল হইল। সাত দিন পরে রাজা দণ্ডের রাজ্য ধনধান্য ও বলবাহনের সহিত ভস্মীভূত হইয়া গেল। রাম! এই যে বিন্ধ্য ও শৈবলের মধ্যস্থ ভূমিখণ্ড দেখিতেছ ইহা দণ্ডেরই রাজ্য ছিল। ধর্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ সত্যযুগে এইরূপ বিধর্ম্মের আচরণ হওয়াতে ব্রহ্মর্ষি শুক্র ইহার এইরূপই দুরবস্থা করেন। তদবধি এই স্থান দণ্ডকারণ্য নামে প্রসিদ্ধ। তপস্বীরা বাস করেন বলিয়া ইহার অপর নাম জনস্থান। রাম! এই আমি তোমাকে সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে সন্ধ্যাবন্দনার সময় অতীত হয়। ঐ দেখ মহর্ষিগণ কৃতস্নান হইয়া সূর্য্যোপস্থান করিতেছেন। সূর্য্য তীর্থে সমাগত ব্রহ্মবিৎগণের পূজা লাভ করিয়া অস্তে গমন করিলেন। এক্ষণে তুমিও যাও এবং আচমন পূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনা কর।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

অনন্তর রাম মহর্ষির আজ্ঞাক্রমে অপ্সরোগণসেবিত পবিত্র সরোবরে সন্ধ্যাবন্দনার জন্য গমন করিলেন এবং তথায় আচমন ও পশ্চিম সন্ধ্যা সমাপন পূর্ব্বক মহর্ষির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। উহাঁর আহারার্থ প্রচুর কন্দমূল ঔষধ ও পবিত্র শাল্যাদি আহৃত ছিল। তিনি ঐ সমস্ত অমৃতাস্বাদ খাদ্য দ্রব্যে পরিতৃপ্ত হইয়া তথায় রাত্রিবাস করিলেন। পরে প্রভাতে গাত্রোত্থান ও আহ্নিক কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণার্থ মহর্ষির সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, তপোধন! আজ্ঞা করুন আমি স্বনগরে প্রস্থান করি। আমি আপনার দর্শনে ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম! অতঃপর দেহ মন পবিত্র করিবার জন্য আবার আপনার আশ্রমে আসিব।

ধর্ম্মদর্শী ভগবান অগস্ত্য পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, রাম! তোমার বাক্য অতি বিচিত্র। তুমিই সর্ব্বজনের পবিত্রতাজনক। ক্ষণকালের জন্যও যদি কেহ তোমায় দর্শন পায় সে পবিত্র ও স্বর্গে সুরগণ দ্বারা পূজিত হইয়া থাকে। আর যে তোমায় ক্রূর দৃষ্টিতে দেখে সে সদ্য যমদণ্ডে বিনষ্ট হইয়া নিরয়গামী হয়। রাম! তুমি সর্ব্বজীবের এইরূপই পবিত্রতাজনক। পৃথিবীতে যে তোমার নামও কীর্ত্তন করে তাহার সিদ্ধিলাভ হয়। এক্ষণে তুমি নিরাপদ পথে সুখে

স্বচ্ছন্দে যাও। তুমিই জগতের পরম গতি, স্বরাজ্যে গিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন কর।

অনন্তর রাম উদ্যতহস্তে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক সত্যশীল অগস্ত্যকে এবং অন্যান্য তপোধনকে অভিবাদন করিয়া নিরাকুল চিত্তে পুষ্পকে আরোহণ করিলেন। সুরগণ যেমন ইন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করেন সেইরূপ মহর্ষিগণ তাঁহার যাত্রাকালে চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। পুষ্পক অন্তরীক্ষে উঠিল। রাম বর্ষাকালে মেঘসমীপবর্ত্তী চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। তখন দিবা দ্বিপ্রহর। রাম ইতস্তত পূজিত ও রাজধানী অযোধ্যায় উপনীত হইয়া মধ্য কক্ষায় অবতরণ করিলেন। এবং কামগামী রমণীয় পুষ্পককে বিদায় দিয়া কক্ষান্তরস্থিত দ্বারপালকে কহিলেন, তুমি লক্ষ্মণ ও ভরতকে আমার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া শীঘ্র একবার এই স্থানে আহ্বান কর।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

তখন দ্বারপাল ঐ দুই রাজকুমারকে আহ্বান পূর্ব্বক রামকে আসিয়া কহিল, রাজন্! এই লক্ষ্মণ ও ভরত উপস্থিত। রাম তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, আমি প্রতিজ্ঞানুরূপ ব্রাহ্মণের কার্য্য সাধন করিয়াছি। এক্ষণে ইচ্ছা যে একটী রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। ঐ যজ্ঞ অক্ষয় ও অব্যয় ধর্ম্মসেতু। ইহা সর্ব্বপাপহর, ইহার কীর্ত্তনেও

যথেষ্ট ফল আছে। তোমরা আমার দ্বিতীয় দেহস্বরূপ। আমি তোমাদিগের সাহায্যে এই উৎকৃষ্ট রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। ইহাতে আমার শাশ্বত ধর্ম্ম লাভ হইবে। মিত্রদেব এই যজ্ঞের প্রভাবে বরুণত্ব এবং সোম অক্ষয় কীর্ত্তিস্থান অধিকার করেন। অতএব অদ্যই আমি এই যজ্ঞ করিব, তোমরা আমার সহিত এই বিষয়ের একটী পরামর্শ স্থির কর। পরিণামে যাহা হিতকর হইবে তোমরা এইরূপ কথাই আমাকে বল।

ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্য! আপনাতে ধর্ম্ম, সমস্ত পৃথিবী ও যশ প্রতিষ্ঠিত। দেবতারা আপনাকে যেমন আপনার বলিয়া দেখেন, আমরা যেমন আপনাকে আপনার বলিয়া দেখি, অন্যান্য রাজগণও আপনাকে তদ্রূপ আপনার বলিয়াই দেখিয়া থাকেন। সকলেই আপনার কাছে পিতার নিকট পুত্রের ন্যায় আছে। আপনি পৃথিবী ও সমস্ত প্রাণীর একমাত্র পতি। এক্ষণে যাহা দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত রাজ-বংশের উচ্ছেদ হইবে আপনি কিরূপে সেই যজ্ঞ আহরণের ইচ্ছা করেন। পৃথিবীতে যে সকল রাজা শৌর্য্যবীর্য্যশালী এই যজ্ঞে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকোপজনিত বিনাশ অবশ্যই ঘটিবে। এই সকল রাজা আপনার গুণে বশীভূত। ইহাঁ-দিগকে বিনাশ করা আপনার উচিত হইতেছে না।

রাম ভরতের এই কথায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কহি-লেন ভরত! তোমার এই বাক্য ধর্ম্মসঙ্গত ও ওজস্বী। ক্ষত্রিয়বংশ রক্ষা তোমার উদ্দেশ্য। শুনিয়া আমি যার পর নাই প্রীত ও পরিতুষ্ট হইলাম। বলিতে কি, আমি যে রাজ-

স্বয় যজ্ঞের সঙ্কল্প করিয়া ছিলাম কেবল তোমারই এই কথায় তাহা হইতে বিরত হইলাম। যদি বালকেরও কথা শ্রেয়স্কর হয় তাহা গ্রহণ করা উচিত।

চতুরশীতিতম সর্গ।

অনন্তর লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ সর্ব্বপাপ-নাশক, আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করুন। এইরূপ একটি ঘটনা শুনা যায় যে সুররাজ ইন্দ্র এই অশ্বমেধের প্রভাবে ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্ত হন। পূর্ব্বে দেবাসুরের মধ্যে বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। ঐ সময় বৃত্রাসুরের প্রাদুর্ভাব। ঐ বীর ধর্ম্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। সে অনুরাগের চক্ষে ত্রিলোকের সমস্ত লোককে দেখিত এবং ধর্ম্মানুসারে ধনধান্য-পূর্ণ পৃথিবী শাসন করিত। উহার রাজ্যকালে ভুমি সর্ব্ব-কামপ্রসবিনী ছিল। কর্ষণ ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিত এবং কন্দমূল ফল সুরস ও সুস্বাদু ছিল। একদা তাহার তপোনুষ্ঠানের ইচ্ছা হয়। সে ভাবিল তপস্যাই পরম শ্রেয়, আর আর সমস্ত বিষয় মোহজনক। তখন সে জ্যেষ্ঠ পুত্র মধুরেশ্বরকে রাজ্য ভার অর্পণ পূর্ব্বক তপোনু-ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। ইহার তপস্যায় সুরগণের যারপর নাই ত্রাস জন্মে। তখন সুরপতি ইন্দ্র কাতর প্রাণে বিষ্ণুর নিকট গিয়া কহিলেন, বিষ্ণু! বৃত্রাসুর তপোবলে সমস্ত লোক আয়ত্ত করিতেছে। ঐ ধার্ম্মিক মহাবল ও মহাবীর্য্য, আমি উহাকে

শাসন করিতে অক্ষম হইয়াছি। অতঃপর যদি সে তপঃসিদ্ধ হয় তাহা হইলে ত্রিলোক নিশ্চই উহার বশবর্ত্তী হইবে। এক্ষণে উহাকে উপেক্ষা করা আর আপনার উচিত হয় না। আপনি ক্রুদ্ধ হইলে সে ক্ষণকালও বাঁচিবে না। আপনার সন্তোষেই সে লেকের উপর আধিপত্য পাইয়াছে। এক্ষণে আপনি সমস্ত লোকের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার প্রসাদেই সমস্ত জগৎ প্রশান্ত ও নিষ্কণ্টক হইবে। এই সকল দেবতা আপনার মুখাপেক্ষা করিয়া আছেন, আপনি ইহাঁদিগের সাহায্য করুন। আপনি নিয়তই দেবগণের অনুকুল, যদিচ এই কার্য্য অসুরগণের অসহ্য তথাপি আপনি সদয় হউন। দেখুন আপনিই অগতির গতি।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ

অনন্তর বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! আমি পূর্ব্ব হইতে বৃত্রাসুরের সহিত সৌহৃদ্যে বদ্ধ হইয়াছি। এক্ষণে তোমাদের প্রিয়সাধন উদ্দেশে আমি স্বহস্তে তাহাকে বিনাশ করিব না। কিন্তু তোমাদের সুখস্বচ্ছন্দ বিধান আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছি ইন্দ্রই তাহাকে বধ করিবেন। অতঃপর আমি স্বতেজ তিন ভাগে বিভক্ত করিব। ঐ তিন ভাগের মধ্যে এক ভাগ ইন্দ্রে এক ভাগ বজ্রে এবং আর এক ভাগ ভুতলে প্রবেশ করিবে। এই বিধানে ইন্দ্র বৃত্রবধে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

দেবতারা কহিলেন বিষ্ণু! আপনি যেরূপ কহিতেছেন এইরূপই হউক, আমরা বৃত্রাসুরবধার্থ চলিলাম। এক্ষণে আপনি স্বতেজ ইন্দ্রে সংক্রামিত করুন।

অনন্তর দেবতারা যথায় বৃত্রাসুর তপঃসাধনে প্রবৃত্ত আছে সেই বনে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন বৃত্রাসুর তেজে প্রদীপ্ত হইয়া ঘোরতর তপস্যা করিতেছে। সে যেন স্বপ্রভাবে সমস্ত লোককে গ্রাস এবং আকশকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। এই ব্যাপার দেখিবামাত্র সুরগণের মনে ভয় উপস্থিত হইল। ভাবিলেন আমরা কিরূপে ইহাকে বধ করিব। আমাদের জয়লাভই বা কিরূপে হইবে। ইত্যবসরে সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের মস্তকে বজ্র প্রহার করিলেন। বজ্রাস্ত্র প্রলয়বহ্নির ন্যায় ভীষণ প্রদীপ্ত ও জ্বালাকরাল। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র বৃত্রাসুরের মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল। সমস্ত জগৎ যার পর নাই চকিত ও ভীত হইল। বৃত্রকে নিরপরাধে বধ করিলেন বলিয়া ইন্দ্র অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং ব্রহ্মহত্যার ভয়ে লোকালোক পর্ব্বতের পরবর্ত্তী অন্ধকারময় প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মহত্যা পাপ তাঁহার অনুসরণ করিল এবং ঝটিতি তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হইল। ইন্দ্রও দুঃখিত হইলেন। তখন দেবগণ ত্রিভুবননাথ বিষ্ণুকে বার বার পূজা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদিগের গতি, জগতের পিতা ও সকলের পূর্ব্বজ। আপনি সকলের পালন করিবার জন্য বিষ্ণুমূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। বৃত্রাসুর আপনার তেজে বিনষ্ট, কিন্তু ব্রহ্মহত্যা পাপ ইন্দ্রকে নিপীড়িত করিতেছে।

অতঃপর যেরূপে তাঁহার পাপধ্বংশ হয় আপনি তাহা বলিয়া দিন।

বিষ্ণু কহিলেন, ইন্দ্র আমাকে উদ্দেশ করিয়া যজ্ঞ করুন, আমি তাঁহাকে পবিত্র করিব। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা আমাকে পরিতৃপ্ত করিলে পুনরায় নির্ভয়ে ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন। বিষ্ণু দেবগণকে এইরূপ বাক্যে আশ্বাস দিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ

মহাবীর্য্য বৃত্র বিনষ্ট হইলে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইলেন। তিনি ঐ পাপপ্রভাবে উরগের ন্যায় বিচেষ্টমান হইতে লাগিলেন। তখন ত্রিলোকের ঘোরতর বিপদ উপস্থিত। সকলেই অতিশয় ভীত ও উদ্বিগ্ন হইল। পৃথিবী বিনষ্ট প্রায়। অনাবৃষ্টিনিবন্ধন বন সকল শুষ্ক হইতে লাগিল। নদ নদী হ্রদ স্রোতঃশূন্য। তদ্দৃষ্টে সুরগণ লোকক্ষয়ের সম্ভাবনায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন এবং বিষ্ণুর নির্দ্দেশানুসারে অশ্বমেধ আহরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে দেবরাজ ইন্দ্র যথায় ভয়মোহিত হইয়া অবস্থিত উহাঁরা তথায় উপাধ্যায় ও ঋষিগণের সহিত গমন করিলেন। ইন্দ্রের পাপশান্তির জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। যজ্ঞাবসানে ব্রহ্মহত্যা স্বয়ং আসিয়া কহিল, দেবগণ! তোমরা আমার থাকিবার স্থাননির্দ্দেশ করিয়া দেও। তখন সুরগণ প্রীত হইয়া কহি-

লেন, ব্রহ্মহত্যে! তুমি আপনাকে চার অংশে বিভাগ কর। দুষ্ট ব্রহ্মহত্যা তাহাই করিল এবং কহিল আমি পাপীর দর্পহারিণী হইয়া এক অংশে বর্ষার চার মাস পূর্ণসলিলা নদীতে বাস করিব। সত্যই কহিতেছি আর এক অংশে সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া উষররূপে ভূমিতে বাস করিব। তৃতীয় অংশ দ্বারা দর্পহারিণী মূর্ত্তিতে দর্পপূর্ণা যুবতী স্ত্রীতে ত্রিরাত্রি বাস করিব। আর যাহারা মিথ্যা আরোপ পূর্ব্বক নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণকে ধিক্কার করিবে বা ব্রহ্মহত্যা করিবে আমি চতুর্থ অংশে সেই সকল পাষণ্ডকে আশ্রয় করিব।

তখন দেবগণ কহিলেন, ব্রহ্মহত্যে! তুমি যেরূপ কহিতেছ তাহাই হউক। এক্ষণে অভীষ্ট সাধন কর। পরে দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে বন্দনা করিলেন। ইন্দ্র নিষ্পাপ ও বিজ্বর। তাঁহার প্রতিষ্ঠায় সমস্ত জগৎ পুনর্ব্বার নিরাপদ হইল। আর্য্য! অশ্বমেধ যজ্ঞের এই রূপই প্রভাব। আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করুন।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

অনন্তর রাম সহাস্যমুখে কহিলেন, বৎস! তুমি বৃত্রাসুর সংহার ও অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা যাহা কহিলে তাহা অলীক নহে। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে বাহ্লিদেশে ইল নামে এক ধর্ম্মশীল রাজা ছিলেন। ইনি প্রজাপতি কর্দ্দমের পুত্র। এই যশস্বী ইল সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য পাইয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজা-

পালন করিতেন। দেব দৈত্য নাগ রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বেরা ইহাঁর প্রতাপে ভীত ছিল। ইহারা নিয়ত ইহাঁর উপাসনা করিত। অধিক কি, ইহাঁর ক্রোধ উপস্থিত হইলে ত্রিলোকের সমস্ত লোকেরই ভয় হইত। এই রাজা ইল ধার্ম্মিক মহাবল ও বুদ্ধিমান। একদা তিনি চৈত্রমাসে মৃগয়াপর্য্যটনার্থ অনুচরগণের সহিত কোন এক রমণীয় কাননে প্রবেশ করেন। এই প্রসঙ্গে বিস্তর মৃগপক্ষী বিনষ্ট হইল কিন্তু ইল কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইলেন না। ক্রমশঃ তিনি যথায় কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হইয়াছিল সেই বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় সানুচর ভগবান শঙ্কর দেবী পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতে ছিলেন। তিনি পর্ব্বতবাস আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয়সাধন উদ্দেশে স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া ছিলেন। শঙ্করের প্রভাবে ঐ পর্ব্বতের পুরুষপদবাচ্য জীবজন্তু ও বৃক্ষও স্ত্রী হইয়াছিল। মহারাজ ইল মৃগয়াপ্রসঙ্গে তথায় উপস্থিত হইবামাত্র অনুচরগণের সহিত স্ত্রীরূপী হইলেন। তখন সকলের অকস্মাৎ এইরূপ স্ত্রীরূপ দর্শনে তাঁহার মনে যৎপরোনাস্তি দুঃখ জন্মিল। তিনি ইহা ভগবান্ শঙ্করেরই কার্য্য বুঝিয়া যারপর নাই ভীত হইলেন। তখন শঙ্কর হাস্য করিয়া ইলকে কহিলেন, রাজন্! উঠ উঠ, পুরুষত্ব ব্যতীত তোমার কি প্রার্থনা আছে আমায় শীঘ্র বল। শঙ্করের বাক্‌ভঙ্গীতে ইল বুঝিলেন স্ত্রীরূপ দুরপণেয়। তিনি তাঁহার নিকট আর কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। পরে অতিশয় শোকাকুল হইয়া দেবী পার্ব্বতীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি ত্রিলোকের অধীশ্বরী, তোমার

দর্শন অমোঘ, এক্ষণে কৃপাকটাক্ষে একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

তখন পার্ব্বতী রাজা ইলের অভিপ্রায় বুঝিয়া রুদ্রসমক্ষে কহিলেন, রাজন্! আমি তোমাকে বরের অর্দ্ধ প্রদান করিব এবং দেবদেব রুদ্র অপর অর্দ্ধ প্রদান করিবেন। এক্ষণে তুমি আমাদের—স্ত্রীপুরুষের নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেছ তাহা এইরূপ অর্দ্ধাংশ করিয়া গ্রহণ কর।

অনন্তর রাজা ইল অতিশয় হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, দেবি! যদি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক তাহা হইলে এই বর দেও, যেন, আমি একমাস স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া পরমাসে পুরুষত্ব লাভ করিতে পারি। পার্ব্বতী কহিলেন, রাজন্! তোমার যেরূপ অভীষ্ট তাহাই হইবে। তুমি যখন পুরুষরূপী হইবে তখন পূর্ব্বের স্ত্রীভাব তোমার স্মরণ থাকিবে না, আর যখন স্ত্রীরূপী হইবে তখন পূর্ব্বের পুরুষভাব তোমার মনে পড়িবে না।

লক্ষ্মণ! রাজা ইল পার্ব্বতীর বরপ্রভাবে একমাস পুরুষ এবং একমাস ত্রৈলোক্যসুন্দরী স্ত্রী হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

লক্ষ্মণ ও ভরত ইলসংক্রান্ত এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসিলেন,

আর্য্য! রাজা ইল পর্য্যায়ক্রমে এই স্ত্রীপুরুষরূপ পরিগ্রহ করিয়া কি করিতেন, বলুন, শুনিতে আমাদিগের একান্ত কৌতুহল উপস্থিত হইতেছে।

রাম কহিলেন, পরে যাহা ঘটিল কহিতেছি শুন। রাজা ইল প্রথম মাসে সমস্ত অনুচরের সহিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী স্ত্রী হইয়া ঐ কাননে বিহার করিতে লাগিলেন। ঐ পদ্মপলাশ-লোচনা যানবাহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বতোপরি তরুলতা-সঙ্কুল বনমধ্যে পদব্রজে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখি-লেন, ঐ পর্ব্বতের অদূরে হংসকারণ্ডবাকীর্ণ সুদৃশ্য দিব্য এক সরোবর আছে। তন্মধ্যে সোমের পুত্র মহর্ষি বুধ অতি কঠোর তপস্যা করিতে ছিলেন। তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং উদিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় কমনীয়। স্ত্রীরূপী ইল ঐ অপরূপ রূপ দর্শনে বিস্মিত হইয়া সহচরীগণের সহিত ক্রীড়াপ্রসঙ্গে ঐ সরোবর আলোড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ঐ ত্রৈলোক্যসুন্দরীকে দেখিবামাত্র মহর্ষি বুধেরও ধ্যানভঙ্গ হইল। তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, দেবতা অপেক্ষাও অধিক এই স্ত্রীরত্নটী কে? বলিতে কি, আমি কি দেবী কি উরগী কি অসুরী কি অপ্সরা ইহাদের মধ্যে এরূপ রূপবতী তো কখন দেখি নাই। যদি আজিও কেহ ইহার পাণিগ্রহণ না করিয়া থাকে তাহা হইলে এই স্ত্রী সর্ব্বাংশে আমারই অনুরূপ হইবে।

বুধ এইরূপ স্থির করিয়া জল হইতে সরোবরের তীরে উঠিলেন এবং আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ঐ সমস্ত স্ত্রীলোককে আহ্বান করিলেন। উহারাও তাঁহাকে গিয়া অভিবাদন

করিল। তখন বুধ উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কাহার স্ত্রী ? কি জন্যই বা এখানে আসিয়াছে ? শীঘ্র বল। সহচরীগণ মধুর বাক্যে কহিল, এই কন্যা আমাদিগের অধিনায়িকা। ইহাঁর পতি নাই। ইনি আমাদিগের সহিত এই কাননে বিচরণ করিয়া থাকেন।

তখন বুধ উহাদের এইরূপ সুস্পষ্ট কথা শুনিয়া পবিত্র আবর্ত্তনী বিদ্যা স্মরণ করিলেন এবং যোগবলে রাজা ইলের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কিম্পুরুষী হইয়া এই পর্ব্বতশৃঙ্গে বাস কর। শীঘ্র এই স্থানে পর্ণশালা রচনা করিয়া লও। ফলমূলই তোমাদিগের আহার। তোমরা কিম্পুরুষদিগকে ভর্ত্তৃত্বে লাভ করিবে।

বুধের যোগবলে ইল প্রভৃতি সকলে কিম্পুরুষী হইল এবং ঐ শৈলশৃঙ্গে বাস করিতে লাগিল।

একোনবতিতম সর্গ।

অনন্তর লক্ষ্মণ ও ভরত কিম্পুরুষের উৎপত্তির কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পরে রাম পুনর্ব্বার কহিলেন, মহর্ষি বুধ সহচরীগণকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া হাস্যমুখে ঐ সুরূপা স্ত্রীকে কহিলেন, সুন্দরি! আমি সোমের প্রিয়পুত্র। তুমি এক্ষণে স্নেহ ও ভক্তি সহকারে আমায় ভজনা কর। স্ত্রীরূপী ইল সেই স্বজনবর্জ্জিত শূন্য স্থানে সুরূপ বুধকে কহিলেন সৌম্য! আমি স্বাধীনা, তোমারই বশবর্ত্তিনী

হইলাম। এক্ষণে যেরূপ ইচ্ছা তাহাই কর। আমি তোমার আজ্ঞাকারিণী।

বুধ অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া উহাঁর সহিত সুখবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। চৈত্রমাস যেন ক্ষণকালের ন্যায় অতীত হইয়া গেল। মাস পূর্ণ হইলে পূর্ণচন্দ্রানন রাজা ইল শয্যা হইতে জাগরিত হইয়া উঠিলেন। দেখিলেন, মহর্ষি বুধ ঊর্দ্ধবাহু ও নিরালম্ব হইয়া ঐ সরোবরে অতিকঠোর তপস্যা করিতেছেন। তখন ইল কহিলেন, ভগবন্! আমি অনুচরগণের সহিত এই দুর্গম পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়া ছিলাম। এক্ষণে সৈন্য সামন্ত-গণকে আর দেখিতে পাইতেছি না। তাহারা কোথায় গেল? বুধ লুপ্তজ্ঞান ইলকে কহিলেন, রাজন্! তোমার ভৃত্যেরা অতিমাত্র শিলাবৃষ্টি দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। তুমি বাতবর্ষভয়ে এতক্ষণ এই আশ্রমে নিদ্রিত ছিলে। এক্ষণে আশ্বস্ত হও। আর ভয় নাই। তুমি ফলমূলাশী হইয়া এই স্থানে পরম সুখে বাস কর। তোমার মঙ্গল হইবে।

তখন রাজা ইল ভৃত্যবিনাশসংবাদে দুঃখিত হইয়া কহি-লেন, ভগবন্! ভৃত্যব্যতীতও স্বরাজ্য পরিত্যাগে আমার ইচ্ছা নাই। আমি আর ক্ষণকালও এই স্থানে থাকিব না। আপনি আমায় গমনে অনুজ্ঞা করুন। আমি না যাইলে শশবিন্দু নামে আমার ধর্ম্মশীল যশস্বী জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার রাজ্য অধিকার করিবে। দেশস্থ স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া এই স্থানে থাকিতে আমার তিলার্দ্ধ ইচ্ছা নাই। এক্ষণে প্রার্থনা আপনি আমায় বারান্তর আর অনুরোধ করিবেন না।

তখন মহর্ষি বুধ সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, রাজন্! তুমি

এই স্থানে বাস কর। কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইও না। সম্বৎসর কাল এখানে থাকিলে আমি তোমার কোন হিতানুষ্ঠান করিব।

অনন্তর রাজা ইল ব্রহ্মবাদী বুধের অনুরোধে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তিনি দেবীর বরপ্রভাবে একমাস স্ত্রী হইয়া ক্রীড়া করেন এবং একমাস পুরুষ হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন। ক্রমশঃ বুধের ঔরসে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল। এবং নবম মাসে এক পুত্র প্রসব করিলেন। উহার নাম পুরূরবা। ইল ঐ পিতৃসমানবর্ণ পুরূরবাকে জাতমাত্র পিতৃ-হস্তে সমর্পণ করিলেন।

নবতিতম সর্গ।

লক্ষ্মণ ও ভরত কহিলেন, আর্য্য! ইল বুধের নিকট সম্বৎসর কাল অবস্থান করিয়া পরে কি করিলেন বলুন। রাম কহিলেন, শুন, ইল পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলে তত্ত্বদর্শী ধীমান বুধ সম্বর্ত্ত, চ্যবন, অরিষ্টনেমি, প্রমোদন ও দুর্ব্বাসা এই কএক জন ধৈর্য্যশীল সুহৃৎকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, এই ইল প্রজাপতি কর্দমের পুত্র। ইহাঁর যেরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে তোমারা অবশ্যই জান। এক্ষণে এই বিষয়ে শ্রেয় কি তোমরা তাহাই অবধারণ কর।

যখন উহাঁরা এইরূপ কথার প্রসঙ্গ করিতে ছিলেন সেই সময় প্রজাপতি কর্দম, পুলস্ত্য, ক্রতু, বষট্কার, ওঙ্কার এই

কএক জন ঋষির সহিত তথায় উপস্থিত হন। সহসা এই-রূপ সমাগমে সকলেই হৃষ্ট হইলেন। পরে সকলে উপবিষ্ট হইয়া ইলের হিত সাধনার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কর্দম কহিলেন, বিপ্রগণ! যাহাতে ইলের শ্রেয় হইবে আমি তাহার প্রসঙ্গ করিতেছি শুন। দেখ, ভগবান রুদ্রকে প্রসন্ন করা ব্যতীত এই বিপদ উদ্ধারের কোন উপায় দেখিতেছি না। অশ্বমেধ যজ্ঞ তাঁহার বিশেষ প্রীতিকর। অতএব আইস, আমরা ইলের নিমিত্ত সেই যজ্ঞ বিধি পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করি।

ঋষিগণ কর্দমের এই কথা শুনিয়া রুদ্রদেবের অরাধনার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সম্মত হইলেন। সম্বর্ত্তের শিষ্য রাজর্ষি মরুত্ত এই যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বুধের আশ্রমসন্নিধানে অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হইল। যজ্ঞাবসানে রুদ্র অতিমাত্র প্রীত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন, বিপ্রগণ! আমি এই অশ্বমেধের অনুষ্ঠান ও তোমাদের ভক্তি দ্বারা অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। এক্ষণে বল রাজা ইলের কিরূপ প্রিয়কার্য্য সাধন করিব। তখন বিপ্রগণ ইলের পুরুষত্ব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন। রুদ্রও ইলকে পুরুষত্ব প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর দীর্ঘদর্শী বিপ্রগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা ইল বাহ্লিদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধ্য দেশে প্রতিষ্ঠান নামে এক পুর স্থাপন করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শশবিন্দু বাহ্লিদেশে এবং তিনি প্রতিষ্ঠানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যথাকালে তাঁহার ব্রহ্মলোক লাভ হইল। তৎপুত্র পুরূরবা প্রতিষ্ঠান নগর শাসন করিতে লাগিলেন। বৎস! অশ্বমেধ

যজ্ঞের এইরূপই প্রভাব। রাজা ইল ইহারই বলে পুরুষত্ব লাভ করিয়া ছিলেন।

একনবতিতম সর্গ।

অনন্তর রাম পুনরায় লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি বশিষ্ঠ, বামদেব জাবালি ও কাশ্যপ এই কএক জন অশ্বমেধ-প্রয়োগ-কুশল ব্রাহ্মণকে আনয়ন কর। তুমি ইহাঁদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক অশ্বমেধসংক্রান্ত সমস্ত কর্ত্তব্য স্থির করিলে আমি সাবধানে সুলক্ষণাক্রান্ত অশ্ব পরিত্যাগ করিব।

লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র ঐ সমস্ত ব্রহ্মণকে মহারাজ রামের নিকট আনয়ন করিলেন। রাম তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলে তাঁহারা উহাঁকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে রাম কৃতাঞ্জলিপুটে উহাঁদিগকে কহিলেন, বিপ্রগণ! আমি অশ্বমেধ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা করিয়াছি। শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা রুদ্রদেবকে প্রণিপাত করিয়া অশ্বমেধের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাম উহাঁদের নিকট অশ্বমেধের এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহাদের ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি মহাত্মা সুগ্রীবের নিকট দূত প্রেরণ কর। তিনি বহুসংখ্য বানরের সহিত আগমন করিয়া যজ্ঞমহোৎসব উপভোগ করুন। অতুলবিক্রম বিভীষণ এই যজ্ঞে কামগামী রাক্ষসগণের সহিত আগমন করুন। যে সমস্ত রাজা আমার

প্রিয়কারী তাঁহারা এই যজ্ঞদর্শনার্থ অনুচরগণের সহিত শীঘ্র আগমন করুন। দেশদেশান্তরস্থ ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ কর। সস্ত্রীক মহর্ষিগণকে আহ্বান কর। তালাবচর সূত্রধার ও নর্ত্তকেরা আগমন করুক। তুমি গোমতীনদীর তীরে নৈমিষারণ্যে সুপ্রশস্ত যজ্ঞক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার আদেশ দেও। ঐ স্থান অতি পবিত্র। সর্ব্বত্র শান্তিকর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হউক। তুমি শীঘ্র সকলকে নিমন্ত্রণ কর। সকলে আসিয়াএই মহোৎসব উপভোগ করিবে এবং তুষ্ট পুষ্ট ও সম্মানিত হইয়া প্রতিগমন করিবে। অতএব তুমি শীঘ্র সকলকে নিমন্ত্রণ কর। শতসহস্র দৃঢ়কায় বলীবর্দ্ধ তণ্ডুল তিল মুদ্গ চণক কুলিত্থ মাষ ও লবণের ভার লইয়া যাক্। ইহার অনুরূপ ঘৃত ও অঘৃষ্ট গন্ধ প্রেরিত হউক। ভরত সাবধান হইয়া কোটি সুবর্ণ ও কোটি রজত লইয়া সর্ব্বাগ্রে প্রস্থান করুন। পথপার্শ্বস্থ বণিক নট নর্ত্তক পাচক ও যুবতী স্ত্রীরা ইহাঁর সমভিব্যাহারে যাক্। সৈন্য সকল অগ্রে অগ্রে গমন করুক। ভৃত্য বর্দ্ধকী ও কোশাধ্যক্ষেরা যাত্রা করুক। মাতৃগণ ও তোমাদের অন্তঃপুরস্থ সকলে যজ্ঞদর্শনার্থ প্রস্থান করুন। ভরত যজ্ঞদীক্ষার নিমিত্ত আমার হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিমূর্ত্তি এবং কর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণকে লইয়া যান। সানুচর রাজগণের অবস্থিতির জন্য শীঘ্রই পটগৃহ সকল প্রস্তুত হউক।

তখন ভরত মহারাজ রামের আদেশমাত্র শত্রুঘ্ন সমভিব্যাহারে যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার লইয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

অনন্তর রামের আদেশে এক কৃষ্ণসারসমানবর্ণ সুলক্ষণ-সম্পন্ন অশ্ব উন্মুক্ত হইল। লক্ষ্মণ ঋত্বিকগণের সহিত উহার রক্ষা বিধানার্থ নিযুক্ত হইলেন। রাম অশ্ব উন্মুক্ত করিয়া সসৈন্যে নৈমিষক্ষেত্রে গমন করিলেন। এবং অদ্ভুত যজ্ঞস্থান দর্শনে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া উহার সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। ঐ সময় দেশদেশান্তর হইতে রাজারা আসিয়া তাঁহাকে নানা-রূপ উপহার দিতে লাগিলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন তাঁহদের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত। সুগ্রীবাদি বানরগণ বিপ্রগণকে অন্নপান পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। বিভীষণ ও অন্যান্য রাক্ষস উগ্রতপা ঋষিদিগের দাস্যে নিযুক্ত। সানুচর রাজগণের জন্য মহামূল্য পটমণ্ডপ নির্দ্দিষ্ট হইল। মহারাজ রামের অশ্বমেধ মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এদিকে অশ্ব মহাবীর লক্ষ্মণের প্রযত্নে সুরক্ষিত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। তৎকালে যজ্ঞক্ষেত্রে কেবলই এই রব যে যাবৎ যাচ-কেরা না পরিতুষ্ট হয় তাবৎ তাহাদিগকে যথা ইচ্ছা অসঙ্কুচিত মনে দান কর। অর্থীদিগের ওষ্ঠ হইতে প্রার্থনাবাক্য নিঃসৃত না হইতেই বানর ও রাক্ষসেরা নানা প্রকার খাণ্ডব ও অন্যান্য মিষ্ট সামগ্রী বিতরণ করিতে লাগিল। ফলত রামের যজ্ঞানুষ্ঠানকালে আর কাহাকেই দীন হীন ও মলিন দৃষ্ট হইল না। সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট। যে সমস্ত চিরজীবি মুনিরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কহিলেন, এরূপ ভূরিদানসহকৃত

যজ্ঞ যে কখন হইয়াছে ইহা আমাদের স্মরণ হয় না। যে সুবর্ণের প্রার্থী সে সুবর্ণ পাইল। যে ধনের প্রার্থী সে ধন পাইল, যে রত্নের প্রার্থী সে রত্ন পাইল। ঐ যজ্ঞক্ষেত্রে নিরন্তর-দীয়মান ধন রত্ন ও বস্ত্রের পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপ চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঋষিগণের মুখে কেবলই এই কথা আমরা ইন্দ্র চন্দ্র যম ও বরুণ কাহারই গৃহে এইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কদাচ দেখি নাই। বানর ও রাক্ষস সর্ব্বত্র অবস্থিত। তাহারা হস্ত পরিপূর্ণ করিয়া অর্থীদিগকে অন্নবস্ত্র প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে রাজাধিরাজ রামের সম্বৎসরের অধিক কাল বিবিধ উপচারে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এক দিনের জন্যও তাহার কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অঙ্গ-বৈলক্ষণ্য কেহই দেখিতে পাইল না।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

এই অশ্বমেধ যজ্ঞে মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যগণের সহিত উপস্থিত হইলেন। তিনি এই অত্যাশ্চর্য্য যজ্ঞ দর্শন করিয়া যথায় ঋষিগণ বাস করিয়া আছেন সেই স্থানে কএকটী কুটীর আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অন্নপান ও ফলমূলপূর্ণ বহুসংখ্য শকট তাঁহার কুটীরের শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল। এই অবসরে তিনি শিষ্য কুশী লবকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা গিয়া পবিত্র ঋষি-ক্ষেত্র, বিপ্রালয়, রাজমার্গ, অভ্যাগত রাজগণের গৃহ, রাজ-

দ্বার, যজ্ঞস্থান এবং বিশেষত যজ্ঞদীক্ষিত ঋষিগণের নিকট পরম উৎসাহে সমগ্র রামায়ণ কাব্য গান কর। এই কুটীরে এই সমস্ত পর্ব্বতজাত সুস্বাদু ফলমূল আছে তোমরা ইহাই ভক্ষণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র গান করিয়া বেড়াও। এই সমস্ত ফল-মূল ভক্ষণ দ্বারা তোমাদের গীতশ্রমে শ্রান্তি বোধ হইবে না এবং তোমাদের কণ্ঠমাধুর্য্যও কিছুমাত্র পরিহীন হইবে না। যদি রাজা রাম গীত শ্রবণের নিমিত্ত উপবিষ্ট ঋষিগণের মধ্যে তোমাদিগকে আহ্বান করেন তাহা হইলে তোমরা তথায় গিয়া রামায়ণ গান করিও। আমি পূর্ব্বে যেরূপ দেখাইয়া দিয়াছি তদনুসারে তোমরা প্রতি দিন শ্লোকবহুল বিংশতিসর্গমাত্র গান করিও। ধনতৃষ্ণায় অল্পমাত্রও লুব্ধ হইও না, যাহাদের আশ্রমে বাস ও ফলমূল আহার ধনে তাহাদের কি হইবে। যদি রাম তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন তোমরা কাহার পুত্র, তখন বলিও আমরা বাল্মীকির শিষ্য। এই তোমাদের সুমধুর বীণা, বীণাদণ্ডে এই সমস্ত ষড়্জাদি স্বরোদ্ভাবক স্থান; তোমরা মূর্চ্ছনা সহকারে অক্লেশে গান করিও। দেখ রাজা ধর্ম্মানুসারে সকলেরই পিতা। তোমরা তাঁহাকে অবজ্ঞা না করিয়া আদিকাণ্ড হইতে গান আরম্ভ করিও। তোমরা কল্য প্রভাতে হৃষ্টমনা হইয়া তন্ত্রী-লয়যোগে গান আরম্ভ করিও।

উদারহৃদয় মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যদ্বয়কে এইরূপ আদেশ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। কুশী লবও তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া স্বকুটীরে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন।

চতুর্নবতিতম সর্গ।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইল। কুশী লব কৃতস্নান হইয়া হোম সমাপন পূর্ব্বক মহর্ষি বাল্মীকির প্রদর্শিত স্থানে গিয়া গান আরম্ভ করিলেন। রাম এই বালকদ্বয়ের মুখে এই বীণালয়যুক্ত দ্রুতমধ্যাদিবৃত্তিসহিত স্বরবিশেষশোভী অপূর্ব্ব পূর্ব্বচরিত, গীতি ও বাক্যের স্বরূপোচ্চারণ শ্রবণ করিয়া যার পর নাই কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন এবং যক্ষপ্রয়োগের বিরামকালে ঋষি, রাজা, বেদবিৎ, পণ্ডিত, পৌরাণিক, শব্দবিৎ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, স্বরলক্ষণজ্ঞ, সঙ্গীতশ্রবণলালস ব্রাহ্মণ, সামুদ্রিক লক্ষণজ্ঞ, সঙ্গীতশাস্ত্রনিপুণ, পুরবাসী, ছন্দোলক্ষণজ্ঞ; তালজ্ঞ, জ্যোতিষিক, কল্পসূত্রজ্ঞ, যজ্ঞাদিকার্য্যবিৎ, হেতুবাদপ্রয়োগসমর্থ বহুদর্শী তার্কিক, চিত্রকাব্যপ্রণেতা, সদাচারজ্ঞ ও বৈয়াকরণ ইহাঁদিগকে আনয়ন পূর্ব্বক ঐ দুই গায়ককে আহ্বান করিলেন। সঙ্গীত শুনিবার জন্য শ্রোতৃগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। ঐ দুই মুনিবালক সকলকে পুলকিত করিয়া গান আরম্ভ করিলেন। এই গীত অলৌকিক ও মধুর। শুনিয়া শ্রোতৃগণের শ্রবণেচ্ছা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তৃপ্তির আর কিছুতেই অবসান হইল না। মুনি ও রাজগণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ঐ দুই গায়ককে মুহুর্মুহু নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন সকলে তাঁহাদিগকে চক্ষুদ্বারা পান করিতেছেন। তৎকালে পরস্পর এইরূপ কহিতে লাগিলেন, দেখ, এই দুই মুনিবালক সর্ব্বাংশে

মহারাজ রামেরই অনুরূপ, যেন সূর্য্যবিম্ব হইতে দ্বিতীয় সূর্য্য-বিম্ব উদ্ধৃত হইয়াছে। যদি ইহাঁরা জটাবল্কলধারী না হইতেন তাহা হইলে আমরা রামের সহিত ইহাঁদের ইতরবিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিতাম না।

মুনিবালকেরা পূর্ব্বসর্গ নারদোক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতিসর্গ পর্য্যন্ত গান করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল রাম অপ-রাহ্নে এই বিংশতিসর্গ শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, তোমরা এই দুই বালককে অষ্টাদশসহস্র নিষ্ক এবং আরও যা কিছু ইহাঁদের অভীষ্ট শীঘ্রই প্রদান কর। লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র উহাঁদের প্রত্যেককে তাবৎ পরিমাণ অর্থ প্রদান করিলেন। কিন্তু কুশী লব অর্থ গ্রহণে অসম্মত হইলেন এবং বিস্মিত হইয়া কহিলেন, অর্থ লইয়া আমাদের কি হইবে। আমরা বনবাসী, বন্য ফলমূলে দিনপাত করিয়া থাকি, অর্থ লইয়া আমাদের কি হইবে।

তখন মহারাজ রাম ও অন্যান্য শ্রোতৃগণ উহাঁদের এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। পরে রাম এই কাব্যের প্রাপ্তিবৃত্তান্ত জানিতে একান্ত উৎসুক হইয়া কহিলেন, মুনিবালক! এই কাব্য কত বড়? কাব্যকার মহর্ষির কোন্ দেশে বাস? এবং তিনি কে?

মুনিবালকেরা কহিলেন, রাজন্! ভগবান বাল্মীকি এই কাব্যের রচয়িতা। ইহার শ্লোকসংখ্যা চতুর্ব্বিংশৎ সহস্র এবং উপাখ্যান এক শত। ইহাতে আদি হইতে পাঁচ শত সর্গ ছয় কাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ডও নিবদ্ধ আছে। আমাদের গুরু মহর্ষি বাল্মীকি এই কাব্যে আপনারই চরিত্র রচনা করিয়া-

ছেন। আপনার জীবনকালের যা কিছু শুভাশুভ ঘটনা ইহাতে তৎসমুদায় বর্ণিত আছে। এক্ষণে এই কাব্য শ্রবণে যদি আপনার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞপ্রয়োগের বিরামকালে সুস্থ হইয়া শ্রবণ করুন।

তখন মহারাজ রাম ঐ দুই মুনিবালকের বাক্যে সম্মত হইয়া হৃষ্টমনে মহর্ষি বাল্মীকির নিকট গমন করিলেন, এবং অন্যান্য মুনি ও রাজগণের সহিত এই গীতিমাধুর্য্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া কর্ম্মশালায় প্রবিষ্ট হইলেন।

পঞ্চনবতিতমসর্গ

রাম বহুদিন ধরিয়া, মুনি ও রাজগণের সহিত কুশীলবের মুখে এই মধুর রামায়ণ গান শ্রবণ করিলেন এবং এই গীতিপ্রসঙ্গে কুশীলব সীতারই গর্ভজাত ইহা জানিতে পারিয়া, স্বেচ্ছাক্রমে শুদ্ধস্বভাব দূতগণকে সভামধ্যে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা ভগবান বাল্মীকির নিকট গিয়া আমার বাক্যানুসারে বল, যদি জানকী সচ্চরিত্রা হন, যদি তাঁহাতে কোনরূপ পাপস্পর্শ না হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি মহর্ষি বাল্মীকিরই আদেশে উপস্থিত হইয়া আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করুন। আমি যেরূপ কহিলাম তোমরা এই বিষয়ে মহর্ষির অভিপ্রায় এবং আত্মশুদ্ধিকল্পে জানকীর ইচ্ছা সম্যক্ বুঝিয়া শীঘ্র আমাকে সংবাদ দেও। আমি সৌন্দর্য্যলোভে স্ত্রীর ব্যতিক্রমেও উপেক্ষা করিয়াছি আমার এই যে অযশ সর্ব্বত্র

রটিয়াছে, এক্ষণে জানকী আমারই এই কলঙ্ক ক্ষালনের জন্য কল্য প্রভাতে আসিয়া সভামধ্যে শপথ করুন।

অনন্তর দূতেরা রামের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র মহর্ষি বাল্মীকির নিকট উপস্থিত হইল এবং ঐ তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া রামের কথানুসারে সমস্তই কহিল। তখন মহর্ষি বাল্মীকি দূতমুখে রামের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কহিলেন, দূতগণ! রামের যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হউক। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, সুতরাং তিনি যাহা কহিয়াছেন জানকী তাহাই করুন।

পরে রাজদূতেরা রামের নিকট আসিয়া মহর্ষি বাল্মীকির অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। শুনিয়া রাম হৃষ্টমনে সভাস্থ মহর্ষি ও রাজগণকে কহিলেন, সশিষ্য ঋষিগণ এবং সানুচর রাজগণ, জানকীর শপথ এবং আত্মশুদ্ধির জন্য আর যা কিছু আবশ্যক, কল্য প্রভাতে আসিয়া প্রত্যক্ষ করুন।

শুনিবামাত্র ঋষিদিগের মধ্যে সাধুবাদ উত্থিত হইল। রাজগণ রামের বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! এইরূপ কার্য্য পৃথিবীর মধ্যে কেবল আপনাতেই সম্ভব।

অনন্তর মহারাজ রাম রাত্রিপ্রভাতে জানকীর পরীক্ষা হইবে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোককে বিদায় দিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন।

ষণ্ণবতিতমসর্গ।

রাত্রি প্রভাত হইল। রাম যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইয়া ঋষিগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দীর্ঘতমা, মহাতপা দুর্ব্বাসা, পুলস্ত্য, শক্তি, ভার্গব, বামন, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্ম্মজ্ঞ শতানন্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ, অগ্নিতনয় সুপ্রভ, নারদ, পর্ব্বত ও গৌতম এই সমস্ত এবং অন্যান্য ঋষিরা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। মহাবল রাক্ষস, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং দিকদিগন্তবাসী ব্রাহ্মণগণ আগমন করিলেন। সকলে এই অদ্ভুত শপথব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য পর্ব্বতবৎ নিশ্চল হইয়া কালপ্রতীক্ষা করিতেছে ইত্যবসরে মহর্ষি বাল্মীকি শীঘ্র জানকীর সহিত সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। জানকী রামকে হৃদয়ে অনুধ্যান পুর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সজল নয়নে অবনত মুখে মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। ব্রহ্মার অনুগামিনী বেদশ্রুতীর ন্যায় জানকীকে মহর্ষির পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া চতুর্দিকে সাধুবাদ উত্থিত হইল। সভাস্থ সকলে শোক দুঃখে অতিমাত্র আকুল হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। তৎকালে কেহ রামকে কেহ সীতাকে এবং কেহবা উভয়কেই সাধুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহর্ষি বল্মীকি জানকীকে লইয়া এই জন সমূহের মধ্যে প্রবেশ পুর্ব্বক রামকে কহিলেন, রাজন্! এই তোমার পতিব্রতা ধর্ম্মচারিণী সীতা। তুমি লোকাপবাদ-

ভয়ে আমার আশ্রমের নিকট ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে। এক্ষণে ইহাঁকে অনুমতি কর, ইনি, তোমার মনে আত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন। এই দুই যমজ কুশীলব জানকীর গর্ভজাত, আমি সত্যই কহিতেছি ইহারা তোমারই ঔরস পুত্র। দেখ আমি পুত্রপরম্পরায় প্রচেতা হইতে দশম। আমি যে কখনও মিথ্যা কহিয়াছি ইহা আমার স্মরণ হয় না। এক্ষণে আমার বাক্যে বিশ্বাস কর, ইহারা তোমারই ঔরস পুত্র। আমি বহুকাল তপস্যা করিয়াছি, এক্ষণে যদি জানকীর চরিত্রগত অণুমাত্রও ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে তবে আমায় যেন সেই সঞ্চিত তপস্যার ফলভোগ করিতে না হয়। আমি এ যাবৎকাল কায়মনোবাক্যে কখনও কোন পাপাচরণ করি নাই, এক্ষণে যদি জানকী নিষ্পাপ হন তবে সেই পাপ না করিবার ফল আমায় যেন ভোগ করিতে হয়। আমি শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনে জানকীকে শুদ্ধচারিণী বুঝিয়া বন হইতে লইয়া আসি। এক্ষণে এই পতিপরায়ণা তোমার মনে আত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন। আমি দিব্য-জ্ঞানে কহিতেছি জানকী শুদ্ধস্বভাবা, তুমি ইহাঁকে পবিত্র জানিলেও কেবল লোকাপবাদে পরিত্যাগ করিয়াছ।

সপ্তনবতিতম সর্গ

রাম বাল্মীকির এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপানার বিশ্বাস্য বাক্যে যদিও জান-

কীকে শুদ্ধস্বভাবা বলিয়া বুঝিলাম, তথাচ আপনি যেরূপ কহিতেছেন তাহাই হউক। পূর্ব্বে লঙ্কায় দেবগণের সমক্ষে জানকীর পরীক্ষা হইয়াছিল। ইনি তথায় শপথও করিয়াছিলেন সেই জন্য আমি ইহাঁকে গৃহে লইয়া ছিলাম, কিন্তু লোকাপবাদ বড় প্রবল, আমি সেই কারণে জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি ইহাঁকে নিষ্পাপ জানিলেও কেবল লোকাপবাদভয়েই পরিত্যাগ করিয়াছি। অতএব আপনি আমায় রক্ষা করুন। এই যমজ কুশীলব আমারই পুত্র ইহা আমি জানি। এক্ষণে শুদ্ধচারিণী জানকীর উপর আমার পূর্ব্ববৎ প্রীতি সঞ্চারিত হউক।

সীতার এই শপথপ্রসঙ্গে সুরগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, মরুৎ ও সাধ্যগণ এবং নাগ, সুপর্ণ ও সিদ্ধগণ আগমন করিয়াছেন। রাম ইহাঁদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, ঋষিগণের বিশুদ্ধ বাক্যে সীতার প্রতি আমার বিশ্বাস হইয়াছে। ইনি জগতের মধ্যে শুদ্ধচারিণী। এক্ষণে ইহাঁর প্রতি আমার পূর্ব্ববৎ প্রীতি সঞ্চারিত হউক।

ঐ সময় দিব্যগন্ধ মনোহর পবিত্র বায়ু বহমান হইল। বায়ুর স্পর্শসুখে সভাস্থ সকলে পুলকিত হইয়া উঠিল এবং ত্রেতাযুগেও বায়ু সত্যযুগের ন্যায় সুখস্পর্শ, এই ভাবিয়া বিস্ময়ের সহিত বায়ুর এই অচিন্ত্য ও অদ্ভুত সঞ্চরণ পরীক্ষা করিতে লাগিল। এই অবসরে কাষায়বসনা জানকী কৃতাঞ্জলিপুটে অধোমুখে কহিলেন, আমি রাম ব্যতীত যদি অন্য

কাহাকেও মনেতে স্থান না দিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। আমি রামের পর আর কাহাকেই জানি না যদি এই কথা সত্য বলিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।

জানকী এইরূপ শপথ করিতেছেন ইত্যবসরে সহসা রসাতল হইতে এক দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল। দিব্য-রত্নসুশোভিত তক্ষক প্রভৃতি নাগেরা উহা মস্তকে ধারণ করিয়া আছে এবং উহা অপূর্ব্ব ও সুসজ্জিত। দেবী পৃথিবী বহুপ্রসারণ পূর্ব্বক জানকীরে লইয়া ঐ সিংহাসনে বসাইলেন। সিংহাসন সহসা রসাতলে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অন্ত-রীক্ষ হইতে অবিচ্ছিন্ন পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। যজ্ঞবাটস্থিত ঋষি ও রাজগণ যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। ভূলোক ও দ্যুলোকে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জীব, মহাকায় দানব ও পাতাল-বাসী পন্নগদিগের মধ্যে কেহ হৃষ্টমনে কোলাহল করিতে লাগিল, কেহ এই অদ্ভুত ব্যাপার চিন্তা করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ বা বিমোহিত হইয়া কখন রাম ও কখন বা সীতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ফলত ঐ সময় সমস্ত জগৎ যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

জানকী রসাতলে প্রবেশ করিলে মুনিগণ রামকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন রাম দীক্ষাকালে গৃহীত দণ্ডকাষ্ঠে ভরদিয়া দুঃখিত মনে জলধারাকুললোচনে অধোমুখে রোদন করিতে ছিলেন। তিনি এইরূপে বহুক্ষণ রোদন পূর্ব্বক শোক ও ক্রোধে আকুল হইয়া কহিলেন, আমি সমক্ষে মূর্ত্তিমতী শ্রীর ন্যায় সীতাকে অন্তর্ধান হইতে দেখিলাম, এই জন্য অভূতপূর্ব্ব শোক আমায় অভিভূত করিতেছে। পূর্ব্বে রাবণ সমুদ্রপারে লঙ্কায় সীতাকে লইয়া যায়, আমি তথা হইতেও তাঁহাকে আনিয়া ছিলাম, পাতালের কথা তো সামান্য। দেবি বসুন্ধরে! আমার সীতাকে আনিয়া দেও, তুমি তো আমায় জানই, সীতাকে না পাইলে আমি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিব। তুমিই আমার শ্বশ্রু, পূর্ব্বে রাজর্ষি জনক হলকর্ষণ করিতে গিয়া তোমার বক্ষ হইতে সীতাকে উদ্ধার করেন। এক্ষণে হয় সীতাকে দেও, নয় বিদীর্ণ হও আমি পাতালতলে বা স্বর্গে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত বাস করিব। তুমি সীতাকে শীঘ্র আন, আমি তাঁহার জন্য উন্মত্ত হইয়াছি। তিনি যেমন ছিলেন ঠিক্ সেই রূপ অবিকৃত অবস্থায় যদি তুমি তাঁহাকে রসাতল হইতে না আনিয়া দেও তাহা হইলে আমি তোমায় পর্ব্বত বনের সহিত নির্ম্মূল করিব। এক্ষণে পৃথিবী বিনষ্ট হউক এবং সমস্ত জলময় হইয়া যাক্।

অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ক্রোধমূর্চ্ছিত শোকাকুল রামকে কহিলেন, রাম! তুমি সন্তপ্ত হইও না, এক্ষণে স্বীয় পূর্ব্বভাব এবং দেবগণের সহিত মন্ত্রণার কথা মনে করিয়া দেখ। আমি ইহা তোমায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি না কিন্তু তুমি যে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার তাহা আপনিই স্মরণ করিয়া দেখ। সীতা সাধ্বী ও সচ্চরিত্রা এবং তোমাতে একান্তই অনুরাগিণী। তিনি তোমার আশ্রয়রূপ তপস্যার বলে পরম সুখে নাগলোকে যাত্রা করিয়াছেন। স্বর্গে পুনরায় তোমার সহিত তাঁহার সমাগম হইবে। এক্ষণে এই সভামধ্যে আমি যাহা কহিতেছি শুন। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য রামায়ণ নিঃসন্দেহ তোমার সমস্ত বিষয় সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিবে। তোমার জন্ম হইতে যা কিছু সুখদুঃখ ঘটিয়াছে এবং সীতার রসাতলপ্রবেশের পরেও যা কিছু ঘটিবে সমস্তই মহর্ষি বাল্মীকি ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই রামায়ণ আদি কাব্য। রাম! তোমাতেই সমস্ত গুণ প্রতিষ্ঠিত, কাব্যে বর্ণনীয় যশের আধার তোমা ব্যতীত আর কেহই নাই। তোমার চরিত্র অতি বিচিত্র। এই কাব্য পূর্ব্বে আমি সুরগণের সহিত শুনিয়াছি। ইহা দিব্য অদ্ভুত সত্য ও প্রলাপরহিত। এক্ষণে তুমি মনঃসমাধান পূর্ব্বক ইহার শেষ অংশ শ্রবণ কর। এই শেষাংশের নাম উত্তর কাণ্ড। তুমি ঋষিগণেব সহিত তাহা শ্রবণ কর। তুমি পরম রাজর্ষি। তোমা ব্যতীত আর কেহই এই কাব্য শ্রবণ করিবার উপযুক্ত নয়।

ত্রিভুবনপতি ব্রহ্মা এই বলিয়া সবান্ধব দেবগণের সহিত

দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। সভাস্থ যে সমস্ত ব্রহ্মলোক-লাভের উপযুক্ত ঋষি ব্রহ্মার অনুগমন করিতে ছিলেন তাঁহারা ব্রহ্মারই অনুজ্ঞাক্রমে উত্তরকাণ্ড শুনিবার জন্য পুনরায় ফিরি-লেন। তখন রাম ব্রহ্মার এইরূপ কথা শুনিয়া মহর্ষি বাল্মী-কিকে কহিলেন, ভগবন্! এই সমস্ত ব্রহ্মলোকার্হ ঋষি আমার ভবিষ্যৎ চরিত শুনিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছেন, অতএব আগামী কল্য হইতে তাহা আরম্ভ করুন।

অনন্তর রাম সভাস্থ সমস্ত লোককে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কুশী-লবকে লইয়া বাল্মীকির পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন এবং সীতার শোকে অতিমাত্র কাতর হইয়া তথায় রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন।

একোনশততম সর্গ।

রাত্রি প্রভাতে রাম ঋষিগণকে আনয়ন পূর্ব্বক পুত্র কুশী-লবকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা নিঃশঙ্ক চিত্তে উত্তরকাণ্ড আরম্ভ কর। মহাত্মা ঋষিগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং কুশীলব গান করিতে লাগিলেন।

সীতা স্বীয় সত্যের বলে রসাতলে প্রবেশ করিলে রাম যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক অতিশয় বিমনা হইলেন। তিনি জানকী-বিরহে জগৎ শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার শোক ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিল। মনে কিছুতেই শান্তিলাভ হইল না। পরে তিনি অভ্যাগত রাজগণ, বানর ও রাক্ষসগণ এবং

আর আর সকল লোককে প্রচুর সম্মান ও ধনদান সহকারে বিদায় দিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। সীতাচিন্তা তাঁহার হৃদয়ে সততই জাগরূক। সীতাকে বিসর্জ্জন করিবার পর তিনি আর ভার্য্যান্তর গ্রহণ করেন নাই। প্রত্যেক যজ্ঞ-দীক্ষাকালে কনকময়ী জানকী তাঁহার পত্নী হইতেন। ক্রমশঃ রাম বহুসহস্র বৎসর যজ্ঞ করিলেন। রাজপেয়, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, ও গোসব প্রভৃতি যজ্ঞ ভূরি দক্ষিণাদান সহকারে মহা সমারোহে সম্পন্ন করিলেন। এই রূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও রাজ্যপালন করিতে রামের বহুকাল অতীত হইয়া গেল। রাক্ষস, বানর ও ভল্লুক তাঁহার আজ্ঞাবহ। দিকদিগন্তের রাজগণ তাঁহার আজ্ঞাবহ। তাঁহার শাসনকালে পর্জন্য দেব যথাসময়ে বৃষ্টি করিতেন, অন্নকষ্ট কাহারই ছিল না, দিক সকল নির্ম্মল, নগর ও গ্রামের সমস্ত লোকই হৃষ্ট পুষ্ট ; ব্যাধি কি অকাল মৃত্যু কাহারই ছিল না।

অনন্তর বহুবর্ষের পর যশস্বিনী কৌশল্যা পুত্র ও পৌত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার পর সুমিত্রা ও কৈকেয়ীরও মৃত্যু হইল। ইহাঁরা সঞ্চিত পুণ্যবলে স্বর্গলাভ করিলেন এবং রাজা দশরথের সহিত সমাগত হইয়া হৃষ্ট মনে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাম এই মাতৃগণের উদ্দেশে ও পিতৃকৃত্যে বর্ষে বর্ষে তাপস ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থদান করিতেন। এবং পিতৃ ও দেবগণকে তৃপ্ত করিয়া অনেক যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

শততম সর্গ।

কিয়ৎকাল অতীত হইয়া গেল। একদা কেকয়রাজ যুধাজিৎ রামকে প্রীতির উপহার দিবার জন্য দশ সহস্র অশ্ব, কম্বল, চিত্রবস্ত্র, নানাবিধ রত্ন ও উৎকৃষ্ট আভরণের সহিত অঙ্গিরাতনয় গুরু মহর্ষি গর্গকে মহাত্মা রামের নিকট প্রেরণ করিলেন। ধীমান রাম মহর্ষি গর্গ যুধাজিতের প্রেরিত ধনরত্নের সহিত উপস্থিত শুনিয়া, অনুজগণের সহিত ক্রোশমাত্র তাঁহার প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতিকে পূজা করেন সেই রূপ তাঁহার পূজা করিলেন। তিনি মহর্ষিকে পূজা ও মাতুলপ্রেরিত ধনরত্ন গ্রহণ করিয়া যুধাজিতের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রশ্ন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি বাগ্মী এবং সাক্ষাৎ বৃহস্পতি। এক্ষণে যন্নিমিত্ত আপনার আগমন, আমার সেই মাতুল কি বলিয়াছেন।

অনন্তর গর্গ কহিলেন, রাজন্! তোমার মাতুল যুধাজিৎ স্নেহসহকারে যাহা কহিয়াছেন শুন। সিন্ধুনদের উত্তর পার্শ্বে ফলমূলবহুল পরমশোভন একটী প্রদেশ আছে। গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের পুত্র তিন কোটি সমরপটু গন্ধর্ব্ব তাহা রক্ষা করিয়া থাকে। তুমি ঐ সকল গন্ধর্ব্বকে পরাজয় করিয়া ঐ প্রদেশ অধিকার কর। এই কার্য্যের যোগ্য তোমা ব্যতীত আর কাহাকেও দেখি না। আমার এই প্রস্তাব অহিতকর নহে। তুমি ইহার জন্য প্রস্তুত হও।

রাম মাতুলের বাক্যে সম্মত হইয়া ভরতের প্রতি দৃষ্টিপাত

করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে প্রীতমনে মহর্ষি গর্গকে কহিলেন, ভগবন্! এই তক্ষ ও পুষ্কল ভরতেরই পুত্র। ইহাঁরা যুধাজিতের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়া ধর্ম্মানুসারে ঐ গন্ধর্ব্বদেশ শাসন করিবেন। এই দুই বীর সসৈন্যে ভরতকে অগ্রে লইয়া গন্ধর্ব্বগণকে বিনাশ পূর্ব্বক তথায় দুইটী পুর স্থাপন করিবেন। ধার্ম্মিক ভরত পুত্রদ্বয়কে ঐ পুরের শাসনভার অর্পণ করিয়া পুনরায় আমার নিকট আসিবেন।

অনন্তর ভরত শুভনক্ষত্রযোগে মহর্ষি গর্গকে অগ্রে লইয়া সসৈন্যে পুত্রদ্বয়ের সহিত নির্গত হইলেন। দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ, ইন্দ্রানুগত দেবসেনার ন্যায় রামানুগত সৈন্য দুই তিন দিবসের পথ তাঁহার অনুসরণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইল। মাংসাসী সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি দারুণ হিংস্র জন্তু এবং খেচর গৃধ্রগণ গন্ধর্ব্বগণের রক্তমাংসের প্রত্যাশায় দলে দলে সৈন্যের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। এইরূপে সকলে অর্দ্ধমাস কাল নির্ব্বিঘ্নে সুদীর্ঘ পথ পর্য্যটন পূর্ব্বক কেকয়রাজ্যে উপস্থিত হইল।

একাধিকশততম সর্গ।

কেকয়রাজ যুধাজিৎ ভরতকে যুদ্ধসজ্জায় মহর্ষি গর্গের সহিত উপস্থিত দেখিয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন। পরে তিনি এবং ভরত সমরনিপুণ বলবাহনের সহিত শীঘ্র গিয়া গন্ধর্ব্ব[illegible] আক্রমণ করিলেন। মহাবল গন্ধর্ব্বগণ যুদ্ধার্থ

চতুর্দ্দিকে সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং উভয় পক্ষে লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সাত রাত্রি অতীত হইয়া গেল, কিন্তু কোন পক্ষেরই জয় বা পরাজয় হইল না। চতুর্দ্দিকে রক্তনদী প্রবাহিত; শক্তি খড়্গ ও ধনু এবং মৃতদেহ ঐ স্রোতে ভাসিতে লাগিল। এই অবসরে মহাবীর ভরত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গন্ধর্ব্বগণের প্রতি সংবর্ত্তনামে দারুণ কালাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ঐ তিন কোটি গন্ধর্ব্ব ক্ষণকালমধ্যে ঐ কালপাশে বদ্ধ ও নিহত হইল। ফলত এইরূপ অদ্ভুত যুদ্ধকাণ্ড দেবতারাও কখন দেখেন নাই।

অনন্তর ভরত দুই পুত্রকে দুইটী নগরে স্থাপন করিলেন। তিনি তক্ষশিলায় তক্ষকে এবং পুষ্কলাবতে পুষ্পলকে প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই দুই গন্ধর্ব্বদেশ ধনধান্যপূর্ণ ও কাননশোভিত। সমৃদ্ধিগুণে যেন পরস্পর পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করিতেছে। তথায় ক্রয়বিক্রয় ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত। আপণশ্রেণী, উৎকৃষ্ট গৃহ, সপ্ততল প্রাসাদ, দেবমন্দির এবং তাল তমাল তিলক ও বকুল বৃক্ষে ঐ স্থান যার পর নাই সুশোভিত। ভরত ঐ দুই পুর স্থাপন এবং পুত্রদ্বয়ের প্রতি তাহার শাসনভার অর্পণ পূর্ব্বক পাঁচ বৎসরের পর পুনর্ব্বার অযোধ্যায় আগমন করিলেন এবং ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করেন সেইরূপ মূর্ত্তিমান ধর্ম্মের ন্যায় অবস্থিত রামকে প্রণিপাত করিয়া আদ্যোপান্ত গন্ধর্ব্ববধ বৃত্তান্ত এবং পুরস্থাপনের বিষয় নিবেদন করিলেন।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

রাম এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তোমার পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে আমি রাজ্যে অভিষেক করিব। এক্ষণে কোন্ দেশে ইহাদিগকে অভিষিক্ত করা আবশ্যক তাহা স্থির কর। যথায় রাজগণের কোনরূপ বাধা না জন্মে, আশ্রম সকল নষ্ট না হয়, আর আমরাও কোন বিষয়ে কাহারও নিকট কোনও রূপে অপরাধী না হই, এবং যাহা রমণীয় ও অসংকীর্ণ এইরূপ কোন দেশ নির্দ্ধারণ কর।

ভরত কহিলেন, আর্য্য! কারুপথ দেশ সুদৃশ্য ও স্বাস্থ্য-কর। কুমার অঙ্গদের রাজ্য তথায় স্থাপিত হউক। আর চন্দ্রকেতুর জন্য চন্দ্রকান্ত দেশ নির্দ্দিষ্ট হউক।

রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলেন এবং কারুপথ দেশ স্ববশে আনয়ন করিয়া অঙ্গদের জন্য অঙ্গদীয়া নামে এক রমণীয় পুরী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আর মহাবীর চন্দ্রকেতুর জন্য মল্লভূমিতে চন্দ্রকান্ত নামে খ্যাত অমরাবতীর তুল্য এক পুরী সন্নিবেশিত করিলেন। পরে তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া পরম প্রীতি সহকারে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। কারুপথ পশ্চিমে ও চন্দ্রকান্ত উত্তর দিকে অবস্থিত। লক্ষ্মণ অঙ্গদের এবং ভরত চন্দ্রকেতুর সমভিব্যাহারে চলিলেন। পরে লক্ষ্মণ এক বৎসর অঙ্গদীয় পুরীতে বাস করিয়া পশ্চাৎ অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন

এবং ভরতও বৎসরাধিক কাল চন্দ্রকান্তপুরীতে বাস করিয়া রামের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে রাজ্যশাসন ও ধর্ম্মকার্য্যপ্রসঙ্গে তাঁহাদের পরমায়ু একাদশ সহস্র বৎসর অতীত হইল।

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে স্বয়ং কাল তাপসরূপে রাজদ্বারে উপস্থিত। তিনি আসিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, আমি মহর্ষি অতিবলের দূত। কোন কার্য্যপ্রসঙ্গে রামের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছি।

লক্ষ্মণ দ্রুতপদে রামের নিকট গিয়া কহিলেন, রাজন্! আপনার ধর্ম্মবলে উভয় লোক আয়ত্ত হউক। এক্ষণে তপঃ-প্রভাবে সূর্য্যপ্রভ এক মুনি দূত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছেন। রাম কহিলেন, বৎস! মুনির আজ্ঞা-বহ দূতকে তুমি শীঘ্রই আনয়ন কর।

অনন্তর লক্ষ্মণ মহর্ষি অতিবলের দূতকে লইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ দূত স্বতেজে যেন সমস্ত দগ্ধ করিতেছেন। তিনি রামের নিকট গমন করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, রাজন্! আপনার শ্রীবৃদ্ধি হউক। রাম তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথোচিত সৎকার করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বাগ্মী মুনিদূত স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি তো সুখে আসিয়াছেন? যাঁহার নিকট হইতে আপনার আগমন তাঁহার কি কথা আছে বলুন।

দূত কহিলেন, মহারাজ! যদি তুমি হিত আকাঙ্ক্ষা কর তাহা হইলে নির্জ্জনে এই বক্তব্য বিষয়টী শুনিতে হইবে। শুদ্ধ কেবল ইহাই নয়, আমাদের এই কথা যে শুনিবে বা যে মন্ত্রণাকালে আমাদিগকে দেখিবে সে তোমার বধ্য। মুনি আমাকে এই রূপই আদেশ করিয়াছেন। এক্ষণে যদি এইটী অঙ্গীকার কর তাহা হইলে বলি।

তখন রাম দূতের কথায় স্বীকার করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন বৎস! তুমি দ্বাররক্ষককে বিদায় দিয়া স্বয়ং দ্বারে দণ্ডায়মান থাক। এই ঋষি ও আমার নির্জ্জনে যাহা কথা বার্ত্তা হইবে যদি কেহ তাহা দেখে বা শুনে সে আমার বধ্য হইবে।

এই বলিয়া রাম লক্ষ্মণকে দ্বারে রাখিয়া মুনিদূতকে কহিলেন, আপনার কি অভীষ্ট এবং আপনি যাঁহার প্রেরিত তাঁহারই বা কি অভীষ্ট আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে বলুন শুনিতে আমার একান্ত কৌতুহল উপস্থিত হইতেছে।

চতুরধিক শততম সর্গ।

দূত কহিলেন, মহারাজ! আমি যে নিমিত্ত আসিয়াছি শুন। আমি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার প্রেরিত, আমি

তোমার পূর্ব্বাবস্থায় সঙ্কল্পোৎপন্ন পুত্র, আমার নাম সর্ব্বসংহারক কাল। প্রজাপতি ব্রহ্মা তোমাকে কহিয়াছেন তুমি লোক সকলকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে বাস করিবার অঙ্গীকার কর তাহা পূর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বে তুমি স্বয়ংই স্বীয় সংহারশক্তিপ্রভাবে লোক সকল সংহার পূর্ব্বক মহা সমুদ্রে শয়ান থাক এবং সেই স্থানেই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ। পরে জলশায়ী প্রকাণ্ডদেহ অনন্তকে মায়াবলে সৃষ্টি করিয়া আর দুইটী জীবকে সৃষ্টি কর। ঐ দুই জীবের নাম মধু ও কৈটভ। ইহাদেরই মেদ ও অস্থি দ্বারা পৃথিবী মেদিনী ও পর্ব্বতপূর্ণা হন। তুমি স্বীয় নাভিদেশজাত সূর্য্যপ্রভ পদ্মে আমায় উৎপাদন করিয়া আমার প্রতি প্রজাপালনভার অর্পণ কর। তুমি জগতের পতি। আমি তোমার প্রভাবে প্রাজাপত্য লাভ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিলাম। কিন্তু প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের রক্ষা বিধানার্থ তোমার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলাম যখন তুমি আমায় সৃষ্টির উপযোগী বল প্রদান করিয়াছ তখন তুমিই এই সৃষ্টিকে রক্ষা কর। রক্ষাশক্তি তোমারই আছে, তুমি এই সনাতন দুর্দ্ধর্ষ স্বভাব হইতে ভূতগণের রক্ষা বিধানের জন্য বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হও। পরে তুমি অদিতির গর্ভে বীর্য্যবান পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ কর। তুমি ইন্দ্রাদির বীর্য্যবর্দ্ধন উপেন্দ্র। কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তুমি তাঁহাদের বিশেষ সাহায্যে আইস। পরে প্রজাগণ রাবণের উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। তুমি সেই দুর্বৃত্তকে বধ কবিবার জন্য মনুষ্যরূপ ধারণে অঙ্গীকার কর এবং একাদশ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে বাস করিবার নিয়ম করিয়া

রাজা দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হও। এক্ষণে তোমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে। এই জন্যই আমি সর্ব্বসংহারক কালকে তোমার নিকট প্রেরণ করিলাম। অতঃপর আরও যদি তোমার প্রজা রক্ষার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তুমি পৃথিবীতে বাস কর। রাজন্! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তোমাকে এইরূপই কহিয়াছেন। আর ইহাও কহিয়াছেন যদি সুরলোক পালনে তোমার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে দেবগণ তোমাকে পাইয়া নিশ্চিন্ত ও সনাথ হইবেন।

তখন রাম ব্রহ্মার এইরূপ কথা শুনিয়া সহাস্যমুখে কালকে কহিলেন, কাল! ভগবান ব্রহ্মার কথায় এবং তোমার আগমনে আমি অতিমাত্র প্রীত হইলাম। ত্রিলোকের কার্য্যসাধনার্থই আমার উৎপত্তি। তোমার মঙ্গল হউক, আমি যে স্থান হইতে আসিয়াছি এক্ষণে তথায় গমন করিব, সন্দেহ নাই। দেবগণের সকল কার্য্যে আমি ব্রহ্মার বশবর্ত্তী। এক্ষণে তোমার আগমন সম্পূর্ণই আমার অভিমত হইয়াছে।

পঞ্চাধিকশততমসর্গ।

রাম সর্ব্বসংহারক কালের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন ইত্যবসরে ভগবান দুর্ব্বাসা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের অভিলাষে দ্বারদেশে উপস্থিত। তিনি আসিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, আমার কিছু কার্য্যবিঘ্ন ঘটিয়াছে, তুমি শীঘ্র রামের সহিত আমার দেখা করাইয়া দেও।

লক্ষ্মণ মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার কি বক্তব্য? কি প্রয়োজন? কি করিব? আজ্ঞা করুন। আর্য্য রাম এক্ষণে কিছু ব্যস্ত আছেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

দুর্ব্বাসা লক্ষ্মণের এই কথায় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং দীপ্ত চক্ষে যেন তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি এখনই গিয়া রামকে বল। নচেৎ আমি সবংশে তোমাদের চার ভ্রাতার উপর এবং গ্রাম নগর, সকলেরই উপর অভিসম্পাত কবিব, এক্ষণে কিছুতেই আমার ক্রোধসম্বরণ হইবে না।

তখন লক্ষ্মণ এই লোমহর্ষণ কথা শুনিয়া ভাবিলেন, সর্ব্বনাশ অপেক্ষা নয় আমারই মৃত্যু হউক। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া রামকে গিয়া কহিলেন, রাজন্! মহর্ষি দুর্ব্বাসা উপস্থিত। তখন রাম কালকে বিদায় দিয়া বহির্গত হইলেন এবং দুর্ব্বাসার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! আপনার কি কার্য্য।

দুর্ব্বাসা কহিলেন; রাজন্! শুন। আমি সহস্র বৎসর অনসনব্রত ধারণ করিয়া আছি। আজ তাহা সমাপ্তির দিন। এক্ষণে তোমার যা কিছু প্রস্তুত আছে আমাকে শীঘ্র ভোজন করাও।

রাম দুর্ব্বাসার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার জন্য যথাসম্ভব ভক্ষ্য সামগ্রী আহরণ করিয়া দিলেন। দুর্ব্বাসা সেই অমৃতাস্বাদ অন্ন ভোজন করিয়া রামকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। দুর্ব্বাসা প্রস্থান

করিলে সর্ব্বসংহারক কালের বাক্য রামের স্মরণ হইল। তিনি যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। তাঁহার মুখে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি দীনমনে অধোমুখে এই দারুণ ব্যাপার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি কালের বাক্যানুসারে বুঝিলেন ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার বিনাশকাল উপস্থিত। ভাবিলেন অতঃপর আর আমার কিছুই থাকিবে না। তিনি এই স্থির করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

ষষ্ঠাধিকশততম সর্গ।

মহারাজ রাম অতিমাত্র দীন ও নতশির। তিনি রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় অতিশয় মলিন। লক্ষ্মণ তাঁহার এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন, আর্য্য! আপনি আমার জন্য কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইবেন না, কালকৃত গতিই এইরূপ। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে আমায় পরিত্যাগ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করুন। যাহারা প্রতিজ্ঞাপালনে বিমুখ তাহাদেরই নরক হয়। যদি আমার প্রতি আপনার প্রীতি থাকে, যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন আপনার উদ্দেশ্য হয় তবে আমায় অসঙ্কুচিত মনে পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করুন।

তখন রাম যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইয়া মন্ত্রী ও পুরোহিত বসিষ্ঠকে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদের সমক্ষে কালের নিকট আপনার প্রতিজ্ঞা এবং দুর্ব্বাসার আগমনবৃত্তান্ত সমস্তই কহিলেন। শুনিয়া বসিষ্ঠদেব কহিলেন, রাজন্! তোমার

ভীষণ বিনাশ এবং লক্ষ্মণের সহিত বিয়োগ আমি যোগবলে জানিয়াছি। কাল অতিমাত্র প্রবল। এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর। দেখ প্রতিজ্ঞাভঙ্গে ধর্ম্মক্ষতি। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে। অতএব তুমি বিশ্ব রক্ষা করিবার জন্য লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর।

অনন্তর রাম বসিষ্ঠদেবের এই ধর্ম্মসঙ্গত কথা শুনিয়া সর্ব্বসমক্ষে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আজ আমি তোমায় পরিত্যাগ করিতেছি। ধর্ম্মবিপর্য্যয় অত্যন্ত দোষাবহ, আপনার জনের পক্ষে ত্যাগ বা বধ উভয়ই সাধুগণের চক্ষে সমান।

তখন লক্ষ্মণ স্বগৃহে আর প্রবেশ না করিয়া জলধারাকুল লোচনে প্রস্থান করিলেন এবং সরযূতীরে উপস্থিত হইয়া আচমন পূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রোধ করিলেন। তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস আর পড়িল না। ঐ সময় অপ্সরাদিগের সহিত ইন্দ্রাদি দেবতা ও মহর্ষিগণ যোগযুক্ত লক্ষ্মণকে আর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে না দেখিয়া তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে অদৃশ্যভাবে সশরীরে স্বর্গে লইয়া গেলেন। লক্ষ্মণ বিষ্ণুর চতুর্থ অংশ। দেবগণ ইহাঁকে পাইয়া পুলকিত মনে পূজা করিতে লাগিলেন।

সপ্তাধিকশততম সর্গ।

রাম লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ ও শোকে অতিশয় কাতর হইলেন এবং কুলপুরোহিত বসিষ্ঠ, মন্ত্রী ও প্রকৃতি-

গণকে কহিলেন, আজ আমি ধর্ম্মবৎসল ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিব। আমি ইহাঁর হস্তে অযোধ্যার আধিপত্য দিয়া পশ্চাৎ বনপ্রবেশ করিব। আর কালবিলম্ব না হয়। শীঘ্র অভিষেকের আয়োজন কর। লক্ষ্মণ যে পথে গিয়াছেন আজই আমি সেই পথে যাত্রা করিব।

তখন প্রকৃতিগণ তাঁহাকে নতশিরে প্রণাম করিয়া মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিল। ভরত জ্ঞানশূন্য। তিনি রাজ্যগ্রহণে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, রাজন্! সত্য শপথে কহিতেছি আপনাকে ছাড়িয়া আমি রাজপদ প্রার্থনা করি না। এক্ষণে আপনি কুশীলবকে অভিষেক করুন। কোশল কুশের এবং উত্তরকোশল লবের হউক। অতঃপর দ্রুতগামী দূতেরা শীঘ্র শত্রুঘ্নের নিকট গিয়া আমাদের এই বনপ্রবেশের কথা জ্ঞাপন করুক।

অনন্তর বসিষ্ঠ পৌরজনকে দুঃখিতমনে অধোমুখে পতিত দেখিয়া রামকে কহিলেন, বৎস! দেখ এই সমস্ত প্রজা শোকভরে ভূতলে পড়িয়া আছে। এক্ষণে ইহাদিগের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করা তোমার আবশ্যক। নিবারণ করি কোন প্রকারে প্রজাগণের প্রতিকূলতাচরণ করিও না।

রাম বসিষ্ঠদেবের আদেশে প্রজাদিগকে উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা বল আমি কি করিব। প্রকৃতিগণ কহিল, রাজন্! আপনি যাইবেন, আমরাও আপনার অনুগমন করিব। যদি আমাদের উপর আপনার প্রীতি ও স্নেহ থাকে তাহা হইলে আপনি যে পথে যাইতেছেন আমরাও স্ত্রীপুত্রের সহিত সেই পথে যাইব। যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করা আপ-

নার অভিপ্রেত না হয় তাহা হইলে তপোবন বা দুর্গ নদী বা সমুদ্র যথায় আপনার ইচ্ছা আমাদিগকে লইয়া চলুন। রাজন্! ইহাতেই আমাদিগের পরম প্রীতি, এই আমাদিগের পরম প্রার্থনীয়, আপনার অনুগমনেই আমাদিগের ইচ্ছা।

রাম অনুগমনে পৌরগণের সুদৃঢ় যত্ন দেখিয়া কহিলেন, ভাল, তোমরা যাহা কহিতেছ তাহাই হইবে। অনন্তর তিনি কোশলে কুশকে এবং উত্তরকোশলে লবকে অভিষেক করিলেন। পরে কুশীলবকে ক্রোড়ে লইয়া উভয়কে বহু সহস্র রথ অযুত হস্তী ও দশ সহস্র অশ্ব দান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে স্বীয় স্বীয় নগরে প্রতিষ্ঠাপন পূর্ব্বক শত্রুঘ্নের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

অষ্টাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর দূতগণ মহারাজ রামের আদেশানুসারে শীঘ্র মধুরা পুরীতে গমন করিল। পথে কোথাও আর বিশ্রাম করিল না। পরে তাহারা তিন দিন তিন রাত্রি পর্য্যটনের পর মধুরায় উপস্থিত হইল এবং শত্রুঘ্নকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল। লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ, রামের স্বর্গারোহণ-প্রতিজ্ঞা, কুশীলবের রাজ্যাভিষেক, পৌরগণের অনুগমন, আনুপুর্ব্বিক সমস্তই জ্ঞাপন করিল। কহিল, মহারাজ রাম ও ভরত বিন্ধ্য পর্ব্বতের প্রান্তে কুশকে কুশাবতীতে এবং লবকে শ্রাবস্তী পুরীতে স্থাপন করিয়া, অযোধ্যাকে জনশূন্য করত

স্বর্গারোহণের উদ্যোগ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি তাঁহাদিগের নিকট যাইবার জন্য সত্বর প্রস্তুত হউন। এই বলিয়া উহারা মৌনাবলম্বন করিল।

তখন শত্রুঘ্ন দূতমুখে এই ঘোর কুলক্ষয়ের কথা শুনিয়া প্রজাগণ ও পুরোহিত কাঞ্চনকে আহ্বান পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন এবং ইহাও কহিলেন, ভ্রাতৃগণের সহিত আমারও মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে। পরে তিনি সুবাহুকে মধুরা ও শত্রুঘাতীকে বৈদিশ পুরীতে স্থাপন করিলেন এবং মাধুরী সেনা দুই ভাগ এবং সমস্ত ধনরত্ন যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া পুত্রদ্বয়কে দিয়া একমাত্র রথে অযোধ্যায় প্রস্থান করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন মহারাজ রাম সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক মুনিগণের সহিত প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তিনি তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ধর্ম্মানুগত বাক্যে কহিলেন, রাজন্! আমি পুত্রদ্বয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এক্ষণে আপনার অনুগমনের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। আজ আপনি আমায় কিছু বলিবেন না। আপনার আদেশ আমা দ্বারা ব্যাহত হয় ইহা আমার ইচ্ছা নয়।

রাম শত্রুঘ্নের অনুগমন বিষয়ে স্থির সংকল্প বুঝিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার যেরূপ সংকল্প তাহাই হউক। ঐ সময় কামরূপী বানর ভল্লুক ও রাক্ষসেরা দেহত্যাগে উন্মুখ রামকে দেখিবার নিমিত্ত সুগ্রীবকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। ইহারা আসিয়া কহিল, রাজন্! আমরা তোমার অনুগমনের জন্য আগমন করিলাম। যদি তুমি আমাদিগকে

ছাড়িয়া প্রস্থান কর তাহা হইলে আমাদিগের মস্তকে যমদণ্ড প্রহার করা হইবে।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব রামকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া আইলাম। জানিও তোমার অনুগমনেই আমার স্থির সংকল্প।

তখন রাম ইহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং রাক্ষস-রাজ বিভীষণকে কহিলেন, সখে! যাবৎ প্রজা থাকিবে তাবৎ তোমায় লঙ্কায় থাকিয়া দেহ ধারণ করিতে হইবে। যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য, যাবৎ পৃথিবী, যাবৎ আমার চরিতকথা তাবৎ ইহলোকে তোমার রাজ্য।

অনন্তর বিভীষণ রামের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লই-লেন। পরে রাম হনুমানকে কহিলেন, কপিরাজ! তুমি চিরজীবি থাকিবে ইহাই স্থির আছে, এক্ষণে স্বকৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। যাবৎ জীবলোকে আমার কথা সুপ্রচার থাকিবে তাবৎ আমায় আদেশক্রমে তুমি প্রীতমনে বাস কর। তখন হনুমান হৃষ্টমনে কহিলেন, রাজন্! যতদিন আপনার চরিত্র কথা প্রচার থাকিবে ততদিন আপনার আজ্ঞাক্রমে আমি পৃথিবীতে থাকিব। পরে রাম জাম্ববানকে এবং মৈন্দ দ্বিবি-দকে কহিলেন, যাবৎ কলিযুগ তাবৎ তোমরা জীবিত থাক কিন্তু বিভীষণ ও হনুমান মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবেন। অনন্তর রাম অন্যান্য বানর ও ভল্লুকগণকে কহিলেন, আইস এক্ষণে তোমরা আমার অনুগমন কর।

নবাধিকশততম সর্গ।

রাত্রি প্রভাত হইল। পদ্মপলাশলোচন রাম কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণগণের সহিত দীপ্যমান অগ্নিহোত্র এবং বাজপেয়-ছত্র অগ্রে যাক্। তখন বশিষ্ঠদেব বিধানানুসারে মহাপ্রাস্থানিক অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সূক্ষ্মাম্বরধারী রাম দুই হস্তের অঙ্গুলিতে কুশ ধারণ ও বেদোচ্চারণ পূর্ব্বক সরযূতীরে চলিলেন। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপার পরিহার ও পদব্রজে গমনকষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক মৌনী হইয়া গৃহ হইতে দীপ্যমান সূর্য্যের ন্যায় বহির্গত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে পদ্মহস্তা লক্ষ্মী, বামে দেবী পৃথিবী ও সম্মুখে সংহারশক্তি। নানাবিধ শর প্রকাণ্ড ধনু ও খড়্গ মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণরূপী চার বেদ, সর্ব্বরক্ষিণী গায়ত্রী, ওঙ্কার, বষট্‌কার তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ঋষি ও মহীসুর সকল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বালবৃদ্ধ দাসী ও ক্লীব কিঙ্করের সহিত অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রী, সস্ত্রীক ভরত ও শত্রুঘ্ন অগ্নিহোত্রের সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। মন্ত্রী, ভৃত্যবর্গ পুত্র পশু ও বান্ধবের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে যাইতে লাগিল। গুণানুরক্ত প্রজারা চলিল। পশুপক্ষীর সহিত এই সমস্ত স্ত্রীপুরুষ স্নাত নিষ্পাপ ও হৃষ্ট হইয়া তুমুল কোলাহলের সহিত রামের অনুগমন করিতে লাগিল। এই সমস্ত লোকের মধ্যে কেহই দুঃখিত বা লজ্জিত নহে প্রত্যুত রামের অনুগমনে

সকলেরই উৎসাহ ও হর্ষ দৃষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপ দৃশ্য আর কেহ কখন দেখে নাই। ইহা অতি অদ্ভুত। রাম যখন বহির্গত হইলেন তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য যে কেহ আইল সেও তাঁহাকে দেখিবামাত্র স্বর্গলাভার্থ তাঁহার সঙ্গে চলিল। বানর ভল্লুক ও রাক্ষস এবং পুরবাসী লোকেরা পরম ভক্তির সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। নগরমধ্যে অন্যের অদৃশ্য যে সমস্ত জীব ছিল তাহারাও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। স্থাবর জঙ্গম যত জীব আছে, যাহারা নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে এবং যাহারা চক্ষের অদৃশ্য ও অতি সূক্ষ্ম তাহারা সকলেই রামের সমভিব্যাহারে চলিল।

দশাধিকশততম সর্গ।

এইরূপে রাম অর্দ্ধযোজনের অধিক পথ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমবাহিনী পুণ্যসলিলা সরযূকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ তরঙ্গসঙ্কুল আবর্ত্তবহুল নদীর কিয়দ্দুর অতিক্রম করিয়া যথায় দেহত্যাগ করিবেন সেই স্থানে সর্ব্বসমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা যথায় রাম স্বর্গারোহণের জন্য প্রস্তুত সেই স্থানে দেবগণের সহিত আগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কোটি কোটি দিব্য

বিমান। একেই ত ব্যোমপথ দিব্য তেজে ব্যাপ্ত কিন্তু তৎকালে পুণ্যশীল স্বর্গবাসীদিগের স্বয়ংপ্রভ পবিত্রতেজে তাহা আরও তেজোময় হইয়া উঠিল। সুগন্ধী সুখপ্রদ পবিত্র বায়ু বহিতে লাগিল। দেবগণ সমৃদ্ধিমতী পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে তুমুল তূরীরব। মহাত্মা রাম সরযূর জলে অবতরণ করিবার উপক্রম করিলেন। এই অবসরে পিতামহ ব্রহ্মা অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, বিষ্ণো! স্বর্গে আগমন কর। তুমি আমাদেরই সৌভাগ্যে আসিতেছ। এক্ষণে সুখী হও। তুমি অনুরূপ ভ্রাতৃগণের সহিত স্বশরীরে প্রবেশ কর। তুমি বৈষ্ণবী মূর্ত্তি বা আকাশ আপনার যে শরীরে ইচ্ছা সেই শরীরে প্রবেশ কর। তুমিই লোকের গতি। তুমিই অচিন্ত্য বস্তুপরিচ্ছেদ ও কালপরিচ্ছেদের অনায়ত্ত এবং অজর ও অমর। তোমার পূর্ব্বপরিগৃহীতা বিশাললোচনা মায়া ব্যতীত আর কেহই তোমাকে জানে না। মহাতেজ! এক্ষণে আপনার যে শরীরে ইচ্ছা তুমি সেই শরীরে প্রবেশ কর।

অনন্তর মহামতি রাম ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সশরীরে বৈষ্ণব তেজে প্রবেশ করিলেন। দেবগণ ঐ বিষ্ণুময় দেবতাকে পূজা করিতে লাগিলেন। সাধ্য মরুৎ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা গন্ধর্ব্ব অপ্সরা সুপর্ণ নাগ দৈত্য দানব রাক্ষস সকলেই তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। দেবতারা বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বিষ্ণো! স্বর্গের সমস্ত লোক তোমার আগমনে পরিতুষ্ট উৎফুল্ল পূর্ণমনোরথ ও নিষ্পাপ হইল।

অনন্তর মহাতেজ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার অনুগামী এই সমস্ত ব্যক্তিকে যোগ্য লোক প্রদান কর। ইহারা স্নেহবলে আমার অনুগমন করিয়াছে। ইহারা ভক্ত এই জন্যই আমার ভজনীয়। আমারই জন্য ইহারা দেহত্যাগ করিয়াছে।

লোকগুরু ব্রহ্মা কহিলেন, বিষ্ণো! তোমার সহিত সমাগত এই সমস্ত লোক সন্তানক নামক লোকে গমন করিবে। যে ব্যক্তি তির্য্যকযোনিগত যে কোনও পদার্থ বিষ্ণুময় বলিয়া ভাবে তাহার জন্য সন্তানক লোক কিন্তু যে সাক্ষাৎ তোমার প্রতি ভক্তিতে তোমার অনুগমন ও দেহবিসর্জ্জন করিয়াছে তাহার সন্তানক লোক লাভের পক্ষে আর বক্তব্য কি আছে। ঐ সন্তানক লোক সর্ব্বগুণযুক্ত ও ব্রহ্মলোকের অব্যবহিত। বানর ও ভল্লুকগণ স্ব স্ব দেবযোনিতে প্রবেশ করিবে। যে, যে দেবতা হইতে নিঃসৃত সে, সেই দেবতায় প্রবেশ করিবে। সুগ্রীব সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিবেন।

ব্রহ্মা এই রূপ কহিলে যাঁহারা আনন্দাশ্রুপূর্ণ নেত্রে সরযুর গোপ্রতার তীর্থে উপস্থিত হইয়াছিল তাহারা সরযুতে অবগাহন ও হৃষ্টমনে দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিমানে আরোহণ করিল। ঐ সরযূতে যে সমস্ত পশু পক্ষী আসিয়াছিল তাহারাও ভাস্বর দেহ লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। স্থাবর অস্থাবর সকলেই সরযূর জলে অবগাহন করিয়া দেবলোকে গমন করিল। বানর ও রাক্ষসেরা সরযুতে দেহবিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গে গমন করিল এবং দিব্য দেহে দেবতার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। ভগবান ব্রহ্মা সমাগত সকল

ব্যক্তিকে এই রূপে স্বর্গ প্রদান করিয়া হৃষ্ট মনে দেবগণের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

একদশাধিকশততম সর্গ।

উত্তরকাণ্ড সহিত এই পর্য্যন্ত এই আখ্যান। ইহা বাল্মীকি-কৃত ও ব্রহ্মার পূজিত। ইহা সমস্ত আখ্যানের মুখ্যতম। ইহার নাম রামায়ণ, যিনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, যিনি দেবলোকে পূর্ব্ববৎ প্রতিষ্ঠিত হইলেন সেই বিষ্ণুই এই মহাকাব্যে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ দেবলোকে হৃষ্টমনে এই রামায়ণ কাব্য নিয়ত শ্রবণ করিয়া থাকেন। বুধেরা এই আয়ুস্কর সৌভাগ্যজনক পাপ-নাশক বেদসম রামায়ণ শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করাইবেন। এই গ্রন্থ শ্রবণে অপুত্রের পুত্র লাভ এবং নির্ধনের অর্থলাভ হয়। যিনি ইহার পাদমাত্র পাঠ করেন তাঁহার সমস্ত পাপনাশ হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন নানাপ্রকার পাপ সঞ্চয় করে সে ইহার একটী মাত্র শ্লোক পাঠ করিলেও পাপমুক্ত হইয়া থাকে। যিনি এই রামায়ণের পাঠক হইবেন তাঁহাকে বস্ত্র ধেনু ও স্বর্ণ দান করিবে। পাঠকের পরিতোষে সমস্ত দেবতা পরিতুষ্ট হন। যে ব্যক্তি এই আয়ুষ্য আখ্যান রামায়ণ পাঠ করেন তিনি পুত্র পৌত্রের সহিত উভয় লোকে পূজিত হন। এই রামায়ণ গ্রন্থ প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্ণে বা অপরাহ্ণে যখনই

বিষণ্ণ হইতে হয় না। অযোধ্যাপুরী বহু
জনশূন্য ছিল পরে ঋষভ নামক রাজাকে পাইয়া
লোকালয় হয়। এই উত্তরকাণ্ড সহিত রামায়ণ
পুত্র বাল্মীকি রচনা করেন ব্রহ্মাও ইহা স্বীকার
হেন।

উত্তরকাণ্ড সম্পূর্ণ।

অতিরিক্ত পত্র

মূল রামায়ণে রাবণবধের সময় দুর্গাপূজার কো[illegible] নাই কিন্তু পুরাণান্তরে তাহা আছে। আমরা সেই [illegible] অনুবাদ করিয়া এই স্থলে সন্নিবেশিত করিয়া দিলা[illegible]

পূর্ব্বে রামের প্রতি অনুগ্রহ এবং রাবণবধের জন্য ব্রহ্মা রাত্রিকালে মহাদেবীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। দেবী দুর্গা বিনিদ্র হইয়া যথায় রাম সেই লঙ্কায় আশ্বিনের শুক্লপক্ষে আগমন করিলেন এবং স্বয়ং অন্তর্হিত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়া দিলেন। এই যুদ্ধ সপ্তাহকালব্যাপী হইয়াছিল এই সপ্তাহ মধ্যে তিনি রাক্ষস ও বানরের মাংস শোণিতে পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। পরে সপ্তম রাত্রি অতীত হইলে নবমীতে মহামায়া জগন্ময়ী রামের দ্বারা রাবণকে বিনষ্ট করিলেন। যখন দেবী স্বয়ং এই যুদ্ধকেলী নিরীক্ষণ করেন এই আদি রাত্রি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের সহিত তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। পরে রাবণ বিনষ্ট হইলে তিনি নবমীতে তাঁহার বিশেষ পূজা এবং দশমীতে বিসর্জ্জন করিলেন।